তৌরাত শরীফ

তৌরাত শরীফ

(বাংলা অনুবাদ)

আইবিসি কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত

Holy Torah
তৌরাত শরীফ

Copyright © International Bible Church (IBC), Dhaka

It is translated by a group of translators and consultant of IBC and the names of the translators and consultant are preserved in IBC Trust office.

This edition of the publication has been made possible with the help of The DCB Foundation, Inc. 4710 W. Fremont Ct. Littleton, CO 80128 (303) 972-2940, USA.

প্রকাশ কাল: অক্টোবর, ২০২০

প্রকাশিত সংখ্যা: ১০০০ কপি

মূল্য: ১০০.০০ (একশত টাকা মাত্র)

প্রকাশক:

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আই. বি. সি)
ঠিকানা: রোড # ৪, হাউজ # ১২, সেক্টর # ৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ইমেইল: contact@ibc-bacib.com; ibcbddhaka@gmail.com;
bacib123@yahoo.com
মোবাইল: +8801714075742
ভিজিট করুন: **https://ibc-bacib.com**

BACIB | International Bible CHURCH

সূচিপত্র

তৌরাত শরীফ	পৃষ্ঠা
তৌরাত শরীফের ভূমিকা -------------------------------	৬
পয়দায়েশ কিতাব -------------------------------	৭
হিজরত কিতাব -------------------------------	৯৯
লেবীয় কিতাব -------------------------------	১৭৩
শুমারী কিতাব -------------------------------	২২৪
দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব -------------------------------	২৯৭
মানচিত্র -------------------------------	৩৬৫

ভূমিকা

পবিত্র তৌরাতের প্রথম কিতাব ‘পয়দায়েশ’ থেকে পঞ্চম কিতাব ‘দ্বিতীয় বিবরণ’ – এই পাঁচটি কিতাবকে এক সংগে ইংরেজীতে ‘পেন্টাটিউখ’ বলা হয়ে থাকে। ইহুদীদের পাক-কিতাবে এই কিতাবগুলোকে আইন-কানুনের কিতাব বলে। হিব্রু ভাষায় ‘তোরাহ্’ যার হল অর্থ “পরিচালনা” বা “নির্দেশ”, তবে এই কিতাবগুলোর মধ্যে আইন-কানুন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও আছে। এর মধ্যে আছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাহিনী, মাবুদ আল্লাহ্ একটা বিশেষ জাতির লোকদের (বনি-ইসরাইলদের) বেছে নেওয়ার ইতিহাস, এবং সেই জাতিকে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য যে ব্যক্তিকে মাবুদ আল্লাহ্ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কথা। সেই নেতা হযরত মূসা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শরীয়ত বা আইন-কানুন লাভ করেছিলেন, যে আইন-কানুন বনি-ইসরাইল জাতির জীবন-যাত্রা ও তাদের এবাদত পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ের সংগে এই পাঁচটি কিতাবে আরোও অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা লেখা আছে, যেমন বনি-ইসরাইল জাতির আদি পিতা-মাতা হবার জন্য হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারাকে বেছে নেওয়া, মিসরের গোলামী থেকে মুক্তি এবং তার পরে আল্লাহ্‌র ওয়াদা করা দেশের কাছে আসার আগ পর্যন্ত মরু-এলাকায় ঘোরাফেরার ঘটনার কথা।

পবিত্র তৌরাত শুরু হয়েছে “সৃষ্টির শুরুতে” শব্দ দু’টি দিয়ে। আল্লাহ্ সৃষ্টির শুরুতে কিভাবে আকাশ ও পৃথিবী এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই বিষয়ে বলা শুরু হয়েছে (পয়দায়েশ ১-৫)। তার পরে আছে হযরত নূহের কথা, মহাবন্যার বিবরণ এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে নানা রকমের ভাষার সৃষ্টি হল তার কাহিনী (পয়দায়েশ ৬-১১)। এইসব কাহিনীকে কখনও কখনও ইতিহাসের আগের কাহিনী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পয়দায়েশ ১২ অধ্যায়ে হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রী সারাকে বেছে নেওয়া ও তাঁদের নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে নতুন এক দেশে (কেনান) আসার ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া জাতির ইতিহাস শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের কাছে শপথ করেছিলেন যে, তাঁর বংশের লোকেরা একটা বড় জাতি হবে ও একদিন কেনান হবে তাদের নিজেদের দেশ (পয়দায়েশ ১২:১-৩; ১৭:১-৮)। পয়দায়েশের বাকী অংশে কিভাবে হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারার কাছে করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা তাঁদের বংশধর হযরত ইস্‌হাক, ইয়াকুব ও তাদের পরিবারের জীবনে পূর্ণ হবার পথে এগিয়ে যায় তা বলা হয়েছে।

হিজরত কিতাবের শুরুতে কিন্তু দেখা যায় আল্লাহ্‌র ঐসব ওয়াদা যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, কারণ হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারার বংশধরেরা মিসরে গোলামী করছে। কিন্তু তাদের কান্নাকাটি আল্লাহ্ শুনলেন এবং তিনি তাদের মিসর থেকে মুক্ত করে বের করে আনার জন্য হযরত মূসাকে বেছে নিলেন (হিজরত ৩:৪-১২)। এই বড় ঘটনাকে “মুক্তি” বা উদ্ধার বলা হয়ে থাকে। এই ঘটনাকেই হিজরত কিতাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। মিসরে বনি-ইসরাইল জাতির গোলামীর ইতিহাস তাদের ভবিষ্যতের লোকদের কাছে একটি মস্ত বড় স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ যেমন তাদের রক্ষা করেছেন ও তাদের দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাদের কান্না শুনেছেন, তেমনি তাদেরও দায়িত্ব ছিল যেন তারা দুঃখী, দুর্বল ও

নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করে ও তাদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করে (হিজরত ২৩:৬-৯, লেবীয় ২৫:৩৫-৩৮, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬, ১২-১৩)।

হিজরত কিতাবে দ্বিতীয় বড় ঘটনা হল সিনাই পাহাড়ে হযরত মূসা ও ইসরাইল জাতির সংগে করা মাবুদ আল্লাহ্‌র চুক্তি। লোকেরা কিভাবে জীবন যাপন করবে ও আল্লাহ্‌র এবাদত করবে সেসব বিষয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ এই আইন-কানুন দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ প্রথমে তাদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তারপর তাদের মিসর থেকে মুক্ত করে আনেন। সিনাই পাহাড়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছিলেন তাঁর পবিত্র লোক হিসাবে তাদের কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে। এ বিষয়ের আইন-কানুন আছে হিজরত ২০-৪০ অধ্যায়ে, লেবীয় কিতাবে, শুমারী কিতাবের কোন কোন অংশে এবং দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসার বিভিন্ন উপদেশে। শুমারী কিতাবে বাদবাকি অংশে আমরা জানতে পাই বনি-ইসরাইল জাতি কেনান দেশে যাবার পথে মরু এলাকায় কিভাবে চলছিল তার কথা। এই কিতাবের মধ্যে আমরা জানতে পাই মরু-এলাকায় আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ ও পরীক্ষার সময় তাদের কিভাবে রক্ষা করে চলেছেন তার ইতিহাস। তৌরাত শরীফ শেষ হয়েছে মোয়াবে জর্ডান নদীর কাছে বনি-ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষদের কাছে ওয়াদা করা সেই কেনান দেশে প্রবেশ করার আগে তাঁবু খাটিয়ে বাস করার ঘটনা। তৌরাত শরীফের মধ্যে প্রধান চরিত্র হলেন হযরত মূসা। তাই এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, তিনিই এই কিতাবের লেখক।

এই ভূমিকাটি মূল কিতাবের অংশ নয়। আশা করি এই ভূমিকা থেকে কিতাবটি সম্পর্কে পাঠক সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন এবং কিতাবটিকে বুঝবার ক্ষেত্রে এই ভূমিকা তাদের অনেক সাহায্য করবে।

ইতি,
পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.R.E; M.Th)
এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ ট্রাষ্ট, ঢাকা

পয়দায়েশ কিতাব

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণ

১ ১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
২ প্রথমে পৃথিবীর কোন আকার ছিল না ও তা শূন্য ছিল। অন্ধকারে ঢাকা গভীর
পানির রাশি ছিল, আর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ সেই পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন।
৩ তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, “আলো হোক।” তখনই আলো ফুটে উঠলো। ৪ আল্লাহ্‌
দেখলেন আলো ভাল। তখন আল্লাহ্‌ অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করলেন।
৫ আল্লাহ্‌ আলোর নাম দিলেন, “দিন” এবং অন্ধকারের নাম দিলেন “রাত।” এভাবে
সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল– এটি হল প্রথম দিন।
৬ তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, “পানি দু’ভাগে ভাগ হোক। আর দু’ভাগের মধ্যে একটি
ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক।” ৭ তাই আল্লাহ্‌ ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে পানিকে আলাদা
করলেন। এক ভাগ পানি ফাঁকা জায়গার উপরে আর অন্য ভাগ পানি ফাঁকা জায়গারটার
নিচে থাকল। ৮ আল্লাহ্‌ ফাঁকা জায়গারটার নাম দিলেন “আকাশ।” এভাবে সন্ধ্যা হল
এবং সকাল হল। আর এটাই হল দ্বিতীয় দিন।
৯ তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, “আকাশের নীচের পানি এক জায়গায় জমা হোক আর
শুকনো ভূমি দেখা দিক।” তাতে সেরকম হল। ১০ আল্লাহ্‌ শুকনো জায়গার নাম দিলেন,
“ভূমি” এবং এক জায়গায় জমা পানির নাম দিলেন, “সাগর।” আল্লাহ্‌ দেখলেন যে, তা
চমৎকার হয়েছে।
১১ তখন আল্লাহ্‌ বললেন, “ভূমিতে ঘাস, শস্যের গাছ ও ফলের গাছপালা হোক।
এসব গাছগুলোতে যে ফল ও ফসল হবে তার ভেতরে বীজ থাকুক। প্রত্যেক গাছপালা
নিজ নিজ জাতের বীজ সৃষ্টি করুক। ভূমিতে এসব গাছপালা বেড়ে উঠুক।” আর তাই-ই
হল। ১২ ভূমিতে ঘাস আর শস্যের গাছপালা হল। আবার ফলের গাছপালাও হল, ফলের
ভেতরে বীজ হল। প্রত্যেক গাছপালা নিজ নিজ জাতের বীজ সৃষ্টি করলো। আল্লাহ্‌
দেখলেন যে, সেই সব চমৎকার হয়েছে। ১৩ এভাবে সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। আর
এটাই হল তৃতীয় দিন।
১৪ তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, “রাত থেকে দিনকে আলাদা করার জন্য আকাশের
মধ্যে আলো জ্বলে উঠুক। এই আলোগুলো বিশেষ ঋতুর জন্য, বিশেষ চিহ্নের জন্য, দিন
ও বছর বোঝাবার জন্য থাকুক। ১৫ এছাড়া, পৃথিবীর উপর আলো দেওয়ার জন্য এই
আলোগুলো আকাশে থাকুক।” তাতে তা-ই হল। ১৬ তখন আল্লাহ্‌ দু’টি বড় আলো সৃষ্টি
করলেন। আল্লাহ্‌ এই দুটোর মধ্যকার বড় আলোটিকে দিনের বেলা রাজত্ব করার জন্য,
আর ছোট আলোটিকে রাতের বেলা রাজত্ব সৃষ্টি করলেন। এছাড়া, আল্লাহ্‌ অনেক তারাও
সৃষ্টি করলেন। ১৭ পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ এই আলোগুলোকে আকাশে

স্থাপন করলেন। [১৮] দিন ও রাতের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য আল্লাহ্‌ এই আলোগুলোকে
আকাশে স্থাপন করলেন। এই আলোগুলো অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করলো।
আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। [১৯] এভাবে সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। আর এটাই
হল চতুর্থ দিন হল।

[২০] তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, "পানি বিভিন্ন রকমের জীবন্ত প্রাণীতে পূর্ণ হোক, আর
পৃথিবীর উপরে আকাশে অনেক রকম পাখি ওড়ে বেড়াক।" [২১] সুতরাং আল্লাহ্‌ সাগরের
বড় বড় প্রাণী সৃষ্টি করলেন এবং পানিতে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এমন প্রত্যেকটি জীবন্ত
প্রাণীকে তাদের জাত অনুসারে সৃষ্টি করলেন। এছাড়া, আল্লাহ্‌ বিভিন্ন রকমের পাখি
আকাশে ওড়ে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
[২২] আল্লাহ্‌ এই সমস্ত প্রাণীদের দোয়া করলেন এবং বললেন, "তোমরা ফলবান হও ও
নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে সমুদ্রের পানি পূর্ণ কর। পাখিরাও এই পৃথিবীতে তাদের
সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক।" [২৩] এভাবে সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। আর এটাই হল পঞ্চম
দিন।

[২৪] তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, "ভূমি নানা রকম প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে
উৎপন্ন করুক। তাদের মধ্যে থাকবে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী।" তাতে
সেরকম হল। [২৫] সুতরাং আল্লাহ্‌ নিজ নিজ জাত অনুসারে সব রকমের বন্য, গৃহপালিত
এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্‌ দেখলেন যে, সেই সব চমৎকার হয়েছে।

প্রথম মানুষ

[২৬] তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের মত
করে মানুষ সৃষ্টি করি। তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছ, আকাশের সমস্ত পাখি, গৃহ পালিত সমস্ত
পশু, ভূমিতে চলে বেড়ানো বুকে হাঁটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব
করুক।" [২৭] পরে আল্লাহ্‌ নিজের প্রতিমূর্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ্‌র
প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করা হল। আল্লাহ্‌ তাদের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন।
[২৮] আল্লাহ্‌ তাদের দোয়া করলেন এবং বললেন, "তোমরা ফলবান হও এবং সংখ্যায়
বেড়ে ওঠে পৃথিবী ভরে তোল এবং পৃথিবী নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া
তোমরা সাগরের মাছ, আকাশের পাখি, এবং মাটির উপর চলাচলকারী সমস্ত জীবিত
প্রাণীর উপর রাজত্ব কর।"

[২৯] এর পর আল্লাহ্‌ বললেন, "দেখ, আমি পৃথিবীর উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-
সব্‌জীর গাছ দিলাম যাদের নিজের বীজ রয়েছে। আর প্রত্যেকটি গাছও দিলাম যার মধ্যে
তার ফল ও বীজ রয়েছে। এই সমস্ত শস্য ও ফল হবে তোমাদের খাবার। [৩০] এছাড়া
পৃথিবীর সব পশু, আকাশের সব পাখি এবং মাটির উপরে বুকে হেঁটে বেড়ায় যে সব প্রাণী
তাদের সকলের খাবারের জন্য সমস্ত শস্য ও শাক-সবজী দিলাম।" তাতে সব কিছুই
সেরকম হল।

[৩১] আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছু দেখলেন এবং আল্লাহ্‌ দেখলেন সমস্ত সৃষ্টিই খুব
চমৎকার হয়েছে। এভাবে সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। আর এটাই হল ষষ্ঠ দিন।

আল্লাহ্‌র পবিত্র দিন

২ ১ এভাবে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ
হল। ২ যে কাজ আল্লাহ্‌ শুরু করেছিলেন ছয় দিনে তা শেষ করলেন। তিনি সপ্তম
দিনে তাঁর সব কাজ থেকে তিনি বিশ্রাম নিলেন। ৩ আল্লাহ্‌ সপ্তম দিনটিকে দোয়া করে
পবিত্র করলেন। কারণ ঐ দিনটিতে তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কাজ থেকে তিনি বিশ্রাম নিলেন।

আদন বাগানে প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোক

৪ এই হল আকাশ ও পৃথিবীর কথা যখন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। যখন মাবুদ
আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন, ৫ তখন পৃথিবীতে কোন গাছপালা ছিল না।
জমিতে তখন কিছুই জন্মাতো না। কারণ তখনও মাবুদ আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠান নি
এবং ক্ষেতে চাষবাস করার জন্য তখন কোন মানুষও ছিল না। ৬ তবে জমির নিচ থেকে
পানি উঠে চারপাশের জমি ভিজিয়ে দিত। ৭ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ মাটি থেকে ধুলো নিয়ে
একজন মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি সেই মানুষটির নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু ঢুকিয়ে দিলেন
এবং তাতে মানুষটি জীবন্ত হয়ে উঠলো।

৮ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ পূর্ব দিকে আদোন দেশে একটি বাগান বানালেন। তিনি তাঁর
সৃষ্টি করা মানুষটিকে সেই বাগানে রাখলেন। ৯ সেখানকার মাটিতে মাবুদ আল্লাহ্‌ সব
রকমের গাছ জন্মালেন। গাছগুলো দেখতে সুন্দর ছিল এবং এর ফলগুলোও খুব ভাল
ছিল। তিনি বাগানের মাঝখানে জীবন-গাছ এবং ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছও জন্মালেন।

১০ আদোন হতে এক নদী বয়ে গিয়ে সেই বাগানে পানির যোগান দিত। তারপর
সেই নদী যেটি আদোন দেশ থেকে বয়ে চলছিল সেটি চারটি শাখা নদীতে ভাগ হয়েছিল।
১১ প্রথম নদীটির নাম পীশোন। এই নদী পুরো হবীলা দেশটির চারপাশ দিয়ে বয়ে
চলছিল, যেখানে সোনা পাওয়া যায়। ১২ সেই দেশের সোনা খুব ভাল। এছাড়া এই দেশে
গুগ্‌গুল আর মূল্যবান গোমেদকমণি পাওয়া যায়। ১৩ দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, এই
নদীটি সমস্ত কুশ দেশটির চারপাশ দিয়ে বয়ে চলছিল । ১৪ তৃতীয় নদীটির নাম
হিদ্দেকল। এই নদীটি আশেরিয়া দেশের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে চলছিল। চতুর্থ নদীটির নাম
ফোরাত।

১৫ পরে মাবুদ আল্লাহ্‌ কৃষিকাজ আর বাগানের দেখাশুনা করবার জন্য মানুষটিকে
নিয়ে আদোন বাগানে রাখলেন। ১৬ আর মাবুদ আল্লাহ্‌ মানুষটিকে এই আদেশ দিলেন,
"বাগানের যে কোনও গাছের ফল তুমি তোমার খুশীমত খেতে পার। ১৭ কিন্তু যে গাছটি
ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছ, সেই গাছের ফল কখনও খেও না। কারণ যেদিন তুমি সেই
গাছের ফল খাবে, সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"

প্রথম স্ত্রীলোক

১৮ তারপর মাবুদ আল্লাহ্‌ বললেন, "মানুষের একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য
তারই মত একজন সাহায্যকারী সৃষ্টি করবো।" ১৯ মাবুদ আল্লাহ্‌ মাটি থেকে যে সমস্ত পশু
আর আকাশের পাখি তৈরি করেছিলেন, তাদেরকে মানুষটির কাছে নিয়ে এলেন। মাবুদ
দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোর কি নাম রাখেন। আর মানুষটি জীবন্ত প্রাণীগুলোর যে যে

নাম দিলেন তাদের সে-ই নামই হল। ২০ মানুষটি সব গৃহপালিত পশুর, আকাশের সব
পাখির এবং বনের সব বন্য প্রাণীর নাম রাখলো। কিন্তু আদমের জন্য কোন উপযুক্ত
সাহায্যকারী তাদের মধ্যে পাওয়া গেল না।

২১ তখন মাবুদ আল্লাহ্ সেই মানুষটির উপর একটি গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন। তাতে
তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর পাঁজরের একটা হাড় বের করে নিলেন। তারপর
তিনি যেখান থেকে হাড়টি বের করেছিলেন সেই জায়গাটা মাংস দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।
২২ মাবুদ আল্লাহ্ মানুষটির পাঁজরের সেই হাড় দিয়ে একজন স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন। তখন
সেই স্ত্রীলোককে তিনি মানুষটির সামনে নিয়ে এলেন। ২৩ তখন সেই মানুষটি বললো,
"এবার হয়েছে; ইনি আমার হাড়ের হাড় ও মাংসের মাংস। পুরুষের দেহ থেকে তাকে
নেওয়া হয়েছে বলে একে 'স্ত্রীলোক' বলা হবে।" ২৪ এজন্য পুরুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর
সংগে মিলিত হবে এবং এভাবে দুজনে একদেহ হবে। ২৫ তখন পুরুষ ও তার স্ত্রী উলঙ্গ
ছিল, কিন্তু তাতে তাদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

মানুষের অবাধ্যতা

৩ ১ মাবুদ আল্লাহ্ যত রকম বন্য প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে সাপ ছিল
সবচেয়ে চালাক। একদিন সাপটা সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, "আল্লাহ্
কি সত্যিই বলেছেন যে, বাগানের কোনও গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?" ২ তখন
স্ত্রীলোক সাপটাকে বললো, "না, বাগানের সব গাছের ফল আমরা খেতে পারি। ৩ কিন্তু
আল্লাহ্ বলেছেন, 'বাগানের মাঝখানে যে গাছটা আছে তার ফল কোনমতেই খাবে না।
এমন কি ঐ গাছটা ছোঁবেও না– ছুঁলেই মরবে।' "

৪ তখন সাপটা নারীকে বললো, "না, কোনমতেই মরবে না। ৫ কারণ আল্লাহ্
জানেন, যদি তোমরা ঐ গাছের ফল খাও তাহলে তোমাদের চোখ খুলে যাবে। আর তখন
তোমরা ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে আল্লাহ্র মত হয়ে যাবে।"

৬ সেই স্ত্রীলোকটি যখন দেখলেন যে, গাছটার ফল খেতে ভাল হবে এবং দেখতেও
সুন্দর, আর তা জ্ঞান লাভ করার জন্য কামনা করারও মতো। তখন তিনি গাছটা থেকে
ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। এছাড়া তিনি স্বামীকেও সেই ফল দিলেন আর তাঁর স্বামীও তা
খেলেন। ৭ তাতে তাঁদের দুজনেরই চোখ খুলে গেল আর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা
উলঙ্গ। তাই তাঁরা কয়েকটা ডুমুরের পাতা জোগাড় করে সেগুলোকে এক সংগে জুড়ে
ঘাগ্‌রা তৈরি করে নিলেন।

৮ তখন পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী মাবুদ আল্লাহ্র গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। সন্ধ্যাবেলা
যখন একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে তখন মাবুদ বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। তখন
তাঁরা সেই বাগানে গাছগুলোর মধ্যে গিয়ে মাবুদ আল্লাহ্র কাছ থেকে নিজেদের
লুকালেন। ৯ কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্ পুরুষটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায়?"

১০ পুরুষটি বললো, "বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনে ভয়
পেয়েছি, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই নিজেকে লুকিয়েছি।"

১১ তিনি মানুষটিকে বললেন, "কে বললো যে, তুমি উলঙ্গ? যে গাছটার ফল খেতে

আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি কি সেই গাছের ফল খেয়েছ?”
১২ সেই পুরুষটি বললো, “তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ
গাছের কিছু ফল দিয়েছিল, আমি তা খেয়েছি।”
১৩ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই স্ত্রীলোটিকে বললেন, “তুমি এ কি করেছ?”
সেই স্ত্রীলোকটি বললো, “সাপ আমার সংগে ছলনা করে আমাকে ভুলিয়েছিল আর
আমিও ফলটা খেয়েছি।”

আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার শাস্তি

১৪ সুতরাং মাবুদ আল্লাহ্‌ সাপটাকে বললেন, “তুমি এই কাজ করেছ। তাই
গৃহপালিত ও বুনো পশুদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি অভিশাপ দেওয়া হল! সারা
জীবন তুমি বুকে হেঁটে চলবে আর মাটির ধুলা খাবে। ১৫ আমি তোমার এবং স্ত্রীলোকের
মধ্যে তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের বংশের মধ্যে শত্রুতা জন্মাব। সেই বংশ তোমার মাথা
চুরমার করে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।”
১৬ তারপর মাবুদ আল্লাহ্‌ স্ত্রীলোকটিকে বললেন, “আমি তোমার গর্ভের যন্ত্রণা অনেক
বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান জন্ম দেবে। তুমি তোমার স্বামীকে আ-
কুলভাবে কামনা করবে, আর সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে।”
১৭ তারপর মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমকে বললেন, “আমি তোমাকে ঐ গাছের ফল খেতে
নিষেধ করেছিলাম। তবু তুমি স্ত্রীলোকের কথা শুনে সেই গাছের ফল খেয়েছ। তাই
তোমার কারণে আমি এই ভূমিকে আমি অভিশাপ দিলাম। এখন থেকে সারাজীবন ধরে
তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করেই মাটিতে ফসল ফলিয়ে খেতে হবে। ১৮ জমিতে তোমার
জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে এবং তুমি ক্ষেতের ফসল খাবে। ১৯ যে মাটি থেকে
তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মাটিতে আবার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে
খাবারের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেতে হবে। যেহেতু তুমি মাটি তাই মাটিতেই ফিরে
যাবে।”
২০ পরে আদম তাঁর স্ত্রীর নাম রাখলেন হাওয়া, কারণ তিনি সমস্ত জীবিত সকলের মা
হলেন। ২১ মাবুদ আল্লাহ্‌ পশুর চামড়া দিয়ে আদম ও হাওয়ার জন্য পোশাক বানিয়ে
তাঁদের পরিয়ে দিলেন।
২২ মাবুদ আল্লাহ্‌ বললেন, “দেখ, ওরা এখন ভাল-মন্দ বিষয়ে জ্ঞান পেয়ে আমাদের
একজনের মত হয়ে উঠেছে। এখন তারা যেন হাত বাড়িয়ে জীবন-গাছের ফল পেড়ে
খেতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে ওরা চিরকাল ধরে বেঁচে থাকবে!”
২৩ সেজন্য মাবুদ আল্লাহ্‌ মানুষকে আদোন বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেন যে
মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই মাটিতে কৃষিকাজ করতে পারে। ২৪ এভাবে
মাবুদ আল্লাহ্‌ মানুষকে ঐ বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি জীবন-গাছের পথ পাহারা
দেবার জন্য বাগানের পূর্ব দিকে করূবদের রাখলেন। এছাড়া, তিনি সেখানে জলন্ত একটা
তলোয়ারকেও রাখলেন যা সব সময় ঘুরছিল।

হাবিল ও কাবিল

৪ ১ আদম তার স্ত্রী হাওয়ার সংগে মিলিত হলে পর হাওয়া গর্ভবতী হয়ে একটি
শিশুর জন্ম দিলেন। শিশুটির নাম রাখা হল কাবিল। হাওয়া বললেন, “মাবুদের
সহায়তায় আমি একটি পুরুষ-সন্তান লাভ করলাম।” ২ পরে তিনি কাবিলের একটি ভাই
হাবিলের জন্ম দিলেন। হাবিল ভেড়ার পাল চড়াত আর কাবিল জমিতে কৃষি কাজ
করতো।

৩ পরে কোন এক সময়ে কাবিল ক্ষেতে যে ফসল ফলিয়েছিল তার থেকে কিছু ফসল
নিয়ে মাবুদের কাছে উৎসর্গ করলো। ৪ কিন্তু হাবিল তার ভেড়ার পাল থেকে প্রথম
জন্মেছে এমন কয়েকটি পশু মেরে তাদের চর্বিযুক্ত অংশগুলো মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী
করলো। মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানীকে গ্রহণ করলেন। ৫ কিন্তু মাবুদ কাবিল ও তার
উৎসর্গকে গ্রহণ করলেন না। এতে কাবিলের ভীষণ রাগ হল ও মুখ কালো করে রইল।
৬ মাবুদ কাবিলকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি রাগ করছো কেন? তুমি কেনই বা মুখ কালো
করে আছ? ৭ তুমি যদি ঠিক কাজ কর, তবে কি তা গ্রহণ করা হবে না? কিন্তু যদি ঠিক
কাজ না কর তবে পাপ তোমার দরজায় ওৎ পেতে থাকবে। সে তোমাকে পেতে চাইবে
কিন্তু তাকে তোমার বশে আনতে হবে।” ৮ এর পর কাবিল তার ভাই হাবিলকে বললো,
“চলো, মাঠে যাওয়া যাক।” কাবিল আর হাবিল বাইরে মাঠে গেল। তখন কাবিল তার
ভাই হাবিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলল।

৯ পরে মাবুদ কাবিলকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার ভাই হাবিল কোথায়?”

কাবিল বললো, “আমি জানি না। আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?”

১০ তখন মাবুদ বললেন, “তুমি কি করেছ? শোন, তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি থেকে
আমার কাছে চিৎকার করে কান্না করছে। ১১ এখন তোমার উপর অভিশাপ পড়লো। যে
মাটি তোমার হাত থেকে তার রক্ত নেওয়ার জন্যে মুখ খুলেছে, এই মাটিতে তুমি আর
ফসল ফলাতে পারবে না। ১২ তুমি যখন জমিতে কৃষিকাজ করবে তখন মাটি আর শস্য
ফলাতে তোমাকে সাহায্য করবে না। তুমি এই পৃথিবীতে বিশ্রাম পাবে না আর পলাতক
হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াবে।”

১৩ তখন কাবিল মাবুদকে বললো, “এই শাস্তি আমার সহ্যের বাইরে। ১৪ আজ তুমি
আমাকে এই জমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, আর আমি তোমার উপস্থিতি থেকে লুকিয়ে
থাকব। আমি পৃথিবীতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াব এবং যে
আমাকে দেখতে পাবে সে-ই আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে।”

১৫ তখন মাবুদ কাবিলকে বললেন, “না, আমি তা হতে দেব না। তোমাকে যদি
কেউ মেরে ফেলে তবে তার উপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে।” তখন মাবুদ
কাবিলের গায়ে একটা চিহ্ন দিলেন যাতে কেউ তাকে পেয়েও হত্যা না করে।

কাবিলের বংশের কথা

১৬ কাবিল মাবুদের কাছ থেকে চলে গেল এবং আদোনের পূর্ব দিকে নোদ নামক এক
দেশে বাস করতে লাগল। ১৭ কাবিল তার স্ত্রীর সংগে মিলিত হল এবং তার স্ত্রী গর্ভবতী

BACIB
International Bible
CHURCH

হয়ে একটি ছেলের জন্ম দিল। তার নাম রাখা হল হনোক। কাবিল একটি শহর তৈরি
করে তার ছেলের নাম অনুসারে শহরটির নাম রাখল হনোক। ১৮ হনোকের ঈরদ নামে
একটি ছেলে হল। ঈরদের ছেলের নাম মহূয়ায়েল। আর মহূয়ায়েলের ছেলের নাম
মথূশায়েল। আর মথূশায়েলের ছেলের নাম লেমক।

১৯ লেমকের দু'জন স্ত্রী ছিল। একজনের নাম ছিল আদা, আর একজনের নাম ছিল
সিল্লা। ২০ আদার গর্ভে যাবলের জন্ম হল। যারা তাঁবুতে বাস করে এবং পশুপালন কওে
জীবন কাটায় যাবল তাদের পূর্বপুরুষ। ২১ যাবলের ভাইয়ের নাম ছিল যূবল। যারা বীণা
ও বাঁশি বাজায় সে ছিল তাদের পূর্বপুরুষ। ২২ সিল্লারও একটি ছেলে ছিল যার নাম ছিল
তূবল-কাবিল। সে পিতল ও লোহা দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করতো। তূবল-
কাবিলের বোনের নাম ছিল নয়মা।

২৩ লেমক তার দুই স্ত্রীকে বললো,
"আদা আর সিল্লা, আমার কথায় কান দাও।
লেমকের স্ত্রীরা, আমার কথা শোনো।
যে লোক আমাকে জখম করেছে,
আর যে যুবক আমাকে আঘাত করেছে,
তার বদলে আমি তাকে খুন করেছি।
২৪ কাবিলকে হত্যার প্রতিশোধ যদি সাত গুণ হয়ে থাকে,
তবে লেমককে খুনের প্রতিশোধ হবে সাতাত্তর গুণ।"

হযরত শিস

২৫ আদম আবার তাঁর স্ত্রীর সংগে মিলিত হলেন। তাঁর স্ত্রী একটি ছেলের জন্ম
দিলেন। তাঁরা তাঁর নাম রাখলেন শিস। হাওয়া বললেন, "কাবিল হাবিলকে হত্যা খুন
করা হয়েছিল বলে আল্লাহ্ আমাকে হাবিলের বদলে আর একটি সন্তান দিলেন।"
২৬ শেথেরও একটি ছেলে হল। সে তার নাম রাখল ইনোশ। সেই সময় থেকে
লোকেরা মাবুদের নামে এবাদত করতে শুরু করলো।"

হযরত আদমের বংশের কথা

৫ ১ এ হল আদমের বংশের বিষয়ে লিখিত বর্ণনা। আল্লাহ্ যখন মানুষ সৃষ্টি
করেছিলেন তখন তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতেই তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। ২ তিনি
মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে সৃষ্টি করে তাঁদের দোয়া করেছিলেন। তাঁদের সৃষ্টি করার
সময়ে তিনি তাদের নাম দিলেন "মানুষ।" ৩ আদমের যখন একশো ত্রিশ বছর বয়স
তখন তাঁরই মত দেখতে তাঁর একটি ছেলে হল। ছেলেটি দেখতে হুবহু আদমের মতই
ছিল। আদম তার নাম রাখলেন শিস। ৪ শেথের জন্মের পর আদম আরও আটশো বছর
বেঁচে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আদমের আরও ছেলেমেয়ে হয়েছিল। ৫ সুতরাং আদম
মোট ন'শো ত্রিশ বছর বেঁচে থাকবার পর তাঁর মৃত্যু হল।

৬ শিসের যখন একশো পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল। তার
নাম রাখা হল ইনোশ। ৭ ইনোশের জন্মের পরে শিস আটশো সাত বছর বেঁচে ছিলেন।

এর মধ্যে শেথের আরও ছেলেমেয়ে হয়েছিল। ৮ শিস মোট ন'শো বারো বছর বেঁচে
থাকবার পর মারা যান।
৯ ইনোশের যখন নব্বই বছর বয়স তখন তাঁর কৈনন নামে একটি ছেলের জন্ম হয়।
১০ কৈননের জন্মের পর ইনোশ আরও আটশো পনেরো বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে
তাঁর আরও ছেলেমেয়ে হয়েছিল। ১১ ইনোশ মোট ন'শো পাঁচ বছর বেঁচে থাকবার পর
মারা যান।
১২ কৈননের সত্তর বছর বয়েস তাঁর মহললেল নামে একটি ছেলের জন্ম হল।
১৩ মহললেলের জন্মের পর কৈনন আরও আটশো চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে
কৈননের আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ১৪ কৈনন মোট ন'শো দশ বছর বেঁচে
থাকবার পর মারা যান।
১৫ মহললেলের যখন পঁয়ষট্টি বছর তখন তাঁর যেরদ নামে একটি ছেলের জন্ম হয়।
১৬ যেরদের জন্মের পর মহললেল আরও আটশো ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর
আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ১৭ মহললেল মোট আটশো পঁচানব্বই বছর বেঁচে
থাকবার পর মারা যান।
১৮ যেরদের যখন একশো বাষট্টি বছর বয়স তখন তাঁর হনোক নামে একটি ছেলের
জন্ম হয়। ১৯ হনোকের জন্মের পর যেরদ আরও আটশো বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে
তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ২০ যেরদ মোট ন'শো বাষট্টি বছর বেঁচে থাকবার
পর মারা যান।
২১ হনোকের যখন পঁয়ষট্টি বছর বয়স তখন মথূশেলহ নামে তাঁর একটি ছেলের জন্ম
হয়। ২২ মথূশেলহর জন্মের পর হনোক আরও তিনশো বছর আল্লাহ্‌র সংগে চলাফেরা
করেন। এর মধ্যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ২৩ হনোক মোট তিনশো
পঁয়ষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন। ২৪ হনোক আল্লাহ্‌র সংগে চলাফেরা করতেন। এর পর তাঁকে
আর দেখা গেল না, কারণ আল্লাহ্‌ তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।
২৫ মুতাওশালেহের যখন এক শত সাতাশি বছর বয়স তখন তাঁর লামাক নামে
একটি ছেলের জন্ম হয়। ২৬ লামাকের জন্মের পর মুতাওশালেহ সাতশো বিরাশি বছর
বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ২৭ মুতাওশালেহ মোট
ন'শো উনসত্তর বছর বেঁচে থাকবার পর মারা যান।
২৮ লেমকের যখন একশো বিরাশি বছর বয়স তখন তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল।
২৯ লেমক ছেলের নাম নূহ্‌ রেখে বললেন, "আল্লাহ্‌ মাটিকে অভিশাপ দিয়েছেন। সেজন্য
এখন আমাদের যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। এই কাজের মধ্যে এই ছেলেটি আমাদের
সান্ত্বনা দেবে।" ৩০ নূহের জন্মের পর লেমক পাঁচশো পঁচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। এর
মধ্যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। ৩১ লেমক মোট সাতশো সাতাত্তর বছর
বেঁচে থাকবার পর মারা যান।
৩২ নূহের বয়স যখন পাঁচশো বছর তখন সাম, হাম এবং ইয়াফস নামে তাঁর তিনটি
ছেলের জন্ম হয়।

মানুষের দুষ্টতা

৬ ১ এভাবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলো এবং তাদের মধ্যে অনেক
মেয়ের জন্ম হল। ২ আল্লাহ্‌র পুত্ররা মানুষের মেয়েদের সুন্দরী দেখে যাকে যার
পছন্দ সে তাকে বিয়ে করতে লাগল। ৩ তখন মাবুদ বললেন, “আমার রূহ্ চিরকাল ধরে
তাদের সংগে থাকবে না, কারণ মানুষ মৃত্যুর অধীন। আমি তাদের আরও একশো বিশ
বছর সময় দিচ্ছি।”
৪ সেই সময় এবং এর পরেও নেফেলিয় নামে একজাতের লোক পৃথিবীতে ছিল।
আল্লাহ্‌র পুত্ররা যখন সেই মেয়েদের সংগে মিলিত হল তখন তাদের সন্তানের জন্ম হতে
লাগল। এই সন্তানেরা ছিল সেই পুরানো দিনের নামকরা ও শক্তিশালী লোক।
৫ মাবুদ দেখলেন এই পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা অনেক বেড়ে গেছে। আর লোকদের
হৃদয়ের চিন্তা-ভাবনা সব সময় কেবলই মন্দ। ৬ তখন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার জন্যে
মাবুদের মনে দুঃখ হল এবং তাঁর হৃদয় ব্যথায় ভরে গেল। ৭ তাই মাবুদ বললেন,
“পৃথিবীতে আমি যে মানুষ সৃষ্টি করেছি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলব। মানুষের
সংগে প্রত্যেক পশু এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখি পৃথিবীর উপর থেকে মুছে
ফেলব। এই সব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে এখন কষ্ট হচ্ছে।” ৮ কিন্তু নূহ মাবুদের
চোখে দয়া পেলেন।

হযরত নূহ্

৯ এই হল নূহের বিবরণ। নূহ্ একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁর সময়ের লোকদের
মধ্যে তিনি নিখুঁত ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র সংগে চলাফেরা করতেন। ১০ নূহের তিন ছেলে
ছিল: সাম, হাম আর ইয়াফস। ১১ আল্লাহ্‌র চোখে তখন পৃথিবী ছিল ভীষণ মন্দ, আর
অত্যাচার-অবিচারে তা ভরে গিয়েছিল। ১২ আল্লাহ্ নিচে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন
যে, পৃথিবী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। পৃথিবীর সব মানুষ দুষ্ট এবং নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।
তারা তাদের চালচলন নষ্ট করে ফেলেছে। ১৩ তাই আল্লাহ্ নূহ্‌কে বললেন, “আমি সমস্ত
লোককে ধ্বংস করতে যাচ্ছি, কারণ তাদের জন্য পৃথিবী অত্যাচার-অবিচারে ভরে গেছে।
আমি তাদের সংগে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস করে ফেলব। ১৪ তাই তুমি গোফর কাঠ দিয়ে
একটা নৌকা বানাও। নৌকার ভেতরে অনেকগুলো কামরা তৈরি করবে। আর নৌকাটির
বাইরের দিক ও ভিতরের দিক আলকাতরা দিয়ে লেপে দেবে। ১৫ তুমি এভাবে নৌকাটি
তৈরি করবে: নৌকাটা হবে তিনশো হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া আর ত্রিশ হাত উঁচু
করে তা তৈরি করবে। ১৬ নৌকাটির ছাদ থেকে এক হাত নিচে একটা জানালা তৈরি
করবে। নৌকার পাশের দিকে একটা দরজা তৈরি করবে। নৌকাটিতে উপরের তলা,
মাঝের তলা আর নীচের তলা, এভাবে তিনটে তলা থাকবে। ১৭ “দেখ, পৃথিবীতে আমি
এক বন্যা নিয়ে আসব। এতে আকাশের নিচে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া যত প্রাণী আছে তারা
সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের সকলেই মারা পড়বে।
১৮ “কিন্তু তোমার সংগে আমি একটা বিশেষ চুক্তি করবো। তুমি, তোমার স্ত্রী,
তোমার ছেলেরা, তোমার ছেলেদের স্ত্রীরা– তোমরা সবাই ঐ নৌকায় গিয়ে উঠবে।

১৯ পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে এক এক জোড়া করে বেছে নেবে। তুমি
অবশ্যই তাদের নৌকাতে তুলে নেবে এবং তোমাদের সংগে তাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে।
২০ “প্রত্যেক জাতে পাখি থেকে এক জোড়া, সব রকম পশু থেকে এক এক জোড়া
এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী থেকে এক এক জোড়া তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের
বাঁচিয়ে রাখতে পার। ২১ তোমাদের জন্য আর অন্যান্য পশুপাখির জন্য সমস্ত রকম
খাবারও অবশ্যই তুমি জোগাড় করে মজুদ করে রাখবে।” ২২ নূহ্ তা-ই করলেন। আল্লাহ্
যেমন আদেশ দিয়েছিলেন তিনি সবকিছু ঠিক সেইভাবেই করলেন।

মহাবন্যা

৭ ১ তখন মাবুদ নূহ্‌কে বললেন, “তুমি তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে
নৌকাতে গিয়ে ওঠ। আমি দেখতে পেয়েছি যে, এখনকার লোকদের মধ্যে
কেবল তুমিই যে একজন সৎ লোক। ২ তুমি সব পাক-পবিত্র পশুপাখি থেকে সাত জোড়া
করে এবং অন্যান্য প্রত্যেক নাপাক পশু থেকে এক জোড়া নাও। এই সব পশুপাখিদের
তুমি ঐ নৌকাতে তোমার সংগে নেবে। ৩ এছাড়া, সমস্ত রকম পাখির স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে
সাত জোড়া করে নেবে। পৃথিবীতে এদের বংশ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই তুমি তা করবে।
৪ এখন থেকে ঠিক সাত দিন পর আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠাব। তাতে চল্লিশ দিন চল্লিশ
রাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে। আমি যে সব জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি তাদের
প্রত্যেকটিকে আমি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলব।” ৫ তখন নূহ মাবুদের আদেশ
অনুসারে সব কাজ করলেন। ৬ পৃথিবীতে যখন বন্যা শুরু হল তখন নূহের বয়স ছিল
ছ’শো বছর।
৭ নূহ্ এবং তাঁর পরিবার বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নৌকাতে গিয়ে উঠলেন।
নূহের সংগে তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা ও ছেলেদের স্ত্রীরা সবাই নৌকাতে গিয়ে উঠলেন।
৮ সমস্ত পাক-পবিত্র ও নাপাক পশু ও পাখি এবং মাটিতে যারা বুকে হেঁটে চলে সেই সব
প্রাণী নূহের কাছে নৌকাতে গিয়ে উঠলো। ৯ আল্লাহ্ যেমনটি আদেশ করেছিলেন ঠিক
সেইভাবে স্ত্রী ও পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় গিয়ে উঠলো। ১০ সাত দিন পরে
পৃথিবীতে বন্যা শুরু হল। ১১ নূহের ছ’শো বছরের দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের দিন
মাটির নীচের সমস্ত ফোয়ারাগুলো ফেটে গেল এবং মাটির নীচ থেকে বের হয়ে আসা
পানি বইতে শুরু করলো। সেই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হল– এমন বৃষ্টি যেন আকাশে
ফাটল ধরেছে! ১২ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে সমানে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়লো।
১৩ সেই দিনেই নূহ্ ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের তিন ছেলে সাম, হাম ও ইয়াফস আর
তাদের স্ত্রীরা সকলেই নৌকায় গিয়ে উঠেছিলেন। ১৪ তাঁদের সংগে প্রত্যেক জাতের এক
এক জোড়া করে বন্য ও গৃহপালিত পশু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী আর সব রকম পাখির
উঠেছিল। ১৫ সমস্ত রকম প্রাণী যারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে তারা জোড়ায় জোড়ায়
নূহের সংগে নৌকাতে গিয়ে উঠেছিল। ১৬ আল্লাহ্ যেমন নূহ্‌কে আদেশ করেছিলেন, সেই
অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী স্ত্রী-পুরুষ মিলেই তারা উঠেছিল। এর পর মাবুদ নৌকার
দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

১৭ পৃথিবীতে চল্লিশ দিন ধরে বন্যা হতেই থাকল। পানি একটু একটু করে বেড়ে
গিয়ে উঁচু হতে লাগল আর সেই নৌকা মাটি ছেড়ে পানির উপরে ভেসে উঠলো।
১৮ পৃথিবীতে পানি বাড়তেই থাকল আর নৌকা পানির উপরে ভাসতে লাগল। ১৯ পানি
কেবল বেড়েই চললো এবং এত বাড়লো যে, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলো পর্যন্ত ডুবে গেল।
২০ সমস্ত পাহাড় ডুবে গিয়ে পানি আরও পনেরো হাত উপরে উঠে গেল।

২১ এর ফলে পৃথিবীর উপর ঘুরে বেড়ানো সমস্ত জীবন্ত প্রাণী মারা গেল– পাখি,
গৃহপালিত ও বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা
গেল। ২২ শুকনা মাটির উপর যে সব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল তারা সবাই মারা
পড়লো। ২৩ এভাবে আল্লাহ্ পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী একেবারে মুছে
ফেললেন। এতে মানুষ, সমস্ত পশু, বুকে-হাঁটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পাখি পৃথিবীর বুক
থেকে মুছে গেল। কেবলমাত্র নূহ ও তাঁর সংগে যারা জাহাজে ছিলেন তাঁরা বেঁচে
রইলেন। ২৪ একটানা একশো পঞ্চাশ দিন পৃথিবী পানির নিচে ডুবে রইলো।

মহাবন্যার শেষে

৮ ১ কিন্তু আল্লাহ্ নূহের কথা এবং তাঁর সংগে নৌকায় যে সব গৃহপালিত ও বন্য
পশু ছিল তাদের কথা ভুলে যান নি। তিনি পৃথিবীর উপর দিয়ে বাতাস
বহালেন। তাতে পানি কমে যেতে শুরু করলো। ২ এর মধ্যেই মাটির নীচের সমস্ত
ফোয়ারার পানি বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল।
৩ পৃথিবীর উপর থেকে পানি নেমে যেতে লাগল। বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন
পরে পানি একেবারে নেমে গেল। ৪ তাতে সপ্তম মাসের সতেরো দিনের দিন নৌকাটা
অরারটের একটা পাহাড়ে গিয়ে আট্‌কে রইলো। ৫ এর পরেও পানি নেমে যেতে থাকলো
এবং দশম মাসের প্রথম দিনে পাহাড়ের চূড়াগুলো পানির উপরে জেগে উঠলো।

৬ আরও চল্লিশ দিন পরে নূহ্ নৌকায় যে জানালা তৈরি করেছিলেন সেটি খুললেন।
৭ তারপর তিনি নৌকা থেকে একটা দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন। যতদিন না পানি নেমে গিয়ে
শুকনো মাটি দেখা দিল ততদিন সেই দাঁড়কাকটা নৌকা থেকে উড়ে গিয়ে এদিক-সেদিক
উড়ে বেড়াতে লাগল। ৮ এর পর নূহ্ একটা কবুতরও উড়িয়ে দিলেন, যেন তিনি জানতে
পারেন মাটির উপরকার পানি কমেছে কিনা। ৯ তখনও পৃথিবী পানিতে ঢাকা ছিল।
সেজন্য কবুতরটি বসার কোন জায়গা না পেয়ে নৌকায় নূহের কাছে ফিরে এলো। নূহ্
হাত বাড়িয়ে কবুতরটিকে ধরে নৌকায় নিজের কাছে নিলেন। ১০ এর পর তিনি আরও
সাত দিন পরে আবার কবুতরটিকে উড়িয়ে দিলেন। ১১ সেদিন যখন সন্ধ্যাবেলা কবুতরটি
ফিরে এলো তখন দেখা গেল কবুতরটির ঠোঁটে জলপাইয়ের একটা কচি পাতা! এতে নূহ্
জানতে পারলেন যে, পৃথিবীর উপর থেকে পানি কমে গেছে। ১২ তিনি আরও সাত দিন
পরে আবার কবুতরটি উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এবার পায়রাটা তাঁর কাছে আর ফিরে এলো
না।

১৩ নূহের বয়স তখন ছ'শো এক বছর। সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই
মাটির উপরকার পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন নূহ্ নৌকার ছাদটা খুলে ফেললেন। নূহ্

BACIB
International Bible
CHURCH

তাকিয়ে দেখলে যে, মাটি শুকাতে শুরু করেছে। ১৪ দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের মধ্যে
মাটি একেবারে শুকিয়ে গেল।

১৫ আল্লাহ্ তখন নূহ্‌কে বললেন, ১৬ “নৌকা থেকে নেমে এসো। তুমি, তোমার স্ত্রী,
তোমার ছেলেরা আর তাদের স্ত্রীরা নৌকা থেকে বের হয়ে এসো। ১৭ তোমাদের সংগে
নৌকার সমস্ত জীবন্ত প্রাণী, অর্থাৎ সমস্ত পাখি, সমস্ত জন্তু-জানোয়ার এবং বুকে হেঁটে
চলে এরকম সমস্ত প্রাণী বাইরে নিয়ে এসো। তারা পৃথিবীতে বেড়ে উঠুক এবং তারা
সংখ্যায় অনেক বেড়ে গিয়ে পৃথিবী ভরে তুলুক।”

১৮ তখন নূহ্, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও ছেলেদের স্ত্রীদের সংগে নিয়ে নৌকা থেকে বের হয়ে
এলেন। ১৯ সমস্ত জীব-জন্তু, বুকে হাঁটা সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত পাখি তাদের জাত
অনুসারে নৌকা ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এলো।

মহাবন্যার পরে প্রথম কোরবানী

২০ তখন নূহ্ মাবুদের জন্যে একটা কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন। নূহ্ কয়েকটি পাক-
পবিত্র পশু ও কয়েকটি পাক-পবিত্র পাখি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পোড়ানো-কোরবানী
করলেন। ২১ মাবুদ সেই পোড়ানো-কোরবানীর ঘ্রাণে খুশী হলেন। তিনি মনে মনে
বললেন, “মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমি আর কখনও ভূমিকে অভিশাপ দেব না।
কারণ ছোটবেলা থেকেই মানুষের স্বভাব মন্দ। এবার আমি যেমনটি করেছিলাম আর
কখনও সেভাবে পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদের ধ্বংস করবো না। ২২ যতদিন পৃথিবী
থাকবে ততদিন শস্য বোনা আর ফসল কাটা, ঠাণ্ডা ও গরম, গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, দিন
ও রাত হতেই থাকবে।”

সমস্ত প্রাণীর জন্য আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা স্থাপন

৯ ১ আল্লাহ্ নূহ্ আর তাঁর ছেলেদের দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাদের বললেন,
“তোমাদের অনেক সন্তান হোক্। তোমাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাক্ এবং
তোমাদের বংশধরেরা পৃথিবী ভরে তুলুক। ২ পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু, আকাশের সমস্ত
পাখি, যত রকমের বুকে-হাঁটা প্রাণী আছে এবং পানির সমস্ত মাছ প্রত্যেকে তোমাদের ভয়
করবে। এগুলো তোমাদের হাতে দেওয়া হল। ৩ তোমাদের খাবার হিসেবে আমি আগে
শুধু শস্য ও শাক-সব্জী দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন থেকে জীবন্ত ও ঘুরে বেড়ানো সমস্ত
প্রাণীই তোমাদের খাবার হবে। এখন পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আমি তোমাদের দিচ্ছি।
৪ “কিন্তু তোমরা রক্তসুদ্ধ মাংস, অর্থাৎ প্রাণসুদ্ধ মাংস কখনও খাবে না। ৫ কেউ যদি
তোমাদের হত্যা করে, তবে আমি তোমাদের জীবনের জন্য তোমাদের রক্ত দাবি করবো।
যদি কোনও জানোয়ার কোনও মানুষকে হত্যা করে, তাহলে আমি তার প্রাণ দাবী
করবো। যদি কোন মানুষ অন্য কোনও মানুষের প্রাণ নেয়, আমি তারও প্রাণ দাবী
করবো। ৬ “যে মানুষ অন্য মানুষকে খুন করে, তবে অন্য একজনকে সেই খুনীর প্রাণ
অবশ্যই নিতে হবে। ৭ তোমরা অনেক ছেলেমেয়ের জন্ম দাও এবং পৃথিবীর উপরে
তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে তা পরিপূর্ণ করো।”

৮ তারপর আল্লাহ্ নূহ্ ও তাঁর ছেলেদের বললেন, ৯ “দেখ, এখন আমি তোমাদের

BACIB
International Bible
CHURCH

সংগে আমার চুক্তি স্থির করছি। এই চুক্তি তোমাদের সংগে, তোমাদের ভবিষ্যত বং-
শধরদের সংগে, ১০ এবং তোমাদের সংগে যত জীবন্ত প্রাণী আছে– যে সব পাখি, যে সব
গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য যে সব বন্য জন্তু আছে, যারা তোমাদের সংগে নৌকা থেকে
নেমে এসেছে– অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর সংগে আমি চুক্তি করছি। ১১ আমি
তোমাদের সংগে যে চুক্তি স্থির করছি তা হল এই: বন্যার পানি দিয়ে আর কখনও সমস্ত
প্রাণীকে মুছে ফেলা হবে না। আর পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলবার মত আর কোন বন্যাও
হবে না।"

১২ আল্লাহ্‌ আরও বললেন, "আমি তোমাদের সংগে ও তোমাদের সংগে থাকা সমস্ত
প্রাণীর সংগে যে চুক্তি স্থির করলাম তা বংশের পর বংশ ধরে চলতে থাকবে। এই চুক্তির
চিহ্ন হল এই: ১৩ আমি আকাশে মেঘের মধ্যে এক রঙধনু দেখাব। ঐ রঙধনুই হবে
আমার আর পৃথিবীর মধ্যে চুক্তির চিহ্ন। ১৪ আমি যখন পৃথিবীর উপরে মেঘ ছড়িয়ে দেব,
তখন মেঘের মধ্যে ঐ রঙধনু দেখা যাবে। ১৫ আমি যখন ঐ রঙধনু দেখতে পাব, তখন
তোমার ও পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর সংগে যে চুক্তি করেছি সেই কথা আমার মনে
পড়বে। এতে পানি আর কখনও বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করবে না। ১৬ আমি
যখন মেঘের মধ্যে ঐ রঙধনু দেখবো তখন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জন্য চিরস্থায়ী ঐ চুক্তির
কথা আমি মনে করবো।"

১৭ তারপর মাবুদ নূহ্‌কে বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সংগে আমি যে একটা
চুক্তি করেছি ঐ রঙধনুই তার চিহ্ন।"

হযরত নূহ্‌ ও তাঁর ছেলেরা

১৮ নূহের সংগে তাঁর ছেলেরাও নৌকা থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের নাম সাম, হাম
আর ইয়াফস। (হাম ছিল কেনানের বাবা।) ১৯ ঐ তিনজন হল নূহের ছেলে যাদের মধ্য
দিয়ে সমস্ত মানুষ এসেছে ও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০ পরে নূহ্‌ কৃষিকাজ শুরু করলেন। তিনি একটা জমিতে আংগুর চাষ করলেন।
২১ তিনি একদিন আংগুর-রস খেয়ে মাতাল হলেন এবং তাঁবুর ভিতরে উলঙ্গ হয়ে পড়ে
রইলেন। ২২ কেনানের বাবা হাম নিজের বাবাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেললো। সে
তাঁবুর বাইরে গিয়ে সেই কথা তার ভাইদের বললো। ২৩ তখন সাম আর ইয়াফস এক খণ্ড
কাপড় নিয়ে নিজেদের কাঁধের উপর নিলো। তারপর পিছন দিকে হেঁটে হেঁটে তাঁবুর
ভিতরে ঢুকে ঐ কাপড় দিয়ে বাবাকে ঢেকে দিল। এভাবে, তাদের মুখ উল্টো দিকে ছিল
বলে তাদের বাবার উলঙ্গ অবস্থা তাঁদের চোখে পড়ল না। ২৪ আংগুর রসের নেশা কেটে
গেলে পর তিনি তখন জানতে পারলেন তাঁর ছোট ছেলে হাম তাঁর প্রতি কি করেছে।
২৫ তখন নূহ্‌ বললেন,

"কেনানের উপরে অভিশাপ পড়ুক!
 সে চিরকাল তার ভাইদের নীচু ধরনের গোলাম হোক।"

২৬ নূহ্‌ আরও বললেন,
 "সামের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক,

BACIB
International Bible
CHURCH

কেনান সামের গোলাম হোক।
[২৭] আল্লাহ্‌ ইয়াফসকে অনেক জায়গা দিন।
ইয়াফস সামের তাঁবুতে বাস করুক এবং কেনান তাদের গোলাম হোক।”
[২৮] বন্যার পরে নূহ্‌ সাড়ে তিনশো বছর বেঁচে ছিলেন। [২৯] নূহ্‌ মোট সাড়ে ন’শো বছর
বেঁচে ছিলেন এবং এর পর তাঁর মৃত্যু হয়।

ইয়াফসের বংশ-তালিকা

১০ [১] এই হল সাম, হাম ও ইয়াফসের বংশের কথা। বন্যার পরে এই তিনজনের
আরও অনেক ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। [২] ইয়াফসের ছেলেরা হল: গোমর,
মাজুজ, মাদয়, যবন, তূবল, মেশক এবং তীরস। [৩] গোমরের ছেলেরা হল: অস্কিনস,
রীফত্‌ এবং তোগর্ম। [৪] যবনের ছেলেরা হল: ইলীশা, তর্শীশ, কিত্তীম এবং দোদানীম।
[৫] এই সব লোকদের বংশধরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতি অনুসারে সাগর পারের দেশগুলোতে
ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ভাষা ছিল।

হামের বংশ-তালিকা

[৬] হামের ছেলেরা হল: কূশ, মিসর, পূট এবং কেনান। [৭] কূশের ছেলেরা হল: সবা,
হবীলা, সপ্তা, রয়মা এবং সপ্তক। রয়মার ছেলেরা হল: শিবা এবং দদান।
[৮] নমরূদ ছিল কুশের এক ছেলে। এই নমরূদ পৃথিবীতে এজন শক্তিশালী যোদ্ধা হয়ে
উঠেছিল। [৯] মাবুদের চোখে নমরূদ একজন বড় শিকারী হয়ে উঠলো। সেজন্য তার
সম্বন্ধে লোকেরা বলতো, “ঐ লোকটি মাবুদের চোখে নমরূদের মত একজন বড়
শিকারী।” [১০] নমরূদ শিনিয়র দেশের ব্যাবিলন, এরক অক্কদ এবং কলনী নামে
জায়গাগুলোতে রাজত্ব করতো। [১১] নমরূদ সেই দেশ থেকে আশেরিয়ায় গিয়েছিল।
নমরূদ আশেরিয়া দেশে নিনেভে, রহোবোৎ-পুরী, কেলহ ও রেষণ নামে শহরগুলো গড়ে
তুলেছিল।
[১২] রেষণ ছিল নীনবী এবং কেলহের মাঝামাঝি জায়গায়। সেটি একটি বড় শহর
ছিল। [১৩] মিসরের বংশের লোক ছিল লূদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, [১৪] পথ্রোষীয়,
কস্‌লূহীয় আর ক্রীটীয়রা। (ফিলিস্তিনীরা কস্‌লূহীয় দেশ থেকে এসেছিল।) [১৫] কেনান বড়
ছেলে ছিল সিডন। তারপর হেতের জন্ম হয়েছিল। [১৬] কেনান ছিলেন যিবুষীয়, আমোরীয়,
গির্গাশীয়, [১৭] হিব্বীয়, অর্কীয়, সীনীয়, [১৮] অর্বদীয়, সমারীয় এবং হমাতীয়রাও বংশের
পূর্বপুরুষ। পরে কেনানীয় গোষ্ঠীগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লো।
[১৯] কেনানীয়দের দেশের সীমা ছিল সিডন থেকে গরার পর্যন্ত, গাজা থেকে সাদুম ও
আমুরা পর্যন্ত এবং অদ্‌মা ও সবোয়ীর থেকে লাশা পর্যন্ত। [২০] নিজের নিজের গোষ্ঠী,
ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে এই সমস্ত লোকেরাই ছিল হামের বংশধর।

সামের বংশ-তালিকা

[২১] সামের অনেক ছেলে হয়েছিল। সাম ছিল ইয়াফসের বড় ভাই। সাম ছিল আবের
ও তার সমস্ত ছেলেদের পূর্বপুরুষ। [২২] সামের ছেলেরা হল: এলম, আশুর, আরফাখশাদ,
লূদ এবং অরাম। [২৩] ইরামের ছেলেরা হল: উষ, হূল, গেথর এবং মশ।

২৪ আরফাখশাদের ছেলে শেলহ, শেলহের ছেলে আবের। ২৫ আবেরে দুই ছেলে। এক
ছেলের নাম পেলগ। তার আমলে পৃথিবী ভাগ হয় বলে তার ঐ নাম হয়। অন্য ছেলের
নাম যক্তন। ২৬ যক্তনের ছেলেরা হল: অল্‌মোদদ, শেলফ, হৎসর্মাবৎ, যেরহ, ২৭ হদোরাম,
উবল, দিক্ল, ২৮ ওবল, অবীমায়েল, সাবা, ২৯ ওফীর, হবীলা এবং যোবব। এরা সবাই ছিল
যক্তনের ছেলে। ৩০ মেষা থেকে পূর্ব দিকের সফার পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় তারা বাস
করতো। ৩১ এরা সবাই ছিল পরিবার, ভাষা, দেশ ও জাতি অনুসারে সামের বংশের
লোক।

৩২ নিজের নিজের বংশ ও জাতি অনুসারে এরাই ছিল নূহের ছেলেদের বংশধর;
বন্যার পরে এদের বংশের লোকেরা জাতি হিসাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন ভাষার জন্ম

১১ ১ বন্যার পরে পৃথিবীতে লোকেরা এক ভাষাতে কথা বলতো এবং তাদের
ভাষার শব্দগুলোও ছিল এক রকম। ২ পরে সেই লোকেরা পূর্ব দিক থেকে
ঘুরতে ঘুরতে শিনিয়র দেশে এসে সমতল ভূমি পেল। তারা সেখানে বসবাস শুরু
করলো। ৩ তারা একে অন্যকে বললো, "এসো, আমরা মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করি, তার-
পর সেগুলো পুড়িয়ে নিই।" তখন তারা পাথরের বদলে ইঁট আর চুন-সুরকির বদলে
আল্‌কাত্‌রা ব্যবহার করতে লাগল।

৪ তারা বললো, "এসো আমরা আমাদের জন্যে এক বড় শহর তৈরি করি। আর
এমন একটি উঁচু ঘর বানাই যা চূড়া গিয়ে আকাশ ছোঁবে। এতে আমাদের সুনাম হবে
আর সারা পৃথিবীতে আমরা ছড়িয়ে পড়বো না।"

৫ কিন্তু মানুষ যে শহর ও আকাশ ছোয়া ঘর নির্মাণ করছিল তা দেখতে মাবুদ
পৃথিবীতে নেমে এলেন। ৬ মাবুদ বললেন, "এক জাতির মানুষ হিসাবে তারা একই
ভাষাতে কথা বলছে আর এই কাজ করতে শুরু করছে। এর পর তারা যা কিছু করতে
পরিকল্পনা করবে তা করা তাদের পক্ষে আর অসম্ভব হবে না। ৭ তাই এসো, আমরা নিচে
গিয়ে ওদের এক ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই, যেন তারা একে অন্যকে বুঝতে না
পারে।"

৮ সুতরাং মাবুদ সমস্ত লোকেদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন। ফলে সেই শহর
তৈরির কাজ তারা বন্ধ করে দিল। ৯ এই জন্যই সেই শহরের নাম হল ব্যাবিলন– কারণ
মাবুদ সমস্ত পৃথিবীর ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে মাবুদ তাঁদের
সেই জায়গা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন।

সামের বংশের কথা

১০ এটা হল সামের বংশের কাহিনী। বন্যার দু'বছর পরে, যখন সামের বয়স একশো
বছর তখন তার আরফাখশাদ নামে একটি ছেলের জন্ম হয়। ১১ তারপরে সাম পাঁচশো
বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর আরও ছেলেমেয়ে হয়েছিল।

১২ আরফাখশাদের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ছেলে শেলহের জন্ম হয়। ১৩ শেলহের
জন্মের পরে আরফাখশাদ আরও চারশো তিন বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও

ছেলেমেয়ে হয়েছিল।
১৪ শেলহের বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন আবের নামে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়।
১৫ আবেরের জন্মের পরে শেলহ চারশো বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও
ছেলেমেয়ে হয়েছিল।
১৬ আবেরের যখন চৌত্রিশ বছর বয়স তখন পেলগ নামে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়।
১৭ পেলগের জন্মের পর আবের চারশো ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও
ছেলেমেয়ে হয়েছিল।
১৮ পেলগের যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন রিয়ূ নামে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়।
১৯ রিয়ূর জন্মের পরে পেলগ আরও দু'শো নয় বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও
ছেলেমেয়ে হয়েছিল।
২০ রিয়ূর যখন বত্রিশ বছর বয়স তখন সরূগ নামে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়।
২১ সরূগের জন্মের পরে রিয়ূ দু'শো সাত বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও
ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল।
২২ সরূগের যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন নাহূর নামে তাঁর এক ছেলে হয়। ২৩ নাহূরের
জন্মের পরে সরূগ দু'শো বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম
হয়েছিল।
২৪ নাহূরের যখন উনত্রিশ বছর বয়স তখন তারেখ নামে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়।
২৫ তারেখের জন্মের পরে নাহূর আরও একশো উনিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর
আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল।
২৬ তারেখ সত্তর বছর বয়সে ইব্রাম, নাহূর ও হারণ নামে ছেলেদের জন্ম দিলেন।

তারেখের বংশের কথা

২৭ এটা হল তারেখের পরিবারের কাহিনী। তারেখ হল ইব্রাম, নাহূর ও হারণের
বাবা। হারণ ছিল লূতের বাবা। ২৮ কিন্তু তারেখের জীবিত থাকা কালেই তার জন্মস্থান
কলদীয় দেশের ঊর শহরে হারণের মৃত্যু হয়। ২৯ ইব্রাম ও নাহূর দু'জনেই বিয়ে করেন।
ইব্রামের স্ত্রীর নাম সারী আর নাহূরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। মিল্কা ছিল হারণের মেয়ে। হারণ
ছিলেন মিল্কা ও যিস্কার বাবা। ৩০ সারী বন্ধ্যা ছিলেন। তাঁর কোনও সন্তান হয় নি।
৩১ তারেখ তাঁর ছেলে ইব্রাম, তাঁর নাতি লূত এবং ছেলের স্ত্রী সারীকে সংগে নিলেন।
তিনি তাদের সকলকে নিয়ে কলদীয় দেশের ঊর শহর ছেড়ে কেনান দেশে যাওয়ার জন্য
যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁরা হারণ নামে একটা শহরে পৌঁছে সেখানেই বাস করার সিদ্ধান্ত
নিলেন। ৩২ তারেখ দু'শো পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন এবং হারণ শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত ইব্রামের প্রতি আল্লাহ্‌র আহ্বান

১২ ১ মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি তোমার দেশ, নিজের লোকজন এবং বাবার
পরিবার ত্যাগ করে, আমি যে দেশের পথ দেখাব সেই দেশে চল। ২ আমি
তোমার মধ্য থেকে এক মহা জাতি সৃষ্টি করবো এবং তোমাকে দোয়া করবো। আমি
তোমার নাম মহান করবো ও তোমার মধ্য দিয়ে অন্যেরা দোয়া লাভ করবে। ৩ যারা

তোমাকে দোয়া করবে, সেই লোকেদের আমি দোয়া করবো এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে, সেই লোকেদের আমি অভিশাপ দেব। তোমার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব লোক দোয়া পাবে।”

৪ সুতরাং ইব্রাম মাবুদের কথামত বের হয়ে পড়লেন। লূতও তাঁর সংগে গেলেন।
ইব্রাম যখন হারণ ছেড়ে গেলেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর। ৫ ইব্রাম তাঁর স্ত্রী
সারী, ভাতিজা লূতকে সংগে নিলেন। এছাড়া, হারণ শহরে তাঁদের যা কিছু ছিল এবং
সেখানে তাঁর যে সব গোলাম-বাঁদী ছিল তাদেরও তিনি সংগে নিলেন। ইব্রাম তাদের
সকলকে নিয়ে হারণ ছেড়ে কেনান দেশের দিকে যাত্রা করে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন।

কেনান দেশে হযরত ইব্রাম

৬ ইব্রাম কেনান দেশের মধ্য দিয়ে শিখিম শহরের মোরির এলোন গাছ পর্যন্ত
গেলেন। সেই সময় কেনানীয়রা সেখানে বাস করতো। ৭ পরে মাবুদ ইব্রামকে দেখা দিয়ে
বললেন, “আমি তোমার বংশধরদের এই দেশ দেব।” তাই মাবুদ যেখানে ইব্রামকে দেখা
দিয়েছিলেন সেখানে তিনি মাবুদের উদ্দেশ্যে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন।

৮ তারপর ইব্রাম সেই জায়গা ছেড়ে বেথেল শহরের পূর্ব দিকে পাহাড়ী এলাকায়
গিয়ে তাঁর তাঁবু ফেললেন। জায়গাটি ছিল বেথেল শহরের পশ্চিম দিকে আর অয় শহরের
পূর্ব দিকে। সেখানে ইব্রাম আর একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন এবং মাবুদের এবাদত
করলেন। ৯ পরে ইব্রাম আবার তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তিনি নেগেভ অর্থাৎ দক্ষিণের
মরু-এলাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন।

হযরত ইব্রামের মিসরে যাত্রা

১০ তখন সেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সেখানে দুর্ভিক্ষ এত ভীষণ হয়ে উঠলো যে,
ইব্রাম কিছু কালের জন্য মিসর দেশে বাস করতে গেলেন। ১১ তিনি যখন মিসর দেশে
ঢুকতে যাবেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রী সারীকে বললেন, “আমি জানি তুমি কত সুন্দরী!
১২ মিসরীয় পুরুষরা যখন তোমায় দেখবে, তারা বলবে, ‘এই মহিলা ঐ লোকটার স্ত্রী।’
তখন তারা তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমাকে মেরে ফেলবে। ১৩ তাই সবাইকে বলবে যে,
তুমি আমার বোন। তাহলে তারা আর আমাকে হত্যা করবে না। তারা আমাকে তোমার
ভাই ভেবে আমার সংগে ভাল ব্যবহার করবে। এভাবে তোমার জন্য আমার প্রাণ
বাঁচাবে।”

১৪ ইব্রাম যখন মিসরে গেলেন তখন মিসরীয় পুরুষরা দেখল যে, সারী খুব সুন্দরী।
১৫ ফেরাউনের রাজসভার কর্মকর্তারা কেউ কেউ তাঁকে দেখতে পেল। সারী যে কত
সুন্দরী সেই কথা তারা স্বয়ং ফেরাউনের কানে তুলল। তখন সারীকে ফেরাউনের রাজ-
বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ১৬ ফেরাউন ইব্রামকে সারীর ভাই মনে করে তাঁর প্রতি ভাল
ব্যবহার করলেন। ফেরাউন ইব্রামকে অনেক ভেড়া, গরু এবং বোঝা বইবার জন্য গাধা-
গাধী দিলেন। সেই সংগে কিছু গোলাম-বাঁদী এবং উটও তাঁকে দেওয়া হল। ১৭ কিন্তু
সারীর কারণে মাবুদ ফেরাউন এবং তাঁর রাজবাড়ির সব লোকেদের ভয়ঙ্কর অসুখ-
বিসুখের সৃষ্টি করলেন। ১৮ তখন ফেরাউন ইব্রামকে ডেকে বললেন, “আপনি আমার প্রতি

খুব অন্যায় করেছন। সারী যে আপনার স্ত্রী সে কথা আমাকে বলেন নি কেন? [১৯] আপনি
কেন বলেছিলেন, 'সারী আমার বোন?' আপনার বোন মনে করে আমি ওকে আমার স্ত্রী
করবো বলে এনেছিলাম। কিন্তু এখন এই যে আপনার স্ত্রী, ওকে নিয়ে আপনি চলে
যান।" [২০] তারপর ফেরাউন তাঁর লোকজনদের আদেশ দিলে তারা ইব্রাম ও তার স্ত্রীকে
এবং তাঁরা সেখানে যা কিছু পেয়েছিলেন সেই সব সহ সেই দেশ থেকে তাঁদের বিদায়
করে দিলেন।

হযরত ইব্রাম ও লূতের আলাদা হওয়া

১৩ [১] এর পর ইব্রাম মিসর ছেড়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সমস্ত
জিনিসপত্র নিয়ে নেগেভের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আর লূতও তাঁর সংগে
গেলেন। [২] ইব্রাম খুবই ধনী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অনেক পশু এবং প্রচুর সোনা ও রূপা
ছিল।

[৩] পরে তিনি নেগেভ থেকে বেথেলের দিকে যেতে যেতে বেথেল ও অয়ের মাঝামাঝি
স্থানে গেলেন। এখানেই ইব্রাম ও তাঁর পরিবার আগে একবার তাঁবু ফেলেছিলেন। [৪] এই
জায়গাতেই তিনি এর আগে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছিলেন। ইব্রাম এখানে
মাবুদের এবাদত করলেন। [৫] লূত ইব্রামের সংগে গিয়েছিলেন। তাঁরও অনেক গরু, ভেড়া
ও ছাগলের পাল ও তাঁবু ছিল। [৬] ইব্রাম আর লূত যখন একসংগে থাকতেন তখন সেই
এলাকাটি এত বড় ছিল না যে, তাদের দু'জনের পশুপাল সেখানে চড়ে বেড়াতে পারে,
কারণ তাদের দু'জনেরই পশুপাল ও তাঁবু অনেক বেশি ছিল। [৭] এর ফলে ইব্রামের
রাখালদের সংগে লূতের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে লাগল। এছাড়া, সেই সময়
কেনানীয় এবং পরিষীয় জাতিরাও সে দেশে বাস করতো।

[৮] তাই ইব্রাম লূতকে বললেন, "তোমার ও আমার মধ্যে এবং তোমার রাখালদের
সংগে ও আমার রাখালদের কোন ঝগড়া-বিবাদ না হওয়াই উচিত। কারণ আমরা দু'জনে
দু'জনার আপনজন। [৯] সারা দেশটাই কি তোমার সামনে পড়ে নেই? এসো, আমরা
আলাদা হই। তুমি যদি বাঁ দিকে যাও তবে আমি ডান দিকে যাব। আর যদি তুমি ডান
দিকে যাও, তবে আমি বাঁ দিকে যাব।"

[১০] লূত চোখ তুলে দেখল, সামনের জর্ডান সমভূমি থেকে শুরু করে সোয়র পর্যন্ত
প্রচুর পানি আছে, তা যেন মাবুদের বাগানের মত, মিসর দেশের মত। (তখনও মাবুদ
সাদুম ও আমুরা ধ্বংস করেন নি।) [১১] তাই লূত জর্ডানের সমভূমি নিজের জন্য বেছে
নিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললেন। এভাবে তারা একজন আরেক জনের কাছ থেকে
আলাদা হয়ে গেলেন। [১২] ইব্রাম কেনান দেশেই থেকে গেলেন এবং লূত সমভূমির
শহরগুলোর মাঝখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি সাদুম শহরের কাছে তাঁবু খাটালেন।
[১৩] সাদুমের লোকেরা খুব দুষ্ট ছিল। তারা মাবুদের বিরুদ্ধে ভীষণ পাপ করছিল।

হযরত ইব্রামের হেবরনে যাত্রা

[১৪] লূত ইব্রামের কাছ থেকে চলে গেলে পর মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি যেখানে
আছ সেখান থেকে তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারদিকে

তাকাও। ১৫ যে সব জায়গা দেখতে পাচ্ছ, সব আমি চিরকালের জন্য তোমাকে এবং তোমার বংশধরদের দেব। ১৬ পৃথিবীর ধূলিকণার মত আমি তোমার বংশধরদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলব। যদি লোকে পৃথিবীর সব ধূলিকণা গুনতে পারে তাহলে তোমার বংশের লোকদেরও গোনা যাবে। ১৭ উঠ, সারা দেশটা তুমি একবার ঘুরে এসো, কারণ এই দেশটাই আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছি।”

১৮ তখন ইব্রাম তাঁর তাঁবু উঠিয়ে নিলেন। তিনি মম্রির উঁচু গাছগুলোর কাছে বাস করতে গেলেন। জায়গাটি ছিল হেবরন শহরের কাছে। সেখানেও তিনি মাবুদের উদ্দেশ্যে একটি কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন।

বাদশাহ্‌দের যুদ্ধ

১৪ ১ শিনিয়র দেশের বাদশাহ্ ছিলেন অম্রাফল আর অরিয়োক ছিলেন ইল্লাসরের বাদশাহ্। এলমের বাদশাহ্ ছিলেন কদর্লায়োমর এবং গোয়ীমের বাদশাহ্ ছিলেন তিদিয়ল। ২ এই বাদশাহ্‌রা সাদুমের বাদশাহ্ বিরা, আমুরার বাদশাহ্ বির্শা, অদ্‌মার বাদশাহ্ শিনাব, সবোয়িমের বাদশাহ্ শিমেবর এবং বিলার অর্থাৎ সোয়রের বাদশাহ্‌র সংগে যুদ্ধ করলেন। ৩ এই বাদশাহ্‌রা ও তাদের সৈন্যবাহিনী সিদ্দীম উপত্যকায় একসংগে মিলিত হল। (সিদ্দীম উপত্যকা বর্তমানে লবণ সমুদ্র।)

৪ এই বাদশাহ্‌রা বারো বছর ধরে কদর্লায়োমরের অধীনে ছিল। কিন্তু তেরো বছরের সময় তারা সবাই কদর্লায়োমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। ৫ চৌদ্দ বছরের সময়ে বাদশাহ্ কদর্লায়োমর ও তাঁর সঙ্গী বাদশাহ্‌দের সংগে বিদ্রোহী বাদশাহ্‌দের যুদ্ধ হল। কদর্লায়োমর ও তাঁর সঙ্গী বাদশাহ্‌রা অস্তরোৎ-কর্ণয়িমের রফায়ীয়দেরকে হারিয়ে দিল। তারপর তাঁরা হমে হোরীয়েদর হারিয়ে দিল, আর শাবিকিরিয়াথয়িমে এমীয়দেরকে হারিয়ে দিল। ৬ এর পর এল-পারণ মরুভূমির কাছে সেয়ীরের পাহাড়ী এলাকায় হোরীয়দের হারিয়ে দিলেন। ৭ তারপর এই বাদশাহ্‌রা ঘুরে ঐনমিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে সমস্ত আমালেকীয়দের সমস্ত দেশ জয় করে নিলেন। এছাড়া তাঁরা হৎসসোন-তামরে যে আমোরীয়রা ছিল তাদেরও হারিয়ে দিলেন।

৮ সেই সময় সাদুমের বাদশাহ্, আমুরার বাদশাহ্, অদ্‌মার বাদশাহ্, সবোয়িমের বাদশাহ্ এবং বিলার বাদশাহ্ তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সিদ্দীম উপত্যকায় যুদ্ধ করবার জন্য একসংগে জড়ো হলেন। ৯ এই যুদ্ধে অপর পক্ষে ছিলেন এলমের বাদশাহ্ কদর্লায়োমর, গোয়ীমের বাদশাহ্ তিদিয়ল, শিনিয়রের বাদশাহ্ অম্রাফল এবং ইল্লাসরের বাদশাহ্ অরিয়োক। পাঁচজন বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে চারজন বাদশাহ্ যুদ্ধের জন্য সৈন্য স্থাপন করলেন। ১০ সিদ্দীম উপত্যকায় আলকাতরায় ভরা অনেক গর্ত ছিল। সাদুম এবং আমুরার বাদশাহ্ এবং তাদের সৈন্যরা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে গেল। অনেক সৈন্য ঐসব গর্তে পড়ে গেল। কিন্তু বেশীরভাগই পাহাড়ে-পর্বতে পালিয়ে গেল। ১১ এই চারজন বাদশাহ্ সাদুম এবং আমুরার সমস্ত ধন-সম্পদ ও খাবার-দাবার লুট করে নিয়ে চলে গেল। ১২ ইব্রামের ভাতিজা লূত তখন সাদুমে বাস করছিল। সেই বাদশাহ্‌রা লূতকেও বন্দী করে তার যা কিছু ছিল সব কিছু নিয়ে গেল।

হযরত লূতের উদ্ধার পাওয়া

১৩ লূতের একজন লোক পালিয়ে গিয়ে যা যা ঘটেছে সমস্ত খবর ইবরানী ইব্রামকে
জানাল। ইব্রাম তখন আমোরীয়দের মম্রির বড় গাছগুলোর কাছে তাঁবুতে বাস করছিলেন।
মম্রি ছিলেন ইষ্কোল এবং আনেরের ভাই। তাঁরা ইব্রাহিমের সংগে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি
করেছিলেন। ১৪ ইব্রাম যখন জানতে পারলেন যে, লূত বন্দী হয়েছেন তখন তাঁর পরিবারে
জন্ম গ্রহণ করা তিনশো আঠারজন গোলামকে সংগে নিলেন। এরা যুদ্ধ করার শিক্ষা লাভ
করেছিল। ইব্রাম তাঁর লোকেদের পরিচালনা করে শত্রুদের পেছনে তাড়া করে দান শহর
পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। ১৫ সেই রাতে তিনি তাঁর লোকদের কয়েকটি দলে ভাগ করলেন
এবং শত্রুদের আক্রমণ করে হারিয়ে দিলেন। তিনি তাদের তাড়া করে দামেস্কের উত্তরে
হোবা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন। ১৬ তিনি তাঁর ভাতিজা লূতকে ও তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ও
জিনিসপত্র উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনলেন। সেই সংগে সমস্ত স্ত্রীলোকদের ও অন্যান্য
লোকদেরও ফিরিয়ে আনলেন।

বাদশাহ্‌ মাল্‌কীসিদ্দিকের দোয়া

১৭ ইব্রাম বাদশাহ্‌ কদর্লায়োমর ও তাঁর সঙ্গী বাদশাহ্‌দের হারিয়ে দিয়ে ফিরে
আসলেন। এর পর সাদুমের বাদশাহ্‌ ইব্রামে সংগে দেখা করবার জন্য শাবী উপত্যকায়,
অর্থাৎ বাদশাহ্‌র উপত্যকায় গেলেন। ১৮ শালেমের বাদশাহ্‌ মাল্‌কীসিদ্দিক ইব্রামের জন্য
রুটি ও আংগুর-রস নিয়ে এলেন। মাল্‌কীসিদ্দিক ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একজন
ইমাম। ১৯ তিনি ইব্রামকে দোয়া করে বললেন, “আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌ ইব্রামকে দোয়া করুন। ২০ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ধন্য হোন, যিনি আপনার
শত্রুদেরকে আপনার হাতে দিয়েছেন।” তখন ইব্রাম যুদ্ধের সময় যা যা পেয়েছিলেন তার
থেকে দশ ভাগের একভাগ মাল্‌কীসিদ্দিককে দিলেন।

২১ সাদুমের বাদশাহ্‌ ইব্রামকে বললেন, “আপনি নিজের জন্যে সব জিনিসপত্র রেখে
দিন, শুধু আমার লোকদের আমাকে ফিরিয়ে দিন।”

২২ কিন্তু সাদুমের বাদশাহ্‌কে ইব্রাম বললেন, “আমি মাবুদের কাছে, সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাছে হাত তুলে শপথ করছি যে, ২৩ যা কিছু
আপনার তার কিছুই আমি রাখব না। এমনকি একটা সুতো অথবা জুতার ফিতেও না,
যেন আপনি বলতে না পারেন, ‘আমি ইব্রামকে বড় লোক বানিয়েছি।’ ২৪ আমি শুধু
সেটুকুই নেব যা আমার লোকেরা খেয়েছে। কিন্তু আনের, ইষ্কোল এবং মম্রি, যাঁরা আমার
সংগে গিয়েছিলেন তাঁদের পাওনা ভাগ তারা গ্রহণ করুন।”

হযরত ইব্রামের জন্য আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা

১৫ ১ এসব ঘটনার পরে দর্শনের মধ্য দিয়ে মাবুদ ইব্রামকে বললেন, “ইব্রাম ভয়
কোরো না। আমিই তোমার ঢাল, আমিই তোমার এক মহাপুরস্কার।”

২ কিন্তু ইব্রাম বললেন, “হে মাবুদ, আমার মালিক, আমাকে খুশী করার মত তুমি কি
দেবে, কারণ আমার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তাই আমার মৃত্যুর পরে দামেস্কের
ইলীয়েষরই আমার সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।” ৩ ইব্রাম বললেন, “তুমি আমাকে

কোন ছেলেমেয়ে দাও নি। তাই যে গোলাম আমার ঘরে জন্ম লাভ করেছে সে-ই আমার
সমস্ত ধন-সম্পত্তি পাবে।”
৪ তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন, “ঐ গোলাম তোমার ওয়ারিশ হবে না, কিন্তু
তোমার নিজের ছেলেই তোমার সমস্ত কিছুর ওয়ারিশ হবে।” ৫ তখন আল্লাহ্ ইব্রামকে
বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আল্লাহ্ বললেন, “আকাশের দিকে তাকাও। দেখ, সেখানে
কত তারা। এত তারা যে তুমি গুণেই শেষ করতে পারবে না। ভবিষ্যতে তোমার
বংশধরেরাও ঐরকম তারার মত অসংখ্য হবে।”
৬ ইব্রাম মাবুদকে বিশ্বাস করলেন এবং মাবুদ ইব্রামের বিশ্বাসকে তার ধার্মিকতা
হিসেবে গ্রহণ করলেন। ৭ মাবুদ ইব্রামকে বললেন, “আমিই সেই মাবুদ, যিনি তোমাকে
ব্যাবিলনের ঊর দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে এই দেশটা আমি তোমায় দিতে
পারি। এই দেশ তুমি পাবে।”
৮ কিন্তু ইব্রাম বললেন, “হে মাবুদ, আমার মালিক, এই দেশ যে আমি পাব তা আমি
কি করে জানব?”
৯ তাই আল্লাহ্ ইব্রামকে বললেন, “আমাকে একটা তিন বছরের বাছুর, তিন বছরের
ছাগল আর তিন বছরের ভেড়া এনে দাও। সেই সংগে একটা বাচ্চা পায়রা আর একটা
ঘুঘু পাখির এনে দাও।”
১০ ইব্রাম এই সমস্ত আল্লাহ্‌র কাছে এনে দিলেন। ইব্রাম প্রাণীগুলো জবাই করে এবং
প্রত্যেকটা দু’টি করে খণ্ড করলেন, এবং ঐ খণ্ডগুলো একটির উল্টো দিকে অন্যটি পরপর
সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাখিগুলোকে ইব্রাম দুই খণ্ড করেন নি। ১১ পরে ঐসব পশুর
খণ্ডগুলোর জন্যে শিকারী পাখি ছোঁ মেরে এলো। কিন্তু ইব্রাম সেগুলো তাড়িয়ে দিলেন।
১২ যখন বেলা বাড়তে থাকল, তখন সূর্য ডুবে যেতে লাগল। তখন ইব্রামের ভীষণ ঘুম
পেল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুমের মধ্যে একটি ভীষণ অন্ধকার
তাঁর উপর নেমে এলো। ১৩ তখন মাবুদ ইব্রামকে বললেন, “তোমার কয়েকটা কথা জেনে
রাখা দরকার। তোমার বংশধরেরা এমন একটা দেশে বাস করবে যে দেশটি তাদের নয়।
সেখানে তারা বিদেশী হিসাবে বাস করবে। সেই দেশে তারা চারশো বছর ধরে গোলামী
করবে ও নানা অত্যাচার ভোগ করবে। ১৪ কিন্তু তারপর যে জাতি তোমার আগামী বং-
শধরদের গোলাম করে রাখবে তাদের আমি শাস্তি দেব। পরে তোমার বংশধরেরা অনেক
ধন-দৌলত নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে। ১৫ “তবে তুমি এর অনেক আগেই
শান্তিতে মারা গিয়ে কবর পাবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে। ১৬ চার
পুরুষ পরে তোমার বংশধরেরা আবার এই দেশে ফিরে আসবে। কারণ আমোরীয়দের
পাপ এখনও পূর্ণ হয় নি যে, তারা এখনই শাস্তি পেতে পারে।”
১৭ যখন সূর্য ডুবে গিয়ে গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল, সেই সময় ধোঁয়ায় ভরা একটা
জ্বলন্ত চুলা এবং একটা জ্বলন্ত মশাল ঐ পশুগুলোর যে খণ্ডগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছিল
তার মধ্য দিয়ে চলে গেল। ১৮ মাবুদ সেদিন ইব্রামের সংগে একটা চুক্তি করলেন এবং
বললেন, “এই দেশ আমি তোমার বংশধরদের দেব। মিসরের নদী থেকে শুরু করে এবং

ফোরাত নদী পর্যন্ত এই দেশ আমি তাদের দিলাম। [১৯] এটা হল কেনীয়, কনিষীয়,
কদ্‌মোনীয়, [২০] হিত্তীয়, পরিষীয়, রফায়ীয়, [২১] আমোরীয়, কেনানীয়, গির্গানীয় এবং
যিবুষীয়দের দেশ।”

হযরত ইব্রাম ও বিবি হাজেরা

১৬ [১] সারী ছিল ইব্রামের স্ত্রী। তার ও ইব্রামের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। কিন্তু
সারী মিসর থেকে একজন বাঁদী এনেছিল। তার নাম ছিল হাজেরা। [২] তাই
সারী ইব্রামকে বললেন, “দেখ, মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করেছেন। তাই তুমি আমার বাঁদী
হাজেরার কাছে যাও। হয়তো তার মধ্য দিয়ে আমি একটি পরিবার গড়ে তুলতে পারব।”
সারী যা বলেছিলেন তাঁর কথায় ইব্রাম রাজী হলেন।

[৩] ইব্রাম কেনানে দশ বছর বাস করার পরে এই ঘটনা ঘটে। সারী তাঁর মিসরীয় বাঁদী
হাজেরার সংগে তাঁর স্বামী ইব্রামের বিয়ে দিলেন। [৪] ইব্রাম হাজেরার কাছে গেলে পর সে
গর্ভবতী হল। যখন সে এই কথা বুঝতে পারল যে, সে গর্ভবতী তখন সে নিজের কর্ত্রীকে
তুচ্ছ করতে লাগল। [৫] তখন সারী ইব্রামকে বললো, “আমার প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে
সেজন্য তুমিই দায়ী। আমিই আমার বাঁদীকে তোমার বিছানায় তুলে দিয়েছিলাম। সে
এখন নিজেকে গর্ভবতী দেখে আমাকে তুচ্ছ করছে। এখন মাবুদই তোমার ও আমার
বিচার করুন!”

[৬] কিন্তু ইব্রাম সারীকে বললো, “তোমার বাঁদী তোমার হাতেই আছে। তার প্রতি তুমি
যা ভাল মনে কর তা-ই কর।” ফলে সারী তাঁর বাঁদী হাজেরাকে কষ্ট দিতে লাগলেন এবং
হাজেরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বিবি হাজেরা ও তাঁর ছেলে ইসমাইল

[৭] মাবুদের ফেরেশতা পথে মরুভূমির মধ্যে একটি পানির ঝর্ণার পাশে হাজেরাকে
দেখতে পেল। ঝর্ণাটি ছিল শূর নামে একটি জায়গায় যাওয়ার পথে। [৮] সেই ফেরেশতা
বললো, “সারীর বাঁদী হাজেরা, তুমি কোথা থেকে এসেছো আর কোথায়ই বা যাচ্ছো?”

হাজেরা বললো, “আমি আমার কর্ত্রী সারীর কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।”

[৯] মাবুদের ফেরেশতা হাজেরাকে বললো, “তুমি তোমার কর্ত্রীর কাছে ফিরে যাও ও
তার বাধ্য হয়ে চল।” [১০] তিনি হাজেরাকে আরও বললেন, “আমি তোমার বংশধর এমন
বাড়িয়ে দেব যে, তাদের গুণে শেষ করা যাবে না।”

[১১] মাবুদের ফেরেশতা তাকে আরও বললেন, “দেখ, এখন তুমি গর্ভবতী, তুমি
একটি ছেলের জন্ম দেবে। ছেলেটির নাম রাখবে ইসমাইল, কারণ মাবুদ তোমার দুঃখের
কান্না শুনেছেন। [১২] “সে বুনো গাধার মত স্বাধীন মানুষ হবে। সে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে
এবং সবাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সে তার সব ভাইদের সামনেই বাস করবে।”

[১৩] মাবুদ হাজেরার সংগে কথা বলেছেন বলে হাজেরা তাঁর এক নতুন নাম দিল। সে
তাঁকে বললো, “তুমি হলে আল্লাহ্‌ যিনি আমাকে দেখেন।” সে এই কথা বললো কারণ
সে ভাবল, “আমি এখন এমন একজনকে দেখলাম যিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।”

[১৪] এই কারণে ঐ কূয়ার নাম হল বের-লহয়-রোয়ী। এখনও কাদেশ এবং বেরদ

BACIB
International Bible
CHURCH

এলাকার মধ্যে ঐ কূয়াটি রয়েছে। ১৫ সুতরাং হাজেরা ইব্রামের জন্য ছেলের জন্ম দিল।
ইব্রাম ছেলেটির নাম রাখল ইসমাইল। ১৬ যখন হাজেরার গর্ভে ইসমাইলের জন্ম হয় তখন
ইব্রামের বয়স ছিয়াশি বছর।

আল্লাহ্‌র চুক্তির চিহ্ন

১৭ ১ ইব্রামের নিরানব্বই বছর বয়সের সময় মাবুদ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন,
“আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। তুমি আমার কথামত জীবন-যাপন কর এবং
নিখুঁতভাবে জীবন কাটাও। ২ আমি তোমার ও আমার মধ্যে একটা চুক্তি স্থির করবো এবং
তোমার বংশধরদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেব।”

৩ তখন ইব্রাম আল্লাহ্‌র সামনে উবুড় হয়ে সেজ্‌দা করলেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে বললেন,
৪ “দেখ, আমিই তোমার সংগে এই আমার চুক্তি স্থির করছি: তুমি অনেক জাতির
আদিপিতা হবে। ৫ তোমাকে আর ইব্রাম বলে ডাকা হবে না। কিন্তু এখন থেকে তোমার
নাম হবে ইব্রাহিম, কারণ আমি তোমাকে অনেক জাতির পিতা করলাম। ৬ আমি তোমার
বংশ অনেক বাড়িয়ে দেব। তোমার মধ্য দিয়ে অনেক জাতির সৃষ্টি করবো এবং অনেক
বাদশাহ্‌ তোমার মধ্য থেকে জন্ম হবে। ৭ আমি তোমার সংগে ও তোমার ভবিষ্যত বং-
শধরদের সংগে যে চুক্তি করবো তা একটি চিরস্থায়ী চুক্তি হবে। আমি তোমার আল্লাহ্‌ হব
ও তোমার মধ্য থেকে আসা তোমার ভবিষ্যত বংশের আল্লাহ্‌ হব। ৮ আমি তোমাকে এবং
তোমার ভবিষ্যত বংশধরদের এই কেনান দেশ দেব যার মধ্যে তুমি এখন বিদেশী হিসাবে
বাস করছো। আমি তোমাকে ও তোমার পরে তোমার বংশধরদের এই দেশ চিরকালের
জন্য দিলাম, এবং আমি তাদের আল্লাহ্‌ হব।”

৯ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে আরও বললেন, “এখন তোমার দিক থেকে কথা হল এই–
তুমি অবশ্যই এই চুক্তি মেনে চলবে। তুমি এবং তোমার ভাবী বংশের লোকেরাও আমার
এই চুক্তি মেনে চলবে। ১০ যে চুক্তি তুমি ও তোমার পরের বংশধরেরা মেনে চলবে তা
হল এই: তোমাদের সমস্ত পুরুষ সন্তানের খৎনা করতে হবে। ১১ তোমার আর আমার
মধ্যে করা চুক্তি যে তুমি মেনে চলবে, এই খৎনা হবে তার চিহ্ন। ১২ বংশের পর বংশ ধরে
তোমাদের প্রত্যেকটি ছেলে-সন্তানের জন্মের আট দিনের দিন অবশ্যই এই খৎনা করাতে
হবে। যে সমস্ত ছেলে তোমার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবে এবং বিদেশীদের কাছ থেকে
টাকা দিয়ে তুমি যে গোলামদের কিনেছিলে তাদের সমস্ত ছেলের অবশ্যই খৎনা করাতে
হবে। ১৩ তোমার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করুক বা টাকা দিয়ে কেনা হোক না কেন তাদের
অবশ্যই খৎনা করাতে হবে। তোমাদের শরীরে আমার এই চুক্তির চিহ্ন চিরকালের চুক্তির
চিহ্ন হবে। ১৪ কিন্তু যে সমস্ত পুরুষের দেহে খৎনা করা হয়নি তাকে তার জাতির মধ্য
থেকে ছেটে ফেলা হবে। কারণ সে আমার চুক্তি মানে নি।”

হযরত ইসহাকের জন্মের বিষয়ে ওয়াদা

১৫ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে বললেন, “তোমার স্ত্রী সারীকে তুমি আর সারী বলে ডেকো
না। এখন থেকে তার নাম হবে সারা। ১৬ আমি তাকে দোয়া করবো। আমি তার মধ্য
দিয়ে তোমাকে একটি ছেলে দেব। আমি তাকে দোয়া করবো, তাতে সে অনেক জাতির

আদিমাতা হবে, এবং তার মধ্য দিয়ে অনেক বাদশাহ্‌র জন্ম হবে।”
১৭ এই কথা শুনে ইব্রাহিম উবুর হয়ে পড়ে সেজদা করলেন এবং হেসে মনে মনে
বললেন, “একশো বছরের বুড়োর কি ছেলে হবে? নব্বই বছর বয়সে কি সারার সন্তান
হবে?”
১৮ ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বললো, “ইসমাইলই যেন তোমার রহমতে বেঁচে থাকে!”
১৯ তখন আল্লাহ্ বললেন, “হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী সারার একটি ছেলে হবে। তুমি তার
নাম রাখবে ইসহাক। আমি তার সংগে আমার চুক্তি স্থির করবো। তার সংগে ও তার
বংশের সংগে আমি আমার চিরকালের এই চুক্তি স্থির রাখব। ২০ আমি ইসমাইলের
বিষয়েও তোমার কথা শুনলাম। আমি অবশ্যই তাকে দোয়া করবো। আমি তাকে ফলবান
করবো ও সংখ্যায় অনেক বাড়িয়ে তুলব। সে বারো জন বাদশাহ্‌র আদিপিতা হবে। আমি
তার মধ্য দিয়ে একটি বড় জাতি গড়ে তুলব। ২১ কিন্তু আমি ইসহাকের সংগে আমার চুক্তি
স্থির রাখবো। পরের বছর ঠিক এই সময়েই সারা তোমার জন্য তাকে জন্ম দেবে।”

হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর লোকদের খৎনা

২২ ইব্রাহিমের সংগে কথা শেষ করে আল্লাহ্ উপরে চলে গেলেন। ২৩ সেই দিনই
মাবুদের কথা অনুসারে ইব্রাহিম ইসমাইল এবং তাঁর বাড়িতে জন্ম হয়েছে এমন সব
গোলাম ও যে সব গোলামদের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে– অর্থাৎ তাঁর বাড়ির সমস্ত পুরুষ
সন্তানের খৎনা করালেন। ২৪ ইব্রাহিমকে যখন খৎনা করা হল তখন তাঁর বয়স নিরানব্বই
বছর। ২৫ আর তাঁর ছেলে ইসমাইলের খৎনা করানোর সময় তার বয়স ছিল তেরো বছর।
২৬ ইব্রাহিম ও তাঁর ছেলের একই দিনে খৎনা করানো হয়। ২৭ ইব্রাহিমের বাড়ির সমস্ত
পুরুষদের খৎনা করানো হয়। যে সব পুরুষ তার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং
বিদেশীদের কাছ থেকে যে সব গোলামদের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তাদের সকলেরই
খৎনা করানো হয়।

হযরত ইব্রাহিম ও তিনজন মেহমান

১৮ ১ মম্রির এলোন বনের কাছে যখন ইব্রাহিম বাস করছিলেন তখন মাবুদ তাঁকে
দেখা দিলেন। ইব্রাহিম দুপুরের রোদে নিজের তাঁবুর দরজায় বসেছিলেন।
২ ইব্রাহিম চোখ তুলে দেখলেন যে, তাঁর সামনে একটু দূরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে
আছেন। তাঁদের দেখে ইব্রাহিম দৌড়ে তাঁদের কাছে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁদের
সালাম জানালেন। ৩ ইব্রাহিম বললেন, “আমার প্রভু, যদি আমি আপনাদের চোখে দয়া
পেয়ে থাকি, তবে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন না। ৪ আপনাদের পা ধোয়ার জন্যে
আমি পানি এনে দিচ্ছি। তারপর আপনারা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করুন। ৫ আমি
আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি। আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে সতেজ হয়ে তারপর
আবার যাত্রা করবেন– এই জন্যই তো আপনার গোলামের কাছে এসেছেন।”
জবাবে তাঁরা বললেন, “বেশ ভাল, তুমি যেমন বললে, তা-ই কর।”
৬ ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতরে গেলেন। তিনি সারাকে বললেন, “চট করে এক
বস্তা ভাল ময়দা নিয়ে মেখে রুটি তৈরি করে দাও।”

BACIB
International Bible
CHURCH

৭ তারপর ইব্রাহিম দৌড়ে গিয়ে গরুর পাল থেকে সবচেয়ে ভাল কচি একটা বাছুর
বেছে তাঁর এক চাকরকে দিলেন। সে তাড়াতাড়ি ওটাকে জবাই করে রান্না করলো।
৮ তারপর ইব্রাহিম সেই মাংস আর খানিকটা দুধ ও দই এনে মেহমানদের সামনে
রাখলেন। পরিবেশন করার জন্যে ইব্রাহিম সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তাঁরা গাছের
ছায়ায় বসে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

৯ তাঁরা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্ত্রী সারা কোথায়?"

ইব্রাহিম বললেন, "ওখানে ঐ তাঁবুর মধ্যে আছেন।"

১০ তখন মাবুদ বললেন, "আমি সামনের বছর আবার তোমার কাছে আসব। তখন
তোমার স্ত্রী সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।" তাঁবুর দরজার কাছ থেকে সারা সমস্ত
কথাবার্তা শুনছিলেন।

১১ ইব্রাহিম ও সারা তখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের বয়সও অনেক
হয়েছিল। সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স সারা অনেকদিন আগে পার হয়ে এসেছেন। ১২ তাই
সারা মনে মনে হেসে বললেন, "আমি ক্ষয় হয়ে এসেছি, আর আমার স্বামীও বুড়ো
হয়েছেন। সন্তান জন্ম দেবার আনন্দ কি আমার কাছে ফিরে আসবে?

১৩ তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন, "সারা কেন এই কথা বলে হাসলো যে, আমি
কি সত্যই সন্তান জন্ম দেব, আমি যে বুড়ী হয়ে গেছি?" ১৪ কিন্তু মাবুদের পক্ষে কি কোন
কাজ খুব কঠিন? আমি যেমন বলেছি, সামনের বছর ঠিক এই সময়ে আমি আবার ফিরে
আসব তখন সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।"

১৫ সারা তখন ভয় পেয়েছিল বলে তিনি মিথ্যে বললেন, "না, আমি তো হাসি নি।"

কিন্তু মাবুদ বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তো হেসেছিলে।"

১৬ তারপর সেই তিনজন যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিচে সাদুমের দিকে
চেয়ে দেখলেন। তাঁদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য ইব্রাহিমও তাদের সংগে সংগে হাঁটতে শুরু
করলেন। ১৭ তখন মাবুদ বললেন, "আমি যা করতে যাচ্ছি, তা কি ইব্রাহিমের কাছ থেকে
লুকাব? ১৮ ইব্রাহিমের মধ্য দিয়েই তো এক মহান ও শক্তিশালী জাতি জন্মলাভ করবে
এবং তাঁর মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত জাতি দোয়া পাবে। ১৯ এই জন্যই তো আমি তাঁকে
বেছে নিয়েছি, যাতে সে তার সন্তানদের ও তার বাড়ির অন্য সব লোকদের উপদেশ দেয়।
যদি তারা মাবুদের পথে চলে আর যা কিছু সঠিক ও ভাল তা করে, তাহলে মাবুদ
ইব্রাহিমের বিষয়ে যা বলেছেন তা সফল করবেন।"

২০ তারপরে মাবুদ বললেন, "সাদুম ও আমুরার বিরুদ্ধে ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে। আর
তাদের পাপও জঘন্য রকমের। ২১ আমি নিচে গিয়ে দেখব, আমার কাছে যে চেঁচামেচির
কথা উঠে এসেছে সেরকম তারা করেছে কি না। যদি না করে থাকে তাও জানতে
পারব।"

সাদুম শহরের জন্য হযরত ইব্রাহিমের অনুরোধ

২২ তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাদুমের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু
ইব্রাহিম মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ২৩ এর পর ইব্রাহিম মাবুদের কাছে এসে

বললেন, "আপনি কি মন্দ লোকেদের সংগে ভাল লোকদেরও ধ্বংস করে ফেলবেন?
২৪ যদি সেই শহরে পঞ্চাশ জন ভাল লোক থাকে? তাহলেও কি আপনি পঞ্চাশ জন ভাল
লোকের কারণে শহরটাকে রেহাই না দিয়ে ধ্বংস করে ফেলবেন? ২৫ দুষ্ট লোকদের সংগে
ভাল লোকদেরও ধ্বংস করা– তা আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক। আপনি ভাল লোক ও
দুষ্ট লোকদের সংগে একই রকম ব্যবহার করতে পারেন না। এরকম করা আপনার কাছ
থেকে দূরে থাকুক! সমস্ত পৃথিবীর বিচারক কি ন্যায়বিচার করবেন না?"

২৬ তখন মাবুদ বললেন, "আমি যদি সাদুম শহরে পঞ্চাশ জন ভাল লোক পাই তবে
তাদের কারণে আমি গোটা শহরটাকেই রেহাই দেব।"

২৭ এর পর ইব্রাহিম আবারও কথা বললেন, "দেখুন আমি ধূলা ও ছাই ছাড়া আর
কিছুই না, তবুও আমি সাহস করে আমার প্রভুর সংগে কথা বলছি। ২৮ যদি ভাল
লোকদের পঞ্চাশ জনের সংখ্যা থেকে পাঁচ জন কম হয় তখন কি করবেন? মাত্র পাঁচ জন
কম হলে পর আপনি গোটা শহরটা ধ্বংস করে ফেলবেন?"

তখন মাবুদ বললেন, "যদি আমি পয়তাল্লিশ জন ভাল লোককেও পাই তাহলে ঐ
শহর ধ্বংস করবো না।"

২৯ ইব্রাহিম তাঁকে আবারও বললেন, "সেখানে গিয়ে আপনি যদি মাত্র চল্লিশ জন
ভাল লোককে পান তা হলে কি হবে?"

মাবুদ বললেন, "আমি সেই চল্লিশজনের জন্যই তা ধ্বংস করবো না।"

৩০ ইব্রাহিম বললেন, "প্রভু দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না, কিন্তু যদি শহরে
মাত্র ত্রিশ জন ভাল লোককে পাওয়া যায়?

জবাবে তিনি বললেন, "আমি যদি ত্রিশ জন ভাল লোক পাই তা হলেও আমি তা
ধ্বংস করবো না।"

৩১ ইব্রাহিম বললেন, দেখুন, প্রভুর কাছে সাহসী হয়ে আমি কথা বলছি, যদি সেখানে
বিশ জন ভাল লোক পাওয়া যায়?

মাবুদ বললেন, "আমি যদি সেখানে বিশ জন লোককেও পাই তাহলে আমি শহরটা
ধ্বংস করবো না।"

৩২ তখন ইব্রাহিম বললেন, "প্রভু দয়া করে রাগ করবেন না, কিন্তু শেষবারের মত
আর একবার বলি, যদি সেখানে মাত্র দশ জন ভাল লোক পাওয়া যায়?"

মাবুদ বললেন, "সেই দশজনের জন্যই আমি সেই শহর ধ্বংস করবো না।"
৩৩ মাবুদ ইব্রাহিমের সংগে কথা বলা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেলেন, এবং
ইব্রাহিমও নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন।

দু'জন ফেরেশতা ও হযরত লূত

১৯ ১ পরে সন্ধ্যাবেলায় সেই দু'জন ফেরেশতা সাদুম শহরে এলেন। তখন লূত
শহরের সদর দরজার কাছে বসেছিলেন। তিনি তাদের দেখতে পেয়ে উঠে
দাঁড়ালেন এবং মাটিতে উবুর হয়ে সালাম করলেন। ২ তিনি তাদের বললেন, "দেখুন,
অনুগ্রহ করে একবার আমার বাড়িতে আসুন। আপনারা সেখানে হাত-পা ধুয়ে রাতটুকু

কাটান। কাল সকালে আবার আপনাদের পথে চলতে শুরু করবেন।”
জবাবে তাঁরা বললেন, “না, আমরা শহরের খোলা জয়গাতেই রাত কাটাব।”
৩ কিন্তু লূত নিজের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে
লাগলেন। তাই তাঁরা শেষ পর্যন্ত লূতের সংগে তাঁর বাড়িতে গেলেন। লূত তাঁদের জন্য
খামিহীন রুটি প্রস্তুত করে তাদের খাওয়ার আয়োজন করলেন। আর তাঁরাও খাওয়া-
দাওয়া করলেন। ৪ কিন্তু তাঁরা ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগে, সাদুম শহরের সব যুবক ও
বুড়ো লোকেরা এসে লূতের বাড়ি ঘেড়াও করলো। ৫ তারা চিৎকার করে লূতকে ডেকে
বললো, “আজ সন্ধ্যায় যারা এসেছে, তারা কোথায়? তাদের বাইরে আমাদের কাছে নিয়ে
এসো। আমরা তাদের সাথে সহবাস করতে চাই।”
৬ তখন লূত ঘরের বাইরে তাদের সামনে গেলেন এবং তাঁর পেছনে ঘরের দরজা বন্ধ
করে দিলেন। ৭ তিনি তাদের বললেন, “না বন্ধুরা, আমি মিনতি করছি, এমন খারাপ
কাজ কোরো না। ৮ দেখ, আমার দু’টি মেয়ে আছে যারা কখনও কোন পুরুষের সংগে
থাকে নি। আমি তোমাদের জন্যে তাদের বের করে নিয়ে আসছি। তোমরা তাদের নিয়ে
যা খুশী করতে পারো। কিন্তু দয়া করে এই লোকদের প্রতি কিছু কোরো না, কারণ তাঁরা
আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।”
৯ জবাবে তারা বললো, “আমাদের পথ থেকে সরে যাও।” তারা আরও বললো,
“এই লোকটা একদিন বিদেশী হিসেবে আমাদের শহরে বাস করতে এসেছিল, আর এখন
আমাদের উপর মাতবরি করছে। এখন ওদের চেয়ে তোর সংগে আরও বেশি খারাপ
ব্যবহার করবো।” এই কথা বলে তারা লূতের উপর চড়াও হয়ে দরজা ভাঙ্গতে গেল।
১০ তখন ঘরের ভিতরে থাকা সেই দু’জন লোক হাত বাড়িয়ে লূতকে ঘরের ভিতরে
টেনে নিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ১১ তারপর তাঁরা বাইরে থাকা
লোকদের আঘাত করে অন্ধ করে দিলেন। এর ফলে তারা ঘরে ঢোকবার দরজা খুঁজতে
খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

হযরত লূতের সাদুম শহর ছেড়ে যাওয়া

১২ সেই দু’জন লূতকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার পরিবারের আর কেউ কি এই
শহরে বাস করে? তোমার জামাই, ছেলে, মেয়ে কিংবা পরিবারের আর কেউ কি এখানে
আছে? তাদের সবাইকে নিয়ে এখনই এই জায়গা ছেড়ে বের হয়ে যাও, ১৩ কারণ আমরা
এই জায়গা ধ্বংস করে দেব। এই জায়গার লোকদের বিরুদ্ধে মাবুদের কাছে ভীষণ
চেঁচামেচি হচ্ছে। তাই তিনি এই শহর ধ্বংস করে দেবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন।”
১৪ তখন লূত বেরিয়ে গিয়ে তাঁর মেয়েদের সংগে যাদের বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে সেই
জামাইদের সংগে কথা বললেন। লূত তাদের বললেন, “তাড়াতাড়ি কর, এক্ষুনি এই
জায়গা ছেড়ে চলে যাও, কারণ মাবুদ এখনই এই শহরটি ধ্বংস করে দেবেন।” কিন্তু
ভবিষ্যতে যারা তার মেয়েদের জামাই হবে তারা ভাবল, লূত তাদের সংগে তামাশা
করছেন।
১৫ পরদিন ভোরে সেই ফেরেশতারা লূতকে তাগাদা দিলেন। তাঁরা বললেন,

“তাড়াতাড়ি কর! তুমি, তোমার স্ত্রী এবং যে দু’জন মেয়ে তোমার কাছে থাকে তাদের
নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে এই শহরের সংগে
তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।”
১৬ কিন্তু লূত যাই-যাচ্ছি করতে লাগলেন। তাই ঐ দু’জন লূত, তাঁর স্ত্রী এবং দুই
মেয়ের হাত চেপে ধরে নিরাপদে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন। কারণ লূত এবং তার
পরিবারের প্রতি মাবুদের দয়া ছিল। ১৭ যখনই তাদের শহরের বাইরে বের করে আনা হল
তখন তাদের একজন বললেন, “এবার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তোমরা দৌড়ে পালাও!
পেছনের দিকে তাকিও না। এই সমভূমির কোনও জায়গাতে দাঁড়ায়ো না! পাহাড়ে
পালিয়ে যাও, তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে!”
১৮ কিন্তু লূত তাঁদের বললেন, “হে আমার প্রভু, এমন না হোক! ১৯ আপনাদের
গোলাম আপনাদের চোখে দয়া পেয়েছে। মহা অনুগ্রহ করে আপনারা আমার জীবন রক্ষা
করেছেন। কিন্তু ঐ পাহাড়ে পালিয়ে যেতে পারব না। কি জানি, তার আগেই বিপদ
আসলে আমি মারা পড়বো। ২০ দেখুন, এখানে কাছেই একটা খুব ছোট শহর আছে।
আমি সেই শহর পর্যন্ত দৌড়ে যাই– তা কি সত্যি ছোট নয়? এতে আমার প্রাণ বাঁচবে।”
২১ ফেরেশতা লূতকে বললেন, “ভাল, আমি তোমার এই অনুরোধ রাখব। যে
শহরের কথা বললে তা আমি ধ্বংস করবো না। ২২ কিন্তু তাড়াতাড়ি সেখানে পালিয়ে
যাও। যতক্ষণ না তুমি ঐ শহরে পৌঁছাচ্ছ ততক্ষণ আমি কিছুই করতে পারছি না।” (এই
কারণেই ঐ শহরের নাম সোয়র, মানে ‘ছোট’ হল।)

সাদুম ও আমুরার ধ্বংস

২৩ লূত যখন সোয়েরে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন দেশের উপর সূর্য উঠে গেছে।
২৪ তখন মাবুদ আকাশ থেকে, তাঁর নিজের কাছ থেকে সাদুম ও আমুরার উপর আগুন
আর জ্বলন্ত গন্ধকের বৃষ্টি শুরু করলেন। ২৫ এভাবে মাবুদ ঐ শহরগুলো ও সমস্ত সমভূমি
ধ্বংস করে দিলেন। এর সংগে সেখানকার সমস্ত গাছপালা, ও সমস্ত লোকজন ধ্বংস
করলেন। ২৬ কিন্তু লূতের স্ত্রী পিছনে পড়ে একবার পেছন দিকে ফিরে তাকালেন। আর
তখনই তিনি লবণের একটা থাম হয়ে গেলেন।
২৭ তার পরের দিন খুব সকালে ইব্রাহিম আগে যেখানটাতে মাবুদের সামনে
দাঁড়িয়েছিলেন সেই জায়গায় গেলেন। ২৮ তিনি নিচে সাদুম এবং আমুরা ও সমস্ত
সমভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সেখান থেকে আগুনের বড় চুলা থেকে যেমন ধোঁয়া
ওঠে তেমনি ধোঁয়া উঠছে।
২৯ এভাবে আল্লাহ্ সেই শহরগুলো ধ্বংস করার সময় ইব্রাহিমের কথা মনে করে,
লূত যে শহরগুলোর মধ্যে বাস করছিলেন তা ধ্বংস করার আগে তিনি লূতকে সেখান
থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত লূতের মেয়েদের পাপ

৩০ এর পর সোয়েরে বাস করতে লূতের ভয় করছিল। তাই তিনি ও তাঁর দুই মেয়ে
পাহাড়ে বাস করতে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা একটা গুহার মধ্যে বাস করতে

লাগলেন। ৩১ পরে তাঁর বড় মেয়ে একদিন ছোট মেয়েকে বললো, “আমাদের বাবা বুড়ো
হয়ে যাচ্ছেন, আর এই এলাকায় এমন কোন পুরুষ নেই যে পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে
আমাদের বিয়ে করতে পারে। ৩২ তাই এসো, আমরা বাবাকে আংগুর-রস খাইয়ে মাতাল
করি, তারপর তাঁর কাছে যাই। এভাবে বাবার মধ্য দিয়ে আমাদের বংশ রক্ষা করবো।

৩৩ সেই রাতে তারা তাদের বাবাকে আংগুর রস খাইয়ে মাতাল করলো। তারপর বড়
মেয়ে বাবার বিছানায় গিয়ে তাঁর সংগে সহবাস করলো। লূত মাতাল ছিলেন বলে তাঁর
বিছানায় কে কখন এলো এবং কখনই বা উঠে গেল কিছুই বুঝতে পারলেন না।
৩৪ পরদিন ছোট বোনকে বড় বোন বললো, “গত রাতে আমি বাবার সংগে এক বিছানায়
শুয়েছি। এসো, আজ রাতেও তাঁকে আংগুর-রস খাইয়ে মাতাল করি। পরে তুমি গিয়ে
তাঁর সংগে শোবে। এভাবে আমরা আমাদের বাবার বংশ রক্ষা করতে পারব।”

৩৫ সুতরাং সেই রাতে তারা আবার তাদের বাবাকে আংগুর-রস খাইয়ে মাতাল
করলো। তারপর ছোট মেয়ে বাবার বিছানায় গিয়ে বাবার সংগে শুইলো। এবারেও লূত
টের পেল না যে, কে তার বিছানায় এলো, আর কে গেল। ৩৬ এভাবে লূতের দুই মেয়েই
তাদের বাবার মধ্য দিয়ে গর্ভবতী হল। ৩৭ পরে বড় মেয়ের একটি ছেলে হল। তার নাম
রাখা হল মোয়াব। এই মোয়াবই এখনকার মোয়াবীয়দের আদিপিতা। ৩৮ পরে ছোট
মেয়েরও একটি ছেলে হল। তার নাম রাখা হল বিন্-অম্মি। সে এখনকার অম্মোনীয়দের
আদিপিতা।

বাদশাহ্ আবিমালেক ও বিবি সারা

২০ ১ ইব্রাহিম যেখানে ছিলেন সেখান থেকে যাত্রা করে নেগেভে গেলেন। সেখানে
তিনি কাদেশ এবং শূরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে থাকলেন। সেখান থেকে
গিয়ে তিনি কিছু দিন গরার শহরে বাস করলেন। ২ সেখানে ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রী সারাকে তাঁর
বোন বলে পরিচয় দিলেন। গরারের বাদশাহ্ আবিমালেক কয়েকজন লোক পাঠিয়ে
সারাকে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন। ৩ কিন্তু রাতে আল্লাহ্ স্বপ্নে আবিমালেকের কাছে
এলেন। আল্লাহ্ বললেন, “যে স্ত্রীলোককে তুমি নিয়ে এসেছ সেই কারণে তোমার মরণ
ঘনিয়ে এসেছে, কারণ তার স্বামী আছে।”

৪ তখনও আবিমালেক সারাকে তাঁর বিছানায় নেন নি। তাই তিনি বললেন, “হে
প্রভু, আপনি কি একটি নিরপরাধ জাতিকে ধ্বংস করবেন? ৫ ইব্রাহিম নিজেই তো
আমাকে বলেছে যে, ‘এ তার বোন।’ আর ঐ স্ত্রীও তো বলেছে যে, ‘এ আমার ভাই।’
আমি আমার পরিস্কার বিবেকে এই কাজ করেছি। আমার ব্যবহারেও কোন দোষ ছিল
না।”

৬ তখন আল্লাহ্ স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, তুমি যে সরল মনে তা করেছ তা
আমি জানি। তাই আমি তোমাকে আমার বিরুদ্ধে পাপ করতে দিলাম না। এই কারণেই
তোমাকে আমি তাকে ছুঁতে দিই নি। ৭ সুতরাং তুমি তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে
দাও। সে একজন নবী। সে তোমার জন্য মুনাজাত করবে এবং তাতে তোমার জীবন
বাঁচবে। কিন্তু তুমি যদি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে না দাও, তাহলে তুমি ও তোমার সকলে

অবশ্যই মারা পড়বে।”

বাদশাহ্‌ আবিমালেকের দুঃখ প্রকাশ করা

৮ পরদিন আবিমালেক খুব সকালে উঠে তাঁর দরবারের লোকদের ডেকে সব কিছু
জানালেন। এতে তারা ভীষণ ভয় পেল। ৯ তখন আবিমালেক ইব্রাহিমকে ডেকে এনে
জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন আপনি আমাদের প্রতি এরকম ব্যবহার করলেন? আমি আপনার
প্রতি কি অন্যায় করেছি? কেন আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এত বড় পাপের দায়ে
ফেললেন? আমার প্রতি যা করেছেন তা করা আপনার উচিৎ হয় নি।” ১০ আবিমালেক
আরও বললেন, “কি দেখে আপনি এমন কাজ করলেন?”

১১ তখন জবাবে ইব্রাহিম বললেন, “আমি ভেবেছিলাম যে, এখানকার লোকদের মনে
আল্লাহ্‌-ভয় বলতে কিছু নেই। তাই হয়তো তারা আমার স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে আমাকে
হত্যা করবে। ১২ সত্যি সে আমার বোনও বটে। সে আমার বাবার মেয়ে বটে, কিন্তু
আমার মায়ের মেয়ে নয়। পরে আমার স্ত্রী হয়েছে। ১৩ আল্লাহ্‌ যখন আমাকে আমার বাব-
ার বাড়ি থেকে বের করে আনলেন তখন আমি তাকে বলেছিলাম, ‘এভাবে তুমি আমার
প্রতি তোমার ভালবাসা প্রকাশ কোরো। যেখানেই আমরা যাই না কেন, তুমি বলবে, ‘এ
আমার ভাই।’ ”

১৪ তখন আবিমালেক কিছু ভেড়া ও গরু ও গোলাম-বাঁদী ইব্রাহিমকে দিলেন। তিনি
তাঁর স্ত্রী সারাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। ১৫ পরে আবিমালেক ইব্রাহিমকে বললেন,
“দেখুন, সারা দেশটাই আপনার সামনে রয়েছে। আপনার যেখানে খুশী সেখানে বাস
করতে পারেন।”

১৬ আর তিনি সারাকে বললেন, “দেখুন, আপনার ভাই ইব্রাহিমকে আমি এক হাজার
রুপার টাকা দিলাম। আমি আপনার প্রতি যে অন্যায় করেছি তা ঢাকা দিতেই তা দিলাম,
যাতে আপনি যে নির্দোষ তা সকলের সামনে প্রমান হয়।”

১৭ এর পর ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলেন। তাতে আল্লাহ্‌ আবিমালেক,
তাঁর স্ত্রী ও বাঁদীদের সুস্থ করলেন। এতে তারা সন্তান লাভের ক্ষমতা ফিরে পেল।
১৮ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের স্ত্রী সারার দরুণ আবিমালেকের বাড়ির স্ত্রীলোকদের গর্ভধারণের
ক্ষমতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ইসহাকের জন্ম

২১ ১ পরে মাবুদ তাঁর কথা মতই সারাকে অনুগ্রহ করলেন। তিনি সারাকে যে
ওয়াদা করেছিলেন তা রক্ষা করলেন। ২ সারা গর্ভবতী হলেন এবং ইব্রাহিমের
বুড়ো বয়সে তাঁর জন্যে একটি ছেলের জন্ম দিলেন। আল্লাহ্‌ যে সময়ের কথা বলেছিলেন
সেই সময়েই তার জন্ম হল। ৩ সারা যে ছেলের জন্ম দিলেন ইব্রাহিম তার নাম রাখলেন
ইসহাক। ৪ ইসহাকের বয়স যখন আট দিন হল, তখন আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারেই
ইব্রাহিম তার খৎনা করলেন। ৫ ইসহাকের জন্মের সময় ইব্রাহিমের বয়স ছিল একশো
বছর।

৬ সারা বললেন, “আল্লাহ্‌ আমার মুখে হাসি ফুটালেন। আর যে লোক এই কথা

BACIB
International Bible
CHURCH

শুনবে আমার মত তার মুখেও হাসি ফুটবে।” ৭ তিনি আরও বললেন, “সারা ইব্রাহিমের
সন্তান লালন-পালন করবে এই কথা কে ইব্রাহিমকে বলতে পারত? অথচ তাঁর এই বুড়ো
বয়সেই তাঁর সন্তান আমার কোলে আসল।”

বিবি হাজেরা ও তাঁর ছেলে ইসমাইলকে বের করে দেওয়া

৮ পরে ইসহাক বড় হয়ে মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছাড়লো। যে দিন ইসহাক মায়ের
দুধ খাওয়া ছাড়লো সেই দিন ইব্রাহিম বড় রকমের একটা খাবার-দাবারের আয়োজন
করলেন। ৯ সারা দেখলেন মিসরীয় বাঁদী হাজেরা ইব্রাহিমের জন্য যে ছেলের জন্ম
দিয়েছিল সেই ছেলে ইসহাককে নিয়ে তামাশা করছে। ১০ তাতে সারা ইব্রাহিমকে
বললেন, “ঐ বাঁদী ও তার ছেলেকে বের করে দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ছেলে
ইসহাকের সংগে বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না।”

১১ এই বিষয়টি নিয়ে ইব্রাহিম খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন, কারণ ইসমাইলও তাঁর
ছেলে। ১২ কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে বললেন, “ঐ ছেলে আর বাঁদীর জন্য চিন্তা কোরো না।
সারা যা চায় তা-ই কর, কারণ ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে। ১৩ তবে
তোমার বাঁদীর ছেলের মধ্য দিয়েও আমি একটি জাতি গড়ে তুলব, কারণ সেও তোমার
সন্তান।”

মরুভূমিতে বিবি হাজেরা ও তাঁর ছেলে ইসমাইল

১৪ পরদিন খুব ভোরে ইব্রাহিম কিছু খাবার ও পানিতে ভরা একটি চামড়ার থলি এনে
হাজেরার কাঁধে তুলে দিলেন। এর পর তিনি তার ছেলেটিকে তার হাতে দিয়ে তাকে
বিদায় করে দিলেন। হাজেরা সেই জায়গা থেকে বের হয়ে বের্‌-শেবা মরুভূমির মধ্যে
ঘুরে বেড়াতে লাগল। ১৫ চামড়ার থলিতে রাখা সব পানি যখন ফুরিয়ে গেল, তখন
হাজেরা তার ছেলেকে একটা ঝোপের নিচে শুইয়ে রাখল। ১৬ হাজেরা খানিকটা দূরে,
একটা তীর ছুড়লে যতটা যায় ততটা দূরে গিয়ে বসে রইল। সে মনে মনে এই কথা
বলল, “ছেলেটির মৃত্যু আমি দেখতে পারব না,” তাই সেখানে বসে বসে সে জোরে
জোরে কাঁদতে লাগল।

১৭ আল্লাহ্‌ সেই ছেলের কান্না শুনতে পেলেন এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা
হাজেরাকে বললেন, “তোমার কি হয়েছে? ভয় পেও না, কারণ ছেলেটি যেখানে আছে
সেখান থেকেই মাবুদ তার কান্না শুনতে পেয়েছেন। ১৮ উঠ, ছেলেটিকে তুলে ধর ও শান্ত
কর, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমি একটি মহা জাতি গড়ে তুলবো।”

১৯ তখন আল্লাহ্‌ হাজেরার চোখ খুলে দিলেন এবং সে পানিতে ভরা একটা কূয়া
দেখতে পেল। তারপর হাজেরা চামড়ার থলিতে সেই কূয়ার পানি ভরে ছেলেটিকে
খাওয়ালো। ২০ আল্লাহ্‌ তার সংগে ছিলেন এবং সেই ছেলে বড় হয়ে উঠতে লাগল।
ইসমাইল মরুভূমিতে বাস করতো এবং একজন পাকা শিকারী হয়ে উঠলো। ২১ সে পারণ
নামের মরুভূমিতে বাস করতে লাগল এবং তার মা এক মিসরীয় মেয়ের সংগে তার বিয়ে
দিল।

BACIB
International Bible
CHURCH

হযরত ইব্রাহিম ও বাদশাহ্ আবিমালেকের চুক্তি

২২ সেই সময় আবিমালেক ও ফীখোল ইব্রাহিমের কাছে আসলেন। ফীখোল ছিলেন
আবিমালেকের প্রধান সেনাপতি। তাঁরা ইব্রাহিমকে বললেন, “আপনি যা কিছু করছেন সব
কিছুতেই আল্লাহ্ আপনার সংগে আছেন। ২৩ সুতরাং আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে আপনি শপথ
করুন যে, আপনি আমার ও আমার বংশধরদের সংগে কোন ছলনার কাজ করবেন না।
আমি আপনার প্রতি যে রকম দয়া করেছি, আপনিও আমার প্রতি ও আমার বংশধরদের
প্রতি এবং যে দেশে আপনি বিদেশী হিসাবে বাস করছেন সেই দেশের প্রতি একই রকম
দয়া করবেন।”

২৪ ইব্রাহিম বললেন, “আমি ওয়াদা করছি।” ২৫ তারপর ইব্রাহিম আবিমালেকের
কাছে একটা অভিযোগ করলেন যে, তাঁর গোলামেরা একটা পানির কূয়া তাঁর কাছ থেকে
দখল করে নিয়েছে।

২৬ কিন্তু আবিমালেক বললেন, “কে এই রকম করেছে আমি জানি না। আপনি তো
এর আগে এই ব্যাপারে কখনও কিছু বলেন নি। আজকেই আমি এই কথা শুনতে
পেলাম।”

২৭ পরে ইব্রাহিম কতগুলো গরু ও ভেড়া নিয়ে আবিমালেককে দিলেন, এবং তারা
দু’জনে একটি চুক্তি করলেন। ২৮ আর ইব্রাহিম নিজের পাল থেকে সাতটা ভেড়ীর বাচ্চা
আলাদা করে রাখলেন। ২৯ আবিমালেক ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যাপার কি? এই
সাতটা বাচ্চা-ভেড়ী কেন আলাদা করে রাখলেন?”

৩০ জবাবে ইব্রাহিম বললেন, “আমিই যে এই কূয়া খুঁড়েছি, তার প্রমাণের জন্য
আপনাকে এই সাতটা ভেড়ীর বাচ্চা নিতে হবে।” ৩১ এই জন্য সেই জায়গার নাম হল
বের্-শেবা (যার মানে “শপথের কূয়া”), কারণ সেখানেই তারা দু’জনে শপথ
করেছিলেন।

৩২ এভাবে তাঁরা বের্-শেবাতে চুক্তি করলেন। এর পর আবিমালেক ও তাঁর
সেনাপতি উঠে ফিলিস্তিনীদের দেশে ফিরে গেলেন। ৩৩ বের্-শেবাতে ইব্রাহিম একটা
ঝাউগাছ লাগিয়ে মাবুদের নামে, অনন্তকালীন আল্লাহ্‌র নামে এবাদত করলেন।
৩৪ ইব্রাহিম ফিলিস্তিনীদের দেশে অনেক দিন বাস করলেন।

ইসহাককে কোরবানী দেওয়া

২২ ১ এসব কিছুর পরে আল্লাহ্ ইব্রাহিমের বিশ্বাস পরীক্ষা করলেন। তাই আল্লাহ্
তাঁকে ডাকলেন, “ইব্রাহিম।”

উত্তরে তিনি ইব্রাহিম বললেন, “এই যে আমি।”

২ তখন আল্লাহ্ বললেন, “তোমার একমাত্র ছেলেকে, যাকে তুমি ভালবাস সেই
ইসহাককে নিয়ে মোরিয়া দেশে যাও। সেখানে যে পাহাড়ের কথা আমি বলবো, সেখানে
তাকে আমার উদ্দেশ্যে পোড়ানো-কোরবানী দাও।”

৩ পরদিন সকালে ইব্রাহিম ঘুম থেকে উঠে গাধার উপর গদি চাপালেন। তিনি দু’জন
গোলাম ও ইসহাককে সংগে নিলেন। ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ কাটলেন।

তারপর আল্লাহ্ যেখানে যেতে বলেছিলেন সেই জায়গায় যাবার জন্য রওনা দিলেন।
৪ তিন দিন চলার পর ইব্রাহিম দূরে চোখ তুলে চাইতেই সেই জায়গা দেখতে পেলেন।
৫ তখন তিনি তার গোলামদের বললেন, “গাধাটা নিয়ে তোমরা এখানে অপেক্ষা করো।
আমরা ঐ জায়গায় গিয়ে এবাদত করবো। পরে তোমাদের কাছে ফিরে আসব।”

৬ তখন ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্যে কেটে আনা কাঠ ছেলের কাঁধে দিলেন।
তিনি নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন। তারপর তাঁরা সেখানে যেতে লাগলেন।
৭ তখন ইসহাক তাঁর বাবা ইব্রাহিমকে বললো, “বাবা।”

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, “বলো, বাবা।”

ইসহাক বললেন, “পোড়ানো-কোরবানীর জন্যে আগুন ও কাঠ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু
ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?”

৮ ইব্রাহিম বললেন, “আল্লাহ্ নিজেই পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ভেড়ার বাচ্চা
যুগিয়ে দেবেন।” এই কথা বলতে বলতে তারা দু'জন সেই জায়গার দিকে এগিয়ে
গেলেন।

৯ আল্লাহ্ যে জায়গার কথা বলেছিলেন তারা সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন।
ইব্রাহিম সেখানে একটি কোরবানগাহ্ প্রস্তুত করলেন ও তার উপর কাঠ সাজালেন। তার-
পর তিনি তাঁর ছেলে ইসহাক্‌কে বাঁধলেন এবং কোরবানগাহের উপরে সাজানো
কাঠগুলোর উপর তাকে শোয়ালেন। ১০ তারপর ইব্রাহিম ছোরা বের করে ইসহাককে
জবাই করার জন্য তৈরি হলেন। ১১ এমন সময় মাবুদের ফেরেশতা আকাশ থেকে তাঁকে
ডেকে বললেন, “ইব্রাহিম, ইব্রাহিম।”

জবাবে ইব্রাহিম বললেন, “এই যে আমি।”

১২ ফেরেশতা বললেন, “তোমার ছেলের উপর হাত তুলো না। তার প্রতি তুমি কিছুই
কোরো না। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কারণ আমার জন্যে
তুমি তোমার ছেলেকে, তোমার একমাত্র ছেলেকে কোরবানী দিতে অস্বীকার কর নি।”

১৩ তখন ইব্রাহিম চোখ তুলে চেয়ে একটা ভেড়া দেখতে পেলেন। ভেড়াটির একটা
শিং ঝোপে আটকে রয়েছে। তখন ইব্রাহিম সেই ভেড়াটি ধরে এনে ছেলের বদলে
পোড়ানো-কোরবানী দিলেন। ১৪ ইব্রাহিম ঐ জায়গাটির নাম দিলেন, “ইয়াহ্‌ওয়েহ্-যিরি
(যার মানে মাবুদ যোগান)।” এজন্য আজও লোকেরা বলে, “মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই
যুগিয়ে দেন।”

১৫ পরে আকাশ থেকে মাবুদের ফেরেশতা দ্বিতীয়বার ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন,
১৬ “আমি আমার নিজের নামেই শপথ করে বলছি, মাবুদ ঘোষণা করছেন, কারণ তুমি
এই কাজ করেছ, আমাকে তোমার পুত্রকে, একমাত্র পুত্রকে কোরবানী দিতে অস্বীকার কর
নি, ১৭ সেজন্য আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দোয়া করবো। আকাশের তারার মত এবং
সমুদ্রপারের বালুর মত আমি তোমার বংশের লোকদের অসংখ্য করবো এবং তোমার
বংশের লোকেরা তাদের শত্রুদের শহরগুলো দখল করে নেবে। ১৮ পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি
তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দোয়া পাবে, কারণ তুমি আমার আদেশ মান্য করেছ বলেই তা

হবে।”
[১৯] এর পর ইব্রাহিম তাঁর গোলামদের কাছে ফিরে গেলেন। তাঁরা সকলে বের্-
শেবাতে ফিরে এলেন এবং ইব্রাহিম বের্-শেবাতেই বাস করতে লাগলেন।

হযরত ইব্রাহিম এর ভাই নাহুরের বংশধর

[২০] এসব ঘটনার পরে ইব্রাহিমের কাছে এই খবর এলো, “দেখুন, মিল্কা মা হয়েছে।
তিনি আপনার ভাই নাহূরের জন্য কয়েকটি ছেলের জন্ম দিয়েছে। [২১] নাহূরের বড় ছেলের
নাম উষ, পরে বূষ ও কমূয়েলের জন্ম হল। কমূয়েল ছিল ইরামের বাবা। [২২] এর পর
নাহূরের যে সব ছেলের জন্ম হল তাদের নাম হল কেষদ, হসো, পিল্‌দশ, যিদলক এবং
বথুয়েল। [২৩] বথুয়েল হল রেবেকার বাবা। মিল্কা এই আট ছেলেকে নাহূরের জন্য জন্ম
দিয়েছিলেন। আর নাহূর হচ্ছে ইব্রাহিমের ভাই। [২৪] তাছাড়া নাহূরের একজন বাঁদী ছিল
যার নাম ছিল রূমা। রূমার গর্ভে টেবহ, গহম, তহশ এবং মাখার জন্ম হয়েছিল।

মক্‌পেলাতে সারার কবর

২৩ [১] সারা একশো সাতাশ বছর বেঁচে ছিলেন। [২] এর পর তিনি কেনান দেশের
কিরিয়থর্বে অর্থাৎ হেবরনে মারা গেলেন। এতে ইব্রাহিম সারার জন্য কাঁদতে ও
শোক করতে এলেন। [৩] পরে ইব্রাহিম তাঁর মৃতা স্ত্রীর সামনে থেকে উঠে গিয়ে হিট্টীয়দের
বললেন, [৪] “আমি আপনাদের মধ্যে বিদেশী হিসাবে বাস করছি। আপনাদের মধ্যে
আমাকে কবরস্থানের অধিকার দিন। আমি আমার সামনে থেকে আমার স্ত্রীর লাশ কবর
দিই।”
[৫] তখন হিট্টীয়রা ইব্রাহিমকে বললেন, [৬] “হে জনাব, আমাদের কথা শুনুন। আপনি
আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ নিযুক্ত বাদশাহ্‌র মত। আপনার স্ত্রীর লাশ আমাদের কবরস্থানের
মধ্যে আপনার পছন্দমত কবরে কবর দিন। আপনার স্ত্রীর লাশ কবর দেবার জন্য
আমাদের কেউই নিজের কবর ছেড়ে দিতে অস্বীকার করবে না।”
[৭] তখন ইব্রাহিম উঠে সেই দেশের লোকদের কাছ, অর্থাৎ হিট্টীয়দের সামনে মাটিতে
উবুড় হয়ে সম্মান দেখালেন। তিনি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, [৮] “আমার সামনে
থেকে আমার স্ত্রীর লাশকে কবরে রাখতে যদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে তবে
আমার কথা শুনুন। আপনারা আমার জন্য সোহরের ছেলে ইফ্রোণের কাছে অনুরোধ
করুন, [৯] যেন তাঁর জমির শেষ সীমানায় মক্‌পেলাতে যে গুহাটা আছে তা তিনি
আপনাদের মধ্যে কবরস্থানের অধিকার হিসাবে আমাকে ছেড়ে দেন। পুরো দাম নিয়েই
যেন তিনি তা আমার কাছে বিক্রি করেন।”
[১০] তখন ইফ্রোণ হিট্টীয়দের মধ্যে বসেছিলেন। আর যত হিট্টীয় শহরের সদর দরজায়
আসত, তাঁদের শুনিয়ে সেই হিট্টীয় ইফ্রোণ ইব্রাহিমকে জবাবে বললেন, [১১] “হে আমার
মালিক, তা হবে না। আপনি আমার কথা শুনুন, আমি সেই জমি ও সেখানকার গুহা
আপনাকে দান করলাম। আমি নিজের জাতির লোকদের সামনেই আপনাকে তা দিলাম।
আপনার স্ত্রীর লাশ সেখানে কবর দিন।”
[১২] তখন ইব্রাহিম সেই দেশের লোকদের সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন।

১৩ তিনি তাদের সকলকে শুনিয়ে ইফ্রোণকে বললেন, "আপত্তি না থাকলে আপনি দয়া করে আমার কথা শুনুন, আমি সেই জমির দাম দিই, আপনি আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করুন। পরে আমি সেই জায়গায় আমার স্ত্রীর লাশ কবর দেব।"

১৪ তখন ইফ্রোণ ইব্রাহিমকে বললেন, ১৫ "হে আমার মালিক, আমার কথা শুনুন, সেই জমির দাম মাত্র চার কেজি আটশো গ্রাম রূপা। এতে আপনার ও আমার কি আসে যায়? আপনি আপনার স্ত্রীর লাশ কবর দিন।"

১৬ তখন ইব্রাহিম ইফ্রোণের কথায় রাজী হলেন। ইফ্রোণ হিট্টীয়দের সামনে যে রূপার কথা বলেছিলেন, ইব্রাহিম ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখনকার মাপ অনুসারে চার কেজি আটশো গ্রাম রূপা ওজন করে ইফ্রোণকে দিলেন।

১৭ এভাবে মম্রির সামনে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে জমি ছিল, সেই জমি, সেখানকার গুহা ও সেই জমির চারপাশে থাক সব গাছপালা তিনি ইব্রাহিমের কাছে সম্পত্তি হিসাবে
বিক্রি করে দিলেন। ১৮ হিট্টীয়দের সামনে তাঁর শহরের সদর দরজায় যারা আসে তাদের
সকলের সামনে, এ সব কিছুতে ইব্রাহিমের অধিকার স্থির হল। ১৯ তারপর ইব্রাহিম
কেনান দেশের মম্রির, অর্থাৎ হেবরনের সামনে মক্‌পেলা জমিতে যে গুহা ছিল সেখানে তাঁর স্ত্রী সারাকে কবর দিলেন।

২০ এভাবে কবরস্থানের অধিকার হিসাবে সেই জমি ও সেখানকার গুহা হিট্টীয়দের হাত থেকে ইব্রাহিমের হাতে এলো।

হযরত ইস্‌হাক ও রেবেকার বিয়ে

২৪ ১ সেই সময় ইব্রাহিম বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন আর তাঁর বয়সও অনেক
হয়েছিল। আর মাবুদ ইব্রাহিমকে সব বিষয়ে দোয়া করেছিলেন। ২ তখন
ইব্রাহিম তাঁর গোলামকে, তাঁর সব বিষয়ের ভার যার উপর দিয়েছিলেন বাড়ির সেই
পুরানো গোলামকে বললেন, "তুমি আমার ঊরুর নিচে হাত দাও। ৩ আমি তোমাকে
বেহেশত ও পৃথিবীর মাবুদ আল্লাহ্‌র নামে এই শপথ করাই, যে কেনানীয় লোকদের মধ্যে আমি বাস করছি, তুমি আমার ছেলের বিয়ের জন্য তাদের কোন মেয়ে বেছে নেবে না।
৪ কিন্তু তুমি আমার দেশে, আমার বংশের লোকদের কাছে গিয়ে আমার ছেলে ইস্‌হাকের
জন্য একটা মেয়ে আনবে।" ৫ তখন সেই গোলাম তাঁকে বললেন, "কি জানি, আমার সংগে এই দেশে আসতে কোন মেয়ে রাজী হবে কি না। আপনি যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, আপনার ছেলেকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে যাব?"

৬ তখন ইব্রাহিম তাঁকে বললেন, "সাবধান, কোনমতে আমার ছেলেকে আবার
সেখানে নিয়ে যাবে না। ৭ মাবুদ, বেহেশতের আল্লাহ্‌, আমাকে আমার বাবার বাড়ি-ঘর ও জন্মভূমি থেকে বের করে এনেছেন। তিনি আমার সংগে আলাপ করেছেন। তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমার বংশকে এই দেশ দেবেন। তিনিই তোমার আগে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন। তাতে তুমি আমার ছেলের জন্য সেখান থেকে একটা
মেয়ে আনতে পারবে। ৮ যদি কোন মেয়ে তোমার সংগে আসতে রাজী না হয়, তবে তুমি আমার এই শপথ থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু কোনমতে আমার ছেলেকে আবার সেই দেশে

BACIB
International Bible
CHURCH

নিয়ে যাবে না।” ৯ তাতে সেই গোলাম তাঁর মালিক ইব্রাহিমের উরুর নিচে হাত দিয়ে
সেই বিষয়ে শপথ করলেন।
১০ পরে সেই গোলাম তাঁর মালিকের উটগুলোর মধ্য থেকে দশটা উট নিলেন।
এছাড়া, তাঁর মালিকের সব রকম ভাল জিনিসপত্র নিয়ে অরাম-নহরয়িম দেশে, নাহূরের
শহরে রওনা হল। ১১ তখন সন্ধ্যা প্রায় কাছে এসে গেছে। তিনি শহরের বাইরে কূয়ার
কাছে উটগুলোকে বসিয়ে রাখলেন। এই সময়ে স্ত্রীলোকেরা কূয়া থেকে পানি তুলতে
আসে। ১২ তখন তিনি বললেন, “হে মাবুদ, আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্, আজ
আমাকে সফল কর, আমার মালিক ইব্রাহিমের প্রতি তোমার অটল ভালবাসা প্রকাশ কর।
১৩ দেখ, আমি এই কূয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। এই শহরের মেয়েরা পানি তুলতে বাইরে
আসছে। ১৪ যে মেয়েকে আমি বলবো, ‘আপনার কলসী নামিয়ে আমাকে পানি খেতে
দিন’, সে যদি বলে, ‘এই নিন খান, আপনার উটগুলোকেও খাওয়াব’, তবে তোমার
গোলাম ইস্হাকের জন্য এই মেয়েই যেন তোমার বেছে নেওয়া মেয়ে হয়। এতে আমি
জানবো যে, তুমি আমার মালিকের প্রতি অটল ভালবাসা প্রকাশ করেছ।”
১৫ এই কথা বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসী কাঁধে বাইরে এলেন। তিনি
ছিলেন বথূয়েলের মেয়ে। বথূয়েল ছিলেন ইব্রাহিমের ভাই নাহূরের স্ত্রী মিল্কার ছেলে।
১৬ সেই মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী এবং কুমারী ছিলেন। তিনি কূয়ায় নেমে কলসী ভরে
উঠে আসছেন, ১৭ এমন সময়ে সেই গোলাম দৌড়ে তাঁর সংগে দেখা করে বললেন, “দয়া
করে, আপনার কলসী থেকে আমাকে একটু পানি খেতে দিন।”
১৮ তিনি বললেন, “জনাব, এই নিন খান।” এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কলসীটা
হাতের উপরে নামিয়ে তাঁকে পানি খেতে দিলেন। ১৯ আর তাঁকে পানি খাওয়াবার পর
বললেন, “যতক্ষণ আপনার উটগুলোর পানি খাওয়া শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি ওদের
জন্যও পানি তুলবো।”
২০ পরে তিনি তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চায় কলসীর পানি ঢেলে আবার পানি তুলতে কূয়ার
কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁর উটগুলোর জন্য পানি তুললেন। ২১ তাতে সেই পুরুষ মেয়েটির
দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মাবুদ তাঁর যাত্রা সফল করেছেন কি না তা জানবার
জন্য তিনি চুপ করে থাকলেন।
২২ উটগুলোকে পানি খাওয়া হলে পর সেই পুরুষ আধা তোলা ওজনের পরিমিত
সোনার নথ এবং দশ তোলা ওজনের দুই হাতের সোনার বালা নিয়ে বললেন, “আপনি
কার মেয়ে? ২৩ দয়া করে আমাকে বলুন, আপনার বাবার বাড়িতে কি আমাদের রাত
কাটাবার জায়গা আছে?”
২৪ তিনি জবাবে বললেন, “আমি সেই বথূয়েলের মেয়ে, যিনি মিল্কার ছেলে, যাঁকে
তিনি নাহূরের জন্য প্রসব করেছিলেন।” ২৫ তিনি আরও বললেন, “খড় ও ভুষি আমাদের
কাছে যথেষ্ট আছে এবং রাত কাটাবার জায়গাও আছে।”
২৬ তখন সেই লোক মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মাবুদকে সেজ্দা করে বললেন,
২৭ “মাবুদ, আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌র গৌরব হোক! তিনি আমার মালিকের

BACIB
International Bible
CHURCH

সংগে তাঁর অটল ভালবাসা প্রকাশ করতে ও বিশ্বস্ততা দেখাতে ভুলে যান নি। মাবুদ আমাকেও পথ দেখিয়ে আমার মালিকের বংশের লোকদের বাড়িতে আনলেন।”

২৮ পরে সেই মেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর মায়ের বাড়ির লোকদেরকে এসব কথা জানালেন। ২৯ রেবেকার ভাইয়ের নাম ছিল লাবন। তিনি বাইরে ঐ লোকের সংগে দেখা করতে কূয়ার কাছে দৌড়ে গেলেন। ৩০ নথ ও বোনের হাতে বালা দেখে এবং সেই লোক আমাকে এই কথা বললেন, নিজের বোন রেবেকার মুখে এই কথা শুনে, তিনি সেই পুরুষের কাছে গেলেন। তখন সে কূয়ার কাছে উটগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ৩১ তখন লাবন বললেন, “হে মাবুদের দোয়ার পাত্র, আসুন, কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? আমি তো আপনাদের ঘর এবং উটগুলোর জন্যও জায়গা প্রস্তুত করেছি।”

৩২ তখন সে তাদের বাড়িতে গেল। লাবন উটগুলোর বোঝা নামিয়ে রেখে তাদের খড় আর ভূষি খেতে দিলেন। তারপর তার ও তার সঙ্গী লোকদের পা ধোবার পানি দিলেন।

৩৩ পরে তার সামনে খাবার রাখা হল। কিন্তু সে বলল, “আমার কথা না বলে আমি খাওয়া-দাওয়া করবো না।”

লাবন বললেন, “বলুন।”

৩৪ তখন সে বলতে লাগল, “আমি ইব্রাহিমের গোলাম। ৩৫ মাবুদ আমার মালিককে অনেক দোয়া করেছেন। তিনি অনেক ধনী হয়েছেন এবং মাবুদ তাঁকে ছাগল-ভেড়া ও গরুর পাল এবং রূপা ও সোনা, গোলাম ও বাঁদী, উট ও গাধা দিয়েছেন। ৩৬ আমার মালিকের স্ত্রী সারা অনেক বয়েসে তাঁর জন্য একটা ছেলের জন্ম দিয়েছেন। তাঁকেই তিনি তাঁর সমস্ত কিছু দিয়েছেন। ৩৭ আমার মালিক আমাকে শপথ করিয়ে বললেন, ‘আমি যাদের দেশে বাস করছি, তুমি আমার ছেলের জন্য সেই কেনানীয়দের কোন মেয়ে এনো না; ৩৮ কিন্তু আমার বাবার বংশের ও আমার গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে আমার ছেলের জন্য মেয়ে এনো।’ ৩৯ তখন আমি মালিককে বললাম, ‘কি জানি, কোন মেয়ে আমার সংগে আসবে কিনা।’

৪০ “তিনি বললেন, ‘আমি যাঁর সামনে যাতায়াত করি, সেই মাবুদ তোমার সংগে তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমার যাত্রা সফল করবেন। তুমি আমার গোষ্ঠী ও আমার বাবার বংশ থেকে আমার ছেলের জন্য মেয়ে আনবে। ৪১ আমার গোষ্ঠীর কাছে গেলে যদি তারা কোন মেয়ে না দেয়, তবে তুমি এই শপথ থেকে মুক্ত হবে।’

৪২ “আজ আমি ঐ কূয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ‘হে মাবুদ, আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, তুমি যদি চাও তবে আমার এই যাত্রা সফল করো। ৪৩ দেখ, আমি এই কূয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। পানি তুলবার জন্য আসা যে মেয়েকে আমি বলবো, ‘আপনার কলসী থেকে আমাকে একটু পানি খেতে দেন’, ৪৪ আর তিনি যদি বলেন, ‘আপনিও খান এবং আপনার উটগুলোর জন্যও আমি পানি তুলে দেব।’ তবে তিনিই যেন সেই মেয়ে হোন, যাঁকে মাবুদ আমার মালিকের ছেলের জন্য বেছে নিয়েছেন।

৪৫ “এই কথা আমি মনে মনে বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসী কাঁধে বাইরে

এলেন। পরে তিনি কূয়ায় নেমে পানি তুললে আমি বললাম, ‘দয়া করে, আমাকে একটু
পানি খেতে দিন।’
৪৬ “তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে কলসী নামিয়ে বললেন, ‘এই নিন খান, আমি
আপনার উটগুলোকেও পানি খাওয়াব।’ তখন আমি পানি খেলাম। আর তিনি
উটগুলোকেও পানি খাওয়ালেন।
৪৭ “পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কার মেয়ে?’ তিনি বললেন, ‘আমি
বথূয়েলের মেয়ে, তিনি নাহূরের ছেলে, যাঁকে মিল্কা তাঁর জন্য প্রসব করেছিলেন।’
তখন আমি তাঁর নাকে নথ ও হাতে বালা পরিয়ে দিলাম। ৪৮ আমি মাবুদের উদ্দেশ্যে
সেজ্‌দা করলাম কারণ তিনি আমার মালিকের ছেলের জন্য তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে বেছে
নেবার জন্য আমাকে সঠিক পথে আনলেন। এজন্য আমার মালিক ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌
সেই মাবুদের প্রশংসা করলাম। ৪৯ তাই আপনারা যদি এখন আমার মালিকের সংগে দয়া
ও সত্য ব্যবহার করতে রাজী হন, তা বলুন। আর যদি না হন, তাও বলুন। তাতে আমি
অন্য কোথাও চেষ্টা করতে পারবো।”
৫০ তখন লাবন ও বথূয়েল জবাবে বললেন, “মাবুদ থেকে এই ঘটনা হল, আমরা
ভাল-মন্দ কিছুই বলতে পারি না। ৫১ ঐ দেখুন, রেবেকা আপনার সামনেই আছে। ওকে
নিয়ে আপনি চলে যান। মাবুদ যেমন বলেছেন সেই অনুসারে সে আপনার মালিকের
ছেলের স্ত্রী হোক।”
৫২ তাঁদের কথা শুনে ইব্রাহিমের গোলাম মাবুদের উদ্দেশে মাটিতে সেজ্‌দা করলেন।
৫৩ পরে সেই গোলাম রূপার ও সোনার অলংকার ও কাপড় বের করে রেবেকাকে দিলেন।
এছাড়া, তাঁর ভাই ও মাকে দামী দামী জিনিসপত্রও দিলেন। ৫৪ আর সে ও তার সঙ্গীরা
খাওয়া-দাওয়া করে সেখানে রাত কাটাল। পরে তারা খুব ভোরে উঠলে সে বললো,
“আমার মালিকের কাছে যেতে আমাকে বিদায় দিন।”
৫৫ তাতে রেবেকার ভাই ও মা বললেন, “মেয়েটি আমাদের কাছে কিছু দিন থাকুক,
কমপক্ষে দশ দিন থাকুক, পরে যাবে।”
৫৬ কিন্তু সে তাঁদের বললো, “আমাকে দেরি করাবেন না, কারণ মাবুদ আমার যাত্রা
সফল করেছেন। আমাকে বিদায় দিন যেন আমি আমার মালিকের কাছে ফিরে যেতে
পারি।”
৫৭ তাতে তাঁরা বললেন, “আমরা মেয়েকে ডেকে তার সামনেই জিজ্ঞাসা করি।”
৫৮ পরে তাঁরা রেবেকাকে ডেকে বললেন, “তুমি কি এই লোকের সংগে যাবে?”
তিনি বললেন, “যাব।” ৫৯ তখন তাঁরা তাঁদের বোন রেবেকা ও তাঁর ধাইমাকে এবং
ইব্রাহিমের গোলামকে ও তার লোকদেরকে বিদায় দিলেন। ৬০ রেবেকাকে দোয়া করে
বললেন, “তুমি আমাদের বোন, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ সন্তানের মা হও। তোমার
বংশ তার শত্রুদের শহর অধিকার করুক।”
৬১ পরে রেবেকা ও তাঁর বাঁদীরা উঠলেন এবং উটে চড়ে সেই মানুষটির সংগে যাত্রা
করলেন। এভাবে সেই গোলাম রেবেকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

৬২ আর ইস্‌হাক বের্-লহয়্-রোয়ী নামক জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে ফিরে
এসেছিলেন। তখন তিনি নেগেভে বাস করছিলেন। ৬৩ পরে ইস্‌হাক সন্ধ্যাকালে ধ্যান
করতে মাঠে গিয়েছিলেন। পরে তিনি দেখলেন যে, কতগুলো উট আসছে। ৬৪ রেবেকা
চোখ তুলে যখন ইস্‌হাককে দেখলেন তখন উট থেকে নামলেন এবং সেই গোলামকে
জিজ্ঞাসা করলেন, ৬৫ "আমাদের সংগে দেখা করতে জমির মধ্য দিয়ে আসছেন, উনি
কে?"

গোলাম বললেন, "উনি আমার মালিক।" তখন রেবেকা চাদর নিয়ে নিজেকে
ঢাকলেন। ৬৬ পরে সেই গোলাম যা যা করে এসেছেন সেই সব কাজের বিবরণ
ইস্‌হাককে দিলেন। ৬৭ তখন ইস্‌হাক রেবেকাকে গ্রহণ করে তাঁর মা সারার তাঁবুতে নিয়ে
গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তাঁকে ভালবাসলেন। তাতে ইস্‌হাক মায়ের মৃত্যুর পর
শোক থেকে সান্ত্বনা পেলেন।

হযরত ইব্রাহিমের অন্যান্য বংশধর

২৫ ১ ইব্রাহিম কটুরা নামে আর একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন। ২ তাঁর গর্ভে
সিম্রণ, যক্‌ষণ, মদান, মাদিয়ান, যিশ্‌বক ও শূহের জন্ম হয়েছিল। ৩ যক্‌ষণের
ছেলেরা হল সাবা ও দদান। আশেরীয়, লটুশীয় ও লিয়ূম্মীয়রা ছিল দদানের বংশের
লোক। ৪ মাদিয়ানের সন্তান ছিল ঐফা, এফর, হনোক, অবীদ ও ইল্‌দায়া। এরা সবাই
ছিল কটুরার বংশধর। ৫ ইব্রাহিম ইস্‌হাককে নিজের সব কিছু দিয়েছিলেন। ৬ কিন্তু তাঁর
উপস্ত্রীদের সন্তানদেরকে ইব্রাহিম ভিন্ন ভিন্ন দান দিয়ে তাঁর জীবন কালেই তাঁর ছেলে
ইস্‌হাকের কাছ থেকে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহিমের মৃত্যু ও কবর

৭ ইব্রাহিম মোট একশো পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। ৮ পরে ইব্রাহিম বুড়ো হয়ে
অনেক বয়স পেয়ে একটা সুন্দর ও সুখী জীবন কাটিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে
গেলেন। ৯ তাঁর ছেলে ইস্‌হাক ও ইসমাইল মম্রির কাছে হিট্টীয় সোহরের ছেলে ইফ্রোণের
জমির মক্‌পেলা গুহাতে তাঁকে কবর দিলেন। ১০ ইব্রাহিম হিট্টীয়দের কাছ থেকে সেই জমি
কিনে নিয়েছিলেন। এই জায়গাতেই ইব্রাহিমকে ও তাঁর স্ত্রী সারাকে কবর দেওয়া
হয়েছিল। ১১ ইব্রাহিম মারা যাওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাঁর ছেলে ইস্‌হাককে দোয়া করলেন
এবং ইস্‌হাক বের্-লহয়্-রোয়ীর কাছে বাস করতে থাকলেন।

হযরত ইসমাইলের বংশ-তালিকা

১২ এ হল ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলের বংশের কথা, যাকে সারার বাঁদী মিসরীয়
হাজেরা ইব্রাহিমের জন্য জন্ম দিয়েছিল। ১৩ নিজের নিজের নাম ও গোষ্ঠী অনুসারে
ইসমাইলের সন্তানদের নাম হল– ইসমাইলের বড় ছেলে নবায়োৎ, পরে কায়দার,
অদ্‌বেল, মিব্‌সম, ১৪ মিশ্‌ম, দুমা, মসা, ১৫ হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ ও কেদমা।
১৬ এরা সবাই ছিলেন ইসমাইলের সন্তান ও বারো জন গোষ্ঠীপতি। তাঁদের নাম
অনুসারেই তাঁদের গ্রাম এবং গ্রামের বাইরে তাঁবু-ফেলা জায়গাগুলোর নাম রাখা হয়েছিল।
১৭ ইসমাইল একশো সাঁইত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের

কাছে চলে গেলেন। ১৮ তাঁর বংশের লোকেরা হবীলা থেকে শুরু করে আসিরিয়ার দিকে
মিসরের কাছে শূর পর্যন্ত বসবাস করতো। তাদের ভাই ইস্‌হাকের বংশধরদের দেশের
কাছেই তারা বাস করতো।

ইস্‌ ও ইয়াকুবের জন্ম

১৯ এ হচ্ছে ইব্রাহিমের ছেলে ইস্‌হাকের বংশের কথা। ইব্রাহিমের ছেলে ইসহাক।
২০ ইস্‌হাক চল্লিশ বছর বয়সে অরামীয় বথূয়েলের মেয়ে অরামীয় লাবনের বোন
রেবেকাকে পদ্দন্‌-অরাম থেকে আনিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ২১ ইস্‌হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা
হওয়াতে তিনি তাঁর জন্য মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন। মাবুদ তাঁর মুনাজাত শুনলেন
এবং তাঁর স্ত্রী রেবেকা গর্ভবতী হলেন। ২২ পরে তাঁর গর্ভের মধ্যে শিশুরা ঠেলাঠেলি
করতে লাগল। সেজন্য তিনি বললেন, "যদি এই রকম হয় তবে আমি কেন বেঁচে আছি?
" আর তিনি মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন।

২৩ তখন মাবুদ তাঁকে বললেন,
"তোমার গর্ভে দু'টি জাতি আছে,
জন্ম থেকেই তারা দু'টি আলাদা বংশ হবে;
একটা বংশ অন্যটির চেয়ে শক্তিশালী হবে,
বড়টি তার ছোটটির গোলাম হবে।"

২৪ পরে সন্তান প্রসবের সময় দেখা গেল তাঁর গর্ভে যমজ ছেলে। ২৫ প্রথমে যে
ছেলেটির জন্ম হল তার গায়ের রং ছিল লাল। তার সারা শরীর লোমশ কাপড়ের মত
ছিল। তার নাম ইস্‌ (লোমশ) রাখা হল। ২৬ পরে তার ভাইয়ের জন্ম হল। জন্মের সময়ে
সে ইসের পায়ের গোড়ালি ধরেছিল। তাই তার নাম রাখা হল ইয়াকুব (গোড়ালি-ধরা)।
ইস্‌হাকের ষাট বছর বয়সে এই যমজ ছেলের জন্ম হয়েছিল।

ইসের বড় ছেলের অধিকার বিক্রি

২৭ পরে সেই ছেলেরা বড় হলে ইস্‌ একজন পাকা শিকারী হলেন। তিনি মরুপ্রান্তরে
ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু ইয়াকুব ছিলেন শান্ত। তিনি তাঁবুতে থাকতেই ভালবাসতেন।
২৮ ইস্‌হাক শিকার করে আনা হরিণের মাংস খেতে পছন্দ করতেন বলে তিনি ইস্‌কে খুব
ভালবাসতেন। কিন্তু রেবেকা ইয়াকুবকে বেশি ভালবাসতেন।

২৯ একদিন ইয়াকুব ডাল রান্না করেছেন। এমন সময়ে ইস্‌ ক্লান্ত হয়ে মরুপ্রান্তর
থেকে এসে ইয়াকুবকে বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত। ৩০ তাড়াতাড়ি করে তোমার ঐ লাল
জিনিস থেকে আমাকে কিছুটা খেতে দাও।" এজন্য তাঁর নাম হল ইদোম (লাল)।

৩১ তখন ইয়াকুব বললেন, "আজ তোমার বড় ছেলের অধিকার আমার কাছে বিক্রি
করো।"

৩২ ইস্‌ বললেন, "দেখ, ক্ষুধায় আমি মরে যাচ্ছি, বড় ছেলের অধিকার দিয়ে আমি
কি করবো?"

৩৩ ইয়াকুব বললেন, "তুমি আজ আমার কাছে শপথ কর।" তাতে তিনি তাঁর কাছে
শপথ করলেন। এভাবে তিনি তাঁর বড় ছেলের অধিকার ইয়াকুবের কাছে বিক্রি করলেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৪ ইয়াকুব ইস্‌কে রুটি ও মসুড়ের রান্না করা ডাল দিলেন এবং তিনি তা খেয়ে উঠে চলে
গেলেন। এভাবে ইস্‌ তাঁর বড় ছেলের অধিকারকে কোন দামই দিলেন না।

গরার শহরে হযরত ইস্‌হাকের বসবাস

২৬ ১ আগে ইব্রাহিমের সময়ে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তারপর দেশে আর একটা
দুর্ভিক্ষ হল। তখন ইস্‌হাক গরারে ফিলিস্তিনীদের বাদশাহ্‌ আবিমালেকের কাছে
গেলেন। ২ মাবুদ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "তুমি মিসর দেশে নেমে যেও না। আমি
তোমাকে যে দেশের কথা বলবো সেখানেই থাক। ৩ তুমি এই দেশেই বাস কর। আমি
তোমার সংগে থেকে তোমাকে দোয়া করবো, কারণ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে
এই সব দেশ দেব। তোমার বাবা ইব্রাহিমের কাছে আমি যে শপথ করেছিলাম, তা সফল
করবো। ৪ আমি আকাশের তারাগুলোর মত তোমার বংশ বাড়িয়ে দেব। আমি তোমার
বংশকে এসব দেশ দেব। তোমার বংশের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সব জাতি দোয়া লাভ
করবে, ৫ কারণ ইব্রাহিম আমার কথা মেনে আমার দাবী, আমার আদেশ, আমার বিধি ও
আমার নিয়মগুলো পালন করেছে।"

৬ পরে ইস্‌হাক গরার শহরেই বাস করলেন। ৭ সেই জায়গার লোকেরা তাঁর স্ত্রীর
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "উনি আমার বোন।" ইনি আমার স্ত্রী, এই কথা
বলতে তিনি ভয় পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই জায়গার লোকেরা রেবেকার জন্য তাকে
হত্যা করবে; কারণ তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন।

৮ তিনি যখন সেই জায়গায় অনেক দিন বাস করছিলেন তখন কোন এক সময়ে
ফিলিস্তিনীদের বাদশাহ্‌ আবিমালেক জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন যে, ইস্‌হাক তাঁর স্ত্রী
রেবেকাকে আদর করছেন। ৯ তখন আবিমালেক ইস্‌হাককে ডেকে বললেন, "দেখুন, ঐ
স্ত্রীলোকটি অবশ্য আপনার স্ত্রী। তবে আপনি কেন তাঁকে আপনার বোন বলে পরিচয়
দিয়েছিলেন?"

জবাবে ইস্‌হাক বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, কি জানি তাঁর জন্যই হয়তো আমাকে
মারা পড়তে হবে।" ১০ তখন আবিমালেক বললেন, "আপনি আমাদের সংগে এ কি রকম
ব্যবহার করলেন? যে কোন লোক আপনার স্ত্রীকে তার সহবাসের সংগিনী করতে পারত।
এরকম হলে আপনি আমাদেরকে দোষী করতেন।"

১১ পরে আবিমালেক সব লোককে এই আদেশ দিলেন যে, কেউ যদি এই লোককে
কিংবা তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত দেয় তবে নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলা হবে।

১২ ইস্‌হাক সেই দেশে কৃষিকাজ করে সেই বছর একশো গুণ শস্য পেলেন এবং
মাবুদ তাঁকে দোয়া করলেন। ১৩ তিনি খুব ধনী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর অবস্থা দিন দিন
ভাল হতে হতে শেষে তিনি অনেক সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠলেন। ১৪ তাঁর অনেক গরু-
ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল এবং অনেক গোলাম বাঁদী হল। তা দেখে ফিলিস্তিনীরা তাঁকে
হিংসা করতে লাগল। ১৫ তাঁর বাবা ইব্রাহিমের সময়ে তাঁর গোলামেরা যে সব কূয়া
খুঁড়েছিল, ফিলিস্তিনীরা সেগুলো মাটি ফেলে ভরাট করে ফেলেছিল।

১৬ পরে আবিমালেক ইস্‌হাককে বললেন, "আমাদের কাছ থেকে চলে যান, কারণ

আপনি আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।”
১৭ পরে ইস্‌হাক সেখান থেকে সরে গিয়ে গরারের উপত্যকাতে তাঁবু খাটিয়ে সেই
জায়গায় বাস করতে লাগলেন।
১৮ ইস্‌হাক তাঁর বাবা ইব্রাহিমের সময়ে যে সব কূয়া খুঁড়েছিলেন তিনি আবার
সেগুলো খুঁড়ে নিলেন। এই কূয়াগুলো ইব্রাহিমের মৃত্যুর পরে ফিলিস্তিনীরা ভরাট করে
ফেলেছিল। আর তাঁর বাবা সেই সব কূয়ার যে যে নাম রেখেছিলেন, তিনিও সেটির সেই
নামই রাখলেন।
১৯ সেই উপত্যকায় ইস্‌হাকের গোলামেরা মাটি খুঁড়ে এমন একটা কূয়া খুঁজে পেল
যার তলা থেকে পানি উঠছিল। ২০ তাতে গরারের রাখালেরা ইস্‌হাকের রাখালদের সংগে
ঝগড়া করে বললো, “এই পানি আমাদের।” তাই তিনি সেই কূয়ার নাম রাখলেন এষক
(ঝগড়া), যেহেতু তারা তাঁর সংগে ঝগড়া করেছিল। ২১ পরে তাঁর গোলামেরা আর একটা
কূয়া খুঁড়ল। তারা সেটির জন্যও ঝগড়া করলো। তাতে তিনি সেটির নাম রাখলেন সিট্‌না
(শত্রুতা)। ২২ তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে অন্য একটা কূয়া খুঁড়লেন। সেটার জন্য
তারা কোন ঝগড়া করলো না। তাই তিনি সেটির নাম রাখলেন রহোবোৎ (অনেক
জায়গা)। তখন তিনি বললেন, “এখন মাবুদ আমাদেরকে অনেক জায়গা দিলেন, আমরা
এখানেই সংখ্যায় বেড়ে উঠবো।”
২৩ পরে তিনি সেখান থেকে বের্‌-শেবাতে উঠে গেলেন। ২৪ সেই রাতে মাবুদ তাঁকে
দেখা দিয়ে বললেন, “আমি তোমার বাবা ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌। ভয় কোরো না, কারণ
আমি আমার গোলাম ইব্রাহিমের অনুরোধে তোমার সংগে সংগে থাকব। আমি তোমাকে
দোয়া করবো ও তোমার বংশ বাড়িয়ে দেব।”
২৫ পরে ইস্‌হাক সেই জায়গায় একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে মাবুদের এবাদত
করলেন। তিনি সেই জায়গায় তাঁবু খাটালেন। তাঁর গোলামেরা সেখানে একটা কূয়া খুঁ-
ড়ল।

হযরত ইস্‌হাক ও আবিমালেকের চুক্তি

২৬ আবিমালেক তাঁর মন্ত্রী অহূষৎ ও সেনাপতি ফীকোলকে সংগে নিয়ে গরার থেকে
ইস্‌হাকের কাছে আসলেন। ২৭ তখন ইস্‌হাক তাঁদেরকে বললেন, “আপনারা আমার
কাছে কি জন্য এসেছেন? আপনারা তো আমাকে হিংসা করে আপনাদের মধ্য থেকে দূর
করে দিয়েছেন।”
২৮ তাঁরা বললেন, “আমরা পরিস্কার ভাবেই দেখতে পেলাম যে, মাবুদ আপনার
সংগে সংগে আছেন। তাই আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের ও আপনার মধ্যে একটা
শপথ হোক, আর আসুন আমরা একটা চুক্তি করি।” ২৯ আমরা যেমন আপনার কোন
ক্ষতি করি নি ও আপনার মঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গল করি নি, বরং আপনাকে শান্তিতে
বিদায় দিয়েছি, তেমনি আপনিও আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। আপনি এখন মাবুদের
দোয়ার পাত্র।”
৩০ তখন ইস্‌হাক তাঁদের জন্য মেজবানীর আয়োজন করলেন। আর তাঁরাও খাওয়া-

দাওয়া করলেন। ৩১ পরে তাঁরা খুব ভোরে উঠে একে অন্যের কাছে শপথ করলেন। তখন
ইস্‌হাক তাঁদেরকে বিদায় দিলে তাঁরা শান্তিতে তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন।
৩২ সেদিন ইস্‌হাকের গোলামেরা এসে তাদের খোঁড়া কূয়ার বিষয়ে খবর দিয়ে তাঁকে
বললো, “আমরা পানি পেয়েছি।” ৩৩ আর তিনি তার নাম শিবিয়া রাখলেন (শপথ)।
সেজন্য এখন পর্যন্ত সেই শহরের নাম বের্‌-শেবা রয়েছে।

ইসের দু’জন স্ত্রী

৩৪ ইস্‌ চল্লিশ বছর বয়সে হিট্টীয় বেরির মেয়ে যিহুদীৎকে এবং হিট্টীয় এলোনের
মেয়ে বাসমৎকে বিয়ে করলেন। ৩৫ এরা ইস্‌হাকের ও রেবেকার মন বিষিয়ে তুলেছিল।

হযরত ইয়াকুবের ছলনা

২৭ ১ পরে ইস্‌হাক বুড়ো হলে পর চোখে দেখবার ক্ষমতা এত কমে গেল যে,
শেষে তিনি আর দেখতেই পেতেন না। তখন তিনি তাঁর বড় ছেলে ইস্‌কে
ডেকে বললেন, “ছেলে আমার।” জবাবে ইস্‌ বললেন, “দেখুন, এই তো আমি।”
২ তখন ইস্‌হাক বললেন, “দেখ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। কোন দিন আমি মরে যাই
বলতে পারি না। ৩ এখন তোমার অস্ত্র, অর্থাৎ তীর-ধনুক নিয়ে প্রান্তরে যাও, আমার জন্য
হরিণ শিকার করে আন। ৪ আমি যেরকম ভালবাসি, সেই রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করে
আমার কাছে আন, আমি খাবো। মৃত্যুর আগে আমি তা খেয়ে তোমাকে দোয়া করে যেতে
চাই।”
৫ যখন ইস্‌হাক তাঁর ছেলে ইস্‌কে এই সব কথা বলছিলেন তখন রেবেকা তা শুনতে
পেয়েছিলেন। তাই ইস্‌ হরিণ শিকার করে আনবার জন্য প্রান্তরে গেল। ৬ তখন রেবেকা
তাঁর ছেলে ইয়াকুবকে বললেন, “দেখ, তোমার ভাই ইস্‌কে তোমার বাবা যা বলেছেন,
আমি তা শুনেছি।” ৭ তিনি বলেছেন, ‘তুমি আমার জন্য হরিণ শিকার করে এনে সুস্বাদু
খাবার তৈরি কর, আমি খেয়ে মৃত্যুর আগে মাবুদের সামনে তোমাকে দোয়া করবো।’
৮ হে আমার ছেলে, এখন আমি তোমাকে যা আদেশ করি, আমার সেই কথা শোন।
৯ তুমি পালে গিয়ে সেখান থেকে ভাল দু’টি ছাগলের বাচ্চা আন। তোমার বাবা যেরকম
ভালবাসেন, সেই রকম সুস্বাদু খাবার আমি রান্না করে দিই। ১০ পরে তুমি তোমার বাবার
কাছে তা নিয়ে যাবে, যেন তিনি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে তোমাকে দোয়া করেন।” ১১ তখন
ইয়াকুব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, “দেখ, আমার ভাই ইস্‌ লোমশ, কিন্তু আমার গায়ে
লোম নেই। ১২ কি জানি, বাবা আমার গায়ে হাত বুলাবেন, আর আমি তাঁর চোখে একজন
ছলনাকারী হয়ে যাব। তা হলে আমি আমার প্রতি দোয়ার বদলে অভিশাপ ডেকে
আনবো।” ১৩ কিন্তু তাঁর মা বললেন, “ছেলে আমার, সেই অভিশাপ আমার উপরই
পড়ুক। তুমি কেবল আমার কথা শোন, একটা ছাগলের বাচ্চা নিয়ে এসো।”
১৪ পরে ইয়াকুব গিয়ে ছাগলের বাচ্চা নিয়ে মায়ের কাছে আনলেন। আর তাঁর বাবা
যেরকম ভালবাসতেন, তাঁর মা সেই রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করলেন। ১৫ ঘরে তাঁর
কাছে বড় ছেলে ইসের সবচেয়ে ভাল জামা-কাপড় ছিল। রেবেকা সেই জামা-কাপড় নিয়ে
ছোট ছেলে ইয়াকুবকে পরিয়ে দিলেন। ১৬ আর ঐ দু’টি ছাগলের বাচ্চার চামড়া নিয়ে তাঁর

হাতে ও গলায় যেখানে লোম ছিল না সেখানে জড়িয়ে দিলেন। ১৭ আর তিনি যে সুস্বাদু
খাবার ও রুটি তৈরি করেছিলেন তা তাঁর ছেলে ইয়াকুবের হাতে দিলেন।

১৮ পরে তিনি তাঁর বাবার কাছে গিয়ে ডাকলেন, "বাবা।" তিনি জবাবে বললেন,
"দেখ, এই যে আমি। বাছা, তুমি কে?" ১৯ ইয়াকুব তাঁর বাবাকে বললেন, "আমি
আপনার বড় ছেলে ইস্। আপনি আমাকে যা আদেশ করেছিলেন, তা করেছি। এখন
আপনি উঠে বসুন এবং আমার আনা হরিণের মাংস খান, যাতে আপনি আমাকে দোয়া
করতে পারেন।" ২০ তখন ইস্হাক তাঁর ছেলেকে বললেন, "বাছা, কেমন করে এত
তাড়াতাড়ি শিকার পেয়ে গেলে?"

ইয়াকুব বললেন, "আপনার মাবুদ আল্লাহ্র জন্যই আমি তা পেয়ে গেলাম।"
২১ ইস্হাক ইয়াকুবকে বললেন, "বাছা, কাছে এসো। আমি তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, তুমি
সত্যিই আমার ছেলে ইস্ কি না।" ২২ তখন ইয়াকুব তাঁর বাবা ইস্হাকের কাছে গেলে
তিনি তাঁকে ছুঁয়ে বললেন, "গলার স্বরটা তো ইয়াকুবের, কিন্তু হাত ইসের হাত।"
২৩ সত্যি তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, কারণ তাঁর ভাই ইসের হাতের মত তাঁর হাত
লোমে ভরা ছিল। তাই তিনি তাঁকে দোয়া করলেন। ২৪ তিনি বললেন, "তুমি কি সত্যিই
আমার ছেলে ইস্?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বাবা।" ২৫ তখন ইস্হাক বললেন, "বাছা,
তোমার শিকার-করা মাংসের কিছুটা আন আমি খাই, যাতে আমি তোমাকে দোয়া করতে
পারি।"

তখন তিনি মাংস আনলে পর ইস্হাক খেলেন এবং আংগুর-রস এনে দিলে তাও
খেলেন। ২৬ পরে তাঁর বাবা ইস্হাক বললেন, "বাছা, কাছে এসে তুমি আমাকে চুম্বন
কর।" ২৭ তখন তিনি কাছে গিয়ে চুম্বন করলেন, আর ইস্হাক তাঁর কাপড়ের গন্ধ নিয়ে
তাঁকে দোয়া করে বললেন,

"দেখ, আমার ছেলের সুগন্ধ
মাবুদের দোয়া করা জমির সুগন্ধের মত।
২৮ আল্লাহ্ যেন আকাশের শিশির থেকে ও জমির উর্বরতা থেকে তোমাকে দেন;
যেন প্রচুর শস্য ও আংগুর-রস তোমাকে দেন।
২৯ বিভিন্ন জাতি তোমার গোলাম হোক,
জাতিরা তোমাকে উবুড় হয়ে সালাম করুক;
তুমি তোমার বংশের লোকদের কর্তা হও,
তোমার ভাইয়েরা তোমাকে উবুড় হয়ে সালাম করুক।
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, তার উপর অভিশাপ পড়ুক;
যে কেউ তোমাকে দোয়া করে, তার উপর দোয়া নেমে আসুক।"

হযরত ইস্হাকের কাছ ইসের দোয়া ভিক্ষা

৩০ ইস্হাক ইয়াকুবের প্রতি দোয়া করা শেষ করলেন। আর ইয়াকুব তাঁর বাবা
ইস্হাকের সামনে থেকে যেতে না যেতেই তাঁর ভাই ইস্ শিকার করে ঘরে আসলেন।
৩১ তিনিও সুস্বাদু খাবার তৈরি করে বাবার কাছে এনে বললেন, "বাবা, আপনি উঠে

আপনার ছেলের আনা হরিণের মাংস খান, আর আমাকে দোয়া করুন।”
৩২ তখন তাঁর বাবা ইস্‌হাক বললেন, “তুমি কে?”
তিনি বললেন, “আমি আপনার বড় ছেলে ইস্।” ৩৩ তখন ইস্‌হাক ভীষণ ভয়ে
কাঁপতে লাগলেন। তিনি বললেন, “তবে সে কে, যে আমার কাছে শিকার করা মাংস
এনেছিল? আমি তোমার আসবার আগেই তা খেয়ে তাকে দোয়া করেছি, আর সেই
দোয়ার ফল সে পাবেই।”
৩৪ বাবার এই কথা শুনামাত্র ইস্ এক বুক-ফাটা কান্নায় ভেংগে পড়লেন। তিনি
চিৎকার করে তাঁর বাবাকে বললেন, “বাবা, আমাকে, আমাকেও দোয়া করুন।”
৩৫ ইস্‌হাক বললেন, “তোমার ভাই এসে ছলনা করে তোমার দোয়া নিয়ে গেছে।”
৩৬ ইস্ বললেন, “তার নাম কি ইয়াকুব (ছলনাকারী) নয়? কারণ এই নিয়ে সে
দু’বার আমাকে ঠকাল। সে আমার বড় ছেলের অধিকার নিয়ে গেছে। দেখুন, এখন
আমার দোয়াও নিয়ে গেল।”
তিনি আবার বললেন, “আপনি কি আমার জন্য কোন দোয়াই রাখেন নি?” ৩৭ তখন
ইস্‌হাক জবাবে ইস্‌কে বললেন, “দেখ, আমি তাকে তোমার কর্তা করেছি এবং তার
গোষ্ঠীর সকলকে তারই গোলাম করেছি। আর তাকে শস্য ও আংগুর-রস দিয়ে শক্তিশালী
করেছি। বাছা, এখন তোমার জন্য আর কি করতে পারি?”
৩৮ ইস্ আবার তাঁর বাবাকে বললেন, “বাবা, আপনার কি কেবল ঐ একটা দোয়া
ছিল? বাবা, আপনি আমাকে, আমাকেও দোয়া করুন।” এই বলে ইস্ চিৎকার করে
কাঁদতে লাগলেন।
৩৯ তখন তাঁর বাবা ইস্‌হাক জবাবে বললেন,
“দেখ, যে জমিতে তুমি বাস করবে
সেই জমি উর্বর হবে না।
৪০ তলোয়ার দিয়েই তুমি বেঁচে থাকবে,
এবং তোমার ভাইয়ের গোলাম হবে।
কিন্তু যখন তুমি অধৈর্য হয়ে উঠবে,
তোমার ঘাড় থেকে তার যোঁয়াল ফেলে দেবে।”

হযরত ইয়াকুবের প্রতি বিবি রেবেকার পরামর্শ

৪১ ইয়াকুব তাঁর বাবার কাছ থেকে দোয়া লাভ করেছিলেন বলে ইস্ তাঁকে হিংসা
করতে লাগলেন। আর ইস্ মনে মনে বললেন, “বাবার জন্য শোক করবার দিন ঘনিয়ে
এসেছে। তারপর আমার ভাই ইয়াকুবকে আমি খুন করবো।”
৪২ বড় ছেলে ইসের এই রকম কথাবার্তা রেবেকার শুনতে পেলেন। তাতে তিনি
লোক পাঠিয়ে ছোট ছেলে ইয়াকুবকে ডেকে এনে বললেন, “দেখ, তোমার ভাই ইস্
তোমাকে খুন করার আশাতেই মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ৪৩ এখন, হে বাবা আমার, তুমি
আমার কথা শোন। তুমি হারণ শহরে আমার ভাই লাবনের কাছ পালিয়ে যাও। ৪৪ যে
পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের রাগ না পড়ে ততদিন তুমি সেখানে থাক। ৪৫ তোমার প্রতি

BACIB
International Bible CHURCH

ভাইয়ের রাগ কমে গেলে পর এবং তুমি তার প্রতি যা করেছ, তা সে ভুলে গেলে পর,
আমি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে আসব। একই দিনে তোমাদের দুই
জনকে আমি কেন হারাব?”

হযরত ইয়াকুবের হারণ শহরে চলে যাওয়া

[৪৬] রেবেকা ইস্‌হাককে বললেন, “এই হিট্টীয় মেয়েগুলোর জন্য আমার আর বেঁচে
থাকতে ইচ্ছা করে না। যদি ইয়াকুবও এদের মত কোন হিট্টীয় মেয়েকে, এই দেশীয়
মেয়েদের মধ্যে কোন মেয়েকে বিয়ে করে তবে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?”

ছেলের প্রতি বাবার আদেশ

২৮ [১] তখন ইস্‌হাক ইয়াকুবকে ডেকে দোয়া করলেন। তিনি এই আদেশ দিয়ে
তাঁকে বললেন, “তুমি কেনান দেশের কোন মেয়েকে বিয়ে কোরো না। [২] এখন
উঠ, পদ্দন-অরামে তোমার নানা বথূয়েলের বাড়িতে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার মামা
লাবনের কোন মেয়েকে বিয়ে করো। [৩] সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যেন তোমাকে দোয়া করেন
ও তোমাকে অনেক সন্তানের বাবা হবার ক্ষমতা দেন। তাতে তারা একটা বহু বংশের
জাতি হবে। [৪] তিনি যেন ইব্রাহিমের দোয়া তোমাকে ও তোমার সংগে তোমার বংশকে
দেন। যে দেশ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমকে দিয়েছিলেন, যেখানে তুমি এখন বিদেশী হিসাবে আছ,
সেই দেশটা যেন তোমার অধিকারে আসে।”

[৫] পরে ইস্‌হাক ইয়াকুবকে বিদায় দিলে পর তিনি পদ্দন-অরামে অরামীয় বথূয়েলের
ছেলের কাছে চলে গেলেন। লাবন ছিলেন ইয়াকুব ও ইসের মা রেবেকার ভাই।

ইসের অন্য স্ত্রী গ্রহণ

[৬] ইস্‌ যখন দেখলেন, ইস্‌হাক ইয়াকুবকে দোয়া করে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে
পদ্দন-অরামে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং দোয়া করার সময় কেনানীয় কোন মেয়েকে বিয়ে
করতে মানা করেছেন, [৭] ইয়াকুবও বাবা-মায়ের আদেশ মেনে পদ্দন-অরামে চলে গেছেন,
[৮] তখন ইস্‌ বুঝতে পারলেন যে, কেনানীয় মেয়েদের উপর তাঁর বাবা ইস্‌হাক খুশী নন।
[৯] সেই জন্য দুই জন স্ত্রী থাকলেও ইস্‌ ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলের কাছে গিয়ে তাঁর
মেয়ে নবায়োতের বোন মহলৎকে বিয়ে করলেন।

বেথেলে হযরত ইয়াকুবের স্বপ্ন

[১০] ইয়াকুব বের্‌-শেবা থেকে বের হয়ে হারণের দিকে যাত্রা করলেন। [১১] তিনি কোন
এক জায়গায় পৌঁছালে পর বেলা ডুবে যাওয়াতে সেখানে রাত কাটালেন। আর তিনি
সেখানকার একটা পাথরকে বালিশ বানিয়ে সেই জায়গায় ঘুমাবার জন্য শুয়ে পড়লেন।
[১২] পরে তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন যে পৃথিবীর উপরে একটা সিঁড়ি
দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথাটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে, আর দেখ, তা দিয়ে আল্লাহ্‌র
ফেরেশতারা উঠছেন ও নামছেন। [১৩] তিনি দেখতে পেলেন যে, মাবুদ তার উপরে দাঁড়িয়ে
আছেন। মাবুদ বললেন, “আমি মাবুদ, তোমার বাবা ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌ ও ইস্‌হাকের
আল্লাহ্‌। তুমি যেখানে শুয়ে আছ, সেই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দেব।
[১৪] তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলিকণার মত অসংখ্য হবে। তোমার বংশ পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর

ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়বে এবং তোমার মধ্য দিয়ে ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর
সব জাতি দোয়া লাভ করবে। ১৫ দেখ, আমি তোমার সংগে সংগে আছি। তুমি যে যে
জায়গায় যাবে, সেই সেই জায়গায় তোমাকে রক্ষা করবো ও আবার এই দেশে ফিরিয়ে
আনবো। কারণ আমি তোমাকে যা যা বললাম, তা যতক্ষণ সফল না করি ততক্ষণ
তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

১৬ পরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পর ইয়াকুব বললেন, "অবশ্য এই জায়গায় মাবুদ আছেন,
আর আমি তা বুঝতে পারি নি।"

১৭ তিনি ভয় পেয়ে বললেন, "এই কেমন ভয়ংকর জায়গা! এটি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র
ঘর, এটি বেহেশতের দরজা।"

১৮ পরে ইয়াকুব খুব ভোরে উঠে বালিশের জন্য যে পাথরটি ব্যবহার করেছিলেন, তা
নিয়ে থামের মত করে দাঁড় করিয়ে তার উপর তেল ঢেলে দিলেন। ১৯ সেই জায়গার নাম
বেথেল (আল্লাহ্‌র ঘর) রাখলেন, কিন্তু আগে ঐ শহরের নাম ছিল লূস। ২০ ইয়াকুব মানত
করে এই প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি আল্লাহ্‌ আমার সংগে সংগে থাকেন, আমার এই যাত্রা
পথে আমাকে রক্ষা করেন এবং খাবারের জন্য খাবার ও পরবার জন্য কাপড় দেন,
২১ আমি যদি ভালভাবে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারি, তবে মাবুদই হবেন আমার
আল্লাহ্‌, ২২ এবং এই যে পাথরটি আমি থামের মত করে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, এখানেই
হবে আল্লাহ্‌র ঘর। আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে তার দশ ভাগের এক ভাগ আমি
তোমাকে অবশ্য ফিরিয়ে দেব।"

হযরত ইয়াকুবের সাথে রাহেলার দেখা হওয়া

২৯ ১ পরে ইয়াকুব সেই জায়গা থেকে এগিয়ে যেতে যেতে পূর্ব দিকে
বসবাসকারীদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ২ সেখানে তিনি মাঠের মধ্যে
একটা কূয়া দেখতে পেলেন। সেই কূয়ার কাছে তিনটা ভেড়ার পাল শুয়ে ছিল। লোকেরা
ভেড়ার পালগুলোকে সেই কূয়া থেকে পানি খাওয়াত। আর সেই কূয়ার মুখে একটা বড়
পাথর বসানো ছিল। ৩ সেই জায়গায় সব ভেড়ার পালগুলোকে জড়ো করা হলে পর
লোকেরা কূয়ার মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে ভেড়াগুলোকে পানি খাওয়াত। পরে আবার
কূয়ার মুখে সেই পাথরটি বসিয়ে রাখতো।

৪ ইয়াকুব তাদেরকে বললেন, "ভাইয়েরা, তোমরা কোন্‌ জায়গার লোক?" তারা
বললো, "আমরা হারণ শহরেই লোক।"

৫ তখন তিনি বললেন, "আপনারা কি নাহূরের নাতি লাবনকে কি চেনেন?"

৬ তারা বললো, "চিনি।"

তিনি বললেন, "তিনি ভাল আছেন তো?"

তারা বললো, "হ্যাঁ ভাল আছেন। দেখুন, তাঁর মেয়ে রাহেলা ভেড়ার পাল নিয়ে
আসছেন।"

৭ তখন তিনি বললেন, "দেখুন, এখনও অনেক বেলা আছে। এখনও পশুপাল জড়ো
করার সময় হয় নি। আপনারা বরং ভেড়াগুলোকে পানি খাইয়ে আবার চরাতে নিয়ে

যান।”
৮ তারা বললো, “যতক্ষণ সব ভেড়ার পালগুলো একসংগে জড়ো না হয়, ততক্ষণ
আমরা তা করতে পারি না। সবাই জড়ো হলে পর কূয়ার মুখ থেকে পাথরখানি সরানো
হয়। তখন আমরা ভেড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি।”
৯ ইয়াকুব তাদের সংগে কথা বলছেন এমন সময়ে রাহেলা তাঁর বাবার ভেড়ার পাল
নিয়ে সেখানে আসলেন। তিনি তাঁর বাবার ভেড়ার পাল চরাতেন। ১০ তখন ইয়াকুব তাঁর
মামা লাবনের মেয়ে রাহেলাকে ও মামার ভেড়ার পালকে দেখতে পেয়ে কূয়ার মুখ থেকে
পাথরখানি সরিয়ে তাঁর মামা লাবনের ভেড়ার পালকে পানি খাওয়ালেন। ১১ পরে ইয়াকুব
রাহেলাকে চুম্বন করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ১২ তিনি যে তাঁর বাবার আত্মীয় ও
রেবেকার ছেলে, ইয়াকুব রাহেলাকে এই পরিচয় দিলেন। এই কথা শুনে রাহেলা দৌড়ে
গিয়ে তাঁর বাবাকে খবর দিলেন।
১৩ তাতে লাবন তাঁর ভাগিনা ইয়াকুবের খবর পেয়ে দৌড়ে তাঁর সংগে দেখা করতে
গেলেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।
পরে ইয়াকুব তাঁকে তাঁর আসবার সব কথা খুলে বললেন। ১৪ তাতে লাবন বললেন,
“সত্যিই আমাদের শরীরে একই রক্ত বইছে।” পরে ইয়াকুব তাঁর বাড়িতে একমাস
রইলেন।

রাহেলা ও লেয়ার জন্য ইয়াকুবের কাজ করা

১৫ পরে লাবন ইয়াকুবকে বললেন, “তুমি আমার আত্মীয় বলে কি বিনা বেতনে
আমার কাজ করবে? তোমাকে কি দিতে হবে তা আমাকে বল?”
১৬ লাবনের দু’টি মেয়ে ছিল। বড়টির নাম লেয়া ও ছোটটির নাম রাহেলা। ১৭ লেয়ার
চোখ দু’টি ছিল খুব সুন্দর। আর রাহেলার শরীরের গঠন ও চেহারা সবই ছিল সুন্দর।
১৮ ইয়াকুব রাহেলাকে বেশি ভালবাসতেন। এজন্য তিনি জবাবে বললেন, “আপনার ছোট
মেয়ে রাহেলার জন্য আমি সাত বছর আপনার কাজ করবো।”
১৯ লাবন বললেন, “অন্য লোকের হাতে দেবার চেয়ে তোমার হাতে দেওয়া অনেক
ভাল। তুমি আমার কাছেই থাক।”
২০ এভাবে ইয়াকুব রাহেলার জন্য সাত বছর কাজ করলেন। রাহেলার প্রতি তাঁর
ভালবাসার জন্য এক এক বছর তাঁর কাছে এক এক বলে দিন মনে হল।
২১ পরে ইয়াকুব লাবনকে বললেন, “আমার কাজের সময় পূর্ণ হয়েছে। এখন আমার
স্ত্রী আমাকে দিন, আমি তাঁর সংগে বাস করবো।
২২ তখন লাবন সেই এলাকার সব লোককে ডেকে একটা মেজবানী দিলেন। ২৩ রাত
হলে পর তিনি তাঁর মেয়ে লেয়াকে তাঁর কাছ এনে দিলেন আর ইয়াকুবও তাঁর সংগে রাত
কাটালেন। ২৪ আর লাবন সিল্পা নামে তাঁর বাঁদীকে তাঁর মেয়ে লেয়ার বাঁদী হিসাবে লেয়ার
সংগে দিলেন। ২৫ সকাল হলে পর দেখা গেল তিনি লেয়া। তাতে ইয়াকুব লাবনকে
বললেন, “আপনি আমার সংগে এ কেমন ব্যবহার করলেন? আমি কি রাহেলার জন্য
আপনার কাজ করি নি? তবে কেন আমাকে ঠকালেন?”

২৬ তখন লাবন বললেন, “বড় মেয়ের আগে ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের
এই জায়গার নিয়মে নেই। ২৭ তুমি এই বিয়ের উৎসব-সপ্তাহটা পর কর। তারপর ছোট
মেয়েটিকেও তোমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য তোমাকে আরও সাত বছর আমার
কাজ করতে হবে।”
২৮ ইয়াকুব তাই করলেন, বিয়ের উৎসব-সপ্তাহটা পর করলেন। পরে লাবন তাঁর
সংগে তাঁর ছোট মেয়ে রাহেলার বিয়ে দিলেন। ২৯ লাবন বিল্‌হা নামে তাঁর এক বাঁদীকে
রাহেলার বাঁদী হিসাবে তাঁকে দিলেন। ৩০ তখন ইয়াকুব রাহেলার সংগেও থাকলেন। কিন্তু
ইয়াকুব লেয়ার চেয়ে রাহেলাকেই বেশি ভালবাসতেন। তিনি রাহেলার জন্য আরও সাত
বছর লাবনের কাজ করলেন।

হযরত ইয়াকুবের সন্তান লাভ

৩১ পরে মাবুদ লেয়াকে অবহেলা করা হচ্ছে দেখে তাঁকে গর্ভধারণ করবার ক্ষমতা
দিলেন কিন্তু রাহেলা বন্ধ্যা হয়ে রইলেন। ৩২ লেয়া গর্ভবতী হয়ে একটা ছেলের জন্ম
দিলেন ও তার নাম রাখলেন রূবেণ (ছেলেকে দেখ)। কারণ তিনি বললেন, “মাবুদ
আমার দুঃখ দেখেছেন। এখন নিশ্চয়ই আমার স্বামী আমাকে ভালবাসবেন।”
৩৩ পরে তিনি আবার গর্ভবতী হয়ে আর একটা ছেলের জন্ম দিলেন। তিনি বললেন,
“আমাকে অবহেলা করবার কথা মাবুদ শুনেছেন, তাই আমাকে আর একটা ছেলে
দিলেন।” সেজন্য তিনি তার নাম রাখলেন শিমিয়োন (যার অর্থ, তিনি শোনেন)।
৩৪ আবার তিনি গর্ভবতী হয়ে আর একটা ছেলের জন্ম দিলেন। তিনি বললেন,
“এবার আমার স্বামী আমার সংগে যুক্ত হবেন, কারণ আমি তাঁর জন্য তিনটা ছেলের জন্ম
দিয়েছি।” তাই তিনি তার নাম রাখলেন লেবি (যার অর্থ, যুক্ত হওয়া)।
৩৫ পরে আবার তিনি গর্ভবতী হয়ে আর একটা ছেলের জন্ম দিলেন। তিনি বললেন,
“এবার আমি মাবুদের প্রশংসা করি। তাই তিনি তার নাম রাখলেন এহুদা (যার অর্থ,
প্রশংসা)। তারপর তাঁর ছেলেমেয়ে হওয়া বন্ধ হল।

৩০ ১ রাহেলা যখন দেখলেন যে, তিনি ইয়াকুবের জন্য কোন সন্তান জন্ম দিতে
পারেন নি, তখন তিনি তাঁর বোনকে হিংসা করতে লাগলেন। তিনি
ইয়াকুবকে বললেন, “আমাকে সন্তান দাও, না হলে আমি মরবো।”
২ এতে রাহেলার প্রতি ইয়াকুবের ভীষণ রাগ হল। তিনি বললেন, “আমি কি
আল্লাহ্‌র জায়গায় আছি? তিনিই তো তোমাকে বন্ধ্যা করেছেন!”
৩ তখন রাহেলা বললেন, “দেখ, আমার বাঁদী বিল্‌হা আছে, তুমি তার কাছে যাও,
যেন সে আমার জন্য একটা ছেলের জন্ম দিতে পারে আর এভাবে আমিও একটা পরিবার
গড়ে তুলতে পারি।”
৪ এই বলে তিনি ইয়াকুবের সংগে তাঁর বাঁদী বিল্‌হার বিয়ে দিলেন। তখন ইয়াকুব
তার সংগে রাত কাটালেন। ৫ এতে বিল্‌হা গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের জন্য একটা ছেলের
জন্ম দিল। ৬ তখন রাহেলা বললেন, “আল্লাহ্‌ আমার প্রতি সুবিচার করলেন। তিনি
আমার ফরিয়াদ শুনে আমাকে একটা ছেলে দিলেন।” সেজন্য তিনি তার নাম রাখলেন

BACIB
International Bible
CHURCH

দান (যার অর্থ, বিচার)। ৭ পরে রাহেলার বাঁদী বিল্‌হা আবার গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের
জন্য দ্বিতীয় ছেলের জন্ম দিল। ৮ তখন রাহেলা বললেন, "আমার বোনের সংগে আমার
একটা বড় যুদ্ধ ছিল আর সেই যুদ্ধে আমি জয়লাভ করেছি।" সেজন্য তিনি তার নাম
রাখলেন নপ্তালি (যার অর্থ, মল্লযুদ্ধ)।

৯ পরে নিজের আর সন্তান হবে না বুঝতে পেরে লেয়া নিজের বাঁদী সিল্পাকে
ইয়াকুবের সংগে বিয়ে দিলেন। ১০ তাতে লেয়ার বাঁদী সিল্পা ইয়াকুবের জন্য একটা
ছেলের জন্ম দিল। ১১ তখন লেয়া বললেন, "কি সৌভাগ্য আমার!" সেজন্য তিনি তার
নাম রাখলেন গাদ (যার অর্থ, সৌভাগ্য)। ১২ পরে লেয়ার বাঁদী সিল্পা ইয়াকুবের জন্য
দ্বিতীয় আর একটা ছেলের জন্ম দিল। ১৩ তখন লেয়া বললেন, "আমি সুখী, যুবতীরা
আমাকে সুখী বলবে।" সেজন্য তিনি তার নাম রাখলেন আশের (যার অর্থ, ধন্য)।

১৪ গম কাটবার সময়ে রূবেণ বাইরে গিয়ে ক্ষেতে কতগুলো দূদাফল পেয়ে তা তার
মা লেয়াকে দিল। তখন রাহেলা লেয়াকে বললেন, "তোমার ছেলে যে দূদাফল এনেছে
তা থেকে আমাকে কয়েকটা দাও।"

১৫ তাতে তিনি বললেন, "তুমি আমার স্বামীকে দখল করে নিয়েছ, সেটা কি যথেষ্ট
নয়? এখন আবার আমার ছেলের দূদাফলও নিতে চাও?"

তখন রাহেলা বললেন, "তবে তোমার ছেলের দূদাফলের বদলে তিনি আজ রাতে
তোমার সংগে থাকবেন।"

১৬ পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত থেকে ইয়াকুবের আসবার সময়ে লেয়া বাইরে তাঁর কাছে
গিয়ে বললেন, "আজ তোমাকে আমার সংগে থাকতে হবে, কারণ আমার ছেলের আনা
দূদাফল দিয়ে আমি তোমাকে ভাড়া করেছি।" তাই সেই রাতে তিনি তাঁর সংগে
থাকলেন।

১৭ আল্লাহ্‌ লেয়ার মুনাজাত শুনলেন আর তিনি গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের জন্য পঞ্চম
ছেলের জন্ম দিলেন। ১৮ তখন লেয়া বললেন, "আমি স্বামীকে আমার বাঁদী দিয়েছিলাম,
তার বেতন আল্লাহ্‌ আমাকে দিলেন।" সেজন্য তিনি তার নাম রাখলেন ইষাখর (যার
অর্থ, বেতন)।

১৯ পরে লেয়া আবার গর্ভবতী হয়ে ইয়াকুবের জন্য ষষ্ঠ ছেলের জন্ম দিলেন।
২০ তখন লেয়া বললেন, "আল্লাহ্‌ আমাকে দামী উপহার দিলেন, এখন আমার স্বামী
আমাকে সম্মান দিবেন, কারণ আমি তাঁর জন্য ছয়টি ছেলের জন্ম দিয়েছি।" সেজন্য তিনি
তার নাম রাখলেন সবূলূন (যার অর্থ, সম্মান)। ২১ তারপর তাঁর একটা মেয়ে হল, আর
তিনি তার নাম রাখলেন দীণা।

বিবি রাহেলার প্রথম ছেলে

২২ আল্লাহ্‌ রাহেলার দিকে মনোযোগ দিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর মুনাজাত শুনলেন, তাঁকে
গর্ভধারণের ক্ষমতা দান করলেন। ২৩ এতে রাহেলা গর্ভবতী হয়ে একটা ছেলের জন্ম
দিলেন। সেজন্য তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌ আমার দুর্নাম দূর করেছেন।" ২৪ তিনি তার নাম
রাখলেন ইউসুফ (যার অর্থ, যেন আরও দেন), কারণ তিনি বললেন, "মাবুদ যেন

আমাকে আরও একটা ছেলে দেন।”

হযরত ইয়াকুবের বেতন

২৫ রাহেলার গর্ভে ইউসুফ জন্মগ্রহণ করলে পর ইয়াকুব লাবনকে বললেন, “আমাকে
বিদায় দিন, যেন আমি নিজের দেশে এবং নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারি। ২৬ আমি
যাদের জন্য আপনার কাজ করেছি, আমার সেই স্ত্রীদের ও সন্তানদের আমাকে দিন ও
আমাকে চলে যেতে দিন। কারণ আমি যেভাবে পরিশ্রম করে আপনার কাজ করেছি, তা
আপনি জানেন।”

২৭ তখন লাবন তাঁকে বললেন, “যদি তুমি আমাকে সুনজরে দেখে থাক, তবে দয়া
করে চলে যেও না। কারণ নানা রকম লক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমার
জন্যই মাবুদ আমাকে দোয়া করেছেন।” ২৮ তিনি আরও বললেন, “তুমি তোমার বেতন
ঠিক করে আমাকে বলো, আমি তোমাকে তা-ই দেব।”

২৯ তখন ইয়াকুব তাঁকে বললেন, “আমি যেভাবে আপনার কাজ করেছি এবং আমার
হাতে আপনার যেরকম পশুপাল হয়েছে তা আপনি জানেন। ৩০ কারণ আমার আসবার
আগে আপনার পশুপাল খুব বেশি ছিল না, কিন্তু তা এখন বেড়ে গিয়ে অনেক হয়েছে।
আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মাবুদ আপনাকে দোয়া করেছেন। কিন্তু আমার নিজের
পরিবারের জন্যও তো আমাকে ভাবতে হবে?”

৩১ তাতে লাবন বললেন, “আমি তোমাকে কি দেব?”

ইয়াকুব বললেন, “আপনি আমাকে আর কিছুই না দিয়ে যদি আমার জন্য এক কাজ
করেন, তবে আমি আপনার পশুদেরকে আবার চরাব ও পালন করবো। ৩২ আজ আমি
আপনার সব পশুপালের মধ্য দিয়ে যাবো। আমি ভেড়াগুলোর মধ্যে যেগুলোর ছোট ছোট
ছাপ আছে, বড় বড় ছাপ আছে এবং যেগুলো কালো রংয়ের ভেড়ার বাচ্চা সেগুলোকে
আলাদা করবো। এর পর ছোট ছোট ছাপের ও বড় বড় ছাপের ছাগলগুলোকে আলাদা
করবো। সেগুলোই হবে আমার বেতন। ৩৩ এর পরে আপনি যখন আমার বেতন যাচাই
করার জন্য আসবেন, তখন আমার সততা আমার পক্ষে কথা বলবে। তখন ছাগলগুলোর
মধ্যে ছোট ছোট ও বড় বড় ছাপ ছাড়া ও ভেড়াগুলোর মধ্যে কালো রংয়ের ছাড়া যা
থাকবে, সেগুলো চুরির মাল বলে ধরা হবে।”

৩৪ তখন লাবন বললেন, “দেখ, তোমার কথা মতই হোক।”

৩৫ লাবন সেদিন ডোরাকাটা ও বড় বড় ছাপের সব ছাগল এবং ছোট ছোট ও বড়
বড় ছাপের সব ছাগী, অর্থাৎ যাদের গায়ে জায়গায় জায়গায় সাদা ছাপ ছিল সেগুলো আর
ভেড়ার কালো বাচ্চাগুলো সরিয়ে রাখলেন। সেগুলো লালন-পালন করার ভার তাঁর
ছেলেদের হাতে দিলেন। ৩৬ এর পর তিনি নিজের ও ইয়াকুবের মধ্যে তিন দিনের পথ
দূরে সরে গেলেন। এর পর ইয়াকুব লাবনের বাকী পশুপাল চরাতে লাগলেন।

৩৭ ইয়াকুব লিব্‌নী, লুস ও আর্মোণ গাছের কাঁচা ডাল কেটে সেগুলোর ছাল উপর
থেকে রেখার মত করে ছাড়িয়ে নিলেন। এতে কাঠের সাদা অংশ দেখা যেতে লাগল।
৩৮ পরে যে জায়গায় পশুপাল পানি খাবার জন্য আসে, সেই জায়গায় পালের সামনে

BACIB
International Bible
CHURCH

গামলাগুলোর মধ্যে সেই ডালগুলো রাখতে লাগলেন। এখানেই পানি খাবার সময়ে তারা
পুরুষ পশু ও মেয়ে পশু মিলিত হত। ৩৯ সেই ডালের কাছে মিলিত হওয়ার ফলে তাদের
যে সব বাচ্চা হতো সেগুলোর রং ডোরাকাটা হতো ও বড় বড় কিংবা ছোট ছোট ছাপের
হত। ৪০ ইয়াকুব সেই সব বাচ্চা আলাদা করে রাখতেন। তিনি বাচ্চা-ছাগী ও বাচ্চা-
ভেড়ীগুলো নিয়ে লাবনের ডোরাকাটা এবং কালো রংয়ের ছাগল-ভেড়ার পালের মধ্যে
রাখতেন। এভাবে তিনি লাবনের পালের সংগে না রেখে নিজের পালকে আলাদা করে
রাখতেন। ৪১ এছাড়া যে সব পশুগুলো শক্তিশালী ছিল সেগুলো যেন সেই ডালের কাছে
মিলিত হয় সেজন্য পানির গামলার মধ্যে পশুগুলোর সামনে ঐ সব ডাল রাখতেন।
৪২ কিন্তু দুর্বল পশুদের সামনে তা রাখতেন না। তাতে দুর্বল পশুগুলো লাবনের ও
শক্তিশালী পশুগুলো ইয়াকুবের হত। ৪৩ এভাবে ইয়াকুব খুব ধনী হয়ে উঠলেন। তাঁর পশু
ও গোলাম-বাঁদী এবং উট ও গাধা অনেক বেড়ে গেল।

হারণ থেকে হযরত ইয়াকুবের পালিয়ে যাওয়া

৩১ ১ তিনি লাবনের ছেলেদের এই কথা শুনতে পেলেন, "ইয়াকুব আমাদের
বাবার সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছে এবং আমাদের বাবার ধন-সম্মতি থেকেই তার
এই সব ধন-সম্পত্তি হয়েছে।

২ পরে ইয়াকুব লাবনের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, তার প্রতি লাবনের মনোভাব
আর আগের মত নেই। ৩ মাবুদ ইয়াকুবকে বললেন, "তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের দেশে
নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাও, আমি তোমার সংগে সংগে থাকব।"

৪ তখন ইয়াকুব লোক পাঠিয়ে মাঠে যেখানে পশুপাল ছিল সেখানে রাহেলা ও
লেয়াকে ডেকে আনলেন। তিনি তাদের বললেন, ৫ "আমি তোমাদের বাবার মুখ দেখে
বুঝতে পারছি যে, আমার প্রতি তার মনোভাব আগের মত নেই। কিন্তু আমার পিতার
আল্লাহ্ আমার সংগে সংগে আছেন। ৬ তোমরা জান, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
তোমাদের বাবার কাজ করেছি। ৭ তবুও তোমাদের বাবা আমাকে ঠকিয়েছেন। তিনি
দশবার আমার বেতন পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে আমার কোনো ক্ষতি
করতে দেন নি। ৮ কারণ যখন তিনি বলতেন, ছোট ছোট ছাপ আছে এমন সব পশু
তোমার বেতন হবে, তখন সব পাল ছোট ছোট ছাপ আছে এমন বাচ্চার জন্ম দিত। আর
যখন বলতেন, ডোরাকাটা সব পশু তোমার বেতন হবে, তখন সব ভেড়া ডোরাকাটা
বাচ্চার জন্ম দিত। ৯ এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের বাবার পশুপাল নিয়ে আমাকে দিয়েছেন।

১০ "স্ত্রী পশু ও পরুষ পশুগুলো মিলিত হবার সময়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম
পালের মধ্যে স্ত্রী-পশুদের উপরে যত পুরুষ-পশু উঠছে সকলেই ডোরাকাটা, এবং বড় বড়
ও ছোট ছোট ছাপের। ১১ তখন আল্লাহ্র ফেরেশতা স্বপ্নে আমাকে বললেন, 'হে
ইয়াকুব।' তখন আমি বললাম, 'দেখুন, এই আমি।' ১২ তিনি বললেন, তোমার চোখ
মেলে দেখ, স্ত্রী-পশুদের উপরে যত পুরুষ-পশু উঠছে, সকলেই ডোরাকাটা, এবং বড় বড়
ও ছোট ছোট ছাপের। কারণ, লাবন তোমার প্রতি যা যা করে, তা সব কিছুই আমি
দেখেছি। ১৩ যে জায়গায় তুমি থামের উপর তেল ঢেলে দিয়ে আমার কাছে মানত করেছ,

BACIB
International Bible
CHURCH

আমি সেই বেথেলের আল্লাহ্; এখন উঠ, এই দেশ ছেড়ে তোমার জন্মভূমিতে ফিরে
যাও।”
১৪ তখন জবাবে রাহেলা ও লেয়া তাঁকে বললেন, “বাবার সম্পত্তিতে আমাদের কি
আর কোন অংশ আছে? ১৫ আমরা কি তাঁর কাছে বিদেশীর মত নই? তিনি তো
আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং যা পেয়েছেন তা খেয়ে বসে আছেন। ১৬ আল্লাহ্
আমাদের বাবার কাছ থেকে যে সব ধন-সম্পত্তি নিয়েছেন তা সবই আমাদের ও আমাদের
সন্তানদের। তাই আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু বলেছেন, তুমি তা-ই করো।”
১৭ তখন ইয়াকুব উঠে তাঁর সন্তানদের ও স্ত্রীদেরকে উটে চড়িয়ে, ১৮ নিজের আয়
করা সব পশুপাল ও অন্যান্য ধন-সম্পদ, অর্থাৎ পদ্দন-অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি লাভ
করেছিলেন, তা নিয়ে কেনান দেশে তাঁর বাবা ইস্‌হাকের কাছে রওনা করলেন।
১৯ সেই সময় লাবন ভেড়ার লোম কাটবার জন্য গিয়েছিলেন। তখন রাহেলা তাঁর
বাবার দেবতার মূর্তিগুলোকে চুরি করে সংগে নিলেন। ২০ ইয়াকুব নিজের পালিয়ে যাবার
কোন খবর না দিয়ে অরামীয় লাবনের সংগে ছলনা করলেন। ২১ তিনি নিজের সমস্ত কিছু
নিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং ফোরাত নদী পার হয়ে গিলিয়দ এলাকার পাহাড়ী অঞ্চলের
দিকে যেতে লাগলেন।

লাবনের কাছ থেকে হযরত ইয়াকুবের শেষ বিদায়

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন খবর পেলেন যে, ইয়াকুব পালিয়েছেন। ২৩ তখন তিনি
তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সংগে নিয়ে সাত দিনের পথ গিয়ে তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া
করে গিলিয়দের পাহাড়ী অঞ্চলে তাঁর দেখা পেলেন। ২৪ কিন্তু আল্লাহ্ রাতে স্বপ্নে অরামীয়
লাবনের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, “সাবধান, ইয়াকুবকে ভাল-মন্দ কিছুই বলো
না।”
২৫ লাবন যখন ইয়াকুবের দেখা পেলেন, তখন ইয়াকুব পাহাড়ের উপর তাঁবু
ফেলেছিলেন। তাতে লাবনও আত্মীয়-স্বজন সংগে নিয়ে সেই একই পাহাড়ের উপরে তাঁবু
ফেললেন। ২৬ পরে লাবন ইয়াকুবকে বললেন, “তুমি কেন এমন কাজ করলে? আমাকে
ঠকিয়ে আমার মেয়েদেরকে কেন যুদ্ধবন্দীদের মত করে নিয়ে আসলে? ২৭ তুমি আমার
সংগে ছলনা করে কেন গোপনে পালালে? কেন আমাকে খবর দিলে না? দিলে আমি
তোমাকে আনন্দের সংগে, গান করে, খঞ্জনি ও বীণা বাজিয়ে বিদায় দিতাম। ২৮ তুমি
আমাকে মেয়েদের ও নাতি-নাত্‌নীদের চুম্বন করতেও দিলে না। তুমি বোকার মত কাজ
করেছ। ২৯ তোমাদের ক্ষতি করতে আমার যে কোন ক্ষমতা নেই তা নয়। কিন্তু গত রাতে
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ আমাকে বললেন, “সাবধান, ইয়াকুবকে ভাল-মন্দ কিছুই
বলো না।” ৩০ বেশ, তোমার বাবার বাড়ি যাবার জন্যই তোমার মন ব্যাকুল হয়েছিল বলে
তুমি রওনা করেছিলে বটে, কিন্তু আমার দেবতার মূর্তিগুলোকে কেন চুরি করে নিয়ে
আসলে?”
৩১ জবাবে ইয়াকুব লাবনকে বললেন, “আমি ভয় পেয়েছিলাম, কারণ ভেবেছিলাম
যে, আপনি আমার কাছ থেকে আপনার মেয়েদেরকে জোর করে কেড়ে নেবেন। ৩২ তবে

আপনি যার কাছে আপনার দেবতার মূর্তিগুলো পাবেন, তাকে মেরে ফেলা হবে।
আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সামনে খোঁজ করে আমার কাছে আপনার যা আছে, তা নিয়ে
যান।” আসলে ইয়াকুব জানতেন না যে, রাহেলা সেগুলো চুরি করেছেন।
৩৩ তখন লাবন ইয়াকুবের তাঁবুতে ও লেয়ার তাঁবুতে ও দুই বাঁদীর তাঁবুতে ঢুকলেন,
কিন্তু কিছু পেলেন না। পরে তিনি লেয়ার তাঁবু থেকে রাহেলার তাঁবুতে ঢুকলেন। ৩৪ কিন্তু
রাহেলা সেই দেবতার মূর্তিগুলোকে নিয়ে উটের গদীর ভিতরে রেখে তাদের উপরে বসে
ছিলেন। সেজন্য লাবন তাঁর তাঁবুর সকল জায়গা হাতড়ালেও সেগুলোকে পেলেন না।
৩৫ তখন রাহেলা বাবাকে বললেন, “হে আমার প্রভু, রাগ করবেন না যে, আমি উঠতে
পারলাম, কারণ এখন আমার মাসিকের সময়।” এভাবে তিনি খোঁজ করলেও সেই
দেবতার মূর্তিগুলোকে পেলেন না।
৩৬ তখন ইয়াকুব রেগে আগুন হয়ে লাবনের সংগে ঝগড়া করতে লাগলেন। ইয়াকুব
লাবনকে বললেন, “আমার অপরাধ কোথায়? আমার অন্যায়ই বা কি যে, আপনি আমার
পিছনে তাড়া করে এসেছেন? ৩৭ আপনি আমার সব কিছু হাত্‌ড়ে আপনার বাড়ির কোন্‌
জিনিস পেলেন? আমার ও আপনার এই আত্মীয়দের সামনে তা রাখুন, এঁরা আমাদের
দু’জনের বিচার করুন। ৩৮ এই বিশ বছর আমি আপনার কাছে আছি। এর মধ্যে আপনার
কোন ভেড়ী বা ছাগী গর্ভ নষ্ট হয় নি। আমি আপনার পালের কোন ভেড়া মেরে খাই নি।
৩৯ বুনো জন্তুর মেরে ফেলা কোন পশু আপনার কাছে আনতাম না। আমি নিজেই সেই
ক্ষতি পুষিয়ে নিতাম। দিনে কিংবা রাতে যদি কোন পশু চুরি হয়ে যেত আপনি আমার
কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিতেন। ৪০ আমার এরকম দশা হতো, আমি দিনে
পুড়েছি গরমে আর রাতে কেঁপেছি শীতে। ঘুম আমার চোখ থেকে দূরে পালিয়ে যেত।
৪১ এই বিশ বছর আমি আপনার বাড়িতে রয়েছি যার মধ্যে আপনার দুই মেয়ের জন্য
কেটে গেছে চৌদ্দ বছর। আর আমি আপনার পশুপালের জন্য ছয় বছর কাজ করেছি।
এর মধ্যে আপনি দশ বার আমার বেতন পরিবর্তন করেছেন। ৪২ আমার বাবার আল্লাহ্‌,
ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌ ও ইস্‌হাকের ভয়ের পাত্র যদি আমার পক্ষ না হতেন, তবে অবশ্য
এখন আপনি আমাকে খালি হাতে বিদায় করতেন। আল্লাহ্‌ আমার দুঃখ ও কঠিন পরিশ্রম
দেখেছেন। এজন্য গত রাতে তিনি আপনাকে ধম্‌কে দিয়েছেন।”

লাবন ও হযরত ইয়াকুবের মধ্যে চুক্তি

৪৩ তখন লাবন জবাবে ইয়াকুবকে বললেন, “এই মেয়েরা আমারই মেয়ে, এই
বালকেরা আমারই বালক এবং এই পশুপাল আমারই পশুপাল। তুমি যা যা দেখছ, এই
সব কিছুই আমার। এখন আমার এই মেয়েদেরকে ও তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি
করবো? ৪৪ এসো, তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে একটা চুক্তি করি। এই চুক্তি তোমার ও
আমার সাক্ষী হয়ে থাকবে।”
৪৫ তখন ইয়াকুব একটা পাথর নিয়ে থামের মত দাঁড় করালেন। ৪৬ ইয়াকুব তাঁর
আত্মীয়দের বললেন, “আপনারাও কিছু পাথর এনে জড়ো করেন।” তাতে তারা পাথর
এনে একটা ঢিবি করলেন। তারা সেই ঢিবির কাছে খাওয়া-দাওয়া করলেন। ৪৭ তখন

লাবন তার নাম যিগর্-সাহদূথা (সাক্ষী-ঢিবি) রাখলেন। কিন্তু ইয়াকুব তার নাম রাখলেন
গল্-এদ (সাক্ষী-ঢিবি)।
৪৮ তখন লাবন বললেন, "এই ঢিবিটা আজ তোমার ও আমার মধ্যে সাক্ষী হয়ে
থাকলো। ৪৯ এজন্য তার নাম গিলিয়দ এবং মিস্পা (পাহারা-স্থান) রাখা হল; কারণ তিনি
বললেন, "আমরা যখন একে অন্যের কাছ থেকে দূরে চলে যাব তখন মাবুদই আমাকে ও
তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবেন। ৫০ তুমি যদি আমার মেয়েদের দুঃখ দাও, আর যদি
আমার মেয়ে ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীকে বিয়ে কর, তবে কোন মানুষ আমাদের কাছে না
থাকলেও আল্লাহ্ আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হবেন।"
৫১ লাবন ইয়াকুবকে আরও বললেন, "এই ঢিবি আর এই থাম দেখ, আমার ও
তোমার মধ্যে আমি তা স্থাপন করলাম। ৫২ ক্ষতি করার জন্য আমিও এই ঢিবি পার হয়ে
তোমার কাছে যাব না। তুমিও এই ঢিবি ও এই থাম পার হয়ে আমার কাছে আসবে না।
এই ঢিবি ও এই থাম এই কথার সাক্ষী হয়ে রইল। ৫৩ তা করলে ইব্রাহিমের আল্লাহ্,
নাহূরের আল্লাহ্ ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে বিচার করবেন।" তখন
ইয়াকুবও তাঁর বাবা ইস্হাকের যিনি ভয়ের পাত্র তাঁর নামে শপথ করলেন।
৫৪ পরে ইয়াকুব সেই পাড়ারে পশু-কোরবানী করে খাওয়া-দাওয়া করতে তাঁর
আত্মীয়দেরকে দাওয়াত করলেন। এতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে পাহাড়ে রাত
কাটালেন।
৫৫ পরে লাবন খুব ভোরে উঠে তাঁর মেয়েদের ও নাতি-নাতিনীদেরকে চুম্বন করে
দোয়া করলেন। তারপর তিনি নিজের বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

ইসের সংগে দেখা করার প্রস্তুতি

৩২ ১ ইয়াকুব নিজের পথে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাঁর সংগে দেখা
করলেন। ২ তখন ইয়াকুব তাঁদেরকে দেখে বললেন, "এটা আল্লাহ্র সৈন্য-
তাঁবু।" সেইজন্য তিনি সেই জায়গার নাম রাখলেন মহনয়িম (দুই সৈন্য-তাঁবু)।

ইসের প্রতি হযরত ইয়াকুবের উপহার

৩ তারপর ইয়াকুব তাঁর আগে সেয়ীর দেশের ইদোম অঞ্চলে তাঁর ভাই ইসের কাছে
কয়েকজন লোককে পাঠালেন। ৪ তিনি তাদেরকে এই কথা বলে দিলেন, "তোমরা আমার
মালিক ইস্কে বলবে, আপনার গোলাম ইয়াকুব আপনাকে জানালেন, আমি এই পর্যন্ত
লাবনের কাছে ছিলাম। ৫ আমার গরু, গাধা, ভেড়ার পাল ও গোলাম-বাঁদী সবই আছে,
আর আমি আমার মালিকের চোখে দয়া পাবার জন্য আপনাকে খবর পাঠালাম।"
৬ পরে সেই লোকেরা ইয়াকুবের কাছে ফিরে এসে বললো, "আমরা আপনার ভাই
ইসের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি চারশো লোক নিয়ে আপনার সংগে দেখা করতে
আসছেন।" ৭ তখন ইয়াকুব ভীষণ ভয় পেলেন ও ও তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠলো। তাঁর
সংগে যে সব লোক ছিল তিনি তাদেরকে ও সংগে থাকা ছাগল-ভেড়া, গরু-গাধা ও উট
দুই দলে ভাগ করলেন। ৮ তিনি বললেন, "ইস্ এসে যদি এক দলের উপর হামলা করেন,
তবু অন্য দলটি পালাতে পারবে।"

৯ তখন ইয়াকুব বললেন, "হে আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের আল্লাহ্, পিতা ইস্হাকের
আল্লাহ্, হে মাবুদ, তুমি নিজে আমাকে বলেছিলে, 'তোমার দেশে নিজের বংশের
লোকদের কাছে ফিরে যাও, তাতে আমি তোমার মঙ্গল করবো।' ১০ তুমি এই গোলামের
প্রতি যে সব দয়া ও বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ, আমি তার কিছুরই যোগ্য নই। আমি কেবল
নিজের একখানা লাঠি নিয়ে এই জর্ডান নদী পার হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দুই দল হয়েছি।
১১ মিনতি করি, আমার ভাইয়ের হাত থেকে, ইসের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করো।
আমার ভয় হচ্ছে যে, সে এসে আমাকে, ছেলেমেয়ে ও তাদের মায়েদের আক্রমন করবে।
১২ কিন্তু তুমিই বলেছিলে, 'আমি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করবো এবং সমুদ্র পারের
বালুকণার মত করবো যা গুণে শেষ করা যায় না।' "

১৩ পরে ইয়াকুব সেই জায়গায় রাত কাটালেন। তাঁর কাছে যা ছিল, তার কতকগুলো
নিয়ে তিনি তাঁর ভাই ইসের জন্য এই উপহার ঠিক করে রাখলেন। ১৪ দু'শো ছাগী ও
বিশটা ছাগল, দু'শো ভেড়ী ও বিশটা ভেড়া, ১৫ বাচ্চা সহ দুধ দেয় এমন ত্রিশটা উট,
চল্লিশটা গরু ও দশটা ষাঁড় এবং বিশটা গাধী ও দশটা গাধার বাচ্চা। ১৬ পরে তিনি তাঁর
এক এক গোলামের হাতে এক একটা পাল দিয়ে তাদেরকে এই আদেশ দিলেন,
"তোমরা আমার আগে পার হয়ে যাও এবং এক এক পালের মধ্যে মধ্যে ফাঁক রেখে
এগিয়ে যাও।"

১৭ পরে প্রথমে যে গোলাম রওনা দিল তাকে তিনি এই আদেশ দিলেন, "আমার
ভাই ইসের সংগে তোমার দেখা হলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কার গোলাম?
কোথায় যাচ্ছ? আর তোমার সামনের এই সব কার?' ১৮ তখন তুমি বলবে, 'এসব
আপনার গোলাম ইয়াকুবের। তিনি উপহার হিসেবে এসব আমার মালিক ইসের জন্য
পাঠিয়েছেন। দেখুন, তিনিও আমাদের পিছনে আসছেন।' "

১৯ পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং অন্যান্য পালের সংগে যে গোলামরা যাচ্ছিল
তাদেরকেও তিনি আদেশ দিয়ে বললেন, "ইসের সংগে দেখা হলে তোমরা এই এই রকম
কথা বলো। ২০ শেষে বলবে, 'দেখুন, আপনার গোলাম ইয়াকুবও আমাদের পিছনে
আসছেন।"

তিনি মনে মনে এই কথা বললেন, "আমি আগে উপহার পাঠিয়ে তাঁকে শান্ত করবো, তারপর তাঁর সংগে দেখা করবো। তাতে তিনি আমার প্রতি দয়া করলেও করতে
পারেন।" ২১ কাজেই তাঁর আগে উপহারের জিনিস পার হয়ে গেল, কিন্তু তিনি নিজে
দলের সংগেই রাত কাটালেন।

হযরত ইয়াকুব ও ফেরেশতার কুস্তি

২২ পরে তিনি রাতে উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই বাঁদী ও এগারো জন ছেলেকে নিয়ে হেঁটে
পার হওয়া যায় এমন একটা জায়গা দিয়ে যব্বোক নদী পার হলেন। ২৩ তিনি তাঁদেরকে
নদী পার করিয়ে তাঁর সব জিনিস-পত্রও তাদের সংগে পাঠিয়ে দিলেন। ২৪ তাতে ইয়াকুব
সেখানে একাই থাকলেন এবং এক জন লোক সকাল হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে কুস্তি
করলেন। ২৫ কিন্তু তাঁকে জয় করতে পারলেন না দেখে, তিনি ইয়াকুবের উরুর জোড়ায়

আঘাত করলেন। তাঁর সংগে এরকম কুস্তি করাতে ইয়াকুবের ঊরুর হাড় ঠিক জায়গা
থেকে সরে গেল। ২৬ পরে সেই লোক বললেন, “আমাকে ছাড়, কারণ সকাল হয়ে
আসছে।”
তখন ইয়াকুব বললেন, “আপনি আমাকে দোয়া না করলে আমি আপনাকে ছাড়বো
না।”
২৭ আবার তিনি বললেন, “তোমার নাম কি?”
তিনি জবাবে বললেন, “আমার নাম ইয়াকুব।” ২৮ তিনি বললেন, “তোমার নাম
আর ইয়াকুব থাকবে না, কিন্তু তোমার নাম হবে ইসরাইল (আল্লাহ্‌র সংগে যুদ্ধকারী);
কারণ তুমি আল্লাহ্‌ ও মানুষের সংগে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ।”
২৯ তখন ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করে বললেন, “দয়া করে বলুন আপনার নাম কি?”
তিনি বললেন, “আমার নাম জিজ্ঞাসা করছো কেন?” পরে তিনি সেখানে ইয়াকুবকে
দোয়া করলেন। ৩০ তখন ইয়াকুব সেই জায়গার নাম রাখলেন পনূয়েল (আল্লাহ্‌র মুখ)।
তিনি বললেন, “আমি আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখলাম, তবুও আমি বেঁচে আছি।”
৩১ ইয়াকুব যখন পনূয়েল থেকে রওনা দিলেন তখন সূর্য উঠে গেছে। আর ঊরুর
জোড়ায় ব্যাথা পাবার কারণে তিনি খোঁড়াতে লাগলেন। ৩২ এজন্য ইসরাইলরা আজও
ঊরুর জোড়ার উপরে থাকা মাংসপেশী খায় না, কারণ ইয়াকুবকে ঊরুর জোড়ার উপরেই
আঘাত করা হয়েছিল।

হযরত ইয়াকুব ও ইসের মিলন

৩৩

১ পরে ইয়াকুব চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন যে, ইস্‌ আসছেন, আর তাঁর
সংগে চারশো লোক। তখন তিনি ছেলেমেয়েদেরকে ভাগ করে লেয়া,
রাহেলা ও দুই বাঁদীর হাতে দিলেন। ২ তিনি সকলের সামনে দুই বাঁদী ও তাদের
সন্তানদেরকে রাখলেন। তাদের পিছনে লেয়া ও তাঁর সন্তানদেরকে রাখলেন। আর
সকলের পিছনে রাখলেন রাহেলা ও ইউসুফকে। ৩ পরে তিনি নিজে সকলের আগে গিয়ে
সাতবার মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম করতে করতে তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত
হলেন।
৪ তখন ইস্‌ তাঁর সংগে দেখা করতে দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি
ইয়াকুবের কাঁধে মাথা রাখলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। তারপর তারা দু’জনেই
কাঁদতে লাগলেন। ৫ পরে ইস্‌ চোখ তুলে স্ত্রীলোকদের ও ছেলেমেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা
করলেন, “তোমার সংগে এরা কারা?”
তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ দয়া করে আপনার গোলামকে এসব ছেলেমেয়ে দিয়েছেন।”
৬ তখন বাঁদীরা ও তাদের সন্তানেরা কাছে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম করলো।
৭ তারপর লেয়া ও তাঁর সন্তানেরা কাছে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন। শেষে
ইউসুফ ও রাহেলা কাছে এসে মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন। ৮ পরে ইস্‌ জিজ্ঞাসা
করলেন, “আমি যে সব পশুপাল দেখলাম, সেগুলো কিসের জন্য?”
তিনি বললেন, “আমার মালিকের চোখে দয়া পাবার জন্য।” ৯ তখন ইস্‌ বললেন,

"আমার যথেষ্ট আছে ভাই, তোমার যা তা তোমার থাকুক।"
১০ ইয়াকুব বললেন, "না, দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না, আমি যদি আপনার চোখে
দয়া পেয়ে থাকি তবে আমার হাত থেকে উপহার গ্রহণ করুন। কারণ আমি আল্লাহ্‌র মুখ
দেখার মতই আপনার মুখ দেখলাম। আর আপনিও আমাকে খুশি মনে গ্রহণ করেছেন।
১১ দয়া করে, আপনাকে যে উপহার দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করুন, কারণ আল্লাহ্ আমার
প্রতি দয়া করেছেন আর আমার যা প্রয়োজন তা সবই আছে।" এভাবে সাধাসাধি করলে
ইস্ তা গ্রহণ করলেন।
১২ পরে ইস্ বললেন, "এসো, আমরা যাই। আমি তোমার সংগেই যাব।"
১৩ তিনি তাঁকে বললেন, "আমার মালিক জানেন, এই সব ছেলেমেয়েদের বয়স
বেশি নয়। তা ছাড়া যে সব গরু ও ভেড়া তাদের বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে সেগুলোর কথাও
আমার চিন্তা করতে হবে। সেগুলো মাত্র একদিন তাড়াহুড়া করে চালালে সবই মারা
যাবে। ১৪ সেজন্য আমার মালিক আপনি আপনার গোলামের আগেই যান। আর আমি
যতক্ষণ না সেয়ীরে আমার মালিকের কাছে গিয়ে পৌঁছাই, সেই পর্যন্ত আমার সামনে
থাকা পশুদের এবং ছেলেমেয়েদের চলবার শক্তি অনুসারে আমাকে আস্তে আস্তে চলতে
হবে।"
১৫ ইস্ বললেন, "তবে আমার সঙ্গী কিছু লোক তোমার কাছে রেখে যাই।"
তিনি বললেন, "তাতেই বা প্রয়োজন কি? আমার মালিকের চোখে আমি দয়া
পেয়েছি তা-ই যথেষ্ট।"
১৬ ইস্ সেদিন সেয়ীরের পথে ফিরে গেলেন। ১৭ কিন্তু ইয়াকুব সুক্কোতে গিয়ে
পৌঁছালেন। তিনি সেখানে নিজের জন্য বাড়ি ও পশুদের জন্য কয়েকটি ঘর তৈরি
করলেন। এজন্য সেই জায়গার নাম হল সুক্কোৎ (কুঁড়ে-ঘরগুলো)।

হযরত ইয়াকুবের শিখিমে বাস

১৮ পরে ইয়াকুব পদ্দন্-অরামে আসলেন। সেখান থেকে তিনি কেনান দেশের
শিখিমের শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি শহরের বাইরে তাঁবু খাটালেন। ১৯ পরে
তিনি তাঁর তাঁবু খাটাবার জন্য শিখিমের বাবা হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে সেই জায়গা
একশো রূপার টুকরা দিয়ে কিনে নিলেন। ২০ তিনি সেই জায়গায় একটা কোরবানগাহ্
তৈরি করে তার নাম রাখলেন এল্-ইলাহী-ইসরাইল (ইসরাইলের আল্লাহ্ই আল্লাহ্)।

হযরত ইয়াকুবের মেয়ে দীণার ইজ্জত নষ্ট করা

৩৪ ১ লেয়ার গর্ভে দীনা নামে ইয়াকুবের যে মেয়ের জন্ম হয়েছিল সে সেই
দেশের মেয়েদের সংগে দেখা করতে বাইরে গেল। ২ তখন হিব্বীয় জাতির
সর্দার হমোরের ছেলে শিখিম তাকে দেখতে পেল। সে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে
তার ইজ্জত নষ্ট করলো। ৩ ইয়াকুবের মেয়ে দীণার প্রতি তার মন পড়লো। আর সে
তাকে ভালবাসল ও মিষ্ট মিষ্টি কথা বলতে লাগলো। ৪ পরে শিখিম তাঁর বাবা হমোরকে
বললো, "তুমি আমার সংগে এই মেয়েটির বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।"
৫ এদিকে ইয়াকুব শুনতে পেলেন যে, তাঁর মেয়ে দীণার সম্মান নষ্ট করা হয়েছে।

সেই সময়ে তাঁর ছেলেরা পশুপাল নিয়ে মাঠে ছিল। আর ইয়াকুব তাদের ফিরে না আসা
পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন।
৬ পরে শিখিমের বাবা হমোর ইয়াকুবের সংগে কথাবার্তা বলার জন্য শহর থেকে
বের হয়ে আসল। ৭ যা ঘটেছে সেই কথা শুনে ইয়াকুবের ছেলেরাও মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি
ফিরে এলো। তারা মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল এবং রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল, কারণ
ইয়াকুবের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে তারা ইসরাইলের প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছিল।
৮ তখন হমোর তাদের বললো, "আপনার মেয়ের প্রতি আমার ছেলে শিখিমের
প্রাণের টান সৃষ্টি হয়েছে। দয়া করে আমার ছেলের সংগে তার বিয়ে দিন। ৯ আপনারা
আমাদের সংগে আত্মীয়তা করুন। আপনাদের মেয়েদের আমাদেরকে দিন এবং আমাদের
মেয়েদেরকে আপনারা নিন। ১০ আমাদের সংগে বাস করুন। এই দেশ তো আপনাদের
সামনেই পড়ে আছে। আপনারা এখানে বাস করুন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। আর
এখানে আপনারা ধন-সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করুন।"
১১ শিখিম দীণার বাবাকে ও ভাইদেরকে বললো, "আমার প্রতি আপনারা দয়া
করুন। তা হলে যা চাইবেন, তা-ই দেব। ১২ যৌতুক ও উপহার যত বেশি চাইবেন,
আপনাদের কথা অনুসারে তা-ই দেব। আপনারা কেবল মেয়েটিকে আমার সংগে বিয়ে
দিন।"

প্রতিশোধ গ্রহণ

১৩ কিন্তু সে তাদের বোন দীণার ইজ্জত নষ্ট করেছিল বলে ইয়াকুবের ছেলেরা
কৌশলে আলাপ করে শিখিমকে ও তার বাবা হামোরকে উত্তর দিল। ১৪ তারা তাদেরকে
বললো, "খৎনা করানো হয় নি এমন লোকের সংগে আমরা আমাদের বোনের বিয়ে দিতে
পারি না। এরকম কাজ করলে আমাদের দুর্নাম হবে। ১৫ কেবল একটা কাজ করলে
আমরা আপনাদের কথায় রাজী হতে পারি। যদি আমাদের মত আপনাদের প্রত্যেক
পুরুষের খৎনা করান, ১৬ তবে আমরা আমাদের মেয়েদের আপনাদের সংগে বিয়ে দিতে
পারি এবং আপনাদের মেয়েদেরও আমরা বিয়ে করতে পারি ও আপনাদের সংগে
একজাতি হয়ে বাস করতে পারি। ১৭ কিন্তু যদি খৎনার বিষয়ে আমাদের কথায় রাজী না
হন, তবে আমরা আমাদের ঐ মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।"
১৮ তখন তাদের এই কথায় হমোর ও তার ছেলে শিখিম খুশী হল। ১৯ সেই যুবক
দেরি না করে সেই কাজ করলো, কারণ ইয়াকুবের মেয়ের প্রতি তার খুব টান সৃষ্টি
হয়েছিল। আর সে ছিল তাঁর বাবার পরিবারে সবচেয়ে সম্মানী লোক। ২০ পরে হমোর ও
তার ছেলে শিখিম তার শহরের সদর দরজার কাছে গিয়ে সেখানকার লোকদের বললো,
২১ "এই লোকেরা আমাদের বন্ধুর মত। তাই তারা এই দেশে বাস করুক ও ব্যবসা-
বাণিজ্য করুক। আমাদের দেশে তাদের বাস করার জন্য অনেক জায়গাও আছে। এসো,
আমরা তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করি ও আমাদের মেয়েদেরও তারা বিয়ে করুক।
২২ কিন্তু তাদের একটা শর্ত আছে। যদি আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের তাদের মত
খৎনা করানো হয়, তবে তারা আমাদের সংগে এক জাতি হয়ে বাস করতে রাজী আছে।

[২৩] এছাড়া, তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও সব পশুপাল কি আমাদের হবে না? আমরা তাদের
শর্তে রাজী হলেই তারা আমাদের সংগে বাস করবে।” [২৪] তখন হমোর ও তার ছেলে
শিখিমের কথায় শহরের সদর দরজা দিয়ে যে সব লোক বাইরে যেত সবাই রাজী হল।
তাই সেই শহরের পুরুষ লোকদের সকলেরই খৎনা করানো হল।

দীণার ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণ

[২৫] পরে খৎনার তৃতীয় দিনের দিন লোকেরা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। তখন ইয়াকুবের
দুই ছেলে শিমিয়োন ও লেবি, যারা ছিল দীণার নিজের ভাই, তারা নিজের নিজের
তলোয়ার নিয়ে শহরে ঢুকে আক্রমণ করে সব পুরুষকে হত্যা করলো। এ রকম যে কিছু
হবে সেই ব্যাপারে শহরের কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। [২৬] তারা হমোর ও তার
ছেলে শিখিমকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে শিখিমের বাড়ি থেকে দীণাকে নিয়ে চলে
এলো। [২৭] ওরা তাদের বোনের সম্মান নষ্ট করেছিল বলে ইয়াকুবের অন্য ছেলেরা শহরে
ঢুকে মৃত লোকদের লাশগুলো দেখতে পেল এবং তারা শহরটা লুট করলো। [২৮] তারা
সেই শহরে ও মাঠে ওদের যত ভেড়া, গরু ও গাধা ছিল এবং ওদের যে সব জিনিসপত্র
ছিল সেই সব নিয়ে নিল। [২৯] এছাড়া ওদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদেরকে বন্দী করে
ওদের সব ধন-সম্পদ ও বাড়ির সমস্ত কিছু লুট করলো।

[৩০] তখন ইয়াকুব শিমিয়োন ও লেবিকে বললেন, “তোমরা এই দেশের কেনানীয় ও
পরিষীয়দের লোকদের কাছে আমাকে ভীষণ ঘৃণার পাত্র করে বিপদে ফেলেছ। আমার
সংখ্যায় কম। তারা একসংগে হয়ে আমাকে আক্রমণ করবে, আর আমি পরিবার সহ
সকলে মারা পড়বো।” [৩১] তারা জবাবে বললো, “আমাদের বোনের সংগে কি বেশ্যার
মত ব্যবহার করা তার উচিত ছিল?”

বেথেলে হযরত ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র দোয়া লাভ

৩৫ [১] পরে আল্লাহ্‌ ইয়াকুবকে বললেন, “তুমি উঠ, বেথেলে গিয়ে বাস কর।
তোমার ভাই ইসের সামনে থেকে পালিয়ে যাবার সময় সেখানে আল্লাহ্‌
তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন। সেই জায়গায় তাঁর উদ্দেশে তুমি একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরি
কর।” [২] তখন ইয়াকুব তাঁর পরিবারের সকলকে ও তাঁর সংগে অন্য যে সব লোকেরা ছিল
তাদের বললেন, “তোমাদের কাছে যে সব বিদেশী দেবতার মূর্তি আছে সেগুলো ফেলে
দাও। তোমরা পাক-পবিত্র হও ও অন্য কাপড়-চোপড় পর। [৩] এসো, আমরা উঠে
বেথেলে যাই। আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সেই জায়গায় একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবো।
তিনি আমার বিপদের দিনে আমার মুনাজাতের উত্তর দিয়েছিলেন এবং আমার যাত্রা পথে
তিনি আমার সংগে সংগে ছিলেন।” [৪] তাতে তারা তাদের কাছে যে সব বিদেশী দেবতার
মূর্তি ও কানের গহনা ছিল, তা সবই ইয়াকুবকে দিয়ে দিল। তিনি সেগুলো নিয়ে শিখিমের
কাছে এলা গাছের তলে পুঁতে রাখলেন।

[৫] পরে তাঁরা সেখান থেকে রওনা হলেন। তখন চারপাশের শহরগুলোতে আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে বিপদ নেমে এলো। তাই সেখানকার লোকেরা ইয়াকুবের ছেলেদের পিছনে
তাড়া করে গেল না। [৬] পরে ইয়াকুব ও তাঁর সংগের লোকেরা সকলে কেনান দেশের লূস

BACIB
International Bible
CHURCH

শহরে অর্থাৎ বেথেলে গিয়ে পৌঁছালেন। [৭] সেখানে তিনি একটা কোরবানগাহ্ তৈরি করে
সেই জায়গার নাম রাখলেন এল্-বেথেল (বেথেলের আল্লাহ্)। এর কারণ হল তিনি
ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময় আল্লাহ্ সেই জায়গায় তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।
[৮] সেই সময় রেবেকার ধাইমা দবোরা মারা গেলেন। বেথেলের নীচের দিকে অলোন
গাছের নিচে তাঁকে কবর দেওয়া হল। সেজন্য সেই জায়গার নাম রাখা হল অলোন্-বাখুৎ
(কান্না-গাছ)।
[৯] পদ্দন্-অরাম থেকে ইয়াকুব চলে আসবার পর আল্লাহ্ তাঁকে আবার দেখা দিয়ে
দোয়া করলেন।
[১০] আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, "তোমার নাম ইয়াকুব। লোকে তোমাকে আর ইয়াকুব
বলে ডাকবে না। তোমার নাম হবে ইসরাইল।" এই বলে তিনি তাঁর নাম রাখলেন
ইসরাইল। [১১] আল্লাহ্ তাঁকে আরও বললেন, "আমিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। তুমি অনেক
লোকের পিতা হও ও সংখ্যায় বেড়ে ওঠো। তোমার মধ্য থেকে একটা জাতি গড়ে
উঠবে। এমন কি, তোমার মধ্য দিয়ে বহু গোষ্ঠীর জাতিও গড়ে উঠবে। আর তোমার বংশ
থেকে অনেক বাদশাহ্‌র জন্ম হবে। [১২] আমি ইব্রাহিম ও ইস্‌হাককে যে দেশ দিয়েছিলাম
সেই দেশ তোমাকে ও তোমার পরে তোমার বংশধরদের দেব।"
[১৩] সেই জায়গায় তাঁর সংগে কথা বলে আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে উপরের দিকে উঠে
গেলেন। [১৪] ইয়াকুব ঠিক সেই জায়গায় একটা পাথরকে থামের মত করে দাঁড় করালেন।
তিনি তার উপরে ঢালন-কোরবানী করলেন ও তেল ঢেলে দিলেন। [১৫] যে জায়গায় আল্লাহ্
তাঁর সংগে কথা বললেন, ইয়াকুব সেই জায়গার নাম রাখলেন বেথেল।

বিবি রাহেলার মৃত্যু

[১৬] পরে তাঁরা বেথেল থেকে চলে গেলেন, আর ইফ্রাথে যাওয়ার অল্প পথ বাকী
থাকতে রাহেলার প্রসব-বেদনা শুরু হল এবং তাঁর খুব কষ্ট হতে লাগল। [১৭] প্রসবের সময়
তাঁর ব্যাথা ভীষণ বেড়ে গেলে ধাত্রী তাঁকে বললো, "ভয় কোরো না, কারণ এবারও
তোমার ছেলে হবে।"
[১৮] পরে তাঁর মৃত্যু হল। আর তাঁর মৃত্যুর সময়ে তিনি ছেলের নাম রাখলেন বিনোনী
(যার অর্থ, আমার কষ্টের ছেলে)। কিন্তু তার বাবা তার নাম রাখলেন বিন্‌ইয়ামীন (যার
অর্থ, ডান হাতের ছেলে)। [১৯] এভাবে রাহেলার মৃত্যু হল এবং ইফ্রাথ অর্থাৎ বেথেলহেমের
পথের পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হল। [২০] পরে ইয়াকুব তাঁর কবরের উপরে থামের মত
করে একটা পাথর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। রাহেলার সেই কবরের চিহ্ন আজও সেখানে
আছে।
[২১] পরে ইসরাইল সেখান থেকে আবার চলতে শুরু করলেন এবং মিগ্‌দল-এদরের
অন্য পাশে তাঁবু ফেললেন। [২২] সেই দেশে ইসরাইলের থাকবার সময়ে রূবেণ গিয়ে তাঁর
বাবার উপস্ত্রী বিল্‌হার সংগে ব্যভিচার করলো। ইসরাইল সেই কথা শুনতে পেলেন।
ইয়াকুবের বারো জন ছেলে ছিল।
[২৩] লেয়ার গর্ভে ইয়াকুবের বড় ছেলে রূবেণ জন্মগ্রহণ করেছিল। এর পর শিমিয়োন,

লেবি, এহুদা, ইষাখর ও সবূলূন জন্মেছিল। ২৪ রাহেলার গর্ভে ইউসুফ ও বিন্‌ইয়ামীন
জন্মেছিল। ২৫ রাহেলার বাঁদী বিল্‌হার গর্ভে দান ও নপ্তালি জন্মেছিল। ২৬ লেয়ার বাঁদী
সিল্পার গর্ভে গাদ ও আশের জন্মেছিল। এরা সবাই ছিল ইয়াকুবের ছেলে। পদ্দন্‌-অরামে
তারা জন্মগ্রহণ করেছিল।

হযরত ইস্‌হাকের মৃত্যু

২৭ পরে ইয়াকুব কিরিয়ৎ-অর্বের অর্থাৎ হেবরনের কাছে মম্রি শহরে ইসহাকের কাছে
আসলেন। এখানেই ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক বাস করতেন।

২৮ ইস্‌হাকের বয়স একশো আশি বছর হয়েছিল। ২৯ পরে ইস্‌হাক একটি পরিপূর্ণ
জীবন কাটিয়ে তিনি বুড়ো বয়সে মারা গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন। তাঁর
ছেলে ইস্‌ ও ইয়াকুব তাঁকে কবর দিলেন।

ইসের বংশ-তালিকা

৩৬ ১ এ হল ইসের অর্থাৎ ইদোমের বংশের কথা। ২ ইস্‌ কেনানীয় দু'টি
মেয়েকে বিয়ে করলেন। তারা হলেন হিট্টীয় এলোনের মেয়ে আদা ও হিব্বীয়
সিবিয়োনের নাত্‌নী অনার মেয়ে অহলীবামা। ৩ এছাড়া, ইসমাইলের মেয়ে, নবায়োতের
বোন বাসমৎকেও বিয়ে করলেন। ৪ আদার গর্ভে ইলীফস এবং বাসমতের গর্ভে রূয়েল
জন্মগ্রহণ করে। ৫ অহলীবামার গর্ভে যিয়ূশ, যালম ও কোরহ জন্মগ্রহণ করে। ইসের এই
ছেলেরা কেনান দেশে জন্মগ্রহণ করে।

৬ পরে ইস্‌ তাঁর স্ত্রীদের, ছেলেমেয়েদের ও বাড়ির অন্য সবাইকে নিয়ে এবং তাঁর সব
পশুপাল এবং কেনান দেশে যে সব ধন-সম্পদ আয় করেছিলেন সেই সব নিয়ে ভাই
ইয়াকুবের কাছ থেকে দূরে আর একটা দেশে চলে গেলেন। ৭ কারণ তাঁদের প্রচুর ধন-
সম্পদ থাকাতে এক সংগে বাস করা সম্ভব হল না। এছাড়া তাদের পশুপাল এত বেশি
ছিল যে, তা চরাবার জন্য সেই দেশে যথেষ্ট জায়গাও ছিল না। ৮ এভাবে ইস্‌ অর্থাৎ
ইদোম সেয়ীরের পাহাড়ী এলাকায় বাস করতে লাগলেন।

৯ এ হল সেয়ীরের পাহাড়ী এলাকায় ইদোমীয়দের পূর্বপুরুষ ইসের বংশের কথা।
১০ ইসের ছেলেদের নাম এই: ইসের স্ত্রী আদার ছেলে ইলীফস ও ইসের স্ত্রী বাসমতের
ছেলে রূয়েল। ১১ ইলীফসের ছেলে তৈমন, ওমার, সফো, গয়িতম ও কনস। ১২ ইসের
ছেলে ইলীফসের তিম্না নামে এক জন উপস্ত্রী ছিল। তার গর্ভে আমালেকের জন্ম
হয়েছিল। এরা সবাই ইসের স্ত্রী আদার সন্তান। ১৩ রূয়েলের ছেলেরা হল নহৎ, সেরহ,
শম্ম ও মিসা। এরা ইসের স্ত্রী বাসমতের নাতি। ১৪ ইসের স্ত্রী অহলীবামার ছেলে ছিল
যিয়ূশ, যালম ও কোরহ।অহলীবামা ছিল সিবিয়োনের নাত্‌নী।

ইসের বংশধর

১৫ ইসের বংশধরদের মধ্যে অনেকে দলের সর্দার হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইসের
বড় ছেলে ইলীফস, তার ছেলে তৈমন, ওমার, সফো, কনস, ১৬ কোরহ, গয়িতম ও
আমালেক। এঁরা ছিলেন ইদোম দেশে আদার ছেলে ইলীফসের বংশধর। ১৭ ইসের ছেলে
রূয়েলের যে ছেলেরা সর্দার ছিলেন তাঁরা হলেন নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা। ইদোম দেশে

BACIB
International Bible
CHURCH

এঁরা ছিলেন ইসের স্ত্রী বাসমতের ছেলে রূয়েলের বংশধর। ১৮ ইসের স্ত্রী অহলীবামার যে
ছেলেরা দলের সর্দার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন যিয়ূশ, যালম ও কোরহ। এঁরা ছিলেন ইসের
স্ত্রী অহলীবামার ছেলে। অহলীবামা ছিলেন অনার মেয়ে। ১৯ এঁরা ছিলেন ইসের অর্থাৎ
ইদোমের বংশধর ও বিভিন্ন বংশের সর্দার।

সেয়ীরের বংশ-তালিকা

২০ সেই দেশে বসবাসকারী হোরীয় সেয়ীরের ছেলেদের নাম ছিল লোটন, ২১ শোবল,
শিবিয়োন, অনা, দিশোন, এৎসর ও দীশন। সেয়ীরের এই ছেলেরা ইদোম দেশের হোরীয়
বংশের সর্দার ছিলেন। ২২ লোটনের ছেলেদের নাম ছিল হোরি ও হেমম। তিম্না ছিল
লোটনের বোন। ২৩ শোবলের ছেলেদের নাম ছিল অল্‌বন, মানহৎ, এবল, শফো ও
ওনম। ২৪ সিবিয়োনের ছেলেদের নাম ছিল অয়া ও অনা। অনা তাঁর বাবা সিবিয়োনের
গাধা চরাবার সময়ে মরুএলাকায় গরম পানির ফোয়ারার খোঁজ পেয়েছিলেন। ২৫ অনার
ছেলের নাম ছিল দিশোন ও অনার মেয়ের নাম ছিল অহলীবামা। ২৬ দিশোনের ছেলেদের
নাম ছিল হিম্‌দন, ইশ্‌বন, যিত্রণ ও করাণ। ২৭ এৎসরের ছেলেদের নাম ছিল বিল্‌হন,
সাবন ও আকন। ২৮ দীশনের ছেলেদের নাম ছিল ঊষ ও অরাণ। ২৯ হোরীয় বংশের
সর্দারদের নাম ছিল লোটন, শোবল, সিবিয়োন, অনা, ৩০ দিশোন, এৎসর ও দীশন। এঁরা
ছিলেন সেয়ীর দেশের হোরীয় বংশের সর্দার।

ইদোম দেশের বাদশাহ্‌রা

৩১ বনি-ইসরাইলদের উপরে কোন বাদশাহ্‌ রাজত্ব করার আগে এঁরা ইদোম দেশের
বাদশাহ্‌ ছিলেন। ৩২ বিয়োরের ছেলে বেলা ইদোম দেশে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানীর
নাম ছিল দিন্‌হাবা। ৩৩ বেলার মৃত্যুর পর তাঁর পদে বসরা শহরের সেরহের ছেলে যোবব
রাজত্ব করেন। ৩৪ যোববের মৃত্যুর পর তৈমনীয়দের দেশের হূশম তাঁর পদে রাজত্ব
করেন। ৩৫ হূশমের মৃত্যুর পর বদদের ছেলে হদদ তাঁর পদে রাজত্ব করেন। তিনি মোয়াব
-দেশে মাদিয়ানকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অবীৎ। ৩৬ হদদের
মৃত্যুর পর মস্রেকা শহরের সম্ল তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৩৭ সম্লের মৃত্যুর পর ফোরাত
নদীর কাছে রহোবোৎ শহরের শৌল তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৩৮ শৌলের মৃত্যুর পর
অক্‌বোরের ছেলে বাল্‌হানন তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৩৯ অক্‌বোরের ছেলে বাল্‌হাননের
মৃত্যুর পর হদর তাঁর পদে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল পায়ূ। তাঁর স্ত্রীর নাম
ছিল মহেটবেল। তিনি ছিলেন মট্রেদের মেয়ে ও মেষাহবের নাত্‌নী।

৪০ গোষ্ঠী, জায়গা ও নাম অনুসারে ইসের বংশ থেকে যে সব সর্দার ছিলেন তাঁদের
নাম ছিল তিম্ন, অল্‌বা, যিথেৎ, ৪১ অহলীবামা, এলা, পীনোন, ৪২ কনস, তৈমন, মিব্‌সর,
৪৩ মগ্দীয়েল ও ঈরম। এঁরা নিজের নিজের এলাকায় নিজের নিজের বংশ অনুসারে
ইদোমীয় সর্দার ছিলেন। এ ছিল ইদোমীয়দের আদিপুরুষ ইসের বংশের কথা।

হযরত ইউসুফের স্বপ্ন দেখা

৩৭

১ সেই সময় ইয়াকুব তাঁর বাবা যে দেশে বাস করতেন সেই কেনান দেশে
বাস করছিলেন।
২ এ হল ইয়াকুবের পরিবারের কাহিনী। ইউসুফ সতের বছর বয়সে তার ভাইদের
সংগে পশুপাল চরাতেন। তাঁর এই ভাইয়েরা ছিল তাঁর সৎমা বিল্‌হার ও সিল্পার ছেলে।
ইউসুফ তাদের খারাপ চালচলনের কথা তাঁর বাবাকে জানাতেন।
৩ ইউসুফ ছিলেন ইসরাইলের বুড়ো বয়সের সন্তান। এজন্য তিনি তাঁর অন্য সব
ছেলের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে একটি লম্বা কোর্তা বানিয়ে
দিয়েছিলেন। ৪ কিন্তু তার ভাইয়েরা যখন দেখলো যে, বাবা তাদের চেয়ে ইউসুফকে বেশি
ভালবাসেন, তখন তারা তাঁকে হিংসা করতে লাগল। তারা তাঁর সংগে ভালভাবে কথা
বলতে পারতো না।
৫ ইউসুফ একদিন স্বপ্ন দেখে সেই কথা তাঁর ভাইদেরকে বললো। এতে তারা তাকে
আরও বেশি হিংসা করতে লাগল। ৬ সে তাদেরকে বললো, “শোন, আমি একটা স্বপ্ন
দেখেছি। ৭ দেখ, আমরা ক্ষেতে আঁটি বাঁধছিলাম। আর দেখ, আমার আঁটি উঠে দাঁড়িয়ে
রইলো। আর তোমাদের সব আঁটি আমার আটিকে চারদিকে ঘিরে মাটিতে উবুড় হয়ে
সম্মান দেখালো।”
৮ এতে তার ভাইয়েরা তাকে বললো, “তুই কি সত্যিই আমাদের বাদশাহ্ হবি?
আমাদের উপরে সত্যি কর্তৃত্ব করবি?” ফলে তারা তার স্বপ্ন ও তাঁর কথার জন্য তাঁকে
আরও বেশি করে হিংসা করতে লাগল।
৯ পরে সে আরও একটা স্বপ্ন দেখে তা তাঁর ভাইদেরকে জানাল। তিনি বললেন,
“দেখ, আমি আর একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম সূর্য, চাঁদ ও এগারটা তারা
আমাকে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখালো।”
১০ তিনি তাঁর বাবা ও ভাইদেরকে এই কথা বলার পর তাঁর বাবা তাঁকে ধমক দিয়ে
বললেন, “তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখলে? আমি, তোমার মা ও তোমার ভাইয়েরা কি সত্যি
তোমার কাছে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখাতে আসবো?” ১১ তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে
হিংসা করতে লাগল, কিন্তু তাঁর বাবা সেই কথা মনে রাখলেন।

হযরত ইউসুফকে বিক্রি করা

১২ একদিন তার ভাইয়েরা বাবার পশুপাল চরাতে শিখিমে গিয়েছিল। ১৩ তখন
ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, “তোমার ভাইয়েরা কি শিখিমে পশুপাল চরাচ্ছে না? এসো,
আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাই।”
তিনি বললেন, “ঠিক আছে, আমি যাব।” ১৪ তখন তিনি তাকে বললেন, “তুমি গিয়ে
তোমার ভাইয়েরা ও পশুপালের অবস্থা কেমন আছে সেই খবর আমাকে এনে দেবে।”
এভাবে তিনি ইউসুফকে হেবরন উপত্যকা থেকে শিখিমে পাঠালেন।
১৫ যখন তিনি মরু এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এক জন লোক তাঁকে দেখতে
পেল। সেই লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, “তুমি কিসের খোঁজ করছো?” ১৬ ইউসুফ
বললেন, “আমার ভাইদের খোঁজ করছি। দয়া করে আমাকে বলবেন কি তাঁরা কোথায়

পশুপাল চরাচ্ছেন?”
১৭ সেই লোক বললো, “তারা এই জায়গা থেকে চলে গেছে। আমি তাদের এই কথা
শুনেছিলাম, ‘চল, দোথনে যাই’। পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের খোঁজে দোথনে গিয়ে তাদের
দেখা পেলেন।

হযরত ইউসুফকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র

১৮ তাঁর ভাইয়েরা দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেল। ইউসুফ তাদের কাছে যাবার
আগেই তারা তাঁকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলো। ১৯ তারা একে অন্যকে বললো, “ঐ
দেখ, স্বপ-দর্শক আসছে। ২০ এখন এসো, আমরা ওকে মেরে ফেলে একটা গর্তে ফেলে
দিই। পরে বলবো, ‘কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে।’ তাতে দেখবো, ওর স্বপ্নের
কি দশা হয়।”
২১ রূবেণ এই কথা শুনে তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য বললো, “না,
আমরা ওকে প্রাণে মারব না।” ২২ রূবেণ তাদেরকে বললো, “তোমরা রক্তপাত কোরো
না, ওকে মরুভূমির এই গর্তটার মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু ওর গায়ে হাত তুলো না।”
এভাবে রূবেণ তাদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বাবার কাছে ফিরে পাঠাবার চেষ্টা
করলো।
২৩ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের কাছে আসলে পর তারা তাঁর শরীর থেকে সেই
পোশাকটা, সেই লম্বা কোর্তাটা খুলে নিল। ২৪ তাঁকে ধরে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। সেই
গর্তটি ছিল খালি, তাতে পানি ছিল না।

হযরত ইউসুফকে বিক্রি করা

২৫ পরে তারা খাওয়া-দাওয়া করতে বসলো এবং চোখ তুলে দেখতে পেল যে,
গিলিয়দ থেকে এক দল ইসমাইলীয় ব্যবসায়ী আসছে। তারা উটে করে সুগন্ধি জিনিসপত্র,
গুগ্‌গুল ও গন্ধরস নিয়ে মিসর দেশে যাচ্ছিল। ২৬ তখন এহুদা তাঁর ভাইদেরকে বললো,
“আমাদের ভাইকে হত্যা করে তা গোপন করলে আমাদের কি লাভ? ২৭ তাই এসো,
আমরা ঐ ইসমাইলীয়দের কাছে তাকে বেঁচে দেই। আমরা তার গায়ে হাত তুলবো না,
কারণ সে আমাদের ভাই। আমাদের দেহে একই রক্ত বইছে।” এতে তার ভাইয়েরা রাজী
হল।
২৮ পরে মাদিয়ানীয় ব্যবসায়ীরা কাছে আসলে ওরা ইউসুফকে গর্ত থেকে টেনে
তুললো। তারা বিশটা রূপার টাকার বদলে সেই ইসমাইলীয়দের কাছে তাঁকে বেঁচে দিল।
আর তারা ইউসুফকে মিসর দেশে নিয়ে গেল।
২৯ “পরে রূবেণ গর্তের কাছে ফিরে গেল, কিন্তু সেখানে ইউসুফ দেখতে পেল না।
তখন দুঃখে সে তার কাপড় ছিঁড়ল।
৩০ ভাইদের কাছে ফিরে এসে বললো, “যুবকটি সেখানে নেই! এবার আমি কোথায়
যাই?” ৩১ পরে তারা ইউসুফের সেই কোর্তাটা নিয়ে একটা ছাগল মেরে তার রক্তে তা
ডুবালো। ৩২ তারা সেই কোর্তাটা তাদের বাবার কাছে নিয়ে এসে বললো, “আমরা এটা
কুড়িয়ে পেয়েছি, তুমি ভাল করে দেখ, এটি তোমার ছেলের পোশাক কি না?”

৩৩ তিনি সেটি চিনতে পেরে বললেন, “এ তো আমার ছেলেরই পোশাক। কোন
হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। ইউসুফের দেহ অবশ্যই টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে
ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।”
৩৪ তখন ইয়াকুব তাঁর কাপড় ছিঁড়ে কোমরে চট পরে ছেলের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত
শোক করলেন। ৩৫ তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেও তিনি কোন সান্ত্বনার
কথাই শুনলেন না। তিনি বললেন, “আমি শোক করতে করতে ছেলের কাছে পাতালে
নেমে যাব।” এভাবে তাঁর বাবা তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলেন।
৩৬ এদিকে ঐ মাদিয়ানীয়রা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে গিয়ে পোটীফরের কাছে বেঁচে
দিল। পোটীফর ছিল ফেরাউনের একজন কর্মকর্তা, রক্ষী দলের সেনাপতি।

এহুদা ও তামরের কাহিনী

৩৮

১ এর পর এহুদা তাঁর ভাইদের কাছ থেকে চলে গেল। সে গিয়ে অদুল্লম
গ্রামের হীরা নামে একটা লোকের সংগে বাস করতে লাগল। ২ সেই জায়গায়
একটি মেয়েকে দেখে এহুদা তাকে বিয়ে করে তার সংগে মিলিত হল। সেই মেয়েটির
বাবার নাম ছিল শূয়। সে ছিল এক জন কেনানীয়। ৩ পরে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে একটি
ছেলের জন্ম দিল। এহুদা তার নাম রাখল এর। ৪ পরে আবার সে গর্ভবতী হলে সে
আরেকটি ছেলের জন্ম দিল। ছেলেটির মা তার নাম রাখল ওনন। ৫ আবার সে গর্ভবতী
হলে সে আরেকটি ছেলের জন্ম দিল। সে তার নাম রাখল শেলা। এই ছেলেটির জন্মের
সময়ে এহুদা কষীবে ছিল।
৬ পরে এহুদা তামর নামে একটা মেয়েকে এনে তার বড় ছেলে এরের সংগে বিয়ে
দিল। ৭ কিন্তু এহুদার বড় ছেলে এর মাবুদের চোখে এত খারাপ ছিল যে, মাবুদ তাকে
মেরে ফেললেন। ৮ তাতে এহুদা ওননকে বললো, “তুমি দেবরের দায়িত্ব পালন করার
জন্য তোমার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে কর। এই দায়িত্ব পালন করে তোমার ভাইয়ের জন্য
বংশ রক্ষা করো।”
৯ কিন্তু ঐ বংশ নিজের হবে না বুঝে ওনন ভাবীর কাছে গেলেও ভাইয়ের বংশরক্ষা
করার ইচ্ছে ছিল না বলে মাটিতে বীর্যপাত করলো। ১০ তার সেই কাজ মাবুদের চোখে
ছিল একটি দুষ্ট কাজ। তাই মাবুদ তাকেও মেরে ফেললেন। ১১ তখন এহুদা তার ছেলের
স্ত্রী তামরকে বললো, “যে পর্যন্ত আমার ছেলে শেলা বড় না হয়, সেই পর্যন্ত তুমি তোমার
বাবার বাড়িতে গিয়ে বিধবা হিসেবে জীবন কাটাও।” এহুদার মনে এই ভয় হয়েছিল যে,
ভাইদের মত শেলাও হয়তো মারা যাবে। সেজন্য তামর বাবার বাড়িতে গিয়ে বাস করতে
লাগল।
১২ এর অনেক দিন পরে শূয়ের মেয়ে এহুদার স্ত্রী মারা গেল। পরে এহুদা শোক
কাটিয়ে উঠে তার বন্ধু অদুল্লম গ্রামের হীরাকে সংগে নিয়ে তিম্না গ্রামে গেল। সেখানে তাঁর
ভেড়ার লোম কাটা হচ্ছিল। ১৩ তখন কেউ তামরকে বললো, “দেখ, তোমার শ্বশুর তাঁর
ভেড়ার লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন।”
১৪ তখন সে বিধবার কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ ঢেকে গায়ে কাপড় জড়িয়ে ঐনয়িমের

BACIB
International Bible
CHURCH

সদর দরজার কাছে গিয়ে বসে রইলো। কারণ সে দেখতে পেয়েছিল যে, শেলা বড় হলেও
তার শশুর তার সংগে তার বিয়ে দেয় নি। ১৫ পরে এহুদা তাকে দেখে বেশ্যা মনে
করলো, কারণ সে মুখ ঢেকে রেখেছিল। ১৬ তাই সে নিজের ছেলের স্ত্রীকে চিনতে না
পেরে রাস্তার ধারে তার কাছে গিয়ে বললো, ‘এসো, তোমার সংগে সহবাস করি।”

তামর বললো, “আমার সংগে সহবাস করার জন্য আপনি আমাকে কি দেবেন?”
১৭ সে বললো, “পাল থেকে একটা ছাগলের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব।”

তামর বললো, “যতক্ষণ তা না পাঠান, ততক্ষণ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক
রাখবেন?” ১৮ সে বললো, “কি বন্ধক রাখবো?”

তামর বললো, “আপনার এই সীলমোহর, দড়ি ও হাতের লাঠিখানা।” তখন সে
তাকে সেগুলো দিয়ে তার সংগে সহবাস করলো। এর ফলে সে গর্ভবতী হল। ১৯ পরে সে
উঠে চলে গেল এবং মাথার কাপড় খুলে ফেলে সে আবার বিধবার কাপড়-চোপড়
পরলো।

২০ পরে এহুদা সেই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে বন্ধক রাখা জিনিসগুলো নেবার জন্য
তাঁর অদুল্লমীয় বন্ধুর হাতে ছাগলের বাচ্চাটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সে তাকে খুঁজে পেল না।
২১ তখন সে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলো, “ঐনয়িমে পথের পাশে যে বেশ্যা
ছিল, সে কোথায়?”

তারা বললো, “এই জায়গায় কোন বেশ্যা আসে নি।” ২২ পরে সে এহুদার কাছে
ফিরে গিয়ে বললো, “আমি তাকে পেলাম না এবং সেখানকার লোকেরাও বললো, এই
জায়গায় কোন বেশ্যা আসে নি।”

২৩ তখন এহুদা বললো, “তার কাছে যা আছে সে তা রাখুক, না হলে আমরা লজ্জায়
পড়বো। দেখ, আমি এই ছাগলের বাচ্চাটি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে খুঁজে পেলে
না।”

২৪ প্রায় তিন মাস পরে কেউ এহুদাকে বললো, “তোমার ছেলের স্ত্রী তামর ব্যভিচার
করেছে। ব্যভিচার করার ফলে সে গভর্বতী হয়েছে।” তখন এহুদা বললো, “তাকে বাইরে
এনে পুড়িয়ে দাও।”

২৫ পরে তামরকে বের করে আনবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলে পাঠাল, “যার এসব
জিনিস সেই পুরুষ থেকেই আমার গর্ভ হয়েছে।” সে আরও বললো, “এই সীলমোহর,
দড়ি ও লাঠি কার? চেয়ে দেখুন।”

২৬ তখন এহুদা সেগুলো চিনতে পেরে বললো, “সে আমার চেয়েও বেশি ধার্মিকা,
কারণ আমি তাকে আমার ছেলে শেলার সংগে বিয়ে দেই নি।” এর পরে এহুদা আর
কখনও তার সংগে সহবাস করে নি।

২৭ পরে তামরের সন্তান জন্ম দেবার সময় হলে দেখা গেল তার গর্ভে যমজ সন্তান।
২৮ সন্তান জন্মের সময়ে একটি ছেলে হাত বের করলো। তাতে ধাত্রী সেই হাত ধরে লাল
রংয়ের সুতা বেঁধে দিয়ে বললো, “এটির জন্ম আগে হল।”

২৯ কিন্তু সে তার হাত টেনে নিলে পর তার ভাইয়ের জন্ম হল। তখন ধাত্রী বললো,

“তুমি কিভাবে নিজে বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে এলে?” তাই তার নাম হল পেরস (যার অর্থ,
বাধা ভাঙ্গা)। ৩০ পরে হাতে লাল রংয়ের সুতা বাঁধা অবস্থায় তার ভাইয়ের জন্ম হলে তার
নাম রাখা হল সেরহ।

হযরত ইউসুফের গোলামী

৩৯ ১ ইউসুফকে মিসর দেশে নিয়ে যাওয়া হল। ইসমাইলীয়েরা তাঁকে সেখানে
নিয়ে গিয়েছিল। ফেরাউনের কর্মচারী পোটীফর তাঁকে তাদের কাছ থেকে
কিনে নিলেন। ইনি ছিলেন রক্ষী সৈন্যদলের সেনাপতি, এক জন মিসরীয় লোক। ২ মাবুদ
ইউসুফের সংগে সংগে ছিলেন। সেজন্য তিনি যে কাজে হাত দিতেন সেই কাজেই সফল
হতেন। তাঁকে তাঁর মিসরীয় মালিকের বাড়িতেই রাখা হল। ৩ মাবুদ তাঁর সংগে সংগে
আছেন এবং তিনি যা কিছু করেন মাবুদ তাঁর হাতে তা সফল করেন, এটা তাঁর মালিক
দেখতে পেলেন। ৪ এতে ইউসুফ তাঁর সুনজরে পড়লেন ও তাঁর ব্যক্তিগত সেবাকারী
হলেন। তিনি ইউসুফকে নিজের বাড়ির প্রধান করে তাঁর হাতে তাঁর সব বিষয়-সম্পত্তির
ভার দিলেন। ৫ যখন থেকে তিনি ইউসুফের হাতে নিজের বাড়ির ও সব বিষয়-সম্পত্তির
ভার দিলেন, তখন থেকে মাবুদ ইউসুফের কারণে সেই মিসরীয় মালিকের সব কিছুতেই
দোয়া করতে লাগলেন। পোটীফরের ঘর-বাড়ির এবং ক্ষেত-খামারের সব কিছুকেই মাবুদ
দোয়া করলেন। ৬ তাই পোটীফর ইউসুফের হাতে তাঁর সব বিষয়-সম্পত্তির ভার ছেড়ে
দিলেন। তিনি নিজের খাবার জিনিস ছাড়া আর কোন কিছু নিয়েই চিন্তা করতেন না।
ইউসুফের শরীরের গঠন এবং চেহারা ছিল খুবই সুন্দর।

৭ এসব ঘটনার পর ইউসুফের প্রতি তাঁর মালিকের স্ত্রীর নজর পড়লো। সে তাঁকে
বললো, “আমার সংগে আমার বিছানায় এসো।”

৮ কিন্তু তিনি তাতে রাজী না হয়ে বরং তাঁর মালিকের স্ত্রীকে বললেন, “দেখুন, এই
বাড়িতে আমার হাতে কি কি আছে আমার মালিক তা জানেন না। তিনি আমারই হাতে
সমস্ত কিছু রেখেছেন। ৯ এই বাড়িতে আমার চেয়ে বড় কেউই নেই। একমাত্র আপনাকে
ছাড়া আর সবাইকে তিনি আমার অধীন করেছেন, কারণ আপনি তাঁর স্ত্রী। তাই আমি
কিভাবে এই রকম জঘন্য কাজ করতে ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি?”

১০ সে প্রতিদিন ইউসুফকে সেই কথা বললেও তিনি তার সংগে বিছানায় যাওয়ার
কিংবা তার কাছাকাছি থাকতে রাজি হলেন না।

১১ পরে এক দিন ইউসুফ কাজ করার জন্য বাড়ির মধ্যে গেলেন। তখন বাড়ির
লোকদের মধ্যে অন্য কেউ সেখানে ছিল না। ১২ তখন সে ইউসুফের কাপড় ধরে বললো,
“আমার বিছানায় এসো।” কিন্তু ইউসুফ তার হাতে তাঁর কাপড়টি ফেলে রেখেই বাইরে
পালিয়ে গেলেন।

১৩ ইউসুফ তার হাতে কাপড়টি ফেলে বাইরে পালিয়ে গেলেন দেখে, সে তার ঘরের
লোকদেরকে ডেকে বললো, ১৪ “দেখ, তিনি আমাদের সংগে তামাশা করতে এক জন
ইবরানী লোকটাকে এনেছেন। সে আমার সংগে বিছানায় যাবার জন্য আমার ঘরে
ঢুকেছিল। কিন্তু আমি চিৎকার করে উঠলাম। ১৫ সে আমার চিৎকার শুনে আমার কাছে

তার কাপড়টা ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।
[১৬] যে পর্যন্ত তাঁর মালিক ঘরে না এলেন, সেই পর্যন্ত সে তাঁর কাপড় নিজের কাছে
রেখে দিল। [১৭] পরে সে পোটীফরকে বললো, "তুমি যে ইবরানী গোলামকে আমাদের
কাছে এনেছ, সে আমার সংগে তামাশা করতে আমার কাছে এসেছিল। [১৮] পরে আমি
চিৎকার করে উঠলে সে আমার কাছে তার কাপড়টা ফেলে বাইরে পালিয়ে গেল।"

জেলখানায় হযরত ইউসুফ

[১৯] তাঁর মালিক যখন তাঁর স্ত্রীর এই কথা শুনলেন যে, "তোমার গোলাম আমার প্রতি
এরকম ব্যবহার করেছে," তখন তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। [২০] এই কারণে
ইউসুফের মালিক তাঁকে নিয়ে সেই জেলখানায় রাখলেন যেখানে বাদশাহ্‌র বন্দীরা
থাকতো। কিন্তু ইউসুফ জেলখানায় থাকলেও, [২১] মাবুদ ইউসুফের সংগে সংগে ছিলেন।
মাবুদের অটল ভালবাসা তাঁর উপর ছিল এবং তিনি তাঁকে প্রধান জেল-রক্ষকের সুনজরে
আনলেন। [২২] তাতে প্রধান জেল-রক্ষক জেলখানার সব বন্দীর ভার ইউসুফের হাতে
দিলেন। আর সেখানকার লোকদের সব কাজ ইউসুফের আদেশ অনুসারে চলতে লাগল।
[২৩] তিনি ইউসুফের হাতে যে সব কাজের ভার দিতেন সেই বিষয় নিয়ে তার আর কোন
চিন্তা করতে হতো না, কারণ মাবুদ তাঁর সংগে সংগে ছিলেন এবং তিনি যা কিছু করতেন
মাবুদ তা সফল করতেন।

দু'জন কয়েদীর স্বপ্ন ও তার অর্থ

৪০ [১] এসব ঘটনার পরে মিসরের বাদশাহ্‌র পেয়ালা-বহনকারী ও প্রধান
রুটিওয়ালা তাদের প্রভু মিসরের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে অপরাধ করলো। [২] তাতে
ফেরাউন তাঁর সেই দুই কর্মচারীর প্রতি, ঐ প্রধান পেয়ালা-বহনকারী ও প্রধান
রুটিওয়ালার প্রতি ভীষণ রেগে গেলেন। [৩] তিনি তাদেরকে বন্দী করে রক্ষী সৈন্যদের
সেনাপতির বাড়ির জেলখানায় রাখলেন। সেই জেলখানায় ইউসুফও বন্দী ছিলেন।
[৪] তাতে রক্ষীদল-সেনাপতি তাদের ভার ইউসুফের হাতে দিলেন। আর তিনি তাদের
দেখাশোনা করতে লাগলেন। এভাবে তারা কিছু দিন জেলখানায় থাকলো।
[৫] পরে মিসরের বাদশাহ্‌র সেই দু'জন কর্মচারী যাদের জেলখানায় আটক করা
হয়েছিল তারা এক রাতে দু'টি স্বপ্ন দেখল। দু'টি স্বপ্নেরই দু'টি আলাদা অর্থ ছিল।
[৬] ইউসুফ খুব ভোরে তাদের কাছে এসে তাদেরকে দেখলেন, তারা মুখ কালো করে
আছে। [৭] তখন তিনি ফেরাউনের সেই দুই জন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"আপনাদের মুখ আজ এত কালো কেন?"
[৮] তারা জবাবে বললো, "আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এর অর্থ বলে দেবার কেউ
নেই।"

ইউসুফ তাদেরকে বললেন, "অর্থ বলে দেবার শক্তি কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে
না? আপনাদের স্বপ্নে কথা আমাকে বলুন।"
[৯] তখন প্রধান পেয়ালা-বহনকারী ইউসুফকে তার স্বপ্নের কথা খুলে বললো। সে
তাঁকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে একটা আংগুর লতা। [১০] সেই

BACIB
International Bible
CHURCH

আংগুরলতার তিনটা ডাল। সেই ডালে কুঁড়ি ধরবার সংগে সংগে ফুল ফুটল আর থোকায়
থোকায় আংগুর ধরে পেকে উঠলো। ১১ তখন আমার হাতে ফেরাউনের পেয়ালা ছিল।
আর আমি সেই আংগুর ফল নিয়ে সেগুলো থেকে রস বের করে ফেরাউনের হাতে সেই
পেয়ালা দিলাম।

১২ ইউসুফ তাকে বললেন, "এর অর্থ এই– ঐ তিনটা ডাল তিন দিন বুঝায়। ১৩ তিন
দিনের মধ্যে ফেরাউন আপনাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে আপনাকে আগের পদ
ফিরিয়ে দেবেন। আর আপনি আগের নিয়ম অনুসারে পেয়ালা-বহনকারী হয়ে আবার
ফেরাউনের হাতে পেয়ালা তুলে দেবেন। ১৪ তবে আপনার যখন সুদিন আসবে তখন
আমাকে মনে করবেন। দয়া করে ফেরাউনের কাছে আমার কথা বলে আমাকে এই
জায়গা থেকে উদ্ধার করবেন। ১৫ কারণ ইবরানীদের দেশ থেকে আমাকে চুরি করে আনা
হয়েছে। আর এই জায়গার আমি এমন কিছুই করি নি, যার জন্য এই গর্তে আটক থাকতে
হয়।"

১৬ প্রধান রুটিওয়ালা যখন দেখল, তার অর্থ ভাল, তখন সে ইউসুফকে বললো,
"আমিও স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম আমার মাথার উপরে রুটির তিনটা ডালা। ১৭ তার
উপরের ডালাতে ফেরাউনের জন্য সব রকম রুটি ছিল। আর পাখিরা এসে আমার মাথার
উপরকার ডালা থেকে খেয়ে ফেললো।"

১৮ ইউসুফ জবাব দিলেন, "এর অর্থ এই, সেই তিনটা ডালা তিন দিন বুঝায়।
১৯ তিন দিনের মধ্যে ফেরাউন আপনার দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলে আপনাকে গাছে
টাঙ্গিয়ে দেবেন। আর পাখিরা এসে আপনার দেহ থেকে মাংস খাবে।"

২০ পরে তৃতীয় দিনে ফেরাউনের জন্মদিনে তিনি তাঁর সব গোলামের জন্য ভাল
খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করলেন। সেই দিন তিনি তাঁর গোলামদের মধ্যে প্রধান পেয়ালা-
বহনকারী ও প্রধান রুটিওয়ালাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দিলেন। ২১ তিনি প্রধান পেয়ালা-
বহনকারীকে তার আগের পদ ফিরিয়ে দিলেন। তাতে সে ফেরাউনের হাতে পেয়ালা তুলে
দিতে লাগল। ২২ কিন্তু তিনি প্রধান রুটিওয়ালাকে গাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন। ইউসুফ তাদের
স্বপ্নের যে অর্থ বলেছিলেন তেমনি হল। ২৩ কিন্তু ইউসুফের কথা প্রধান পেয়ালা-
বহনকারীর মনে রইল না। সে তার কথা ভুলে গেল।

ফেরাউনের স্বপ্ন

৪১ ১ এর মধ্যে দুই বছর কেটে গেলে পর ফেরাউন একটা স্বপ্ন দেখলেন। ২ তিনি
দেখলেন যে, তিনি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সেই নদী থেকে সাতটা
মোটাসোটা গরু উঠে এলো এবং নল-খাগড়া বনে চড়ে বেড়াতে লাগল। ৩ সেগুলোর
পরে, আরও সাতটা রোগা ও বিশ্রী গরু নদী থেকে উঠে এলো এবং নদীর ধারে সেই
গরুগুলোর গিয়ে কাছে দাঁড়ালো। ৪ পরে সেই রোগা ও বিশ্রী গরুগুলো ঐ সাতটা
মোটাসোটা সুন্দর গরুকে খেয়ে ফেললো। তখন ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৫ তারপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন যে, একটি
বোঁটাতে সাতটা পুষ্ট ও তাজা শীষ উঠলো। ৬ সেগুলোর পরে, পূবের বাতাসে শুকিয়ে

যাওয়া অন্য সাতটা অপুষ্ট শীষ উঠলো। ৭ এই অপুষ্ট শীষগুলো ঐ সাতটা পুষ্ট শীষকে
গিলে ফেলল। পরে ফেরাউনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তা স্বপ্নমাত্র।

৮ পরে সকাল বেলায় তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি লোক পাঠিয়ে মিসরের সব
জাদুকর ও সেখানকার সব জ্ঞানী লোককে ডেকে আনালেন। ফেরাউন তাঁদের কাছে সেই
স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই ফেরাউনকে তার অর্থ বলতে
পারলেন না।

৯ তখন প্রধান পেয়ালা-বহনকারী ফেরাউনকে বললো, "আজ আমার নিজের দোষ
মনে পড়ছে।" ১০ ফেরাউন তাঁর দুই গোলামের প্রতি, আমার ও প্রধান রুটিওয়ালর প্রতি
ভীষণ রেগে গিয়ে আমাদেরকে রক্ষী-সেনাপতির বাড়ির জেলখানায় আটক করে
রেখেছিলেন। ১১ সে ও আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং দু'জনের স্বপ্নের দুই রকম
অর্থ ছিল। ১২ তখন সেই জায়গায় রক্ষী-সেনাপতির গোলাম এক জন ইবরানী যুবক
আমাদের সংগে ছিল। তাকে স্বপ্নের কথা খুলে বললে সে আমাদেরকে তার অর্থ বলে
দিল। সে দু'জনের স্বপ্নের অর্থই বলে দিল। ১৩ সে আমাদেরকে যেরকম অর্থ বলেছিল,
ঠিক সেইমত সব কিছু ঘটলো। বাদশাহ্ আমাকে আগের পদ ফিরিয়ে দিলেন ও তাকে
গাছে টাঙ্গিয়ে দিলেন।"

১৪ তখন ফেরাউন ইউসুফকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। তারা জেলখানা
থেকে তাড়াতাড়ি তাঁকে বের করে আনলো। পরে তিনি দাড়ি কামিয়ে অন্য কাপড়-চোপড়
পরে ফেরাউনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১৫ তখন ফেরাউন ইউসুফকে বললেন,
"আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তার অর্থ বলে দিতে পারে এমন কেউ নেই। কিন্তু তোমার
বিষয়ে আমি শুনেছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনলে তার অর্থ বলে দিতে পার।"

১৬ জবাবে ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন, "আমি তা বলতে পারি না, কিন্তু ফেরাউন
যেমন চান, আল্লাহ্ই সেই উত্তর আপনাকে বলে দেবেন।"

১৭ তখন ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "দেখ, আমি স্বপ্নে নদীর ধারে
দাঁড়িয়েছিলাম। ১৮ দেখ, নদী থেকে সাতটা মোটাসোটা সুন্দর গরু উঠে এসে নল-খাগড়া
বনে চরতে লাগল। ১৯ সেগুলোর পরে রোগা ও খুব বিশ্রী ও হাড্ডিসার অন্য সাতটা গরু
উঠে এলো। আমি সারা মিসর দেশে সেরকম বিশ্রী গরু কখনও দেখি নি। ২০ এই রোগা
ও বিশ্রী গরুগুলো সেই আগের মোটাসোটা সাতটা গরুকে খেয়ে ফেললো। ২১ কিন্তু তারা
সেগুলো খেয়ে ফেললে পর দেখে মনে হল না যে, তারা সেগুলো খেয়েছে। কারণ এরা
আগের মত বিশ্রীই রয়ে গেল। ২২ তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরে আমি আর একটা
স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম, একটা বোঁটায় পুষ্ট ও ভাল সাতটা শীষ উঠলো।
২৩ সেগুলোর পরে শুকনো, অপুষ্ট ও পূবের বাতাসে শুকিয়ে যাওয়া সাতটা শীষ উঠলো।
২৪ এই অপুষ্ট শীষগুলো সেই ভাল সাতটা শীষকে গিলে ফেলল। এই স্বপ্ন আমি
জাদুকরদেরকে বলেছিলাম, কিন্তু কেউই এর অর্থ আমাকে বলতে পারল না।"

২৫ তখন ইউসুফ ফেরাউনকে বললেন, "ফেরাউনের দু'টি স্বপ্নই আসলে এক।
আল্লাহ্ যা করতে যাচ্ছেন তা-ই ফেরাউনকে জানিয়েছেন। ২৬ ঐ সাতটা ভাল গরুর অর্থ

সাত বছর এবং ঐ সাতটা ভাল শীষের অর্থও সাত বছর। দু'টি স্বপ্নই আসলে এক।
২৭ তার পিছনে যে সাতটা রোগা ও বিশ্রী গরু উঠলো, তার অর্থও সাত বছর। আর পূবের
বাতাসে শুকিয়ে যাওয়া যে সাতটা রোগা শীষ উঠলো, তার অর্থ দুর্ভিক্ষের সাত বছর।
২৮ আমি ফেরাউনকে এ-ই বললাম। আল্লাহ্ যা করতে যাচ্ছেন তা ফেরাউনকে
দেখিয়েছেন। ২৯ দেখুন, এমন সাতটা বছর আসছে যখন মিসর দেশের সমস্ত জায়গায়
প্রচুর শস্য জন্মাবে। ৩০ তার পরের সাত বছর এমন দুর্ভিক্ষ হবে যে, মিসর দেশে
আগেকার প্রচুর শস্যের কথা লোকে ভুলে যাবে এবং সেই দুর্ভিক্ষ দেশকে একেবারে শেষ
করে দেবে। ৩১ সেই দুর্ভিক্ষের ফলে আগেকার প্রচুর শস্যের কথা লোকদের মনে থাকবে
না। কারণ সেই দুর্ভিক্ষ ভীষণ কষ্টের হবে। ৩২ ফেরাউনকে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার অর্থ হল
আল্লাহ্ এটা স্থির করেছেন এবং আল্লাহ্ এটা তাড়াতাড়িই ঘটাবেন।

৩৩ "সেজন্য এখন ফেরাউন এক জন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকের খোঁজ করে তাঁকে
মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করুন। ৩৪ ফেরাউন দেশে অন্যান্য কর্মকর্তাও নিযুক্ত করুন।
যে সাত বছর প্রচুর শস্য হবে, সেই সময়ে তারাই শস্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সংগ্রহ
করে মজুদ করে রাখবেন। ৩৫ ভাল যে সাতটা বছর আসছে তাঁরা সেই বছরগুলোর
বাড়তি শস্য মজুদ করবেন। তারা ফেরাউনের অধীনে থাকা শহরগুলোতে খাবারের জন্য
শস্য মজুদ করে রাখবেন ও তা রক্ষা করবেন। ৩৬ এভাবে মিসর দেশে যে দুর্ভিক্ষ হবে,
সেই দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য সেই খাবার শস্য দেশের জন্য জমা থাকবে। এতে
দুর্ভিক্ষে দেশ ধ্বংস হবে না।"

হযরত ইউসুফ মিসরের শাসনকর্তা

৩৭ তখন ফেরাউন ও তাঁর সব কর্মকর্তাদের চোখে এই কথা ভাল মনে হল।
৩৮ ফেরাউন তাঁর কর্মকর্তাদেরকে বললেন, "এঁর মত লোক, যাঁর অন্তরে আল্লাহ্র রূহ্
আছেন, এমন আর কাকে খুঁজে পাব?"

৩৯ তখন ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাকে এসব জানিয়েছেন, তাই
তোমার মত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আর কে আছে? ৪০ তোমাকেই আমার রাজ-বাড়ির ভার
নিতে হবে। আমার সব লোক তোমার আদেশ পালন করবে। কেবল বাদশাহ্ হিসাবে
সিংহাসনে আমি তোমার উপরে থাকব।" ৪১ ফেরাউন ইউসুফকে আরও বললেন, "দেখ,
আমি তোমাকে সারা মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করলাম।"

৪২ পরে ফেরাউন তাঁর হাত থেকে সীলমোহর দেবার আংটি খুলে ইউসুফের হাতে
পড়িয়ে দিলেন। তাঁকে মসীনা কাপড়ের সুন্দর পোশাক পরালেন এবং তাঁর গলায় সোনার
হার পড়িয়ে দিলেন। ৪৩ এর পর তিনি তাঁকে তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে বসালেন। লোকেরা
তাঁর আগে আগে 'হাঁটু পাত, হাঁটু পাত' বলে ঘোষণা করলো। এভাবে ফেরাউন সারা
মিসর দেশের উপর শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন।

৪৪ ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "আমি ফেরাউন, কিন্তু তোমার আদেশ ছাড়া মিসর
দেশে কোন লোক হাত বা পা তুলতে পারবে না।"

৪৫ ফেরাউন ইউসুফের নাম রাখলেন সাফনৎ-পানেহ এবং তাঁর সংগে ওন শহরের

পুরোহিত পোটীফেরের মেয়ে আসনতের বিয়ে দিলেন। পরে ইউসুফ সারা মিসর দেশ
ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।
৪৬ ইউসুফ ত্রিশ বছর বয়সে মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
পরে ইউসুফ ফেরাউনের কাছ থেকে চলে গিয়ে মিসর দেশের সমস্ত জায়গা ঘুরে
আসলেন। ৪৭ প্রচুর শস্যের সেই সাত বছরে দেশে অনেক ফসল জন্মালো। ৪৮ তখন
ইউসুফ সেই সাত বছরে বাড়তি সব শস্য জড়ো করে প্রতি শহরে জমা করলেন।
প্রত্যেকটি শহরের চারপাশে জমিতে যে শস্য হল, সেই শহরেই তা মজুদ করে রাখলেন।
৪৯ এভাবে ইউসুফ সমুদ্রের বালুকণার মত প্রচুর শস্য মজুদ করলেন। তিনি শস্য মেপে
নেওয়া বন্ধ করে দিলেন, কারণ তা মেপে নেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি ছিল।
৫০ দুর্ভিক্ষ শুরু হবার আগে ইউসুফের দু'টি ছেলে জন্মগ্রহণ করলো। ওন্‌ শহরের
পুরোহিত পোটীফেরের মেয়ে আসনতের গর্ভে তাদের জন্ম হয়েছিল। ৫১ ইউসুফ বড়
ছেলের নাম রাখলেন মানশা (যার অর্থ, ভুলে যাওয়া)। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌ আমার
সব দুঃখ-কষ্ট ও আমার বাবার বাড়ির সব কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন।
৫২ পরে দ্বিতীয় ছেলের নাম রাখলেন আফরাহীম (যার অর্থ, ফলবান)। তিনি
বললেন, "আমি যে দেশে কষ্টভোগ করেছি সেই দেশে আল্লাহ্‌ আমাকে ফলবান
করেছেন।"
৫৩ পরে মিসর দেশে প্রচুর শস্যের সাতটি বছর শেষ হল। ৫৪ ইউসুফ যেমন
বলেছিলেন, তেমনি দুর্ভিক্ষের সাত বছর শুরু হল। আশেপাশের সমস্ত দেশেও দুর্ভিক্ষ
শুরু হল, কিন্তু মিসর দেশের সমস্ত জায়গায় খাবার ছিল। ৫৫ পরে মিসর দেশের সমস্ত
জায়গায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন লোকেরা ফেরাউনের কাছে খাবারের জন্য কান্নাকাটি
করতে লাগল। তাতে ফেরাউন মিসরীয়দের সকলকে বললেন, "তোমরা ইউসুফের কাছে
যাও। তিনি তোমাদেরকে যা বলেন, তা-ই কর।"
৫৬ তখন দেশের সমস্ত জায়গায়ই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আর ইউসুফ সব জায়গার
গোলাঘর খুলে মিসরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে লাগলেন। আর মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ
ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। ৫৭ আশেপাশের সব দেশের লোকেরাও মিসর দেশে
ইউসুফের কাছে শস্য কিনবার জন্য আসল, কারণ সব দেশেই দুর্ভিক্ষ ভীষণ হয়ে
উঠেছিল।

হযরত ইউসুফের ভাইদের মিসরে যাত্রা

৪২ ১ ইয়াকুব যখন শুনতে পেলেন যে, মিসর দেশে শস্য আছে, তখন তিনি তাঁর
ছেলেদেরকে বললেন, "তোমরা এক জন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?
" ২ তিনি আরও বললেন, "দেখ, আমি শুনতে পেলাম যে, মিসর দেশে শস্য আছে।
তোমরা সেখানে যাও এবং আমাদের জন্য শস্য কিনে আন, যাতে আমরা প্রাণে বেঁচে
থাকি, মারা না যাই।"
৩ পরে ইউসুফের দশ জন ভাই শস্য কিনে আনতে মিসরে গেলেন। ৪ কিন্তু ইয়াকুব
ইউসুফের নিজের ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে ভাইদের সংগে পাঠালেন না। তার কোন বিপদ

BACIB
International Bible
CHURCH

ঘটতে পারে বলে তাঁর ভয় হচ্ছিল।
৫ অনেক লোক মিসর দেশে শস্য কিনতে যাচ্ছিল। সেই সব লোকদের সংগে
ইসরাইলের ছেলেরাও সেখানে গেলেন, কারণ কেনান দেশেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।
৬ সেই সময় ইউসুফ মিসর দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দেশের সব লোকদের
কাছে শস্য বিক্রি করছিলেন। সেজন্য ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে মাটিতে উবুড়
হয়ে সম্মান দেখালেন। ৭ তখন ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে দেখে চিনতে পারলেন। কিন্তু
তিনি তাঁদেরকে না চেনার ভান করে তাঁদের সংগে কঠিন ভাবে কথা বললেন। তিনি
তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এসেছো?" তাঁরা বললেন, "আমরা কেনান
দেশ থেকে শস্য কিনতে এখানে এসেছি।"
৮ যদিও ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে
পারলেন না। ৯ ইউসুফ তাঁদের বিষয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা তাঁর মনে পড়লো। আর
তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা গোয়েন্দা, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় রক্ষার ব্যবস্থা
নেই, তা তোমরা দেখতে এসেছ।"
১০ তাঁরা বললেন, "না হুজুর, আপনার এই গোলামেরা খাবার জিনিস কিনতে
এসেছে। ১১ আমরা সকলে এক বাবার সন্তান। আমরা সৎ লোক, আপনার এই
গোলামেরা গোয়েন্দা নয়।"
১২ কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, "না, না, তোমরা দেশের কোন্ কোন্ জায়গায়
রক্ষার ব্যবস্থা নেই, সেই জায়গাগুলো দেখতে এসেছ।"
১৩ কিন্তু তাঁরা বললেন, "আপনার এই গোলামেরা বারো ভাই, কেনান দেশের
একজন লোকের সন্তান। দেখুন, আমাদের ছোট ভাই এখন বাবার কাছে আছে এবং অন্য
এক ভাই বেঁচে নেই।"
১৪ তখন ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন, "আমি যে তোমাদেরকে বললাম, তোমরা
গোয়েন্দা, তোমরা তা-ই বটে। ১৫ এতেই তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে; আমি ফেরাউনের
জীবনের শপথ করে বলছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসলে তোমরা এই জায়গা
থেকে বের হতে পারবে না। ১৬ তোমাদের এক জনকে পাঠিয়ে তোমাদের সেই ভাইকে
এখানে নিয়ে এসো। আর তোমরা এখানে বন্দী থাকো। এতেই তোমাদের কথার পরীক্ষা
হবে আর তোমরা সত্যি কথা বলছো কি না, তা জানা যাবে। যদি তা না হয় তবে আমি
ফেরাউনের জীবনের শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই গোয়েন্দা।" ১৭ পরে তিনি
তাঁদেরকে তিন দিন জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন।
১৮ তৃতীয় দিনে ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন, "এক কাজ কর, তাতে তোমরা বাঁচবে;
কারণ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। ১৯ তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে তোমাদের এক
ভাই এই জেলখানায় বন্দী থাকুক। তোমরা নিজের নিজের বাড়ির ক্ষুধার্ত পরিবারের জন্য
শস্য নিয়ে যাও। ২০ পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা যে
সত্যি কথা বলছো তাতেই তার প্রমাণ হবে এবং তোমরা মারা যাবে না।" তাতে তাঁরা তা
-ই করলেন।

[২১] তাঁরা এক জন অন্য জনকে বললেন, “নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ভাইয়ের প্রতি যা করেছি তাতে আমরা দোষী। সে আমাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করলে আমরা তার প্রাণের কষ্ট দেখেও তার কথায় কান দিই নি। এজন্য আমাদের উপর এই কষ্ট নেমে এসেছে।

[২২] তখন রূবেণ উত্তরে তাঁদের বললেন, “আমি তো তোমাদেরকে বলেছিলাম, ছেলেটির বিরুদ্ধে পাপ কোরো না, কিন্তু তোমরা তা শোন নি। দেখ, এখন তার রক্তের হিসাব দিতে হচ্ছে।”

[২৩] কিন্তু ইউসুফ যে তাঁদের এই কথা বুঝতে পারলেন তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না,
কারণ যারা দু'টি ভাষা জানে তাদের মধ্য দিয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। [২৪] তখন তিনি
তাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। পরে ফিরে এসে তাঁদের সংগে কথা বললেন ও তাঁদের মধ্যে শিমিয়োনকে ধরে তাঁদের সামনেই বাঁধলেন।

[২৫] পরে ইউসুফ আদেশ করলেন যেন তাঁদের সব বস্তায় শস্য ভরে দেওয়া হয়। এছাড়া, তাদের প্রত্যেক জনের বস্তায় তাদের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হয় ও পথের জন্য তাঁদের যা কিছু দরকার হবে তা দিয়ে দেওয়া হয়। ইউসুফের আদেশ অনুসারে তাঁদের জন্য সব কিছু করা হল।

হযরত ইউসুফের ভাইদের কেনানে ফিরে আসা

[২৬] পরে তাঁরা নিজের নিজের গাধাগুলোর উপরে শস্য চাপিয়ে সেই জায়গা থেকে
চলে গেলেন। [২৭] কিন্তু রাতে যেখানে তারা বিশ্রাম নেবেন সেখানে পৌঁছালে পর যখন
এক জন তাঁর গাধাকে খাবার দিতে বস্তা খুললেন, তখন বস্তার মুখেই নিজের টাকা
দেখতে পেলেন। [২৮] তাতে তিনি ভাইদের বললেন, “আমার টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।
দেখ, আমার বস্তাতেই সেই টাকা রয়েছে।” তা দেখে ভয়ে তাঁদের প্রাণ উড়ে গেল। তাঁরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি এ কি করলেন?”

[২৯] পরে তাঁরা কেনান দেশে তাঁদের বাবা ইয়াকুবের কাছে ফিরে এসে তাঁদের প্রতি
যা যা ঘটেছিল, সেই সব তাঁকে জানালেন। [৩০] তাঁরা বললেন, “যে লোকটি সেই দেশের
শাসনকর্তা, তিনি আমাদের সংগে খুব কঠিনভাবে কথা বলেছেন। তিনি মনে করেছেন যে,
আমরা গোয়েন্দা হিসাবে সেই দেশে গিয়েছি। [৩১] আমরা তাঁকে বললাম, ‘আমরা
সৎলোক, গোয়েন্দা নই। [৩২] আমরা বারো ভাই, সবাই এক জন বাবার সন্তান। আমাদের
মধ্যে একজন মারা গেছে, আর ছোট ভাইটি এখন কেনান দেশে বাবার কাছে আছে।”

[৩৩] তখন সেই লোকটি যিনি সেই দেশের শাসনকর্তা তিনি আমাদেরকে বললেন,
“এতেই আমি জানতে পারব যে, তোমরা সৎলোক। তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে
রেখে তোমাদের ক্ষুধার্ত পরিবারের জন্য শস্য নিয়ে যাও। [৩৪] পরে তোমাদের ছোট
ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাতে আমি বুঝতে পারব যে, তোমরা গোয়েন্দা নও, তোমরা সৎ লোক। আর আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তোমরা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে।”

[৩৫] পরে তাঁরা বস্তা থেকে শস্য ঢাললে পর প্রত্যেকে নিজের নিজের ছালায় নিজের

BACIB
International Bible
CHURCH

নিজের টাকার থলি পেলেন। তখন সেই সব টাকার থলি দেখে তাঁরা ও তাঁদের বাবা ভয়
পেলেন। [৩৬] তাঁদের বাবা ইয়াকুব বললেন, "তোমরা আমাকে সন্তানহারা করেছ। ইউসুফ
নেই, শিমিয়োন নেই, আবার বিন্‌ইয়ামীনকেও নিয়ে যেতে চাইছো। এ সব কিছুই আমার
বিরুদ্ধে ঘটেছে!"

[৩৭] তখন রূবেণ তাঁর বাবাকে বললেন, "আমি যদি তোমার কাছে তাকে ফিরিয়ে না
আনি, তবে তুমি আমার দুই ছেলেকে হত্যা কোরো। তুমি বিন্‌ইয়ামীনকে আমার হাতে
দাও। আমি তোমার কাছে তাকে আবার ফিরিয়ে এনে দেব।" [৩৮] তখন তিনি বললেন,
"আমার ছেলে তোমাদের সংগে যাবে না, কারণ তার ভাই মারা গেছে, আর সে এখন
একাই বেঁচে আছে। তোমরা যে পথে যাবে, সেই পথে যদি এর কোন বিপদ ঘটে তবে
দুঃখে এই বুড়ো বয়সে তোমরা আমাকে কবরে পাঠাবে।"

দ্বিতীয়বার মিসরে যাত্রা

৪৩ [১] তখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিলো। [২] তাঁরা মিসর দেশ থেকে যে শস্য
এনেছিলেন, সেই সব খাওয়া শেষ হলে তাঁদের বাবা তাঁদেরকে বললেন,
"তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু শস্য কিনে আন।"

[৩] তখন এহুদা তাঁকে বললেন, "সেই লোক কড়াভাবে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন,
'তোমাদের ভাই তোমাদের সংগে না আসলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না।'
[৪] যদি তুমি আমাদের সংগে আমাদের ভাইকে পাঠাও, তবে আমরা গিয়ে তোমার জন্য
খাবার শস্য কিনে আনবো। [৫] কিন্তু যদি না পাঠাও তবে যাব না। কারণ সেই লোক
আমাদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ভাই তোমাদের সংগে না আসলে তোমরা আমার মুখ
দেখতে পাবে না।'

[৬] তখন ইসরাইল বললেন, "তোমরা আমার সংগে কেন এমন খারাপ ব্যবহার
করলে? ঐ লোককে কেন বলেছো যে, তোমাদের আর এক ভাই আছে?"

[৭] তাঁরা বললেন, "তিনি আমাদের বিষয়ে ও আমাদের বংশের বিষয়ে বিশেষভাবে
জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের বাবা কি এখনও জীবিত আছেন?
তোমাদের কি আরও ভাই আছে?' তাতে আমরা সেই কথা অনুসারে জবাব দিয়েছিলাম।
আমরা কেমন করে বুঝব যে, তিনি বলবেন, 'তোমাদের ভাইকে এখানে নিয়ে এসো?' "

[৮] এহুদা তাঁর বাবা ইসরাইলকে আরও বললেন, "বালকটিকে আমার সংগে পাঠিয়ে
দাও, আমরা যাই। তাতে তুমি, আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং আমরা প্রাণে বাঁচবো, কেউ
মারা যাব না। [৯] আমিই তার জামিন রইলাম, আমারই হাত থেকে তাকে নিও। আমি যদি
তোমার কাছে তাকে না আনি, বা তোমার সামনে তাকে উপস্থিত করতে না পারি, তবে
আমি সারা জীবন তোমার কাছে অপরাধী থাকব। [১০] এত দেরি না করলে আমরা এর
মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারতাম।"

[১১] তখন তাঁদের বাবা ইসরাইল তাঁদেরকে বললেন, "যদি তা-ই হয় তবে এক কাজ
করো। তোমরা নিজের নিজের থলিতে এই দেশের সবচেয়ে ভাল ভাল জিনিস– গুগ্‌গুল,
মধু, সুগন্ধি মসলা, গন্ধরস, পেস্তা ও বাদাম কিছু কিছু নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার

দাও। ১২ তোমরা হাতে করে দ্বিগুণ টাকা নাও। এছাড়া, তোমাদের বস্তার মুখে যে টাকা
ফিরে এসেছে, তাও আবার নিয়ে যাও। কি জানি, হয়তোবা তারা ভুল করে তা দিয়ে
দিয়েছিল। ১৩ তোমাদের ভাইকে নিয়ে যাও, উঠো, আবার সেই লোকের কাছে যাও।
১৪ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তোমাদেরকে সেই লোকের কাছে দয়ার পাত্র করুন। তিনি যেন
তোমাদের অন্য ভাইকে ও বিন্‌ইয়ামীনকে ছেড়ে দেন। আর যদি আমাকে ছেলেহারা হতে
হয়, তবে না হয় তা-ই হলাম।”

১৫ তখন তারা সেই উপহারের জিনিসপত্র, দ্বিগুণ টাকা ও বিন্‌ইয়ামীনকে সংগে
নিলেন। তারা তাড়াতাড়ি মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে দাঁড়ালেন।

১৬ ইউসুফ তাঁদের সংগে বিন্‌ইয়ামীনকে দেখে নিজের বাড়ির দেখাশুনাকারীকে
বললেন, “এই কয়েকজন লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও। আর পশু জবাই করে
খাবারের আয়োজন করো। এরা দুপুর বেলা আমার সংগে খাবে।

১৭ তাতে সেই লোক, ইউসুফ যেমন বললেন সেরকম করলো। সে তাঁদেরকে
ইউসুফের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ১৮ কিন্তু ইউসুফের বাড়িতে নিয়ে যাওয়াতে তাঁরা ভয়
পেলেন। তাঁরা একে অন্যকে বললেন, “আগে আমাদের বস্তায় যে টাকা ফিরে গিয়েছিল
সেজন্যই ইনি আমাদেরকে এখানে এনেছেন। এখন আমাদের আক্রমণ করবেন ও
আমাদের গাধাগুলো কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে তাঁর গোলাম বানিয়ে রাখবেন।”

১৯ তাই তাঁরা ইউসুফের বাড়ির সামনে এসে দেখাশুনাকারীকে বললেন, ২০ “হুজুর,
আমরা আগে খাবার শস্য কিনতে এসেছিলাম। ২১ পরে রাতকাটাবার জায়গায় গিয়ে
নিজের নিজের বস্তা খুললে প্রত্যেক জনের বস্তার মুখে পুরো টাকা দেখতে পেলাম। এখন
আমরা সেই টাকা সংগে করে ফিরিয়ে এনেছি। ২২ এছাড়া, এবার শস্য কিনবার জন্য
আরও টাকা এনেছি। সেই টাকা আমাদের ছালায় কে রেখেছিল, তা আমরা জানি না।”

২৩ সেই লোক বললো, “তোমাদের মঙ্গল হোক, ভয় কোরো না। তোমাদের আল্লাহ্,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, তোমাদের বস্তায় তোমাদেরকে গুপ্তধন দিয়েছেন। আমি
তোমাদের টাকা পেয়েছি।” পরে সে শিমিয়োনকে তাঁদের কাছে নিয়ে এলো।

২৪ সে তাঁদেরকে ইউসুফের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে পানি দিল, তাতে তাঁরা পা
ধুলেন। সে তাঁদের গাধাগুলোকেও খাবার দিল।

২৫ দুপুরে ইউসুফ আসবেন বলে তাঁরা উপহারগুলো ঠিক করে রাখলেন। তাঁরা
শুনেছিলেন যে, সেখানেই তাঁদেরকে খেতে হবে।

২৬ পরে ইউসুফ বাড়িতে আসলে তাঁরা তাদের উপহার বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে
তাঁকে দিলেন ও তাঁর সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে সম্মান দেখালেন। ২৭ তখন তিনি তাদের
খবরা-খবর নিয়ে বললেন, “তোমাদের যে বুড়ো বাবার কথা বলেছিলে, তিনি কি ভাল
আছেন? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন?”

২৮ তাঁরা বললেন, “আপনার গোলাম আমাদের বাবা ভাল আছেন, তিনি এখনও
জীবিত আছেন।” এই কথা বলে তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন।

২৯ তখন ইউসুফ তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে, তাঁর নিজের ভাইকে দেখে বললেন,

“তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই?” তারপর তিনি
বিন্‌ইয়ামীনকে বললেন, “বাছা, আল্লাহ্‌ তোমার মঙ্গল করুন।”
৩০ তখন ইউসুফ তাড়াতাড়ি করে উঠলেন, কারণ তাঁর ভাইয়ের জন্য তাঁর প্রাণ
কাঁদছিল। তাই তিনি কাঁদবার জন্য নিজের কামরায় গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ৩১ পরে
তিনি মুখ ধুয়ে বাইরে আসলেন ও নিজেকে সামলে নিয়ে খাবার পরিবেশন করতে আদেশ
করলেন। ৩২ তখন তাঁর জন্য আলাদা ও তাঁর ভাইদের জন্য আলাদা এবং তাঁর সংগে
খেতে বসা মিসরীয়দের জন্য আলাদা পরিবেশন করা হল। এর কারণ হল ইবরানীদের
সংগে মিসরীয়েরা খাওয়া-দাওয়া করে না। এরকম কাজ করা মিসরীয়দের কাছে একটা
ঘৃণার কাজ। ৩৩ তাঁদেরকে ইউসুফের সামনে বয়স অনুসারে বসতে দেওয়া হল। এতে
তাঁরা আশ্চর্য হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ৩৪ ইউসুফ তাঁর সামনে
থেকে খাবারের অংশ তুলে তাঁদের দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর অন্য ভাইদের
থেকে বিন্‌ইয়ামীনকে পাঁচ গুণ বেশি দেওয়া হল। পরে তাঁরা তাঁর সংগে প্রচুর আংগুর রস
খেয়ে খুশী হয়ে উঠলো।

বিন্‌ইয়ামীনের ছালায় রূপার বাটি

৪৪ ১ ইউসুফ তাঁর বাড়ির দেখাশুনাকারীকে আদেশ করলেন, “এই লোকদের
বস্তায় যত শস্য ধরে তা ভরে দাও। আর তাদের প্রত্যেকের টাকা তার বস্তার
মুখে দিয়ে দাও। ২ এছাড়া, সবচেয়ে ছোট ছেলেটির ছালার মুখে তার টাকার সংগে
আমার বাটি অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ।” তখন সে ইউসুফের কথা অনুসারে কাজ করলো।
৩ পর দিন খুব সকালে তাদের বিদায় দেওয়া হল। তাঁরা তাঁদের গাধাগুলো নিয়ে
রওনা করলেন। ৪ তাঁরা শহর থেকে বের হয়ে বেশি দূরে যেতে না যেতেই ইউসুফ তাঁর
বাড়ির দেখাশুনাকারীকে বললেন, “উঠো, ঐ লোকদের পিছনে দৌড়ে যাও। তাদের
পেলে পর তাদের বলবে, “তোমরা উপকারের বদলে কেন অপকার করলে? ৫ এটি কি
সেই বাটি নয়? এই বাটি দিয়েই তো আমার মালিক পান করেন ও গণা-পড়ার কাজ
করেন। এই কাজ করে তোমরা খুব অন্যায় করেছ।”
৬ পরে সে তাঁদের নাগাল পেয়ে সেই কথা বললো। ৭ তাঁরা বললেন, “হুজুর, আপনি
কেন এমন কথা বলছেন? আপনার গোলামেরা এমন কাজ কখনও করতে পারে না।
৮ দেখুন, আমরা আমাদের বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা কেনান দেশ থেকে
আবার আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। তবে আমরা কেন আপনার মালিকের বাড়ি
থেকে রূপা বা সোনা চুরি করবো? ৯ আপনার গোলামদের মধ্যে যার কাছে তা পাওয়া
যায় তাকে অবশ্যই মেরে ফেলা হবে এবং আমরাও মালিকের গোলাম হবো।”
১০ সে বললো, “বেশ, তোমরা যা বললে তা-ই হোক। যার কাছে তা পাওয়া যাবে,
সে আমার গোলাম হবে, কিন্তু অন্য কারো কোন দোষ থাকবে না।”
১১ তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি করে নিজেদের বস্তাগুলো মাটিতে নামিয়ে প্রত্যেকে নিজের
নিজের বস্তা খুললেন। ১২ সেই দেখাশুনাকারী বড় ভাইয়ের বস্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট
ভাইয়ের বস্তা পর্যন্ত খুঁজে দেখলো। আর বিন্‌ইয়ামীনের বস্তায় সেই বাটি পাওয়া গেল।

১৩ তখন তাঁরা তাদের কাপড় ছিঁড়লেন ও নিজের নিজের গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে শহরে
ফিরে গেলেন।

১৪ পরে এহুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ইউসুফের বাড়িতে এলেন। তিনি তখনও সেখানে
ছিলেন। তাঁরা তাঁর সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। ১৫ তখন ইউসুফ তাঁদেরকে
বললেন, "তোমরা এ কি করলে? আমার মত লোক অবশ্য গণনা করতে পারে, তা কি
তোমরা জানতে না?"

১৬ এহুদা বললেন, "আমরা মালিকের কাছে কি জবাব দেব? কি কথা বলবো?
কিসেই বা নিজেদের নির্দোষ দেখাব? আল্লাহ্ তাঁর গোলামদের অপরাধ দেখিয়ে
দিয়েছেন। দেখুন, আমরা ও যার কাছে বাটি পাওয়া গেছে– আমরা সকলেই মালিকের
গোলাম হলাম।"

১৭ ইউসুফ বললেন, "না, এমন কাজ আমি কখনও করবো না। যার কাছে বাটি
পাওয়া গেছে, কেবল সেই আমার গোলাম হবে। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্তে তোমাদের বাবার
কাছে ফিরে যাও।"

বিন্‌ইয়ামীনের জন্য এহুদার অনুরোধ

১৮ তখন এহুদা কাছে গিয়ে বললেন, "হে প্রভু, দয়া করে আপনার গোলামকে
আপনার কাছে একটা কথা বলতে দিন। আপনার গোলামের উপর রাগ করবেন না,
যদিও আপনি ফেরাউনের মত। ১৯ হুজুর এই গোলামদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,
'তোমাদের বাবা কি বেঁচে আছে বা আর কোন ভাই আছে?' ২০ আমরা উত্তরে বলেছিলাম,
'আমাদের এক বুড়ো বাবা আছেন এবং তাঁর বুড়ো কালের একটা ছোট ছেলে আছে, আর
সেই ছেলেটির ভাই মারা গেছে। আর একই মায়ের সন্তান হিসাবে এখন সে কেবল
একাই আছে। তার বাবা তাকে খুব ভালবাসেন।

২১ "পরে আপনি এই গোলামদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার কাছে তাকে নিয়ে
এসো, আমি তাকে নিজের চোখে তাকে দেখবো।' ২২ তখন আমরা আমাদের প্রভুকে
বলেছিলাম, 'সেই যুবক তার বাবাকে ছেড়ে আসতে পারবে না, সে বাবাকে ছেড়ে আসলে
বাবা বাঁচবে না।' ২৩ তাতে আপনি এই গোলামদেরকে বলেছিলেন, 'সেই ছোট ভাইটি
তোমাদের সংগে না আসলে তোমরা আমার মুখ আর দেখতে পাবে না।' ২৪ আপনার
গোলাম যিনি আমার বাবা, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রভুর সেই সব কথা বললাম।

২৫ "পরে আমাদের বাবা বললেন, 'তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু খাবার
শস্য কিনে আন।' ২৬ আমরা বললাম, 'আমরা সেখানে যেতে পারব না যদি না আমাদের
ছোট ভাই আমাদের সংগে সেখানে যায়। কারণ ছোট ভাইটি সংগে না থাকলে আমরা
সেই লোকের মুখ দেখতে পাব না।'

২৭ "তাতে আপনার গোলাম, আমার বাবা বললেন, 'তোমরা জান, আমার সেই স্ত্রীর
মাত্র দু'টি ছেলের জন্ম হয়েছিল। ২৮ তাদের মধ্যে এক জন আমার কাছ থেকে বেরিয়ে
গেল, আর আমি বললাম, 'নিশ্চয় কোন জানোয়ার তাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে
ফেলেছে। আর সেই সময় থেকে আমি তাকে আর দেখতে পাই নি। ২৯ এখন আমার

কাছ থেকে একেও নিয়ে গেলে যদি এর কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকে এই বুড়ো
বয়সে আমাকে কবরে নামিয়ে দেবে।’

৩০ “সেজন্য আপনার গোলাম যিনি আমার বাবা, আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলে যদি
আমাদের সংগে এই যুবক না থাকে, তবে এই যুবকের প্রাণের সংগে তাঁর প্রাণ বাঁধা
আছে বলে, ৩১ যুবকটি সংগে নাই দেখলে তিনি মারা যাবেন। এভাবে আপনার এই
গোলামেরা শোকে বুড়ো বয়সে আপনার গোলাম আমাদের বাবাকে কবরে নামিয়ে দেবে।
৩২ আবার আপনার গোলাম আমি বাবার কাছে এই যুবকটির জামিন হয়ে বলেছিলাম,
‘আমি যদি তাকে তোমার কাছে না আনি, তবে সারা জীবন তোমার কাছে দোষী হয়ে
থাকব।’ ৩৩ তাই দয়া করে এই যুবকটির বদলে আপনার গোলাম আমাকে প্রভুর গোলাম
করে রাখুন, কিন্তু এই যুবককে আপনি তার ভাইদের সংগে যেতে দিন। ৩৪ কারণ এই
যুবকটি আমার সংগে না থাকলে আমি কিভাবে বাবার কাছে যাব? তা করলে আমার বাব-
ার যে বিপদ ঘটবে, তা আমাকে দেখতে হবে।”

হযরত ইউসুফের পরিচয় দেওয়া

৪৫ ১ তখন ইউসুফ তাঁর কাছে থাকা কর্মচারীদের সামনে নিজেকে সামলে
রাখতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বললেন, “আমার সামনে থেকে
সবাই চলে যাও!” তাতে সবাই তার কাছ থেকে চলে গেল। আর তখনই ইউসুফ ভাইদের
কাছে নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন। ২ তিনি এত জোরে কাঁদতে লাগলেন যে,
মিসরীয়েরা তা শুনতে পেল। ফেরাউনের বাড়ির লোকেরাও সেই খবর পেল।

৩ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, “আমি ইউসুফ! আমার বাবা কি এখনও
জীবিত আছেন?” এতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সামনে ভীষণ ভয় পেলেন। তারা তাঁর কথার
কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

৪ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের বললেন, “আমার কাছে এসো।” তাঁরা কাছে গেলে
পর তিনি বললেন, “আমি তোমাদের ভাই ইউসুফ। তোমরা আমাকে মিসরে যাওয়া
লোকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলে। ৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই জায়গায় বিক্রি
করেছ বলে এখন দুঃখ পেয়ো না বা বিরক্ত হয়ো না। মানুষের প্রাণ রক্ষা করার জন্য
আল্লাহ্‌ই আমাকে তোমাদের আগে এখানে পাঠিয়েছেন। ৬ কারণ দুই বছর থেকে দেশে
দুর্ভিক্ষ চলছে। এই দুর্ভিক্ষ আরও পাঁচ বছর পর্যন্ত চলবে। তখন কোন রকম ফসল
বোনাও হবে না কাটাও হবে না। ৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখতে
ও তোমাদের জীবন রক্ষা করতে তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়েছেন। ৮ কাজেই
তোমরাই যে আমাকে এই জায়গায় পাঠিয়েছ তা নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ই পাঠিয়েছেন। তিনি
আমাকে ফেরাউনের বাবার জায়গায় রেখেছেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ির সবকিছুর কর্তা
করেছেন ও সমস্ত মিসর দেশের উপরে শাসনকর্তা করেছেন।

৯ তোমরা তাড়াতাড়ি করে আমার বাবার কাছে যাও। তোমরা তাঁকে গিয়ে বলো,
“তোমার ছেলে ইউসুফ এই কথা বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌ আমাকে সমস্ত মিসর দেশের উপর
কর্তা করেছেন। তুমি আমার কাছে চলে এসো, দেরি কোরো না। ১০ তুমি তোমার

BACIB
International Bible
CHURCH

ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি, তোমার পশু ও ভেড়ার পাল, ও তোমার অন্য যা কিছু আছে
সেই সব কিছু নিয়ে গোশন এলাকায় বাস করবে। তুমি আমার কাছেই বাস করবে।
১১ সেই জায়গায় আমি তোমার খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করবো। এই দুর্ভিক্ষ আরও পাঁচ
বছর থাকবে। তুমি এখানে না আসলে তুমি ও তোমার পরিবার ও তোমার সব লোকের
উপর চরম অবস্থা নেমে আসবে।'

১২ "দেখ, তোমরা নিজের চোখেই সব কিছু দেখছ– এমন কি আমার নিজের ভাই
বিন্‌ইয়ামীনও নিজের চোখে দেখছে যে, আমি নিজেই তোমাদের সংগে কথা বলছি।
১৩ তোমরা এই মিসর দেশে আমার যে সম্মান আর যে সব বিষয় দেখতে পেয়েছ, সেই
সব আমার বাবাকে নিশ্চয়ই জানাবে। এখন তোমরা গিয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি এই জায়গায়
নিয়ে এসো।"

১৪ পরে ইউসুফ তাঁর ভাই বিন্‌ইয়ামীনের গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন। বিন্‌ইয়ামীনও
তাঁর গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন। ১৫ ইউসুফ অন্য সব ভাইকেও চুম্বন করলেন ও তাঁদের
গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। তারপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সংগে কথাবার্তা বলতে
লাগলেন।

১৬ ইউসুফের ভাইয়েরা এসেছে, এই খবর যখন ফেরাউনের বাড়িতে পৌঁছালে
ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তারা সবাই খুশি হলেন। ১৭ ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, "তুমি
তোমার ভাইদের বলো, তোমরা এই কাজ কর; তোমাদের পশুদের পিঠে শস্য চাপিয়ে
কেনান দেশে ফিরে যাও। ১৮ এর পর তোমাদের বাবাকে ও নিজের নিজের পরিবারকে
আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তোমাদেরকে মিসর দেশের সবচেয়ে ভাল ভাল জিনিস
দেব, আর তোমরা দেশের সেরা সব জিনিস ভোগ করবে। ১৯ এখন তোমার ভাইদের
বলার জন্য তোমার প্রতি আমার এই আদেশ রইল। তাদের বলো, "তোমরা এই কাজ
কর, তোমাদের ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীদের জন্য মিসর দেশ থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে
গিয়ে তাদের ও তাঁদের বাবাকে নিয়ে এখানে এসো। ২০ তোমরা তোমাদের জিনিসপত্রের
জন্য চিন্তা কোরো না, কারণ মিসর দেশের সমস্ত ভাল ভাল জিনিসপত্র তো
তোমাদেরই।"

২১ তখন ইসরাইলের ছেলেরা তা-ই করলেন। ইউসুফ ফেরাউনের আদেশ অনুসারে
তাদেরকে ঘোড়ার গাড়ি দিলেন এবং পথের জন্য খাবার-দাবার দিয়ে দিলেন। ২২ তিনি
প্রত্যেক জনকে এক এক জোড়া কাপড় দিলেন, কিন্তু বিন্‌ইয়ামীনকে তিনশো রূপার টাকা
ও পাঁচ জোড়া কাপড় দিলেন। ২৩ বাবার জন্য দশটা গাধায় চাপিয়ে মিসরের সবচেয়ে
ভাল ভাল জিনিসপত্র দিয়ে দিলেন। এছাড়া বাবাকে মিসরে নিয়ে আসবার সময়ে পথের
জন্য দশটা গাধীতে চাপিয়ে শস্য, রুটি অন্যান্য খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিলেন। ২৪ এভাবে
তিনি তাঁর ভাইদেরকে বিদায় দিলে তাঁরা চলে গেলেন। তিনি তাঁদেরকে বলে দিলেন,
"পথে ঝগড়া-বিবাদ কোরো না।"

২৫ পরে তাঁরা মিসর থেকে যাত্রা করে কেনান দেশে তাঁদের বাবা ইয়াকুবের কাছে
উপস্থিত হলেন।

২৬ তাঁরা তাঁকে বললেন, “ইউসুফ এখনও বেঁচে আছে। সে এখন সমস্ত মিসর
দেশের শাসনকর্তা হয়েছে।” কিন্তু ইয়াকুব এই কথা শুনে অবাক হয়ে রইলেন, কারণ
তাঁদের কথায় তাঁর বিশ্বাস হল না। ২৭ কিন্তু ইউসুফ তাঁদেরকে যে সব কথা বলেছিলেন,
সেই সব যখন তাঁরা তাঁকে বললেন এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ইউসুফ যে সব ঘোড়ার
গাড়ি পাঠিয়েছিলেন তা যখন তিনি দেখলেন, তখন তাঁদের বাবা ইয়াকুবের অবাক হওয়ার
অবস্থাটা কেটে গেল। ২৮ ইসরাইল বললেন, “আমার ছেলে ইউসুফ এখনও বেঁচে আছে
এই যথেষ্ট। আমি সেখানে যাব এবং মৃত্যুর আগে গিয়ে তাকে দেখব।”

হযরত ইয়াকুবের মিসর যাত্রা

৪৬ ১ পরে ইসরাইল তাঁর সমস্ত কিছু নিয়ে যাত্রা করে বের্‌-শেবাতে এলেন।
তিনি সেখানে তাঁর পিতা ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী করলেন।
২ পরে আল্লাহ্‌ রাতে ইসরাইলকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন ডাকলেন, ‘হে ইয়াকুব, হে
ইয়াকুব!”

জবাবে তিনি বললেন, “দেখুন, এই আমি।”

৩ তখন তিনি বললেন, “আমি আল্লাহ্‌, তোমার পিতার আল্লাহ্‌। তুমি মিসরে যেতে
ভয় কোরো না। আমি সেই জায়গাতেই তোমাকে বড় জাতি হিসাবে গড়ে তুলবো।
৪ আমিই তোমার সংগে মিসরে যাব এবং আমিই সেই জায়গা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে
আনবো। আর তোমার মৃত্যুর সময়ে ইউসুফ তোমার চোখ বুজিয়ে দেবে।”

৫ পরে ইয়াকুব বের্‌-শেবা থেকে মিসরে রওনা দিলেন। ইসরাইলের ছেলেরা তাঁদের
বাবা ইয়াকুবকে এবং নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীদেরকে সেই সব ঘোড়ার
গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন। ফেরাউন সেই সব গাড়ী তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য
পাঠিয়েছিলেন। ৬ পরে তাঁরা, ইয়াকুব ও তাঁর পরিবারের সবাই, তাদের সব পশু ও
কেনান দেশে যে সব ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন সেই সব নিয়ে মিসর দেশে গিয়ে
পৌঁছালেন। ৭ এভাবে ইয়াকুব তাঁর সব ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাত্‌নী অর্থাৎ তাঁর বংশের
সকলকে নিয়ে মিসরে গেলেন।

৮ এ হল বনি-ইসরাইলদের, অর্থাৎ ইয়াকুব ও তাঁর বংশের লোকদের নাম, যাঁরা
মিসরে গেলেন। ইয়াকুবের বড় ছেলে রূবেণ।

৯ রূবেণের ছেলে হনোক, পল্‌লু, হিষ্রোণ ও কর্মি। ১০ শিমিয়োনের ছেলে যিমূয়েল,
যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও তার কেনানীয়া স্ত্রীজাত ছেলে শৌল। ১১ লেবির ছেলে
গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। ১২ এহুদার ছেলে এর, ওনন, শেলা, পেরস ও সেরহ। কিন্তু
এর ও ওনন কেনান দেশে মারা গিয়েছিল। আর পেরসের ছেলে হিষ্রোণ ও হামূল।
১৩ ইষাখরের ছেলে তোলয়, পূয়, যোব ও শিম্রোণ। ১৪ সবূলূনের ছেলে সেরদ, এলোন ও
যহলেল। ১৫ এরা লেয়ার সন্তান; তিনি পদ্দন্‌-অরামে ইয়াকুবের জন্য এদেরকে ও তাঁর
মেয়ে দীণার জন্ম দিয়েছিল। ইয়াকুবের এই ছেলেমেয়েরা মোট তেত্রিশ জন।

১৬ গাদের ছেলে সিফিয়োন, হগি, শূনী, ইষ্‌বোন, এরি, অরোদী ও অরেলী।
১৭ আশেরের ছেলে যিম্না, যিশ্‌বা, যিশ্‌বি, বরিয় ও তাদের বোন সেরহ। বরিয়ের ছেলে

হেবর ও মল্কীয়েল। ১৮ এরা সেই সিল্পপার সন্তান, যাকে লাবন তাঁর মেয়ে লেয়াকে বাঁদী হিসাবে দিয়েছিলেন। সে ইয়াকুবের জন্য এদেরকে জন্ম দিয়েছিল। এরা ছিল মোট ষোল জন।

১৯ ইয়াকুবের স্ত্রী রাহেলার ছেলে ইউসুফ ও বিন্‌ইয়ামীন। ২০ ইউসুফের ছেলে মানশা ও আফরাহীম মিসর দেশে জন্মেছিল। ওন শহরের পোটীফেরঃ পুরোহিতের মেয়ে আসনৎ ইউসুফের জন্য তাদেরকে জন্ম দিয়েছিলেন। ২১ বিন্‌ইয়ামীনের ছেলে বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্‌পীম, হুপ্‌পীম ও অর্দ। ২২ এরা ছিল রাহেলার মধ্য দিয়ে ইয়াকুবের বংশধর। এরা ছিল মোট চৌদ্দজন।

২৩ দানের ছেলে হূশীম। ২৪ নপ্তালির ছেলে যহসিয়েল, গূনি, যেৎসর ও শিল্লেম। ২৫ এরা সেই বিল্‌হার সন্তান, যাকে লাবন নিজের মেয়ে রাহেলার বাঁদী হিসাবে দিয়েছিলেন। সে ইয়াকুবের জন্য এদেরকে জন্ম দিয়েছিল। এরা ছিল মোট সাত জন।

২৬ ইয়াকুবের বংশধর, যারা তাঁর সংগে মিসরে গেল, ইয়াকুবের ছেলের স্ত্রীরা ছাড়া তারা মোট ছেষট্টি জন। ২৭ মিসরে ইউসুফের যে ছেলেরা জন্মেছিল, তারা দুই জন। ইয়াকুবের পরিবারের লোক যারা মিসরে গেল, তারা ছিল মোট সত্তর জন।

হযরত ইয়াকুবের সংগে ইউসুফের সাক্ষাৎ হওয়া

২৮ পরে আগে ভাগেই গোশনের পথ দেখাবার জন্য ইয়াকুব তাঁর আগে এহুদাকে ইউসুফের কাছে পাঠালেন। আর শেষে তাঁরা গোশন প্রদেশে গিয়ে পৌঁছালেন। ২৯ তখন ইউসুফ নিজের ঘোড়ার গাড়ি সাজিয়ে গোশনে তাঁর বাবা ইসরাইলের সংগে দেখা করতে গেলেন। আর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। ৩০ তখন ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, “এখন আমি আমি মরতে প্রস্তুত, কারণ তুমি এখনও বেঁচে আছ আর আমি তোমার আবার মুখ দেখতে পেলাম।”

৩১ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদের ও বাবার পরিবারের অন্যান্য লোকদের বললেন, “আমি গিয়ে ফেরাউনকে খবর দেব, তাঁকে বলবো, ‘আমার ভাইয়েরা ও আমার বাবার বংশের লোকজন কেনান দেশ থেকে আমার কাছে এসেছেন। ৩২ তাঁরা ভেড়ার রাখাল। পশুপালন করাই তাঁদের কাজ। তাঁরা তাঁদের ছাগল-ভেড়া, গরুর পাল এবং সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এসেছেন। ৩৩ তাতে ফেরাউন যখন তোমাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের পেশা কি? ৩৪ তখন তোমরা বলবে, ‘আপনার এই গোলামেরা ও তাদের পূর্বপুরুষেরা ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত পশুপালন করে আসছে।’ তাতে তোমরা গোশন প্রদেশে বাস করার অনুমতি পাবে; কারণ যারা পশুপালন করে মিসরীয়রা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে।”

মিসরে হযরত ইয়াকুবের পরিবার

৪৭ ১ পরে ইউসুফ গিয়ে ফেরাউনকে বললেন, “আমার বাবা ও ভাইয়েরা তাদের পশুপাল এবং সমস্ত কিছু নিয়ে কেনান দেশ থেকে এখানে এসেছেন। তাঁরা এখন গোশন প্রদেশে আছেন।” ২ তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে পাঁচ জনকে নিয়ে ফেরাউনের সামনে উপস্থিত করলেন। ৩ তাতে ফেরাউন ইউসুফের ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

BACIB
International Bible
CHURCH

“তোমাদের পেশা কি?” তাঁরা ফেরাউনকে বললেন, “আপনার এই গোলামেরা পশু পালন
করে, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা করতেন।”
৪ তারা ফেরাউনকে আরও বললেন, “আমরা এই দেশে কিছু কালের জন্য থাকতে
এসেছি। কেনান দেশে আপনার এই গোলামদের পশুপালের চরে খাবার ঘাস নেই।
কেনান দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছে। তাই দয়া করে আপনার এই গোলামদেরকে গোশন
প্রদেশে বাস করবার অনুমতি দিন।”
৫ ফেরাউন ইউসুফকে বললেন, “তোমার বাবা ও ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে।
৬ মিসর দেশ তোমার সামনেই রয়েছে। দেশের ভাল জায়গায় তোমার বাবা ও
ভাইদেরকে বাস করতে দাও। তারা গোশন প্রদেশে বাস করুক। আর যদি তাদের মধ্যে
যোগ্য লোক পাও, তবে আমার পশুপালের দেখাশুনা করার ভারও তাদের উপর দাও।”
৭ পরে ইউসুফ তাঁর বাবা ইয়াকুবকে এনে ফেরাউনের সামনে উপস্থিত করলেন।
ইয়াকুব ফেরাউনকে দোয়া করলেন। ৮ তখন ফেরাউন ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলেন,
“আপনার বয়স কত?”
৯ ইয়াকুব ফেরাউনকে বললেন, “এই পৃথিবীতে যতদিন আছি তাতে আমার একশো
ত্রিশ বছর কেটে গেছে। আমার আয়ুর এই অল্প দিনগুলো কষ্টেই কেটেছে। তবে আমার
পূর্বপুরুষদের আয়ুর মত আয়ু আমি পাই নি।” ১০ পরে ইয়াকুব ফেরাউনকে দোয়া করে
তাঁর সামনে থেকে বিদায় নিলেন।
১১ তখন ইউসুফ ফেরাউনের আদেশ অনুসারে মিসর দেশের ভাল জায়গায় বাস
করতে দিলেন। তিনি সেখানে জায়গা-জমি দিয়ে তাঁর বাবা ও ভাইদেরকে বসিয়ে
দিলেন। ১২ ইউসুফ তাঁর বাবা ও ভাইদের এবং তাঁদের পরিবারগুলোকে খাবারের যোগান
দিতে লাগলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অনুসারেই তা দেওয়া হত।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষ ব্যবস্থা

১৩ সেই সময় সারা দেশের কোথাও কোন খাবার শস্য ছিল না, কারণ ভীষণ দুর্ভিক্ষ
হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের ফলে মিসর ও কেনান দেশের লোকেরা হতাশ হয়ে পড়লো।
১৪ মিসর ও কেনান দেশে যত টাকা ছিল লোকেরা সেই সব টাকা দিয়ে শস্য কিনেছিল।
ইউসুফ সেই সব টাকা নিয়ে ফেরাউনের রাজ-বাড়িতে জমা দিলেন। ১৫ এভাবে মিসর ও
কেনান দেশে লোকদের টাকা শেষ হয়ে গেল। এর পর মিসরীয়েরা সকলে ইউসুফের
কাছে এসে বললো, “আমাদেরকে খাবার দিন, আমাদের টাকা শেষ হয়ে গেছে বলে
আমরা কি আপনার সামনে মারা যাবো?”
১৬ ইউসুফ বললেন, “যদি টাকা শেষ হয়ে থাকে, তবে তোমাদের পশু দাও।
তোমাদের পশুর বদলে আমি তোমাদেরকে খাবার দেব।”
১৭ তখন তারা তাদের পশু ইউসুফের কাছে আনলে পর ইউসুফ তাদের ঘোড়া,
ভেড়ার পাল, গরুর পাল ও গাধার বদলে তাদেরকে খাবার দিতে লাগলেন। এভাবে
ইউসুফ তাদের সব পশু নিয়ে সেই বছর তাদের খাবার শস্য দিলেন।
১৮ সেই বছর কেটে গেলে পর দ্বিতীয় বছরে তারা তাঁর কাছে এসে বললো, “আমরা

প্রভুর কাছে কিছু গোপন করবো না। আমাদের সব টাকা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের
পশুগুলোও আপনার হয়েছে। এখন প্রভুকে দেবার জন্য আর কিছুই নেই। কেবল বাকী
আছে আমাদের শরীর ও জায়গা-জমি। ১৯ আমরা আমাদের জায়গা-জমি থাকতে আপন-
ার চোখের সামনে কেন মারা যাব? আপনি খাবার শস্য দিয়ে আমাদেরকে ও আমাদের
জায়গা-জমি কিনে নিন। আমাদের জায়গা-জমির সংগে আমরাও ফেরাউনের গোলাম হয়ে
থাকব। আর আপনি আমাদেরকে বীজ দিন, তা হলে আমরা বাঁচবো, মারা পড়বো না,
জায়গা-জমিও নষ্ট হবে না।”

২০ তখন ইউসুফ মিসরের সব জমি ফেরাউনের জন্য কিনে নিলেন, কারণ দুর্ভিক্ষের
কষ্ট তাদের অসহ্য হওয়াতে মিসরীয়েরা প্রত্যেকে নিজের নিজের জমি বিক্রি করে দিল।
সেজন্য মিসর দেশের সমস্ত জায়গা-জমি ফেরাউনের হল। ২১ তিনি মিসরের এক সীমা
থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত লোকদেরকে নানা শহরে সরিয়ে আনলেন। ২২ তিনি কেবল
পুরোহিতদের জমি কিনে নিলেন না। এর কারণ হল ফেরাউন পুরোহিতদেরকে ভাতা
দিতেন এবং তারা ফেরাউনের দেওয়া ভাতা দিয়েই চলতো। এজন্য তারা নিজের নিজের
জমি বিক্রি করলো না।

২৩ পরে ইউসুফ লোকদেরকে বললেন, “দেখ, আমি আজ তোমাদেরকে ও
তোমাদের জায়গা-জমি ফেরাউনের জন্য কিনে নিলাম। এখন এই বীজ নাও, আর তা
নিয়ে জমিতে বোন। ২৪ তাতে যে সব ফসল হবে, তার পাঁচ ভাগে একভাগ ফেরাউনকে
দিও। তোমাদের বাকী চার ভাগ থাকবে জমির বীজের জন্য এবং তোমাদের ও তোমাদের
পরিবারের ও শিশুদের খাবারের জন্য।”

২৫ তাতে তারা বললো, “আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন। আমাদের প্রতি
আপনার দয়া থাকুক। আমরা ফেরাউনের গোলাম হয়ে থাকব।”

২৬ পরে মিসরের জায়গা-জমি সম্বন্ধে ইউসুফ এই আইন পাশ করলেন যে, সব
ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ফেরাউনের হবে। আর এই আইন আজও পর্যন্ত চলছে।
কেবল পুরোহিতদের জমি ফেরাউনের হয় নি।

২৭ ইসরাইলরা মিসর দেশের গোশন এলাকায় বাস করতে লাগল। তারা সেখানে
জায়গা-জমির অধিকার পেল। তারা অনেক সন্তানের জন্ম দিয়ে সংখ্যায় অনেক বেড়ে
উঠলো।

হযরত ইয়াকুবের জীবনের শেষের দিনগুলো

২৮ ইয়াকুব মিসর দেশে যাওয়ার পর আরও সতেরো বছর বেঁচে রইলেন। তিনি মোট
একশো সাতচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। ২৯ পরে ইসরাইলের মৃত্যুর সময় কাছে এসে
গেল। তখন তিনি তাঁর ছেলে ইউসুফকে ডেকে এনে বললেন, “আমি যদি তোমার চোখে
দয়া লাভ করে থাকি, তবে তুমি আমার উরুর নিচে হাত রেখে কথা দাও যে, তুমি আমার
প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা দেখাবে। আমাকে মিসর দেশে কবর দেবে না। ৩০ আমি যখন
আমার পূর্বপুরুষদের কাছে বিশ্রাম করতে যাব, তখন তুমি আমাকে মিসর থেকে নিয়ে
গিয়ে তাঁদের কবরস্থানে কবর দিও।” ইউসুফ বললেন, “আপনি যা বললেন, তা-ই

করবো।”

৩১ ইয়াকুব তাঁকে শপথ করতে বললে, তিনি তাঁর কাছে শপথ করলেন। তখন ইসরাইল বিছানার শিয়রের দিকে সেজ্‌দা পড়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করলেন।

হযরত ইউসুফের দুই ছেলের প্রতি দোয়া

৪৮ ১ এসব ঘটনার কিছু দিন পর কোন এক জন ইউসুফকে বললো, “আপনার
বাবা অসুস্থ।” তাতে তিনি তাঁর দুই ছেলে মানশা ও আফরাহীমকে সংগে
নিয়ে সেখানে গেলেন। ২ তখন কেউ ইয়াকুবকে খবর দিয়ে বললো, “আপনার ছেলে
ইউসুফ এসেছেন।” তাতে ইসরাইল দেহের সব শক্তি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন।
৩ ইয়াকুব ইউসুফকে বললেন, “কেনান দেশের লূস শহরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাকে
দেখা দিয়ে দোয়া করে বলেছিলেন, ৪ ‘আমি তোমাকে ফলবান করবো ও তোমার
লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেব। তোমার মধ্য থেকে একটা বহু গোষ্ঠীর জাতি সৃষ্টি
করবো এবং তোমার বংশকে চিরস্থায়ী অধিকার হিসাবে এই দেশ দেব।’ ৫ মিসরে
তোমার কাছে আমার আসার আগে তোমার যে দুই ছেলে মিসর দেশে জন্মেছে, তারা
আমারই। রূবেণ ও শিমিয়োনের মত আফরাহীম ও মানশা আমারই হবে। ৬ কিন্তু তুমি
এদের পরে যাদের জন্ম দিয়েছ, তোমার সেই সন্তানদের তোমার বলে ধরা হবে। যে
সমস্ত জায়গা-জমি উত্তরাধিকার হিসাবে তারা পাবে তখন এই দুই ভাইয়ের নামেই তার
অধিকার পাবে। ৭ পদ্দন থেকে আমার আসার সময়ে কেনান দেশে ইফ্রাথে পৌঁছাতে অল্প
পথ বাকী থাকতেই রাহেলা মারা গেল। তাতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমি
সেখানে, ইফ্রাথের, অর্থাৎ বেথেলহেমের পথের পাশে তাঁকে কবর দিলাম।

৮ পরে ইসরাইল ইউসুফের দুই ছেলেকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “এরা কারা?”

৯ ইউসুফ তাঁর বাবাকে বললেন, “ওরা আমার ছেলে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ এই দেশে
আমাকে দিয়েছেন।”

তখন তিনি বললেন, “ওদেরকে আমার কাছে আন, আমি এদেরকে দোয়া করবো।”

১০ তখন ইসরাইলের অনেক বয়স হয়ে যাওয়াতে তিনি ভাল করে দেখতে পেতেন
না। তাই তাদের তাঁর কাছে আনা হলে তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।
১১ পরে ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, “আমি ভেবেছিলাম, তোমার মুখ আর দেখতে পাব
না। কিন্তু দেখ, আল্লাহ্‌ আমাকে তোমার ছেলেদেরকেও দেখতে দিলেন।”

১২ তখন ইউসুফ তাদেরকে ইয়াকুবের হাঁটুর পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন ও মাটিতে
উবুর হয়ে বাবাকে সালাম করলেন। ১৩ পরে ইউসুফ দুই ছেলেকে ইসরাইলের কাছে
আনলেন। তিনি ডান হাত দিয়ে আফরাহীমকে ধরে ইসরাইলের বাম দিকে ও বাম হাত
দিয়ে মানশাকে ধরে ইসরাইলের ডান দিকে রাখলেন। ১৪ তখন ইসরাইল ডান হাত
বাড়িয়ে আফরাহীমের মাথার উপরে রাখলেন যদিও সে ছোট ছেলে এবং বাম হাত
মানশার মাথার উপর রাখলেন যদিও সে বড় ছেলে।

১৫ পরে তিনি ইউসুফকে দোয়া করে বললেন, “সেই আল্লাহ্‌, যাঁর সামনে আমার
পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক চলতেন– সেই আল্লাহ্‌, যিনি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত

আমাকে রাখালের মত পালন করে আসছেন– ১৬ সেই ফেরেশতা, যিনি আমাকে সব
বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনিই এই ছেলে দু'টিকে দোয়া করুন। এদের মধ্য
দিয়েই আমার ও আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইস্‌হাকের নাম বেঁচে থাকুক। এই পৃথিবীর
উপরে এদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে উঠুক।"

১৭ তখন আফরাহীমের মাথায় বাবা ডান হাত দিয়েছেন দেখে ইউসুফ অসন্তুষ্ট
হলেন। তিনি আফরাহীমের মাথা থেকে বাবার হাত মানশার মাথায় রাখার জন্য তাঁর
হাতটি তুলে ধরলেন। ১৮ ইউসুফ বাবাকে বললেন, "বাবা, এমন না হোক, এই যে
আমার বড় ছেলে, এরই মাথায় ডান হাত রাখুন।"

১৯ কিন্তু তাঁর বাবা তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "বাছা, তা আমি জানি, আমি
জানি; এও এক বড় বংশ হবে এবং মহান হবে। কিন্তু এর ছোট ভাই তার চেয়েও মহান
হবে ও তার বংশের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো জাতি গড়ে উঠবে।"

২০ সেদিন তিনি তাদেরকে দোয়া করে বললেন, "ইসরাইল জাতি তোমাদের নাম
করে দোয়া করবে। তারা বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাকে আফরাহীম ও মানশার মত করুন।'
" এভাবে তিনি মানশা থেকে আফরাহীমকে বড় স্থান দিলেন।

২১ পরে ইসরাইল ইউসুফকে বললেন, "দেখ, আমার মৃত্যুর সময় কাছে এসে
গেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের সংগে সংগে থাকবেন ও তোমাদেরকে আবার তোমাদের
পূর্বপুরুষদের দেশে নিয়ে যাবেন। ২২ তোমার ভাইদের চেয়ে তোমাকে আমি একটু বেশি
সম্পত্তি দিলাম। আমি নিজের তলোয়ার ও ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে যে জায়গাটি
আমোরীয়দের হাত থেকে অধিকার করেছিলাম তা আমি তোমাকে দিলাম।

ছেলেদের প্রতি হযরত ইয়াকুব দোয়া

৪৯ ১ পরে ইয়াকুব তাঁর ছেলেদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা একসংগে জড়ো
হও। ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি যা ঘটবে তা আমি তোমাদেরকে বলছি।

২ "ইয়াকুবের ছেলেরা, একসংগে জড়ো হও, শোন,
তোমাদের পিতা ইসরাইলের কথা শোন।

৩ "রূবেণ, তুমি আমার বড় ছেলে,
আমার বল ও আমার শক্তির প্রথম ফল,
তুমি সম্মান ও শক্তিতে সবার উপরে।
৪ তুমি যেন অশান্ত পানির মাতামাতি,
কিন্তু সবার উপরে থাকার সম্মান আর থাকবে না;
কারণ তুমি নিজের বাবার বিছানায় গিয়েছিলে;
তখন অপবিত্র কাজ করেছিলে;
তুমি আমার বিছানা অপবিত্র করেছে।

৫ "শিমিয়োন ও লেবি দুই ভাই;

তাদের তলোয়ার হল অত্যাচারের অস্ত্র।
৬ তাদের ষড়যন্ত্রে আমি নেই, তাদের সভায় আমি থাকি না;
কারণ তারা ভীষণ রেগে গিয়ে খুন করলো,
তারা তাদের খুশীমতই ষাড়ের শিরা কেটে দিল।
৭ তাদের ভীষণ রাগের প্রতি অভিশাপ পড়ুক, কারণ তা ভয়ংকর;
তাদের জ্বলন্ত রাগ খুবই নিষ্ঠুর;
আমি তাদের গোষ্ঠী যাকোবের বংশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেব,
ইসরাইলের মধ্যে তাদেরকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব।

৮ "এহুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমার প্রশংসা করবে;
তোমার হাত তোমার শত্রুদের ঘাড় ধরবে;
তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে উবুড় হয়ে সম্মান দেখাবে।
৯ হে এহুদা তুমি সিংহের বাচ্চা;
ছেলে আমার, তুমি হরিণ শিকার থেকে উঠে আসলে;
সিংহের মতই সে ওৎ পেতে থাকে, সিংহীর মত শুয়ে থাকে–
কে তাকে ওঠাবে?
১০ এহুদা থেকে রাজ-শাসন যাবে না,
তার দু'পায়ের মধ্য থেকে বিচারের লাঠি যাবে না,
যে পর্যন্ত শীলো না আসেন;
জাতিরা তাঁরই বাধ্য থাকবে।
১১ সে আংগুর গাছের সংগে তাঁর গাধা বাঁধবে,
তাঁর গাধার বাচ্চা বাঁধবে ভাল আংগুরের ডালে;
সে আংগুর-রসে নিজের কাপড় কাচবে,
আংগুরের লাল রসে নিজের কাপড় কাচবে।
১২ তার চোখ আংগুর-রসের চেয়ে লাল হবে,
তার দাঁত দুধের চেয়ে সাদা হবে।

১৩ "সবূলূন সাগরের ধারে বাস করবে,
সে জাহাজ ভিড়বার বন্দর হবে;
সিডন পর্যন্ত তার সীমা হবে।

১৪ "ইষাখর হল একটা শক্তিশালী গাধা,
সে দু'টা খোঁয়াড়ের মাঝখানে শুয়ে থাকে।
১৫ সে যখন দেখলো, বিশ্রামের জায়গা কত ভাল!
কত সুন্দর তার দেশ!

BACIB
International Bible
CHURCH

তাই বোঝা বইতে তার কাঁধ পেতে দিল,
আর গোলামের মত কঠিন পরিশ্রমকেও মেনে নিল।

১৬ “দান ইসরাইলের একটি বংশ হিসাবে
তার লোকদের জন্য ন্যায় বিচার করবে।
১৭ দান যেন পথের পাশে থাকা সাপ,
সে পথের মধ্যে থাকা সাপ,
যে ঘোড়ার পায়ে ছোবল মারে,
যেন ঘোড়সওয়ার উল্টে পিছনে পড়ে যায়।

১৮ হে মাবুদ, আমি তোমার উদ্ধারের অপেক্ষায় আছি।”

১৯ “গাদকে সৈন্যদল আঘাত করবে;
কিন্তু সে তাদের গোড়ালিতে আঘাত করবে।

২০ “আশেরের জমিতে খুব ভাল খাবার জন্মাবে;
সে বাদশাহ্‌দের জন্য সুস্বাদু খাবারের যোগান দেবে।

২১ “নপ্তালি হল বাঁধন-হারা হরিণী,
সে সুন্দর সুন্দর কথা বলে।

২২ “ইউসুফ হল ফলে ভরা আংগুর লতা,
ঝর্ণার কিনারায় থাকা ফলে ভরা আংগুর লতা,
যার লতাগুলো দেয়ালের উপরে উঠে গেছে।
২৩ ধনুকধারীরা তাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল,
শত্রুতা করে তীর ছুঁড়ে আঘাত করেছিল।
২৪ কিন্তু তার ধনুক স্থির থাকলো,
তার শক্তিশালী হাত তেমনি চটপটে রইলো,
কারণ তার পেছনে রয়েছেন ইয়াকুবের সেই শক্তিমানের হাত,
সেই রাখাল, ইসরাইলের উঁচু পাথর।
২৫ কারণ তোমার বাবার আল্লাহ্‌, যিনি তোমার সাহায্য করেন,
কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যিনি তোমাকে দোয়া করবেন–
দোয়া করবেন উপরে থাকা আকাশের শিশির দিয়ে,
মাটির তলার ফোয়ারার পানি দিয়ে
স্ত্রীর গর্ভের সন্তান দিয়ে,

BACIB
International Bible
CHURCH

তাঁর বুকে দুধ দিয়ে।
২৬ আমার পূর্বপুরুষেরা যে দোয়া পেয়েছিলেন
তোমার বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি দোয়া লাভ করেছেন।
সেই দোয়া পুরানো পাহাড়গুলোর সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।
সেই সব দোয়া ইউসুফের মাথায় নেমে আসুক;
নেমে আসুক তাঁর মাথায় যে তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।
২৭ "বিন্‌ইয়ামীন হিংস্র নেকড়ের মত;
সকালে সে শিকারের পশু খাবে,
সন্ধ্যাকালে সে লুট করে আনা জিনিসপত্র ভাগ করবে।"
২৮ এঁরাই হল ইসরাইলের বারো বংশ। তাঁদের বাবা দোয়া করার সময়ে এই সব
কথা বললেন। তাঁদের বাবা তাঁদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ বিশেষ দোয়া করলেন।

হযরত ইয়াকুবের মৃত্যু

২৯ পরে ইয়াকুব তাঁদেরকে আদেশ দিয়ে বললেন, "আমাকে তাড়াতাড়ি আমার
পূর্বপুরুষের কাছে চলে যেতে হবে। হিট্টীয় ইফ্রোণের জমিতে যে গুহা আছে সেখানে
আমার পূর্বপুরুষদের কাছে আমার কবর দিও। ৩০ সেই গুহাটি কেনান দেশে মম্রির কাছে
মক্‌পেলায় রয়েছে। ইব্রাহিম কবরস্থানের জন্য হিট্টীয় ইফ্রোণের কাছ থেকে তা কিনে
নিয়েছিলেন। ৩১ সেই জায়গায় ইব্রাহিমের ও তাঁর স্ত্রী সারার কবর দেওয়া হয়েছে। সেই
জায়গায় ইস্‌হাকের ও তাঁর স্ত্রী রেবেকার কবর দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় আমি
লেয়াকেও কবর দিয়েছি। ৩২ সেই জমি ও তার মধ্যেকার গুহাটি হিট্টীয়দের কাছ থেকে
কিনে নেওয়া হয়েছিল।"

৩৩ ইয়াকুব তাঁর ছেলেদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া শেষ করার পর বিছানায় তাঁর পা
দু'টা তুলে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁর নিজের লোকদের
কাছে চলে গেলেন।

হযরত ইয়াকুবের কবর

৫০ ১ তখন ইউসুফ তাঁর বাবার মুখে মুখ দিয়ে কাঁদতে লাগলেন ও তাঁকে চুম্বন
করলেন। ২ পরে ইউসুফ তাঁর বাবার লাশ যাতে ক্ষয় না হয় সেজন্য তাঁর
অধীন ডাক্তার দিয়ে লাশ রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তাতে ডাক্তাররা ইসরাইলের লাশ
যাতে ক্ষয় না হয় তার ব্যবস্থা করলেন। ৩ তারা চল্লিশ দিন ধরে সেই কাজ করলো। মৃত
দেহ যাতে ক্ষয় না হয় সেই ব্যবস্থা করতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। আর মিসরীয়েরা তাঁর
জন্য সত্তর দিন ধরে শোক প্রকাশ করলো।

৪ সেই শোকের দিন পার হলে ইউসুফ ফেরাউনের মন্ত্রীদের বললেন, "যদি আমি
আপনাদের দয়া পেয়ে থাকি, তবে ফেরাউনকে এই কথা বলুন, ৫ 'আমার বাবা আমাকে
শপথ করিয়ে বলেছেন, "দেখ, আমি মারা যাচ্ছি, কেনান দেশে আমার জন্য যে কবর
ঠিক করে রেখেছি, তুমি আমাকে সেই কবরে রেখো।" তাই আমাকে বাবার লাশ কবর

দেবার জন্য যেতে দিন। আমি বাবাকে কবর দিয়ে আবার ফিরে আসবো।’ ”
৬ ফেরাউন বললেন, “যাও, তোমার বাবা তোমাকে যে শপথ করিয়েছেন, তুমি সেই
অনুসারে তাঁকে কবর দাও।”
৭ পরে ইউসুফ তাঁর বাবাকে কবর দেবার জন্য যাত্রা করলেন। আর ফেরাউনের
কর্মকর্তারা সকলে– তাঁর রাজ-বাড়ির কর্মকর্তারা সকলে ও মিসর দেশের সম্মানিত
সকলে– ৮ এছাড়া, ইউসুফের পরিবারের সবাই, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর বাবার পরিবারের
অন্য সকলে তাঁর সংগে গেলেন। তাঁরা কেবল তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েদের ও তাদের গরু
-ভেড়ার পাল গোশনে রেখে গেলেন। ৯ ইউসুফের সংগে অনেক ঘোড়ার গাড়ি ও
ঘোড়সওয়ার সহ একটি বিরাট দল চললো।
১০ পরে তাঁরা জর্ডানের অন্য পারে আটদের খামার পর্যন্ত গিয়ে বিলাপ করে
কান্নাকাটি করলেন। ইউসুফ সেই জায়গায় বাবার উদ্দেশে সাত দিন ধরে শোক-প্রকাশ
করলেন। ১১ আটদের খামারে তাঁদের এরকম শোক-প্রকাশ দেখে সেই দেশের বাসিন্দা
কেনানীয়েরা বললো, “এটা মিসরীয়দের গভীর শোক-প্রকাশ।” এজন্য জর্ডান নদীর
পারের এই জায়গার নাম হল আবেল্-মিস্রয়ীম (যার অর্থ, মিসরীয়দের শোক)।
১২ ইয়াকুব তাঁর ছেলেদেরকে যেরকম আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে
তাঁকে কবর দিল। ১৩ তাঁর ছেলেরা তাঁর লাশ কেনান দেশে নিয়ে গিয়ে মম্রির কাছে
মক্‌পেলা জমির গুহাতে তাঁকে কবর দিলেন। ইব্রাহিম কবরস্থানের জন্য, হিট্টীয় ইফ্রোণের
কাছ থেকে জমি সহ এই গুহাটা কিনে নিয়েছিলেন। ১৪ বাবাকে কবর দেওয়া হয়ে গেলে
পর ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং যত লোক তাঁর বাবাকে কবর দিতে তাঁর সংগে
গিয়েছিলেন তাঁরা সকলে মিসরে ফিরে এলেন।

হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়েরা

১৫ বাবার মৃত্যুর পর ইউসুফের ভাইয়েরা একে অন্যকে বললেন, “হয়তো ইউসুফ
এখন আমাদেরকে ঘৃণা করবে। আমরা তার যে সব অপকার করেছি এখন সে তার সব
প্রতিশোধ নেবে।”
১৬ তাঁরা ইউসুফের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন, “তোমার বাবা মারা যাবার আগে
এই আদেশ দিয়েছিলেন, ১৭ ‘তোমরা ইউসুফকে এই কথা বলো, তোমার ভাইয়েরা
তোমার প্রতি যে পাপ ও অন্যায় করেছে, এখন দয়া করে তুমি তোমার বাবার আল্লাহ্‌র
এই গোলামদের সেই অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করো।” তাঁদের এই কথা শুনে ইউসুফ
কাঁদতে লাগলেন।
১৮ পরে তাঁর ভাইয়েরা গিয়ে তাঁর সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে বললেন, “দেখ, আমরা
তোমার গোলাম।” ১৯ তখন ইউসুফ তাঁদেরকে বললেন, “ভয় কোরো না, আমি কি
আল্লাহ্‌র জায়গা নিতে পারি? ২০ তোমরা আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছিলে বটে, কিন্তু
আল্লাহ্‌ তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলের পরিকল্পনা করলেন। আজ যেরকম দেখছো, এভাবে
অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। ২১ তোমরা এখন ভয় পেয়ো না,
আমিই তোমাদের ও তোমাদের ছেলেমেয়েদের খাবারের যোগান দেব।” এভাবে তিনি

আশার কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

হযরত ইউসুফের মৃত্যু

২২ পরে ইউসুফ ও তাঁর বাবার পরিবারের লোকেরা মিসরে বাস করতে লাগলেন।
ইউসুফ একশো দশ বছর বেঁচে ছিলেন। ২৩ ইউসুফ আফরাহীমের নাতি পর্যন্ত দেখতে
পেয়েছিলেন। এছাড়া, মানশার ছেলে মাখীরের শিশু সন্তানদেরও জন্মের পরে ইউসুফের
কোলে দেওয়া হয়েছিল।

২৪ পরে ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে বললেন, "আমার মৃত্যুর সময় কাছে এসে গেছে।
কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের দেখাশুনা করবেন এবং ইব্রাহিম, ইস্হাক ও ইয়াকুবের
কাছে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তোমাদেরকে এই দেশ থেকে সেই দেশে নিয়ে
যাবেন।"

২৫ তারপর ইউসুফ ইসরাইলের ছেলেদের এই শপথ করিয়ে "আল্লাহ্ অবশ্য
তোমাদের দেখাশুনা করবেন। তোমরা এই জায়গা থেকে যাবার সময়ে আমার হাড়গোড়
তুলে নিয়ে যাবে।"

২৬ ইউসুফ একশো দশ বছর বয়সে মারা গেলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদহে সেই সব
সুগন্ধি মসলা মাখালেন যা দিলে দেহ ক্ষয় হয় না। এর পর মিসর দেশে একটা কফিন
বাক্সের মধ্যে তাঁর মৃতদেহটি রাখা হল।

BACIB
International Bible CHURCH

হিজরত কিতাব

মিসর দেশে বনি-ইসরাইল

১ ১ ইসরাইলের ছেলেরা, যাঁরা নিজের নিজের পরিবার নিয়ে ইয়াকুবের সংগে মিসর
দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে– ২ রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, এহুদা,
৩ ইষাখর, সবূলূন, বিন্‌ইয়ামীন, ৪ দান, নপ্তালি, গাদ ও আশের। ৫ ইয়াকুবের বংশের
মোট সত্তর জন ছিল এবং ইউসুফ মিসরেই ছিলেন। ৬ পরে ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা ও
তাদের সময়ের সব লোক মারা গেল। ৭ বনি-ইসরাইলেরা ফলবান হল, সংখ্যায় অনেক
বেড়ে উঠলো। তারা ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং তাদের দিয়ে মিসর দেশটা ভরে
গেল।

বনি-ইসরাইলদের প্রতি নির্যাতন

৮ পরে মিসরের ক্ষমতায় এক জন নতুন বাদশাহ্‌ আসলেন। তিনি ইউসুফের বিষয়
কিছুই জানতেন না। ৯ তিনি তাঁর লোকদের বললেন, “দেখ, আমাদের চেয়ে বনি-
ইসরাইলরা সংখ্যায় অনেক বেশি ও শক্তিশালী। ১০ এসো, আমরা তাদের সংগে কৌশল
খাটিয়ে চলি। তা না হলে তারা সংখ্যায় অনেক বেড়ে উঠবে। আর যুদ্ধের সময় হলে
তারাও শত্রুদের সংগে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এই দেশ থেকে
চলে যাবে।”

১১ তাই কঠিন পরিশ্রম দিয়ে তাদের উপর জুলুম করার জন্য তারা তাদের উপরে
সর্দার নিযুক্ত করলো। তারা ফেরাউনের জন্য ভাণ্ডার-শহর পিথোম ও রামিষেষ তৈরি
করলো। ১২ কিন্তু সর্দাররা তাদের উপর যতই নির্যাতন করতে লাগল, ততই তাদের সংখ্যা
বেড়ে গিয়ে ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেজন্য বনি-ইসরাইলদের বিষয়ে তাদের
মনে ভীষণ ভয় হল। ১৩ আর মিসরীয়েরা নিষ্ঠুরভাবে বনি-ইসরাইলদের দিয়ে গোলামীর
কাজ করাতে লাগল। ১৪ মিসরীয়েরা কাদা, ইট ও জমির সব কাজে কঠিন গোলামীর কাজ
করিয়ে তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করতে লাগল। মিসরীয়েরা তাদের দিয়ে যে কঠিন পরিশ্রম
করাতো তা করাতে গিয়ে খুবই নিষ্ঠুর ব্যবহার করতো।

১৫ পরে মিসরের বাদশাহ্‌ শিফ্রা ও পূয়া নামে দু’জন ইবরানী ধাইকে এই কথা
বললেন, ১৬ “যে সময়ে তোমরা ইবরানী স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসব করাবে ও তাদেরকে
প্রসব করাবার সময় দেখবে, যদি ছেলে-সন্তান হয় তবে তাকে মেরে ফেলবে। আর যদি
মেয়ে হয় তবে তাকে জীবিত রাখবে।” ১৭ কিন্তু ঐ ধাইরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো বলে
মিসরের বাদশাহ্‌র আদেশ পালন না করে ছেলে-সন্তানদের জীবিত রাখতো। ১৮ তাই
মিসরের বাদশাহ্‌ সেই ধাইদের ডেকে এনে বললেন, “এই কাজ কেন করেছ? ছেলে-
সন্তানদেরকে কেন জীবিত রাখছো?”

১৯ ধাইরা ফেরাউনকে জবাবে বললো, “ইবরানী স্ত্রীলোকেরা মিসরীয় স্ত্রীলোকদের

BACIB
International Bible
CHURCH

মত নয়। তাদের শক্তি খুবই বেশী। তাদের কাছে ধাত্রী যাবার আগেই তারা সন্তানের জন্ম
দিয়ে দেয়।” [২০] এতে আল্লাহ্ ঐ ধাইদের মঙ্গল করলেন এবং তাদের লোক সংখ্যা বেড়ে
গিয়ে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। [২১] সেই ধাইরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো বলে তিনি
তাদের নিজ নিজ পরিবার গড়ে তুলতে দিলেন।

[২২] পরে ফেরাউন তাঁর সব লোককে এই আদেশ দিলেন, “ইবরানীদের মধ্যে যদি
কোন ছেলের জন্ম হলে তোমরা তাদের প্রত্যেককে নদীতে ফেলে দেবে কিন্তু প্রত্যেক
মেয়েকে জীবিত রাখবে।”

মূসার জন্ম ও ছোটবেলা

২ [১] একবার লেবি বংশের এক জন পুরুষ একই বংশের এক জন মেয়েকে বিয়ে
করলেন। [২] সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে একটা ছেলের জন্ম দিলেন। ছেলেটি দেখতে
খুব সুন্দর ছিল বলে তার মা ছেলেটিকে তিন মাস লুকিয়ে রাখলেন। [৩] পরে আর লুকিয়ে
রাখতে না পেরে তিনি একটা নলের তৈরি ঝুড়ি নিয়ে তাতে মেটে তেল ও আল্‌কাতরা
লেপে দিলেন। তারপর তার মধ্যে শিশুটিকে শুইয়ে রেখে সেটা নদীর তীরের নল বনে
ভাসিয়ে দিলেন। [৪] তার কি দশা ঘটে তা দেখবার জন্য তার বোন দূরে দাঁড়িয়ে রইলো।

[৫] পরে ফেরাউনের মেয়ে গোসল করার জন্য নদীতে আসলেন। সে সময় তার
বাঁদীরা নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনি নল বনের মধ্যে ঐ ঝুড়িটা দেখে তাঁর বাঁদীকে
তা আনতে পাঠালেন। [৬] সেটা খুললে পর তিনি তার মধ্যে একটা শিশু দেখতে পেলেন।
তখন শিশুটি কাঁদছিল। ছেলেটির প্রতি তাঁর খুব মায়া হল। তিনি বললেন, “এটি
ইবরানীদের কোন ছেলে।”

[৭] তখন শিশুটির বোন ফেরাউনের মেয়েকে বললো, “এই ছেলেকে দুধ খাওয়াতে
পারে এমন কোন ইবরানী স্ত্রীলোককে কি আমি আপনার কাছে ডেকে আনবো?”

[৮] ফেরাউনের মেয়ে বললেন, “হ্যাঁ, যাও।” তখন সেই মেয়েটি গিয়ে ছেলেটির মাকে
ডেকে আনলো।

[৯] ফেরাউনের মেয়ে তাঁকে বললেন, “তুমি এই ছেলেটিকে নিয়ে আমার হয়ে দুধ
খাওয়াও। আমি তোমাকে বেতন দেব।” তাতে সে ছেলেটিকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে
লাগলেন।

[১০] পরে ছেলেটি একটু বড় হলে তিনি তাকে নিয়ে ফেরাউনের মেয়েকে দিলেন। আর
তিনি তাকে নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি তার নাম রাখলেন মূসা [টেনে
তোলা], কারণ তিনি বললেন, “আমি তাকে পানি থেকে টেনে তুলেছি।”

মাদিয়ান দেশে হযরত মূসার পালিয়ে যাওয়া

[১১] মূসা বড় হওয়ার পর একদিন তাঁর নিজের লোকেরা যেখানে ছিল সেখানে
গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কি পরিশ্রমই না তাদের করতে হচ্ছে! তিনি দেখলেন,
তাঁর নিজের জাতির একজন লোককে এক জন মারধোর করছে। [১২] তখন তিনি এদিক
ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ঐ মিসরীয়কে খুন করে বালির মধ্যে পুঁতে
রাখলেন। [১৩] পরের দিন তিনি আবার বাইরে গেলেন, দেখলেন, দু’জন ইবরানী একে

অন্যের সংগে ঝগড়া করছে। তিনি দোষী লোকটিকে বললেন, “কেন তুমি তোমার নিজের জাতির লোককে মারছ?

১৪ সে বললো, “তোমাকে আমাদের উপরে কে শাসনকর্তা ও বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিসরীয়কে খুন করেছ, সেরকম কি আমাকেও খুন করতে চাও?” এই কথা শুনে মূসা ভয় পেলেন এবং ভাবলেন, কথাটা অবশ্যই জানাজানি হয়ে গেছে।

১৫ ফেরাউন ঐ কথা শুনে মূসাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মূসা ফেরাউনের সামনে থেকে পালিয়ে বাস করার জন্য মাদিয়ান দেশে চলে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে একটা কূয়ার কাছে বসলেন।

১৬ সেখানে এক জন মাদিয়ানীয় ইমামের সাতটা মেয়ে ছিল। তারা পানি তুলে পাত্রগুলো ভরবার জন্য সেখানে গেল, যেন তাদের বাবার ভেড়ার পালকে পানি খাওয়াতে
পারে। ১৭ তখন কয়েকজন রাখাল এসে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল। এ দেখে মূসা তাদের
সাহায্য করলেন। তিনি তাদের ভেড়ার পালকে পানি খাওয়ালেন। ১৮ পরে তারা তাদের
বাবা রূয়েলের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আজ তোমরা কিভাবে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসলে?”

১৯ তারা বললো, “এক জন মিসরীয় আমাদেরকে রাখালদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। এছাড়া, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট পানি তুলে ভেড়ার পালকে পানি খাওয়ালেন।”

২০ তখন তিনি তাঁর মেয়েদের বললেন, “সেই লোকটি কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন ছেড়ে আসলে? তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে খেতে দাও।”

২১ পরে মূসা সেই লোকের সংগে থাকতে রাজী হলেন। তিনি মূসার সংগে তাঁর
মেয়ে সফুরার বিয়ে দিলেন। ২২ পরে তাঁর স্ত্রী সফুরার একটা ছেলে হল। মূসা তার নাম
রাখলেন গের্শোম [সেখানকার প্রবাসী], কারণ তিনি বললেন, “আমি বিদেশে প্রবাসী হয়েছি।”

২৩ এর অনেক দিন পরে মিসরের বাদশাহ্ মারা গেলেন। বনি-ইসরাইলরা তাদের গোলামীর কঠিন পরিশ্রমের দরুন কাতরাতে লাগলো ও কান্নাকাটি করতে লাগল।
গোলামীর দরুন তাদের কান্নাকাটি আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌঁছালো। ২৪ আল্লাহ্ তাদের
কাতরানি শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের সংগে তিনি যে নিয়ম করেছিলেন
তা মনে করলেন। ২৫ আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের প্রতি চোখ তুলে তাকালেন আর তাদের
প্রতি মনোযোগ দিলেন।

হযরত মূসার কাছে মাবুদ নিজেকে প্রকাশ করেন

৩
১ মূসা তাঁর শ্বশুর মাদিয়ানীয় ইমাম শোয়াইবের ভেড়ার পাল চরাতেন। একদিন তিনি মরুভূমির পিছনে ভাগে ভেড়ার পাল নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র পাহাড় হোরেবে
গিয়ে পৌঁছালেন। ২ সেখানে ঝোপের মাঝখানে আগুনের শিখার মধ্য থেকে মাবুদের ফেরেশতা তাঁকে দেখা দিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ঝোপ আগুনে জ্বলছে,
কিন্তু ঝোপটি পুড়ে যাচ্ছে না। ৩ তাই মূসা বললেন, “আমি এক পাশে গিয়ে এই মহা

BACIB
International Bible CHURCH

আশ্চর্য দৃশ্য দেখব, কেন ঝোপ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে না?”
৪ কিন্তু মাবুদ যখন দেখলেন যে, তিনি দেখবার জন্য এক পাশে যাচ্ছেন তখন
ঝোপের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাঁকে ডেকে বললেন, “মূসা, মূসা!” তিনি জবাবে বললেন,
“দেখুন, এই তো আমি।”
৫ তখন মাবুদ বললেন, “এই জায়গার কাছে এসো না। তোমার পা থেকে জুতা খুলে
ফেল, কারণ তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র জায়গা। ৬ তিনি আরও বললেন,
“আমি তোমার বাবার আল্লাহ্, ইব্রাহিমের আল্লাহ্, ইস্হাকের আল্লাহ্ ও ইয়াকুবের
আল্লাহ্।” তখন মূসা নিজের মুখ ঢাকলেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র দিকে তাকাতে ভয়
পেয়েছিলেন।
৭ পরে মাবুদ বললেন, “সত্যিই আমি মিসর দেশে আমার লোক বনি-ইসরাইলদের
কষ্ট দেখেছি। মিসরীয় গোলাম-পরিচালকদের কারণে তারা যে কান্নাকাটি করতো তা
আমি শুনতে পেয়েছি। আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানি। ৮ তাই মিসরীয়দের হাত
থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে বের
করে এনে ভাল ও বড় একটা দেশে নিয়ে যাব। সেই দেশে দুধ ও মধুর অভাব নেই।
সেই দেশে এখন কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা বাস
করে। ৯ এখন দেখ, বনি-ইসরাইলদের কান্না আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। মিসরীয়েরা
তাদের প্রতি যে জুলুম করে, তা আমি দেখেছি। ১০ কাজেই এখন যাও, আমি তোমাকে
ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার লোক বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের
করে আনো।”
১১ মূসা আল্লাহ্‌কে বললেন, “আমি কে যে ফেরাউনের কাছে যাব ও মিসর থেকে
বনি-ইসরাইলদের বের করে আনব?”
১২ কিন্তু আল্লাহ্ বললেন, “নিশ্চয় আমি তোমার সংগে সংগে থাকব। আর আমি যে
তোমাকে পাঠালাম, এটাই হবে তোমার জন্য চিহ্ন– তুমি মিসর থেকে লোকদের বের
করে আনার পর তোমরা এই পাহাড়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে।”

আল্লাহ্‌র বেহেশতী নাম প্রকাশ

১৩ তখন মূসা আল্লাহ্‌কে বললেন, “দেখ, আমি যখন বনি-ইসরাইলদের কাছে গিয়ে
বলবো, ‘তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন’, তখন
যদি তারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কি? তবে তাদেরকে আমি কি বলবো?”
১৪ আল্লাহ্ মূসাকে বললেন, “আমি যে আছি, সেই আছি।” তিনি আরও বললেন,
“বনি-ইসরাইলদের এরকম বলো, ‘আছি’ তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।”
১৫ আল্লাহ্ মূসাকে আরও বললেন, “তুমি বনি-ইসরাইলদের এই কথা বলো, ‘মাবুদ,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, ইব্রাহিমের আল্লাহ্, ইস্হাকের আল্লাহ্ ও ইয়াকুবের
আল্লাহ্ তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী। বংশের
পর বংশ ধরে এই নামেই লোকেরা আমাকে মনে রাখবে। ১৬ তুমি যাও, ইসরাইলের
বুড়ো নেতাদের একসংগে জড়ো কর। তাদেরকে তুমি এই কথা বল, ‘মাবুদ, তোমাদের

পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের, ইস্‌হাকের ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ আমাকে দেখা দিয়ে
বললেন, সত্যিই আমি তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি এবং মিসরে তোমাদের প্রতি যা
করা হচ্ছে তা দেখেছি। [১৭] তাই আমি বলেছি, আমি মিসরের নির্যাতন থেকে
তোমাদেরকে উদ্ধার করে কেনানীয়দের, হিট্টীয়দের, আমোরীয়দের, পরিষীয়দের,
হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। সেখানে দুধ ও মধুর কোন অভাব নেই।

[১৮] "বনি-ইসরাইলদের বুড়ো নেতারা তোমার কথায় মনোযোগ দেবে। তখন তুমি ও
তারা মিসরের বাদশাহ্‌র কাছে যাবে। তোমরা তাকে বলবে, 'ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্‌
আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন। কাজেই দয়া করে আমাদেরকে অনুমতি দিন যাতে আমরা
মরুভূমির মধ্যে তিন দিনের পথ গিয়ে আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পশু কোরবানী
করতে পারি।' [১৯] কিন্তু আমি জানি, মিসরের বাদশাহ্‌ তোমাদের যেতে দেবে না, যদি না
একটা শক্তিশালী হাত তাকে বাধ্য করে। [২০] এর পর আমি হাত বাড়িয়ে দেবো এবং
দেশের মধ্যে যে সব আশ্চর্য কাজ করবো তা দিয়ে মিসরকে আঘাত করবো। এর পরে
সে তোমাদেরকে যেতে দেবে। [২১] আমি মিসরীয়দের কাছে এই লোকদেরকে দয়ার পাত্র
করবো। তাতে তোমাদের যাবার সময়ে খালি হাতে যেতে হবে না। [২২] প্রত্যেক স্ত্রী
নিজের নিজের প্রতিবেশী কিংবা বাড়িতে প্রতিবেশী স্ত্রীর কাছে রূপার গহনা, সোনার গহনা
ও কাপড় চাইবে। তোমরা তা দিয়ে নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের সাজাবে। এভাবে
তোমরা মিসরীয়দের জিনিস অধিকার করে নেবে।"

আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা দান

৪ [১] মূসা জবাবে বললেন, "কিন্তু তারা যদি আমাকে বিশ্বাস না করে এবং আমার
ডাকে সাড়া না দেয়? তারা হয়তো বলবে, 'মাবুদ তোমাকে দেখা দেন নি।'
[২] তখন মাবুদ তাঁকে বললেন, "তোমার হাতে ওটা কি?" তিনি বললেন, "লাঠি।"

[৩] তখন তিনি বললেন, "ওটা মাটিতে ফেল।" মূসা তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেললে
পর তা সাপ হয়ে গেল। আর তিনি সাপটির কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন।

[৪] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "হাত বাড়িয়ে ওর লেজ ধর।" তখন তিনি হাত
বাড়িয়ে ধরলে ওটা তাঁর হাতে আবার লাঠি হয়ে গেল।

[৫] মাবুদ আবারও বললেন, "তুমি এটা করবে যেন তারা বিশ্বাস করে যে, মাবুদ,
তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌
তোমাকে দেখা দিয়েছেন।"

[৬] পরে মাবুদ তাঁকে আরও বললেন, "তুমি পোশাকের নিচে তোমার বুকে হাত
দাও।" তিনি বুকে হাত দিলেন এবং পরে তা বের করলে দেখা গেল, তাঁর হাতে তুষারের
মত কুষ্ঠ হয়েছে। [৭] পরে মাবুদ বললেন, "তুমি আবার পোশাকের নিচে তোমার বুকে
হাত দাও।" তিনি আবার বুকে হাত দিলেন এবং পরে বুক থেকে হাত বের করে দেখলেন
তা আবার আগের মত হয়ে গেছে।

[৮] তখন মাবুদ বললেন, "তারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে এবং ঐ প্রথম চিহ্ন-
কাজের কোন দাম না দেয়, তবে দ্বিতীয় চিহ্ন-কাজ দেখে বিশ্বাস করবে। [৯] যদি এই দু'টি

চিহ্ন-কাজ দেখেও তারা বিশ্বাস না করে ও তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তুমি নদীর
কিছু পানি নিয়ে শুকনো মাটিতে ঢেলে দিও। তাতে তুমি নদী থেকে যে পানি তুলবে, তা
শুকনো মাটিতে রক্ত হয়ে যাবে।”
১০ পরে মূসা মাবুদকে বললেন, “হে প্রভু, আমি ভাল করে কথা বলতে পারি না, এর
আগেও পারি নি, বা তোমার এই গোলামের সংগে তুমি কথা বলার পরেও পারছি না।
আমার মুখে কথা আট্‌কে যায়, আমার জিভ্‌ ভারী।”
১১ মাবুদ তাঁকে বললেন, “মানুষের মুখ কে তৈরি করেছেন? আর বোবা, বয়রা, অন্ধ
কে তৈরি করেছেন? চোখে দেখার শক্তিই বা কে দেয়? সে কি আমি মাবুদ নই? ১২ এখন
তুমি যাও। আমি তোমাকে কথা বলতে সাহায্য করবো এবং কিভাবে কথা বলতে হয় তা
তোমাকে শিখিয়ে দেব।”
১৩ মূসা বললেন, “হে প্রভু, দয়া করে এই কাজ করার জন্য অন্য কাউকে পাঠাও।”
১৪ তখন মূসার প্রতি মাবুদের ভীষণ রাগ হল। তিনি বললেন, “তোমার ভাই লেবীয়
হারুন কি নেই? আমি জানি সে খুব ভাল কথা বলতে পারে। সে তোমার সংগে দেখা
করতে আসছে এবং তোমাকে দেখে খুশি হবে। ১৫ তুমি তার সংগে কথা বলবে এবং কি
বলতে হবে তা তাকে জানিয়ে দেবে। আমি তোমাদের দু'জনকেই কথা বলতে তোমাদের
সাহায্য করবো এবং কি করতে হবে তা শিখিয়ে দেব। ১৬ তোমার হয়ে সে লোকদের
কাছে কথা বলবে। সে হবে তোমার মুখ আর তুমি তার কাছে হবে আল্লাহ্‌র মত।
১৭ সুতরাং তুমি এই লাঠিটি হাতে নেবে আর এই লাঠি দিয়েই তোমাকে সেই সব চিহ্ন-
কাজ করতে হবে।”

হযরত মূসার মিসর দেশে ফিরে যাওয়া

১৮ পরে মূসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইবের কাছে ফিরে এসে বললেন, “মিসর দেশে আমার
লোকদের কাছে ফিরে যেতে আমাকে বিদায় দিন। আমি গিয়ে দেখতে চাই তারা এখনও
জীবিত আছে কি না।” শোয়াইব মূসাকে বললেন, “সহিসালামতে যাও।”
১৯ মাবুদ মাদিয়ান দেশে মূসাকে বললেন, “তুমি মিসরে ফিরে যাও; কারণ যে
লোকেরা তোমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছিলো, তারা সকলে মারা গেছে।”
২০ তখন মূসা তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের গাধার পিঠে চড়িয়ে মিসর দেশে ফিরে চললেন
এবং মূসা আল্লাহ্‌র সেই লাঠিটি নিজের হাতে করে নিলেন।
২১ মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি যখন মিসরে ফিরে যাবে, দেখো, আমি তোমার
হাতে যে সব চিহ্ন-কাজের ভার দিয়েছি, ফেরাউনের সামনে সেই সব করো। কিন্তু আমি
তার অন্তর কঠিন করবো, সে লোকদেরকে ছেড়ে দেবে না। ২২ তুমি ফেরাউনকে বলবে,
মাবুদ এই কথা বলেন, ‘ইসরাইল আমার প্রথম ছেলে। ২৩ আমি তোমাকে বলেছি, আমার
এবাদত করার জন্য আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও; কিন্তু তুমি তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হলে
না। তাই আমি তোমার প্রথম ছেলেকে মেরে ফেলবো।’ ”
২৪ মিসরে ফিরে যাবার পথে যেখানে তারা রাত কাটানোর জন্য হোটেলে উঠলো
সেখানে মাবুদ মূসার কাছে গিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইলেন। ২৫ তখন সফুরা একটা

পাথরের ছুরি নিয়ে তাঁর ছেলের পুরুষাংগের সামনের চামড়া কেটে নিলেন। তিনি তা
মূসার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, “তুমি আমার পক্ষে রক্তপাত করে পাওয়া
স্বামী।” ২৬ তখন আল্লাহ্ তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (খৎনা সম্বন্ধে তখন সফুরা বলেছিলেন,
“তুমি আমার পক্ষে রক্তপাত করে পাওয়া স্বামী।”)

২৭ তখন মাবুদ হারুনকে বললেন, “তুমি মূসার সংগে দেখা করতে মরুভূমিতে
যাও।” তাতে তিনি গিয়ে আল্লাহ্‌র পাহাড়ে তাঁর দেখা পেয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন।
২৮ মাবুদ মূসাকে পাঠাবার সময় যা যা বলেছিলেন সেই সব কথা তিনি হারুনকে
জানালেন। আল্লাহ্ যে সব চিহ্ন-কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন তাও তিনি হারুনকে
বুঝিয়ে বললেন।

২৯ পরে মূসা ও হারুন গিয়ে বনি-ইসরাইলদের সব বুড়ো নেতাদের একসংগে জড়ো
করলেন। ৩০ মাবুদ মূসাকে যে সব কথা বলেছিলেন হারুন তাদেরকে সমস্তই জানালেন
এবং তিনি লোকদের সামনে সেই সব চিহ্ন-কাজ করে দেখালেন। ৩১ তাতে লোকেরা
বিশ্বাস করলো। আর মাবুদ বনি-ইসরাইলদের কথা ভেবেছেন ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা
দেখেছেন, এই কথা শুনে তারা মাবুদের উদ্দেশে সেজদা করলো ও তাঁর এবাদত করলো।

ফেরাউনের সামনে হযরত মূসা ও হারুন

৫ ১ পরে মূসা ও হারুন গিয়ে ফেরাউনকে বললেন, “মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্,
এই কথা বলেন, ‘আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে তারা মরুভূমিতে গিয়ে
আমার উদ্দেশে একটা উৎসব করতে পারে।’ ” ২ ফেরাউন বললেন, “কে এই মাবুদ যে,
আমি তার কথা শুনে ইসরাইলকে ছেড়ে দেব? আমি মাবুদকে জানি না, ইসরাইলকেও
ছেড়ে দেব না।”

৩ তাঁরা বললেন, “ইবরানীদের আল্লাহ্ আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন। তাই আমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পশু কোরবানী করার জন্য আমাদেরকে তিন দিনের পথ
মরুভূমিতে যেতে দিন। তা না হলে তিনি হয়তো মহামারী বা তলোয়ার দিয়ে
আমাদেরকে আঘাত করবেন।”

৪ মিসরের বাদশাহ্ তাঁদেরকে বললেন, “ওহে মূসা ও হারুন, তোমরা লোকদেরকে
কেন তাদের কাজ থেকে দূরে রাখতে চাও? যাও, তোমাদের যে কাজ করার কথা তোমরা
গিয়ে সেই কাজ কর।” ৫ ফেরাউন আরও বললেন, “দেখ, দেশে লোক এখন অনেক,
আর তোমরা তাদেরকে তাদের কাজ বন্ধ করে দিতে চাইছ।”

৬ ফেরাউন সেদিন লোকদের গোলাম-পরিচালক ও শ্রমিক-নেতাদেরকে এই আদেশ
দিলেন, ৭ “তোমরা ইট তৈরি করার জন্য আগের মত এই লোকদেরকে আর খড়কুটা
দিও না। তারা নিজেরাই নিজেদের খড় যোগাড় করে নেবে। ৮ কিন্তু আগে তাদের যত
ইট তৈরি করার কথা ছিল, এখনও তা-ই করতে হবে, একটাও কম করবে না। তারা
অলস, এজন্য কান্নাকাটি করে বলছে যে, তারা তাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পশু কোরবানী
করতে যাবে। ৯ সেই লোকদের উপরে আরও কঠিন কাজ চাপিয়ে দাও। তারা কাজে ব্যস্ত
থাকুক এবং মিথ্যা কথায় কান না দিক।”

১০ তখন লোকদের গোলাম-পরিচালক ও শ্রমিক-নেতারা বাইরে গিয়ে তাদেরকে
বললো, "ফেরাউন এই কথা বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে আর খড় দেব না।
১১ তোমরা যেখানে পাও, সেখান থেকে খড় জোগাড় কর। কিন্তু তাতে তোমাদের কাজ
একটুও কমিয়ে দেওয়া হবে না।" ১২ তাতে লোকেরা খড়ের বদলে নাড়া যোগাড় করতে
মিসর দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

১৩ গোলাম-পরিচালকরা তাদের তাড়া দিয়ে বললো, "আগে খড় পেলে যতগুলো ইট
তৈরি করতে তেমনি এখনও প্রতিদিন তোমাদের ততগুলো ইটই তৈরি করে দিতে হবে।"
১৪ ফেরাউনের গোলাম-পরিচালকরা যে সমস্ত ইসরাইলদের শ্রমিক-নেতা হিসাবে তাদের
উপরে রেখেছিল, তাদেরও মারধর করা হল। তাদের বলা হল, "যতটুকু ইট তৈরি করার
কথা তোমরা তা আগের মত কেন করছো না? তোমরা আজও তা কর নি আর গতকালও
তা কর নি কেন?"

১৫ তাতে ইসরাইলদের শ্রমিক-নেতারা এসে ফেরাউনের কাছে কান্নাকাটি করে
বললো, "আপনার গোলামদের সংগে আপনি এমন ব্যবহার কেন করছেন? ১৬ লোকেরা
আপনার গোলামদেরকে খড় দেয় না, তবুও আমাদের বলে, ইট তৈরি কর। আর দেখুন,
আপনার এই গোলামদের মারধর করা হচ্ছে কিন্তু দোষ আপনার লোকদেরই।"

১৭ ফেরাউন বললেন, "তোমরা অলস, তাই বলছো, 'আমরা মাবুদের উদ্দেশে পশু
কোরবানী করতে যাব।' ১৮ এখন যাও, কাজ কর, তোমাদেরকে খড় দেওয়া হবে না,
তবুও যতগুলো ইট তৈরি করবার কথা ততগুলোই তোমাদের করতে হবে।"

১৯ তখন ইসরাইলদের শ্রমিক-নেতারা দেখলো যে, তারা বিপদে পড়েছে, কারণ বলা
হয়েছিল, তোমরা প্রত্যেক দিন যতগুলো ইট তৈরি করার কথা তার সবটুকু করতে হবে,
কম করতে পারবে না।

২০ পরে ফেরাউনের কাছ থেকে বের হয়ে আসার সময়ে তারা মূসা ও হারুনের
দেখা পেল। তাঁরা তাদের জন্যই পথে অপেক্ষা করছিলেন। ২১ তারা মূসা ও হারুনকে
বললো, "তোমরা যা করেছ তা মাবুদ নিশ্চয়ই দেখেছেন। তিনি যেন তোমাদের শাস্তি
দেন, কারণ তোমরা ফেরাউনের চোখে ও তাঁর কর্মকর্তাদের চোখে আমাদেরকে দুর্গন্ধের
মত করে তুলেছ। এতে তোমরা আমাদের মেরে ফেলবার জন্য তাদের হাতে তলোয়ার
তুলে দিয়েছ।"

আল্লাহ্‌র কাছে হযরত মূসার অভিযোগ

২২ পরে মূসা ফিরে মাবুদকে বললেন, "হে মাবুদ, তুমি এই লোকদের প্রতি কেন
অমঙ্গল করলে? আমাকে কেন পাঠালে? ২৩ যখন থেকে আমি তোমার নামে কথা বলতে
ফেরাউনের কাছে গিয়েছি, তখন থেকে তিনি এই লোকদের অমঙ্গল করছেন, আর তুমি
তোমার লোকদের উদ্ধার করার জন্য কিছুই কর নি।"

আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা

৬ ১ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "আমি ফেরাউনের প্রতি যা করবো তা তুমি
এখন দেখতে পাবে। আমার শক্তিশালী হাতে পড়ে সে লোকদেরকে ছেড়ে দিতে

বাধ্য হবে। আসলে আমার শক্তিশালী হাতে পড়ে সে নিজের দেশ থেকে তাদেরকে
তাড়িয়ে বের করে দেবে।”
২ আল্লাহ্ মূসাকে আরও বললেন, “আমি মাবুদ; ৩ আমি ইব্রাহিম, ইস্হাক ও
ইয়াকুবকে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ্’ বলে দেখা দিতাম কিন্তু আমার ‘ইয়াহ্ওয়েহ্’ (মাবুদ)
নাম নিয়ে তাদেরকে আমার পরিচয় দিতাম না। ৪ আমি তাদের সংগে এই নিয়ম ঠিক
করেছিলাম যে, আমি তাদেরকে কেনান দেশ দেব। যে দেশে তারা বিদেশী হিসাবে বাস
করতো, সেই দেশ তাদের দেব। ৫ এছাড়া, মিসরীয়রা বনি-ইসরাইলদের গোলাম বানিয়ে
রেখেছে। তাদের কান্নাকাটি শুনে আমার সেই নিয়ম মনে করলাম। ৬ সেজন্য তুমি বনি-
ইসরাইলদেরকে বল, ‘আমিই মাবুদ, আমি তোমাদেরকে মিসরীয়দের জোয়ালীর নিচ
থেকে বের করে আনবো। তাদের গোলামী থেকে তোমাদের উদ্ধার করবো। আমি আমার
শক্তিশালী হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের ভীষণভাবে শাস্তি দেব এবং তোমাদেরকে মুক্ত
করবো। ৭ আমি তোমাদেরকে আমার লোক হিসেবে গ্রহণ করবো ও তোমাদের আল্লাহ্
হব। তাতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্, যিনি
তোমাদেরকে মিসরীয়দের জোয়ালীর নিচ থেকে বের করে এনেছেন। ৮ আমি ইব্রাহিম,
ইস্হাক ও ইয়াকুবকে দেবার জন্য যে দেশের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই দেশে
তোমাদেরকে নিয়ে যাব। তোমাদের অধিকার হিসাবে সেই দেশ আমি দেব। আমিই
মাবুদ।’ ”
৯ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদেরকে সেই কথা বললেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কান
দিল না। কারণ নিষ্ঠুর গোলামীর কাজ করতে করতে তারা মন-মরা হয়ে পড়েছিল।
১০ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১১ “তুমি যাও, মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনকে বল,
যেন সে তাঁর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে ছেড়ে দেয়।”
১২ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, “যেখানে বনি-ইসরাইলেরা আমার কথায় কান দিল
না, সেখানে ফেরাউন কেন শোনবেন, যখন আমার কথা জড়িয়ে যায়?”
১৩ মাবুদ বনি-ইসরাইল ও মিসরের বাদশা ফেরাউনের বিষয়ে মূসা ও হারুনের সংগে
আলাপ করলেন। তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে আনবার জন্য
তাদের আদেশ করলেন।

হযরত মূসার বংশ-তালিকা

১৪ এসব লোকেরা ছিলেন নিজের নিজের বংশের প্রধান: ইসরাইলের বড় ছেলে
রূবেণের ছেলেরা হল হনোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্মি; এরা ছিল রূবেণের গোষ্ঠী-পিতা।
১৫ শিমিয়োনের ছেলেরা হল যিমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর ও কেনানীয়া
স্ত্রীর ছেলে শৌল। এরা ছিল শিমিয়োনের গোষ্ঠী-পিতা।
১৬ বংশ-তালিকা অনুসারে লেবির ছেলেদের নাম হল গের্শোন, কহাৎ ও মরারি।
লেবি একশো সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।
১৭ নিজের নিজের গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম হল লিব্‌নি ও শিমিয়ি।
১৮ কহাতের সন্তানদের নাম হল ইমরান, যিষ্‌হর, হেবরন ও উষীয়েল। কহাৎ

BACIB
International Bible
CHURCH

একশো তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৯ মরারির সন্তানদের নাম হল মহলি ও মূশি। বংশ-
তালিকা অনুসারে এরা লেবির গোষ্ঠী-পিতা। ২০ ইমরান আপন ফুফু ইউখাবেজকে বিয়ে
করলেন। আর তাঁর গর্ভে হারুন ও মূসার জন্ম হল। ইমরান একশো সাঁইত্রিশ বছর বেঁচে
ছিলেন।

২১ যিষ্‌হরের সন্তানদের নাম হল কারুন, নেফগ ও সিখ্রি।

২২ উষীয়েলের সন্তানদের নাম হল মীশায়েল, ইল্‌সাফন ও সিথ্রি।

২৩ হারুন অম্মীনাদবের মেয়ে নহোশনের বোন ইলীশেবাকে বিয়ে করলেন। তাঁর
গর্ভে নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামরের জন্ম হয়েছিল।

২৪ কারুনের সন্তানদের নাম হল অসীর, ইল্‌কানা অবীয়াসফ। এরা কারুনীয়দের
গোষ্ঠী-পিতা।

২৫ হারুনের ছেলে ইলিয়াসর পুটীয়েলের এক মেয়েকে বিয়ে করলে তাঁর গর্ভে
পীনহসের জন্ম হয়েছিল। এঁরা লেবীয়দের গোষ্ঠী অনুসারে প্রধান লোক ছিলেন।

২৬ এই হারুন ও মূসাকেই মাবুদ বললেন, “তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে
সৈন্যদলের মত করে মিসর দেশ থেকে বের করে আন।” ২৭ এই মূসা ও হারুনই বনি-
ইসরাইলদেরকে মিসর থেকে বের করে আনবার জন্য মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের সংগে
আলোচনা করলেন।

হযরত মূসা ও হারুনের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ

২৮ মিসর দেশে যেদিন মাবুদ মূসার সংগে কথা বললেন, ২৯ সেদিন মাবুদ মূসাকে
বললেন, “আমিই মাবুদ, আমি তোমাকে যা যা বলি, তা সবই তুমি মিসরের বাদশাহ্‌
ফেরাউনকে জানাবে।” ৩০ কিন্তু মূসা মাবুদকে বললেন, “দেখ, ফেরাউন কেন আমার
কথা শুনবেন, যখন আমার কথা জড়িয়ে যায়?”

৭ ১ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “দেখ, আমি ফেরাউনের কাছে তোমাকে
আল্লাহ্‌র মত করলাম, আর তোমার ভাই হারুনকে করলাম তোমার নবী।
২ আমি তোমাকে যা যা আদেশ করবো, তা সবই তুমি হারুনকে বলবে। আর তোমার
ভাই হারুন তা ফেরাউনকে বলবে, যেন সে বনি-ইসরাইলদেরকে তাঁর নিজের দেশ থেকে
ছেড়ে দেয়। ৩ কিন্তু আমি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবো, যাতে আমি মিসর দেশে
অনেক আশ্চর্য চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত কাজ দেখাতে পারব। ৪ তবুও ফেরাউন তোমাদের
কথা শুনবে না। তখন আমি মিসর দেশের বিরুদ্ধে আমার হাত তুলব। আমি তাদের
ভীষণ শাস্তি দিয়ে মিসর দেশ থেকে আমার সৈন্যদেরকে, আমার লোক বনি-
ইসরাইলদেরকে, বের করে আনব। ৫ আমি যখন মিসরের উপরে হাত বাড়িয়ে
মিসরীয়দের মধ্য থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে বের করে আনব তখন ওরা জানতে পারবে
যে, আমিই মাবুদ।”

৬ মূসা ও হারুন মাবুদের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। ৭ ফেরাউনের সংগে কথা
বলার সময়ে মূসার আশি বছর ও হারুনের তিরাশি বছর বয়স হয়েছিল।

BACIB
International Bible
CHURCH

হযরত হারুনের আশ্চর্য লাঠি

৮ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ৯ “ফেরাউন যখন তোমাদেরকে বলে,
‘তোমরা নিজেদের পক্ষে কোন আশ্চর্য চিহ্ন-কাজ করে দেখাও’, তখন তুমি হারুনকে
বলো, ‘তোমার লাঠি নিয়ে ফেরাউনের সামনে ফেল; তাতে তা সাপ হয়ে যাবে।”
১০ তখন মূসা ও হারুন মাবুদ যা বলেছিলেন ফেরাউনের কাছে গিয়ে তা-ই করলেন।
হারুন ফেরাউনের ও তাঁর কর্মকর্তাদের সামনে তাঁর লাঠিটি ফেললেন, তাতে তা সাপ
হয়ে গেল। ১১ তখন ফেরাউনও তাঁর জ্ঞানী লোকদের ও জাদুকরদের ডাকলেন। তাতে
মিসরীয় জাদুকরেরাও তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করলো। ১২ তারাও
প্রত্যেকে তাদের লাঠি ফেলল এবং সেগুলো সব সাপ হয়ে গেল। কিন্তু হারুনের লাঠি
তাদের সব লাঠিকে গিলে ফেলল। ১৩ এতে ফেরাউনের অন্তর কঠিন হল। তিনি তাঁদের
কথায় মনোযোগ দিলেন না যেমন মাবুদ বলেছিলেন।

মিসরের উপর প্রথম গজব– রক্ত

১৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “ফেরাউনের অন্তর কঠিন হয়েছে। সে লোকদেরকে
ছেড়ে দিতে চাইছে না। ১৫ তুমি খুব ভোরে ফেরাউনের কাছে যাও। সে পানির কাছে
যাবে; তুমি তার সংগে দেখা করতে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকো। যে লাঠিটা সাপ হয়ে
গিয়েছিল সেটাও হাতে রেখো। ১৬ তখন তাকে বলো, ‘ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্ আমাকে
দিয়ে আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, তুমি তাঁর লোকদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে তারা
মরুভূমিতে মাবুদের এবাদত করতে পারে। কিন্তু তুমি এই পর্যন্ত তাঁর কথায় কান দাও
নি। ১৭ সেজন্য মাবুদ বলেছেন যে, তিনিই যে মাবুদ, তা তুমি এখন জানতে পারবে।
দেখুন, আমি আমার হাতের লাঠি দিয়ে নদীর পানিতে আঘাত করবো, তাতে তা রক্ত হয়ে
যাবে। ১৮ নদীতে যে সব মাছ আছে, সেগুলো সব মারা যাবে এবং নদীতে দুর্গন্ধ হবে।
নদীর পানি খেতে গিয়ে মিসরীয়রা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।’
১৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “হারুনকে এই কথা বল, ‘তুমি তোমার লাঠি নিয়ে
মিসরের পানির উপরে, দেশের নদী, খাল, বিল ও জমা হওয়া পানির উপরে তোমার হাত
বাড়িয়ে দাও। তাতে সেই সব পানি রক্ত হয়ে যাবে। মিসর দেশের সব জায়গার পানি,
এমনকি, কাঠ ও পাথরের পাত্রের পানিও রক্ত হয়ে যাবে।”
২০ তখন মূসা ও হারুন মাবুদের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন, তিনি লাঠি তুলে
ফেরাউনের ও তাঁর কর্মকর্তাদের সামনে নদীর পানিতে আঘাত করলেন। তাতে নদীর সব
পানি রক্ত হয়ে গেল। ২১ এতে নদীর সব মাছ মারা গেল ও নদীতে দুর্গন্ধ হল।
মিসরীয়েরা নদীর পানি খেতে পারল না। মিসর দেশের সব জায়গাতেই রক্ত দেখা গেল।
২২ তখন মিসরীয় জাদুকরেরাও তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করলো। এতে
ফেরাউনের অন্তর আরও কঠিন হল। মাবুদ যেমন বলেছিলেন তেমনি তিনি তাঁদের কথায়
কান দিলেন না। ২৩ তিনি বরং নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি এই বিষয়ে কোন
মনোযোগই দিলেন না। ২৪ নদীর পানি খেতে না পারাতে মিসরীয়েরা সকলে পানির জন্য
নদীর আশেপাশের মাটি খুঁড়তে লাগল।

২৫ নদীতে মাবুদের গজব নেমে আসবার পর সাত দিন কেটে গেল।

মিসরের উপর দ্বিতীয় গজব– ব্যাঙের উৎপাত

৮ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, তাকে বল, 'মাবুদ
এই কথা বলেন, আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও।
২ যদি ছেড়ে দিতে রাজী না হও, তবে দেখ, আমি ব্যাঙ দিয়ে তোমার সারা দেশকে
আঘাত করবো। ৩ নদী ব্যাঙে ভরে যাবে; সেই ব্যাঙ উঠে তোমার বাড়িতে, শোবার ঘরে
ও বিছানায় এবং তোমার কর্মকর্তাদের বাড়িতে, তোমার লোকদের মধ্যে, তোমার চুলায়
ও তোমার আটা মাখবার পাত্রে গিয়ে উঠবে। ৪ সেগুলো তোমার, তোমার লোকদের ও
তোমার সব কর্মকর্তাদের উপরে গিয়ে উঠবে।' "

৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "হারুনকে বল, 'তুমি সব নদী, খাল ও বিলের উপরে লাঠিসুদ্ধ তোমার হাত বাড়িয়ে মিসর দেশের উপরে ব্যাঙ নিয়ে এসো।

৬ তাতে হারুন মিসরের সব পানির উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাতে ব্যাঙ
উঠে এসে মিসর দেশ ছেয়ে ফেললো। ৭ কিন্তু জাদুকরেরাও জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই
কাজ করলো। তারাও মিসর দেশের উপরে ব্যাঙ নিয়ে এলো।

৮ পরে ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে বললেন, "মাবুদের কাছে মিনতি কর, যেন তিনি আমার কাছ থেকে ও আমার লোকদের কাছ থেকে এসব ব্যাঙ দূর করে দেন। তাতে আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেব, যেন তারা মাবুদের উদ্দেশে পশু-কোরবানী করতে পারে।"

৯ তখন মূসা ফেরাউনকে বললেন, "দয়া করে আমাকে বলুন, কখন আমি মিনতি করবো, যাতে সব ব্যাঙ আপনার ও আপনার কর্মকর্তাদের ও লোকদের কাছ থেকে ও আপনার সব ঘর-বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কেবল নদীতে থাকে।"

১০ তিনি বললেন, "আগামীকাল।" তখন মূসা বললেন, "আপনার কথা অনুসারেই হোক। এতে আপনি জানতে পারেন যে, আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র মত আর কেউ নেই।

১১ ব্যাঙগুলো আপনার কাছ থেকে ও আপনার বাড়ি-ঘর, কর্মকর্তাদের ও লোকদের কাছ থেকে দূর হয়ে কেবল নদীতেই থাকবে।"

১২ এর পর মূসা ও হারুন ফেরাউনের কাছ থেকে চলে এলেন। মাবুদ ফেরাউনের
বিরুদ্ধে যে সব ব্যাঙ এনেছিলেন, সেই বিষয়ে মাবুদের কাছে মিনতি করলেন। ১৩ তখন
মাবুদ মূসার কথা অনুসারে কাজ করলেন। এতে ঘর-বাড়িতে, উঠানে ও ক্ষেতে যে সব
ব্যাঙ ছিল সবই মরে গেল। ১৪ তখন লোকেরা সেগুলো জড়ো করে ঢিবি করলে দেশে
দুর্গন্ধের সৃষ্টি হল। ১৫ কিন্তু ফেরাউন যখন দেখলেন যে, ব্যাঙের উৎপাত আর নেই, তখন
তাঁর অন্তর কঠিন করলেন। তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। মাবুদ যা বলেছিলেন তা-ই
হল।

মিসরের উপর তৃতীয় গজব– মশার উৎপাত

১৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "হারুনকে বল, 'তুমি তোমার লাঠি তুলে মাটির ধুলায় আঘাত কর।' তাতে সেই ধূলা মশা হয়ে সারা মিসর দেশ ছেয়ে ফেলবে।"

BACIB
International Bible
CHURCH

১৭ তখন তাঁরা তা-ই করলেন। হারুন তাঁর লাঠিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে মাটির ধুলায়
আঘাত করলেন। তাতে মানুষের ও পশুর উপর মশার উৎপাত দেখা দিল। মিসর দেশের
সব ধুলা মশা হয়ে গেল। ১৮ তখন জাদুকরেরা তাদের জাদুমন্ত্রের জোরে মশা নিয়ে
আসবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না। মানুষ ও পশুর উপর মশার উৎপাত হতে লাগল।
১৯ তখন জাদুকরেরা ফেরাউনকে বললো, “এতে আল্লাহ্‌র আংগুলের ইশারা আছে।”
তবুও ফেরাউনের অন্তর কঠিন হল। তিনি তাঁদের কথায় কান দিলেন না, যেমন মাবুদ
বলেছিলেন।

মিসরের উপর চতুর্থ গজব– ডাঁশ মাছির আক্রমণ

২০ মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি খুব ভোরে উঠে গিয়ে ফেরাউনের সামনে দাঁড়াও;
দেখ, সে পানির কাছে আসবে; তুমি তাকে এই কথা বল যে, মাবুদ এই কথা বলেন,
‘আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ২১ যদি আমার লোকদেরকে
ছেড়ে না দাও, তবে দেখ, আমি তোমার উপর, তোমার কর্মকর্তাদের উপর, লোকদের ও
সব বাড়ি-ঘরের উপর ডাঁশ মাছির ঝাঁক পাঠাব। এতে মিসরীয়দের বাড়ি-ঘরগুলো, এমন
কি, তাদের সব জায়গায় ডাঁশ মাছিতে ভরে যাবে। ২২ কিন্তু সেদিন আমার লোকেরা
যেখানে থাকে সেই গোশন প্রদেশ আমি বাদ দেব। সেই জায়গায় কোন ডাঁশ মাছি
থাকবে না। এতে তুমি জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ, আমি এই দেশে আছি।
২৩ আমি আমার লোক ও তোমার লোকদের আলাদা চোখে দেখবো। আগামীকাল এই
আশ্চর্য চিহ্ন দেখা যাবে।

২৪ পরে মাবুদ সেরকম করলেন। ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তাদের বাড়িতে ডাঁশ মাছির
বড় বড় ঝাঁক ঢুকল। তাতে মিসর দেশের সব জায়গায় ডাঁশ মাছির ঝাঁকের কারণে
সর্বনাশ হতে লাগল।

২৫ তখন ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, “তোমরা যাও, এই
দেশের মধ্যে কোন জায়গায় গিয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী কর।”

২৬ মূসা বললেন, “তা করা আমাদের উচিত হবে না। আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে যা কোরবানী করবো তা মিসরীয়দের কাছে ঘৃণার জিনিস। দেখুন, মিসরীয়দের
সামনে তাদের ঘৃণার জিনিস কোরবানী করলে তারা কি আমাদেরকে পাথর মারবে না?
২৭ আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে আদেশ দিয়েছেন সেই অনুসারে আমরা মরুভূমিতে তিন
দিনের পথ গিয়ে তাঁর উদ্দেশে কোরবানী করবো।”

২৮ ফেরাউন বললেন, “আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা মরুভূমিতে গিয়ে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী কর। কিন্তু বেশি দূরে যেও না। এবার
তোমরা আমার জন্য মিনতি কর।”

২৯ তখন মূসা বললেন, “দেখুন, আমি আপনার কাছ থেকে গিয়ে মাবুদের কাছে
মিনতি করবো। তাতে ফেরাউন, তাঁর কর্মকর্তাদের ও তাঁর লোকদের কাছ থেকে
আগামীকাল ডাঁশ মাছির ঝাঁকগুলো দূরে যাবে; কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করার
জন্য লোকদেরকে যেতে দেবার বিষয়ে ফেরাউন আবার যেন ফাঁকি না দেন।”

BACIB
International Bible CHURCH

৩০ পরে মূসা ফেরাউনের কাছ থেকে বাইরে গিয়ে মাবুদের কাছে মিনতি করলেন।
৩১ তখন মাবুদ মূসার কথা অনুসারে কাজ করলেন। তিনি ফেরাউন, তাঁর কর্মকর্তাদের ও
লোকদের কাছ থেকে ডাঁশ মাছির সব ঝাঁক দূর করলেন। একটা পোকাও আর রইলো
না। ৩২ কিন্তু এবারও ফেরাউন তাঁর অন্তর কঠিন করলেন। তিনি লোকদের ছেড়ে দিলেন
না।

মিসরের উপর পঞ্চম গজব– পশুর মহামারী

৯

১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বল,
'ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্ এই কথা বলেন, আমার সেবা করার জন্য আমার
লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ২ যদি তাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজী না হও, অথবা এখনও বাধা
দাও, ৩ তবে মাবুদের হাত তোমার ক্ষেতে যে সব পশু রয়েছে, অর্থাৎ তোমার ঘোড়া,
গাধা, উট, গরুর পাল ও ভেড়ার পালের উপর ভীষণ মহামারী নিয়ে আসবেন। ৪ কিন্তু
মাবুদ ইসরাইলের পশু থেকে মিসরের পশুকে আলাদা করে দেখবেন। তাতে বনি-
ইসরাইলদের কোন পশু মারা যাবে না।' "
৫ মাবুদ সময় ঠিক করে বললেন, "আগামীকাল মাবুদ দেশে এই কাজ করবেন।"
৬ পরদিন মাবুদ তা-ই করলেন। তাতে মিসরের সব পশু মারা গেল কিন্তু বনি-
ইসরাইলদের পশুদের মধ্যে একটাও মারা গেল না। ৭ তখন ফেরাউন লোক পাঠিয়ে খবর
পেলেন যে, বনি-ইসরাইলদের একটা পশুও মারা যায় নি। তবুও ফেরাউনের অন্তর কঠিন
হয়ে রইলো এবং তিনি লোকদেরকে ছেড়ে দিলেন না।

মিসরের উপর ষষ্ঠ গজব– ফোড়া

৮ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, "তোমরা চুলা থেকে কয়েক মুঠো ছাই
নাও। মূসা ফেরাউনের সামনে তা আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিক। ৯ সেই ছাই মিহি ধুলা
হয়ে সারা মিসর দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে সারা মিসর দেশের মানুষ ও পশুর গায়ে
ফোঁড়া হবে।"
১০ তখন তাঁরা চুলা থেকে কিছু ছাই নিয়ে ফেরাউনের সামনে দাঁড়ালেন। মূসা সেই
ছাই আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে মানুষ ও পশুর গায়ে ফোঁড়া বের হতে
লাগল। ১১ সেই ফোড়ার দরুন জাদুকরেরা মূসার সামনে দাঁড়াতে পারল না। কারণ সব
মিসরীয়ের মত তাদের শরীরে ফোঁড়া হয়েছিল। ১২ কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন
করলেন। তাতে মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন তা-ই হল। তিনি তাদের কথায় কান দিলেন
না।

মিসরের উপর সপ্তম গজব– শিলাবৃষ্টি

১৩ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি খুব ভোরে উঠে ফেরাউনের সামনে গিয়ে
দাঁড়াবে। তাকে এই কথা বলবে যে, মাবুদ, ইবরানীদের আল্লাহ্ এই কথা বলেন, 'আমার
সেবা করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ১৪ তা না হলে এবার আমি তোমার
উপর ও তোমার দরবারের লোকদের উপর ও লোকদের উপর আমার সব গজব পাঠাব।
তখন তুমি জানতে পারবে যে, সারা পৃথিবীতে আমার মত আর কেউই নেই। ১৫ কারণ

এত দিনে আমি আমার হাত বাড়িয়ে এমন মহামারী দিয়ে তোমাকে ও তোমার
লোকদেরকে আঘাত করতে পারতাম যাতে তুমি পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যেতে। ১৬ কিন্তু
আমি তোমাদের এই কারণে এখানে রেখেছি যেন আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখাতে পারি
আর সারা পৃথিবীতে আমার প্রচারিত হয়। ১৭ এখনও তুমি আমার লোকদের বিরুদ্ধে
নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ও তাদের ছেড়ে দিচ্ছ না। ১৮ সেজন্য আগামীকাল এই
সময়ে এমন ভয়ংকর শিলাবৃষ্টি পাঠিয়ে দেব যা মিসর দেশের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত
কখনও সেরকম হয় নি। ১৯ এখন তুমি আদেশ দাও যাতে লোকেরা ক্ষেত থেকে তোমার
পশু ও আর যা কিছু আছে সেই সব নিরাপদ জায়গায় তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। কোন
মানুষ ও পশু যদি ঘরে না থেকে বাইরে ক্ষেতে থাকে তবে শিলের আঘাতে তারা মারা
পড়বে।' ”

২০ তখন ফেরাউনের কর্মকর্তাদের মধ্যে যে মাবুদের কথায় ভয় পেল, সে তাড়াতাড়ি
তার গোলাম ও পশুগুলোকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। ২১ কিন্তু যারা মাবুদের কথায় কান
দিল না তারা তাদের গোলাম ও পশুগুলোকে মাঠেই রেখে দিল।

২২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি আকাশের দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও,
তাতে মিসর দেশের সব জায়গায় শিলাবৃষ্টি হবে। মিসর দেশের মানুষ, পশু ও জমির গাছ
-গাছড়ার উপরে তা পড়বে।"

২৩ তখন মূসা তাঁর লাঠি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন। তাতে মাবুদের কথামত
মেঘ গর্জন করতে লাগল ও শিলাবৃষ্টি হতে লাগল। আর মাটির উপরে বাজ এসে পড়তে
লাগল। এভাবে মাবুদ মিসর দেশে শিলাবৃষ্টি পাঠালেন। ২৪ তাতে শিলা এবং শিলার
সংগে বিদুৎ চমকাতে ও বাজ পড়তে থাকায় তা ভয়ংকর হয়ে উঠলো। এরকম শিলাবৃষ্টি
মিসর দেশের শুরু থেকে এই পর্যন্ত কখনও হয় নি। ২৫ তাতে সারা মিসর দেশে ক্ষেতে
থাকা মানুষ ও পশু সবাই শিলার আঘাতে আহত হল। ক্ষেতের সব শস্য ও শাক-সবজী
শিলাবৃষ্টির আঘাতে নষ্ট হয়ে গেল ও সব গাছের ডালপালা ভেঙ্গে গেল। ২৬ কেবল বনি-
ইসরাইলরা যেখানে ছিল সেই গোশন এলাকায় শিলাবৃষ্টি হল না।

২৭ পরে ফেরাউন লোক পাঠিয়ে মূসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, "এবার আমি
পাপ করেছি। মাবুদই ঠিক ছিলেন। আমি ও আমার লোকেরা ভুল করেছি। ২৮ তোমরা
মাবুদের কাছে মিনতি কর। মেঘের গর্জন ও শিল পড়া যথেষ্ট হয়েছে। আমি
তোমাদেরকে যেতে দেব। তোমাদের আর এখানে থাকতে হবে না।"

২৯ তখন মূসা তাঁকে বললেন, "আমি শহর থেকে বাইরে গিয়ে মাবুদের দিকে আমার
দু'হাত তুলে মিনতি করবো। তাতে মেঘের গর্জন থেমে যাবে, শিলাবৃষ্টিও আর পড়বে
না। এতে আপনি জানতে পারবেন যে, পৃথিবীটা মাবুদেরই। ৩০ কিন্তু আমি জানি, আপনি
ও আপনার কর্মকর্তারা এখনও মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না।"

৩১ সেই সময় সমস্ত মসিনা ও যব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেই সময়ে
যবের শীষ বের হয়েছিল আর মসীনা গাছে ফুল এসেছিল। ৩২ কিন্তু গম ও জনার পাকার
সময় না হওয়াতে সেগুলো নষ্ট হয় নি।

৩৩ এর পর মূসা ফেরাউনের কাছ থেকে চলে এসে শহরের বাইরে গেলেন। তিনি
মাবুদের দিকে তাঁর দু'হাত তুলে ধরলেন। তাতে মেঘের গর্জন ও শিলাবৃষ্টি পড়া বন্ধ
হল। মাটির উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়াও থেমে গেল। ৩৪ তখন বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও মেঘের
গর্জন বন্ধ হয়ে গেছে দেখে ফেরাউন আরও পাপ করলেন। তিনি ও তাঁর কর্মকর্তারা
তাদের অন্তর কঠিন করলেন। ৩৫ মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলেন তেমনি
ফেরাউনের অন্তর কঠিন হল। তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে যেতে দিলেন না।

মিসরের উপর অষ্টম গজব– পঙ্গপালের আক্রমণ

১০ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। আমি তার ও
তার কর্মকর্তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি, যাতে করে আমি তাদের মধ্যে
আমার এসব আশ্চর্য চিহ্ন-কাজ দেখাতে পারি। ২ আমি এসব করেছি যেন তুমি তোমার
ছেলেদের ও নাতি-নাতনিদের কাছে তা বলতে পার যে, কিভাবে আমি মিসরীয়দের প্রতি
ব্যবহার করেছি ও তাদের মধ্যে আমার সব আশ্চর্য চিহ্ন-কাজ করেছি। আর এভাবে
তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।"

৩ তখন মূসা ও হারুন ফেরাউনের কাছে গিয়ে বললেন, "ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্‌
এই কথা বলেন, 'তুমি আমার সামনে নত হতে কত কাল অস্বীকার করবে? আমার
এবাদত করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ৪ কিন্তু যদি আমার লোকদেরকে
ছেড়ে দিতে রাজী না হও, তবে দেখ, আমি আগামীকাল তোমার দেশে পঙ্গপাল নিয়ে
আসব। ৫ পঙ্গপাল এসে সারা দেশটা এমনভাবে ঢেকে ফেলবে যে, কেউ মাটি দেখতে
পাবে না। শিলাবৃষ্টি থেকে যা কিছু রক্ষা পেয়েছে তার সব কিছুই তারা খেয়ে ফেলবে।
ক্ষেতে তোমাদের সবুজ গাছ-গাছড়া জন্মাচ্ছে সেগুলোও পঙ্গপাল খেয়ে ফেলবে।
৬ তোমার বাড়ি-ঘর ও তোমার সব কর্মকর্তাদের বাড়ি-ঘর ও মিসরীয়দের সমস্ত বাড়ি-ঘর
পঙ্গপালে ভরে যাবে। এত পঙ্গপাল হবে যে, পৃথিবীতে তোমার পূর্বপুরুষদের ও তাদের
পূর্বপুরুষদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কখনও তেমনটি দেখে নি।' " তারপর মূসা পিছন
ফিরে ফেরাউনের কাছ থেকে চলে গেলেন।

৭ তখন ফেরাউনের কর্মকর্তারা তাঁকে বললো, "এই লোকটা কত কাল আমাদের
ফাঁদ হয়ে থাকবে? মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা করার জন্য এদেরকে ছেড়ে দিন। আপনি কি
এখনও বুঝতে পারছেন না যে, মিসর দেশটা ছারখার হয়ে গেল?"

৮ তখন মূসা ও হারুনকে ফেরাউনের কাছে আবার নিয়ে আসা হল। ফেরাউন
তাঁদেরকে বললেন, "যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা কর। কিন্তু
তোমাদের সংগে আর কে কে যাবে?"

৯ মূসা বললেন, "আমরা আমাদের শিশু ও বৃদ্ধদেরকে, আমাদের ছেলেমেয়ে এবং
গরু-ভেড়ার পালও সংগে নিয়ে যাব, কারণ মাবুদের উদ্দেশে আমাদের একটা উৎসব
করতে হবে।"

১০ তখন ফেরাউন তাঁদেরকে বললেন, "যদি আমি তোমাদের ও তোমাদের শিশুদের
ছেড়ে দিই, তবে মাবুদ যেন তোমাদের সংগে সংগে থাকেন! তোমাদের মনে খারাপ

উদ্দেশ্য আছে। না, তা কখনও হবে না। ১১ মাত্র তোমাদের পুরুষেরা গিয়ে মাবুদের
এবাদত করুক। কারণ তোমরা তো তা-ই চাইছো।” এর পর ফেরাউনের সামনে থেকে
তাঁদের দূর করে দেওয়া হল।

১২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি মিসর দেশের উপরে পঙ্গপালের জন্য হাত
বাড়িয়ে দাও। এতে পঙ্গপাল মিসর দেশে এসে মাটির সব সবুজ লতাগুল্ম ও গাছপালা
খেয়ে ফেলবে, শিলাবৃষ্টি যা কিছু রেখে গেছে তা সবই খেয়ে ফেলবে।”

১৩ তখন মূসা মিসর দেশের উপরে তাঁর লাঠিটি বাড়িয়ে ধরলেন, তাতে মাবুদ সমস্ত
দিন ও সমস্ত রাত ধরে দেশে পূবের বাতাস বহালেন। সকাল হলে পর সেই পূবের বা-
তাস পঙ্গপাল উড়িয়ে নিয়ে আসলো। ১৪ তাতে সমস্ত মিসর দেশের উপরে পঙ্গপাল এসে
বসলো এবং মিসরের সব সীমানায় পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়লো। তা অত্যন্ত ভয়ানক হল।
সেরকম পঙ্গপাল আগে কখনও হয় নি এবং পরেও কখনও হবে না। ১৫ তারা মাটির
উপরে এমন ভাবে বসলো যে, মাটির উপরটা কালো হয়ে গেল। মাঠে যা কিছু সবুজ
লতাপাতা ও গাছপালা শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছিল, সেই সব তারা খেয়ে ফেললো।
সারা মিসর দেশে গাছ বা জমির সমস্ত সবুজ লতাপাতা কিছুই রইলো না।

১৬ তখন ফেরাউন তাড়াতাড়ি মূসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, “আমি
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। ১৭ মিনতি করি,
কেবল এবার আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আমার কাছ থেকে এই মৃত্যুর ছায়াকে দূর কর-
ার জন্য তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি কর।”

১৮ তখন তিনি ফেরাউনের কাছ থেকে বাইরে গিয়ে মাবুদের কাছে মিনতি জানালেন।
১৯ তাতে মাবুদ পশ্চিম দিক থেকে একটা জোর বাতাস বহালেন। সেই বাতাস
পঙ্গপালগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে লোহিত সাগরে ফেললেন। এতে সারা মিসর দেশে একটা
পঙ্গপালও রইলো না। ২০ কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন। তিনি বনি-
ইসরাইলদেরকে ছেড়ে দিলেন না।

মিসরের উপর নবম গজব– অন্ধকার

২১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে
মিসর দেশ অন্ধকারে ঢেকে যাবে ও সেই অন্ধকার ছোঁয়া যাবে।” ২২ পরে মূসা আকাশের
দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাতে তিন দিন পর্যন্ত সারা মিসর দেশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে
রইলো।

২৩ তিন দিন পর্যন্ত কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না এবং কেউ তার জায়গা থেকে
বাইরে গেল না। কিন্তু বনি-ইসরাইলদের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।

২৪ তখন ফেরাউন মূসাকে ডেকে এনে বললেন, “যাও, তোমরা গিয়ে মাবুদের সেবা
কর। কেবল তোমাদের ভেড়ার পাল ও গরুর পাল এখানে থাকুক। তোমাদের শিশুরাও
তোমাদের সংগে যাক।”

২৫ মূসা বললেন, “আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য আমাদের
হাতে কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর জিনিসপত্র দেওয়া আপনার কর্তব্য।

BACIB
International Bible
CHURCH

২৬ আমাদের সংগে আমাদের পশুও যাবে, একটা খুরও এখানে থাকবে না; কারণ
আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য তাদের মধ্য থেকে কোরবানীর জিনিস নিতে
হবে এবং কি কি দিয়ে মাবুদের এবাদত করতে হবে তা সেই জায়গায় উপস্থিত না হলে
আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।”

২৭ কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন। তিনি তাদের ছেড়ে দিতে রাজী
হলেন না।

২৮ তখন ফেরাউন তাঁকে বললেন, “আমার সামনে থেকে দূর হও। সাবধান, আর
কখনও আমার মুখ দেখতে এসো না; কারণ যেদিন আমার মুখ দেখবে, সেই দিনই
তোমার মৃত্যু হবে।” ২৯ মূসা বললেন, “ভালই বলেছেন, আমি আপনার মুখ আর কখনও
দেখবো না।”

মিসরীয়দের প্রথম ছেলের মৃত্যু

১১ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, “আমি ফেরাউন ও মিসরের উপরে আর একটা
গজব নিয়ে আসবো। এর পর সে তোমাদেরকে এই জায়গা থেকে ছেড়ে
দেবে। ছেড়ে দেবার সময়ে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই এই দেশ থেকে একেবারে তাড়িয়ে
দেবে। ২ তুমি লোকদের বলবে তারা পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের
প্রতিবেশীর কাছ থেকে রূপার ও সোনার অলংকার চেয়ে নেয়।” ৩ মাবুদ মিসরীয়দের
কাছে বনি-ইসরাইলদেরকে দয়ার পাত্র করলেন। এছাড়া, মিসর দেশে মূসা ফেরাউনের
কর্মকর্তাদের ও লোকদের চোখে অনেক মহান লোক হয়ে উঠেছিলেন।

৪ মূসা আরও বললেন, “মাবুদ এই কথা বলেন, ‘আমি মাঝরাতে মিসরের মধ্য দিয়ে
যাব। ৫ তাতে সিংহাসনে বসা ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে শুরু করে যাঁতা ঘুরানো
বাঁদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত মিসর দেশের সমস্ত প্রথম ছেলে মারা যাবে। এছাড়া, পশুদেরও
প্রথম জন্মেছে এমন পুরুষ-বাচ্চা মারা যাবে। ৬ এতে সারা মিসর দেশে এমন কান্নার
রোল উঠবে যা আগে কখনও হয়নি এবং আর হবেও না। ৭ কিন্তু বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
একটা কুকুরও ডাকবে না, তা মানুষ দেখে হোক বা পশু দেখে হোক। এতে আপনারা
জানতে পারবেন যে, মাবুদ মিসরীয়দেরকে ও ইসরাইলদেরকে আলাদা করে দেখেন।
৮ তখন আপনার এই কর্মকর্তারা সকলে আমার কাছে নেমে আসবে ও মাটিতে উবুড় হয়ে
আমাকে বলবে, ‘তুমি ও যে সব লোকেরা তোমাকে মেনে চলে– তোমরা বের হয়ে
যাও।’ ” তারপর আমি এখান থেকে বের হয়ে যাব। তখন তিনি রেগে আগুন হয়ে
ফেরাউনের কাছ থেকে চলে গেলেন।

৯ মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, “ফেরাউন তোমার কথায় কান দেবে না, যেন মিসর
দেশে আমার আশ্চর্য চিহ্ন-কাজের সংখ্যা বেড়ে যায়।” ১০ মূসা ও হারুন ফেরাউনের
সামনে এসব আশ্চর্য-চিহ্ন কাজ করেছিলেন। কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন
বলে তিনি তাঁর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে ছেড়ে দিলেন না।

উদ্ধার-উৎসবের নিয়ম

১২ ১ মাবুদ মিসর দেশে মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ “এই মাস তোমাদের প্রথম
মাস হবে। এটি হবে বছরের সব মাসের মধ্যে প্রথম মাস। ৩ সমস্ত বনি-
ইসরাইলদের এই কথা বল, তোমরা এই মাসের দশম দিনে তোমাদের প্রত্যেক পরিবার
অনুসারে প্রত্যেক পরিবারের কর্তা নিজের নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার
বাচ্চা নেবে। ৪ যদি কারো পরিবারের লোকসংখ্যা কম হয় তবে সে পাশের বাড়ির
লোকদের সংখ্যা অনুসারে খাবার জন্য একটা ভেড়ার বাচ্চা নেবে। তোমরা একেক জনের
খাবার শক্তি অনুসারে ভেড়ার বাচ্চা নেবে। ৫ তোমাদের সেই বাচ্চাটি নিখুঁত ও এক বছর
বয়সের পুরুষ-বাচ্চা হতে হবে। তোমরা ভেড়ার পালের কিংবা ছাগল পালের মধ্য থেকে
তা নেবে। ৬ বাচ্চাটি এই মাসের চৌদ্দ দিন পর্যন্ত রাখবে। পরে ইসরাইলদের সমাজের
প্রত্যেকটা পরিবার সন্ধ্যাবেলা সেই বাচ্চাটি জবাই করবে। ৭ তারা সেই ভেড়ার কিছু রক্ত
নিয়ে যে সব বাড়িতে ভেড়ার মাংস খাবে, সেই সব বাড়ির দরজার চৌকাঠের দু’পাশে
এবং উপওে সেই রক্ত লাগিয়ে দেবে। ৮ পরে সেই রাতে তার মাংস খাবে। আগুনে সেঁকে
খামিহীন রুটি ও তিতা শাকের সংগে তা খাবে। ৯ তোমরা তার মাংস কাঁচা কিংবা সিদ্ধ
করে খেয়ো না, কিন্তু তার মাথা, উরু ও ভিতরের অংশগুলো আগুনে সেঁকে খাবে।
১০ সকাল পর্যন্ত তার কিছুই রেখে দিও না। যদি কিছু বাকী থাকে তবে তা আগুনে পুড়িয়ে
ফেলবে।

১১ তোমরা এই অবস্থায় তা খাবে– পোশাক পরে কোমরে বেল্ট পরবে, পায়ে জুতা
পরবে, হাতে লাঠি নেবে ও তাড়াতাড়ি তা খাবে। এটি মাবুদের উদ্ধার-উৎসব। ১২ কারণ
সেই রাতে আমি মিসর দেশের মধ্য দিয়ে যাব এবং মিসর দেশের প্রত্যেকটা পুরুষ
সন্তানকে আঘাত করবো– তা মানুষের হোক বা পশুর হোক। আর আমি মিসরের
প্রত্যেকটা দেবতার বিচার করে শাস্তি দেব। আমিই মাবুদ। ১৩ সেজন্য তোমরা যে ঘরে
থাকবে, সেই ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে তা হবে তোমাদের জন্য চিহ্ন। তাতে আমি
যখন মিসর দেশকে আঘাত করবো, তখন সেই রক্ত দেখলে তোমাদেরকে ছেড়ে এগিয়ে
যাব। তাতে ধ্বংসকারী মরক তোমাদের আঘাত করবে না।

১৪ এই দিনটা হবে তোমাদের জন্য একটা মনে রাখার মতো দিন। তোমরা এই
দিনটি মাবুদের উৎসব বলে পালন করবে। বংশের পর বংশ ধরে একটা চিরকালের নিয়ম
হিসাবে এই উৎসব পালন করবে।

১৫ “তোমরা সাত দিন খামিহীন রুটি খাবে। প্রথম দিনেই তোমরা তোমাদের বাড়ি
থেকে খামি দূর করে দেবে। এই সাত দিনের মধ্যে যদি কেউ খামি দেওয়া খাবার খায়
তবে তাকে ইসরাইলদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। ১৬ প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র
সভা করবে এবং সপ্তম দিনেও তোমরা পবিত্র সভা করবে। সেই দু’দিন তোমরা
তোমাদের নিজেদের খাবার আয়োজন করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। ১৭ এভাবে
তোমরা খামিহীন রুটির উৎসব পালন করবে, কারণ এই দিনে আমি তোমাদের
সৈন্যদলের মত করে মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছি। সেজন্য তোমরা বংশের পর

বংশ ধরে চিরকালের নিয়ম অনুসারে এই দিন পালন করবে।
[১৮] তোমরা প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে একুশ দিনের দিন
সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত খামিহীন রুটি খেয়ো। [১৯] এই সাত দিন তোমাদের বাড়িতে যেন কোন
খামি দেখা না যায়। কারণ বিদেশী হোক বা তোমাদের নিজেদের লোক হোক, যে কোন
লোক খামি দেওয়া খাবার খাবে, তাকে ইসরাইলদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।
[২০] তোমরা খামি দেওয়া কোন খাবার খেয়ো না। তোমরা যেখানেই বাস কর না কেন
তোমরা অবশ্যই খামিহীন রুটি খাবে।”

প্রথম উদ্ধার-উৎসব পালন

[২১] তখন মূসা ইসরাইলের সব বুড়ো নেতাদেরকে ডেকে এনে বললেন, “তোমরা
নিজের নিজের পরিবারের জন্য একটা ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেও, আর উদ্ধার-উৎসবের
কোরবানী কর। [২২] এক আঁটি এসোবের ডাল নিয়ে বাটিতে রাখা রক্তে ডুবিয়ে দরজার
চৌকাঠের দু’পাশে ও উপরের কাঠে লাগিয়ে দাও এবং সকাল পর্যন্ত তোমরা কেউই
বাড়ির দরজার বাইরে যাবে না। [২৩] কারণ মাবুদ মিসরীয়দেরকে আঘাত করার জন্য
দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন তখন তোমাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত দেখলে মাবুদ সেই
দরজা ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাবেন। তিনি তোমাদের বাড়িতে ধ্বংসকারীকে ঢুকে আঘাত
করতে দেবেন না।
[২৪] “তোমরা ও তোমাদের বংশধরেরা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তা পালন করবে।
[২৫] মাবুদ তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমাদেরকে যে দেশ দেবেন, সেই দেশে যখন যাবে,
তখনও এই উৎসবের অনুষ্ঠান পালন করবে। [২৬] তোমাদের সন্তানরা যখন তোমাদেরকে
বলবে, তোমাদের এই উৎসবের মানে কি? [২৭] তখন তোমরা বলবে, এটি হচ্ছে মাবুদের
উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসবের কোরবানী। তিনি মিসরীয়দেরকে আঘাত করার সময়ে মিসরে
বনি-ইসরাইলদের সমস্ত বাড়ি বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি
আমাদের বাড়ি রক্ষা করেছিলেন।” তখন লোকেরা মাবুদকে সেজদা করলো।
[২৮] মাবুদ মূসা ও হারুনকে যেরকম আদেশ করেছিলেন, বনি-ইসরাইলেরা গিয়ে সেই
রকম কাজ করলো।

দশম গজব– প্রথম ছেলের মৃত্যু

[২৯] পরে মাঝরাতে এই ঘটনা ঘটলো– মাবুদ সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম
ছেলে থেকে শুরু করে জেলখানায় বন্দীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত মিসর দেশের সমস্ত প্রথমে
জন্মেছে এমন ছেলেকে মেরে ফেললেন। তিনি পশুর প্রথমে জন্মেছে এমন পুরুষ-
বাচ্চাকেও মেরে ফেললেন। [৩০] তাতে ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তারা এবং সব মিসরীয়
লোক রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সেখানে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল; কারণ
এমন কোন বাড়ি ছিল না যে বাড়ির প্রথম ছেলে মারা যায় নি।

মিসর থেকে যাত্রা শুরু

[৩১] তখন সেই রাতেই ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন, “তোমরা উঠ,
বনি-ইসরাইলদেরকে নিয়ে আমার লোকদের মধ্য থেকে বের হও! তোমরা যাও, তোমরা

BACIB | International Bible CHURCH

গিয়ে তোমাদের কথা অনুসারে মাবুদের এবাদত কর। [৩২] তোমাদের কথা অনুসারে
ভেড়ার পাল ও গরুর সব পাল সংগে নিয়ে চলে যাও এবং আমাকেও দোয়া কর।”

রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা

[৩৩] তখন ইসরাইলদেরকে তাড়াতাড়ি দেশ থেকে বিদায় করার জন্য মিসরীয়েরাও
তাগাদা দিতে লাগল। তারা বললো, “তা না হলে হয়তো আমরা সবাই মারা পড়বো।”
[৩৪] এতে ময়দায় খামি মেশাবার আগেই লোকেরা ময়দা মাখাবার পাত্রসুদ্ধ ময়দার
তালগুলো নিজের নিজের কাপড়ে বেঁধে কাঁধে নিল। [৩৫] বনি-ইসরাইলেরা মূসার কথা
অনুসারে কাজ করলো। তারা মিসরীয়দের কাছে রূপার অলংকার, সোনার অলংকার ও
কাপড়-চোপড় চাইলো। [৩৬] মাবুদ মিসরীয়দের কাছে তাদেরকে দয়ার পাত্র করলেন। তাই
তারা যা চাইলো, মিসরীয়েরা তাদেরকে তা-ই দিল। এভাবে তারা মিসরীয়দের ধন-
সম্পদ লুটে নিল।

[৩৭] তখন বনি-ইসরাইলেরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা করলো। তারা শিশু ছাড়া
কমবেশী ছয় লক্ষ পুরুষ লোক পায়ে হেঁটে রওনা দিল। [৩৮] ইসরাইলরা ছাড়াও তাদের
সংগে আরো অনেক লোক যাত্রা করলো। এছাড়া, গরু-ভেড়ার পালসুদ্ধ একটা বিরাট
পশুর পালও তাদের সংগে ছিল। [৩৯] পরে তারা মিসর থেকে নিয়ে আসা খামি ছাড়া
ময়দার তালগুলো দিয়ে রুটি তৈরি করলো। তাদের তাড়াহুড়ো করে বের করে দেওয়াতে
তারা ময়দার সংগে খামি মিসাবার সময় পায়নি। তাই তারা পথের জন্য কোন খাবারও
তৈরি করার কোন সুযোগ পায় নি।

[৪০] বনি-ইসরাইলেরা মিসর দেশে চারশো ত্রিশ বছর বাস করেছিল। [৪১] সেই চারশো
ত্রিশ বছরের শেষে, ঐ দিনে, মাবুদের সমস্ত লোক সৈন্য বাহিনীর মত করে মিসর দেশ
ছেড়ে বের হয়ে এলো। [৪২] মিসর দেশ থেকে তাদেরকে বের করে আনবার দরুন এই
রাত ছিল মাবুদের উদ্দেশে জেগে কাটাবার রাত। সমস্ত বনি-ইসরাইল বংশের পর বংশ
ধরে মাবুদকে সম্মান জানাবার জন্য সেই রাতটা জেগে কাটায়।

উদ্ধার-উৎসব পালনের নিয়ম

[৪৩] পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, “উদ্ধার-উৎসবের কোরবানীর নিয়ম এই
রকম: বিদেশী কোন লোক তা খাবে না। [৪৪] কিন্তু কোন লোকের যে গোলামকে টাকা
দিয়ে কেনা হয়েছে, তার যদি খৎনা হয়ে থাকে তবে সে খেতে পারবে। [৪৫] তোমাদের
মধ্যে কিছু দিনের জন্য বাস করে এমন কোন বিদেশী বা তোমাদের কোন কর্মচারী তা
খেতে পারবে না। [৪৬] তোমরা যে বাড়িতে বাস কর সেখানেই তা খেতে হবে। সেই
মাংসের কিছুই বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবে না এবং তার একটা হাড়ও ভাঙ্গা চলবে না।

[৪৭] “সমস্ত বনি-ইসরাইল এই উৎসবটি পালন করবে। [৪৮] তোমাদের সংগে বাস করে
এমন কোন বিদেশী লোক যদি মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসব পালন করতে চায়, তবে
সে নিজের পরিবারের অন্যান্য পুরুষের সংগে নিজের খৎনা করাতে হবে। তারপর সে
ইসরাইলের লোকের মতই তা পালন করতে পারবে। কিন্তু খৎনা করানো হয় নি এমন
কোন লোক তা খেতে পারবে না। [৪৯] দেশে জন্মেছে এমন ইসরাইলী এবং যারা বিদেশী

হিসাবে তোমাদের মধ্যে বাস করে তাদের সকলের জন্য একই নিয়ম হবে।”
৫০ মাবুদ মূসা ও হারুনকে যা আদেশ করেছিলেন সমস্ত বনি-ইসরাইল তা-ই
করলো। ৫১ এভাবে মাবুদ সেদিন দলে দলে বনি-ইসরাইলদেরকে মিসর দেশ থেকে বের
করে আনলেন।

১৩

১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “প্রথমে জন্মেছে এমন সব পুরুষ-সন্তান
আমার উদ্দেশে পবিত্র হবে। বনি-ইসরাইলদের মধ্যে গর্ভের প্রথম পুরুষ-
সন্তান আমার– তা সে মানুষের হোক বা পশুর হোক।”

খামিহীন রুটির উৎসব

৩ তখন মূসা লোকদেরকে বললেন, “এই দিনটির কথা তোমরা মনে রেখো। এই
দিনে তোমরা মিসরের গোলামী থেকে বের হয়ে এসেছ। কারণ মাবুদ তাঁর শক্তিশালী
হাত দিয়ে সেখান থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছেন। এই দিনে তোমরা কোন খামি
দেওয়া খাবার খাওয়া খাবে না। ৪ আবীব মাসের এই দিনে তোমরা বের হয়ে এসেছ।
৫ কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের যে দেশ তোমাদের দিতে মাবুদ
তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন– যেখানে দুধ ও মধুর কোন অভাব
নেই– সেই দেশে যখন তিনি তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন তখন তোমরা এই মাসে এই
উৎসবের অনুষ্ঠান পালন করবে।
৬ “সাত দিন খামিহীন রুটি খেয়ো ও সপ্তম দিনে মাবুদের উদ্দেশে উৎসব করো।
৭ সেই সাত দিন খামিহীন রুটি খেতে হবে। তোমার কাছে খামি দেওয়া খাবার দেখা না
যাক। তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে খামি দেখা না যাক। ৮ সেই দিনে তুমি তোমার
ছেলেকে এটা জানাবে, ‘মিসর দেশ থেকে আমরা বের হবার সময়ে মাবুদ আমার প্রতি যা
করেছিলেন, তা মনে করে আমি এটা করছি।’ ৯ মাবুদের দেওয়া এই নির্দেশ চিহ্ন হিসাবে
তোমার হাতে ও মনে রাখার জন্য তোমার দুই চোখের মাঝখানে থাকবে; যেন মাবুদের
আইন-কানুন তোমার মুখে থাকে। এর কারণ হল যে, মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে
মিসর থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। ১০ সেজন্য তুমি প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে এই
নিয়ম পালন করবে।”
১১ “মাবুদ তোমার কাছে ও তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই
অনুসারে যখন কেনানীয়দের দেশে নিয়ে গিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, ১২ তখন তুমি
গর্ভের সব প্রথম ফল মাবুদের কাছে নিয়ে আসবে। তোমার পশুগুলোর গর্ভের সব প্রথম
ফলের মধ্যে পুরুষ-বাচ্চাটি মাবুদের হবে। ১৩ গাধার প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে ছাড়িয়ে নেবার
জন্য তার বদলে একটা ভেড়ার বাচ্চা দেবে। যদি সেটা ছাড়িয়ে না নাও তবে তার গলা
ভেঙে দেবে। তোমার ছেলেদের মধ্যে প্রথমে জন্মেছে এমন সমস্ত ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে
হবে।
১৪ “তোমাদের ছেলেরা ভবিষ্যতে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘এটা কেন?’
তোমরা বলবে, ‘মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে আমাদেরকে মিসর থেকে, গোলামীর
হাত থেকে বের করে এনেছেন। ১৫ সেই সময় ফেরাউন একগুঁয়েমী করে আমাদেরকে

ছেড়ে দিচ্ছিল না। তখন মাবুদ মিসর দেশের সমস্ত মানুষ ও পশুর প্রথম পুরুষ সন্তানকে
মেরে ফেলেছিলেন। এজন্য আমাদের পশুগুলোর প্রথমে জন্মেছে এমন পুরুষ
বাচ্চাগুলোকে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করি। আর আমাদের প্রথমে জন্মেছে এমন
ছেলেদেরকে ছাড়িয়ে নিই। ১৬ এটা এমন একটা চিহ্ন হবে যা তোমার হাতে ও তোমার
দুই চোখের মাঝখানে থাকবে, এবং তা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে যে, মাবুদ তাঁর
শক্তিশালী হাত দিয়ে আমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।' ”

আগুনের ও মেঘের থাম

১৭ ফেরাউন লোকদেরকে ছেড়ে দিলে পর, ফিলিস্তিনীদের দেশ দিয়ে সোজা পথ
থাকলেও আল্লাহ্ সেই পথে তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন না। কারণ আল্লাহ্ বললেন,
“যুদ্ধ দেখলে আবার হয়তো লোকেরা মন বদলে মিসরে ফিরে যেতে পারে!” ১৮ সেজন্য
আল্লাহ্ লোকদেরকে মরুভূমির পথ দিয়ে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে গেলেন। আর বনি
-ইসরাইলরা যুদ্ধের সৈন্যদের মত করে মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এলো। ১৯ মূসা
ইউসুফের হাড়গুলো নিজের সংগে নিলেন, কারণ তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে দিয়ে একটা
শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের দেখাশুনা
করবেন। তোমরা যখন এখান থেকে বের হয়ে যাবে তখন তোমাদের সংগে আমার
হাড়গুলো এই জায়গা থেকে নিয়ে যেয়ো।”
২০ পরে তারা সুক্কোৎ থেকে যাত্রা করে মরুভূমির কিনারায় এথম নামে একটা
জায়গায় গিয়ে তাঁবু খাটাল। ২১ মাবুদ দিনে পথ দেখাবার জন্য মেঘের থামের মধ্যে থেকে
এবং রাতে আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে থেকে তাদের আগে আগে যেতেন
যেন তারা দিনরাত চলতে পারে। ২২ তাই সব সময় লোকদের সামনে দিনের বেলায়
মেঘের থাম ও রাতের বেলা আগুনের থাম থাকতো।

লোহিত সাগর পার হওয়া

১৪ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যেন তারা ফিরে
পী-হহীরোতের সামনে মিগ্‌দোলের ও সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায়
বাল্‌সফোনের সামনে তাঁবু খাটায়। তোমরা বাল্‌সফোনের সামনে সমুদ্রের কাছে তাঁবু
খাটাবে। ৩ তাতে ফেরাউন বনি-ইসরাইলদের বিষয়ে বলবে, ‘তারা কোন পথে যাবে তা
ঠিক করতে না পেরে দেশের মধ্যে আট্‌কা পড়েছে। মরুভূমি তাদের পথ আট্‌কে
দিয়েছে।' ৪ আমি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবো। সে তোমাদের পিছনে ধেয়ে আসবে।
কিন্তু আমি ফেরাউন ও তার সমস্ত সৈন্য দিয়ে প্রশংসা লাভ করবো। এতে মিসরীয়েরা
জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।” তখন বনি-ইসরাইলরা সেরকম করলো।

ফেরাউনের সৈন্যদল ধ্বংস হওয়া

৫ পরে বনি-ইসরাইলরা পালিয়েছে, মিসরের বাদশাহ্‌কে এই খবর দেওয়া হলে পর
তাদের বিষয়ে ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তাদের মনোভাব পাল্টে গেলো। তাঁরা বললেন,
“আমরা এ কি করলাম? আমরা তো ইসরাইলদের ছেড়ে দিয়ে তাদের সেবা হারিয়ে
ফেললাম!” ৬ তখন ফেরাউন তাঁর রথ সাজালেন ও তাঁর সৈন্যদেরকে সংগে নিলেন।

৭ এছাড়া, বাছাই করা ছয়শো রথ ছাড়াও মিসরের অন্য সব রথ নিলেন। আর এসব
রথের উপরে এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। ৮ তখন মাবুদ মিসরের বাদশাহ্
ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন। তাতে যে বনি-ইসরাইলেরা সাহসের সংগে এগিয়ে
যাচ্ছিল তিনি তাদের পিছনে তাড়া করে গেলেন। ৯ মিসরীয়েরা, ফেরাউনের সব ঘোড়া ও
রথ এবং তাঁর ঘোড়সওয়ারা ও সৈন্যেরা ইসরাইলদের পিছনে তাড়া করে এলো। আর
বনি-ইসরাইল বাল্-সফোনের সামনে পী-হহীরোতের কাছে সমুদ্রতীরে যে তাঁবু
খাটিয়েছিল তার কাছাকাছি চলে এলো।
১০ ফেরাউন যখন তাদের কাছাকাছি চলে এলো, তখন বনি-ইসরাইলেরা চেয়ে
দেখলো যে, তাদের পিছনে পিছনে মিসরীয়েরা আসছে। তাতে বনি-ইসরাইলরা ভীষণ
ভয় পেল, আর মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। ১১ তখন তারা মূসাকে বললো,
"মিসরে কবর নেই বলে তুমি কি আমাদের নিয়ে এলে, যেন আমরা মরুভূমিতে মারা
যাই? তুমি আমাদের মিসর থেকে বের করে এনে এ কেমন ব্যবহার করলে? ১২ আমরা কি
মিসরে থাকতে তোমাকে এই কথা বলি নি, 'আমাদেরকে থাকতে দাও, আমরা
মিসরীয়দের গোলামী করি?' এই মরুভূমিতে মরবার চেয়ে মিসরীয়দের গোলামী করা
আমাদের পক্ষে অনেক ভাল।"
১৩ তখন মূসা লোকদেরকে বললেন, "ভয় কোরো না, সকলে স্থির হয়ে দাঁড়াও।
মাবুদ আজ তোমাদের কিভাবে রক্ষা করেন, তা দেখ। কারণ আজ যে মিসরীয়দেরকে
তোমরা দেখতে পাচ্ছো, এদেরকে আর কখনই দেখতে পাবে না। ১৪ মাবুদ তোমাদের
পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন। তোমরা কেবল চুপ করে থাক।"
১৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কান্নাকাটি করছো কেন? বনি-
ইসরাইলদেরকে এগিয়ে যেতে বল। ১৬ তুমি তোমার লাঠি তুলে নাও, আর সমুদ্রের
উপরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রকে দু'ভাগ কর। তাতে বনি-ইসরাইলরা শুকনো পথে
সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। ১৭ কিন্তু আমিই মিসরীয়দের অন্তর কঠিন
করবো। তাতে তারাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। এতে আমি ফেরাউনের, তার সব
সৈন্য দলের, তার রথগুলোর ও তার ঘোড়সওয়ারদের দিয়ে গৌরব লাভ করবো।
১৮ আমি যখন ফেরাউন ও তার সব রথ ও ঘোড়সওয়ারদের দিয়ে গৌরব লাভ করবো
তখন মিসরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।"
১৯ তখন আল্লাহ্‌র যে ফেরেশতা ইসরাইলী সৈন্যের আগে আগে যাচ্ছিলেন তিনি সরে
গিয়ে তাদের পিছনে গেলেন। মেঘের থামটাও তাদের সামনে থেকে সরে গিয়ে তাদের
পিছনে চলে গেলো।
২০ মেঘের থামটা মিসরীয়দের ও ইসরাইলদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তাতে
সেখানে সারা রাত ধরে একদিকে মেঘ ও অন্ধকার থাকলো, আর অন্য দিকে রাতে আলো
থাকলো। এর ফলে সারা রাতের মধ্যে এক দল অন্য দলের কাছাকাছি হতে পারলো না।
২১ মূসা সমুদ্রের উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাতে মাবুদ সারা রাত ধরে
একটা পূবের শক্তিশালী বাতাস বইয়ে সমুদ্রের পানি দু'পাশে সরিয়ে দিলেন। তিনি

BACIB
International Bible
CHURCH

পানিকে দু'ভাগ করে মাঝখানে একটা শুকনো পথ তৈরি করলেন। ২২ এতে বনি-
ইসরাইলরা সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনো পথে এগিয়ে গেল এবং তাদের ডানে ও বাঁয়ে
পানি দেয়ালের মত হয়ে রইলো।
২৩ মিসরীয়েরাও ইসরাইলদের পিছনে তাড়া করে গেল। ফেরাউনের সব ঘোড়া ও
রথ এবং ঘোড়সওয়াররা তাদের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ২৪ কিন্তু ভোর
রাতে মাবুদ আগুন ও মেঘের থাম থেকে মিসরীয় সৈন্যের উপরে চেয়ে দেখলেন ও
তাদের সৈন্যদেরকে একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিলেন। ২৫ তিনি তাদের রথের
চাকাগুলো খুলে দিলেন, তাতে রথ চালাতে তাদের ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। তখন
মিসরীয়েরা বললো, "চল, আমরা ইসরাইলের সামনে থেকে পালাই! মাবুদ তাদের পক্ষ
হয়ে মিসরীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন।"

ফেরাউনের সৈন্যদের ধ্বংস

২৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে
পানি ফিরে মিসরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও ঘোড়সওয়ারদের উপরে ফিরে
আসবে।" ২৭ তখন মূসা সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর সকাল হতে না হতে
সমুদ্র আবার সমান হয়ে গেল। তাতে মিসরীয়েরা পানি থেকে পালিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু
মাবুদ তাদেরকে সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিলেন। ২৮ পানি ফিরে এসে তাদের রথ ও
ঘোড়সওয়ারদেরকে ডুবিয়ে দিল। তাতে ফেরাউনের যেসব সৈন্য তাদের পিছনে তাড়া
করে সমুদ্রে নেমেছিল তাদের এক জনও বেঁচে রইলো না। ২৯ কিন্তু বনি-ইসরাইলরা
শুকনো পথ ধরে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের ডানে ও বাঁয়ে পানি
দেওয়ালের মত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
৩০ এভাবে সেদিন মাবুদ মিসরীয়দের হাত থেকে ইসরাইলদেরকে উদ্ধার করলেন।
আর ইসরাইলরা মিসরীয়দের লাশ সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকতে দেখলো। ৩১ বনি-
ইসরাইলরা যখন দেখতে পেল যে, মাবুদ মিসরীয়দের বিরুদ্ধে মহাশক্তি ব্যবহার
করেছেন। এ দেখে মাবুদের প্রতি একটা ভয়ের ভাব তাদের মনে জেগে উঠলো এবং
মাবুদ ও তাঁর গোলাম মূসার উপর নির্ভর করে চলতে লাগল।

বনি-ইসরাইলদের বিজয়ের গান

১৫ ১ তখন মূসা ও বনি-ইসরাইলেরা মাবুদের উদ্দেশে এই গান গাইলেন। তাঁরা
বললেন,

"আমি মাবুদের উদ্দেশে গান গাইব;
কারণ তিনি একটা গৌরবের জয় পেয়েছেন,
তিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদেরকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলেছেন।
২ মাবুদ আমার শক্তি ও আমার গান,
তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছেন;
মাবুদই আমার আল্লাহ্‌,
আমি তাঁর প্রশংসা করবো;

BACIB
International Bible
CHURCH

আমার পূর্বপুরুষের আল্লাহ্,
আমি তাঁর মহিমার গান গাইব।
৩ মাবুদ বীর যোদ্ধা; ‘মাবুদ’ তাঁর নাম।
৪ তিনি ফেরাউনের রথগুলো ও
সৈন্যদলকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিলেন;
তাঁর বাছাই-করা সৈন্যরা সাগরে ডুবে গেল।
৫ গভীর পানি তাদেরকে ঢেকে ফেললো;
তারা পাথরের মত সাগরের তলায় তলিয়ে গেল।

৬ “হে মাবুদ, তোমার ডান হাতখানা ক্ষমতায় মহান;
ঐ ডান হাতখানা শত্রুকে চুড়মার করলো।
৭ যারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে,
তুমি তোমার মহান মহিমায়
তাদেরকে নিচে ফেলে দিলে;
তোমার পাঠানো জ্বলন্ত গজব শুকনো খড়কুটার মত
তাদেরকে পুড়িয়ে ফেললো।

৮ তোমার নিঃশ্বাসের ঝাপটায় পানি স্তূপ হয়ে রইলো;
সমস্ত স্রোত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইলো;
সমুদ্রের তলার অংশটা শক্ত হয়ে গেল।
৯ শত্রু বলেছিল, “আমি তাদের পিছনে তাড়া করে ধরবো,
আমি তাদের ধন-সম্পদ ভাগ করবো,
আমার ইচ্ছামত তা লুট করে নেব;
আমি তলোয়ার খাপ থেকে খুলব,
তাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে নেব।”
১০ তুমি নিজের বায়ু দ্বারা ফুঁ দিলে,
সমুদ্র তাদেরকে ঢেকে ফেললো;
তারা গভীর পানির তলায় সীসার মত তলিয়ে গেল।

১১ “হে মাবুদ, দেবতাদের মধ্যে কে আছে তোমার মত?
কে আছে তোমার মত পবিত্রতায় মহান?
মহিমায় অসাধারণ?
কে তোমার মত আশ্চর্য কাজ করতে পারে?
১২ তুমি তোমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলে,
পৃথিবী ওদেরকে গিলে ফেললো।

১৩ তুমি তোমার অটল ভালবাসায় যে লোকদের মুক্ত করেছ,
তাদের তুমি চালিয়ে নেবে,
তুমি তোমার শক্তিতে তোমার পবিত্র বাসস্থানে
তুমি তাদের পরিচালনা করে নিয়ে যাবে।
১৪ জাতিরা এসব শুনবে ও ভীষণ ভয়ে কাঁপবে,
ফিলিস্তিনের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।
১৫ তখন ইদোমের নেতারা ভয়ে দিশেহারা হবে;
মোয়াবের নেতারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে;
কেনান দেশের লোকেরা ভয়ে গলে যাবে।
১৬ সন্ত্রাস ও ভয় তাদের উপরে পড়বে।
তোমার বাহুর শক্তিতে তারা পাথরের মত হয়ে থাকবে–
হে মাবুদ, যতক্ষণ না তোমার লোকেরা তাদের পাশ দিয়ে যায়,
যতক্ষণ না তোমার কিনে নেওয়া লোকেরা তাদের পাশ দিয়ে যায়।
১৭ তুমি তাদেরকে নিয়ে যাবে,
তোমার পাহাড়ে, তোমার সম্পত্তিতে, সেখানে তাদের লাগিয়ে দেবে।
হে মাবুদ, সেখানে তুমি তোমার
পবিত্র বাসস্থান প্রস্তুত করেছ;
হে প্রভু, তোমার হাত তা স্থাপন করেছে।
১৮ মাবুদ যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।”

১৯ ফেরাউনের সমস্ত ঘোড়া, তাঁর সব রথ ও ঘোড়সওয়ারেরা সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে
গেল, তখন মাবুদ সমুদ্রের পানি তাদের উপরে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু বনি-ইসরাইলরা
শুকনো পথ ধরে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলে গেল।

হযরত মরিয়মের গান

২০ পরে হারুনের বোন মহিলা-নবী মরিয়ম হাতে তম্বুরা নিলেন এবং তাঁর পিছনে
পিছনে অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে তম্বুরা নিয়ে নাচতে চানতে বের হল। ২১ তখন মরিয়ম
লোকদের কাছে গাইলেন,

“তোমরা মাবুদের উদ্দেশে গান কর;
কারণ তাঁর মহিমা অনেক বেড়ে গেল;
তিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।”

মরুভূমিতে খাবার ও পানি

২২ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদের লোহিত সাগর থেকে এগিয়ে যেতে বললেন। তাতে
তারা শূর মরুভূমিতে গেল। আর তারা তিন দিন মরুভূমিতে যেতে যেতে কোথাও পানি
পেল না। ২৩ পরে তারা মারাতে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু মারার পানি তারা খেতে পারল
না, কারণ সেই পানি ছিল তিতা। এজন্য তার নাম মারা (তিতা) রাখা হল। ২৪ তখন
লোকেরা মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, “এখন আমরা খাবার পানি কোথায়

পাব?”
২৫ তাতে মূসা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলেন। আর মাবুদ তাঁকে একটা গাছ
দেখিয়ে দিলেন। তিনি তা নিয়ে পানিতে ফেলে দিলে পানি খাবার উপযুক্ত হয়ে গেল।
সেই জায়গায় মাবুদ ইসরাইলের জন্য আইন-কানুন দিলেন ও সেখানে তাদের
পরীক্ষা নিলেন। ২৬ তিনি বললেন, “যদি তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কথায়
সর্তকতার সংগে মনোযোগ দাও, তাঁর চোখে যা ন্যায্য তা-ই কর, তাঁর আদেশ মেনে চল
ও তাঁর সব নিয়ম পালন কর, তবে আমি মিসরীয়দের যে সব রোগ এনেছিলাম, সেই সব
রোগ দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব না। আমিই মাবুদ, যিনি তোমাদের সুস্থতা দান করেন।”
২৭ পরে তারা সেখান থেকে এলীমে গেল। সেই জায়গায় পানির বারোটি ফোয়ারা ও
সত্তরটি খেজুর গাছ ছিল। তারা সেই জায়গায় পানির কাছে তাঁবু খাটাল।

মান্না ও ভারুই পাখি

১৬ ১ পরে তারা এলীম থেকে যাত্রা করলো। মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার
পর দ্বিতীয় মাসের পনের দিনের দিন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ সীন
মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছাল। এই জায়গাটি এলীমের ও সিনাই পাহাড়ের মাঝখানে ছিল।
২ তখন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ মরুভূমিতে মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
করতে লাগল। ৩ তারা তাঁদেরকে বললো, “আমরা মিসর দেশে মাবুদের হাতে কেন মরি
নি! তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসতাম, আর পেট ভরে রুটি খেতাম। কিন্তু তোমরা
আমাদের এই গোটা দলটিকে না খাইয়ে মেরে ফেলবার জন্য এই মরুভূমিতে নিয়ে
এসেছো।”
৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “দেখ, আমি তোমাদের জন্য বেহেশত থেকে বৃষ্টির
মত করে খাবার জিনিস ফেলব। লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন সেই দিনের খাবার
কুড়িয়ে নেবে। তারা আমার নির্দেশ মত চলে কি না, আমি তাদের সেই পরীক্ষা নেব।
৫ সপ্তাহের ছয় দিনের দিন তারা প্রতিদিন যা কুড়ায় তার দ্বিগুণ কুড়িয়ে খাবার তৈরি
করবে।”
৬ পরে মূসা ও হারুন সমস্ত বনি-ইসরাইলদেরকে বললেন, “সন্ধ্যা হলে তোমরা
জানতে পারবে যে, মাবুদই তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছেন। ৭ সকাল
হলে তোমরা মাবুদের মহিমা দেখতে পাবে, কারণ মাবুদের বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযোগ
করেছ, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর?”
৮ পরে মূসা বললেন, “তোমরা জানতে পারবে যে, তিনিই মাবুদ, যখন তিনি সন্ধ্যাবেলায়
খাবার জন্য তোমাদেরকে মাংস দেবেন ও সকাল বেলা পেট ভরে খাবার জন্য রুটি
দেবেন। মাবুদের বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযোগ করছো, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে?
তোমরা যে অভিযোগ করছো তা আমাদের বিরুদ্ধে নয়, মাবুদেরই বিরুদ্ধেই অভিযোগ
করছো।”
৯ পরে মূসা হারুনকে বললেন, “তুমি বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজকে বল,
‘তোমরা মাবুদের সামনে উপস্থিত হও; কারণ তিনি তোমাদের অভিযোগ শুনেছেন।’ ”

[১০] পরে হারুন যখন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজকে এটা বলছিলেন তখন তারা
মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলো। আর দেখ, মেঘের মধ্যে মাবুদের মহিমা দেখা গেলো।
[১১] মাবুদ মূসাকে বললেন, [১২] "আমি বনি-ইসরাইলদের অভিযোগ শুনেছি। তুমি
তাদেরকে বল, 'সন্ধ্যাবেলা তোমরা মাংস খাবে ও সকালবেলা পেট ভরে রুটি খাবে।
তোমরা তখন জানতে পারবে যে, আমি মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্।' "

[১৩] পরে সন্ধ্যাবেলা ভারুই পাখি উড়ে এসে তাঁবুর চারপাশটা ঢেকে ফেলল এবং
সকাল বেলা তাঁবুগুলোর চারদিকে শিশির পড়লো। [১৪] পরে সেই শিশির শুকিয়ে গেল।
আর দেখ, মাটিতে তুষার কণার মত পাতলা ঝরঝেরে ছোট বীজের মত এক রকম
জিনিস মরুভূমির উপরে পড়ে রইলো। [১৫] তা দেখে বনি-ইসরাইলরা একে অপরকে
বললো, "ওটা কি?" কারণ তা কি, তারা তা জানত না। তখন মূসা বললেন, "ওটা সেই
রুটি, যা মাবুদ তোমাদেরকে খাবার জন্য দিয়েছেন।

[১৬] এরই বিষয়ে মাবুদ এই আদেশ দিয়েছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে যতটুকু খেতে পার
সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে আনবে। তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের তাঁবুর লোকদের
সংখ্যা অনুসারে একেক জনের জন্য এক কেজি আটশো গ্রাম পরিমাণে কুড়িয়ে আনবে।'
" [১৭] তাতে বনি-ইসরাইলেরা তা-ই করলো। কেউ বেশি আবার কেউ অল্প কুড়ালো।
[১৮] পরে ওমরের মাপে তা মাপা হলে, যে বেশি কুড়িয়েছিল, তার বেশি হল না এবং যে
অল্প কুড়িয়েছিল, তার কম পড়লো না। তারা প্রত্যেকে যে যতটুকু খেতে পারে সেই
অনুসারে কুড়িয়েছিল।

[১৯] মূসা বললেন, "তোমরা কেউ সকাল বেলার জন্য এর কিছু রেখে দিও না।"
[২০] তবুও কেউ কেউ মূসার কথা না মেনে সকাল বেলার জন্য কিছু কিছু রেখে দিল। তখন
তাতে পোকা জন্মালো ও দুর্গন্ধ হল। এতে মূসা তাদের উপর ভীষণ রাগ করলেন।
[২১] এভাবে প্রতিদিন খুব ভোরে তারা যতটুকু খেতে পারে সেই অনুসারে কুড়িয়ে আনলো
কিন্তু রোদ কড়া হলে পর তা গলে যেত।

[২২] পরে সপ্তাহের ছয় দিনের দিন তারা দুই গুণ খাবার, প্রত্যেক জনের জন্য দুই
ওমর করে কুড়ালো। আর বনি-ইসরাইলদের সব নেতারা এসে মূসাকে তা জানালেন।
[২৩] তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, "মাবুদ এই কথাই বলেছিলেন। আগামীকাল বিশ্রামব-
ার, মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার। তোমাদের যা ভেজে নেবার ভেজে নাও, ও যা
রান্না করার রান্না কর। আর যা বাকী থাকবে তা সকাল বেলার জন্য তুলে রাখ।"
[২৪] তাতে তারা মূসার আদেশ অনুসারে সকাল পর্যন্ত তা তুলে রাখল কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ হল
না, পোকাও জন্মালো না।

[২৫] পরে মূসা বললেন, "আজ তোমরা এগুলোই খাবে, কারণ আজ মাবুদের বি-
শ্রামবার। আজ মাঠের মধ্যে তা পাবে না। [২৬] তোমরা ছয় দিন তা কুড়াবে কিন্তু সপ্তম
দিন বিশ্রামবার, সেদিন তা পাবে না।"

[২৭] তবুও সপ্তম দিনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তা কুড়াবার জন্য বাইরে গেল, কিন্তু
কিছুই পেল না। [২৮] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "তোমরা আমার আদেশ ও নির্দেশ আর

BACIB
International Bible CHURCH

কত কাল অমান্য করে চলবে? ২৯ দেখ, মাবুদই তোমাদেরকে বিশ্রামবার দিয়েছেন, তাই
তিনি সপ্তাহের ছয় দিনের দিন দুই দিনের খাবার তোমাদেরকে দিয়ে থাকেন। তোমাদের
প্রত্যেক জন নিজের নিজের জায়গায় থাক। সপ্তম দিনে কেউ নিজের জায়গা থেকে বাইরে
যাবে না।” ৩০ তাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলো।

৩১ বনি-ইসরাইলরা ঐ খাবারের নাম দিল ‘মান্না’। সেগুলো দেখতে ধনে বীজের
মত, সাদা রংয়ের এবং তার স্বাদ মধু মিশানো পিঠার মত ছিল।

৩২ পরে মূসা বললেন, “মাবুদ এই আদেশ করেছেন, তোমরা তোমাদের বংশধরদের
জন্য এগুলো থেকে এক কেজি আটশো গ্রাম পরিমাণ তুলে রেখো, যাতে আমি
তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে আনার সময় মরুভূমির মধ্যে যে রুটি খেতে
দিতাম তারা তা দেখতে পায়।”

৩৩ তখন মূসা হারুনকে বললেন, “তুমি একটা পাত্র নিয়ে এক কেজি আটশো গ্রাম
পরিমাণ মান্না মাবুদের সামনে তুলে রাখ। তা তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তুলে
রাখা হবে।” ৩৪ তখন মাবুদ মূসাকে যেরকম আদেশ করেছিলেন, সেই অনুসারে হারুন
সাক্ষ্য-সিন্দুকের কাছে থাকবার জন্য তা তুলে রাখলেন।

৩৫ বনি-ইসরাইলেরা চল্লিশ বছর, যে পর্যন্ত না তারা যে দেশে বাস করবে সেখানে
উপস্থিত হল, সেই পর্যন্ত এই মান্না খেয়েছিল। কেনান দেশের সীমানায় উপস্থিত না হওয়া
পর্যন্ত তারা মান্না খেয়েছিল। ৩৬ এক ওমর হল এক কেজি আটশো গ্রাম।

পাথর থেকে পানি

১৭ ১ পরে মাবুদের আদেশ অনুসারে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ সীন
মরুভূমি থেকে যাত্রা করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এগিয়ে যেতে
যেতে শেষে রফীদীমে গিয়ে তাঁবু খাটাল। কিন্তু সেই জায়গায় লোকদের খাবার জন্য
কোন পানি ছিল না। ২ এজন্য লোকেরা মূসার সংগে ঝগড়া করে বললো, “আমাদেরকে
পানি দাও, আমরা পানি খাব।”

মূসা তাদেরকে বললেন, “কেন আমার সংগে ঝগড়া করছো? কেন মাবুদের পরীক্ষা
করছো?” ৩ কিন্তু লোকেরা সেই জায়গায় পানির পিপাসায় কাতর হয়েছিল। আর তারা
মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, “তুমি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের ও
পশুগুলোকে পানির পিপাসায় মেরে ফেলতে মিসর থেকে কেন নিয়ে এলে?”

৪ তখন মূসা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে বললেন, “আমি এই লোকদের জন্য কি
করবো? যে কোনো সময় এরা আমাকে পাথর মারবে।”

৫ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি লোকদের আগে এগিয়ে যাও। তোমার সংগে
ইসরাইলের কয়েকজন বুড়ো নেতাকে সংগে নাও। আর যা দিয়ে নদীতে আঘাত
করেছিলে সেই লাঠিও তোমার হাতে নিয়ে যাও। ৬ দেখ, আমি হোরেবে সেই পাথরের
উপরে তোমার সামনে দাঁড়াবো। তুমি পাথরে আঘাত করবে, তাতে তা থেকে পানি বের
হবে, আর লোকেরা পানি খাবে।” তখন মূসা ইসরাইলের বুড়ো নেতাদের সামনে তা-ই
করলেন।

৭ তিনি সেই জায়গার নাম মঃসা ও মরীবা (পরীক্ষা ও ঝগড়া) রাখলেন, কারণ বনি-
ইসরাইলরা ঝগড়া করেছিল। তারা মাবুদের পরীক্ষা করে বলেছিল, "মাবুদ কি আমাদের
সংগে আছেন, না নেই?"

আমালেকীয়দের সংগে যুদ্ধ

৮ এই সময়ে আমালেকীয়রা এসে রফীদীমে ইসরাইলদের উপর আক্রমন করলো।
৯ তাতে মূসা ইউসাকে বললেন, "তুমি আমাদের জন্য লোক বেছে নাও। যাও,
আমালেকীয়দের সংগে যুদ্ধ কর। আগামীকাল আমি আল্লাহ্‌র লাঠি হাতে নিয়ে পাহাড়ের
চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াবো।"
১০ পরে ইউসা মূসার আদেশ অনুসারে আমালেকীয়দের সংগে যুদ্ধ করলেন। আর
মূসা, হারুন ও হূর পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। ১১ তখন এরকম হল, মূসা যখন নিজের
হাত তুলে ধরেন, তখন ইসরাইলরা জয়ী হয় কিন্তু মূসা নিজের হাত নামালে
আমালেকীয়রা জয়ী হয়। ১২ এভাবে মূসার হাত ভারী হয়ে উঠলো। তখন তাঁরা একটা
পাথর এনে রাখলেন, আর মূসা তার উপরে বসলেন। এর পর হারুন ও হূর এক জন
একদিকে ও অন্যজন অন্য দিকে তাঁর হাত দু'টি উঁচু করে ধরে রাখলেন। তাতে সূর্য ডুবে
না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর হাত দু'টি উঁচুতেই থাকলো। ১৩ তাতে ইউসা তলোয়ার দিয়ে
আমালেকীয়দের হারিয়ে দিলেন।
১৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, "এই কথা মনে রাখার জন্য তুমি একটা কিতাবে
লিখে রাখ এবং এই কথা ইউসাকে বল যে, আমি আকাশের নিচে থেকে আমালেকীয়দের
নাম একেবারে মুছে ফেলবো।" ১৫ পরে মূসা একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরি করে তার নাম
ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-নিঃষি (মাবুদ আমার পতাকে) রাখলেন। ১৬ তিনি বললেন, "মাবুদের
সিংহাসনের উপরে হাত উঠানো হয়েছে। তাই বংশের পর বংশ ধরে আমালেকীয়দের
সংগে মাবুদের যুদ্ধ হবে।"

হযরত মূসার শ্বশুর শোয়াইবের পরামর্শ

১৮ ১ মূসার শ্বশুর মাদিয়ানীয় ইমাম শোয়াইব মূসার জন্য ও তাঁর লোক
ইসরাইলের জন্য যে সব কাজ করেছেন তা শুনতে পেলেন। তাছাড়া, কিভাবে
মাবুদ ইসরাইলদের মিসর থেকে বের করে এনেছেন, তিনি সেই কথাও শুনতে পেলেন।
২ মূসা তাঁর স্ত্রী সফুরাকে মিসর দেশ থেকে তাঁর বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
তখন মূসার শ্বশুর শোয়াইব মূসার স্ত্রী সফুরাকে ও তাঁর দুই ছেলেকে সংগে নিলেন। ৩ ঐ
দু'টি ছেলের মধ্যে একজনের নাম ছিল গের্শোম, কারণ মূসা বলেছিলেন, "আমি বিদেশে
একজন বিদেশী বাসিন্দা হয়ে আছি।" ৪ তিনি অন্য জনের নাম ছিল ইলীয়েষর, কারণ
মূসা বলেছিলেন, "আমার পিতার আল্লাহ্‌ আমার সহায় হয়ে ফেরাউনের তলোয়ার থেকে
আমাকে উদ্ধার করেছেন।"
৫ মূসার শ্বশুর শোয়াইব তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে সংগে নিয়ে মরুভূমিতে মূসার
কাছে, আল্লাহ্‌র পাহাড়ে যে জায়গায় তিনি তাঁবু খাটিয়েছিলেন, সেই জায়গায় আসলেন।
৬ তিনি মূসাকে খবর পাঠিয়ে বললেন, "আমি তোমার শ্বশুর শোয়াইব এবং তোমার স্ত্রী ও

BACIB
International Bible
CHURCH

তাঁর সংগে তার দুই ছেলে– আমরা তোমার কাছে এসেছি।” ৭ তখন মূসা তাঁর শ্বশুরের
সংগে দেখা করতে বাইরে গেলেন ও মাটিতে উবুড় হয়ে সালাম জানিয়ে তাঁকে চুম্বন
করলেন। এর পর তাঁরা একে অপরের খবরা-খবর নিলেন। পরে তাঁরা তাঁবুর ভিতরে
গেলেন। ৮ মাবুদ ইসরাইলের পক্ষে ফেরাউনের প্রতি ও মিসরীয়দের প্রতি যা যা
করেছিলেন এবং পথে তাদের যে যে কষ্ট ঘটেছিল আর মাবুদ যেভাবে তাদেরকে উদ্ধার
করেছিলেন, সেই সব কথা মূসা তাঁর শ্বশুরকে জানালেন। ৯ মাবুদ মিসরীয়দের হাত থেকে
ইসরাইলকে উদ্ধার করে তাদের যে সব মঙ্গল করেছিলেন, সেজন্য শোয়াইব আনন্দিত
হলেন।

১০ শোয়াইব বললেন, “মাবুদের প্রশংসা হোক, যিনি মিসরীয়দের ও ফেরাউনের হাত
থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন! মাবুদ মিসরীয়দের হাত থেকে এই লোকদেরকে
উদ্ধার করেছেন! ১১ এখন আমি জানি সমস্ত দেবতার চেয়ে মাবুদ মহান; সেই বিষয়ে
মহান, যে বিষয়ে ওরা ইসরাইলদের বিপক্ষে গর্ব করতো।” ১২ পরে মূসার শ্বশুর শোয়াইব
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পোড়ানো কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী দিলেন এবং হারুন ও
ইসরাইলের সমস্ত বুড়ো নেতারা এসে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে মূসার শ্বশুরের সংগে খাওয়া-
দাওয়া করলেন।

বিচারকদের দায়িত্ব দেওয়া

১৩ পরদিন মূসা লোকদের বিচার করতে বসলেন। আর লোকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা
পর্যন্ত মূসার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। ১৪ মূসা লোকদের প্রতি যা যা করছেন, তাঁর শ্বশুর
সেই বিষয়ে তাঁকে বললেন, “তুমি লোকদের প্রতি এ কি করছো? কেন তুমি একা বিচার
করতে বসেছ, আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?
”

১৫ মূসা তাঁর শ্বশুরকে বললেন, “লোকেরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি তা জানবার জন্য
আমার কাছে আসে। ১৬ তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হলে তা আমার কাছে নিয়ে আসে।
আর আমি দুই পক্ষের বিচার করি এবং আল্লাহ্‌র বিধি ও আইন-কানুন তাদেরকে জানিয়ে
দেই।”

১৭ তখন মূসার শ্বশুর বললেন, “তুমি যেভাবে এই কাজ করছো তা ভাল নয়।
১৮ এতে তুমি ও তোমার এই লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এই কাজটা তোমার শক্তির
চেয়েও ভারী। এই কাজ একা তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ১৯ এখন আমার কথা শোন;
আমি তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই, আর আল্লাহ্‌ তোমার সংগে থাকুন। তুমি আল্লাহ্‌র
সামনে লোকদের পক্ষে প্রতিনিধি হও এবং তাদের বিচার আল্লাহ্‌র সামনে নিয়ে যাও।
২০ তুমি তাদেরকে বিধি ও আইন-কানুন সম্বন্ধে উপদেশ দাও এবং তাদের কিভাবে চলতে
হবে ও কি কাজ করবে তা বুঝিয়ে দাও। ২১ এছাড়া, তুমি এই লোকদের মধ্য থেকে এমন
সব যোগ্য লোকদেরকে বেছে নাও যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সত্যবাদী ও অন্যায়-লাভ
ঘৃণা করে। তুমি তাদেরকে বেছে নিয়ে কাউকে হাজারের উপর, কাউকে কাউকে শয়ের
উপর, কাউকে কাউকে পঞ্চাশের উপর এবং কাউকে কাউকে দশের উপর নিযুক্ত কর।

BACIB
International Bible
CHURCH

২২ তাঁরাই সব সময়ে লোকদের বিচার করবেন। তারা বড় বড় সব বিচার তোমার কাছে
আনবেন কিন্তু ছোট ছোট বিচারগুলো তাঁরাই করবেন। তাতে তোমার কাজ সহজ হবে
আর তাঁরা তোমার সংগে তোমার কিছুটা বোঝা বহন করবেন। ২৩ তুমি যদি এরকম কর
এবং আল্লাহ্ তোমাকে এরকম করতে আদেশ দেন, তবে তুমি কাজের চাপ সইতে
পারবে। আর এসব লোকও শান্তিতে তাদের জায়গায় ফিরে যাবে।"

২৪ তাতে মূসা তাঁর শ্বশুরের কথা মেনে নিলেন এবং তিনি যা কিছু বললেন সেই
অনুসারে কাজ করলেন। ২৫ মূসা সমস্ত ইসরাইল থেকে যোগ্য লোকদেরকে বেছে নিয়ে
লোকদের উপরে নিযুক্ত করলেন। তিনি কাউকে হাজারের উপর, কাউকে শয়ের উপর,
কাউকে পঞ্চাশের উপর এবং কাউকে দশের উপর নিযুক্ত করলেন। ২৬ এঁরাই সব সময়ে
লোকদের বিচার করতেন। যে সব বিচারগুলো কঠিন সেগুলো মূসার কাছে আনতেন কিন্তু
সাধারণ বিষয়গুলোর বিচার তাঁরাই করতেন।

২৭ পরে মূসা তাঁর শ্বশুরকে বিদায় দিলেন আর তিনি নিজের দেশে চলে গেলেন।

সিনাই পাহাড়ের নিচে বনি-ইসরাইলরা

১৯ ১ মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের বের হবার পর তৃতীয় মাসে– এই
দিনেই তারা সিনাই মরুভূমিতে এসে পৌঁছাল। ২ ইসরাইলরা রফীদীম থেকে
যাত্রা করার পর সিনাই মরুভূমিতে এসে সেই জায়গায় পাহাড়ের সামনে তাঁবু খাটাল।
৩ পরে মূসা আল্লাহ্‌র কাছে গেলেন, আর মাবুদ পাহাড়ের উপর থেকে তাঁকে ডেকে
বললেন, "তুমি ইয়াকুবের বংশকে এই কথা বল ও বনি-ইসরাইল লোকদেরকে এটা
জানাও: ৪ তোমরা নিজেরাই দেখেছ যে, আমি মিসরীয়দের প্রতি যা করেছি এবং ঈগল
পাখি যেমন ডানা দিয়ে বয়ে নেয় তেমনি করে আমি তোমাদেরকে আমার কাছে এনেছি।
৫ এখন যদি তোমরা আমার কথা মেনে চল ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা
সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আমার নিজের অধিকার হবে, কারণ সমস্ত পৃথিবী আমার।
৬ আমার জন্য তোমরাই ইমামদের একটা রাজ্য ও পবিত্র একটা জাতি হবে। এসব কথা
তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল।"

৭ তখন মূসা এসে ইসরাইলী বুড়ো নেতাদেরকে ডাকালেন ও মাবুদ তাঁকে যা যা
আদেশ করেছিলেন, সেই সব কথা তাদেরকে জানালেন। ৮ তাতে লোকেরা সবাই
একসংগে বললো, "মাবুদ যা কিছু বলেছেন, আমরা সবই করবো।" তখন লোকেরা যা
যা বলেছিল মূসা মাবুদকে তা জানালেন।

৯ মাবুদ মূসাকে বললেন, "দেখ, আমি ঘন মেঘের মধ্যে তোমার কাছে আসবো,
যেন লোকেরা তোমার সংগে আমার কথাবার্তা শুনতে পায় এবং তোমার উপর সব সময়
ভরসা রাখে।" তখন লোকেরা যেসব কথা বলেছিল সেই কথা মূসা মাবুদকে জানালেন।

লোকদের পবিত্র হওয়া

১০ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি লোকদের কাছে গিয়ে আজ ও আগামীকাল
এই দুই দিন তাদেরকে পবিত্র কর। তারা নিজের নিজের পোশাক ধুয়ে নিক, ১১ আর
তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হোক। কারণ তৃতীয় দিনে মাবুদ সব লোকের সামনে

সিনাই পাহাড়ের উপরে নেমে আসবেন। ১২ তুমি লোকদের চারদিকে একটা সীমানা ঠিক
করে দিয়ে এই কথা বলো, ‘তোমরা সাবধান, পাহাড়ে উঠবে না কিংবা তার সীমানা
ছুঁইয়ো না। যে কেউ পাহাড়ের গায়ে হাত দেয়, তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে।
১৩ কোন লোক তার গায়ে হাত দেবে না কিন্তু তাকে অবশ্য পাথর মেরে বা তীর মেরে
হত্যা করতে হবে। পশু কিংবা মানুষ সে যাই হোক না কেন সে বাঁচবে না। অনেকক্ষণ
শিংগা বাজানো হলে পর তারা পাহাড়ের কাছে আসতে পারবে।”

১৪ পরে মূসা পাহাড় থেকে নেমে লোকদের কাছে এসে তাদেরকে পবিত্র করলেন।
তারা সবাই নিজের নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিল। ১৫ পরে তিনি লোকদেরকে
বললেন, “তোমরা তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও। আর তোমরা কেউ তোমাদের স্ত্রীদের
সংগে দেহে মিলিত হয়ো না।”

১৬ পরে তৃতীয় দিন সকালবেলা মেঘ গর্জন করতে ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং
পাহাড়ের উপরে ঘন মেঘ দেখা দিল। আর ভীষণ জোরে জোরে শিংগার আওয়াজ হতে
লাগল। তাতে তাঁবুগুলোতে থাকা সমস্ত লোক ভয়ে কাঁপতে লাগল। ১৭ পরে মূসা
আল্লাহ্‌র সংগে দেখা করার জন্য লোকদেরকে তাঁবুগুলো থেকে বের করে আনলেন। আর
তারা পাহাড়ের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ১৮ তখন সিনাই পাহাড়টি ধোঁয়ায় ঢেকে গেল,
কারণ মাবুদ পাহাড়ের উপরে নেমে আগুনের মধ্যে নেমে এলেন। আর বড় চুলা থেকে
যেমন ধোঁয়া বের হয় তেমনি তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল এবং গোটা পাহাড়টা
ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল। ১৯ শিংগার আওয়াজ ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে যেতে লাগল।
তখন মূসা আল্লাহ্‌র সংগে কথা বললেন এবং আল্লাহ্ বাজ পড়ার আওয়াজের মত তাঁকে
জবাব দিলেন।

২০ মাবুদ সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় নেমে আসলেন এবং মাবুদ মূসাকে সেই পাহাড়ের
চূড়ায় ডাকলেন। তাতে মূসা সেখানে উঠে গেলেন। ২১ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন,
“তুমি নেমে গিয়ে লোকদেরকে সাবধান কর, যেন তারা মাবুদকে দেখবার জন্য সীমানা
পার না হয়। তা করলে অনেকেই মারা পড়বে। ২২ ইমামেরা, যারা মাবুদের সামনে যায়,
তারাও যেন নিজেদের পবিত্র করে, তা না হলে মাবুদ তাদেরকেও শাস্তি দেবেন।”

২৩ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, “লোকেরা তো সিনাই পাহাড়ে উঠে আসবে না,
কারণ তুমি সাবধান করে আমাদেরকে বলে দিয়েছ, ‘পাহাড়ের চারপাশে সীমানা ঠিক
করে দাও, ও তা পবিত্র কর।’ ”

২৪ মাবুদ তাঁকে বললেন, “যাও, নেমে যাও। পরে হারুনকে সংগে নিয়ে তুমি উঠে
এসো; কিন্তু ইমামেরা ও লোকেরা মাবুদের কাছে উঠে আসার জন্য যেন সীমানা পার হয়ে
উঠে না আসে। তা করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। ২৫ তখন মূসা লোকদের কাছে
নেমে গিয়ে তাদেরকে এই সব কথা বললেন।

দশটি বিশেষ আদেশ

২০ ১ আল্লাহ্ এ সব কথা বললেন, ২ “আমি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্। আমিই
তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে, গোলামীর-ঘর থেকে বের করে এনেছি।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩ “আমার জায়গায় তোমাদের অন্য কোন দেবতা থাকবে না।

৪ “তোমরা তোমাদের জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না। উপরের আকাশের কোন
কিছুর মত, নিচে পৃথিবীর ও পৃথিবীর নিচে পানির মধ্যে থাকা কোন কিছুর মূর্তি তৈরি
করবে না। ৫ তোমরা তাদের কাছে সেজ্‌দা করবে না এবং তাদের এবাদত করবে না।
কারণ আমিই মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্‌, আমি আমার নিজের গৌরব অন্যকে দিতে রাজী
নই। আমি পূর্বপুরুষদের অন্যায়ের পাওনা ফল সন্তানদের উপরে দিয়ে থাকি, এবং যারা
আমাকে ঘৃণা করে, তাদের অন্যায়ের পাওনা ফল তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে
থাকি। ৬ কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার সব আদেশ পালন করে, হাজার হাজার
পুরুষ পর্যন্ত আমি তাদের দয়া করে থাকি।

৭ “তোমরা অকারণে মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম মুখে এনো না, কারণ যে কেউ অকারণে
তাঁর নাম মুখে আনে, মাবুদ তাকে শাস্তি দেবেন।

৮ “তোমরা বিশ্রামবারের কথা মনে রেখে তা পবিত্র বলে পালন করবে। ৯ ছয় দিন
পরিশ্রম করবে, ও তোমাদের সমস্ত কাজ করবে। ১০ কিন্তু সপ্তম দিন হল তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বিশ্রামবার। সেদিন তুমি বা তোমার ছেলেমেয়ে, বা তোমার গোলাম-
বাঁদী, বা তোমার পশু, বা তোমাদের মধ্যে বাস করা কোন বিদেশী কোন কাজ করবে না।
১১ কারণ মাবুদ আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু ছয় দিনে তৈরি
করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন। এজন্য মাবুদ বিশ্রামবারকে দোয়া করে পবিত্র
করেছেন।

১২ “তোমরা তোমাদের বাবা ও মাকে সম্মান করবে, যেন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদেরকে যে দেশ দেবেন, সেই দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পার।

১৩ “খুন কোরো না।

১৪ “ব্যভিচার করো না।

১৫ “চুরি কোরো না।

১৬ “তোমাদের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১৭ “তোমাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে লোভ কোরো না। প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি, কিংবা
তার গোলাম বা বাঁদীর উপর, কিংবা তার গরুর উপর বা গাধার উপর– প্রতিবেশীর কোন
জিনিসের উপরই লোভ কোরো না।”

১৮ তখন সমস্ত লোক মেঘের গর্জন, বাজ, শিংগার আওয়াজ ও পাহাড় থেকে ধুঁয়া
উঠতে দেখে ভয় পেল এবং দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। ১৯ তারা মূসাকে বললো, “তুমিই
আমাদের সংগে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের সংগে কথা না বলুন।
তিনি কথা বললে আমরা মারা পড়তে পারি।”

২০ তখন মূসা লোকদেরকে বললেন, “ভয় কোরো না; কারণ আল্লাহ্‌ তোমাদের
পরীক্ষা করতে এসেছেন, যেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ভয় থাকে আর তোমরা পাপ না
কর।”

২১ তখন লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আর যেখানে আল্লাহ্‌ ছিলেন মূসা সেই ঘন

BACIB
International Bible
CHURCH

অন্ধকারের কাছে এগিয়ে গেলেন।

নানা রকম আদেশ

২২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে এই কথা বল, ‘তোমরা
নিজেরাই শুনলে, আমি আকাশ থেকে তোমাদের সংগে কথা বললাম। ২৩ তোমরা আমার
পাশাপাশি কোন দেবতার মূর্তি তৈরি করবে না। তোমাদের জন্য রূপার বা সোনার কোন
দেবতার মূর্তি তৈরি করবে না।

২৪ তোমরা মাটি দিয়ে আমার জন্য একটা কোরবানগাহ্ তৈরি করবে এবং তার
উপরে তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী, মঙ্গল-কোরবানী, তোমাদের ভেড়া ও গরু
কোরবানী করবে। আমি যে যে জায়গায় আমার নাম সম্মানিত করার ব্যবস্থা করবো, সেই
সেই জায়গায় তোমাদের কাছে এসে তোমাদেরকে দোয়া করবো। ২৫ তোমরা যদি আমার
জন্য পাথরের কোন কোরবানগাহ্ তৈরি কর, তবে কাটা পাথর দিয়ে তা তৈরি করবে না,
কারণ তার উপরে যন্ত্রপাতি তুললে তোমরা তা অপবিত্র করে ফেলবে। ২৬ আমার
কোরবানগাহ্‌র উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে না, তা করলে হয়তো তার উপরে তোমার
উলঙ্গতা প্রকাশ পাবে।

গোলাম-বাঁদীদের অধিকার

২১ ১ তুমি বনি-ইসরাইলদের সামনে এসব নিয়ম-কানুন রাখবে।
২ “তুমি যদি গোলাম হিসাবে কোন ইবরানীকে কিনে নাও, তবে সে ছয় বছর
গোলামী করবে, পরে সাত বছরের সময়ে সে কোন কিছু না দিয়ে এমনিই চলে যাবে।
৩ সে যদি একা এসে থাকে তবে সে একা চলে যাবে। আর যদি স্ত্রীকে নিয়ে এসে থাকে
তবে তার স্ত্রীও তার সংগে যাবে। ৪ যদি তার মালিক তার বিয়ে দিয়ে থাকে এবং সেই স্ত্রী
তার জন্য ছেলে বা মেয়ের জন্ম দিয়ে থাকে, তবে সেই স্ত্রী ও তার সন্তানদের উপরে তার
মালিকের মালিকানা থাকবে, কিন্তু সে একা চলে যাবে। ৫ কিন্তু ঐ গোলাম যদি স্পষ্টভাবে
জানায়, “আমি আমার মালিক এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ভালবাসি, তাদের ছেড়ে
চলে যাব না,” ৬ তা হলে তার মালিক তাকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে এবং সে তাকে
দরজা বা দরজার চৌকাঠের কাছে নিয়ে গিয়ে তুরপুন দিয়ে তার কান ফুটা করে দেবে।
তাতে সে চিরকাল সেই মালিকের গোলাম হয়ে থাকবে।

৭ “কেউ যদি তার মেয়েকে বাঁদী হিসেবে বিক্রি করে, তবে গোলামেরা যেমন যায়,
সে সেরকম যাবে না। ৮ তার মালিক তাকে নিজের জন্য বেছে নিলেও যদি তার উপর
খুশি না হয়, তবে সে তাকে এমনিই মুক্ত করে দেবে। সে তার বিশ্বাস অনুসারে কাজ না
করায় অন্য জাতির কাছে তাকে বিক্রি করার অধিকার তার থাকবে না। ৯ যদি সে তার
ছেলের জন্য তাকে বেছে নেয়, তবে সে তার সংগে মেয়ের মত ব্যবহার করবে। ১০ যদি
সেই ছেলে অন্য আর এক জন স্ত্রীকেও বিয়ে করে, তবে তার খোরাক-পোশাক এবং
সহবাসের বিষয়ে কোন ত্রুটি করতে পারবে না। ১১ যদি সে তার প্রতি এই তিনটা কর্তব্য
পালন না করে, তবে সেই স্ত্রী এমনি মুক্ত হয়ে চলে যাবে; কোন টাকা-পয়শা দিতে হবে
না।

আঘাতের শাস্তি

১২ “কেউ যদি কোন মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তাতে তার মৃত্যু হয়,
তবে তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। ১৩ যদি কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে
মেরে ফেলতে না চায় কিন্তু এমনি তা ঘটে গিয়ে থাকে, তবে যে জায়গায় সে পালাতে
পারে, এমন জায়গা আমি তার জন্য ঠিক করে দেব। ১৪ কিন্তু যদি কেউ পরিকল্পনা করে
তার প্রতিবেশীকে মেরে ফেলবার জন্য তার উপর চড়াও হয়, তবে সেই লোক আমার
কোরবানগাহ্‌র কাছে আশ্রয় নিলেও তাকে মেরে ফেলতে হবে।

১৫ “যে কেউ তার বাবাকে বা তার মাকে মারধর করে, তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে
হবে।

১৬ “কেউ যদি কোন মানুষকে চুরি করে বিক্রি করে, কিংবা তার হাতে যদি তাকে
পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলতে হবে।

১৭ “যে কেউ তার বাবা বা তার মাকে অভিশাপ দেয়, তবে অবশ্যই মেরে ফেলতে
হবে।

১৮ “লোকেরা ঝগড়া করে এক জন অন্য জনকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে কিংবা
ঘুষি মারলে যদি সে মারা না গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, ১৯ তারপর উঠে লাঠিতে ভর
করে বাইরে বেড়ায়, তবে সেই আঘাতকারীকে মেরে ফেলা চলবে না; কিন্তু যাকে আঘাত
করা হয়েছে তার সময়ের যে ক্ষতি হয়েছে সেজন্য তার চিকিৎসার সমস্ত ক্ষতিপূরণ তাকে
দিতে হবে।

২০ “কেউ তার গোলামকে কিংবা বাঁদীকে লাঠি দিয়ে মারধর করলে সে যদি তার
হাতে মারা যায়, তবে সেই আঘাতকারীকে শাস্তি দিতে হবে। ২১ কিন্তু সে যদি দু’এক দিন
বেঁচে থাকে তবে তার মালিককে কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না, কারণ সে তার নিজের
সম্পত্তি।

২২ “পুরুষেরা মারামারি করতে গিয়ে কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে আঘাত করলে যদি তার
গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পরে আর কোন বিপদ না ঘটে, তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী
অনুসারে এবং বিচারকদের বিচার অনুসারে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২৩ কিন্তু যদি
কোন বিপদ ঘটে তবে তাকে এভাবে দায় পরিশোধ করতে হবে– প্রাণের বদলে প্রাণ,
২৪ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা,
২৫ পোড়ানোর বদলে পোড়ানো, ঘায়ের বদলে ঘা, কালশিরার বদলে কালশিরা।

২৬ “যদি কেউ তার গোলাম বা বাঁদীর চোখে আঘাত করে আর তাতে তা নষ্ট হয়ে
যায়, তবে তার চোখ নষ্ট হওয়ার জন্য তাকে এমনিই চলে যেতে দিতে হবে। ২৭ যদি সে
আঘাত করে তার গোলাম কিংবা বাঁদীর দাঁত ভেঙে ফেলে, তবে ঐ দাঁতের জন্য তাকে
এমনিই চলে যেতে দিতে হবে।

২৮ “যদি কোন গরু কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে শিং দিয়ে আঘাত করলে পর মারা যায়,
তবে ঐ গরুটিকে অবশ্যই পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে এবং তার মাংস কেউ খাবে না;
কিন্তু গরুর মালিক শাস্তি পাবে না।

মালিকের দায়িত্ব-কর্তব্য

২৯ তবে সেই গরুটার যদি গুঁতানোর অভ্যাস থাকে, কিন্তু তার মালিককে সাবধান
করলেও তার মালিক তাকে সাবধানে না রাখে আর যদি সেই গরুটা কোন পুরুষ কিংবা
স্ত্রীকে মেরে ফেলে, তবে সেই গরুটিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে এবং তার
মালিককেও মেরে ফেলতে হবে। ৩০ কিন্তু যদি গরুটির মালিকের কাছে কোন ক্ষতিপূরণ
দাবী করা হয় তবে সেই ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারবে। ৩১ তার
গরুটা যদি কারো ছেলে বা মেয়েকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তবে তার বেলায়ও একই ভাবে
বিচার করা হবে। ৩২ কিন্তু তার গরুটা যদি কারো গোলাম কিংবা বাঁদীকে গুঁতিয়ে মেরে
ফেলে তবে সে তার মালিককে তিনশো ষাট গ্রাম রূপা দেবে এবং গরুটাকে পাথর ছুঁড়ে
মেরে ফেলতে হবে।

৩৩ "কেউ যদি কোন কূয়ার মুখ খোলা রাখে, বা কূয়া খোঁড়ে করে তার মুখ ঢেকে না
রাখে আর তার মধ্যে কোন গরু কিংবা গাধা পড়ে, ৩৪ তবে সেই কূয়ার মালিককে তার
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে পশুর মালিককে ঐ পশুর দাম দেবে কিন্তু ঐ মৃত পশুটি তার
হয়ে যাবে।

৩৫ "যদি একজনের গরু অন্য জনের গরুকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে, তবে তারা জীবিত
গরুটাকে বিক্রি করে তার দাম দু'ভাগ করবে এবং ঐ মরা গরুটিকেও সমান দু'ভাগ করে
নেবে। ৩৬ কিন্তু যদি জানা যায়, সেই গরুটা আগে থেকেই গুঁতানোর অভ্যেস ছিল কিন্তু
তার মালিক তাকে সাবধানে রাখে নি, তবে সে তার বদলে অন্য একটা গরু দেবে কিন্তু
মৃত গরুটি তার হয়ে যাবে।

পরিশোধ করার নিয়ম

২২ ১ "যদি কোন লোক গরু কিংবা ভেড়া চুরি করে এনে মেরে ফেলে, কিংবা
বিক্রি করে, তবে সে একটা গরুর বদলে পাঁচটা গরু ও একটা ভেড়ার বদলে
চারটা ভেড়া দেবে। ২ "যদি চোর যদি সিঁধ কাটার সময়ে ধরা পড়ে আহত হয় বা মারা
যায়, তবে তার রক্তপাতের জন্য কেউ দায়ী হবে না। ৩ কিন্তু যদি সূর্য উঠবার পরে যদি
সে মারা যায়, তবে যার আঘাতে সেই চোর মারা গেছে সে সেই রক্তপাতের জন্য দায়ী
হবে। চোরকে চুরি করা জিনিসের জন্য অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কিন্তু যদি তার
কিছু না থাকে, তবে চুরির দরুন তাকেই বিক্রি করে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে।

৪ "যদি চুরি করা গরু, গাধা বা ভেড়া চোরের হাতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়,
তবে সে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

৫ "কেউ যদি শস্যক্ষেত কিংবা আংগুর-ক্ষেতে পশু চরায়, আর তার পশু ছেড়ে দিলে
যদি তা অন্যের ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে ফেলে, তবে সেই লোক নিজের জমির ভাল শস্য
কিংবা নিজের আংগুর-ক্ষেতের ভাল ফসল দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

৬ "যদি কোন আগুন গিয়ে কাঁটাবনে লাগে এবং তা ছড়িয়ে গিয়ে কারো জমা করে
রাখা শস্য কিংবা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকা শস্য কিংবা পুরো ক্ষেতটি পুড়িয়ে ফেলে, তবে
সেই আগুন যে জ্বালিয়ে ছিল তাকে অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭ “যদি কেউ টাকা কিংবা জিনিসপত্র তার প্রতিবেশীর কাছে জমা রাখে আর তার
বাড়ি থেকে তা চুরি হয়ে যায় এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সেই চোরকে তার দ্বিগুণ
ফিরিয়ে দিতে হবে। ৮ কিন্তু যদি চোর ধরা না পড়ে তবে বাড়ির মালিক প্রতিবেশীর
জিনিসে হাত দিয়েছে কি না, তা জানবার জন্য তাকে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে
হবে।

৯ অবৈধভাবে দখলে আছে এমন সব বিষয়ে, অর্থাৎ গরু কিংবা গাধা কিংবা ভেড়া
কিংবা পরনের কাপড়, বা কোন হারানো জিনিসের বিষয়ে যদি কেউ বলে, ‘এটা আমার’,
তবে দুই পক্ষকেই আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ্‌ যাকে দোষী বলে ঠিক
করবেন, সে অন্য জনকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

১০ “যদি কেউ তার গাধা বা গরু বা ভেড়া বা কোন পশু প্রতিবেশীর কাছে পালন
করার জন্য রাখে এবং লোকের অগোচরে সে পশু মারা যায়, বা আঘাত পায়, বা কেড়ে
নেওয়া হয়, ১১ তবে ‘আমি প্রতিবেশীর জিনিসে হাত দিই নি’, এই বলে এক জন অন্য
জনের কাছে মাবুদের নামে শপথ করবে, আর পশুর মালিককে তা মেনে নিতে হবে।
তাকে আর কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ১২ কিন্তু যদি সেই লোকের কাছ থেকে তা
চুরি হয়ে যায়, তবে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। ১৩ যদি কোন বন্য জন্তু সেই
পশুটাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে তবে তা প্রমাণ করার জন্য পড়ে থাকা
টুকরাগুলো নিয়ে এসে দেখাতে হবে। সেই টুকরা টুকরা করে ফেলা পশুর জন্য তাকে
কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

১৪ “যদি কেউ তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে পশু চেয়ে নেয় ও তার মালিক তার
সংগে না থাকবার সময়ে সেই পশু আহত হয় কিংবা মারা যায়, তবে তাকে তার
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ১৫ যদি তার মালিক তার কাছে থাকে তবে তাকে তার ক্ষতিপূরণ
দিতে হবে না। কিন্তু যদি সেই পশু ভাড়া করে আনা হয়ে থাকে তবে তাকে সেই ভাড়ার
টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে।

নৈতিক ও ধর্মীয় নিয়ম

১৬ “কাবিন হয় নি এমন কোন কুমারী মেয়েকে ভুলিয়ে কেউ যদি তার সংগে সহবাস
করে, তবে তাকে অবশ্য বিয়ের মোহরানা দিয়ে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। ১৭ যদি
সেই লোকের সংগে মেয়ের বাবা তার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী না হয়, তবে বিয়ের
মোহরানার নিয়ম অনুসারে তাকে এই টাকা দিতে হবে।

১৮ “কোন জাদুকারিণীকে জীবিত রাখবে না।

১৯ “পশুর সংগে ব্যভিচার করে এমন লোককে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে।

২০ “যে লোক কেবল মাবুদ ছাড়া অন্য কোন দেবতার কাছে কোরবানী করে, সে
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

২১ “তোমরা কোন বিদেশীর প্রতি অন্যায় কোরো না, তার প্রতি জুলুম কোরো না,
কারণ মিসর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে।

২২ “তোমরা কোন বিধবাকে কিংবা এতিমকে দুঃখ দিও না। ২৩ তাদেরকে

কোনভাবে দুঃখ দিলে যদি তারা আমার কাছে কান্নাকাটি করে, তবে আমি অবশ্যই
তাদের কান্নায় সাড়া দেব। ২৪ তখন তাতে আমার রাগ জ্বলে উঠবে এবং আমি
তোমাদেরকে তলোয়ার দ্বারা মেরে ফেলবো। তাতে তোমাদের স্ত্রীরা বিধবা ও তোমাদের
সন্তানেরা এতিম হবে।

২৫ "তোমরা যদি আমার কোন গরীব লোককে টাকা ধার দাও, তবে তার কাছে
মহাজনদের মত হয়ো না। তোমরা তার কাছ থেকে কোন সুদ নেবে না। ২৬ যদি তোমরা
তোমার প্রতিবেশীর গায়ের চাদর বন্ধক রাখ, তবে সূর্য ডুবে যাবার আগে তা ফিরিয়ে
দিও; ২৭ কারণ ওটাই তার গায়ে দেবার জন্য একমাত্র কাপড়। ওটা না থাকলে সে কি
গায়ে দিয়ে শোবে? যদি সে আমার কাছে কান্নাকাটি করে তবে আমি তার কান্না শুনব,
কারণ আমি মমতায় পূর্ণ।

২৮ "তুমি আল্লাহ্‌র নিন্দা কোরো না এবং নিজের জাতির শাসনকর্তাকে অভিশাপ
দিও না।

২৯ "তোমার পাকা শস্য ও আংগুর-রস থেকে আমাকে যা দেবার কথা আছে তা
দিতে দেরি কোরো না। তোমাদের প্রথমে জন্মেছে এমন সব ছেলে আমাকে অবশ্যই
দিতে হবে। ৩০ তোমাদের গরু ও ভেড়ার বেলায়ও তা-ই করবে; তা সাত দিন পর্যন্ত
তাদের বাচ্চাগুলো তাদের মায়ের সংগে থাকবে, কিন্তু আট দিনের দিন সেগুলো আমাকে
দিতে হবে।

৩১ "তোমরা হবে আমার পবিত্র লোক। তাই তোমরা এমন কোন পশুর মাংস
তোমরা খাবে না যা কোন বুনো জন্তু ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। তা কুকুরকে
খেতে দেবে।"

নানা রকম আদেশ

২৩ ১ "তোমরা মিথ্যা গুজব ছড়াবে না। মিথ্যা সাক্ষী হয়ে দুষ্ট লোককে সাহায্য
করবে না।

২ "তোমরা অন্যায় কাজ করার জন্য একদল লোকের পিছনে যেয়ো না। যখন
তোমরা কোন মামলায় সাক্ষ্য দাও, তখন বেশীর ভাগ লোকের সাথে মিলে ন্যায়বিচারে
বাধা দিয়ো না। ৩ কোন গরীব লোকের বিচার করতে গিয়ে তার পক্ষ নেবে না।

৪ "তোমার শত্রুর গরু কিংবা গাধাকে অন্য কোথাও চলে যেতে দেখলে তোমরা
অবশ্যই তার কাছে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ৫ তোমাকে ঘৃণা করে এমন কারো
গাধাকে যদি তোমরা বোঝার ভারে পড়ে যেতে দেখ, তবে তোমরা তাকে সেখানে রেখে
চলে যেয়ো না, তুমি অবশ্যই তাকে তা তুলতে সাহায্য করবে।

৬ "কোন গরীব লোকের মামলায় তার প্রতি কোন অন্যায় বিচার কোরো না। ৭ মিথ্যা
মামলা থেকে দূরে থেকো এবং নির্দোষ বা ধার্মিক লোককে মৃত্যুর শাস্তি দিয়ো না, কারণ
আমি দুষ্ট লোককে রেহাই দেব না। ৮ "ঘুষ খেয়ো না, কারণ ঘুষ যার চোখ আছে তাকেও
চোখ অন্ধ করে দেয় এবং ধার্মিক লোকদের কথা উল্টে দেয়।

৯ "কোন বিদেশীর ওপর জুলুম কোরো না। তোমরা তো জান একজন বিদেশী হওয়া

BACIB
International Bible
CHURCH

কেমন, কারণ তোমরাও মিসর দেশে একদিন বিদেশী হিসাবে ছিলে।

বিশ্রামের নিয়ম

১০ "তোমরা তোমাদের জমিতে পর পর ছয় বছর চাষ করবে ও ফসল কাটবে।
১১ কিন্তু তোমরা সপ্তম বছরে জমি চাষ করবে না। তা এমনি ফেলে রাখবে। তাতে
তোমাদের নিজের জাতির গরীব লোকেরা সেখান থেকে খাবার পাবে। আর তারা যা
ফেলে রাখবে তা বুনো পশুরা খেতে পাবে। তোমার আংগুর-ক্ষেতের ও জলপাই গাছের
বিষয়েও ঐ একই নিয়ম পালন করবে।

১২ "তোমরা ছয় দিন কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে। এতে তোমার
গরু ও গাধা বিশ্রাম পাবে এবং তোমাদের বাড়িতে জন্মেছে এমন গোলাম ও বিদেশী
লোকদের প্রাণ জুড়াবে।

১৩ "আমি তোমাদেরকে যা যা বললাম, সব বিষয় সাবধানে পালন করবে। অন্য
দেবতাদের নাম মুখে আনবে না। তোমাদের মুখে যেন তাদের নাম শোনা না যায়।

তিনটা উৎসব

১৪ "তোমরা বছরের মধ্যে তিনবার আমার উদ্দেশে উৎসব পালন করবে।
১৫ "তোমরা খামিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আমি যেমন আদেশ দিয়েছি সেই
অনুসারে সাত দিন ধরে তোমরা খামিহীন রুটি খাবে। আবীব মাসের নির্দিষ্ট সময়ে
তোমরা তা পালন করবে, কারণ এই মাসে তোমরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছ।
আর কেউ যেন খালি হাতে আমার কাছে না আসে।

১৬ "তোমরা ক্ষেতে যা যা বুনেছ, তার যে ফসল প্রথমে পেকেছে তা কাটার মধ্য
দিয়ে ফসল কাটার উৎসব পালন করবে। আর বছরের শেষে যখন ক্ষেত থেকে ফসল
তুলবার কাজ কর তখন ফসল মজুদ করার উৎসব পালন করবে। ১৭ বছরের মধ্যে তিনব-
ার তোমাদের সব পুরুষেরা সার্বভৌম মাবুদের সামনে উপস্থিত হবে।

১৮ "তোমরা আমার উদ্দেশ্যে যখন কোরবানী দাও তখন সেই কোরবানীর রক্ত কোন
খামি দেওয়া জিনিসের সংগে উৎসর্গ করবে না। উৎসবের সময় আমার উদ্দেশে যে পশু-
কোরবানী দেবে তার কোন চর্বি সকাল পর্যন্ত রাখবে না।

১৯ "তোমরা তোমাদের জমি থেকে কেটে আনা প্রথম পাকা ফসলের প্রথম অংশ
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ঘরে নিয়ে আসবে। ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে রান্না
করবে না।

আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি

২০ "দেখ, আমি পথে তোমাদেরকে রক্ষা করতে এবং আমি যে জায়গা প্রস্তুত করেছি
সেই জায়গায় তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের আগে আগে এক জন ফেরেশতা
পাঠিয়ে দিচ্ছি। ২১ তোমরা তার প্রতি মনোযোগ দেবে ও তাঁর কথা মেনে চলবে। তোমরা
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। তিনি তোমাদের বিদ্রোহ ক্ষমা করবেন না; কারণ তাঁর
অন্তরে আমার নাম রয়েছে।

২২ কিন্তু যদি তোমরা সাবধান হয়ে তাঁর কথা শুন, ও আমি যা যা তোমাদের বলেছি

BACIB | International Bible CHURCH

তা কর, তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু হব ও যারা তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়াবে আমি
তাদের বিপক্ষে দাঁড়াব।
[২৩] কারণ আমার ফেরেশতা তোমাদের আগে আগে যাবেন এবং আমোরীয়, হিট্টীয়,
পরিষীয়, কেনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাদের নিয়ে যাবেন। আমি তাদের
সকলকে ধ্বংস করে ফেলব। [২৪] তুমি তাদের দেবতাদের কাছে সেজ্‌দা করবে না এবং
তাদের সেবা করবে না ও তারা যেসব কাজ করে সেই সব কাজ করবে না। তোমরা
তাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তাদের পূজার পাথরগুলো ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে
ফেলবে। [২৫] তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা করবে। তাতে তিনি তোমার খাবার
ও পানিকে দোয়া করবেন। আমি তোমার মধ্য থেকে অসুখ-বিসুখ দূর করে দেব।
[২৬] তোমার দেশে কারো গর্ভের সন্তান নষ্ট হবে না এবং কেউ বন্ধ্যা হবে না। আমি
তোমাদের পূর্ণ আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।
[২৭] "আমি তোমার আগে আমার আতঙ্ক পাঠিয়ে দেব এবং তুমি যে সব জাতির কাছে
এসে উপস্থিত হবে তাদেরকে অস্থির করে তুলব। তোমাদের সব শত্রুরা পিছন ফিরে
পালিয়ে যাবে। [২৮] আমি তোমাদের আগে আগে ভিমরুল পাঠিয়ে দেব। তারা হিব্বীয়,
কেনানীয় ও হিট্টিয়দেরকে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবে। [২৯] কিন্তু আমি এক
বছরের মধ্যেই তোমার সামনে থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব না। তা করলে দেশ যেন
জনশূন্য হয়ে না পড়বে ও তোমার পক্ষে বুনো পশুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। [৩০] যে
পর্যন্ত না সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে তোমরা দেশ অধিকার করতে পার, সেই পর্যন্ত তোমার
সামনে থেকে তাদেরকে একটু একটু করে তাড়িয়ে দেব।
[৩১] "লোহিত সাগর থেকে ফিলিস্তিনীদের সাগর পর্যন্ত এবং মরুভূমি থেকে ফোরাত
নদী পর্যন্ত তোমাদের দেশের সীমানা ঠিক করে দেব। সেই দেশে বসবাসকারী
লোকদেরকে আমি তোমার হাতে তুলে দেব এবং তোমরা তোমাদের সামনে থেকে
তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে। [৩২] তাদের সংগে কিংবা তাদের দেবতাদের সংগে কোন চুক্তি
করবে না। [৩৩] তোমাদের দেশে তাদের বাস করতে দেবে না। তা না হলে তারা আমার
বিরুদ্ধে তোমাদেরকে পাপ করাবে; কারণ তুমি যদি তাদের দেবতাদের পূজা কর, তবে
তা অবশ্যই তোমাদের জন্য ফাঁদ হয়ে দেখা দেবে।"

চুক্তির রক্ত

২৪ [১] তিনি মূসাকে বললেন, "তুমি হারুন, নাদব, অবীহূ এবং ইসরাইলের বুড়ো
নেতাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নিয়ে মাবুদের কাছে উঠে এসো, আর দূরে
থেকে সেজ্‌দা কর। [২] তবে কেবল তুমি মাবুদের কাছে এগিয়ে আসবে। আর অন্যরা
মাবুদের কাছে আসবে না। অন্য লোকেরা তোমার সংগে উপরে উঠে আসবে না।"
[৩] তখন মূসা এসে মাবুদের সব কথা ও সব আইন-কানুন লোকদেরকে বললেন।
তাতে সব লোক একসংগে বললো, "মাবুদ যেসব কথা বলেছেন, আমরা তার সবই
পালন করবো।" [৪] তখন মাবুদ যে সব কথা বলেছিলেন মূসা তা একটা কিতাবে লিখে
রাখলেন। তিনি খুব ভোরে উঠে পাহাড়ের নিচে একটা কোরবানগাহ্‌ ও ইসরাইলের বারো

বংশের এক এক বংশ অনুসারে বারোটি থাম তৈরি করলেন।
৫ তিনি বনি-ইসরাইলদের যুবকদেরকে পাঠালেন এবং তারা মাবুদের উদ্দেশে
পোড়ানো-কোরবানী দিল ও মঙ্গল-কোরবানী হিসেবে কতগুলো ষাঁড় কোরবানী দিল।
৬ তখন মূসা কোরবানীর রক্তের অর্ধেক নিয়ে থালায় রাখলেন এবং অর্ধেক রক্ত
কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে দিলেন। ৭ এর পর তিনি আইন-কানুন লেখা কিতাবটি নিয়ে
লোকদের কাছে পাঠ করলেন। তাতে তারা বললো, "মাবুদ যা যা বলেছেন, আমরা
সমস্তই পালন করবো ও মেনে চলবো।"
৮ পরে মূসা সেই রক্ত নিয়ে লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখ, এই
সেই চুক্তির রক্ত, যে চুক্তি মাবুদ এই সব কথা অনুসারে তোমাদের জন্য স্থির করেছেন।"

আল্লাহ্‌কে দেখতে পাওয়া

৯ তখন মূসা ও হারুন, নাদব ও অবীহূ এবং ইসরাইলের সত্তর জন বুড়ো নেতা
পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন। ১০ তাঁরা ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে দেখতে পেলেন। তাঁর
পায়ের নীচের জায়গাটি ছিল নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরি মেঝের মত যা আকাশের মতই
পরিস্কার ছিল। ১১ মাবুদ বনি-ইসরাইলদের বুড়ো নেতাদের উপর হাত ওঠালেন না, বরং
তাঁরা আল্লাহ্‌কে দেখতে পেলেন এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়া করলেন।
১২ মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি পাহাড়ে আমার কাছে উঠে এসে এই জায়গায়
থাকো। লোকদের নির্দেশ দেবার জন্য আমি দু'খানা পাথরের ফলকের উপর যে আইন-
কানুন ও আদেশ লিখে রেখেছি তা তোমাকে দেব।"
১৩ পরে মূসা ও তাঁর সাহায্যকারী ইউসা রওনা হলেন, এবং মূসা আল্লাহ্‌র পাহাড়ে
উঠে গেলেন। ১৪ তিনি বুড়ো নেতাদের বললেন, "আমরা যতক্ষণ তোমাদের কাছে ফিরে
না আসি, ততক্ষণ তোমরা আমাদের অপেক্ষায় এই জায়গায় থাকো। হারুন ও হূর
তোমাদের কাছে রইলেন। কারো সংগে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে পর সে যেন তাঁদের
কাছে যায়।"
১৫ মূসা যখন পাহাড়ে উঠলেন, তখন মেঘে পাহাড়টা ঢেকে রইলো। ১৬ সিনাই
পাহাড়ের উপরে মাবুদের মহিমা স্থির হয়ে রইলো। ছয় দিন পর্যন্ত পাহাড়টি মেঘে ঢাকা
রইলো। তারপর সপ্তম দিনে মাবুদ মেঘের মধ্য থেকে মূসাকে ডাকলেন। ১৭ বনি-
ইসরাইলদের চোখে মাবুদের মহিমা পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলন্ত আগুনের মত হয়ে দেখা দিল।
১৮ তখন মূসা পাহাড়ে উঠতে উঠতে মেঘের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মূসা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ
রাত সেই পাহাড়ে থাকলেন।

আবাস-তাঁবুর জন্য উপহার

২৫ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে আমার জন্য
উপহার আনতে বল। লোকেরা তাদের হৃদয়ের ইচ্ছা অনুসারে যে উপহার নিয়ে
আসবে তুমি তাদের কাছ থেকে সেই উপহার গ্রহণ করবে। ৩ এসব উপহার তুমি তাদের
থেকে গ্রহণ করবে– সোনা, রূপা, পিতল, ৪ এবং নীল, বেগুনে, লাল এবং সাদা মসীনা
সুতা ও ছাগলের লোম; ৫ লাল রং-করা ভেড়ার চামড়া এবং শুশুকের চামড়া ও বাব্‌লা

BACIB
International Bible CHURCH

কাঠ; ৬ বাতির জন্য তেল, অভিষেকের জন্য তেল ও সুগন্ধি ধূপের জন্য মসলা, ৭ এবং
এফোদে ও বুক-ঢাকনের উপরে বসাবার জন্য বৈদূর্যমণি এবং অন্যান্য দামী পাথর।
৮ তারা আমার থাকবার জন্য একটা পবিত্র জায়গা তৈরি করুক, তাতে আমি তাদের মধ্যে
বাস করবো। ৯ আবাস-তাঁবুর ও তার সব জিনিসের যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাতে
যাচ্ছি, সেই অনুসারে তোমরা সমস্ত কিছু তৈরি করবে।

সাক্ষ্য-সিন্দুক

১০ "তারা বাব্‌লা কাঠের একটা সিন্দুক তৈরি করবে। সেটা আড়াই হাত লম্বা, দেড়
হাত চওড়া ও উচ্চতায় দেড় হাত হবে। ১১ পরে তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে তার ভিতর ও
বাইরেটা মুড়িয়ে দেবে। তার উপরে চার কিনারা ধরে সোনার নক্‌শা করে দেবে। ১২ তার
জন্য সোনার চারটা কড়া ছাঁচে ঢেলে তার চারটা পায়াতে লাগিয়ে দেবে। তার এক পাশে
দু'টি কড়া ও অন্য পাশে দু'টি কড়া থাকবে। ১৩ তুমি বাব্‌লা কাঠ দিয়ে দু'টি বয়ে নেবার
ডান্ডা তৈরি করে তা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নেবে। ১৪ সিন্দুকটি বয়ে নেবার জন্য ঐ ডাণ্ডা
দু'টি সিন্দুকের দুই পাশের কড়াতে ঢুকিয়ে দেবে। ১৫ সেই ডাণ্ডা দু'টি সিন্দুকের কড়াতে
লাগানো থাকবে, তা থেকে বের করা যাবে না। ১৬ আমি তোমাকে যে আইন-কানুনের
ফলক দেব, তা ঐ সিন্দুকে রাখবে।

১৭ "পরে তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে একটা পাপ-ঢাকনা তৈরি করবে। এটি লম্বায় হবে
আড়াই হাত চওড়ায় হবে দেড় হাত। ১৮ তুমি সোনার দু'টি কারুব তৈরি করবে। পাপ-
ঢাকনার দুই কিনারায় পিটানো সোনা দিয়ে তাদেরকে তৈরি করবে। ১৯ কারুব দু'টি
সিন্দুকের দুই কিনারায় থাকবে। সেই কারুব দু'টি ঢাকনার কিনারা থেকে এমনভাবে তৈরি
করতে হবে যাতে সবটা মিলে মাত্র একটা জিনিসই হয়। ২০ সেই দু'টি কারুব উপরে পাখা
মেলে দিয়ে ঐ পাখা দিয়ে পাপ-ঢাকনাটাকে ঢেকে রাখবে এবং তাদের মুখ থাকবে একে
অন্যের দিকে, কারুবদের চোখ থাকবে পাপ-ঢাকনার দিকে। ২১ তুমি এই পাপ-ঢাকনা
সেই সিন্দুকের উপরে রাখবে এবং আমি তোমাকে যে আইন-কানুনের ফলক দেব তা ঐ
সিন্দুকের মধ্যে রাখবে। ২২ আমি সেই জায়গায় তোমার সংগে দেখা করবো এবং পাপ-
ঢাকনার উপরে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে থাকা দুই কারুবের মাঝখানে থেকে তোমার সংগে
আলাপ করে বনি-ইসরাইলদের প্রতি আমার সব আদেশ তোমাকে জানাবো।

রুটি রাখার টেবিল

২৩ "তুমি বাব্‌লা কাঠের একটা টেবিল তৈরি করবে। সেটা দুই হাত লম্বা, এক হাত
চওড়া ও দেড় হাত উঁচু হবে। ২৪ খাঁটি সোনা দিয়ে টেবিলটি মুড়ে দেবে এবং তার চার
কিনারা ধরে সোনার নক্‌শা করে দেবে। ২৫ টেবিলটির চারদিকে চার আঙ্গুল উঁচু করে
একটা বেড় তৈরি করবে এবং বেড়ের চারদিকে সোনার নক্‌শা করে দেবে। ২৬ সোনার
চারটা কড়া তৈরি করে চার কোনায় টেবিলটির চার পায়ায় লাগিয়ে দেবে। ২৭ টেবিল বয়ে
নেবার জন্য ডাণ্ডার ঘর হবার জন্য ঐ কড়া টেবিলটির বেড়ের কাছে থাকবে। ২৮ ঐ
টেবিলটি বয়ে নেবার জন্য বাব্‌লা কাঠের দু'টি ডান্ডা তৈরি করে তা সোনা দিয়ে মুড়ে
দেবে। ২৯ টেবিলের থালা, চামচ, ঢাকনা ও যা দিয়ে ঢালন-কোরবানীর জিনিস ঢালতে

হবে তার জন্য জগ তৈরি করবে। এসব খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করবে। ৩০ তুমি সেই
টেবিলের উপরে আমার সামনে নিয়মিত ভাবে উপস্থিতির-রুটি রাখবে।

বাতিদান

৩১ “তুমি খাঁটি সোনার একটা বাতিদান তৈরি করবে। পিটানো সোনা দিয়ে তুমি তা
তৈরি করবে। পুরো বাতিদানটি ও তার ফুলের মত পেয়ালাগুলো, কুঁড়ি ও ফুল সবটা
মিলে মাত্র একটা জিনিসই হবে। ৩২ বাতিদানটির এক পাশ থেকে তিনটা ডাল ও অন্য
পাশ থেকে তিনটা ডাল, এই ছয়টা ডাল তার পাশ থেকে বের হবে। ৩৩ এক ডালে বাদাম
ফুলের মত তিনটা পেয়ালা, একটা কুঁড়ি ও একটা ফুল থাকবে এবং অন্য ডালে বাদাম
ফুলের মত তিনটা পেয়ালা, একটা কুঁড়ি ও একটা ফুল থাকবে। বাতিদান থেকে বের
হওয়া ছয়টা ডালে একই রকম হবে। ৩৪ বাতিদানে বাদাম ফুলের মত চারটা পেয়ালা ও
তাদের কুঁড়ি ও ফুল থাকবে। ৩৫ বাতিদানের যে ছয়টা ডাল বের হবে, তাদের প্রথম দু’টি
যেখানে মিশবে তার নিচে থাকবে একটা কুঁড়ি, দ্বিতীয় দু’টার নিচে আর একটা কুঁড়ি এবং
তৃতীয় দু’টার নিচে আর একটা কুঁড়ি থাকবে। ৩৬ কুঁড়ি এবং ডাল সবই বাতিদান থেকে
বের হয়ে আসবে এবং সবটা মিলে একটা জিনিসই হবে। বাতিদানের পুরোটাই খাঁটি
সোনা পিটিয়ে তৈরি করতে হবে। ৩৭ তুমি বাতিদানের জন্য সাতটা বাতি তৈরি করবে
এবং তা বাতিদানে এমনভাবে বসাতে হবে যে, লোকেরা সেই সব বাতি জ্বালালে পর তার
সামনে আলো ছড়িয়ে পড়ে। ৩৮ সল্‌তে পরিষ্কার করবার চিম্‌টা এবং সল্‌তের পোড়া অংশ
রাখবার জন্য কয়েকটা পাত্রও খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করাতে হবে। ৩৯ এই বাতিদান
এবং বাতিদানের সংগে অন্যান্য সমস্ত কিছু তৈরি করবার জন্য ত্রিশ কেজি পরিমাণ খাঁটি
সোনা লাগবে। ৪০ দেখো, পাহাড়ে তোমাকে এসব কিছুর যেরকম নমুনা দেখানো হল,
সব কিছু ঠিক সেভাবে তৈরি করবে।

আবাস-তাঁবু

২৬ ১ “তুমি দশটা পর্দা দ্বারা একটা আবাস-তাঁবু তৈরি করবে। সেগুলো পাকানো
সাদা মসীনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল সুতা দিয়ে তৈরি করবে। সেই
পর্দাগুলোতে করূবদের কারুকাজ করা ছবি থাকবে। ২ প্রত্যেকটা পর্দা লম্বায় আটাশ হাত
ও চওড়ায় চার হাত হবে। সমস্ত পর্দার মাপ একই রকম হবে। ৩ পর্দাগুলো পাঁচটা পাঁচটা
করে একসংগে জুড়ে দু’টি বড় পর্দা তৈরি করতে হবে। ৪ প্রথম বড় পর্দাটার চওড়ার
দিকের জোড়ার জায়গায় কিনারা ধরে নীল রংয়ের সুতা দিয়ে কতগুলো ফাঁস তৈরি করতে
হবে। দ্বিতীয় বড় পর্দাটাতেও একই কাজ করতে হবে। ৫ এভাবে পঞ্চাশটা ফাঁস প্রথম
বড় পর্দাটার কিনারায় এবং আরও পঞ্চাশটা ফাঁস দ্বিতীয় বড় পর্দাটার কিনারায় থাকবে।
দু’টি বড় পর্দার এই ফাঁসগুলো একটা আর একটার ঠিক উল্টা দিকে থাকবে। ৬ তারপর
পঞ্চাশটা সোনার আংটা তৈরি করে সেগুলো ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে সেই বড় পর্দা দু’টি
আট্‌কে দিতে হবে। তাতে দু’টি বড় পর্দা দিয়ে একটা আবাস-তাঁবু হবে।
৭ “তুমি আবাস-তাঁবুর উপরের অংশ ঢাকা দেবার জন্য ছাগলের লোম দিয়ে চাদরের
মত করে এগারটি পর্দা তৈরি করে এক সংগে বুনে নিতে হবে। ৮ প্রত্যেক পর্দা লম্বায়

BACIB
International Bible
CHURCH

ত্রিশ হাত ও প্রত্যেক পর্দা চওড়ায় চার হাত হবে। এই এগারটি পর্দার মাপ একই রকম
হবে। ৯ এর মধ্যে পাঁচটা পর্দা একসংগে জুড়ে নিয়ে একটা বড় পর্দা করে তা আলাদা
রাখবে। অন্য ছয়টা পর্দাও আলাদা রাখবে এবং এদের ছয় নম্বর পর্দাটি দুই ভাঁজ করে
তাঁবুর সামনে রাখবে। ১০ প্রথম বড় পর্দাটা একপাশের চওড়ার দিকের কিনারা ধরে
পঞ্চাশটা ফাঁস তৈরি করবে; দ্বিতীয় বড় টুকরাতেও ঠিক তা-ই করতে হবে। ১১ তারপর
পিতল দিয়ে পঞ্চাশটা আংটা তৈরি করে তা ফাঁসের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে সেই বড় দু'টি
টুকরা একসংগে আট্‌কে দিতে হবে। তাতে বড় টুকরা দু'টি মিলে তাঁবুর একটা ঢাকনা
হবে। ১২ তাঁবুর পর্দার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্ধেক পর্দা বেশি থাকবে, তা আবাস-
তাঁবুর পেছনের পাশে ঝুলে থাকবে। ১৩ তাঁবু-ঢাকনের পর্দাটি দুপাশে এক হাত করে বড়
হবার ফলে তা দু'পাশে ঝুলে পড়ে গোটা আবাস-তাঁবুটা ঢেকে ফেলবে। ১৪ তুমি তার
উপরটা ঢেকে দেবার জন্য লাল রং করা ভেড়ার চামড়া দিয়ে একটা ঢাকনি তৈরি করবে।
আবার তার উপরটা শুশুকের চামড়ার ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ফ্রেম ও হুড়কা

১৫ "এর পর তুমি আবাস-তাঁবুর জন্য বাব্‌লা কাঠ দিয়ে খাড়া কতগুলো ফ্রেম তৈরি
করবে। ১৬ প্রত্যেক ফ্রেম লম্বায় দশ হাত ও চওড়ায় দেড় হাত হবে। ১৭ প্রত্যেক ফ্রেমের
দু'টি করে পায়া থাকবে যা একটা অন্যটির সংগে যুক্ত থাকবে। এভাবে আবাস-তাঁবুর সব
ফ্রেম তৈরি করবে। ১৮ আবাস-তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য বিশটা ফ্রেম তৈরি করবে।
১৯ সেই বিশটা ফ্রেমের পায়ার নিচে বসাবার জন্য চল্লিশটা রূপার পা-দানি তৈরি করবে।
একটা ফ্রেমের নিচে তার দুই পায়ার জন্য দু'টি পা-দানি এবং অন্যান্য ফ্রেমের নীচেও
তাদের দু'টি করে পায়ার জন্য দু'টি করে পা-দানি হবে। ২০ আবাস-তাঁবুর দ্বিতীয় পাশের
জন্য উত্তর দিকে বিশটা ফ্রেম; ২১ সেগুলোর জন্য রূপার চল্লিশটা পা-দানি একটা ফ্রেমের
নিচে দু'টি পা-দানি ও অন্যান্য ফ্রেমের নিচেও দু'টি করে পা-দানি হবে। ২২ আবাস-তাঁবুর
পশ্চিম দিকের পিছনের ভাগের জন্য ছয়টা ফ্রেম তৈরি করবে। ২৩ আবাস-তাঁবুর সেই
পিছন দিকের দুই কোণের জন্য দু'খানি ফ্রেম তৈরি করবে। ২৪ সেই দু'টি ফ্রেমের দুই
কোনা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত জোড়া দিতে হবে। প্রত্যেকটা কোণার দু'টি ফ্রেম ও পাশের
ফ্রেমটা আংটা দিয়ে একসংগে জুড়ে দিতে হবে। ফ্রেমের দুই কোণা একই রকম হবে।
২৫ এতে আটটা ফ্রেম হবে ও সেগুলোর জন্য রূপার ষোলটি পা-দানি হবে। একটা
ফ্রেমের নিচে দু'টি পা-দানি ও অন্য ফ্রেমের নিচে দু'টি পা-দানি থাকবে।

২৬ "তুমি বাব্‌লা কাঠের হুড়কা তৈরি করবে। আবাস-তাঁবুর এক পাশের ফ্রেমগুলের
জন্য পাঁচটা হুড়কা, ২৭ ও অন্য পাশের ফ্রেমগুলোর জন্য পাঁচটা হুড়কা এবং আবাস-তাঁবুর
পশ্চিম দিকের পিছন ভাগের ফ্রেমগুলোর জন্য পাঁচটা হুড়কা দেবে। ২৮ এর মাঝখানের
হুড়কা ফ্রেমগুলোর মাঝখান দিয়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত চলে যাবে। ২৯ ঐ
ফ্রেমগুলো সোনা দিয়ে মুড়াতে হবে এবং হুড়কাগুলো ঢুকাবার জন্য সোনার কড়া তৈরি
করে ফ্রেমে লাগাতে হবে। সেই হুড়কাগুলোও সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নেবে। ৩০ "আবাস-
তাঁবুর যে নমুনা পাহাড়ে তোমাকে দেখান হল, সেই অনুসারে তা তৈরি করবে।

মহাপবিত্র স্থানের পর্দা

৩১ “তুমি নীল, বেগুনে ও লাল এবং পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে একটা পর্দা
তৈরি করবে। তাতে কারুকাজ করা করূবদের ছবি থাকবে। ৩২ তুমি সেই পর্দা সোনা
দিয়ে মোড়ানো বাব্‌লা কাঠের চারটা খুঁটির উপরে খাটাবে। খুঁটিগুলোর আঁকড়া হবে
সোনার এবং সেগুলো রূপার চারটা পা-দানির উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ৩৩ পর্দাটি
আংটাগুলোর নিচে ঝুলানো থাকবে। এই পর্দার পিছনে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি রাখবে। এই
পর্দাটি পবিত্র স্থান ও মহাপবিত্র স্থানের মাঝখানে থেকে দু’টি স্থানকে আলাদা করে
রাখবে। ৩৪ “মহাপবিত্র স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে পাপ-ঢাকনটি রাখবে। ৩৫ পর্দার
বাইরে পবিত্র স্থানের মধ্যে উত্তর পাশে টেবিল রাখতে হবে। এর উল্টা দিকে দক্ষিণ পাশে
বাতিদানটি থাকবে।

৩৬ তাঁবুর দরজা জন্য একটা পর্দা তৈরি করবে। সেটা নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে শিল্পীদের হাতে কাজ-করা একটা পর্দা হবে। ৩৭ সেই পর্দার জন্য
বাব্‌লা কাঠের পাঁচটা খুঁটি তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে নেবে ও সোনা দিয়ে তার
আঁকড়া তৈরি করবে। সেই খুঁটিগুলো বসাবার জন্য পিতল দিয়ে পাঁচটা পা-দানি তৈরি
করাবে।

পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কোরবানগাহ্‌

২৭ ১ “তুমি বাব্‌লা কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া একটা
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবে। সেই কোরবানগাহের চারটা কোণা থাকবে এবং
সেটা তিন হাত উঁচু হবে। ২ কোরবানগাহের চার কোণের উপরে চারটা শিং তৈরি করবে।
সেই কোরবানগাহ্‌ ও শিংগুলো সুদ্ধ কোরবানগাহ্‌টি একটা মাত্র জিনিসই হবে। পিতল
দিয়ে সমস্ত কোরবানগাহ্‌টি মুড়িয়ে নেবে। ৩ তার ছাই নেবার জন্য পাত্র, হাতা, বাটি,
ত্রিশূল ও আগুন রাখার পাত্র তৈরি করবে। এসব জিনিস পিতল দিয়ে তৈরি করবে।
৪ জালের মত পিতলের একটা ঝাঁঝরি তৈরি করবে। সেই ঝাঁঝরির উপরে চার কোণে
পিতলের চারটা কড়া তৈরি করবে। ৫ এই ঝাঁঝরিটি নিচের দিকে কোরবানগাহ্‌র বেড়ের
নিচে রাখবে। এতে সেটা কোরবানগাহের নিচ থেকে উপরের দিকের মাঝামাঝি জায়গায়
থাকবে। ৬ কোরবানগাহ্‌র জন্য বাব্‌লা কাঠের দু’টি ডাণ্ডা তৈরি করবে ও সেই দু’টি ডাণ্ডা
পিতল দিয়ে মুড়িয়ে নেবে। ৭ তারপর কড়ার মধ্য দিয়ে সেই ডাণ্ডা দু’টি ঢুকিয়ে দেবে।
কোরবানগাহ্‌টি বয়ে নিয়ে যাবার সময়ে তার দুই পাশে সেই ডাণ্ডা দু’টি থাকবে। ৮ তুমি
তক্তা দিয়ে তা তৈরি করবে এবং এর ভিতরটা ফাঁকা থাকবে। পাহাড়ের উপর তোমাকে
যে রকম দেখান হল, লোকেরা সেভাবে সেটা তৈরি করবে।

আবাস-তাঁবুর উঠান

৯ “তুমি আবাস-তাঁবুর একটা উঠান তৈরি করবে। এর দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণ দিকে
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি পর্দা থাকবে। এর এক পাশের লম্বা হবে একশো
হাত। ১০ পর্দাগুলো দাঁড় করাবার জন্য বিশটা খুঁটি ও বিশটা পা-দানি থাকবে।
পা-দানিগুলো পিতলের হবে এবং খুঁটির আঁকড়া ও বাঁধন-পাতগুলো হবে রূপার।

BACIB
International Bible
CHURCH

১১ একইভাবে উঠানের উত্তর পাশটায় থাকবে একশো হাত লম্বা পর্দা। আর এই পর্দার
জন্যও বিশটা খুঁটি ও বিশটা পা-দানি থাকবে। পা-দানিগুলো পিতলের হবে। সেই
খুঁটিগুলোর আঁকড়া ও সব বাঁধন-পাত হবে রূপার তৈরী।
১২ "উঠানের পশ্চিম দিকটা হবে পঞ্চাশ হাত চওড়া। এই দিকে থাকবে পঞ্চাশ হাত
চওড়া পর্দা ও পর্দাটির জন্য থাকবে দশটা খুঁটি ও দশটা পা-দানি। ১৩ উঠানের পূর্ব
দিকটা, অর্থাৎ সূর্য উঠার দিকটাও হবে পঞ্চাশ হাত চওড়া। ১৪ দরজার এক পাশের জন্য
থাকবে পনের হাত পর্দা, তিনটা খুঁটি ও তিনটা পা-দানি।
১৫ অন্য পাশের জন্যও থাকবে পনের হাত পর্দা, তিনটা খুঁটি ও তিনটা পা-দানি।
১৬ "উঠানের দরজার জন্য নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে
শিল্পীদের হতে তৈরি করা বিশ হাত লম্বা একটা পর্দা থাকবে। পর্দাটির জন্য চারটা খুঁটি ও
চারটা পা-দানি থাকবে। ১৭ উঠানের চারদিকের সব খুঁটির জন্য থাকবে রূপার বাঁধন-
পাত, আঁকড়া এবং পা-দানি। ১৮ উঠানের লম্বা হবে একশো হাত ও চওড়ায় থাকবে
পঞ্চাশ হাত এবং পাঁচ হাত উঁচু হবে। উঠানের সব পর্দাগুলো পাকানো সাদা মসীনা সুতা
দিয়ে তৈরি করা হবে। এর খুঁটিগুলোতে থাকবে পিতলের পা-দানি। ১৯ "আবাস-তাঁবুর
কাজের জন্য অন্যান্য প্রত্যেকটা জিনিসপত্র ও এমন কি, তাঁবুর এবং উঠানের পর্দার
গোঁজগুলোও পিতল দিয়ে তৈরি করতে হবে।

বাতিদানের তেল

২০ তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে আদেশ করবে, যেন তারা আলোর জন্য ছেঁচা
জলপাইয়ের তেল তোমার কাছে আনে, যাতে সব সময় বাতি জ্বালিয়ে রাখা যায়।
২১ জমায়েত-তাঁবুতে সাক্ষ্য-সিন্দুকের সামনের পর্দার বাইরে হারুন ও তার ছেলেরা সন্ধ্যা
থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত মাবুদের সামনে তা জ্বালিয়ে রাখবে। এটি বনি-
ইসরাইলদের বংশের পর বংশ ধরে চিরকালের নিয়ম হিসাবে তা পালন করে।

ইমামের পোশাক

২৮ ১ "তুমি বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে তোমার ভাই হারুন ও তার সংগে তার
ছেলে নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামরকে তোমার কাছে ডেকে পাঠাও।
তারা ইমাম হিসাবে আমার সেবা করবে।
২ তোমার ভাই হারুনের গৌরব ও সম্মানের জন্য তুমি পবিত্র পোশাক তৈরি করবে।
৩ আমি যেসব দক্ষ কাড়িগরকে দক্ষতার জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করেছি, সেই সব লোকদেরকে
বল যেন তারা হারুনের জন্য পোশাক তৈরি করে। এই পোশাক পড়িয়ে আমার ইমাম
হবার জন্য তাকে পবিত্র করা হবে যাতে সে আমার সেবা-কাজ করতে পারে। ৪ তারা
এসব পোশাক তৈরি করবে– বুক-ঢাকন, এফোদ, বাইরের জামা, চেক্ কাপড়ের ভিতরের
জামা, পাগড়ী ও কোমর-বাঁধনি। তোমার ভাই হারুন ও তার ছেলেদের জন্য এসব পবিত্র
পোশাক তৈরি করবে, যাতে তারা ইমাম হিসাবে আমার সেবা করতে পারে। ৫ তারা
এসব পোশাক তৈরি করার জন্য সোনা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা
ব্যবহার করবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

এফোদ

৬ “তারা সোনা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে এফোদ
তৈরি করবে। এটা একজন দক্ষ কারিগরের কারুকাজ হবে। ৭ এফোদের দুই কাঁধের
অংশের জন্য দু'টি ফিতা তৈরি করবে, যাতে এফোদের দুই কোণায় বেঁধে দেওয়া যায়।
৮ এফোদের সংগে জোড়া লাগানোর জন্য বুনে নেওয়া কোমরের পটি তার উপরে
থাকবে– সেটা একটা কাপড়ের মত হবে। তা সোনা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি করতে হবে। ৯ পরে তুমি দু'টি বৈদুর্যমণি নিয়ে তার উপরে
ইসরাইলের ছেলেদের নাম খোদাই করে লিখবে। ১০ তাদের জন্ম অনুসারে ছয় জনের
নাম এক মণির উপরে ও অন্য ছয় জনের নাম অন্য মণির উপরে খোদাই করে লিখবে।
১১ যারা মনি খোদাই করে সীলমোহর তৈরি করে তাদের মত করেই সেই দু'টি মণির
উপরে ইসরাইলের ছেলেদের নাম খোদাই করবে এবং সেই দু'টি সোনার জালির উপর
বসিয়ে দিতে হবে। ১২ বনি-ইসরাইলদের মনে করার মণি হিসাবে সেই দু'টি মণি
এফোদের কাঁধের ফিতার সংগে বেঁধে দিতে হবে। তাতে হারুন মনে করাবার জন্য
মাবুদের সামনে তার দুই কাঁধে তাদের নাম বহন করবে। ১৩ তুমি দু'টি সোনার জালি
তৈরি করবে, ১৪ এবং খাঁটি সোনা দিয়ে পাকানো মালার মত দু'টি শিকল তৈরি করে সেই
শিকল দু'টি সেই জালি দুটাতে জুড়ে দিতে হবে।

মহা-ইমামের বুক-ঢাকন

১৫ “তুমি বিচার করার জন্য বুক-ঢাকন তৈরি করবে– এটা একজন দক্ষ কারিগরের
কারুকাজ হবে। এফোদের কাজ অনুসারে তা তৈরি করবে। সোনা এবং নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকানো সাদা মসীনা সুতার দিয়ে তা তৈরি করবে। ১৬ সেটা লম্বায় আধা হাত ও
চওড়ায় আধা হাত হবে এবং তার চারটা কোনা হবে ও দুই ভাঁজ করা কাপড় হবে।
১৭ এর উপর চার সারি দামী মণি বসাতে হবে। এর প্রথম সারিতে সার্দীয়মণি, পীতমণি ও
পান্না; ১৮ দ্বিতীয় সারিতে চুনি, নীলকান্তমণি ও হীরা; ১৯ তৃতীয় সারিতে গোমেদ,
অকীকমণি ও পদ্মরাগ; ২০ এবং চতুর্থ সারিতে পোখরাজ, বৈদূর্যমণি ও সূর্যকান্তমণি
থাকবে। এসব সারি অনুসারে সোনার জালির উপর বসাতে হবে। ২১ ইসরাইলের
ছেলেদের নাম অনুসারে বারোটি মণি বসাতে হবে। সীলমোহর খোদাই করার মত করে
প্রত্যেক মণিতে তাদের বারো বংশের জন্য একেক ছেলের নাম খোদাই করা থাকবে।
২২ “তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে বুক-ঢাকনের উপরে মালার মত পাকানো দু'টি শিকল
তৈরি করে দেবে। ২৩ বুক-ঢাকনের উপরে সোনার দু'টি কড়া তৈরি করে দেবে এবং বুক-
ঢাকনের দুই কোণায় ঐ দু'টি কড়া আট্‌কে দেবে। ২৪ বুক-ঢাকনের দুই কোণায় দু'টি
কড়ার মধ্যে পাকানো সোনার ঐ দু'টি শিকল আট্‌কে দেবে। ২৫ এফোদের সামনের
দিকের কাধের ফিতার উপর উপরে সোনার যে জালি থাকবে তাতে পাকানো শিকলের
দুই পাশ আট্‌কে দেবে। ২৬ তুমি সোনার দু'টি কড়া গড়ে বুক-ঢাকনের দুই প্রান্তে
এফোদের সামনের ভিতর ভাগে রাখবে। ২৭ এছাড়া আরও দু'টি সোনার কড়া তৈরি করে
তা এফোদের কাঁধের ফিতার নীচের দিকে এফোদের যে পটি আছে তার ঠিক উপরে যে

BACIB
International Bible
CHURCH

সেলাই থাকবে তার কাছে লাগিয়ে দেবে। ২৮ তাতে বুক-ঢাকনটি যেন এফোদের বুনানি
করা পটির উপরে থাকে, এফোদ থেকে খসে তা না পড়ে, সেজন্য তারা কড়াতে নীল
রংয়ের সুতা দিয়ে এফোদের কড়ার সংগে বুক-ঢাকন আট্‌কে রাখবে।
২৯ "যে সময়ে হারুন পবিত্র স্থানে ঢুকবে, সেই সময় মাবুদের সামনে সে আমার
নির্দেশ জানার জন্য বুক-ঢাকনের মধ্যে ইসরাইলের ছেলেদের নাম তার বুকের উপরে
বহন করবে। সব সময় মাবুদের সামনে তা মনে করাবার কাজ হিসাবে সে তা করবে।
৩০ আমার নির্দেশ জানার জন্য সেই বুক-ঢাকনে তুমি ঊরীম ও তুম্মীম [আলো ও
সিদ্ধতা] রাখবে। তাতে হারুন যে সময়ে মাবুদের সামনে ঢুকবে, সেই সময় হারুনের
বুকের উপরে তা থাকবে। এভাবে হারুন মাবুদের সামনে বনি-ইসরাইলদের জন্য আমার
নির্দেশ জানার জন্য সব সময় তা তার বুকের উপরে বহন করবে।

অন্যান্য ইমামের পোশাক

৩১ "তুমি এফোদের সমস্ত পোশাক নীল রংয়ের সুতা দিয়ে তৈরি করবে। ৩২ তার
মাঝখানে মাথা ঢুকাবার জন্য একটা বড় ছিদ্রের মত থাকবে। সেই ছিদ্রের চারদিকের
কিনারা বুনে শক্ত করে দিতে হবে যাতে তা ছিঁড়ে না যায়। ৩৩ তুমি নীল, বেগুনে ও লাল
রংয়ের সুতা দিয়ে ডালিম ফল তৈরি করে পোশাকের নীচের মুড়ির চারপাশে ঝুলিয়ে
দেবে। এর মধ্যে মধ্যে সোনার ঘণ্টা থাকবে। ৩৪ ঐ পোশাকের নীচের চারদিকে থাকবে
একটা সোনার ঘণ্টা ও একটা ডালিম। ৩৫ সেবা-কাজ করার সময়ে হারুন অবশ্যই এই
পোশাক পরবে। তাতে সে যখন মাবুদের সামনে পবিত্র স্থানে ঢুকবে ও সেই জায়গা
থেকে যখন বের হবে, তখন ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাবে। তাতে সে মারা যাবে না।
৩৬ "তুমি খাঁটি সোনার একটা পাত তৈরি করে সীলমোহর খোদাই করার মত তার
উপরে 'মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র' কথাটি খোদাই করবে। ৩৭ তুমি সেই পাতটি পাগড়ীর
সামনের দিকে নীল সুতা দিয়ে বেঁধে রাখবে। ৩৮ সেটা হারুনের কপালের উপরে থাকবে।
তাতে বনি-ইসরাইলরা যে সমস্ত পবিত্র উপহার উৎসর্গ করার জন্য আনবে হারুন সেই
সব পবিত্র জিনিসের দোষ-ত্রুটির বোঝা বহন করবে। মাবুদ যেন তাদের গ্রহণ করেন
সেজন্য সেই সোনার পাত সব সময় তার কপালের উপরে থাকবে।
৩৯ "তুমি হারুনের ভিতরের জামাটা মসীনা সুতার চেক্ কাপড় দিয়ে তৈরি করবে।
আর তুমি তার জন্য সাদা মসীনা সুতা দিয়ে পাগড়ী তৈরি করবে এবং কোমর-বাঁধনি
তৈরি করে তার উপর সূচ দিয়ে নক্‌শা তৈরি করবে।
৪০ "হারুনের ছেলেদের জন্যও পোশাক ও কোমর-বাঁধনি তৈরি করবে এবং গৌরব
ও সম্মানের জন্য পাগড়ী তৈরি করে দেবে। ৪১ তোমার ভাই হারুন ও তার ছেলেদেরকে
সেই সব পরাবে এবং তেল দিয়ে তাদেরকে অভিষেক করবে ও তাদের মাথায় হাত রেখে
তাদের পবিত্র করবে, তাতে তারা আমার ইমাম হয়ে আমার সেবা-কাজ করবে। ৪২ তুমি
তাদের উলঙ্গতা ঢাকবার জন্য কোমর থেকে ঊরু পর্যন্ত মসীনার জাঙ্গিয়া তৈরি করবে।
৪৩ যখন হারুন ও তার ছেলেরা জমায়েত-তাঁবুতে ঢুকবে, কিংবা পবিত্র জায়গায় সেবা-
কাজ করার জন্য কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে, তখন তারা যেন দোষমুক্ত থাকে ও মারা না

যায়, সেজন্য তারা এই পোশাক পরবে। এটি হারুন এবং তার বংশধরদের জন্য একটা
চিরকালের নিয়ম হবে।

ইমামদের নিয়োগ বিষয়ক আদেশ

২৯ ১ “ইমাম হয়ে যাতে তারা আমার সেবা করতে পারে, সেজন্য এভাবে তুমি
তাদের পবিত্র করবে। তুমি নিখুঁত একটা ষাঁড় ও দু’টি ভেড়া নেবে। ২ খামিহীন
রুটি, তেল মিশানো খামিহীন পিঠা ও তেল লাগানো খামিহীন চাপাটি গমের ময়দা দিয়ে
তৈরি করবে। ৩ সেগুলো একটা ডালিতে রাখবে এবং ঐ ষাঁড় ও দু’টি ভেড়ার সংগে
ডালাটা আমার কাছে আনবে। ৪ হারুন ও তার ছেলেদেরকে জমায়েত-তাঁবুর দরজার
কাছে এনে গোসল করাবে। ৫ সেই সব পোশাক নিয়ে হারুনকে পরাবে। এসব
পোশাকের মধ্যে থাকবে– ইমামের পোশাক, এফোদের নীচের পোশাক, এফোদ ও বুক-
ঢাকন। দক্ষ হাতে সেলাই করা কোমরের পটির সংগে এফোদটি বেঁধে দেবে। ৬ তার
মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে পাগড়ীর উপরে পবিত্র মুকুট দেবে। ৭ পরে অভিষেকের তেল
নিয়ে তার মাথার উপরে ঢেলে তাকে অভিষেক করবে। ৮ তুমি তার ছেলেদেরকে এনে
তাদের পোশাক পরাবে। ৯ হারুন ও তার ছেলেদেরকে কোমর-বাঁধনি পরাবে ও তাদের
মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেবে। তাতে ইমামের পদ চিরকালের নিয়ম হিসাবে তাদের
অধিকারে থাকবে। এভাবে তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে অভিষেক করবে।

১০ “পরে তুমি জমায়েত-তাঁবুর সামনে সেই বাছুরটিকে আনাবে এবং হারুন ও তার
ছেলেরা বাছুরটির মাথায় হাত রাখবে। ১১ তখন তুমি জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
মাবুদের সামনে ঐ ষাঁড়টি জবেহ্‌ করবে। ১২ পরে বাছুরটির কিছু রক্ত নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে
কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে দেবে এবং কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় সব রক্ত
ঢেলে দেবে। ১৩ তার পেটের ভিতরের অংশগুলোর সব চর্বি, কলিজার উপরে থাকা
অংশগুলো, দু’টি বৃক্ক ও তার চর্বি নিয়ে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে। ১৪ কিন্তু
বাছুরটির মাংস ও তার চামড়া ও গোবর তাঁবুগুলোর বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। এটা
একটা পাপ-কোরবানী।

১৫ “পরে তুমি প্রথম ভেড়াটি আনবে এবং হারুন ও তার ছেলেরা সেই ভেড়ার
মাথায় হাত রাখবে। ১৬ পরে তুমি সেই ভেড়াটি জবেহ্‌ করে তার রক্ত নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। ১৭ পরে তুমি ভেড়াটি খণ্ড খণ্ড করবে, তার
পেটের ভিতরকার অংশগুলো ও পাগুলো ধুয়ে নিয়ে মাথা ও অন্যান্য টুকরাগুলোর সংগে
রাখবে। ১৮ পরে সম্পূর্ণ ভেড়াটি কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে। এটি মাবুদের
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার, যার সুগন্ধে মাবুদ
খুশী হন।

১৯ “পরে তুমি দ্বিতীয় ভেড়াটি নেবে এবং হারুন ও তার ছেলেরা ঐ ভেড়ার মাথায়
হাত রাখবে। ২০ পরে তুমি সেই ভেড়া জবেহ্‌ করে তার কিছু রক্ত নিয়ে হারুনের ডান
কানের লতিতে ও তার ছেলেদের ডান কানের লতিতে ও তাদের ডান হাতের বুড়ো
আংগুলের উপরে ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলের উপরে লাগিয়ে দেবে এবং

কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেবে। [২১] পরে কোরবানগাহ্‌র উপরকার কিছু
রক্ত ও কিছু অভিষেকের তেল নিয়ে হারুনের উপরে ও তার পোশাকের উপরে এবং তার
সংগে তার ছেলেদের উপরে ও তাদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দেবে। তাতে সে ও
তার পোশাক, তার সংগে তার ছেলেরা ও তাদের পোশাক পবিত্র হবে।

[২২] "পরে তুমি সেই ভেড়ার চর্বি, লেজ ও পেটের ভিতরকার অংশগুলোর উপরে
থাকা চর্বি ও মেটের উপরে থাকা অংশ ও দু'টি বৃক্ক ও তার উপরে থাকা চর্বি ও ডান ঊরু
নেবে, কারণ সেটা অভিষেক অনুষ্ঠানের ভেড়া। [২৩] পরে তুমি মাবুদের সামনে রাখা
খামিহীন রুটির ডালি থেকে একটা রুটি ও তেল মিশানো একটা পিঠা ও একটা চাপাটি
নেবে। [২৪] সেই সব হারুনের হাতে ও তার ছেলেদের হাতে দিয়ে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে
মাবুদের সামনে তা দোলাবে। [২৫] পরে তুমি তাদের হাত থেকে তা নিয়ে মাবুদের সামনে
কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানীর সংগে পুড়িয়ে ফেলবে। এটি মাবুদের উদ্দেশে
আগুনে-দেওয়া উপহার, যার সুগন্ধে তিনি খুশী হন।

[২৬] পরে তুমি হারুনের অভিষেকের ভেড়ার বুকের অংশ নিয়ে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে
মাবুদের সামনে দোলাবে। সেটা তোমার অংশ হবে।

[২৭] "পরে হারুন ও তার ছেলেদের অভিষেক অনুষ্ঠানের ভেড়াটা থেকে নেওয়া
দোলন-উৎসর্গের মাংস এবং উৎসর্গ করা ঊরুর মাংস মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র করবে।
[২৮] এভাবে সব সময় বনি-ইসরাইলদের থেকে পাওয়া অংশ হারুন ও তার সন্তানরা
পাবে। এটি বনি-ইসরাইলরা মাবুদের উদ্দেশ্যে তাদের মঙ্গল-কোরবানী থেকে মাবুদকে
দেবে।

[২৯] "হারুনের পরে তার পবিত্র পোশাকগুলো তার ছেলেদের হবে। অভিষেক ও
পবিত্র করার অনুষ্ঠানের সময়ে তারা তা পরবে। [৩০] তার ছেলেদের মধ্যে যে তার পদে
ইমাম হয়ে পবিত্র স্থানে সেবা-কাজ করতে জমায়েত-তাঁবুতে ঢুকবে, সে সাত দিনই সেই
পোশাক পরবে।

[৩১] "পরে তুমি সেই অভিষেকের ভেড়ার মাংস নিয়ে কোন পবিত্র জায়গায় রান্না
করবে। [৩২] হারুন ও তার ছেলেরা জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে সেই ভেড়ার মাংস ও
ডালিতে রাখা সেই রুটি খাবে। [৩৩] অভিষেকের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পবিত্র করার জন্য
যেসব উৎসর্গ করা খাবার প্রায়চিত্তের জন্য ব্যবহার করা হবে, তা তারা খাবে। কিন্তু অন্য
কোন লোক তা খেতে পারবে না, কারণ সেই সব পবিত্র খাবার। [৩৪] এই অভিষেকের
মাংস ও রুটি থেকে যদি সকাল পর্যন্ত কিছু অংশ থেকে যায়, তবে সেই অংশ আগুনে
পুড়িয়ে দেবে। কেউ তা খাবে না, কারণ তা পবিত্র খাবার।

[৩৫] "আমি তোমাকে এই যে সব আদেশ করলাম, সেই অনুসারে হারুনের প্রতি ও
তার ছেলেদের প্রতি করবে। সাত দিন ধরে তাদের অভিষেক করবে। [৩৬] তুমি কাফ্‌ফারার
জন্য প্রত্যেক দিন পাপ-কোরবানী হিসেবে এক একটা ষাঁড় কোরবানী করবে। প্রায়শ্চিত্ত
করে কোরবানগাহ্‌কে পবিত্র করবে, আর তেল ঢেলে সেটা অভিষেক করবে। [৩৭] তুমি
কোরবানগাহ্‌র জন্য সাত দিন পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে সেটা পবিত্র করবে। তাতে

BACIB
International Bible
CHURCH

কোরবানগাহ্ অতি পবিত্র হবে। আর যা কিছু কোরবানগাহের ছোঁয়ার আসবে, তা পবিত্র
হয়ে উঠবে।

দৈনিক উপহার

৩৮ “সেই কোরবানগাহ্‌র উপরে তুমি প্রত্যেক দিন নিয়মিত ভাবে এক বছর বয়সের
দু’টি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে। ৩৯ একটা ভেড়ার বাচ্চা খুব ভোরে ও অন্যটি
সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে। ৪০ প্রথম ভেড়ার বাচ্চার সংগে এক কেজি আটশো গ্রাম
মিহি ময়দা প্রায় এক লিটার ছেঁচা জলপাইয়ের তেলের সংগে মিশিয়ে উৎসর্গ করবে।
এছাড়া ঢালন-উৎসর্গ হিসাবে প্রায় এক লিটার আংগুর-রসও উৎসর্গ করতে হবে। ৪১ পরে
তৃতীয় ভেড়ার বাচ্চাটি সন্ধ্যাবেলায় কোরবানী করবে। সকাল বেলার মত শস্য-উৎসর্গ ও
ঢালন-উৎসর্গের সংগে তাও মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করবে। এটি আগুনে-দেওয়া
উপহার, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।

৪২ “তোমাদেরকে বংশের পর বংশ ধরে নিয়মিত ভাবে এই পোড়ানো কোরবানী
করতে হবে। জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সামনে এই কোরবানী করতে হবে।
এই জায়গায় আমি তোমার সংগে কথা বলার জন্য তোমাদের কাছে দেখা দেব।
৪৩ সেখানে আমি বনি-ইসরাইলদের কাছে দেখা দেব এবং আমার মহিমায় তাঁবু পবিত্র
হবে।

৪৪ “আমি জমায়েত-তাঁবু ও কোরবানগাহ্ পবিত্র করবো এবং আমার ইমাম হয়ে
সেবা-কাজ করার জন্য হারুন ও তার ছেলেদেরকে পবিত্র করবো। ৪৫ আমি বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে বাস করবো ও তাদের আল্লাহ্ হবো। ৪৬ তাতে তারা জানবে যে,
আমি মাবুদ, তাদের আল্লাহ্। আমিই তাদের মধ্যে বাস করার জন্য মিসর দেশ থেকে
তাদেরকে বের করে এনেছি। আমিই মাবুদ, তাদের আল্লাহ্।

ধূপগাহ্

৩০ ১ “তুমি ধূপ জ্বালাবার জন্য বাব্‌লা কাঠ দিয়ে একটা ধূপগাহ্ তৈরি করবে।
২ সেটা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া চারকোনার একটা জিনিস হবে
এবং তা দুই হাত উঁচু হবে, তার শিংগুলো সুদ্ধ গোটা ধূপগাহ্‌টি একটা মাত্র জিনিস হবে।
৩ তুমি সেই ধূপগাহ্, তার উপরের অংশ ও চারপাশ ও শিংগুলো খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে
দেবে এবং তার চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দেবে। ৪ তার কিনারার নিচে দুই কোণের
কাছে সোনার দু’টি করে কড়া তৈরি করে দুই পাশে লাগিয়ে দেবে। এতে ডাণ্ডা ঢুকিয়ে
ধূপগাহ্‌টি বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। ৫ ঐ ডাণ্ডাগুলো বাব্‌লা কাঠ দিয়ে তৈরি করে সোনা
দিয়ে মুড়িয়ে দেবে। ৬ সাক্ষ্য-সিন্দুকের পর্দার সামনের দিকে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে
থাকা পাপ-ঢাকনার সামনে যে পর্দা থাকবে তার বাইরে রাখবে, সেই জায়গায় আমি
তোমার সংগে দেখা করবো।

৭ “হারুন প্রত্যেক দিন সকালে বাতি পরিষ্কার করার সময়ে ধূপগাহের উপর সুগন্ধি
ধূপ জ্বালাবে। ৮ সন্ধ্যাবেলা বাতি জ্বালাবার সময়ে হারুন ধূপ জ্বালাবে। তাতে তোমাদের
বংশের পর বংশ ধরে মাবুদের সামনে নিয়মিত ভাবে ধূপ জ্বালানো হবে। ৯ তোমরা তার

BACIB
International Bible
CHURCH

উপরে অন্য ধূপ, কিংবা পোড়ানো-কোরবানী, কিংবা শস্য-উৎসর্গ ও অন্যান্য কোরবানী
কোরো না ও তার উপরে ঢালন-উৎসর্গ ঢেলো না। ১০ বছরের মধ্যে একবার হারুন
ধূপগাহের শিংগুলোর উপর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করবে। তোমাদের বংশের পর বংশ ধরে
প্রতি বছর একবার পাপ-কোরবানীর রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই কোরবানগাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে মহা পবিত্র।”

প্রাণের জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া

১১ পরে মাবুদ মূসাকে এই কথা বললেন, ১২ “তুমি যখন বনি-ইসরাইলদের
লোকসংখ্যা গণনা কর, তখন যাদেরকে গণনা করা যায়, তারা প্রত্যেকে গণনার সময়
মাবুদের কাছে তাদের প্রাণের মুক্তির জন্য মূল্য দেবে। এর ফলে গণনা করার সময়ে যে
আঘাত তাদের উপর নেমে আসবার কথা আছে তা আর আসবে না। ১৩ যাদেরকে গণনা
করা হবে, তাদেরকে পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে আধা শেখল করে দিতে হবে। বিশ
গেরাতে এক শেখল হয়। সেই আধা শেখল হবে মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া তার উপহার।
১৪ বিশ বছর বয়স কিংবা তারচেয়ে বেশি বয়সের যে কেউ এই গণনার আওতায় আসবে,
সে মাবুদকে ঐ উপহার দেবে। ১৫ তোমাদের প্রাণের মুক্তিমূল্য হিসাবে মাবুদকে সেই
উপহার দেবার সময়ে যারা ধনী তারাও অর্ধেক শেখলের বেশি দেবে না এবং যারা গরীব
তারাও এর কম দেবে না। ১৬ তুমি বনি-ইসরাইলদের থেকে সেই মুক্তিমূল্যের টাকা নিয়ে
জমায়েত-তাঁবুর কাজের জন্য ব্যবহার করবে। এই মুক্তিমূল্য যা তোমাদের প্রাণের বদলে
দেওয়া হবে তা মনে করাবার জন্য মাবুদের সামনে থাকবে।”

হাত-পা ধোয়ার পাত্র

১৭ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ “তুমি ধোয়ার জন্য পিতলের একটা বড় পাত্র তৈরি
করবে এবং তা বসাবার জন্য পিতলের একটা আসন তৈরি করবে। সেটা জমায়েত-তাঁবুর
ও কোরবানগাহ্‌র মাঝখানে বসাবে ও তার মধ্যে পানি রাখবে। ১৯ হারুন ও তার ছেলেরা
সেই পানি দিয়ে হাত ও পা ধুয়ে নেবে। ২০ তারা যেন মারা না পরে, এজন্য জমায়েত-
তাঁবুতে ঢুকবার আগে ঐ পানি দিয়ে তাদের হাত-পা ধুয়ে নিতে হবে। এছাড়া, মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উৎসর্গের অনুষ্ঠান করে তাঁর সেবা করার জন্য যখন
কোরবানগাহ্‌র কাছে যায়, ২১ তখন তাদের হাত ও পা ধুয়ে নিতে হবে, যেন তারা মারা
না পরে। বংশের পর বংশ ধরে হারুন ও তার বংশধরদের জন্য এটা হবে একটা
চিরকালের নিয়ম।”

পবিত্র তেল ও সুগন্ধি ধূপ

২২ তারপর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৩ “তুমি তোমার কাছে ভাল জাতের মসলা,
অর্থাৎ পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে পাঁচ কেজি খাঁটি গন্ধরস, আড়াই কেজি সুগন্ধি
দারচিনি, আড়াই কেজি বচ, ২৪ পাঁচ কেজি সূক্ষ্ম দারচিনি ও সাড়ে তিন লিটার
জলপাইয়ের তেল নেবে। ২৫ এ সব কিছু দিয়ে সুগন্ধি জিনিস তৈরি করবার মত করে তুমি
অভিষেকের পবিত্র তেল তৈরি করবে। এটাই হবে পবিত্র অভিষেকের তেল। ২৬ এই তেল
দিয়ে তুমি জমায়েত-তাঁবু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, ২৭ টেবিল ও তার সব পাত্র, বাতিদান ও তার

BACIB
International Bible
CHURCH

সব পাত্র, ধূপগাহ্, ২৮ পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্ ও তার সব পাত্র এবং ধোবার
পাত্র ও পানির বড় পাত্রটি অভিষেক করবে। ২৯ তুমি এসব জিনিস পবিত্র করবে, তাতে
তা মহাপবিত্র হবে। যে কেউ তা ছোঁবে তাকে পবিত্র হতে হবে।

৩০ "তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে অভিষেক করে পবিত্র করবে, যাতে তারা
ইমাম হিসাবে আমার সেবা করতে পারে। ৩১ বনি-ইসরাইলদের বলবে, "বংশের পর
বংশ ধরে তোমাদের জন্য এটাই হবে আমার পবিত্র অভিষেক-তেল। ৩২ সাধারণ মানুষের
শরীরে তা ঢালা যাবে না এবং তোমরা এসব মসলার পরিমাণ অনুসারে কোন রকম তেল
তৈরি করবে না। এটা পবিত্র তেল, এবং তোমরা তা পবিত্র বলেই বিবেচনা করবে।
৩৩ যদি কেউ এরকম তেল তৈরি করে অন্য কারো শরীরে তার কিছুটা দেয় তবে তাকে
তার লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।"

৩৪ মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি তোমার কাছে কতগুলো সুগন্ধি জিনিস নেবে–
গুগ্‌গুলু, নখী, কুন্দুরু আর খাঁটি লোবান নেবে। এগুলো সমান সমান পরিমাণে মিশিয়ে
পবিত্র সুগন্ধি ধূপ তৈরি করবে। ৩৫ এগুলো দিয়ে যারা সুগন্ধি তৈরি করে তাদের মত করে
তৈরি করবে। এতে লবণ মিশিয়ে খাঁটি পবিত্র সুগন্ধি ধূপ তৈরি করবে। ৩৬ এর কিছুটা
নিয়ে গুঁড়া করে, যে জমায়েত-তাঁবুতে আমি তোমার সংগে দেখা করবো, সেখানে সাক্ষ্য-
সিন্দুকের সামনে তা রাখবে। এই ধূপ তোমরা মহাপবিত্র বলে মনে করবে। ৩৭ তুমি যে
সুগন্ধি ধূপ তৈরি করবে, তার মত করে তোমরা নিজেদের জন্য তা তৈরি করো না, তা
তোমরা মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র বলে মনে করবে। ৩৮ যদি কেউ সুগন্ধ নেবার জন্য এই
রকম ধূপ তৈরি করে, তবে তাকে তার জাতির মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।"

বৎসলেল ও অহলীয়াব

৩১ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "দেখ, আমি এহুদা-বংশের হূরের নাতি ঊরির
ছেলে বৎসলেলকে বেছে নিয়েছি। ৩ আমি তাকে আল্লাহ্‌র রূহে পূর্ণ করেছি।
এর সংগে তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও সব রকম নক্‌শা তৈরির কাজের কৌশল দিয়েছি।
৪ এতে সে নিজের মনে কল্পনা করে সোনা, রূপা ও পিতলের উপর নক্‌শা তৈরির কাজ
করতে পারবে। ৫ সে পাথর খোদাই করে কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সব রকম
নক্‌শা তৈরির কাজ করতে পারবে। ৬ এছাড়া দেখ, আমি দান-বংশের অহীষামকের ছেলে
অহলীয়াবকে তার সাহায্যকারী হিসাবে বেছে নিয়েছি। যেসব লোকদের মধ্যে কারিগরি
দক্ষতা আছে সেই সব লোকদের মধ্যে আমি এমন সব দক্ষতা দিয়েছি, যাতে আমি
তোমাকে যে সব আদেশ করেছি, সেই সব আদেশ অনুসারে তারা সব কিছু তৈরি করতে
পারে। ৭ এর মধ্যে থাকবে: জমায়েত-তাঁবু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, তার উপরে থাকা পাপ-ঢাকন
এবং তাঁবুর সব পাত্র; ৮ টেবিল ও তার সব পাত্র, খাঁটি সোনার বাতিদান ও তার সব পাত্র
এবং ধূপগাহ্; ৯ পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্ ও তার সব পাত্র এবং হাত-পা
ধোবার পাত্র ও তা বসাবার আসন; ১০ বুনানো পোশাক, ইমামের কাজ করার জন্য ইমাম
হারুনের পবিত্র পোশাক ও তার ছেলেদের পোশাক; ১১ এবং অভিষেকের জন্য তেল ও
পবিত্র স্থানের জন্য সুগন্ধি ধূপ। আমি তোমাকে যেমন আদেশ করেছি, সেই অনুসারে

তারা সবকিছুই করবে।”

বিশ্রামবার

১২ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৩ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে এই কথা বল,
“তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামবার পালন করবে। বংশের পর বংশ ধরে আমার ও
তোমাদের মধ্যে এটা একটা চিহ্ন হয়ে থাকবে, যেন তোমরা জানতে পার যে, আমিই
মাবুদ যিনি তোমাদের পবিত্র করেন। ১৪ তোমরা বিশ্রামবার পালন করবে, কারণ সেই
দিনটি তোমাদের জন্য পবিত্র। যদি কেউ সেই দিনটাকে অপবিত্র করে, তাকে অবশ্যই
মেরে ফেলতে হবে। যদি কেউ এই দিনে কোন কাজ করে, তবে তাকে তার লোকদের
মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে। ১৫ সপ্তাহের ছয় দিন কাজ করা হবে কিন্তু সপ্তম দিন হবে
মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামের জন্য পবিত্র বিশ্রামবার। সেই বিশ্রামবারে যে কেউ কাজ করবে
তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। ১৬ বনি-ইসরাইলরা বিশ্রামবার মেনে চলবে। তারা
চিরস্থায়ী নিয়ম হিসাবে বংশের পর বংশ ধরে বিশ্রামবার পালন করবে। ১৭ এটি আমার ও
বনি-ইসরাইলদের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন হয়ে থাকবে, কারণ মাবুদ ছয় দিনে আকাশ
ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।”

১৮ পরে মাবুদ সিনাই পাহাড়ে মূসার সংগে কথা বলা শেষ করে সাক্ষ্য-ফলক দু’টি,
আল্লাহ্‌র আঙ্গুল দিয়ে লেখা পাথরের ফলক দু’টি, তাঁকে দিলেন।

বনি-ইসরাইলদের মূর্তিপূজা

৩২ ১ পাহাড় থেকে নেমে আসতে মূসার দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা হারুনের
কাছে জড়ো হয়ে বললো, “উঠুন, আমাদের আগে আগে যাবার জন্য আমাদের
জন্য দেবতা তৈরি করুন, কারণ যে মূসা মিসর দেশ থেকে আমাদেরকে বের করে
এনেছেন, তার কি হয়েছে তা আমরা জানি না।” ২ তখন হারুন তাদেরকে বললেন,
“তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কানের সোনার গহনা খুলে আমার কাছে আন।”
৩ তাতে সমস্ত লোক তাদের কান থেকে সোনার সব গহনা খুলে হারুনের কাছে আনলো।
৪ তখন তিনি তাদের হাত থেকে তা নিয়ে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে একটা ছাঁচে ঢালা বাছুর
তৈরি করলেন। তখন লোকেরা বলতে লাগল, “হে ইসরাইল, এই যে তোমার দেব-
দেবতা, এই দেব-দেবতারাই মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।”

৫ হারুন যখন তা দেখলেন তখন তিনি তার সামনে একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরি
করলেন, এবং তিনি ঘোষণা করে বললেন, “আগামীকাল মাবুদের উদ্দেশে একটা উৎসব
হবে।”

৬ লোকেরা পরদিন খুব সকালে উঠে পোড়ানো-কোরবানী এবং মঙ্গল-কোরবানীর
অনুষ্ঠান করলো। এর পর লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করতে বসলো। পরে হৈ-হল্লা করে
আমোদ-প্রমোদ করার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

৭ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি নেমে যাও, কারণ তোমার যে লোকদেরকে
তুমি মিসর থেকে বের করে এনেছ, তারা বিপথে গিয়েছে। ৮ আমি তাদেরকে যে পথে
চলবার আদেশ দিয়েছি, তারা খুব তাড়াতাড়ি সেই পথ থেকে সরে গেছে। তারা নিজেদের

জন্য একটা ছাঁচে ঢালা বাছুর তৈরি করে তাকে সেজ্‌দা করেছে। তারা সেটির উদ্দেশে
কোরবানী করেছে ও বলেছে, 'হে ইসরাইল, এই তোমার দেব-দেবতা, এই দেব-
দেবতারাই মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।' "

৯ মাবুদ মূসাকে আরও বললেন, "আমি এই লোকদেরকে দেখেছি; দেখ, তারা
একটা একগুঁয়ে জাতি। ১০ এখন তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না। তাদের বিরুদ্ধে আমার
ভীষণ রাগ আগুনের মত জ্বলতে থাকুক। আমি তাদের ধ্বংস করে ফেলব। এর পর আমি
তোমার মধ্য থেকে একটা বড় জাতি সৃষ্টি করবো।"

১১ তখন মূসা তাঁর মাবুদ আল্লাহ্‌কে কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "হে মাবুদ, যে
লোকদেরকে তুমি তোমার মহাশক্তি ও শক্তিশালী হাত দিয়ে মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছ, তাদের বিরুদ্ধে তোমার ভীষণ রাগ কেন আগুনের মত জ্বলতে থাকবে?
১২ মিসরীয়েরা কেন বলবে, 'পাহাড়ী এলাকায় তাদের মেরে ফেলবার একটা মন্দ ইচ্ছা
নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে ও পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে, তিনি তাদেরকে বের
করে এনেছেন? তুমি তোমার প্রচণ্ড রাগ থামাও। তুমি তোমার লোকদের উপর ধ্বংস
ডেকে এনো না। ১৩ তুমি তোমার গোলাম ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কথা মনে কর,
যাঁদের কাছে তুমি নিজের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে, 'আমি আকাশের তারাগুলোর
মত তোমাদের বংশ বাড়িয়ে দেব, এবং এই যে সব দেশের কথা বললাম তা তোমাদের
বংশকে দেব, চিরকালের জন্য সেই দেশ তাদের সম্পত্তি হবে।' " ১৪ তখন মাবুদ তাঁর
লোকদের উপর যে ধ্বংস ডেকে আনার কথা বলেছিলেন, তা থেকে থামলেন।

১৫ পরে মূসা ঘুরে সাক্ষ্য-ফলক দু'টি হাতে করে পাহাড় থেকে নেমে এলেন। সেই
পাথরের ফলকের এপিঠে ওপিঠে, দুই পিঠেই লেখা ছিল। ১৬ সেই পাথরের ফলক দু'টি
আল্লাহ্‌র তৈরি; এবং তার উপর খোদাই করে লেখাটিও ছিল তাঁর লেখা।

১৭ পরে ইউসা লোকদের চেঁচামেচি শুনে মূসাকে বললেন, "তাঁবুগুলো থেকে যুদ্ধের
আওয়াজ আসছে।"

১৮ তিনি বললেন, "ওটা তো জয় লাভের আওয়াজ নয়, হেরে যাবার আওয়াজও নয়;
আমি গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।"

১৯ পরে মূসা তাঁবুগুলোর কাছে আসলে পর সেই বাছুরটি এবং নাচানাচি দেখতে
পেলেন। তাতে তিনি রাগে আগুন হয়ে পাহাড়ের নিচে তাঁর হাত থেকে সেই দু'খানা
পাথরের ফলক ছুড়ে ফেললেন। তাতে সেই দু'টি ফলক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।
২০ তাদের তৈরি বাছুরটি নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। সেটা ধূলির মত পিষে পানির
উপরে ছড়িয়ে বনি-ইসরাইলদের খাওয়ালেন।

২১ পরে মূসা হারুনকে বললেন, "এই লোকেরা তোমার কি করেছিল যে, তুমি ওদের
মহাপাপের মধ্যে নিয়ে গেলে?"

২২ হারুন বললেন, "আমার প্রভুর রাগ আগুনের মত না জ্বলুক। আপনি তো
লোকদেরকে জানেন যে, মন্দ কাজের দিকে তাদের ঝোঁক বেশী। ২৩ তারা আমাকে
বললো, 'আমাদের আগে আগে যাবার জন্য আপনি দেবতা তৈরি করুন, কারণ যে মূসা

মিসর দেশ থেকে আমাদেরকে বের করে এনেছেন, তার কি হল তা আমরা জানি না।'
২৪ তখন আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে যার যে সোনা থাকে, সে তা খুলে দিক।' তারা
আমাকে দিলে পর আমি তা আগুনে ছুঁড়ে দিলে ঐ বাছুরটি বের হয়ে এলো।"
২৫ পরে মূসা দেখলেন, লোকেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর হারুনও শত্রুদের
কাছে হাসির পাত্র হবার জন্য তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দিয়েছিলেন।
২৬ তখন মূসা তাঁবুগুলোর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "মাবুদের পক্ষে কে আছো? সে
আমার কাছে আসুক।" তাতে লেবি-গোষ্ঠীর সকলে তাঁর কাছে এসে জড়ো হল।
২৭ তিনি তাদেরকে বললেন, "মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, 'তোমরা
প্রত্যেকে নিজের নিজের কোমরে তলোয়ার বাঁধ ও তাঁবুগুলোর মধ্য দিয়ে এক দরজা
থেকে অন্য দরজা পর্যন্ত আসা-যাওয়া কর এবং প্রত্যেক জন আপন আপন ভাই, বন্ধু ও
প্রতিবেশীকে হত্যা কর।' " ২৮ তাতে লেবীয়রা মূসার কথা অনুসারে কাজ করলো। আর
সেদিন লোকদের মধ্যে কমপক্ষে তিন হাজার লোক মারা পড়লো। ২৯ তখন মূসা
বলেছিলেন, "আজ তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ছেলে ও ভাইয়ের বিপক্ষে গিয়ে
মাবুদের উদ্দেশে নিজেদের আলাদা করেছ। সেজন্য তিনি আজ তোমাদেরকে দোয়া
করেছেন।"

ইসরাইলের জন্য হযরত মূসার সাধাসাধি

৩০ পরদিন মূসা লোকদেরকে বললেন, "তোমরা অনেক বড় পাপ করেছ। এখন
আমি মাবুদের কাছে উঠে যাচ্ছি। যদি সম্ভব হয়, তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।"
৩১ পরে মূসা মাবুদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, "হায় হায়, এই লোকেরা অনেক
বড় পাপ করেছে। তারা নিজেদের জন্য সোনা দিয়ে দেবতার মূর্তি তৈরি করেছে।
৩২ কিন্তু এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা করতে চাও তবে ক্ষমা কর। আর যদি না কর তবে
তোমার লেখা কিতাব থেকে আমার নামটাও মুছে ফেল।"
৩৩ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "যে লোক আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তারই নাম
আমি আমার কিতাব থেকে মুছে ফেলবো। ৩৪ এখন যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে
তোমাকে বলেছি, সেই দেশে লোকদেরকে নিয়ে যাও। দেখ, আমার ফেরেশতা তোমার
আগে আগে যাবেন। যাহোক, যখন শাস্তি দেবার সময় আসবে, তখন আমি তাদের
পাপের শাস্তি দেব।"
৩৫ হারোণের তৈরি বাছুরটা নিয়ে লোকেরা যা করেছিল, তার জন্য মাবুদ মহামারী
দিয়ে লোকদেরকে আঘাত করলেন।

সিনাই পাহাড় ছেড়ে যাবার জন্য মাবুদের আদেশ

৩৩ ১ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, "আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের
কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে দেশ তাদের বংশকে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই
দেশে যাও। তুমি মিসর দেশ থেকে যে লোকদেরকে বের করে এনেছ তাদের নিয়ে এই
জায়গা ছেড়ে চলে যাও। ২ আমি তোমার আগে এক জন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেব। আমি
সেই দেশ থেকে কেনানীয়, আমোরীয়, হিট্টীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দেরকে দূর

করে দেব। ৩ সেই দেশে দুধ আর মধুর কোন অভাব নেই। কিন্তু আমি তোমার সংগে
যাব না, কারণ তোমরা একটা একগুঁয়ে জাতি। তোমাদের সংগে গেলে হয়তো পথের
মধ্যে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলব।”
৪ এই বিপদের কথা শুনে লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগল। তারা কেউ আর
গহনাগাঁটি পরলো না। ৫ এর কারণ হল মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, “তুমি বনি-
ইসরাইলদেরকে এই কথা বল, ‘তোমরা একটা একগুঁয়ে জাতি। আমি এক মুহূর্তের জন্য
যদি তোমাদের সংগে যাই, তবে আমি তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারি। তোমরা
এখন নিজের নিজের শরীর থেকে গহনা খুলে ফেল। তারপর আমি ঠিক করবো
তোমাদের নিয়ে আমি কি করবো।” ৬ তখন বনি-ইসরাইলরা হোরেব পাহাড়েই তাদের
সব গহনাগাঁটি খুলে ফেলল। এর পর তারা আর সেগুলো পরে নি।

জমায়েত-তাঁবু

৭ মূসা তাদের তাঁবুগুলো থেকে একটু দূরে আর একটা তাঁবু খাটালেন। সেই তাঁবুর
নাম রাখলেন ‘জমায়েত-তাঁবু’। আর মাবুদের কাছ থেকে কেউ কিছু জানতে চাইলে
তাদের প্রত্যেক জন সেই জমায়েত-তাঁবুর কাছে যেত। ৮ মূসা যখন বের হয়ে সেই তাঁবুর
কাছে যেতেন, তখন সব লোক উঠে প্রত্যেকে নিজের নিজের তাঁবুর দরজার সামনে
দাঁড়াতো। তিনি যে পর্যন্ত সেই তাঁবুতে না ঢুকতেন সেই পর্যন্ত লোকেরা তাঁর দিকে
তাকিয়ে থাকত। ৯ মূসা সেই তাঁবুতে ঢুকলে পর মেঘের থামটি নেমে আসত। যতক্ষণ
মাবুদ মূসার সংগে কথা বলতেন ততক্ষণ সেই থামটি তাঁবুর দরজার কাছে থাকত।
১০ যখনই লোকেরা তাঁবুর দরজার কাছে মেঘের থামটি দেখতে পেত তখন সমস্ত লোক
উঠে প্রত্যেকে নিজের নিজের তাঁবুর দরজার কাছে থেকে মাবুদকে সেজ্‌দা করতো।
১১ মানুষ যেমন তার বন্ধুর সংগে কথা বলে, তেমনি মাবুদ মূসার সংগে সামনা সামনি হয়ে
কথা বলতেন। পরে মূসা ইসরাইলদের তাঁবুগুলোতে ফিরে আসতেন কিন্তু নূনের ছেলে
ইউসা সেখানেই থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন যুবক ও মূসার সাহায্যকারী।

বনি-ইসরাইলদের সংগে বাস করার জন্য মাবুদের প্রতিজ্ঞা

১২ মূসা মাবুদকে বললেন, “তুমি আমাকে বলছো এই লোকদেরকে নিয়ে যাও কিন্তু
আমার সঙ্গী করে যাঁকে প্রেরণ করবে, তাঁর পরিচয় আমাকে দাও নি। তবুও বলছো
‘আমি তোমাকে ভাল করে জানি এবং তুমি আমার চোখে দয়া পেয়েছ।’ ১৩ ভাল, যদি
তোমার চোখে আমি দয়া পেয়ে থাকি, তবে তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দাও যেন আমি
তোমাকে জানতে পারি, ও তোমার দয়া পেতে থাকি। মনে রেখ এই জাতির লোকেরা
তোমারই লোক।”
১৪ তখন জবাবে মাবুদ বললেন, “আমার উপস্থিতি তোমার সংগে সংগে যাবেন এবং
আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব।”
১৫ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, “তোমার উপস্থিতি যদি সংগে না যান, তবে এই
জায়গা থেকে তুমি আমাদেরকে নিয়ে যেও না। ১৬ কারণ আমি ও তোমার এই লোকেরা
যে তোমার চোখে দয়া পেয়েছি, তা কেমন করে জানা যাবে? আমাদের সংগে যে তুমি

BACIB
International Bible
CHURCH

যাচ্ছ তার মধ্য দিয়েই নয় কি? এর ফলেই তো আমি ও তোমার লোকেরা পৃথিবীর
অন্যান্য লোকদের চেয়ে আলাদা।”

১৭ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “এই যে কথা তুমি বললে, তাও আমি করবো,
কারণ তুমি আমার চোখে দয়া পেয়েছ এবং আমি তোমাকে ভাল করে জানি।”

১৮ তখন মূসা বললেন, “তা হলে দয়া করে তোমার মহিমা আমাকে দেখাও।”

১৯ মাবুদ বললেন, “আমি তোমার সামনে আমার জাঁকজমক প্রকাশ করবো ও
আমার ‘মাবুদ’ নাম ঘোষণা করবো। আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া করবো, যাকে ইচ্ছা
তাকে করুণা করবো।” ২০ কিন্তু তিনি আরও বললেন, “তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে
না, কারণ মানুষ আমাকে দেখলে বেঁচে থাকতে পারে না। ২১ তারপর মাবুদ বললেন,
“দেখ, আমার কাছে একটা জায়গা আছে; তুমি ঐ পাথরের উপরে গিয়ে দাঁড়াবে।
২২ তাতে তোমার সামনে দিয়ে যখন আমার মহিমা যাবে তখন আমি তোমাকে পাথরের
একটা ফাটলে নিয়ে রাখবো। আমার মহিমা চলে যাওয়ার শেষ পর্যন্ত আমি হাত দিয়ে
তোমাকে ঢেকে রাখবো; ২৩ তারপর আমি হাত সরিয়ে নিলে, তুমি আমার পিছনের দিকটা
দেখতে পাবে, কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।”

দ্বিতীয় পাথর-ফলক

৩৪ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি আগের মত দু’টি পাথরের ফলক তৈরি
কর। তুমি প্রথম যে দু’টি ফলক তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাতে যা যা লেখা ছিল,
সেই সব কথা আমি এই দু’টি ফলকে লিখে দেব। ২ তুমি খুব ভোরে প্রস্তুত হয়ে সিনাই
পাহাড়ে উঠে আসবে। তুমি পাহাড়ের চূড়ায় আমার সামনে উপস্থিত হবে। ৩ কিন্তু
তোমার সংগে অন্য কোন মানুষ উপরে আসবে না। তাদের কাউকে যেন এই পাহাড়ের
কোথাও দেখা না যায়। এমন কি, কোন গরু ও ছাগল-ভেড়ার পালও যেন এই পাহাড়ের
সামনে ঘাস খেতে না আসে।”

৪ পরে মূসা প্রথম পাথরের ফলকের মত আবার দু’টি পাথরের ফলক তৈরি করলেন।
তিনি মাবুদের আদেশ অনুসারে খুব ভোরে উঠে সিনাই পাহাড়ের উপরে গেলেন। সেই
দু’টি পাথরের ফলক তিনি হাতে করে নিয়ে গেলেন। ৫ তখন মাবুদ মেঘের মধ্য থেকে
নেমে সেই জায়গায় মূসার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ‘মাবুদ’ নাম ঘোষণা করলেন। ৬ মূসার
সামনে দিয়ে মাবুদ যেতে যেতে এই কথা ঘোষণা করলেন,

“মাবুদ, মাবুদ,
তিনি মমতায় পূর্ণ ও দয়াময় আল্লাহ্।
তিনি সহজে রাগ করেন না এবং তাঁর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সীমা
নেই।
৭ তিনি তাঁর ভালবাসা হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখেন।
তিনি অন্যায়, বিদ্রোহ ও পাপ ক্ষমা করেন।
কিন্তু যারা দোষী তাদেরকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।
তিনি বাবার অন্যায়ের শাস্তি তার বংশের তিন ও চার পুরুষ পর্যন্ত

দিয়ে থাকেন।”
৮ মূসা তখনই মাটিতে উবুড় হয়ে সেজ্‌দা করে তাঁর এবাদত করলেন।
৯ মূসা বললেন, “হে প্রভু, আমি যদি তোমার চোখে দয়া পেয়ে থাকি, তবে প্রভু তুমি
আমাদের সংগে চল। যদিও এই জাতি একটা একগুঁয়ে জাতি, তবুও আমাদের দুষ্টতা ও
আমাদের পাপ ক্ষমা কর, এবং তোমার সম্পত্তি হিসাবে আমাদের গ্রহণ কর।”
১০ তখন মাবুদ বললেন, “দেখ, আমি তোমার লোকদের সংগে একটা নিয়ম স্থাপন
করছি। সারা পৃথিবীতে ও প্রত্যেকটা জাতির মধ্যে যে রকম কাজ কখনও করা হয় নি,
এমন সব আশ্চর্য কাজ আমি তোমার লোকের সামনে করবো। যে সব জাতির মধ্যে তুমি
বাস করছো, তারা দেখতে পাবে যে, আমি মাবুদ তোমাদের জন্য যে কাজ করতে যাচ্ছি
তা কত ভয় জাগানো কাজ।
১১ আজ আমি তোমাকে যা যা আদেশ করি, তা পালন কর। আমি আমোরীয়,
কেনানীয়, হিট্টীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দেরকে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে
দেব। ১২ সাবধান, যে দেশে তুমি যাচ্ছ, সেই দেশের লোকদের সংগে কোন চুক্তি করবে
না। তা করলে তারা তোমাদের মধ্যে একটা ফাঁদ হয়ে থাকবে। ১৩ তোমরা তাদের সব
কোরবানগাহ্‌ ভেঙে ফেলবে, তাদের পবিত্র পাথরগুলো টুকরা টুকরা করে ফেলবে এবং
সেখানকার সব আশেরা-খুঁটিগুলো কেটে ফেলবে। ১৪ তোমরা অন্য কোনও দেবতার পূজা
করবে না, কারণ মাবুদ অন্য দেব-দেবতার পূজা করা কোনমতেই সহ্য করেন না। তিনি
তাঁর নিজের গৌরব অন্যকে দিতে রাজী নন।
১৫ “তোমরা সেই দেশের লোকদের সংগে কোন চুক্তি করবে না; কারণ তারা যখন
তাদের দেবতাদের পিছনে গিয়ে নিজেদের বিকিয়ে দেয় ও নিজের দেবতাদের কাছে
কোরবানী করে, তখন কেউ যদি তোমাকে দাওয়াত করে তবে তুমি তার কোরবানীর
জিনিস খাবে। ১৬ এছাড়া, তোমরা তোমাদের ছেলেদের জন্য স্ত্রী হিসাবে তাদের
মেয়েদেরকে আনলে, তারা নিজের দেবতাদের পিছনে গিয়ে নিজেদের বিকিয়ে দেবে এবং
তাতে তোমাদের ছেলেদেরও টেনে নেবে।
১৭ “তোমরা কোনও মূর্তি তৈরি করবে না।
১৮ “তুমি খামিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আবীব মাসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেরকম
করতে তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম, সেভাবেই তোমরা সেই সাত দিন খামিহীন রুটি
খাবে। এর কারণ হল সেই আবীব মাসেই তুমি মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিলে।
১৯ “প্রথমে জন্মেছে এমন সমস্ত ছেলে-সন্তান এবং গরু ও ছাগল-ভেড়ার পালের
মধ্যে প্রথমে জন্মেছে এমন সব পুরুষ পশু আমার। ২০ প্রথমে জন্মেছে এমন গাধার বদলে
তুমি ভেড়ার বাচ্চা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেবে; যদি ছাড়িয়ে না নেও তবে তার গলা ভেঙ্গে
দেবে। তোমাদের প্রথমে জন্মেছে এমন ছেলেদেরকে তুমি ছাড়িয়ে নেবে। কেউ যেন খালি
হাতে আমার সামনে উপস্থিত না হয়।
২১ “তুমি ছয় দিন পরিশ্রম করবে কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবে। এমন কি, চাষ
করবার ও ফসল কাটবার মৌসুমেও তোমাদেরকে বিশ্রাম নিতে হবে।

২২ তোমরা সাত সপ্তাহের উৎসব পালন করবে। গম কাটার পর প্রথম কাটা ফসলের দানাগুলো এই উৎসবের জন্য ব্যবহার করবে এবং বছরের শেষে ফসল কাটার মজুদ করার উৎসব পালন করবে।

২৩ বছরের মধ্যে তিন বার তোমাদের সব পুরুষ সার্বভৌম মাবুদ, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে। ২৪ কারণ আমি তোমাদের সামনে থেকে জাতিদেরকে দূর করে দেব ও তোমার সীমা বাড়িয়ে দেব। তোমরা বছরে তিনবার তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে। তখন কেউ তোমাদের দেশ অধিকার করার লোভ করবে না।

২৫ "তোমরা যখন আমার উদ্দেশে পশুর রক্ত কোরবানী দেবে তখন খামি দেওয়া খাবারের সংগে তা কোরবানী দেবে না। উদ্ধার-উৎসবের কোরবানীর কোন জিনিস সকাল
পর্যন্ত রাখা যাবে না। ২৬ "তোমাদের ক্ষেত থেকে কেটে আনা প্রথম ফসল থেকে সবচেয়ে ভাল অংশটা তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ঘরে নিয়ে আসবে। তুমি বাচ্চা-ছাগলের মাংস তার মায়ের দুধে রান্না করবে না।"

২৭ তারপর মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি এসব কথা লিখে রাখ, কারণ এসব কথা অনুসারেই আমি তোমার ও বনি-ইসরাইলদের সংগে চুক্তি স্থির করলাম।"

২৮ সেই সময়ে মূসা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে মাবুদের সংগে থাকলেন। সেই সময়ে তিনি কোন পানি ও খাবার খান নি। মাবুদ সেই দু'টি পাথরে উপর চুক্তির কথাগুলো লিখে দিলেন, আর সেগুলোই হল দশটি আদেশ।

হযরত মূসার উজ্জ্বল চেহারা

২৯ পরে মূসা আইন-কানুনের দু'টি ফলক হাতে নিয়ে সিনাই পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। মাবুদের সংগে মূসা কথা বলার পর তাঁর চেহারা জ্বলজ্বল করছিল কিন্তু মূসা
তা বুঝতে পারেন নি। ৩০ যখন হারুন ও ইসরাইলের অন্য সব লোকেরা তার উজ্জ্বল
চেহারা দেখতে পেল তখন তাঁর কাছে যেতে ভয় পেল। ৩১ কিন্তু মূসা তাদেরকে ডাকলে পর হারুন ও ইসরাইলদের নেতারা তাঁর কাছে এলেন। তখন মূসা তাঁদের সংগে কথা
বললেন। ৩২ এর পরে বনি-ইসরাইলের সব লোক তাঁর কাছে এলেন। তাতে তিনি সিনাই পাহাড়ে মাবুদ তাদের যে সব আদেশ দিয়েছিলেন তা তাদের জানালেন।

৩৩ পরে তাদের সংগে কথাবার্তা শেষ হলে পর মূসা তাঁর মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে
রাখলেন। ৩৪ মূসা যখন মাবুদের সংগে কথা বলতে ভিতরে তাঁর সামনে যেতেন তখন সেই মুখ ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলে রাখতেন। যতক্ষণ তিনি সেখানে থাকতেন ততক্ষণ তাঁর মুখ খোলাই থাকত। তিনি সেখানে যে সব আদেশ পেতেন, সেখান থেকে বের হয়ে
এসে তা বনি-ইসরাইলদের জানাতেন। ৩৫ তখন বনি-ইসরাইলরা দেখতে পেত যে, মূসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তাই তিনি আবার তাঁর মুখ ঢেকে দিতেন। পরের বার মাবুদের সংগে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঐভাবেই মুখ ঢেকে রাখতেন।

বিশ্রামবারের নিয়ম

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৫

১ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজকে এক সংগে জড়ো করলেন।
এর পর তিনি তাদেরকে বললেন, “মাবুদ তোমাদের পালন করবার জন্য এই
সব আদেশ দিয়েছেন। ২ তোমরা ছয় দিন ধরে কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনটা হবে
তোমাদের জন্য একটা পবিত্র দিন। এটি মাবুদের উদ্দেশে একটা বিশ্রামের দিন। যে কেউ
সেই দিনে কাজ করবে, তাকে মেরে ফেলা হবে। ৩ তোমরা বিশ্রামবারে তোমাদের কোন
ঘরে আগুন জ্বালাবে না।”

আবাস-তাম্বুর জন্য উপহার আনা

৪ মূসা বনি-ইসরাইলের সমস্ত সমাজকে বললেন, “মাবুদ এই আদেশ দিয়েছেন;
৫ তোমাদের যা কিছু আছে তা থেকে কাছ থেকে মাবুদের জন্য উপহার নাও। তোমাদের
নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে মাবুদের জন্য উপহার হিসাবে এসব জিনিস আনবে– ৬ সোনা,
রূপা ও পিতল এবং নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা ও ছাগলের লোম, ৭ এবং
লাল রঙ করা ভেড়ার চামড়া ও শুশুকের চামড়া, বাব্‌লা কাঠ, ৮ এবং আলো জ্বালাবার
জন্য জলপাইয়ের তেল, অভিষেক-তেল ও সুগন্ধি ধূপের জন্য মসলা; ৯ এফোদ ও বুক-
ঢাকনের জন্য গোমেদমণি ও অন্যান্য দামী পাথর।

১০ “তোমাদের মধ্যে যারা দক্ষ কারিগর তারা এসে মাবুদ যা আদেশ করেছেন তা
তৈরি করুক। ১১ আবাস-তাঁবু ও এর সংগের তাঁবু, তার উপরকার ছাউনি, সমস্ত আংটা,
ফ্রেম, হুড়কা, খুঁটি এবং পা-দানি; ১২ সাক্ষ্য-সিন্দুক ও তার ডাণ্ডা, পাপ-ঢাকান ও তা
আড়াল করে রাখবার পর্দা; ১৩ টেবিল ও তার ডাণ্ডা, ও তার সব জিনিসপত্র এবং
উপস্থিতির রুটি; ১৪ আলোর জন্য বাতিদান ও তার সব জিনিসপত্র, বাতি ও আলো
জ্বালাবার জন্য তেল; ১৫ ধূপগাহ্‌ ও তার ডাণ্ডা; এবং অভিষেক-তেল এবং সুগন্ধি ধূপ;
আবাস-তাঁবুর দরজার পর্দা; ১৬ পোড়ানো-কোরবানগাহ্‌, তার পিতলের জাল, বয়ে নেবার
ডাণ্ডা ও তার বাসনকোসন এবং আসন সুদ্ধ পিতলের পাত্র; ১৭ খুঁটি ও খুঁটির পা-দানি সুদ্ধ
উঠানের চারদিকের পর্দা এবং উঠানে ঢুকবার দরজার পর্দা; ১৮ আবাস-তাঁবুর গোঁজ,
উঠানের গোঁজ ও সেগুলোর দড়ি; ১৯ পবিত্র স্থানে সেবা-কাজের জন্য কারুকাজ করা
পোশাক, অর্থাৎ ইমাম হারুনের জন্য পবিত্র পোশাক ও ইমামের কাজ করার জন্য তার
ছেলেদের পোশাক।”

২০ এর পর বনি-ইসরাইলের সমস্ত সমাজ মূসার কাছ থেকে চলে গেল।

ইসরাইলদের উপহার

২১ যারা অন্তরে সাড়া পেল তারা সবাই নিজের ইচ্ছায় জমায়েত-তাঁবু তৈরির জন্য
এবং এর সমস্ত সেবা-কাজের জন্য এবং পবিত্র পোশাকের জন্য মাবুদের উদ্দেশে উপহার
নিয়ে এলো। ২২ পুরুষ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাদের মনে ইচ্ছা হল তারা মাবুদের জন্য
উপহারের জিনিস নিয়ে এলো। তার মধ্যে ছিল কাপড় আট্‌কাবার পিন, কানের গহনা,
আংটি এবং অন্যান্য রকমের গহনা। তারা সবাই তাদের সোনা দোলন-উৎসর্গ হিসাবে
মাবুদের উদ্দেশে উপহার দিল। ২৩ যাদের কাছে নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা,
ছাগলের লোম, লাল রং করা ভেড়ার চামড়া ও শুশুকের চামড়া ছিল, তারা প্রত্যেকে

সেগুলো নিয়ে এলো। ২৪ যাদের কাছে রূপা ও পিতল ছিল তারা উপহার হিসাবে তা
মাবুদের কাছে নিয়ে এলো। যাদের কাছে বাব্‌লা কাঠ ছিল যা আবাস-তাঁবু তৈরি করার
কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তারা তা নিয়ে এলো। ২৫ যে স্ত্রীলোকেরা দক্ষ হাতে সুতা
কাটতে পারে তারা নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা নিজের হাতে কেটে নিয়ে
এলো। ২৬ যে সব স্ত্রীলোক তাদের অন্তরে সাড়া পেল তারা দক্ষ হাতে কেটে ছাগলের
লোমের সুতা নিয়ে এলো। ২৭ নেতারা এফোদ ও বুক-ঢাকনের জন্য গোমেদমণি ও
অন্যান্য দামী পাথর নিয়ে এলো। ২৮ বাতি জ্বালাবার তেল, অভিষেকের জন্য তেল ও
সুগন্ধি ধূপ তৈরির জন্য মসলা ও জলপাইয়ের তেল নিয়ে এলো। ২৯ বনি-ইসরাইলের
সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাদের মনে ইচ্ছা হল তারা মাবুদের উদ্দেশে উপহার
নিয়ে এলো। মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে যেসব কাজ করতে আদেশ করেছিলেন, সেই সব
কাজ করার জন্য তারা প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে খোলা মনেই মাবুদের জন্য
উপহার আনলো।

বৎসলেল ও অহলীয়াব

৩০ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদেরকে বললেন, "দেখ, মাবুদ এহুদা-বংশের হূরের নাতি
ঊরির ছেলে বৎসলেলকে বেছে নিয়েছেন। ৩১ তিনি তাঁকে আল্লাহ্‌র রূহে পূর্ণ করে জ্ঞান,
বুদ্ধি, বিদ্যা ও সব রকম কারিগরী কাজের দক্ষতা দিয়েছেন। ৩২ তাতে তিনি সোনা, রূপা
ও পিতলের উপর নানান রকম সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন। ৩৩ এছাড়া
তিনি দামী দামী পাথর ও মণি কাটতে ও বসাতে, এবং কাঠ খোদাই করে নক্‌শা করতে
ও সব রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারবেন। ৩৪ মাবুদ তাকে ও দান-বংশের
অহীষামকের ছেলে অহলীয়াবকে ক্ষমতা দিলেন যাতে তারা অন্যদের এই সব কাজ শিক্ষা
দিতে পারেন। ৩৫ তিনি তাদের কারিগরি কাজ ও নানা রকম ডিজাইনের কাজ, এবং নীল,
বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা দিয়ে সূচের কাজ করার বিশেষ দক্ষতা দিয়েছেন। সব
রকম দক্ষ কারিগরি কাজ ও ডিজাইনের কাজ করার দক্ষতা তাদের দেওয়া হয়েছে।

৩৬

১ "সেজন্য বৎসলেল ও অহলীয়াব এবং অন্য যাঁদেরকে মাবুদ দক্ষতা ও
সামর্থ দিয়েছেন যেন তারা বুঝতে পারেন কিভাবে মাবুদের সমস্ত আদেশ
অনুসারে পবিত্র তাঁবু-ঘরটির সমস্ত কাজ করা যায়।"

২ পরে মূসা বৎসলেল ও অহলীয়াবকে ডাকলেন। এছাড়া, মাবুদ যাঁদের অন্তরে
দক্ষতা ও বিবেচনাশক্তি দিয়েছিলেন সেই সব দক্ষ লোক যারা অন্তর থেকে সাড়া
পেয়েছিল তাদেরকেও ডাকলেন।

৩ তাতে তাঁরা পবিত্র তাঁবু-ঘরটি তৈরি করার জন্য বনি-ইসরাইলরা যেসব উপহার
মূসার কাছে দিয়েছিলেন সেগুলো তাঁর কাছ থেকে বুঝে নিলেন। লোকেরা তখনও
প্রত্যেক দিন সকালে তাদের নিজেদের ইচ্ছায় তাঁবু-ঘরের জন্য জিনিসপত্র আনতেই
থাকল। ৪ তখন পবিত্র তাঁবু-ঘর তৈরির জন্য যে সব দক্ষ কারিগর কাজ করছিল তারা
তাদের কাজ ফেলে রেখে, ৫ মূসার কাছে গিয়ে বললেন, "মাবুদের আদেশ অনুসারে কাজ
করার জন্য যেসব জিনিসের দরকার লোকেরা তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জিনিস নিয়ে

BACIB | International Bible CHURCH

আসছে।” [৬] তাতে মূসা তাঁবুগুলোর সব জায়গায় এই আদেশ ঘোষণা করে দিলেন যে,
পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক পবিত্র তাঁবু-ঘরের জন্য উপহার হিসাবে আর কোন কিছু তৈরি না
করুক। তাতে লোকেরা তাদের উপহার আনা বন্ধ করলো। [৭] কারণ সমস্ত কাজ শেষ
করার জন্য তাদের যা কিছুর প্রয়োজন ছিল সেখানে তার চেয়েও বেশি জিনিস ছিল।

আবাস-তাঁবু

[৮] পরে যেসব লোকেরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে দক্ষ কারিগরেরা পাকানো সাদা
মসীনা সুতা, এবং নীল, বেগুনে ও লাল সুতা দিয়ে তৈরি দশটা পর্দা দিয়ে আবাস-তাঁবু
তৈরি করলেন। সেই পর্দাগুলোতে দক্ষ কারিগরদের দিয়ে করূবদের ছবি বুনানো হল।
[৯] প্রত্যেকটা পর্দার মাপ একই ছিল। তা লম্বায় ছিল আটাশ হাত ও চওড়ায় ছিল চার
হাত।

[১০] পরে তারা পাঁচটা পর্দা একটার সংগে অন্যটির জোড়া দিয়ে একটা সেট করলো
এবং অন্য পাঁচটা পর্দাও একটার সংগে অন্যটির জোড়া দিয়ে আর একটা সেট করলো।
[১১] প্রথম সেটটির চওড়ার দিকের এক পাশের কিনারা ধরে নীল সুতা দিয়ে কতগুলো ফাঁস
তৈরি করা হল। দ্বিতীয় সেটটিতেও ঠিক তা-ই করা হল। [১২] এভাবে পঞ্চাশটা ফাঁস প্রথম
সেটের কিনারায় এবং পঞ্চাশটা ফাঁস দ্বিতীয় সেটের কিনারায় লাগিয়ে দেওয়া হল। এই
দুই সেটের ফাঁসগুলো একটা আর একটার বিপরীত দিকে রইলো। [১৩] পরে তারা পঞ্চাশটা
সোনার আংটা তৈরি করে সেগুলো ফাঁসের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে পর্দার দু'টি সেটকে আট্‌কে
দেওয়া হল। তাতে পর্দার দু'টি সেট দিয়ে একটা আবাস-তাঁবু হল।

[১৪] এর পর তারা আবাস-তাঁবুর উপরের ঢাকনা তৈরি করার জন্য ছাগলের লোম
দিয়ে এগারটি পর্দা তৈরি করলেন। [১৫] তার প্রত্যেক পর্দা ত্রিশ হাত লম্বা ও চার হাত
চওড়া। এগারটি পর্দার প্রত্যেকটার একই মাপ ছিল। [১৬] পরে তারা পাঁচটা পর্দা নিয়ে
একটার সংগে আর একটার জোড়া দিয়ে একটা সেট তৈরি করলো ও বাকী ছয়টা পর্দা
একটার সংগে আরেকটার জোরা দিয়ে আর একটা সেট তৈরি করলো। [১৭] প্রথম সেটটির
চওড়ার দিকের এক পাশের কিনারা ধরে পঞ্চাশটা ফাঁস তৈরি করা হল, আর দ্বিতীয়
সেটটিতেও পঞ্চাশটা ফাঁস তৈরি করা হল। [১৮] তারপর তারা পিতল দিয়ে পঞ্চাশটা আংটা
তৈরি করে সেই পর্দার সেট দু'টি একসংগে আট্‌কে দিল। তাতে দু'টি সেট মিলে তাঁবুর
একটা ঢাকনা হল। [১৯] পরে তারা লাল রং করা ভেড়ার চামড়া দিয়ে সেটির উপরকার
ছাউনি তৈরি করা হল, এবং সেই ছাউনির উপর শুশুকের চামড়া দিয়ে আরেকটি ছউনি
দেওয়া হল।

[২০] এর পর তারা আবাস-তাঁবুর জন্য বাব্‌লা কাঠ দিয়ে কতগুলো খাড়া ফ্রেম তৈরি
করলো। [২১] প্রত্যেকটা ফ্রেম দশ হাত লম্বা আর দেড় হাত চওড়া ছিল। [২২] তারা
প্রত্যেকটা ফ্রেমে দু'টি করে পায়া লাগাল। আবাস-তাঁবুর সব ফ্রেম একই রকম করে তৈরি
করলো। [২৩] তারা আবাস-তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য বিশটি ফ্রেম তৈরি করলো। [২৪] সেই
ফ্রেমগুলোর প্রত্যেকটা পায়ার নিচে বসাবার জন্য চল্লিশটা রূপার পা-দানি তৈরি করা হল।
প্রত্যেকটা ফ্রেমে দু'টি করে পায়া ছিল। [২৫] আবাস-তাঁবুর অন্য পাশের জন্য, অর্থাৎ উত্তর

দিকের জন্যও বিশটি ফ্রেম তৈরি করলো। ২৬ প্রত্যেকটা ফ্রেমের জন্য দু'টি করে মোট
চল্লিশটা রূপার পা-দানি তৈরি করা হল। ২৭ তারা পশ্চিম দিকের জন্য, অর্থাৎ আবাস-
তাঁবুর পিছন দিকের জন্য ছয়টা ফ্রেম তৈরি করলো। ২৮ পিছন দিকের দুই কোণার জন্যও
আরও দু'টি ফ্রেম তৈরি করলো। ২৯ তারা এই ফ্রেম দুটার প্রত্যেকটি দুই কোণার দু'টি
ফ্রেমের সংগে একত্র করে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত জোড়া লাগিয়ে দিল। এর পর
প্রত্যেকটা কোণার দু'টি ফ্রেম ও পাশের ফ্রেমটি আংটা দিয়ে একসংগে জুড়ে দিল। দু'টি
কোণা একই রকম করে জুড়ে দিল। ৩০ এতে পিছন দিকে আটটা ফ্রেম এবং প্রত্যেকটা
ফ্রেমের নিচে দেবার জন্য দু'টি করে মোট ষোলটা রূপার পা-দানি রইলো।

৩১ তারা ফ্রেমগুলোর জন্য বাব্‌লা কাঠের হুড়কা তৈরি করলো। এর মধ্যে পাঁচটা
হুড়কা ছিল আবাস-তাঁবুর এক দিকের ফ্রেমের জন্য, ৩২ অন্য পাঁচটা ছিল অন্য দিকের
ফ্রেমের জন্য, অন্য আর পাঁচটা ছিল পিছনের, অর্থাৎ পশ্চিম দিকের ফ্রেমের জন্য।
৩৩ তারা উপর এবং নীচের হুড়কাগুলোর মাঝখানে দেবার জন্য একটা লম্বা হুড়কা তৈরি
করলো যাতে ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে তা এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত লাগানো যায়।
৩৪ ফ্রেমগুলো সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হল এবং হুড়কাগুলো ঢুকাবার জন্য সোনার কড়া
তৈরি করে ফ্রেমে লাগিয়ে দেওয়া হল। হুড়কাগুলোও সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হল।

৩৫ তারা নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা এবং পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে একটা
পর্দা তৈরি করলো। দক্ষ কারিগরদের দিয়ে সেই পর্দায় করুবদের ছবি বুনিয়ে নেওয়া
হল। ৩৬ তারা সেই পর্দার জন্য চারটা বাব্‌লা কাঠের খুঁটি তৈরি করলো এবং খুঁটিগুলো
সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিল। সেই খুঁটিগুলোর জন্য কতগুলো সোনার হুক তৈরি করলো। এর
পর তারা খুঁটিগুলো বসাবার জন্য চারটা রূপার পা-দানি তৈরি করলো। ৩৭ পরে তারা
তাঁবুর দরজার জন্যও নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা এবং পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে
নক্‌শা তুলে একটা পর্দা তৈরি করলো। ৩৮ তারা এই পর্দার জন্য হুকসুদ্ধ পাঁচটা খুঁটি
তৈরি করলো। খুঁটির মাথা ও তার বাঁধন-পাত সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিল। খুঁটিগুলো বসাব-
ার জন্য পিতল দিয়ে পাঁচটা পা-দানি তৈরি করলো।

সাক্ষ্য-সিন্দুক

৩৭ ১ বৎসলেল বাব্‌লা কাঠ দিয়ে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি তৈরি করলেন। সেটা ছিল
আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু। ২ তিনি সিন্দুকটির
ভিতর ও বাইরেটা খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন এবং সেটির চারদিকের কিনারা ধরে
সোনার নক্‌শা তৈরি করলেন। ৩ তিনি ছাঁচে ফেলে চারটা সোনার কড়া তৈরি করে তার
চার পায়ায় লাগিয়ে দিলেন– এক পাশে দু'টি, ও অন্য পাশে দুটি। ৪ এর পর তিনি বাব্‌লা
কাঠের দু'টি ডাণ্ডা তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। ৫ তিনি সিন্দুক বয়ে নেবার জন্য
সেই ডাণ্ডা সিন্দুকের দুই পাশের কড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

৬ তারপর তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে সিন্দুকের ঢাকনা তৈরি করলেন। সেটা ছিল
আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া। ৭ এর পর তিনি পিটানো সোনা দিয়ে দু'টি করূব
তৈরি করে পাপ-ঢাকনার দুই পাশে লাগিয়ে দিলেন। ৮ সিন্দুকটির এক এক পাশে একটা

BACIB
International Bible
CHURCH

করূব ও অন্য পাশে আরেকটি করূব– পাপ-ঢাকনার দুই পাশে দু'টি করূব সহ পুরো
জিনিসটাই একটা জিনিস হল। ৯ সেই দু'টি করূব উপরের দিকে পাখা মেলে রইলো এবং
সেই পাখা দিয়ে পাপ-ঢাকনাটি ঢেকে রাখল। এভাবে করূবরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে
থাকল এবং তাদের চোখ ঢাকনাটির দিকে স্থির রইলো।

টেবিল

১০ পরে বৎসলেল বাব্‌লা কাঠ দিয়ে একটা টেবিল তৈরি করলেন। সেটা ছিল দুই
হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু। ১১ তিনি সেটা খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে
দিলেন ও সেটির চার কিনারা ধরে সোনার নক্‌শা তৈরি করে দিলেন। ১২ তিনি টেবিলটির
চারপাশের কিনারায় চার আঙ্গুল উঁচু করে একটা বেড় তৈরি করলেন ও বেড়ের উপর
সোনার নকশা তৈরি করে দিলেন। ১৩ তিনি ছাঁচে ফেলে চারটা সোনার কড়া তৈরি করে
টেবিলের চার কোণায় চার পায়ায় লাগিয়ে দিলেন। ১৪ সেই কড়াগুলো টেবিলের কিনারায়
ঐ উঁচু বেড়ের কাছাকাছি লাগানো হল যাতে টেবিলটা বয়ে নেবার জন্য কড়ার মধ্য দিয়ে
ডাণ্ডা ঢুকানো যায়। ১৫ তিনি টেবিলটি বয়ে নেবার ডাণ্ডাগুলো বাব্‌লা কাঠ দিয়ে তৈরি করে
সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। ১৬ তিনি টেবিলে ব্যবহারের জন্য খাঁটি সোনা দিয়ে যেসব
জিনিসপত্র তৈরি করলেন সেগুলো হল থালা, বাটি, বোল আর ঢালন-কোরবানীর সব
কলসী ও জগ।

বাতিদান

১৭ এর পর তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে একটা বাতিদান তৈরি করলেন। পিটানো সোনা
দিয়ে এর পাদানি ও এর ফুলের মত কাপ তৈরি করা হল। বাতিদানটির কুঁড়ি ও পাপড়ি
মিলে মাত্র একটা জিনিসই হল। ১৮ বাতিদানের দুই পাশ দিয়ে তিনটা তিনটা করে মোট
ছয়টা ডাল তৈরি করা হল। ১৯ এই ছয়টা ডালের প্রত্যেকটা ডালের মাঝে মাঝে ফুল ও
কুঁড়ি সহ বাদাম ফুলের মত দেখতে তিনটা কাপ তৈরি করা হল। বাতিদান থেকে বের
হয়ে আসা ছয়টা ডাল একই রকম হল। ২০ বাতিদানের গায়ের মাঝখানে মাঝখানে ফুল ও
কুঁড়ি সুদ্ধ বাদাম ফুলের মত দেখতে চারটা কাপ তৈরি করা হল। ২১ বাতিদান থেকে বের
হয়ে আসা মোট ছয়টা ডালের মধ্যে প্রথম দু'টি যেখানে মিশেছে তার নিচে রইলো একটা
কুঁড়ি, দ্বিতীয় দু'টির নিচে আর একটা কুঁড়ি এবং তৃতীয় দু'টির নিচে আর একটা কুঁড়ি
রইলো। ২২ বাতিদান থেকে সব কুঁড়ি ও ডাল বের হয়ে আসল এবং সব কিছু মিলে একটা
জিনিসই হল। পিটানো খাঁটি সোনা দিয়েই সবটা তৈরি করা হল। ২৩ তিনি খাঁটি সোনা
দিয়ে সাতটি বাতি, সল্‌তে পরিষ্কার করবার চিম্‌টা ও সল্‌তের পোড়া অংশ রাখবার জন্য
কয়েকটি পাত্র তৈরি করলেন। ২৪ তিনি ত্রিশ কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে এই বাতিদানটি ও
তার সব জিনিসপত্র তৈরি করলেন।

ধূপগাহ্‌

২৫ পরে তিনি বাব্‌লা কাঠ দিয়ে একটা ধূপগাহ্‌ তৈরি করলেন। সেটা ছিল এক হাত
লম্বা, এক হাত চওড়া ও দুই হাত উঁচু চারকোনা বিশিষ্ট। এর সব শিং সহ গোটা
ধূপগাহ্‌টি মাত্র একটা জিনিসই হল। ২৬ তিনি সেই কোরবানগাহ্‌, তার উপরের অংশ,

তার চারপাশ ও তার সব শিং খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন এবং তার চারদিকে সোনার
নক্‌শা করে দিলেন। ২৭ তিনি ধূপগাহের দু'পাশে নক্‌শার নিচে দু'টি করে সোনার কড়া
লাগিয়ে দিলেন যাতে তার ভিতর দিয়ে ডাণ্ডা ঢুকিয়ে সেটা বয়ে নেওয়া যায়। ২৮ তিনি
সেই ডাণ্ডাগুলো বাব্‌লা কাঠ দিয়ে তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।

২৯ পরে তিনি সুগন্ধি জিনিস তৈরি করার মত করে খাঁটি সুগন্ধি ধূপ এবং পবিত্র
অভিষেক-তেল তৈরি করলেন।

কোরবানগাহ্‌

৩৮ ১ তারপর বৎসলেল বাব্‌লা কাঠ দিয়ে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন। সেটি পাঁচ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া ও তিন
হাত উঁচু একটা চারকোণা আকারের কোরবানগাহ্‌ ছিল। ২ তিনি সেটির চার কোণের
উপরে শিং তৈরি করলেন। তাতে শিংসুদ্ধ কোরবানগাহ্‌টা একটা গোটা জিনিসই হল।
তিনি সেটি পিতল দিয়ে মুড়ে দিলেন। ৩ তারপর তিনি কোরবানগাহ্‌র সব পাত্র, অর্থাৎ
হাঁড়ি, হাতা, বাটি, মাংস তুলবার কাঁটা এবং আগুন রাখবার পাত্র পিতল দিয়ে তৈরি
করলেন। ৪ তারপর তিনি পিতল দিয়ে জালির মত একটি ঝাঁঝরি তৈরি করলেন।
কোরবানগাহের বেড়ের নিচে থেকে মাঝখান পর্যন্ত এই ঝাঁঝরিটি বসানো হল। ৫ তারপর
তিনি কোরবানগাহ্‌টি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ডাণ্ডা লাগাবার জন্য ঝাঁঝরির চার কোণায়
চারটি কড়া তৈরি করলেন। ৬ পরে তিনি বাব্‌লা কাঠ দিয়ে ডাণ্ডা তৈরি করে পিতল দিয়ে
মুড়ে দিলেন। ৭ এই ডাণ্ডগুলো কড়ার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যাতে কোরবানগাহ্‌টি
বয়ে নেবার সময় ডাণ্ডাগুলো কোরবানগাহ্‌র দু'পাশে থাকে। কোরবানগাহ্‌টি তক্তা দিয়ে
তৈরি করা হল এবং এর ভিতরটা ফাঁকা রইলো।

ধোবার পাত্র

৮ তারপর তিনি পিতল দিয়ে ধোবার পাত্র এবং পাত্রের পায়া তৈরি করলেন। যে সব
মেয়েরা সেবা-কাজের জন্য জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে আসত তাদের পিতলের আয়না
দিয়ে সেই পাত্র এবং পাত্রের পায়া তৈরি করা হল।

উঠান

৯ এর পর তিনি আবাস-তাঁবুর চারদিকের জন্য উঠানের ব্যবস্থা করলেন। তিনি
দক্ষিণ দিকে একশো হাত লম্বা পর্দার একটি দেওয়াল তৈরি করলেন। এই পর্দাগুলো ছিল
পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে তৈরী। ১০ সেই পর্দাগুলো খাটাবার জন্য বিশটা খুঁটি এবং খুঁটি
বসাবার জন্য পিতলের বিশটা পা-দানি তৈরি করা হল। এছাড়া, খুঁটির সংগে লাগাবার
জন্য রূপার হুক আর তা বাঁধার জন্য পাত তৈরি করা হল। ১১ উত্তর দিকের উঠানের জন্য
ছিল একশো হাত লম্বা পর্দার একটি দেওয়াল। তা খাটাবার জন্য বিশটা খুঁটি এবং খুঁটি
বসাবার জন্য পিতলের বিশটা পা-দানি তৈরি করা হল। এছাড়া, খুঁটির সংগে লাগাবার
জন্য রূপার হুক আর তা বাঁধার জন্য পাত তৈরি করা হল। ১২ পশ্চিম দিকের উঠানের
জন্য ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা পর্দার একটি দেওয়াল। এর জন্য দশটি খুঁটি, দশটা পা-দানি
এবং খুঁটির সংগের রূপার হুক আর তা বাঁধবার জন্য পাত তৈরি করা হল। ১৩ পূর্ব দিকের

উঠানটাও ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা। ১৪ উঠানের দরজার এক পাশের জন্য পনের হাত পর্দা,
তার তিনটা খুঁটি আর তিনটা পা-দানি তৈরি করা হল। ১৫ অন্য পাশের জন্যও সেই একই
রকম করা হল। উঠানের দরজার অন্য পাশের জন্য পনের হাত পর্দা ও তার তিনটা খুঁটি
ও তিনটা পা-দানি তৈরি করা হল। ১৬ উঠানের চারদিকের সব পর্দাই ছিল পাকানো সাদা
মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি। ১৭ খুঁটি বসাবার পা-দানিগুলো পিতল দিয়ে তৈরি করা হল।
খুঁটির সংগে লাগাবার হুক আর তা বাঁধবার জন্য রূপা দিয়ে পাত তৈরি করা হল। খুঁটির
মাথাও রূপা দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হল। সুতরাং উঠানের সব খুঁটিতে বাঁধবার জন্য রূপার
পাত লাগানো হল।

১৮ উঠানের দরজার জন্যও একটা পর্দা তৈরি করা হল। সেই পর্দাটি ছিল নীল,
বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা ও পাকানো মসীনা সুতার হাতের কাজ করা। এই পর্দাটি
বিশ হাত লম্বা এবং উঠানের অন্যান্য পর্দার মত পাঁচ হাত উঁচু করে তৈরি করা হল।
১৯ পর্দা খাটাবার জন্য চারটা খুঁটি ও চারটা পিতলের পা-দানি তৈরি করা হল। খুঁটির হুক
ও তা বাঁধবার জন্য রূপা দিয়ে পাত তৈরি করা হল। খুঁটির মাথাও রূপা দিয়ে মুড়িয়ে
দেওয়া হল। ২০ আবাস-তাঁবুর ও উঠানের চারদিকের উঠানের পর্দার গোঁজগুলো পিতল
দিয়ে তৈরি করা হল।

আবাস-তাঁবু তৈরির জিনিসপত্রের হিসাব

২১ আবাস-তাঁবুর, সাক্ষ্যের আবাস-তাঁবুর, জিনিসপত্রের বিবরণ এই– মূসার আদেশ
অনুসারে সেই সব গণনা করা হল। ইমাম হারুনের ছেলে ঈথামরের পরিচালনায়
লেবীয়েরা তার হিসাব রেখেছিল। ২২ মাবুদ মূসাকে যে আদেশ করেছিলেন, সেই অনুসারে
বৎসলেল সব কিছু তৈরি করেছিলেন। বৎসলেল ছিলেন এহুদা-বংশের হূরের নাতি ও
ঊরির ছেলে। ২৩ দান-বংশের অহীষামকের ছেলে অহলীয়াব ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী।
তিনি হাতের কাজ ও ডিজাইন তৈরীতে দক্ষ ছিলেন। এছাড়া তিনি নীল, বেগুনে ও লাল
রংয়ের সুতা এবং মসীনা সুতা দিয়ে নক্‌শা তুলবার কাজেও খুব দক্ষ ছিলেন।

২৪ পবিত্র আবাস-তাঁবু তৈরির সব কাজে দোলন-উৎসর্গের এসব সোনা ব্যবহার করা
হয়েছিল। পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এই সোনার ওজন ছিল আটশো সাতাত্তর কেজি
তিনশো গ্রাম।

২৫ লোকগণনার সময় যে সব ইসরাইলদের গণনা করা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে
পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে যে রূপা পাওয়া গিয়েছিল তার ওজন ছিল তিন হাজার
সতেরো কেজি সাড়ে সাতশো গ্রাম। ২৬ গণনা-করা প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ যারা
বিশ বছর বয়স বা তারচেয়ে বেশি বয়সের ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচশো
লোকের প্রত্যেককে এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে পাঁচ গ্রাম করে রূপা
দিতে হয়েছিল। ২৭ সেই তিন হাজার কেজি রূপা দিয়ে আবাস-তাঁবু ও এর পর্দার জন্য পা
-দানি তৈরি করা হয়েছিল। এক একটা পা-দানির জন্য ত্রিশ কেজি করে রূপা দিয়ে মোট
একশোটা পা-দানি তৈরি করা হয়েছিল। ২৮ এছাড়া, বাকী এক হাজার সাতশো পঁচাত্তর
শেখল রূপা খুঁটির হুক, খুঁটির মাথা মুড়িয়ে দেওয়া এবং খুঁটি বাঁধবার জন্য পাত তৈরি

করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।
২৯ দোলন-উৎসর্গ থেকে দুই হাজার একশো চব্বিশ কেজি পিতল পাওয়া গিয়েছিল।
৩০ তা দিয়ে তিনি জমায়েত-তাঁবুর দরজার পা-দানি, পিতলের কোরবানগাহ্, পিতলের
ঝাঁঝরি ও কোরবানগাহ্র সব পাত্র, ৩১ এবং চারদিকের উঠানের পা-দানি ও উঠানের
দরজার পা-দানি ও আবাস-তাঁবুর সব গোঁজ ও উঠানের চারদিকের গোঁজ তৈরি
করেছিলেন।

ইমামদের জন্য পোশাক

৩৯ ১ ইমামরা যখন পবিত্র স্থানে সেবা-কাজ করবে তখন তারা যে পবিত্র
পোশাক পরবে, সেটা নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে তারা তৈরি করলো।
তারা মূসাকে দেওয়া মাবুদের আদেশ অনুসারে হারুনের জন্য পবিত্র পোশাক তৈরি
করলো। ২ তারা সোনা দিয়ে এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে
এফোদ তৈরি করলো। ৩ তারা সোনা পিটিয়ে পাতলা পাত করে সুতার মত করে কেটে
নিল। তারপর তারা সেই সোনার সুতা এবং নীল, বেগুনী, লাল সুতা ও মসীনা সুতার
সাথে এক সংগে বুনে নিল। এটা একটা দক্ষ কারিগরের কাজ। ৪ তারা এফোদের কাঁধের
অংশটা বেঁধে রাখবার জন্য ফিতা তৈরি করলো এবং এফোদের দুই কোণায় বেঁধে দিল।
৫ কোমরের পটিটাও এফোদের মত করেই বুনে নিয়ে এফোদের সংগে জোড়া লাগিয়ে
দিল। এটি সোনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা এবং পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে
তৈরি করা হল। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই সব কিছু করা
হল।
৬ এর পর তারা সোনার জালির উপর দু'টি বৈদূর্যমণি বসালো। সীলমোহর খোদাই
করার মত করেই তারা সেই পাথরের উপর ইসরাইলের ছেলেদের নাম খোদাই করলো।
৭ তারপর তারা সেই মনি দু'টি এফোদের কাঁধের ফিতার সংগে বেঁধে দিল। মাবুদ
যেন ইসরাইলদের কথা মনে রাখেন সেজন্যই তা বসানো হল। মাবুদ মূসাকে যেমন
আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই সব কিছু করা হল।

বুক-ঢাকন

৮ এর পর তারা একটি বুক-ঢাকন তৈরি করলো। এটা একটা দক্ষ কারিগরের কাজ।
এফোদের মতই সেটা সোনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা এবং পাকানো
মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি করা হল। ৯ এটা ছিল চারকোণা– লম্বায় আধা হাত ও চওড়ায়
আধা হাত– এটা দুই ভাজ করা যায়। ১০ তারা এটির উপর চার সারি দামী পাথর
বসালো। প্রথম সারিতে বসালো সার্দীয়মণি, পীতমণি ও পান্না; ১১ দ্বিতীয় সারিতে বসালো
চুণি, নীলকান্তমণি ও হীরা; ১২ তৃতীয় সারিতে বসালো গোমেদ, অকীকমণি ও পদ্মরাগ,
১৩ এবং চতুর্থ সারিতে বসালো পোখরাজ, বৈদূর্যমণি ও সূর্যকান্তমণি। পাথরগুলো সোনার
জালির উপর বসানো হল। ১৪ ইসরাইলের বারো জন ছেলের নাম অনুসারে বারোটি পাথর
বসানো হল। এই পাথরগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে বারো বংশের একটি করে নাম
সীলমোহর খোদাই করার মত করে খোদাই করা হল।

১৫ পরে তারা বুক-ঢাকনটিতে খাঁটি সোনা দড়ির মত পাকিয়ে দু'টি শিকল তৈরি
করলো। ১৬ তারা দু'টি সোনার জালি ও দু'টি সোনার কড়া তৈরি করলো এবং কড়া দু'টি
বুক-ঢাকনের উপরের দুই কোণায় লাগিয়ে দিল। ১৭ তারা সোনার শিকল দু'টি বুক-
ঢাকনের সেই কড়া দুটার সংগে আট্‌কে দিল, ১৮ এবং এফোদের সামনের দিকে কাঁধের
ফিতার উপর সোনার জালির সংগে শিকলের অন্য দিকটা আট্‌কে দিল। ১৯ তারা আরও
দু'টি সোনার কড়া তৈরি করে এফোদের কাছে বুক-ঢাকনের অন্য দুই কোণার তলায়
আট্‌কে দিল। ২০ তারপর তারা আরও দু'টি সোনার কড়া তৈরি করে এফোদের কাঁধের
ফিতার নিচে লাগিয়ে দিল। এই কড়া দু'টি ছিল এফোদের কোমরের পটির ঠিক উপরে যে
সেলাই আছে সেখানে। ২১ এর পর তারা বুক-ঢাকনের তলার কড়ার সংগে কোমরের
পটির কড়াটা নীল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। তাতে বুক-ঢাকনটা এফোদের উপর ঠিক
জায়গায় রইলো। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই সব কিছু করা
হল।

ইমামদের জন্য অন্যান্য পোশাক

২২ তারা এফোদের পোশাকটি পুরো নীল কাপড় দিয়ে তৈরি করলো— এটা ছিল
একটি তাঁতের কাজ— ২৩ মাথা ঢুকাবার জন্য কোর্তার মাঝখানটা খোলা রইলো। এটি
যাতে ছিঁড়ে না যায় সেজন্য তার চারদিকে পটির মত করে বুনে নেওয়া হল। ২৪ তারা
নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের পাকানো সুতা দিয়ে ডালিম ফল তৈরি করলো। সেই
ফলগুলো এই কোর্তাটার নীচের মুড়ির চারপাশে ঝুলিয়ে দিল। ২৫ এর পরে তাঁরা খাঁটি
সোনা দিয়ে ঘণ্টা তৈরি করে সেই ডালিমগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে দিল। ২৬ সেবা-
কাজ করার সময় পরবার এই কোর্তাটার নীচের সমস্ত মুড়ি ধরে একটা করে ডালিম আর
একটা করে ঘণ্টা লাগানো হল। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই
সব কিছু করা হল।

২৭ পরে তাঁরা হারুনের ও তাঁর ছেলেদের জন্য মসীনা সুতা দিয়ে কোর্তা তৈরি
করলো— এটা ছিল একটা তাঁতের কাজ। ২৮ তাদের পাগড়ী ও মাথার টুপি মসীনা সুতা
দিয়ে তৈরি করলো আর পাকানো মসীনা সুতা দিয়ে জাংগিয়া তৈরি করলো। ২৯ তারা
কোমর-বাঁধনিটা পাকানো মসীনা সুতা এবং নীল, বেগুনে ও লাল রংয়ের সুতা দিয়ে তৈরি
করলো। এটা একটা তাঁতের কাজ। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই
অনুসারেই সব কিছু করা হল।

৩০ এর পর তারা খাঁটি সোনা দিয়ে পবিত্র মুকুটের জন্য একটা পাত তৈরি করলো।
সীলমোহর খোদাই করার মত করে সেই পাতের উপর এই কথা খোদাই করা হল,
"মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র।" ৩১ পরে তারা সেটা নীল দড়ি দিয়ে পাগড়ীর সংগে বেঁধে
দিল, মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারেই সব কিছু করা হল।

৩২ এভাবেই জমায়েত-তাঁবুর, অর্থাৎ আবাস-তাঁবুর সব কিছু তৈরির কাজ শেষ হল।
মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই বনি-ইসরাইলরা সব কিছু
করলো। ৩৩ পরে তারা সেই আবাস-তাঁবুর জন্য তৈরি করা সব কিছু মূসার কাছে নিয়ে

এলো। সেগুলো হল আবাস-তাঁবু ও তার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, আংটা, ফ্রেম, হুড়কা, খুঁটি
ও পা-দানি; ৩৪ লাল রং করা ভেড়ার চামড়া ও শুশুকের চামড়ার দু'টি ছাউনি এবং
মহাপবিত্র স্থান আড়াল করার পর্দা; ৩৫ ডাণ্ডা সুদ্ধ সাক্ষ্য-সিন্দুক এবং তার ঢাকনা;
৩৬ টেবিল ও তার জিনিসপত্র এবং মাবুদের উপস্থিতির রুটি; ৩৭ খাঁটি সোনার বাতিদান ও
এর বাতির সারিগুলো এবং এর জিনিসপত্র ও আলো জ্বালাবার তেল; ৩৮ সোনার ধূপগাহ্,
অভিষেকের তেল, সুগন্ধি ধূপ ও আবাস-তাঁবুর দরজার পর্দা; ৩৯ পিতলের ঝাঁঝরি ও
পিতলের কোরবানগাহ্, তার ডাণ্ডাগুলো এবং তার সব পাত্র; পানি রাখার বড় পাত্র ও তা
বসাবার আসন; ৪০ উঠানের খুঁটি, পা-দানি ও তার পর্দা এবং উঠানে ঢুকবার দরজার পর্দা;
উঠানের পর্দার গোঁজ ও দড়ি; আবাস-তাঁবুর, অর্থাৎ জমায়েত-তাঁবুর সব সাজ-সরঞ্জাম;
৪১ পবিত্র স্থানের সেবা-কাজের জন্য পোশাক, অর্থাৎ ইমাম হারুনের জন্য বুনানো পবিত্র
পোশাক এবং তাঁর ছেলেদের ইমাম হিসাবে সেবা-কাজের পোশাক।

৪২ মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই ইসরাইলরা সমস্ত কাজ
করলো। ৪৩ মূসা তাদের সব কাজ ভাল করে দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, মাবুদ
যে রকম আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই তারা সব কাজ করেছে। তাই মূসা
ইসরাইলদের দোয়া করলেন।

আবাস-তাঁবু খাটানো ও প্রতিষ্ঠা করা

৪০ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে
আবাস-তাঁবু, অর্থাৎ জমায়েত-তাঁবুটি খাটাবে। ৩ তার মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুক
রেখে তার পর্দা দিয়ে সেটা আড়াল করে দেবে। ৪ এর পর টেবিলটা ভিতরে এনে তার
উপর যে সব জিনিস থাকবার কথা সেগুলো সাজিয়ে রাখবে। পরে বাতিদানটা তাঁবুতে
নিয়ে এসে বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেবে। ৫ সাক্ষ্য-সিন্দুকের সামনে সোনার ধূপগাহ্‌টা রাখবে
এবং আবাস-তাঁবুর দরজায় পর্দা টাঙ্গিয়ে দেবে। ৬ আবাস-তাঁবুর, অর্থাৎ জময়েত-তাঁবুর
দরজার সামনে পোড়ানো-কোরবানগাহ্‌টা রাখবে। ৭ কোরবানগাহ্ এবং জমায়েত-তাঁবুর
মাঝামাঝি জায়গায় বড় পাত্রটি রেখে তাতে পানি রাখবে। ৮ এর পর উঠানের চারদিকে
পর্দা টাঙ্গিয়ে দেবে এবং তার দরজায়ও পর্দা দেবে।

৯ "পরে অভিষেক-তেল নেবে এবং আবাস-তাঁবু ও তার মধ্যেকার সব কিছুর উপরে
সেই তেল ছিটিয়ে দিয়ে তা পবিত্র করবে। তাতে সেই সব জিনিস পবিত্র হবে। ১০ সমস্ত
পাত্রসুদ্ধ পোড়ানো-কোরবানগাহ্‌টার উপরও অভিষেক-তেল দিয়ে তা পবিত্র করবে। এতে
কোরবানগাহ্‌টি মহাপবিত্র হয়ে উঠবে। ১১ আসনসুদ্ধ পানি রাখার পাত্রটা উপর অভিষেক-
তেল দিয়ে তা পবিত্র করবে।

১২ "পরে তুমি হারুন ও তাঁর ছেলেদের জমায়েত-তাঁবুর দরজার সামনে এনে পানি
দিয়ে তাদের গোসল করাবে। ১৩ এর পর হারুনকে পবিত্র পোশাকগুলো পরিয়ে অভিষেক
করে পবিত্র করবে। তাতে সে ইমাম হয়ে আমার সেবা করতে পারবে। ১৪ হারুনের
ছেলেদেরও কাছে এনে তাদের ইমামের পোশাক পরিয়ে দেবে। ১৫ তারপর তাদের
অভিষেক করবে, যেমন তাদের বাবাকে অভিষেক করেছে। এতে তারা ইমাম হিসাবে

আমার সেবা করতে পারবে। এই অভিষেকের মধ্য দিয়ে যে ইমাম-পদের সৃষ্টি হবে তা
বংশের পর বংশ ধরে চলতে থাকবে।" [১৬] মাবুদ যেমন আদেশ করেছিলেন মূসা সেই
অনুসারেই সব কিছু করলেন।

[১৭] সুতরাং দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস-তাঁবুটি খাটানো হল।
[১৮] মূসা যখন আবাস-তাঁবু খাটালেন, তখন তিনি পা-দানিগুলো বসিয়ে ফ্রেমগুলো দাঁড়
করলেন। তিনি হুড়কাগুলো লাগালেন এবং খুঁটিগুলো বসিয়ে দিলেন। [১৯] এর পর আবাস-
তাঁবুর উপরে ছাউনি বিছিয়ে দেওয়া হল এবং সেই ছাউনির উপরে আরও দু'টি ছাউনি
দেওয়া হল। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন।

[২০] এর পর মূসা সাক্ষ্য-ফলক দু'টি নিয়ে সিন্দুকের ভিতরে রাখলেন এবং সিন্দুকটার
গায়ে ডাণ্ডা লাগালেন। তারপর পাপ-ঢাকনাটি তিনি সিন্দুকটির উপরে রাখলেন। [২১] এর
পর তিনি সিন্দুকটা আবাস-তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং সাক্ষ্য-সিন্দুক আড়াল করার
যে পর্দা সেটি টাঙ্গিয়ে দিলেন। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন।

[২২] এর পর তিনি আবাস-তাঁবুর উত্তর পাশে পর্দার বাইরে জমায়েত-তাঁবুতে টেবিলটি
বসালেন, [২৩] এবং তার উপরে মাবুদের সামনে রুটি সাজিয়ে রাখলেন। মাবুদের আদেশ
অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন।

[২৪] তারপর তিনি তাঁবুর দক্ষিণ দিকে টেবিলের উল্টা দিকে বাতিদানটা রাখলেন,
[২৫] এবং মাবুদের সামনে বাতি জ্বালালেন। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু
করলেন।

[২৬] জমায়েত-তাঁবুর মধ্যেই পর্দার সামনে তিনি সোনার ধূপগাহ্‌টা বসালেন, [২৭] এবং
তার উপর সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন।

[২৮] এর পর তিনি আবাস-তাঁবুর দরজায় পর্দা টাঙ্গালেন।

[২৯] মূসা জমায়েত-তাঁবু, অর্থাৎ আবাস-তাঁবুর দরজার কাছে পোড়ানো-কোরবানীর
কোরবানগাহ্‌টি বসালেন এবং তার উপরে পোড়ানো-কোরবানী দিলেন ও শস্য-উৎসর্গ
করলেন। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন।

[৩০] মূসা সেই কোরবানগাহ্‌ এবং জমায়েত-তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় পানির বড়
পাত্রটা বসালেন এবং হাত-পা ধোয়ার জন্য তাতে পানি রাখলেন। [৩১] মূসা, হারুন ও তাঁর
ছেলেরা এই পাত্রের পানি দিয়েই তাদের হাত ও পা ধুতেন। [৩২] তাঁরা যখন জমায়েত-
তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, কিংবা কোরবানগাহ্‌র কাছে যেতেন, সেই সময় তাঁরা তাদের
হাত-পা ধুতেন। মাবুদের আদেশ অনুসারেই মূসা সব কিছু করলেন। [৩৩] এর পর মূসা
আবাস-তাঁবু ও কোরবানগাহ্‌র জন্য উঠানের ব্যবস্থা করলেন এবং তার চারপাশে পর্দা
খাটিয়ে দিলেন। উঠানে ঢুকবার দরজায়ও তিনি পর্দা টাঙ্গিয়ে দিলেন। এভাবে মূসা তাঁর
কাজ শেষ করলেন।

জমায়েত-তাঁবুতে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ

[৩৪] এর পরই মেঘ এসে জমায়েত-তাঁবুটি ঢেকে ফেলল, এবং মাবুদের মহিমায়
জমায়েত-তাঁবুটি পূর্ণ হয়ে গেল। [৩৫] এতে মূসা জমায়েত-তাঁবুতে ঢুকতে পারল না, কারণ

BACIB
International Bible
CHURCH

তা মেঘে ঢাকা ছিল এবং মাবুদের মহিমায় পূর্ণ ছিল।
৩৬ বনি-ইসরাইলদের সমস্ত যাত্রার সময়, যখন আবাস-তাঁবুর উপর থেকে মেঘ সরে
যেত তখনই তারা যাত্রা শুরু করতো; ৩৭ কিন্তু যদি মেঘ আবাস-তাঁবুর উপরে উঠে না
যেত, তারা যাত্রা শুরু করতো না– যতক্ষণ না মেঘ উপরে উঠে না যেত ততক্ষণ তারা
সেখানেই থাকতো। ৩৮ সমস্ত ইসরাইলদের চোখের সামনেই তাদের সমস্ত যাত্রা পথে
মাবুদের এই মেঘ দিনের বেলা আবাস-তাঁবুর উপরে থাকতো, আর রাতের বেলা মেঘের
মধ্যে আগুন থাকতো।

BACIB
International Bible
CHURCH

লেবীয় কিতাব

পোড়ানো-কোরবানী

১ [১] মাবুদ জমায়েত-তাঁবু থেকে মূসাকে ডেকে বললেন, [২] “তুমি বনি-
ইসরাইলদেরকে এই কথা বল, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাবুদের উদ্দেশে
উপহার দিতে চায়, তবে সে তার পশুপাল থেকে, অর্থাৎ গরু বা ভেড়ার পাল থেকে তার
নিজের উপহার নিয়ে কোরবানী করুক।
[৩] “সে যদি গরুর পাল থেকে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোন উপহার দেয়, তবে
সে একটি নিখুঁত পুরুষ পশু আনবে। মাবুদ যাতে তাকে গ্রহণ করেন সেজন্য সে জমায়েত
-তাঁবুর দরজার কাছে সেটি নিয়ে আসবে। [৪] পরে সে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আনা
পশুটির মাথায় হাত রাখবে। সেটি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার পক্ষে গ্রহণ করা
হবে। [৫] পরে সে মাবুদের সামনে সেই ষাঁড়টি জবাই করবে। হারুনের ইমাম ছেলেরা
সেই পশুর রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে থাকা কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই রক্ত
চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। [৬] কোরবানীদাতা সেই পোড়ানো-কোরবানীর পশুটির চামড়া খুলে
তা টুকরা টুকরা করে কাটবে। [৭] পরে ইমাম হারুনের ছেলেরা কোরবানগাহ্‌র উপরে
আগুন রাখবে ও আগুনের উপরে কাঠ সাজাবে। [৮] হারুনের ইমাম ছেলেরা সেই
কোরবানগাহ্‌র উপরে থাকা আগুনের ও কাঠের উপরে পশুর সব টুকরাগুলো, মাথা ও চর্বি
রাখবে। [৯] কিন্তু তার পেটের ভিতরকার অংশগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে নেবে। পরে
ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে সেগুলো পুড়িয়ে দেবে। এটি পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে করা কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন।
[১০] “যদি পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে ভেড়া বা ছাগলের পাল থেকে কোরবানী দেয়,
তবে সে একটি নিখুঁত পুরুষ পশু আনবে। [১১] সেটি কোরবানগাহ্‌র পাশে উত্তর দিকে
মাবুদের সামনে জবাই করবে। হারুনের ইমাম ছেলেরা কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে
কোরবানীর পশুর রক্ত ছিটিয়ে দেবে। [১২] পরে কোরবানীদাতা সেটি টুকরা টুকরা করে
কাটবে আর ইমাম মাথা ও চর্বিসুদ্ধ তা কোরবানগাহ্‌র উপরে থাকা আগুন ও কাঠের
উপরে সাজাবে। [১৩] কিন্তু পশুটির পেটের ভিতরকার অংশগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে
নেবে। পরে ইমাম পশুর সমস্ত অংশগুলো কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিবে। এটি
পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে আগুনে করা কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি
হন।
[১৪] “যদি কোরবানীদাতা মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোন পাখি
কোরবানী দেয়, তবে সে ঘুঘু বা কবুতরের বাচ্চা এনে তা কোরবানী দেবে। [১৫] পরে
ইমাম তা কোরবানগাহ্‌র কাছে এনে তার মাথা মুচড়ে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে
ফেলবে এবং তার রক্ত কোরবানগাহ্‌র পাশে ঢেলে দেবে। [১৬] পরে কোরবানীদাতা

পাখিটার মলের থলি ও পালকগুলো নিয়ে কোরবানগাহ্‌র পূর্ব পাশে ছাইয়ের গাদায় ছুড়ে
ফেলে দেবে। ১৭ পরে পাখিটার ডানা ভাঙবে, কিন্তু সেটি ছিঁড়ে ফেলবে না। এর পর
ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে, আগুনের উপরে থাকা কাঠের উপরে, তাকে পুড়িয়ে দেবে।
এটি পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে আগুনে করা কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ
খুশি হন।

শস্য-উৎসর্গ

২ ১ "কেউ যখন মাবুদের উদ্দেশে উপহার হিসাবে শস্য-উৎসর্গ দিতে চায়, তখন সে
মিহি ময়দা উপহার হিসাবে দেবে। সে সেই উপহারের উপরে তেল ঢেলে দেবে
ও লোবান দেবে। ২ সে হারুনের ইমাম ছেলেদের কাছে তা আনবে, এবং সে তা থেকে
এক মুঠো মিহি ময়দা, তেল এবং সবটুকু লোবান নেবে। পরে ইমাম সেই কোরবানীটিকে
মনে রাখবার চিহ্ন হিসেবে তা কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দেবে। এটি হল আগুনে-
দেওয়া উৎসর্গের মধ্যে একটি, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ৩ এই শস্য-উৎসর্গের বাকি
অংশ হারুন ও তার ছেলেরা পাবে। এটি মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহারের
মধ্যে একটি মহাপবিত্র জিনিস।

৪ "যদি তুমি চুলায় সেঁকা কোন জিনিস শস্য-উৎসর্গ হিসাবে দাও, তবে তেল
মিশানো খামিহীন মিহি ময়দার পিঠা বা তেলের ময়ান দেওয়া চাপাটি দিতে হবে। ৫ যদি
তুমি তাওয়ায় ভাজা কোন জিনিস শস্য-উৎসর্গ হিসাবে দাও, তবে তেল মিশানো খামিহীন
মিহি ময়দা দিতে হবে। ৬ তুমি তা টুকরা টুকরা করে তার উপরে তেল ঢেলে দেবে; এটি
একটি শস্য-উৎসর্গ।

৭ যদি তুমি কড়াইতে রান্না করা কোন জিনিস শস্য-উৎসর্গ হিসাবে দাও তবে তেলে
রান্না করা মিহি ময়দা দিতে হবে। ৮ এসব জিনিস দিয়ে যে শস্য-উৎসর্গ তুমি মাবুদের
উদ্দেশে দেবে, তা এনে ইমামকে দেবে আর সে তা কোরবানগাহ্‌র কাছে আনবে।
৯ ইমাম সেই শস্য-উৎসর্গের মধ্য থেকে মনে রাখার অংশটুকু নিয়ে কোরবানগাহের উপর
পুড়িয়ে ফেলবে। এটি আগুনে-দেওয়া উৎসর্গের মধ্যে একটি, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।
১০ সেই শস্য-উৎসর্গের বাকি অংশ হারুন ও তার ছেলেরা পাবে। মাবুদের উদ্দেশে
আগুনে-দেওয়া উপহারের মধ্যে এটি হবে মহাপবিত্র জিনিস।

১১ "তোমরা মাবুদের উদ্দেশে যে শস্য-উৎসর্গ আনবে তা খামি দিয়ে তৈরি করা যাবে
না। তোমরা মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উৎসর্গের মধ্যে খামি বা মধু দেবে না।
১২ তোমরা প্রথমে কাটা ফসল উৎসর্গ হিসাবে মাবুদের উদ্দেশে তা দিতে পার, কিন্তু যে
উৎসর্গের সুগন্ধে তিনি খুশী হন এমন উৎসর্গ হিসাবে তা উৎসর্গ করা যাবে না।
১৩ তোমরা তোমাদের শস্য-উৎসর্গের প্রত্যেকটি জিনিসে লবণ দেবে। তোমরা তোমাদের
শস্য-উৎসর্গের মধ্যে তোমাদের আল্লাহ্‌র নিয়মের লবণ দেওয়া বাদ দেবে না। তোমাদের
প্রত্যেকটি উৎসর্গের জিনিসের মধ্যে লবণ দেবে।

১৪ "যদি তুমি মাবুদের উদ্দেশে প্রথমে কাটা শস্য থেকে কিছু শস্য উৎসর্গ হিসাবে
দাও, তবে সেই শস্য থেকে কিছু শস্য মোটা করে ভেঙ্গে নিয়ে আগুনে ঝলসে আনতে

হবে। ১৫ এর উপরে তেল ও লোবান দেবে। এটি হল একটি শস্য-উৎসর্গ। ১৬ পরে ইমাম
মোটা করে ভেঙ্গে আনা শস্য থেকে মনে রাখার অংশটুকু নিয়ে তার সংগে তেল ও
লোবান দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। এটি হল মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উৎসর্গ।

মঙ্গল-কোরবানী

৩ ১ “যদি কেউ মাবুদের উদ্দেশে উপহার হিসাবে মঙ্গল-কোরবানী দিতে চায়,
আর সেই উপহার যদি তার পশু পাল থেকে আনা হয়, তবে সেটি যেন কোন
ষাড় বা গাভী হয়। সেই পশুটিকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। ২ সে কোরবানীর জন্য আনা
পশুটির মাথায় হাত রাখবে এবং জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে সেটিকে জবাই করবে।
পরে হারুনের ইমাম ছেলেরা তার রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দেবে।
৩ পরে সে মাবুদের উদ্দেশে আনা সেই মঙ্গল-কোরবানী থেকে কিছু অংশ আগুনে
পোড়ানোর জন্য দেবে। সেই অংশগুলো হল পাকস্থলীর উপরে থাকা চর্বি ও পেটের
ভিতরকার অংশগুলোর উপরের সব চর্বি, ৪ এবং দু’টি কিড্‌নি, ও তার উপরে থাকা চর্বি ও
কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো। এগুলো কিড্‌নির সংগে ছাড়িয়ে নেবে। ৫ পরে
হারুনের ছেলেরা কোরবানগাহ্‌র উপরে যে জ্বলন্ত আগুন ও কাঠ রয়েছে, সেই আগুনের
শিখায় এগুলো ঝলসে নেবে। এটি মাবুদের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া কোরবানীর মধ্যে
একটি, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন।

৬ “যদি সে মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল-কোরবানী দেবার জন্য তার পাল থেকে কোন
পশু নিয়ে আসে, তবে সে এমন একটি পুরুষ পশু বা স্ত্রী পশু কোরবানী করবে যার
শরীরে কোন খুঁত নেই। ৭ কেউ যদি কোরবানী হিসেবে ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে আসে, তবে
সে সেটি মাবুদের সামনে উপস্থিত করবে। ৮ সে তার কোরবানীর পশুটির মাথায় হাত
রাখবে এবং জমায়েত-তাঁবুর সামনে সেটি জবাই করবে। হারুনের ছেলেরা সেই জবাই
করা পশুটির রক্ত কোরবানগাহ্‌র চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। ৯ পরে সে মাবুদের উদ্দেশে
আনা সেই মঙ্গল-কোরবানী থেকে কিছু অংশ আগুনে পোড়ানোর জন্য দেবে। সেই
অংশগুলোর মধ্যে থাকবে পশুটির চর্বি ও মেরুদণ্ডের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া গোটা
লেজটি, আর পাকস্থলীর উপরে থাকা চর্বি ও পেটের ভিতরকার অংশগুলোর উপরে থাকা
চর্বিগুলো, ১০ এবং দু’টি কিড্‌নি ও তার উপরে থাকা চর্বি এবং কলিজার উপরে থাকা
অংশগুলো। এ সবকিছু কিড্‌নির সংগে ছাড়িয়ে নেবে। ১১ পরে ইমাম কোরবানগাহ্‌র
উপরে খাবার উপহার হিসাবে তা পুড়িয়ে দেবে। এটি মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
কোরবানীর মধ্যে একটি।

১২ “যদি সে উপহার হিসাবে একটি ছাগল কোরবানী দিতে চায়, তবে সে সেটি
মাবুদের সামনে উপস্থিত করবে। ১৩ সে সেটির মাথায় হাত রাখবে এবং জমায়েত-তাঁবুর
সামনে সেটি জবাই করবে। হারুনের ছেলেরা সেই জবাই করা পশুর রক্ত নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। ১৪ পরে কোরবানী করা পশুটি থেকে কিছু অংশ
মাবুদের উদ্দেশে আগুনে পোড়ানোর জন্য দেবে। এই অংশগুলো মধ্যে থাকবে পাকস্থলীর
উপরে থাকা চর্বি ও পেটের ভিতরকার অংশগুলোর উপরে থাকা সব চর্বি, ১৫ এবং দু’টি

BACIB
International Bible
CHURCH

কিড্‌নি, তার উপরে থাকা চর্বি ও কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো। এ সবকিছু কিড্‌নির
সংগে ছাড়িয়ে নেবে। ১৬ পরে ইমাম খাবার উপহার হিসাবে সেগুলো কোরবানগাহ্‌র
উপরে পুড়িয়ে দেবে। এটা আগুনে-দেওয়া কোরবানীর মধ্যে একটি, যার সুগন্ধে মাবুদ
খুশী হন। কোরবানী করা পশুর সব চর্বি মাবুদের। ১৭ তোমরা যেখানেই বাস কর না
কেন, তোমরা চর্বি ও রক্ত কিছুই খাবে না। চিরকালের নিয়ম হিসাবে তোমরা বংশের পর
বংশ ধরে এই নিয়ম পালন করবে।”

পাপ-কোরবানী

৪ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, কেউ যদি ভুল করে
পাপ করে, অর্থাৎ এমন কোন কাজ করে যা করতে মাবুদ নিষেধ করেছেন−
৩ “যদি অভিষেক-করা ইমাম যদি এমন পাপ করে যার ফলে সমস্ত লোক দোষী হয়,
তবে সে তার নিজের পাপের জন্য মাবুদের উদ্দেশে একটা নিখুঁত ষাঁড় পাপ-কোরবানী
হিসেবে নিয়ে আসবে। ৪ পরে সে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সামনে সেই
ষাঁড় উপস্থিত করবে। সে সেই ষাড়টির মাথায় হাত রাখবে এবং মাবুদের সামনে সেটি
জবাই করবে। ৫ মহা-ইমাম সেই বাছুরটির কিছু রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে যাবে।
৬ সে সেই রক্তে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে পবিত্র স্থানের পর্দার দিকে মাবুদের সামনে সাত বার
সেই রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৭ পরে সে সেই রক্তের কিছুটা নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে
মাবুদের সামনে যে সুগন্ধি ধূপগাহ্‌ আছে তার শিংগুলোতে লাগিয়ে দেবে। পরে সে বাকী
রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার সামনে যে কোরবানগাহ্‌ আছে তার গোড়ায় ঢেলে
দেবে। ৮ সে পাপ-কোরবানীর বাছুরটির সব চর্বি ছাড়িয়ে নেবে, অর্থাৎ পাকস্থলীর উপরে
থাকা চর্বি, পেটের ভিতরকার অংশগুলোর উপরে থাকা সব চর্বি, ৯ এবং দু’টি কিড্‌নি ও
তার উপরে থাকা চর্বি ও কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো কিড্‌নির সংগে ছাড়িয়ে নেবে।
১০ মঙ্গল-কোরবানীর ষাঁড় থেকে যেমন চর্বি ছাড়িয়ে নিতে হয়, তেমনি সমস্ত চর্বি ছাড়িয়ে
নেবে। এর পর ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই চর্বিগুলো পুড়িয়ে ফেলবে। ১১ পরে
সেই ষাড়টির চামড়া, মাংস, মাথা, পা, নাড়িভুঁড়ি ও গোবর, ১২ অর্থাৎ সবসুদ্ধ ষাড়টি নিয়ে
তাঁবুগুলোর বাইরে কোন পবিত্র স্থানে, যেখানে ছাই ফেলে দেওয়া হয় সেখানে এনে
কাঠের আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ছাই ফেলে দেবার জায়গায়ই তা পুড়িয়ে দিতে হবে।
১৩ “বনি-ইসরাইলের সমস্ত সমাজ যদি অজান্তেই পাপ করে এবং এমন কোন কাজ
করে, যে কাজ না করার জন্য মাবুদ আদেশ করেছেন, যদিও সমাজের লোকেরা সেই
বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছু জানে না, তবুও তারা দোষী হবে। ১৪ তবে তাদের করা সেই
পাপের বিষয়টি যখন জানা যাবে, তখন গোটা সমাজ পাপ-কোরবানী হিসেবে একটা
বাচ্চা-ষাঁড় উপস্থিত করবে। লোকেরা জমায়েত-তাঁবুর সামনে সেটি নিয়ে আসবে।
১৫ পরে সমাজের বুড়ো নেতারা মাবুদের সামনে সেই বাছুরটির মাথায় হাত রাখবে এবং
মাবুদের সামনে সেটি জবাই করা হবে। ১৬ পরে মহা-ইমাম সেই বাছুরটির কিছু রক্ত
জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাবে। ১৭ ইমাম সেই রক্তে নিজের আঙ্গুল ডুবিয়ে মাবুদের
সামনে পর্দার দিকে সাতবার তা ছিটিয়ে দেবে। ১৮ সে সেই রক্তের কিছুটা নিয়ে মাবুদের

BACIB
International Bible
CHURCH

সামনে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে যে সুগন্ধি ধূপগাহ্‌টি আছে তার শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে
দেবে। পরে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে যে পোড়ানো-কোরবানগাহ্‌ রয়েছে তার
গোড়ায় অন্য সব রক্ত ঢেলে দেবে। ১৯ জবাই করা ষাড়টি থেকে সব চর্বি নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দেবে। ২০ পাপ-কোরবানীর ষাড়টি নিয়ে যে রকম করবার
কথা, এটা নিয়েও তাকে তা-ই করতে হবে। এভাবে ইমাম তাদের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করবে, তাতে তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। ২১ পরে সেই ষাড়টিকে তাঁবুগুলোর বাইরে
নিয়ে গিয়ে প্রথম ষাড়টি যেমন পুড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনি এটিকেও পুড়িয়ে দেবে। এটি
হল গোটা সমাজের জন্য পাপ-কোরবানী।

২২ "যদি কোন শাসনকর্তা তার অজান্তেই পাপ করে, এবং তার মাবুদ আল্লাহ্‌র
আদেশে নিষেধ করা হয়েছে এমন কোন কাজ করে দোষী হয়, ২৩ তবে তার করা সেই
পাপের বিষয়টি যখন সে জানতে পারবে, তখন কোরবানী দেবার জন্য তাকে এমন একটা
পুরুষ ছাগল আনতে হবে, যার শরীরে কোন খুঁত নেই। ২৪ পরে সে সেই ছাগলের মাথায়
হাত রাখবে এবং পোড়ানো-কোরবানী জবাই করার জায়গায় মাবুদের সামনে সেটি জবাই
করবে। এটি একটি পাপ-কোরবানী। ২৫ পরে ইমাম তার আঙ্গুল দিয়ে সেই পাপ-
কোরবানীর কিছুটা রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে দেবে এবং বাকী
রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢেলে দেবে। ২৬ মঙ্গল-কোরবানীর চর্বির মত তার সব চর্বি
নিয়ে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে দেবে। এভাবে ইমাম তার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত
করবে, তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

২৭ "সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেউ ভুল করে মাবুদের আদেশে নিষেধ করা
হয়েছে এমন কোন কাজ করে, তবে সে দোষী হবে। ২৮ সে যখন তার পাপের বিষয়টি
জানবে, তখন তার করা সেই পাপের জন্য তাকে এমন একটি ছাগী আনতে হবে, যার
শরীরে কোন খুঁত নেই। ২৯ পরে সেই পাপ-কোরবানীর জন্য আনা পশুটির মাথায় সে
হাত রাখবে এবং পোড়ানো-কোরবানী জায়গায় পশুটি জবাই করবে। ৩০ পরে ইমাম
আঙ্গুল দিয়ে তার কিছু রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে দেবে, এবং
তার বাকী রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢেলে দেবে। ৩১ মঙ্গল-কোরবানীর পশুর চর্বির মত
সেটির সব চর্বি ছাড়িয়ে নেবে। পরে ইমাম মাবুদের উদ্দেশে উপরে তা পুড়িয়ে ফেলবে।
এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। এভাবে ইমাম তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, এবং তাতে তার
পাপ ক্ষমা করা হবে।

৩২ "যদি সে পাপ-কোরবানীর উপহার হিসেবে ভেড়ার বাচ্চা আনে, তবে একটি
নিখুঁত বাচ্চা-ভেড়ী আনবে। ৩৩ সেই পাপ-কোরবানীর জন্য আনা পশুটির মাথায় সে হাত
রাখবে। এর পর পোড়ানো-কোরবানী জবাই করার জায়গায় সেই পশুটি সে জবাই
করবে। ৩৪ পরে ইমাম আঙ্গুল দিয়ে সেই পাপ-কোরবানীর কিছু রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র
শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে দেবে ও বাকী সব রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢেলে দেবে।
৩৫ পরে মঙ্গল-কোরবানীর ভেড়ার বাচ্চার মতই ইমাম পশুটির সব চর্বি ছাড়িয়ে নেবে
এবং মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর নিয়ম অনুসারে তা কোরবানগাহের

উপর পুড়িয়ে দেবে। এভাবে ইমাম সেই লোকটি যে পাপ করেছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করবে। তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

৫ ১ "নিজের দেখা বা শোনা কোন বিষয়ে বিচারের সময়ে সাক্ষ্য দেবার সুযোগ
পেয়েও যদি কেউ চুপ করে থাকে, তবে সেই অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে।
২ "যদি কেউ কোন নাপাক জিনিস ছুঁয়ে ফেলে– সেটা নাপাক জন্তুর মৃতদেহ, বা
নাপাক পোষা প্রাণীর মৃতদেহ, বা নাপাক বুকে-হাঁটা প্রাণীর মৃতদেহ হোক– সেটা যে
নাপাক তা না জানলেও সে নাপাক হবে এবং দোষী হবে।
৩ "কিম্বা যা মানুষকে নাপাক করে, এমন কোন কিছু না জেনে ছুঁয়ে ফেলে, তবে সে
তা জানার পর দোষী হবে।
৪ "কেউ যদি অসাবধান হয়ে কোন কিছু করার শপথ করে ফেলে– সেই কাজ ভাল
হোক বা মন্দ হোক– যে কোন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা না করে কোন কিছু করবার শপথ
করে বসে, তবে সেটা না জেনে করলেও তা জানবার পরে সে দোষী হবে। ৫ সেরকম
কোন বিষয়ে কেউ দোষী হলে তাকে তার পাপ স্বীকার করতে হবে।
৬ "পরে সে তার পাপের শাস্তি হিসাবে পাল থেকে একটি বাচ্চা-ভেড়ী বা বাচ্চা-
ছাগী পাপ-কোরবানী হিসাবে মাবুদের কাছে নিয়ে আসবে। আর ইমাম তার পাপের জন্য
তার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করবে।
৭ "সে যদি বাচ্চা-ভেড়ী আনতে না পারে তবে তার পাপের শাস্তি হিসাবে দু'টি ঘুঘু
বা দু'টি কবুতরের বাচ্চা মাবুদের কাছে নিয়ে আসবে। এই দুটোর মধ্যে একটা তার পাপ
-কোরবানীর জন্য এবং অন্যটি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য।
৮ সে সেগুলোকে ইমামের কাছে আনবে ও ইমাম প্রথমে পাপ-কোরবানী করে তার
গলা মুচড়ে দেবে, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবে না। ৯ পরে পাপ-কোরবানীর কিছু রক্ত নিয়ে
কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে ছিটিয়ে দেবে এবং বাকী রক্ত কোরবানগাহ্‌র গোড়ায়
ঢেলে দেবে। এটি একটি পাপ-কোরবানী। ১০ পরে ইমাম নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয়টি
পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। এভাবে ইমাম তার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত
করবে, আর তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।
১১ "সে যদি দু'টি ঘুঘু বা দু'টি কবুতরের বাচ্চাও আনতে না পারে, তবে তার পাপ-
কোরবানী হিসেবে এক কেজি আটশো গ্রাম মিহি ময়দা নিয়ে আসবে। সে এর উপরে
কোন তেল দেবে না ও লোবান রাখবে না, কারণ এটি পাপ-কোরবানী। ১২ পরে সে তা
ইমামের কাছে আনলে পর, ইমাম মনে রাখার চিহ্ন হিসাবে তা থেকে এক মুঠো নিয়ে
মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর নিয়ম অনুসারে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে
ফেলবে। এটা একটি পাপ-কোরবানী। ১৩ এইভাবে সে যে সব পাপ করেছে তার সেই
সব পাপের জন্য ইমাম প্রায়শ্চিত্ত করবে, আর তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে। এই
কোরবানীর বাকী অংশ শস্য-উৎসর্গের মতই ইমামের হবে।"

দোষ-কোরবানী

১৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৫ "যদি কেউ তার অজান্তে মাবুদের পবিত্র জিনিসের বিষয়ে আদেশ অমান্য করে পাপ করে, তবে সে শাস্তি হিসাবে তার পাল থেকে একটি নিখুঁত পুরুষ ভেড়া মাবুদের কাছে নিয়ে আসবে। তা ছাড়া, এর বদলে পবিত্র স্থানের শেখেলের মাপ অনুসারে তুমি ভেড়াটির যে দাম ঠিক করে দেবে সেই পরিমাণ রুপাও তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। এটা একটা দোষ-কোরবানী। ১৬ সেই পবিত্র জিনিসের বিষয়ে সে যে পাপ করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া, ভেড়াটির দামের সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম ইমামের কাছে আনবে। পরে ইমাম সেই ভেড়াটি নিয়ে দোষ-কোরবানী হিসাবে কোরবানী করে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে, তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

১৭ "যদি কেউ মাবুদের আদেশে নিষেধ আছে এমন কোন কাজ করে পাপ করে, এমন কি, সে তা না জেনে করলেও দোষী হবে, এবং সেজন্য তাকে দায়ী হতে হবে।
১৮ সে তখন দোষ-কোরবানী হিসেবে তোমার ঠিক করে দেওয়া দাম অনুসারে পাল থেকে একটা নিখুঁত ভেড়া এনে ইমামের কাছে উপস্থিত করবে। সে না জেনে যে পাপ করেছে তার জন্য ইমাম প্রায়শ্চিত্ত করবে, তাতে তার পাপ ক্ষমা করা হবে। ১৯ এটি হচ্ছে দোষ-কোরবানী; কারণ সে মাবুদের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করে দোষী হয়েছে।"

৬ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "কেউ যদি পাপ করে মাবুদের কাছে অবিশ্বস্ত হয়, যদি কোন প্রতিবেশী কিছু জমা রাখে বা জামিন রাখে বা তার কোন জিনিস চুরি করে, তাকে ঠকায়, ৩ বা কারও হারানো জিনিস পেয়েও সেই বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, বা মিথ্যা শপথ করে, যদি সে এই ধরণের কোন পাপ করে যা লোকেরা করতে পারে– ৪ যদি সে এরকম পাপ করে এবং দোষী হয়, তবে সে যা চুরি করেছে, বা ঠকিয়ে নিয়েছে বা তার কাছে যা জমা রাখা হয়েছে কিংবা যে হারানো জিনিস সে পেয়েছে, ৫ বা যে জিনিসের বিষয়ে সে মিথ্যা শপথ করেছে– তা তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এর সংগে সেই জিনিসের দামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দামও বেশি দিতে হবে। যে দিন সে তার এই সব কাজের জন্য দোষ-কোরবানী দেবে সেই দিনই সেই জিনিসের মালিককে তা দেবে। ৬ সে জরিমানা হিসাবে তোমার ঠিক করে দেওয়া দাম অনুসারে তার পাল থেকে একটি নিখুঁত পুরুষ ভেড়া মাবুদের উদ্দেশ্যে ইমামের কাছে নিয়ে আসবে। ৭ পরে ইমাম মাবুদের সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। তাতে এই সব কাজের যেটা করেই সে দোষী হোক না কেন, তাকে ক্ষমা করা হবে।"

পোড়ানো-কোরবানীর নিয়ম

৮ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৯ "তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে এই আদেশ দাও যে, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এ হল ব্যবস্থা; পোড়ানো-কোরবানী সারা রাত ধরে সকাল পর্যন্ত কোরবানগাহ্‌র আগুনের উপরে থাকবে, এবং কোরবানগাহ্‌র আগুন জ্বালিয়েই রাখতে হবে। ১০ ইমাম তার মসীনার পোশাক পরবে ও মসীনার কাপড়ের জাঙ্গিয়া পরবে এবং কোরবানগাহ্‌র উপরে পোড়ানো-কোরবানীর যে ছাই আছে তা তুলে

BACIB
International Bible CHURCH

নিয়ে কোরবানগাহ্‌র পাশে রাখবে। ১১ পরে সে নিজের পোশাক ছেড়ে অন্য পোশাক পরে
তাঁবুগুলোর বাইরে কোন পবিত্র স্থানে সেই ছাই নিয়ে যাবে। ১২ কোরবানগাহ্‌র উপরে
থাকা আগুন জ্বলতে থাকবে, তা নিভিয়ে ফেলা যাবে না। ইমাম প্রতিদিন খুব ভোরে সেই
আগুনের উপরে কাঠ দেবে, এবং তার উপরে পোড়ানো-কোরবানী সাজিয়ে দেবে, ও
মঙ্গল-কোরবানীর চর্বি তাতে পুড়িয়ে ফেলবে। ১৩ কোরবানগাহ্‌র উপরে আগুন সব সময়
জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তা কখনও নিভিয়ে ফেলা যাবে না।

১৪ "এই হল শস্য-উৎসর্গের নিয়ম: হারুনের ছেলেরা শস্য-উৎসর্গ কোরবানগাহ্‌র
কাছে মাবুদের সামনে আনবে। ১৫ পরে ইমাম তা থেকে এক মুঠো মিহি ময়দা, একটু
তেল এবং উৎসর্গের উপরে থাকা সব লোবান নিয়ে মনে রাখার অংশ হিসেবে মাবুদের
উদ্দেশে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে দেবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ১৬ হারুন ও
তার ছেলেরা এই মাংসের বাকি অংশ খাবে। কিন্তু কোন খামি না মিশিয়েই কোন পবিত্র
স্থানে তা খেতে হবে। তারা জমায়েত-তাঁবুর উঠানেই তা খাবে। ১৭ কোন খামি মিশিয়ে
তা রান্না করা যাবে না। আমি আগুনে-দেওয়া উপহার থেকে তাদের পাওনা অংশ বলে তা
দিলাম। পাপ-কোরবানীর ও দোষ-কোরবানীর মত তা মহাপবিত্র জিনিস। ১৮ হারুনের
বংশের মধ্যে সব পুরুষ লোকই তা খেতে পারবে। মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
উপহার থেকে এই অংশটুকু বংশের পর বংশ ধরে চিরকাল তোমাদের পাওনা। যে কেউ
এই অংশটুকু ছোঁবে, তাকে পবিত্র হতে হবে।"

১৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২০ "অভিষেকের দিনে হারুন ও তার ছেলেরা
মাবুদের উদ্দেশে নিয়মিত শস্য-উৎসর্গের মত এক কেজি আটশো গ্রাম মিহি ময়দা উৎসর্গ
করবে। এর অর্ধেক সকালবেলা ও বাকী অর্ধেক সন্ধ্যাবেলা উৎসর্গ করবে। ২১ তারা
তাওয়ায় তেল দিয়ে তা ভেজে প্রস্তুত করবে। সেগুলো এনে টুকরা টুকরা করে শস্য-
উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ২২ পরে হারুনের ছেলেদের
মধ্যে যাকে মহা-ইমাম পদে অভিষেক করা হবে, সে তা উৎসর্গ করবে। এটি মাবুদের
নিয়মিত পাওনা, আর তার সবটাই পুড়িয়ে দিতে হবে। ২৩ একজন ইমামের প্রত্যেক শস্য
-উৎসর্গ পুরোপুরি ভাবে পুড়িয়ে দিতে হবে। এই উৎসর্গের কোন কিছু খাওয়া চলবে না।"

২৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৫ "তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে বল, এই হল
পাপ-কোরবানীর নিয়ম। যে জায়গায় পোড়ানো-কোরবানী করা হয়, সেই জায়গায়
মাবুদের সামনে পাপ-কোরবানীও দেওয়া হবে; তা মহাপবিত্র জিনিস। ২৬ যে ইমাম এই
পাপ-কোরবানী করবে সে এই মাংস খাবে; জমায়েত-তাঁবুর উঠানে কোন পবিত্র স্থানে তা
খেতে হবে। ২৭ যে কেউ এই মাংস ছোঁবে, তাকে পবিত্র হতে হবে। এই মাংসের রক্তের
ছিটা যদি কোন কাপড়ে লাগে তবে তুমি সেই পোশাক পবিত্র স্থানে ধুয়ে নেবে। ২৮ যে
মাটির পাত্রে তা রান্না করা হবে তা ভেঙে ফেলতে হবে। যদি পিতলের পাত্রে তা রান্না
করা হয়, তবে তা পানিতে মেজে পরিষ্কার করতে হবে। ২৯ ইমামদের মধ্যে সব পুরুষ
লোক তা খেতে পারবে। তা মহাপবিত্র জিনিস। ৩০ কিন্তু যে কোন পাপ-কোরবানীর রক্ত
প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য জমায়েত-তাঁবুর ভিতরে পবিত্র স্থানে আনবে, তা খাওয়া চলবে না,

BACIB
International Bible
CHURCH

তা আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

দোষ-কোরবানীর নিয়ম

৭ [১] “এই হল দোষ-কোরবানীর নিয়ম, যা একটি মহাপবিত্র জিনিস। [২] যে
জায়গায় লোকেরা পোড়ানো-কোরবানীর পশু জবাই করে সেই জায়গায় দোষ-
কোরবানী পশু জবাই করবে। ইমাম কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে তার রক্ত ছিটিয়ে
দেবে। [৩] এর সমস্ত চর্বিই কোরবানী দিতে হবে। এর লেজ ও পাকস্থলীর উপরে থাকা
চর্বি, [৪] এবং দু'টি কিড্‌নি ও তার উপরে থাকা চর্বি ও দু'টি কিড্‌নির সংগে কলিজার
উপরে থাকা অংশগুলো ছাড়িয়ে নেবে। [৫] ইমাম মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
কোরবানী হিসাবে কোরবানগাহ্‌র উপরে এসব পুড়িয়ে দেবে। এটি দোষ-কোরবানী।
[৬] ইমামদের মধ্যে সব পুরুষ লোক তা খেতে পারবে। তারা কোন পবিত্র স্থানে তা খাবে।
এটা মহাপবিত্র জিনিস।

[৭] “পাপ-কোরবানী ও দোষ-কোরবানীর জন্য একই নিয়ম। যে ইমাম এই
কোরবানীর মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, কোরবানীর মাংস সেই ইমামেরই পাওনা
হবে। [৮] যে ইমাম যে কোন লোকের জন্য পোড়ানো-কোরবানীর পশু কোরবানী করবে,
সেই ইমাম সেই পশুর চামড়াটি পাবে। [৯] চুলায় সেঁকা বা কড়াইতে বা তাওয়ায় ভাজা যত
শস্য-উৎসর্গের জিনিস সেই ইমামেরই পাওনা হবে যে সেই শস্য-কোরবানী করবে।
[১০] তেল মিশানো হোক বা শুকনো হোক, সব শস্য-উৎসর্গের জিনিস হারুনের সকল ছেলে
সমানভাবে ভাগ পাবে।

মঙ্গল-কোরবানীর নিয়ম

[১১] “এ হল মাবুদের উদ্দেশে কোরবানীর জন্য আনা মঙ্গল-কোরবানীর নিয়ম।
[১২] কেউ যদি মাবুদকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য কোরবানী আনে, তবে সে ধন্যবাদের
কোরবানীর সংগে তেল মিশানো খামিহীন রুটি, তেলের ময়ান দেওয়া খামিহীন চাপাটি,
তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা ও তেলের ময়ান দেওয়া পিঠা দিবে। [১৩] সে তার ধন্যবাদ
দেবার এই মঙ্গল-কোরবানীর সংগে খামি দেওয়া রুটিও দিবে। [১৪] সে তা থেকে, অর্থাৎ
প্রত্যেক উপহার থেকে, এক একখানি পিঠা নিয়ে উপহার হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে দিবে।
যে ইমাম মঙ্গল-কোরবানীর রক্ত ছিটিয়ে দেবে সে তা পাবে। [১৫] ধন্যবাদ জানানোর জন্য
মঙ্গল-কোরবানীর মাংস কোরবানীর দিনেই খেতে হবে। তার কিছুই সকাল পর্যন্ত রাখা
যাবে না। [১৬] “কিন্তু তার কোরবানী যদি মানত অথবা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানী
হয় তবে কোরবানীর দিনে তা খেতে হবে, এবং এর পরদিনেও এর বাকি অংশ খেতে
পারবে। [১৭] কিন্তু তৃতীয় দিনে কোরবানীর বাকী মাংস আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। [১৮] যদি
তৃতীয় দিনে মঙ্গল-কোরবানীর কোন মাংস খাওয়া হয়, তবে সেই কোরবানী গ্রহণ করা
হবে না, এবং সেই কোরবানীদাতার পক্ষে তা গ্রহণ করা হবে না, কারণ তা হবে একটি
অপবিত্র জিনিস। যে লোক তা খাবে তাকে তার জন্য দায়ী করা হবে।

[১৯] !যে মাংসে কোন নাপাক জিনিসের ছোঁয়া লাগে তা খাওয়া যাবে না, তা আগুনে
পুড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু অন্য মাংস সব পাক-পবিত্র লোক খেতে পারবে। [২০] কিন্তু যে

BACIB | International Bible CHURCH

কেউ নাপাক অবস্থায় মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া মঙ্গল-কোরবানীর মাংস খায়, তবে তাকে
তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। [২১] যদি কেউ কোন নাপাক জিনিস,
অর্থাৎ মানুষের নাপাক জিনিস বা নাপাক পশু বা কোন নাপাক ঘৃণার জিনিস ছুঁয়ে ফেলে,
আর পরে মাবুদের কাছে কোরবানী দেওয়া মঙ্গল-কোরবানীর মাংস খায়, তবে তাকে তার
নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।"

[২২] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২৩] "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, তোমরা গরু, ভেড়ার
বা ছাগলের চর্বি খেয়ো না। [২৪] মরা পশু বা বুনো জন্তুর ছিঁড়ে ফেলা পশুর চর্বি তোমরা
অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু কোনমতে তা খেতে পারবে না। [২৫] কারণ
তোমাদের মধ্যে যে কেউ মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর পশুর চর্বি খায়,
তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। [২৬] তোমরা যে কোন জায়গায়
বাস কর না কেন, তোমরা কোন পশুর বা পাখির রক্ত খাবে না। [২৭] যে কেউ কোন
প্রকারের রক্ত খায়, তবে তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।"

[২৮] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২৯] "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যে লোক মাবুদের
উদ্দেশে মঙ্গল-কোরবানী করে, তাকে তার মঙ্গল-কোরবানী থেকে একটি অংশ মাবুদকে
দিতে হবে। [৩০] সে মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর এই অংশ অর্থাৎ বুকের
মাংসের সংগে চর্বি ইমামকে দেবে। তাতে ইমাম সেই বুকের মাংস দোলন-উৎসর্গ
হিসেবে মাবুদের সামনে দোলাবে। [৩১] ইমাম কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে
ফেলবে, কিন্তু বুকের মাংস হারুন ও তার ছেলেদের হবে। [৩২] তোমরা নিজের নিজের
মঙ্গল-কোরবানীর পশুর ডান উরু ইমামের কাজের অংশ হিসাবে তাকে দেবে।
[৩৩] হারুনের ছেলেদের মধ্যে যে কেউ মঙ্গল-কোরবানীর পশুর রক্ত ও চর্বি কোরবানী করে
সে তার পাওনা হিসাবে পশুর ডান উরুটি পাবে। [৩৪] আমি বনি-ইসরাইলদের আনা মঙ্গল
-কোরবানী থেকে দুলিয়ে রাখা বুকের মাংস ও কোরবানী দেওয়া উরুর মাংস হারুন ও
তার ইমাম ছেলেদেরকে দিলাম। এটি ইসরাইলদের কাছ থেকে তাদের নিয়মিত পাওনা
অংশ হবে।"

[৩৫] যেদিন তারা মাবুদের ইমাম হবার জন্য নিযুক্ত হয়, সেদিন থেকে মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানী থেকে এই অংশটুকু হারুন ও তার ছেলেদের পাওনা
অংশ হবে। [৩৬] মাবুদ তাদের অভিষেকের দিনে বনি-ইসরাইলদের এই আদেশ
দিয়েছিলেন যেন বংশের পর বংশ ধরে নিয়মিত পাওনা হিসেবে এই অংশটুকু তারা
তাদের দেয়।

[৩৭] এই হল পোড়ানো-কোরবানীর, শস্য-উৎসর্গের, পাপ-কোরবানীর, দোষ-
কোরবানীর, অভিষেক করার কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানীর নিয়ম। [৩৮] মাবুদ যেদিন
সিনাই মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদেরকে মাবুদের উদ্দেশে নিজের নিজের কোরবানীর
জিনিস আনতে আদেশ দিলেন, সেদিন সিনাই পাহাড়ে মূসাকে এসব নিয়ম দিয়েছিলেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

হারুন ও তাঁর ছেলেদের ইমাম পদে অভিষেক

৮ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে তোমার সংগে
নাও। সেই সাথে তাদের সব পোশাক, অভিষেকের জন্য তেল ও পাপ-
কোরবানীর ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও খামিহীন রুটির ডালিও সংগে নাও। ৩ তুমি জমায়েত-
তাঁবুর দরজার কাছে ইসরাইলের সমস্ত সমাজকে একসংগে জড়ো কর।” ৪ তাতে মূসা
মাবুদের আদেশ অনুসারে সব কাজ করলেন এবং জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
ইসরাইল সমস্ত সমাজ এসে জমায়েত হল।”

৫ তখন মূসা সমাজের লোকদের বললেন, “মাবুদ এই কাজ করতে আদেশ
করেছেন।” ৬ পরে মূসা হারুন ও তাঁর ছেলেদেরকে কাছে এনে গোসল করালেন।

৭ তারপর তিনি হারুনকে ইমামের পোশাক পরালেন, কোমর-বাঁধনি বেঁধে দিলেন।
তিনি তাঁর শরীরে পোশাক ও তাঁর উপরে এফোদ পরালেন এবং এফোদের সংগে জোড়া
লাগানো কোমরের পটি দিয়ে এফোদটা বেঁধে দিলেন। তাতে এফোদটা তাঁর গায়ে
আট্‌কে রইল। ৮ তিনি তাঁর বুকে বুকপাটা দিলেন এবং বুকপাটায় ঊরীম ও তুম্মীম
আট্‌কে দিলেন। ৯ তিনি তাঁর মাথায় পাগড়ী পড়িয়ে দিলেন ও তাঁর কপালে পাগড়ীর
উপরে সোনার পাতের পবিত্র মুকুট পরিয়ে দিলেন। সব কিছু মূসা মাবুদের আদেশ
অনুসারে করলেন।

১০ পরে মূসা অভিষেকের তেল নিয়ে আবাস-তাঁবু ও তার মধ্যে থাকা সমস্ত জিনিস
অভিষেক করে পবিত্র করলেন। ১১ সেই তেলের কিছুটা নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে
সাতবার ছিটিয়ে দিলেন। এর পর তিনি কোরবানগাহ্ ও তার সব পাত্র, ধোবার পাত্র ও
তার গামলা পবিত্র করার জন্য অভিষেক করলেন। ১২ পরে অভিষেক করার কিছু তেল
হারুনের মাথায় ঢেলে তাঁকে পবিত্র করার জন্য অভিষেক করলেন। ১৩ পরে মূসা হারুনের
ছেলেদেরকে কাছে এনে তাদেরকেও ইমামের পোশাক পরালেন, কোমর-বাঁধনি বেঁধে
দিলেন ও তাদের মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন। সব কিছুই মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে
করলেন।

১৪ পরে মূসা পাপ-কোরবানীর ষাঁড় আনলেন এবং হারুন ও তাঁর ছেলেরা সেই পাপ-
কোরবানীর ষাড়টির মাথায় হাত রাখলেন। ১৫ তারপর তিনি সেটি জবাই করলেন এবং
মূসা তার রক্ত নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে কোরবানগাহ্‌র চারদিকে শিংগুলোতে লাগিয়ে দিয়ে
কোরবানগাহ্‌কে পাক-পবিত্র করলেন এবং কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় রক্ত ঢেলে দিলেন।
এভাবে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কোরবানীর রক্ত দিয়ে কোরবানগাহ্‌টি পাক-পবিত্র
করে নিলেন। ১৬ পরে তিনি পেটের ভিতরকার অংশগুলোর উপরে থাকা সব চর্বি ও
কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো এবং দু’টি কিড্‌নি ও তার চর্বি নিলেন ও মূসা তা
কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ১৭ তিনি চামড়া, মাংস ও গোবরসুদ্ধ বাছুরটি নিয়ে
গিয়ে তাঁবুগুলোর বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। মূসা মাবুদের আদেশ মতই সব কিছু
করলেন।

১৮ পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানীর ভেড়াটি আনলেন। আর হারুন ও তাঁর ছেলেরা

BACIB
International Bible
CHURCH

সেই ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। ১৯ মূসা সেটি জবাই করলেন এবং কোরবানগাহ্‌র
চারপাশের গায়ে তার রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। ২০ তিনি ভেড়াটি টুকরা টুকরা করে কাটলেন
এবং তার মাথা, মাংসগুলো ও চর্বি পুড়িয়ে দিলেন। ২১ পরে মূসা ভেড়াটির পেটের
ভিতরকার অংশগুলো ও পাগুলো পানিতে ধুয়ে নিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভেড়াটি
কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন। এটি পোড়ানো-কোরবানী যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী
হন। এটি মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানী যা করতে মাবুদ মূসাকে আদেশ
দিয়েছিলেন।

২২ পরে তিনি দ্বিতীয় ভেড়াটি, অর্থাৎ অভিষেকের ভেড়াটি আনলেন এবং হারুন ও
তাঁর ছেলেরা ঐ ভেড়ার মাথায় হাত রাখলেন। ২৩ তিনি সেটি জবাই করলেন এবং মূসা
তার কিছু রক্ত নিয়ে হারুনের ডান কানের লতিতে ও ডান হাতের বুড়ো আংগুলের উপরে
ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলের উপরে লাগিয়ে দিলেন। ২৪ পরে তিনি হারুনের
ছেলেদেরকে কাছে আনলেন এবং মূসা সেই রক্তের একটুখানি নিয়ে তাদের ডান কানের
লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আংগুলের উপরে ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলের উপরে
দিলেন এবং মূসা বাকী রক্ত কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ২৫ পরে
তিনি চর্বি, লেজ এবং নাড়িভুঁড়ির উপরে থাকা সব চর্বি ও কলিজার উপরে থাকা
অংশগুলো এবং দু'টি কিড্‌নি, তার চর্বি ও ডান ঊরুটা নিলেন। ২৬ পরে মাবুদের সামনে
রাখা খামিহীন রুটির ডালি থেকে একখানি খামিহীন রুটি, তেলে ময়ান দেওয়া একটা
পিঠা ও একটা চাপাটি নিয়ে ঐ চর্বির ও ডান ঊরুর উপরে রাখলেন। ২৭ সেগুলো হারুন
ও তাঁর ছেলেদের হাতে দিয়ে দোলন-উৎসর্গ হিসাবে মাবুদের সামনে দোলালেন। ২৮ পরে
মূসা তাঁদের হাত থেকে সেই সব নিয়ে অভিষেকের কোরবানী হিসাবে কোরবানগাহে
পোড়ানো-কোরবানীর উপরে পুড়িয়ে দিলেন; এটা মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
কোরবানীর মধ্যে একটি, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ২৯ পরে মূসা বুকের অংশটি নিয়ে
দোলন-উৎসর্গ হিসাবে মাবুদের সামনে দোলালেন। অভিষেক-কোরবানীর ভেড়া থেকে
এই অংশটুকু মূসার হল। মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারেই সব কিছু করলেন।

৩০ পরে মূসা অভিষেকের তেল থেকে ও কোরবানগাহ্‌র উপরে থাকা রক্ত থেকে
একটুখানি নিয়ে হারুনের উপরে, তাঁর পোশাকের উপরে এবং সেই সংগে তাঁর ছেলেদের
উপরে ও তাঁদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দিলেন। এভাবে হারুন ও তাঁর সব পোশাক
এবং সেই সংগে তাঁর ছেলেদের ও তাঁদের সব পোশাক পবিত্র করলেন।

৩১ পরে মূসা হারুন ও তাঁর ছেলেদেরকে বললেন, "তোমরা জমায়েত-তাঁবুর দরজায়
কোরবানীর মাংস সিদ্ধ কর এবং তোমরা সেই জায়গায় সেই মাংস এবং অভিষেক-
কোরবানীর ডালিতে থাকা রুটি খাও। এই আদেশই আমি তোমাদের করেছিলাম।
৩২ পরে বাকী মাংস ও রুটি নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দাও। ৩৩ তোমরা সাত দিন, অর্থাৎ
তোমাদের অভিষেকের শেষ দিন পর্যন্ত, জমায়েত-তাঁবুর দরজা থেকে বের হবে না।
কারণ সাত দিন ধরে তোমাদের এই অভিষেকের অনুষ্ঠান চলবে। ৩৪ আজ যা করা হয়েছে
তা মাবুদের আদেশ অনুসারে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই করা হল।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৫ সাত দিন পর্যন্ত দিনরাত জমায়েত-তাঁবুর ভিতরে থাকবে এবং মাবুদ তোমাদের যে
দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করবে। তা করলে তোমরা মারা পড়বে না। কারণ আমি
এরকম আদেশই পেয়েছি।”
৩৬ মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে যেরকম আদেশ করেছিলেন হারুন ও তাঁর ছেলেরা
সেসবই পালন করলেন।

ইমামদের কাজের শুরু

৯ ১ পরে অষ্টম দিনে মূসা হারুন ও তাঁর ছেলেদেরকে এবং ইসরাইলের বুড়ো
নেতাদেরকে ডাকলেন। ২ তখন তিনি হারুনকে বললেন, “তুমি পাপ-কোরবানীর
জন্য একটি নিখুঁত ষাঁড় বাছুর ও পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি নিখুঁত ভেড়া নিয়ে
মাবুদের সামনে উপস্থিত কর। ৩ তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, তোমরা মাবুদের সামনে
কোরবানী করার জন্য পাপ-কোরবানীর একটি ছাগল, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক
বছর বয়সের একটি নিখুঁত বাছুর ও একটি ভেড়ার বাচ্চা, ৪ এবং মঙ্গল-কোরবানীর জন্য
একটা ষাঁড় ও একটা ভেড়া এবং তেল মিশানো শস্য-উৎসর্গের জিনিস নিয়ে এসো।
কারণ আজ মাবুদ তোমাদেরকে দেখা দেবেন।” ৫ তখন তারা মূসার আদেশ অনুসারে
এসব জমায়েত-তাঁবুর সামনে আনলো আর সমস্ত সমাজ এগিয়ে এসে মাবুদের সামনে
দাঁড়ালো। ৬ পরে মূসা বললেন, “মাবুদ তোমাদেরকে এই কাজ করতে আদেশ করেছেন,
এই কাজ করলে তোমাদের প্রতি মাবুদের মহিমা প্রকাশ পাবে।”
৭ তখন মূসা হারুনকে বললেন, “তুমি কোরবানগাহ্‌র কাছে যাও, এবং তোমার পাপ
-কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানী করে তোমার ও লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।
এছাড়া লোকেরা যে কোরবানীর জিনিস নিয়ে এসেছে তা কোরবানী করে তাদের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত কর। এসব করার আদেশ মাবুদই দিয়েছেন।”
৮ এতে হারুন কোরবানগাহ্‌র কাছে গিয়ে নিজের জন্য পাপ-কোরবানীর বাছুর জবাই
করলেন। ৯ পরে হারুনের ছেলেরা তাঁর কাছে রক্ত আনলেন এবং তিনি নিজের আঙ্গুল
রক্তে ডুবিয়ে কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর উপরে লাগিয়ে দিলেন। বাকী রক্ত তিনি
কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় ঢেলে দিলেন। ১০ মূসাকে মাবুদ যে আদেশ দিয়েছিলেন সেই
অনুসারে তিনি পাপ-কোরবানীর চর্বি, কিড্‌নি ও কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো
কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ১১ কিন্তু পশুটির মাংস ও চামড়া তাঁবুগুলোর বাইরে
নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
১২ পরে তিনি পোড়ানো-কোরবানীর পশু জবাই করলেন। হারুনের ছেলেরা তাঁর
কাছে সেই পশুর রক্ত আনলে তিনি কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে তা ছিটিয়ে দিলেন।
১৩ পরে তাঁরা পোড়ানো-কোরবানীর মাংসগুলো ও মাথা তাঁর কাছে আনলেন ও তিনি সেই
সব কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দিলেন। ১৪ পরে তার পেটের ভিতরকার অংশগুলো ও
পাগুলো ধুয়ে নিয়ে কোরবানগাহে পোড়ানো-কোরবানীর উপরে পুড়িয়ে দিলেন।
১৫ পরে হারুন লোকদের কোরবানীর পশুগুলো কাছে আনলেন এবং লোকদের জন্য
পাপ-কোরবানীর ছাগল নিয়ে প্রথমটির মত জবাই করে পাপ-কোরবানী করলেন। ১৬ পরে

তিনি পোড়ানো-কোরবানী পশু এনে নিয়ম অনুসারে কোরবানী করলেন। ১৭ এর পর তিনি
শস্য-কোরবানীর জন্য আনা জিনিস থেকে এক মুঠো তুলে নিয়ে কোরবানগাহের উপরে
পুড়িয়ে দিলেন। এছাড়া, তিনি সকালবেলার জন্যও পোড়ানো-কোরবানী করলেন।

১৮ পরে তিনি লোকদের জন্য মঙ্গল-কোরবানীর ষাঁড় ও ভেড়া জবাই করলেন এবং
হারুনের ছেলেরা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলে তিনি কোরবানগাহ্‌র চারপাশের গায়ে তা
ছিটিয়ে দিলেন। ১৯ পরে ষাঁড়ের চর্বি ও ভেড়ার লেজ এবং পেটের ভিতরকার অংশগুলো
ও কিড্‌নির উপরে থাকা চর্বি ও কলিজার উপরে থাকা অংশগুলো– ২০ এ সব চর্বি নিয়ে
দু'টি পশুর বুকের মাংসের উপরে রাখলেন ও কোরবানগাহ্‌র উপরে সেই চর্বি পুড়িয়ে
দিলেন। ২১ মূসা তাঁকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে হারুন মাবুদের সামনে
বুকের মাংস ও ডান ঊরু দোলন-উৎসর্গ হিসেবে দোলালেন।

২২ পরে হারুন লোকদের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে তাদেরকে দোয়া করলেন। আর
তিনি পাপ-কোরবানী, পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী করে কোরবানগাহ্‌ থেকে
নেমে আসলেন। ২৩ মূসা ও হারুন জমায়েত-তাঁবুর ভিতরে গেলেন। পরে বের হয়ে এসে
লোকদেরকে দোয়া করলেন। তখন সমস্ত লোকের সামনে মাবুদের মহিমা প্রকাশ পেল।
২৪ মাবুদের সামনে থেকে আগুন বের হয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে থাকা পোড়ানো-
কোরবানী ও চর্বি পুড়িয়ে দিল। এসব দেখে সমস্ত লোক আনন্দে চিৎকার করে মাটিতে
উবুড় হয়ে পড়লো।

নাদব ও অবীহূর পাপ ও শাস্তি

১০ ১ হারুনের ছেলে নাদব ও অবীহূ নিজের নিজের ধূপদানী নিয়ে তাতে আগুন
রাখল ও তার উপরে ধূপ দিয়ে মাবুদের সামনে তাঁর আদেশ অমান্য করে অবৈ
বধ আগুনে ধূপ উৎসর্গ করলো। ২ তাতে মাবুদের উপস্থিতির কাছ থেকে আগুন বের হয়ে
তাদেরকে পুড়িয়ে দিল আর তারা মাবুদের সামনে মারা গেল। ৩ তখন মূসা হারুনকে
বললেন, "মাবুদ তো এই কথাই বলেছিলেন, 'যারা আমার কাছে আসে, তাদের সামনে
আমি নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব; সমস্ত লোকের সামনে আমার সম্মান তুলে ধরবো।'"
তখন হারুন চুপ করে রইলেন।

৪ পরে মূসা হারুনের চাচা উষীয়েলের ছেলে মীশায়েল ও ইলীষাফণকে ডেকে
বললেন, "তোমরা কাছে এসে তোমাদের চাচাতো ভাইদের লাশ তুলে পবিত্র স্থানের
সামনে থেকে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে যাও।" ৫ তাতে তারা কাছে গিয়ে মূসার আদেশ
অনুসারে ইমামের পোশাকসুদ্ধ তাদেরকে তুলে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে গেল।

৬ পরে মূসা হারুন ও তাঁর দুই ছেলে ইলিয়াসর ও ঈথামরকে বললেন, "তোমরা
যাতে মারা না পড় ও সমস্ত সমাজের প্রতি যেন মাবুদ রেগে না যান, সেজন্য তোমরা
নিজের নিজের মাথার চুল এলোমেলো করে রাখবে না, ও নিজের নিজের পোশাক ছিঁড়বে
না। তবে তোমাদের ভাইয়েরা, অর্থাৎ সমস্ত ইসরাইল জাতি, মাবুদের পাঠানো আগুনের
কারণে শোক-প্রকাশ করতে পারে। ৭ তোমরা যেন মারা না পড়, সেজন্য জমায়েত-তাঁবুর
দ্বারের বাইরে বের হবে না, কারণ তোমাদের শরীরে মাবুদের অভিষেক-তেল আছে।"

তাতে তাঁরা মূসার কথা অনুসারে কাজ করলেন।
৮ পরে মাবুদ হারুনকে বললেন, ৯ “তোমরা যেন মারা না পড়, সেজন্য যে সময়ে
তুমি বা তোমার ছেলেরা জমায়েত-তাঁবুতে ঢুকবে, সেই সময় আংগুর-রস বা মদ খাবে
না। তোমরা বংশের পর বংশ ধরে চিরকালের নিয়ম হিসাবে তা পালন করবে। ১০ এতে
তোমরা কোন্‌টি পবিত্র ও কোন্‌টি সাধারণ এবং কোন্‌টি পবিত্র ও কোন্‌টি অপবিত্র তা
বুঝতে পারবে। ১১ এছাড়া, মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদেরকে যে সব আইন
দিয়েছেন, তা তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারবে।”
১২ পরে মূসা হারুন ও তাঁর বাকী দুই জন ছেলে ইলিয়াসর ও ঈথামরকে বললেন,
“মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর বাকী যে শস্য-উৎসর্গ আছে, তোমরা
কোরবানগাহ্‌র পাশে নিয়ে গিয়ে খাও। কোন খামি ছাড়াই তোমাদের তা খেতে হবে,
কারণ তা মহাপবিত্র। ১৩ তোমরা কোন পবিত্র স্থানে তা খাবে; কারণ মাবুদের উদ্দেশে
আগুনে-দেওয়া কোরবানীর মধ্যে এই অংশটুকু তোমার ও তোমার ছেলেদের পাওনা
অংশ। এই আদেশই আমি পেয়েছি। ১৪ তুমি ও তোমার ছেলেমেয়েরা দোলিয়ে রাখা
বুকের মাংস ও তুলে রাখা ঊরুর মাংস কোন পবিত্র স্থানে খাবে। বনি-ইসরাইলদের
দেওয়া মঙ্গল-কোরবানী থেকে তা তোমার ও তোমার সন্তানদের পাওনা অংশ বলে
দেওয়া হয়েছে। ১৫ তারা আগুনে-দেওয়া চর্বির সংগে তুলে রাখা ঊরু ও দোলন-উৎসর্গ
হিসেবে বুকের মাংস মাবুদের সামনে দোলাবার জন্য আনবে। মাবুদের আদেশ অনুসারে
এই অংশটুকু তোমার ও তোমার সন্তানদের চিরকালের জন্য পাওনা।”
১৬ পরে মূসা পাপ-কোরবানীর ছাগলের মাংসের খোঁজ করলেন। আর তিনি জানতে
পারলেন যে, তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তিনি হারুনের বাকী দুই ছেলে
ইলিয়াসর ও ঈথামরের প্রতি ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, ১৭ “সেই পাপ-কোরবানীর মাংস
তোমরা পবিত্র স্থানে খাও নি কেন? তা তো মহাপবিত্র এবং মাবুদের সামনে প্রায়শ্চিত্ত
করে সমাজের দোষ দূর করার জন্য তা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। ১৮ দেখ, ভিতরে
পবিত্র স্থানে তার রক্ত আনা হয় নি। আমার আদেশ অনুসারে পবিত্র স্থানে তা খাওয়া
তোমাদের উচিত ছিল।”
১৯ তখন হারুন মূসাকে বললেন, “দেখ, ওরা আজ মাবুদের উদ্দেশে নিজের নিজের
পাপ-কোরবানী ও নিজের নিজের পোড়ানো-কোরবানীর দিয়েছে। আর আমার উপর এই
সব ঘটনা ঘটে গেল। যদি আমি আজ পাপ-কোরবানীর মাংস খেতাম তবে মাবুদের
চোখে কি তা ভাল মনে হতো?” ২০ মূসা যখন হারুনের এই কথা শুনলেন তখন তাঁর
চোখে এই কথা ভাল বলে মনে হল।

হালাল ও হারাম খাবার

১১ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ “তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে বল,
‘মাটির উপর চলে বেড়ানো সব পশুর মধ্যে এসব জীবজন্তু তোমাদের খাবার
হবে: ৩ যেসব পশুর পায়ের খুর দু’ভাগে ভাগ করা, এবং সেই সব পশু যদি জাবর কাটে
তা হলে তোমরা সেই পশুর মাংস খেতে পারবে। ৪ কিন্তু যে পশু জাবর কাটে, বা কোন

BACIB
International Bible
CHURCH

পশুর পায়ের খুর দু'ভাগ করা, সেগুলোর মধ্যে তোমরা এসব পশু খাবে না। উট
তোমাদের পক্ষে হারাম, কারণ সে জাবর কাটে বটে, কিন্তু পায়ের খুর দু'ভাগ করা নয়।
৫ শাফন তোমাদের পক্ষে হারাম, কারণ সে জাবর কাটে, কিন্তু পায়ের খুর দু'ভাগ করা
নয়। ৬ খরগোশ তোমাদের পক্ষে হারাম, কারণ সে জাবর কাটে, কিন্তু পায়ের খুর দু'ভাগ
করা নয়। ৭ শূকর তোমাদের পক্ষে হারাম, কারণ তার পায়ের খুর দু'ভাগ হলেও সে
জাবর কাটে না। ৮ তোমরা সেগুলোর মাংস খাবে না এবং সেগুলোর মৃতদেহও ছোঁবে
না। এগুলো তোমাদের পক্ষে হারাম।

৯ "সমুদ্রে বা নদীতে যেসব প্রাণী বাস করে সেগুলোর মধ্যে যেসব প্রাণীদের ডানা ও
গায়ে আঁশ আছে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। ১০ কিন্তু সমুদ্রে বা নদীতে বাস করে
এমন কোন প্রাণীর যদি ডানা ও আঁশ না থাকে তখন সেই প্রাণী তোমরা অবশ্যই খাবে
না। সেগুলোকে তোমরা ঘৃণার জিনিস বলে ধরে নিতে হবে। ১১ সেগুলো তোমাদের পক্ষে
ঘৃণার জিনিস বলে তোমরা সেই সব প্রাণী খাবে না, তাদের মৃতদেহও ঘৃণা করবে।
১২ পানিতে বাস করা প্রাণীর মধ্যে যাদের ডানা ও আঁশ নেই, সেই সব প্রাণীকে তোমাদের
ঘৃণার জিনিস বলে ধরে নিতে হবে।

১৩ "পাখিদের মধ্যে এগুলো তোমাদের জন্য ঘৃণার জিনিস হবে। এগুলো তোমাদের
খাওয়া চলবে না। এগুলো হল: ঈগল, শকুন, কালো শকুন, ১৪ চিল এবং সব ধরণের বাজ
পাখি, ১৫ সব রকমের কাক, ১৬ উট পাখি, লক্ষ্মীপেঁচা, গাংচিল, সব রকমের বাজ পাখি,
১৭ কালপেঁচা, হাড়গিলা, হুতুম পেঁচা, ১৮ সাদা পেঁচা, মরু-পেঁচা, সিন্ধুবাজ, ১৯ সারস, সব
রকমের বক, হুপ্‌পু পাখি আর বাদুড়।

২০ "চার পায়ে হাঁটা যে সব পোকা উড়ে বেড়ায় সেগুলো তোমাদের কাছে ঘৃণার
জিনিস হবে। ২১ কিন্তু সেগুলোর মধ্যে যে সব পোকার পাখা আছে এবং মাটিতে হেঁটে
বেড়ায়, ও মাটিতে লাফিয়ে বেড়াবার জন্য হাঁটুতে ভর দিয়ে চলে সেগুলো তোমরা খেতে
পারবে। ২২ সেগুলো হল সব রকমের পঙ্গপাল, সব রকম বাঘাফড়িং, সব রকম ঝিঁঝি
পোকা এবং সব রকম ঘাস-ফড়িং। এগুলো তোমরা খেতে পারবে। ২৩ কিন্তু চারটা করে
পা আছে এমন সব উড়ে বেড়ানো পোকা তোমরা ঘৃণার চোখে দেখবে।

নাপাক পশু

২৪ "এসব প্রাণীরা তোমাদের নাপাক করবে এবং যে কেউ এগুলোর মৃতদেহ ছোঁবে,
সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৫ যে কেউ সেগুলোর মৃতদেহের কোন অংশ হাত
দিয়ে তোলে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।

২৬ "যে সব পশুর পায়ের খুর দু'ভাগে ভাগ করা কিন্তু খুরগুলো পুরোপুরি দু'ভাগে
ভাগ করা নয়, কিংবা যে সব পশু জাবর কাটে না, সেগুলো তোমাদের পক্ষে নাপাক হবে।
যে কেউ সেগুলোকে ছোঁবে, সেও নাপাক হবে। ২৭ যেসব চার পায়ে হাঁটা জন্তু থাবায় ভর
করে চলে, সেগুলো তোমাদের পক্ষে নাপাক হবে। যে কেউ সেগুলোর মৃহদেহ ছোঁবে, সে
সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৮ যে কেউ সেগুলোর মৃতদেহ হাত দিয়ে তুলবে, সে নিজের
কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। এসব জীবজন্তু তোমাদের

পক্ষে নাপাক।
২৯ "মাটিতে হেঁটে বেড়ানো বুকে-হাঁটা প্রাণীর মধ্যে যেগুলো তোমাদের পক্ষে নাপাক
সেগুলো হল: সব রকমের বেজি, ইদুঁর ও গিরগিটি, ৩০ এবং গোসাপ, নীল টিকটিকি,
মেটে গিরগিটি, সবুজ টিকটিকি ও কাঁকলাশ। ৩১ বুকে-হাঁটা প্রাণীর মধ্যে এগুলো
তোমাদের পক্ষে নাপাক হবে। এগুলো মরে গেলে যে কেউ সেগুলো ছোঁবে, সে সন্ধ্যা
পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ৩২ যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটা মরে গিয়ে কোন কিছুর উপর
পড়ে, তাহলে সেই জিনিসও নাপাক হবে। সেই জিনিসটি কাঠের তৈরি কোন পাত্র,
কাপড়, চামড়া, চট দিয়ে তৈরি কাজের জন্য যে কোন জিনিস হোক না কেন, তা নাপাক
হবে। সেটা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে, তার-
পর তা পাক-পবিত্র হবে। ৩৩ কোন মাটির পাত্রের মধ্যে সেগুলোর কোন একটা পড়লে
তার মধ্যে থাকা সব জিনিসও নাপাক হবে ও তোমরা তা ভেঙ্গে ফেলবে। ৩৪ যদি সেই
মাটির পাত্রের পানি কোন খাবার জিনিসের উপর পড়ে, তাহলে সেই খাবার নাপাক হবে।
নাপাক পাত্রের মধ্যে যদি কোন পানীয় থাকে তবে তাও নাপাক হবে। ৩৫ এগুলোর মরা
দেহ কোন জিনিসের উপর পড়লে তা নাপাক হয়ে যাবে। এগুলো কোন চুলায় বা রান্না
করার কোন পাত্রে পড়লে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সেই চুলা নাপাক হয়ে যাবে, আর
তোমাদের পক্ষে তা নাপাক হবে। ৩৬ তবে সেগুলোর মরা দেহ যদি ফোয়ারা বা কূয়ায়
পড়ে তবে সেই ফোয়ারা বা কূয়া নাপাক হবে না। কিন্তু এদের মরা দেহ যে ছোঁবে সে
নিজে নাপাক হবে। ৩৭ যদি সেগুলোর মরা দেহ বুনবার জন্য রাখা কোন বীজের উপর
পড়ে, তাহলে সেই বীজ নাপাক হবে না। ৩৮ কিন্তু সেই বীজের উপরে পানি থাকলে যদি
সেগুলোর মরা দেহ তার উপরে পড়ে, তবে তা তোমাদের পক্ষে নাপাক।
৩৯ "তাছাড়া তুমি খাবার হিসেবে ব্যবহার কর এমন কোন পশু যদি মরে যায়, আর
যে সেই মরা দেহ ছোঁয়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ৪০ যে কেউ সেই মরা পশুর
মাংস খাবে, সে নিজের কাপড় ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। আর যে
কেউ সেই মরা পশু হাত দিয়ে তোলে, সেও নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা
পর্যন্ত নাপাক থাকবে।
৪১ "মাটির উপর চলে বেড়ানো প্রত্যেকটি ছোটখাটো প্রাণী তোমাদের কাছে ঘৃণার
জিনিস হবে, সেগুলো তোমাদের খাওয়া চলবে না। ৪২ মাটির উপরে হেঁটে বেড়ায় এমন
চার পায়ে বা তার চেয়েও বেশি পায়ে হেঁটে বেড়ায়, বা বুকে ভর দিয়ে চলে, এমন কোন
প্রাণী তোমরা খাবে না। এগুলোকে তোমাদের ঘৃণার জিনিস বলেই ধরে নিতে হবে।
৪৩ এগুলোর কোনটা দিয়ে তোমরা নিজেদের নোংরা করবে না। তোমরা এগুলোর কোনটা
দিয়েই নিজেদের নাপাক করবে না, বা সেগুলো যেন তোমাদের নাপাক না করে তোলে।
৪৪ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। সেজন্য তোমরা নিজেদের পবিত্র রাখবে, এবং পবিত্র
হবে, কারণ আমি পবিত্র। মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো ছোটখাটো এই রকমের কোন প্রাণী
দিয়ে নিজেদের নাপাক করবে না। ৪৫ কারণ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য
মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছি। সেজন্য তোমরা পবিত্র থাকবে, কারণ

আমি পবিত্র।

৪৬ “এ হল পশু, পাখি, পানিতে বাস করা সব প্রাণীর ও মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সব ছোটখাটো প্রাণীর বিষয়ে নিয়ম। ৪৭ এতে পাক, নাপাক জিনিসের মধ্যে ও যেসব প্রাণী খাওয়া যাবে ও যেসব প্রাণী খাওয়া যাবে না তার পার্থক্য বুঝা যাবে।”

সন্তান জন্মের পরে পাক-পবিত্র হবার নিয়ম

১২ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে ছেলের জন্ম দেয়, সে সাত দিন নাপাক থাকবে। মাসিকের সময়ে যেমন নাপাক থাকে, তেমনি সে নাপাক থাকবে।

৩ “পরে আট দিনের দিন ছেলেটির খৎনা করাতে হবে। ৪ সেই স্ত্রী তার রক্তস্রাব থেকে পাক-পবিত্র হবার জন্য তেত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যতদিন পাক-পবিত্র হবার দিন পূর্ণ না হয়, ততদিন সে কোন পবিত্র জিনিস ছোঁবে না এবং পবিত্র জায়গায় যাবে না। ৫ যদি সে একটি মেয়ে-শিশুর জন্ম দেয়, তবে তার মাসিকের সময়ের মতই সে নাপাক থাকবে। কিন্তু এই সময় দুই সপ্তাহ ধরে সে নাপাক থাকবে। তারপর তাকে তার রক্তস্রাব থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করতে হবে।

৬ “ছেলে বা মেয়ের জন্মের পরে পাক-পবিত্র হওয়ার সময় শেষ হলে পর, সে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছরের একটা ভেড়ার বাচ্চা এবং পাপ-কোরবানীর জন্য একটা কবুতরের বাচ্চা বা একটা ঘুঘু নিয়ে ইমামের কাছে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে যাবে। ৭ ইমাম মাবুদের সামনে তা কোরবানী করে সেই স্ত্রীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। তাতে সে তার রক্তস্রাবের নাপাক অবস্থা থেকে পাক-পবিত্র হবে। সন্তান জন্মের পর স্ত্রীলোকের জন্য এই হল নিয়ম। ৮ যদি সে ভেড়ার বাচ্চা আনতে না পারে তবে দু’টি ঘুঘু বা দু’টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে তার একটা পোড়ানো-কোরবানীর জন্য, অন্যটি পাপ-কোরবানীর জন্য দেবে। আর ইমাম তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। তাতে সে পাক-পবিত্র হবে।”

ছোঁয়াচে চর্মরোগের বিষয়ে নিয়ম

১৩ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ “কোন লোকের চামড়ার কোন জায়গায় যদি ফুলে উঠে বা তাতে খোস-পাঁচড়া অথবা চক্‌চকে দাগের মত কিছু থাকে, যদি ক্ষত অংশটা ছোঁয়াচে চর্মরোগের মত দেখতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই হারুন বা তার ইমাম ছেলেদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ৩ পরে ইমাম তার শরীরের চামড়ায় থাকা ঘা দেখবে। যদি ঘায়ের লোম সাদা রংয়ের হয়ে থাকে এবং ঘা যদি দেখতে শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয়, তবে তা ছোঁয়াচে চর্মরোগ, তা দেখে ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে। ৪ তবে যদি সেই চক্‌চকে জায়গাটুকু সাদা রংয়ের হয়, কিন্তু যদি গভীর না হয় এবং সেই জায়গার লোম যদি সাদা না হয়, তাহলে ইমাম তাকে সাত দিনের জন্যে অন্য সব লোক থেকে আলাদা করে রাখবে।
৫ পরে সাত দিনের দিন ইমাম তাকে আবার দেখবে। ইমাম যদি দেখে বোঝে যে, ক্ষতস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় নি এবং তা চামড়ার উপর ছড়িয়ে পড়েনি, তাহলে

BACIB
International Bible
CHURCH

আরও সাত দিনের জন্য লোকটাকে আলাদা করে রাখবে। ৬ ইমাম সাত দিনের দিন
লোকটিকে আবার দেখবে। যদি ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে গিয়ে থাকে এবং চামড়ার উপর না
ছড়িয়ে থাকে, তখন ইমাম সেই লোকটিকে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে। কারণ ওটা
কেবল একটা ফুসকুড়ি, আর কিছু নয়। পরে সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে পাক-
পবিত্র হবে। ৭ "কিন্তু যদি লোকটিকে ইমাম পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবার পরে
ক্ষতস্থানটি চামড়ায় আরও ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে তবে লোকটিকে আবার ইমামের কাছে
নিয়ে আসতে হবে।

৮ তাতে ইমাম তাকে আবার দেখবে। যদি তার ক্ষতস্থানটি চামড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে
থাকে, তবে ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে, কারণ তা ছোঁয়াচে চর্মরোগ।

৯ "যদি কোনো লোকের ছোঁয়াচে চর্মরোগ হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ইমামের কাছে
আনতে হবে। ১০ পরে ইমাম তাকে দেখবে। যদি তার চামড়ার কোন জায়গা সাদা হয়ে
ফুলে উঠে এবং তার লোম সাদা রংয়ের হয়ে থাকে ও সেই জায়গায় কাঁচা ঘা থাকে,
১১ তবে তা তার শরীরের চামড়ায় পুরানো ছোঁয়াচে চর্মরোগ। তখন ইমাম তাকে নাপাক
বলে ঘোষণা করবে। তাকে অন্য লোকদের থেকে আলাদা করে রাখার প্রয়োজন নেই,
কারণ লোকটি তো নাপাক হয়েই আছে। ১২ যদি চামড়ার সব জায়গায় সেই রোগ ছড়িয়ে
পড়ে, আর ইমামের যতটা চোখে পড়ে তাতে যদি মনে হয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা
গায়েই রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে, ১৩ তবে ইমাম তা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তার সারা
গায়েই সেই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে ও সাদা হয়ে গেছে, তবে তাকে পাক-পবিত্র বলে
ঘোষণা করবে। তার সারা শরীর সাদা হয়েছে বলে, সে পাক-পবিত্র। ১৪ কিন্তু যখন তার
শরীরে কাঁচা ঘা দেখা দেয়, তখন সে নাপাক হবে। ১৫ ইমাম তার কাঁচা ঘা দেখে তাকে
নাপাক বলে ঘোষণা করবে; সেই কাঁচা ঘা নাপাক। এটা একটা ছোঁয়াচে চর্মরোগ।
১৬ সেই কাঁচা ঘা যদি আবার সাদা রংয়ের হয় তবে সে ইমামের কাছে যাবে, ১৭ ইমাম
তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তার ঘা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে তবে ইমাম সেই
লোককে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে; সে পাক-পবিত্র।

১৮ "কারো শরীরের চামড়ায় ফোড়া হলে তা ভাল হয়ে গেলে পর, ১৯ যদি সেই
ফোড়ার জায়গায় কোন অংশ সাদা হয়ে ফুলে উঠে বা কোন অংশ সাদা ও লাল্‌চে-সাদা
চক্‌চকে দেখা যায়, তবে তা ইমামকে দেখাতে হবে। ২০ ইমাম তাকে দেখবে। যদি তার
চোখে সেটা চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয় ও তার লোম সাদা
রংয়ের হয়ে থাকে, তবে ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে; কারণ সেটা ফোড়ার
জায়গায় বের হওয়া ছোঁয়াচে চর্মরোগ। ২১ কিন্তু যদি ইমাম তাতে সাদা রংয়ের লোম না
দেখে এবং তা চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে না হয়, ও প্রায় মিলিয়ে
যাবার মত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ইমাম লোকটাকে সাত দিনের জন্যে আলাদা করে
রাখবে। ২২ কিন্তু যদি পরে দেখা যায় যে, তা চামড়ায় ছড়িয়ে পরেছে, তবে ইমাম তাকে
নাপাক বলে ঘোষণা করবে। কারণ ওটা একটা ছোঁয়াছে রোগ। ২৩ কিন্তু যদি সেই দাগটি
এক জায়গাতেই থাকে এবং না ছড়ায়, তা হলে বুঝতে হবে ওটা ফোড়াটার একটা দাগ

মাত্র। ইমাম তখন তাকে পাক-পবিত্র ঘোষণা করবে।
২৪ “যদি শরীরের চামড়া আগুনে পুড়ে যায় ও সেই পুড়ে যাওয়া কাঁচা জায়গায় কিছুটা রক্ত মিশানো সাদা রংয়ের বা কেবল সাদা রংয়ের চক্‌চকে কোন কিছু দেখা যায়,
২৫ তবে ইমাম তা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সেখানকার লোম সাদা হয়ে থাকে ও দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয়, তবে সেই পোড়া জায়গায় ছোঁয়াচে চর্মরোগ হয়েছে। সেজন্য ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে, কারণ তা একটি কুষ্ঠরোগের ঘা।
২৬ কিন্তু যদি ইমাম পরীক্ষা করে দেখে যে, সেই পোড়া জায়গার লোম সাদা হয় নি, ও তা চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে না হয়, বরং তা প্রায় মিলিয়ে গেছে তবে ইমাম তাকে সাত দিন আলাদা করে রাখবে।
২৭ পরে সাত দিনের দিন ইমাম তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। যদি চামড়ায় ঐ রোগ ছড়িয়ে থাকে তবে ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে। সেটি একটি ছোঁয়াচে চর্মরোগ।
২৮ কিন্তু যদি সেই দাগটি চামড়ায় না ছড়ায় এবং মিলিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটি পুড়ে যাবার জন্যেই ফুলেছে বলে বুঝতে হবে। এটা কেবলমাত্র পোড়ার দাগ। ইমাম তখন সেই লোককে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে।
২৯ “যদি কোন পুরুষের বা স্ত্রীর মাথায় বা দাড়িতে ঘা হয়,
৩০ তবে ইমাম সেই ঘা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তা দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে হয় ও সেখানকার লোম হলদে ও পাতলা হয়ে থাকে তবে ইমাম তাকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে। সেটি চুলকানি, মাথা বা দাড়ির ছোঁয়াচে চর্মরোগ।
৩১ ইমাম যদি চুলকানির ঘা পরীক্ষা করে দেখে যদি তার মনে হয় যে, সেটি চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে যায় নি ও তাতে কালো রংয়ের লোম না থাকে, তবে ইমাম সেই রোগীকে সাত দিন আলাদা করে রাখবে।
৩২ পরে সাত দিনের দিন ইমাম সেই ঘা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সেই চুলকানি বেড়ে না গিয়ে থাকে ও তাতে হলুদ রংয়ের লোম না হয়ে থাকে এবং দেখতে চামড়া ছাড়িয়ে তা আরও গভীরে চলে গেছে বলে মনে না হয়,
৩৩ তবে চুলকানির জায়গা বাদ দিয়ে অন্যান্য চুল কামিয়ে ফেলতে হবে। পরে ইমাম সেই লোককে আরও সাত দিন আলাদা করে রাখবে।
৩৪ ঐ সাত দিন শেষে ইমাম সেই চুলকানির জায়গা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সেই চুলকানি ছড়িয়ে না থাকে ও চামড়া ছাড়িয়ে আরও গভীরে চলে গিয়ে না থাকে, তবে ইমাম তাকে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে। পরে সে তার কাপড় ধুয়ে নিয়ে পাক-পবিত্র হবে।
৩৫ পাক-পবিত্র হলে পর যদি তার চামড়ায় সেই চুলকানি ছড়িয়ে পড়ে,
৩৬ তবে ইমাম তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সেই চুলকানি তার চামড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে থাকে, তবে ইমাম হলুদ রংয়ের লোমের খোঁজ করবে না, কারণ সে নাপাক।
৩৭ কিন্তু ইমাম যদি মনে করে যে, তার চুলকানি ছড়িয়ে পড়ে নি ও তাতে কালো রংয়ের লোম উঠে থাকে তবে সেই চুলকানি ভাল হয়ে গেছে, সে পাক-পবিত্র। ইমাম তাকে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে।
৩৮ “যদি কোন পুরুষের বা স্ত্রীর শরীরের কোন জায়গায় সাদা রংয়ের চক্‌চকে দাগ

হয়, ৩৯ তবে ইমাম তা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি তার চামড়া থাকা চক্‌চকে দাগগুলো
ফ্যাকাশে সাদা হয় তবে তা চামড়ার উপরে শ্বেতী হয়েছে। আর তাতে কোন ক্ষতি হবে
না, সে পাক-পবিত্র।

৪০ “যদি কোন মানুষের মাথার চুল পড়ে টাক হয়ে যায়, তবে সে পাক-পবিত্র।
৪১ যদি মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কারও কপালের উপরটায় টাক পড়ে যায় তাহলেও
সে পাক-পবিত্র। ৪২ কিন্তু যদি টাক পড়া মাথায় বা টাক পড়া কপালে কোন লাল্‌চে-সাদা
রংয়ের দাগ দেখা দেয়, তাহলে তার মাথায় বা কপালে ছোঁয়াচে চর্মরোগ হয়েছে।
৪৩ ইমাম তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সে দেখে যে, টাক মাথায় বা কপালের লাল্‌চে
-সাদা অংশটা ছোঁয়াচে চর্মরোগের মত ফুলে উঠেছে, ৪৪ তাহলে লোকটির ছোয়াচে
চর্মরোগ হয়েছে, সে নাপাক। ইমাম লোকটিকে নাপাক বলে ঘোষণা করবে, কারণ তার
মাথায় চর্মরোগ।

৪৫ “যে লোকের এই রকম ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে সে ছেঁড়া কাপড় পড়বে, এবং
মাথার চুল এলোমেলো করে রাখবে। সে তার মুখের নীচের অংশটা ঢেকে চিৎকার করে
বলবে, ‘নাপাক, নাপাক।’ ৪৬ যতদিন তার শরীরে ছোঁয়াচে চর্মরোগ থাকবে, ততদিন সে
নাপাক থাকবে। সে তাঁবুগুলোর বাইরে একা বাস করবে।

৪৭ “যদি লোমের কাপড়ে বা মসীনার কাপড়ে যদি ক্ষয়-করা ছাৎলা দেখা দেয়,
৪৮ লোমের বা মসীনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে তা দেখা দেয়, বা কোন চামড়ায় বা
চামড়া দিয়ে তৈরি কোন জিনিসে যদি তা দেখা দেয়, ৪৯ এবং যদি কাপড়ে বা চামড়ায় বা
তানাতে বা পড়িয়ানেতে বা চামড়া দিয়ে তৈরি কোন জিনিসে কিছুটা সবুজ রংয়ের বা
কিছুটা লাল রংয়ের ছাৎলা হয়, তবে সেটা এক রকমের ক্ষয়-করা ছাৎলা। তখন সেটাকে
অবশ্যই ইমামকে দেখাতে হবে। ৫০ পরে ইমাম সেই ছাৎলা পরীক্ষা করে দেখে সাত
দিনের জন্য তা অন্য সব জিনিস থেকে সরিয়ে রাখবে। ৫১ পরে সাত দিনের দিন সেই
ছাৎলা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি কাপড়ে বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে বা চামড়ায় বা
চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিসে সেই ছাৎলা ছড়িয়ে থাকে তবে তা ক্ষয়-করা ছাৎলা। সে
জিনিস নাপাক হয়ে গেছে। ৫২ সেজন্য কাপড় বা লোম দিয়ে তৈরি বা মসীনা দিয়ে তৈরি
তানা বা পড়িয়ান বা চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র, যা কিছুতে সেই ক্ষয়-করা ছাৎলা
দেখা যায়, তা সে পুড়িয়ে ফেলবে; কারণ তা ক্ষয়-করা ছাৎলা, তা আগুনে পুড়িয়ে দিতে
হবে।

৫৩ “কিন্তু ইমাম যদি পরীক্ষা করে দেখে যে, সেই ছাৎলা কাপড়ে বা তানাতে বা
পড়িয়ানেতে বা চামড়ার কোন জিনিসে সেটা না ছড়িয়ে একই জায়গায় রয়ে গেছে,
৫৪ তবে ইমাম সেই ছাৎলা লাগা জিনিসপত্র ধুয়ে ফেলবার আদেশ দেবে এবং সেগুলো
সাত দিন আলাদা করে রাখবে। ৫৫ তার পর ইমাম সেগুলো আবার পরীক্ষা করে দেখবে।
যদি সেই ছাৎলার রং একই রকম থেকে যায় তবে সেই ছাৎলা ছড়িয়ে না পড়লেও তা
নাপাক। সেটার ভিতরে-বাইরে যেদিকেই ছাৎলা থাকুক না কেন, সেটা আগুনে পুড়িয়ে
দিতে হবে। ৫৬ কিন্তু ইমাম যদি দেখে যে, ধোয়ার পরে সেই ছাৎলার জায়গাটা ফ্যাকাশে

হয়ে গেছে তবে সেই কাপড় থেকে বা চামড়া থেকে বা তানা বা পড়িয়ান থেকে সেই
অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলবে। [৫৭] কিন্তু যদি সেই কাপড়ে বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে বা চামড়া
দিয়ে তৈরি কোন জিনিসে সেই ছাৎলা আবার দেখা যায়, তবে তা ছড়িয়ে পড়া ছাৎলা, তা
তুমি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৫৮] কিন্তু কাপড় বা তানা বা পড়িয়ান বা চামড়ার যে কোন
জিনিস ধুয়ে ফেললে পর তা থেকে যদি সেই ছাৎলা দূর হয়, তবে দ্বিতীয়বার তা ধুয়ে
ফেলবে। তাতে সেটি পাক-পবিত্র হবে।”

[৫৯] এসব নিয়ম অনুসারে লোমের বা মসীনার তৈরি কাপড়ের বা তানার বা
পড়িয়ানের বা চামড়া দিয়ে তৈরি কোন জিনিসকে পাক-পবিত্র বা নাপাক ঘোষণা করতে
হবে।

ছোঁয়াচে চর্মরোগ থেকে পাক-পবিত্র হবার ব্যবস্থা

১৪ [১] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] “ছোঁয়াচে চর্মরোগ থেকে পাক-পবিত্র হবার দিনে
সেই লোককে এই নিয়ম পালন করতে হবে। তাকে ইমামের কাছে নিয়ে
যেতে হবে।

[৩] “ইমাম তাঁবুগুলোর বাইরে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। যদি ছোঁয়াচে
চর্মরোগ থেকে সে সুস্থ হয়ে থাকে, [৪] তবে ইমাম তাকে দু’টি জীবন্ত হালাল পাখি, এক
খণ্ড এরস গাছের কাঠ, কিছু লাল রংয়ের সুতা এবং একটি এসোব গাছ নিয়ে আসতে
আদেশ করবে। [৫] তারপর ইমাম মাটির পাত্রে রাখা স্রোতের পানির উপরে একটা পাখি
জবাই করতে আদেশ করবে। [৬] পরে সে ঐ জীবিত পাখি, এরস কাঠ, লাল রংয়ের সুতা
ও এসোব গাছের ডাল নিয়ে সেই স্রোতের পানির উপরে জবাই করা পাখির রক্তে
ডুবাবে। [৭] এর পর ছোঁয়াচে চর্মরোগ থেকে যাকে পাক-পবিত্র করা হবে সেই লোকের
উপরে সাতবার সেই রক্ত ছিটিয়ে তাকে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করবে। আর সেই
জীবিত পাখিটিকে খোলা মাঠে ছেড়ে দেবে। [৮] তখন লোকটি তার নিজের কাপড় ধুয়ে
ফেলবে ও সব চুল কামিয়ে নিয়ে গোসল করে পাক-পবিত্র হবে। তারপর সে তাঁবুগুলোতে
ঢুকতে পারবে, কিন্তু সাত দিন তার তাঁবুর বাইরে থাকবে। [৯] পরে সাত দিনের দিন সে
তার মাথার চুল, দাড়ি, ভ্রূ ও শরীরের সব লোম কামিয়ে ফেলবে। তারপর সে তার
কাপড়-চোপড় ধুয়ে পানিতে গোসল করে পাক-পবিত্র হবে।

[১০] “এর পরের দিনে সে নিখুঁত দু’টি ভেড়ার বাচ্চা, এক বছর বয়সের নিখুঁত একটা
বাচ্চা-ভেড়ী ও শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম তেল মিশানো
মিহি ময়দা ও পৌনে দুই লিটার তেল নিয়ে আসবে। [১১] পরে যে ইমাম তাকে পাক-পবিত্র
বলে ঘোষণা করবে সে ঐ লোকটিকে এবং ঐ সব জিনিস নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার
কাছে মাবুদের সামনে উপস্থিত করবে।

[১২] “পরে ইমাম একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে দোষ-কোরবানী হিসেবে কোরবানী
করবে। এর পর সেই ভেড়াটি ও পৌনে দুই লিটার তেল নিয়ে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে
মাবুদের সামনে দোলাবে। [১৩] যে জায়গায় পাপ-কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর পশু
জবাই করা হয়, সেই পবিত্র স্থানে ঐ ভেড়ার বাচ্চাটি জবাই করবে। পাপ-কোরবানীর

মাংসের অংশের মত দোষ-কোরবানীর মাংসও ইমামের পাওনা। এই মাংস মহাপবিত্র
জিনিস। ১৪ পরে ইমাম ঐ দোষ-কোরবানীর কিছু রক্ত নিয়ে যাকে পাক-পবিত্র করা হবে
তার ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আংগুলে ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলে
লাগিয়ে দেবে। ১৫ ইমাম পৌনে দুই লিটার তেল থেকে কিছুটা নিয়ে তার বাঁ হাতের
তালুতে ঢালবে। ১৬ পরে ইমাম সেই বাঁ হাতে রাখা তেলে তার ডান হাতের আঙ্গুল ডুবিয়ে
সাতবার মাবুদের সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। ১৭ তার হাতের বাকী তেল থেকে কিছু নিয়ে
ইমাম সেই লোকটির ডান কানের লতিতে, ডান হাতের বুড়ো আংগুলে ও ডান পায়ের
বুড়ো আংগুলে যেখানে দোষ-কোরবানীর রক্ত লাগানো হয়েছিল সেখানে লাগিয়ে দেবে।
১৮ পরে ইমাম তার হাতের বাকী তেল নিয়ে সেই লোকটির মাথায় দেবে। এভাবে ইমাম
মাবুদের সামনে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।

১৯ "এর পর ইমাম যাকে পাক-পবিত্র করা হবে সেই লোকের নাপাক অবস্থার জন্য
পাপ-কোরবানী করে প্রায়শ্চিত্ত করবে। তারপর ইমাম পোড়ানো-কোরবানীর পশু জবাই
করবে। ২০ এর পর ইমাম পোড়ানো-কোরবানী ও শস্য-উৎসর্গ কোরবানগাহে উৎসর্গ
করবে। এভাবে ইমাম ঐ লোকটির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে লোকটি পাক-পবিত্র হবে।

২১ "সেই লোক যদি গরীব হয়, এত জিনিস আনতে না পারে তবে সে দোষ-
কোরবানীর জন্য একটা ভেড়ার বাচ্চা আনতে হবে। ইমাম সেটা তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য
দোলাবে। এর সংগে সেই লোককে শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো এক কেজি
আটশো গ্রাম মিহি ময়দা, পৌনে দুই লিটার তেল আনবে। ২২ এছাড়া, তার সামর্থ
অনুসারে দু'টি ঘুঘু বা দু'টি কবুতরের বাচ্চা আনবে। এর একটা তার পাপ-কোরবানীর
জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য। ২৩ পরে আট দিনের দিন সে নিজে পাক-
পবিত্র হবার জন্য জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সামনে ইমামের কাছে সেগুলো
নিয়ে আসবে। ২৪ পরে ইমাম দোষ-কোরবানীর ভেড়ার বাচ্চা ও পৌনে দুই লিটার তেল
নিয়ে মাবুদের সামনে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে তা দোলাবে। ২৫ পরে সে দোষ-কোরবানীর
ভেড়ার বাচ্চা জবাই করবে এবং ইমাম তার কিছু রক্ত নিয়ে সেই লোকের ডান কানের
লতিতে ও তার ডান হাত ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলে লাগিয়ে দেবে। ২৬ পরে ইমাম
সেই তেল থেকে কিছু নিয়ে তা বাঁ হাতের তালুতে ঢালবে। ২৭ ইমাম ডান হাতের আঙ্গুল
দিয়ে বাঁ হাত থেকে কিছুটা তেল নিয়ে তা সাতবার মাবুদের সামনে ছিটিয়ে দেবে।
২৮ ইমাম তার হাতের কিছুটা তেল নিয়ে সেই লোকের ডান কানের লতিতে, ডান হাতের
বুড়ো আংগুলে ও ডান পায়ের বুড়ো আংগুলে যেখানে দোষ-কোরবানীর রক্ত লাগিয়েছিল
সেখানে লাগিয়ে দেবে। ২৯ ইমাম মাবুদের সামনে সেই লোকের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য
বাকী তেল লোকটির মাথায় দেবে। ৩০ পরে তার সামর্থ অনুসারে আনা দু'টি ঘুঘু বা দু'টি
কবুতরের বাচ্চার মধ্যে একটা ইমাম কোরবানী করবে। ৩১ অর্থাৎ তার সামর্থ অনুসারে
আনা শস্য-উৎসর্গের সংগে একটা পাপ-কোরবানীর জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানী
হিসেবে কোরবানী করবে। এভাবে ইমাম সেই লোকের জন্য মাবুদের সামনে প্রায়শ্চিত্ত
করবে। ৩২ যে লোকের ছোঁয়াচে চর্মরোগ হয়েছে তার পাক-পবিত্রতার জন্য যে কোরবানী

আনবার কথা বলা হয়েছে তা যদি তারা না আনতে পারে তাদের জন্য এ হল নিয়ম।”
৩৩ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ৩৪ “আমি যে দেশ অধিকার হিসেবে
তোমাদেরকে দেব, সেই কেনান দেশে ঢুকবার পর যদি আমি কোন বাড়িতে ছড়িয়ে পড়া
ছাৎলা পড়বার ব্যবস্থা করি, ৩৫ তবে সে বাড়ির মালিক এসে ইমামকে বলবে, “আমার
মনে হয় আমার বাড়িতে ছাৎলার মত কিছু দেখছি।” ৩৬ ইমাম বাড়িতে ঢুকে ছাৎলা
পরীক্ষা করার আগে বাড়ি থেকে সবকিছু বাইরে বের করার জন্য আদেশ দেবে, যাতে
ঘরের সমস্ত কিছু নাপাক বলে ঘোষণা করা না হয়। এর পর ইমাম ভাল করে পরীক্ষা
করার জন্য বাড়ির মধ্যে ঢুকবে। ৩৭ সে সেই ছাৎলা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি ঘরের
দেয়ালে সেই ছাৎলা নিচের দিকে নেমে গেছে ও কিছুটা সবুজ বা লাল রংয়ের হয়েছে
এবং তা দেয়ালের ভিতরের দিকে ছড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়, ৩৮ তবে ইমাম ঘরের
দরজা থেকে বের হয়ে গিয়ে সাত দিন ঐ ঘরটি বন্ধ করে রাখবে। ৩৯ সাত দিনের দিন
ইমাম এসে আবার পরীক্ষা করে দেখবে। যদি ঘরের দেয়ালে সেই ছাৎলা ছড়িয়ে পড়ে,
৪০ তবে ইমাম আদেশ দেবে, যেন সেখানকার ছাৎলা লাগা পাথরগুলো দেয়াল থেকে বের
করে শহরের বাইরে কোন নাপাক জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। ৪১ পরে সে ঘরের
ভিতরের চারদিকের সব দেয়াল চেঁছে ফেলে সেই চাঁছা অংশগুলো শহরের বাইরে নাপাক
জায়গায় ফেলে দেবে। ৪২ তারপর সেই লোকটি ভাঙ্গা দেওয়ালগুলোর মধ্যে নতুন পাথর
বসাবে এবং নতুন আস্তর দিয়ে দেওয়ালগুলো ঢেকে দেবে।
৪৩ “যদি পুরানো আস্তর চেঁছে ফেলে নতুন পাথর ও আস্তর লাগানোর পর ঐ
বাড়িতে আবার ছাৎলা দেখা দেয়, ৪৪ তবে ইমাম এসে আবার পরীক্ষা করে দেখবে। যদি
সেই ঘরে ছাৎলা ছড়িয়ে পড়ে তবে সেটা একটা ধ্বংসকারী ছাৎলা, সেই ঘর নাপাক।
৪৫ তখন লোকেরা সেই ঘরটি ভেঙে ফেলবে– এর পাথর, কাঠ ও সব আস্তর– এসব কিছু
শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা নাপাক জায়গায় নিয়ে ফেল দেবে।
৪৬ “সেই ঘরটি বন্ধ থাকা কালে যদি কেউ ঘরটার ভিতরে যায়, তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ৪৭ যদি কোনো লোক সেই ঘরের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে অথবা
সেখানে ঘুমায়, তাহলে সেই লোককে অবশ্যই তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলতে হবে।
৪৮ “ঘরটিতে নতুন পাথর এবং আস্তর দেবার পর ইমাম অবশ্যই ঘরটিকে পরীক্ষা
করবে। যদি ছাৎলা ঘরটিতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাহলে ইমাম ঘোষণা করবে যে, বাড়িটি
পাক-পবিত্র, কারণ ছাৎলা আর নেই। ৪৯ পরে ঘরটি পাক-পবিত্র করার জন্য ইমামকে
দু'টি পাখি, কিছু এরস কাঠ, লাল রংয়ের সুতা ও এসোব গাছের ডাল নেবে। ৫০ তারপর
মাটির পাত্রে স্রোতের পানির উপরে একটা পাখি জবাই করবে। ৫১ পরে ইমাম সেই এরস
কাঠ, এসোব, লাল রংয়ের সুতা ও জীবিত পাখিটি নিয়ে জবাই করা পাখির রক্তে ও
স্রোতের পানিতে ডুবিয়ে সাতবার ঘরটিতে ছিটিয়ে দেবে। ৫২ এভাবে সে পাখির রক্ত,
স্রোতের পানি, জীবিত পাখি, এরস কাঠ, এসোব ও লাল রংয়ের সুতা দিয়ে সেই ঘর পাক
-পবিত্র করবে। ৫৩ পরে ঐ জীবিত পাখিটিকে শহরের বাইরে মাঠের দিকে ছেড়ে দেবে
এবং ঘরটির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। এতে ঘরটি পাক-পবিত্র হবে।”

BACIB
International Bible
CHURCH

[৫৪] এই ব্যবস্থা হল সব রকম ছোঁয়াচে চর্মরোগ, চুলকানি রোগ, [৫৫] কাপড়ে ও ঘরে
লাগা ছাৎলা, [৫৬] ফুলে উঠা জায়গা, খোস-পাঁচড়া, চক্‌চকে দাগের।
[৫৭] এই সব দিক থেকে মানুষ বা কোন জিনিস কখন নাপাক ও কখন পাক-পবিত্র
হয়, তা জানতে পারা যায়। এই হল ছোয়াচে চর্মরোগ ও ছাৎলা সম্বন্ধে নিয়ম।

পাক-নাপাক বিষয়ক নানা নিয়ম

১৫ [১] মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, [২] "তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে এই কথা
বল, কোন লোকের পুরুষাঙ্গের যে কোন রকমের স্রাব নাপাক।
[৩] তার স্রাবের জন্য যে নাপাক অবস্থা হয় তার নিয়ম এই রকম: তার শরীর থেকে
সেটা সাধারণভাবে বেরিয়ে আসুক বা বন্ধ হোক্ তাতে কিছু আসে না। তা তাকে নাপাক
করবে। [৪] স্রাব হয়েছে এমন লোক যে বিছানায় শুবে তা নাপাক হবে ও যা কিছুর উপরে
বসবে তাও নাপাক হবে। [৫] যে কেউ তার বিছানা ছোঁবে, সে নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে
ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। [৬] সে যে জায়গায়
বসেছে সেখানে যদি কেউ বসে, তবে সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে
গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। [৭] যার স্রাব হচ্ছে যে কেউ তাকে ছোঁয়,
সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।
[৮] সেই লোকের থুথু যদি কোন পাক-পবিত্র লোকের শরীরে লাগে, তবে সে নিজের কাপড়
ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। [৯] যার স্রাব হচ্ছে
সে যে কোন গাড়ি-ঘোড়ার উপরে বসে, তা নাপাক হবে। [১০] যে কেউ তার শরীরের নিচে
থাকা কোন জিনিস ছোঁয়, তবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে এবং যে কেউ সেই জিনিস
তোলে, সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। [১১] যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে যদি নিজের হাত পানিতে না ধুয়ে অন্য
কাউকে ছোঁয়, তবে যাকে সে ছুঁয়েছে সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল
করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। [১২] যে লোকের স্রাব হচ্ছে সে যদি কোন মাটির
পাত্র ছোঁয়, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে ও যদি কাঠের পাত্র ছোয় তবে তা পানিতে ধুয়ে
নিতে হবে।
[১৩] "যখন কোন লোকের স্রাব থেমে যায়, তখন সে তার পাক-পবিত্রতার জন্য গুনে
গুনে সাত দিন অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে নেবে ও
স্রোতের পানিতে গোসল করবে। আর তখন সে পাক-পবিত্র হবে। [১৪] আট দিনের দিন
সে তার জন্য দু'টি ঘুঘু বা দু'টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
মাবুদের সামনে এসে সেগুলোকে ইমামের হাতে দেবে। [১৫] ইমাম সেই পাখিগুলোর
একটা পাপ-কোরবানীর জন্য ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে।
তার স্রাবের কারণে যে নাপাক অবস্থা হয়েছিল, ইমাম এভাবে মাবুদের সামনে তার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করবে।
[১৬] "যদি কোন পুরুষের বীর্যপাত হয়, তবে সে নিজের সারা শরীর পানিতে ধুয়ে
নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। [১৭] যে কোন কাপড়ের বা চামড়ার উপর বীর্য

লাগে, সেটা পানিতে ধুয়ে নিতে হবে এবং তা সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ১৮ যদি কোন
পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সংগে এক বিছানায় শোয় এবং বীর্যপাত হয়, তাহলে পুরুষ ও
স্ত্রীলোক দু'জনকেই পানিতে গোসল করতে হবে। আর তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে।
১৯ "মাসিক রক্তপাতের সময় কোন স্ত্রীলোক সাত দিন ধরে নাপাক থাকবে। এই
সময়ে যে কোন লোক তাকে ছোঁবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২০ এই সময়ের
মধ্যে সে যে বিছানায় শোবে, বা যার উপর বসবে তা নাপাক হবে। ২১ যে কেউ তার
বিছানা ছোঁবে, সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে ও গোসল করবে। সেও সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ২২ সেই স্ত্রীলোক যার উপর বসেছে তা যদি কেউ ছোঁয়, সে তার কাপড়
ধুয়ে ফেলবে ও পানিতে গোসল করবে। আর সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৩ তার
বিছানার বা বসবার জায়গার উপরে কোন কিছু থাকলে যে কেউ তা ছোঁয়, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ২৪ সেই স্ত্রীলোকের মাসিকের সময়ে যদি কোন পুরুষ লোক তার সংগে
শোয় ও তার রক্তস্রাব সেই পুরুষের শরীরে লাগে, তবে সে সাত দিন পর্যন্ত নাপাক
থাকবে। সে যে বিছানায় শোবে, তাও নাপাক হবে।
২৫ "মাসিকের সময় ছাড়া যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়, বা
মাসিকের পর যদি রক্তক্ষরণ হয় তবে সেই রক্তস্রাব যতদিন চলবে ততদিন সে মাসিকের
সময়ের মতই সে নাপাক থাকবে। ২৬ সেই রক্তস্রাবের সময় সে যে বিছানায় শোবে বা
যার উপর সে বসবে, মাসিকের সময়ের মতই তা নাপাক থাকবে। ২৭ যে কেউ সেই
বিছানা ও বসবার জায়গা ছোঁবে, সে নাপাক হবে। সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলে
গোসল করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২৮ সেই স্ত্রীর রক্তস্রাব বন্ধ হলে সে গুনে
গুনে সাত দিন অপেক্ষা করবে ও তারপর সে পাক-পবিত্র হবে। ২৯ পরে আট দিনের দিন
স্ত্রীলোকটি দু'টি ঘুঘু বা দু'টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর দরজার সামনে
ইমামের কাছে আসবে। ৩০ ইমাম সেই পাখিগুলোর একটা পাপ-কোরবানী ও অন্যটি
পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। এভাবে ইমাম তার জন্য মাবুদের সামনে
প্রায়শ্চিত্ত করবে।"
৩১ "তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে এমন জিনিস থেকে দূরে রাখবে যা তাদের নাপাক
করে তোলে। সুতরাং আমার আবাস-তাঁবু নাপাক করার জন্য তারা মারা পড়বে না।"
৩২ পুরুষাঙ্গের স্রাব, পুরুষের বীর্যপাত, ৩৩ এবং স্ত্রীলোকের মাসিকের স্রাব, পুরুষ ও
স্ত্রীলোকের যে কোন স্রাব এবং নাপাক স্ত্রীলোকের সংগে সহবাস করলে যেভাবে নাপাক
হয়– এই সব বিষয়ের জন্য এ হল নিয়ম।

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিনের ব্যবস্থা

১৬ ১ হারুনের দুই ছেলে মাবুদের কাছে উপস্থিত হয়ে মারা গেলে পর, মাবুদ
মূসার সংগে কথা বললেন। ২ মাবুদ মূসাকে এই কথা বললেন, "তুমি তোমার
ভাই হারুনকে বল, যেন সে মহা-পবিত্র স্থানে পর্দার ভিতরে যখন-তখন ঢুকে সাক্ষ্য-
সিন্দুকের উপরে থাকা পাপ-ঢাকনার সামনে না যায়। তা করলে সে মারা পড়বে। কারণ
আমি ঐ পাপ-ঢাকনার উপরে মেঘে প্রকাশিত হই।

৩ "এভাবে হারুন মহা-পবিত্র স্থানে ঢুকবে: হারুন পাপ-কোরবানীর জন্য একটা ষাঁড়
ও পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটা ভেড়া নিতে হবে। ৪ সে পানিতে তার শরীর ধুয়ে
নিয়ে এসব পোশাক পরবে: সে মসীনার পবিত্র পোশাক পরবে, মসীনার জাঙ্গিয়া পরবে,
মসীনার কোমর-বাঁধনি পরবে এবং মাথায় মসীনার পাগড়ী দিবে। এসব পবিত্র পোশাক।
৫ পরে সে বনি-ইসরাইলদের সমাজের কাছ থেকে পাপ-কোরবানী হিসেবে দু'টি ছাগল ও
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটা ভেড়া নেবে।

৬ হারুন নিজের জন্য পাপ-কোরবানীর ষাঁড় এনে তার নিজের ও বংশের জন্য
কোরবানী করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। ৭ পরে সেই দু'টি ছাগল নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে মাবুদের সামনে উপস্থিত করবে। ৮ পরে হারুন ঐ দু'টি ছাগলের বিষয়ে
গুলিবাঁট করবে। এর একটি মাবুদের জন্য ও অন্যটি আজাজিলের জন্য হবে।
৯ গুলিবাঁটের পর যে ছাগলটি মাবুদের জন্য হবে, হারুন সেটি নিয়ে পাপ-কোরবানী
হিসেবে কোরবানী করবে। ১০ কিন্তু গুলিবাঁটের পর যে ছাগলটি আজাজিলের জন্য বেছে
নেওয়া হবে, সেটিকে মাবুদের সামনে তাকে জীবিত উপস্থিত করতে হবে, যেন সেটি
প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

১১ "পরে হারুন পাপ-কোরবানীর ষাঁড় এনে তার নিজের ও তার বংশের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সেই বাছুরটিকে জবাই করবে। ১২ এর পর মাবুদের সামনে থাকা
কোরবানগাহ্‌র উপর থেকে জলন্ত কয়লা ধূপদানীতে ভরে নেবে ও এক মুঠো মিহি করা
সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পর্দার ভিতরে যাবে। ১৩ এর পর হারুন মাবুদের সামনে আগুনের উপরে
ধূপ দেবে। তাতে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে থাকা পাপ-ঢাকনাটি ধূপের ধোঁয়ার ঢেকে গেলে
সে মারা পড়বে না। ১৪ পরে সে ঐ বাছুরটির কিছু রক্ত নিয়ে পাপ-ঢাকনার সামনের
দিকের কিনারায় তা ছিটিয়ে দিবে। এভাবে পাপ-ঢাকনার সামনে ঐ রক্ত সাতবার ছিটিয়ে
দেবে।

১৫ "পরে সে লোকদের পাপ-কোরবানীর ছাগলটি জবাই করে তার রক্ত পর্দার
ভিতরে এনে বাছুরটির রক্ত যেমন ভাবে ছিটিয়ে দিয়েছিল, সেভাবে ছাগলটির রক্ত নিয়ে
ছিটিয়ে দেবে। পাপ-ঢাকনার উপরে ও পাপ-ঢাকনার সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। ১৬ বনি-
ইসরাইলরা যে পাপই করে থাকুক না কেন, তাদের সেই নাপাক কাজ এবং অবাধ্যতার
ফলে মহাপবিত্র স্থান যে নাপাক হয় তার জন্য হারুন এইভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করবে।
ইসরাইলদের নাপাক অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা জমায়েত-তাঁবুর জন্যও তাকে সেই
একই কাজ করতে হবে। ১৭ প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পবিত্র স্থানে ঢুকবার পর থেকে যে
পর্যন্ত সে বের না হয় এবং তার ও তার নিজের বংশের এবং সমস্ত ইসরাইল-সমাজের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত শেষ না করে, সেই পর্যন্ত জমায়েত-তাঁবুতে কোন মানুষ থাকবে না। ১৮ সে
বের হয়ে মাবুদের সামনে থাকা কোরবানগাহ্‌র কাছে গিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে
এবং সেই বাছুরটির কিছু রক্ত ও ছাগলের কিছু রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র চারদিকে
শিংগুলোর উপরে গালিয়ে দেবে। ১৯ সে রক্তের কিছুটা নিয়ে তার আঙ্গুল দিয়ে তার উপরে
সাতবার ছিটিয়ে দিয়ে তা পাক-পবিত্র করবে ও বনি-ইসরাইলদেরকে তাদের নাপাক

অবস্থা থেকে পবিত্র করবে।

২০ “এভাবে হারুন পবিত্র স্থানের, জমায়েত-তাঁবু ও কোরবানগাহ্‌র জন্য প্রায়শ্চিত্তের
কাজ শেষ করার পর সেই জীবিত ছাগলটি সামনে আনবে। ২১ পরে হারুন সেই জীবিত
ছাগলটির মাথায় তার দুই হাত রাখবে এবং বনি-ইসরাইলদের সব অপরাধ ও তাদের সব
অধর্ম, অর্থাৎ তাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করবে। এভাবে হারুন সেই সব পাপ সেই
ছাগলের মাথায় চাপিয়ে দেবে। পরে এই কাজের জন্য যে লোককে ঠিক করে রাখা
হয়েছে তার হাত দিয়ে সেটি মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেবে। ২২ তখন সেই লোকটি
ছাগলটিকে নিয়ে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আর সেই ছাগলটি তার উপর চাপিয়ে
দেওয়া সমস্ত পাপ কোন নির্জন জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে।

২৩ “এর পর হারুন জমায়েত-তাঁবুতে যাবে এবং পবিত্র স্থানে ঢুকবার সময়ে যে সব
মসীনার পোশাক পরেছিল তা খুলে সেই জায়গায় রাখবে। ২৪ পরে সে কোন পবিত্র
জায়গায় তার শরীর ধুয়ে ফেলে তার সাধারণ পোশাক পরে বাইরে আসবে। এর পর সে
নিজের পোড়ানো-কোরবানী ও লোকদের পোড়ানো-কোরবানী করে তার নিজের জন্য ও
লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। ২৫ এর পর সে পাপ-কোরবানীর চর্বি কোরবানগাহের
উপর পুড়িয়ে ফেলবে। ২৬ যে লোকটি ছাগলটিকে নিয়ে গিয়ে আজাজিলের জন্য ছেড়ে
দিয়েছিল, সে নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে গোসল করে ফেলবে। তারপর সে
তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকতে পারবে। ২৭ পাপ-কোরবানীর ষাঁড় ও পাপ-কোরবানীর ছাগল, যে
সব পশুর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মহাপবিত্র স্থানে আনা হয়েছিল, সেই সব পশুগুলোকে
লোকেরা তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের চামড়া, মাংস ও গোবর আগুনে পুড়িয়ে
দেবে। ২৮ যে লোকটি সেই সব পুড়িয়ে দেবে, সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে ও
গোসল করবে। তারপর সে তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকতে পারবে।

২৯ “তোমাদের জন্য এই নিয়মটি হবে একটি চিরকালের নিয়ম: বছরের সপ্তম
মাসের দশম দিনে তোমরা যে তোমাদের পাপের জন্য দুঃখিত তা প্রকাশ করার জন্য
কোন খাবার খাবে না। সেই দিন তোমরা ও তোমাদের মধ্যে বাসকারী কোন বিদেশী
কোন কাজ করবে না। ৩০ কারণ এই দিনে তোমাদের পাক-পবিত্র করার জন্য তোমাদের
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। ৩১ তোমাদের জন্য এই দিনটি হবে কাজ থেকে বিশ্রামের
দিন। এই দিনে তোমরা কোন খাবার খাবে না। তোমাদের জন্য এটা হবে একটা
চিরকালের নিয়ম। ৩২ যখন কোন ইমামকে তার বাবার জায়গায় কাজ করার জন্য
অভিষেক করা হবে, তখন সেই ইমামই এই প্রায়শ্চিত্তের কাজ করবে। তখন সে পবিত্র
মসীনার পোশাক পরবে।

৩৩ সে পবিত্র স্থানের জন্য, জমায়েত-তাঁবুর জন্য, কোরবানগাহ্‌র জন্য, ইমামদের
জন্য এবং সমাজের সব লোকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। ৩৪ “এই নিয়ম হবে তোমাদের
জন্য একটি চিরকালের নিয়ম: তোমরা এভাবে বছরে একবার বনি-ইসরাইলদের সব
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।”

মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারেই সব কিছু করা হল।

BACIB
International Bible
CHURCH

কোরবানী ও রক্ত সম্বন্ধে নিয়ম

১৭ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে এবং সমস্ত বনি-
ইসরাইলদেরকে বল, মাবুদ তাদেরকে এই আদেশ করেছেন: ৩ “যে কোন
ইসরাইলী তাঁবুগুলোর মধ্যে বা তাঁবুগুলোর বাইরে গরু, বা ভেড়া, বা ছাগল কোরবানী
দেয়, ৪ অথচ সেই পশুটি মাবুদের আবাস-তাঁবুর সামনে উপহার হিসাবে মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করতে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে আনে নি, তবে সেই লোকটিকে
রক্তপাতের জন্য দায়ী করা হবে। তাকে তার লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।
৫ এই নিয়ম এই কারণে দেওয়া হল যেন এখন বনি-ইসরাইলরা যেসব পশু খোলা মাঠে
কোরবানী করে, তা না করে যেন তারা তা মাবুদের কাছে নিয়ে আসে। তারা সেই পশু
মাবুদের উদ্দেশ্যে জমায়েত-তাঁবুর দরজায় ইমামের কাছে এনে মঙ্গল-কোরবানী হিসেবে
কোরবানী করবে। ৬ ইমাম জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের কোরবানগাহ্‌র উপরে
তাদের রক্ত ছিটিয়ে দেবে এবং মাবুদকে খুশি করার সুগন্ধি হিসাবে সেই পশুর চর্বি
পুড়িয়ে ফেলবে। ৭ এতে তারা ছাগল-দেবতাদের উদ্দেশে কোরবানী করে যে ব্যভিচার
করে আসছে, তা আর করবে না। বংশের পর বংশ ধরে তাদের জন্য এটা হবে একটা
চিরকালের নিয়ম।”

৮ “তাদেরকে বল, যে কোন ইসরাইলী বা তাদের মধ্যে বাস-করা অন্য জাতির
লোক যদি পোড়ানো-কোরবানী বা অন্য কোন কোরবানী করে, ৯ কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করার জন্য তা জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে না আনে, তবে তাকে তার
নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।”

রক্ত খাওয়া নিষেধ

১০ “যে কোন ইসরাইলী বা তাদের মধ্যে বাস-করা অন্য জাতির লোক যদি রক্ত
খায়, তবে আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। আমি তাকে তার লোকদের মধ্য
থেকে মুছে ফেলব। ১১ কারণ রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে। তোমাদের প্রাণের জন্য
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হিসাবে আমি তা কোরবানগাহ্‌র উপরে ঢেলে দেবার ব্যবস্থা করেছি।
রক্তে প্রাণ আছে বলেই তা জীবনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে। ১২ সেজন্য আমি বনি-
ইসরাইলদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ রক্ত খাবে না ও তোমাদের মধ্যে বাস-করা
অন্য জাতির লোকও রক্ত খাবে না।

১৩ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে কেউ বা তাদের মধ্যে বাস-করা অন্য জাতির লোক যদি
শিকার করতে গিয়ে খাওয়ার মত কোন পশু বা পাখি মারে, তবে সে তার রক্ত বের করে
মাটি দিয়ে ঢেকে দেবে।

১৪ কারণ প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই হল তার প্রাণ। তাই আমি বনি-ইসরাইলদেরকে
বলেছি, তোমরা কোন প্রাণীর রক্ত খাবে না, কারণ প্রত্যেক প্রাণীর রক্তই হল তার প্রাণ।
যে কেউ তা খাবে, তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।

১৫ “যদি কোন লোক সে ইসরাইলী হোক বা তোমাদের মধ্যে বাস-করা অন্য জাতির
লোকই হোক না কেন– তারা যদি কোন মরা পশুর, বা বুনো জন্তুতে ছিঁড়ে ফেলা কোন

BACIB
International Bible
CHURCH

পশুর মাংস খায়, তবে সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে, পানিতে গোসল করবে এবং
সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। তারপর সে পাক-পবিত্র হবে। ১৬ কিন্তু যদি সে কাপড়-
চোপড় না ধোয় ও গোসল না করে তবে তাকে তার জন্য দায়ী করা হবে।”

সহবাস সম্বন্ধে নিষেধ

১৮ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, তাদের জানিয়ে
দাও, আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ৩ তোমরা যেখানে বাস করতে, সেই
মিসর দেশের লোকেরা যা করে তোমরা তা করবে না এবং যে কেনান দেশে আমি
তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশের লোকেরা যা করে তা-ও তোমরা করবে না।
তোমরা সেই সব লোকদের চালচলন অনুসারে চলবে না। ৪ তোমরা আমার আইন-কানুন
মেনে চলবে এবং আমার দেওয়া নিয়ম যত্নের সংগে পালন করবে। আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌। ৫ তাই তোমরা আমার আইন-কানুন ও নিয়ম পালন করবে, কারণ যে
কেউ এসব পালন করবে, সে তার মধ্য দিয়েই বাঁচবে। আমি মাবুদ।

৬ “তোমরা কেউ কোন আত্মীয়ের সংগে সহবাস করার জন্য তার কাছে যাবে না;
আমি মাবুদ। ৭ তোমরা তোমাদের মায়ের সংগে সহবাস করে তোমার বাবাকে অসম্মান
করবে না। সে তোমার মা; তার সংগে সহবাস করবে না। ৮ তোমার সৎমায়ের সংগে
সহবাস করবে না। তাতে তোমার বাবার অসম্মান হয়। ৯ তোমার বোন– সে তোমার
বাবার মেয়ে হোক বা তোমার মায়ের মেয়ে হোক, সে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করুক বা অন্য
কোন জায়গায় জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার সংগে সহবাস করবে না। ১০ তোমার ছেলে
বা মেয়ের ঘরের নাতনীর সংগে সহবাস করবে না। কারণ তাতে তোমারই অসম্মান হয়।
১১ তোমার সৎবোনের সংগে সহবাস করবে না। সে তোমার বাবার মেয়ে, তোমার বোন।
১২ তোমার ফুফুর সংগে সহবাস করবে না, সে তোমার বাবার নিকট আত্মীয়। ১৩ তোমার
খালার সংগে সহবাস করবে না, সে তোমার মায়ের নিকট আত্মীয়। ১৪ তোমার চাচার
স্ত্রীর সংগে সহবাস করবে না, তাতে তোমার চাচার অসম্মান হয়। ১৫ তোমার ছেলের স্ত্রীর
সংগে সহবাস করবে না, সে তোমার ছেলের স্ত্রী, তার সংগে এরকম কোন সম্পর্ক তুমি
রাখবে না। ১৬ তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর সংগে সহবাস করবে না, তাতে তোমার ভাইয়ের
অসম্মান হয়। ১৭ একই সংগে কোন স্ত্রী ও তার মেয়ের সংগে সহবাসের সম্পর্ক রাখবে
না। সেই স্ত্রীলোকের ছেলে বা মেয়ের ঘরের নাতনীর সংগে সহবাস করবে না, কারণ
তারা সেই স্ত্রীলোকের নিকট আত্মীয়। এটা একটা নোংরা কাজ। ১৮ স্ত্রী বেঁচে থাকতে
স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে তার সতীন করবে না, এবং তার সংগে সহবাস করবে না।

১৯ “কোন স্ত্রীর মাসিক হলে পর তার নাপাক থাকবার সময়কালে তার সংগে সহবাস
করতে তার কাছে যাবে না। ২০ তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সংগে সহবাস করে
নিজেকে নাপাক করবে না।

২১ “তোমরা তোমাদের কোন ছেলেমেয়েকে মোলক দেবতার উদ্দেশে আগুনের
পুড়িয়ে উৎসর্গ করবে না। এই কাজ করে তোমরা অবশ্যই তোমাদের আল্লাহ্‌র নামকে
অপবিত্র করবে না। আমি মাবুদ।

BACIB
International Bible
CHURCH

২২ “স্ত্রীর মত করে কোন পুরুষের সংগে সহবাস করবে না। এটা একটা ঘৃণার
কাজ। ২৩ তোমরা কোন পশুর সংগে সহবাস করে নিজেকে নাপাক করবে না। কোন স্ত্রী
কোন পশুর সংগে সহবাস করার জন্য তার কাছে যাবে না। এই রকম সহবাস স্বাভাবিক
নিয়মের বিরুদ্ধে।

২৪ “তোমরা এ রকম কাজ করে নিজেদের নাপাক কোরো না। কারণ যে যে
জাতিকে আমি তোমাদের সামনে থেকে দূর করে দেব, তারা এ রকম কাজ করে নাপাক
হয়েছে। ২৫ এমন কি সেই দেশও নাপাক হয়ে গেছে। তাই সেই পাপের জন্য আমি
দেশকে শাস্তি দেব। সেই দেশ তার বাসিন্দাদেরকে বমি করে ফেলে দেবে। ২৬ সুতরাং
তোমরা অবশ্যই আমার আইন-কানুন ও নিয়ম মেনে চলবে। তোমাদের জাতির কিংবা
তোমাদের মধ্যে বাস-করা অন্য জাতির কোন লোক এই রকমের কোন জঘন্য কাজ
করবে না। ২৭ কারণ তোমাদের আগে যারা ঐ দেশে বাস করছিল তারা এসব কাজ করে
দেশটিকে নাপাক করেছিল। ২৮ সেই দেশ যেমন তোমাদের আগের সেই সব জাতিকে
বমি করে ফেলে দিয়েছে, তেমনি তোমরা যদি দেশকে নাপাক কর, তবে তোমাদেরকেও
বমি করে ফেলে দেবে।

২৯ “যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এই ধরনের কোন ঘৃণার কাজ করে, তবে তাকে তার
নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। ৩০ তাই তোমরা আমার আদেশ মেনে
চলবে। সেই দেশে গিয়ে তোমাদের আগের লোকদের চালচলন অনুসারে কোন কিছুই
তোমরা করবে না। তাদের মত কাজ করে তোমরা নিজেদের নাপাক করবে না। আমি
মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।”

নানারকম নিয়ম

১৯ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজকে বল,
তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্ পবিত্র।

৩ “তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের মা ও বাবাকে ভয় করবে এবং আমার সব বিশ্রামব-
ার পালন করবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্। ৪ তোমরা মূর্তিগুলোর পেছনে যাবে না,
ও তোমাদের জন্য ছাঁচে ঢালা দেবতা তৈরি করবে না। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

৫ “যখন তোমরা মাবুদের উদ্দেশে মঙ্গল-কোরবানী দাও, তখন তা এমন ভাবে দেবে
যেন মাবুদ তা গ্রহণ করেন। ৬ তোমাদের কোরবানীর দিনে ও তার পরের দিনের মধ্যেই
তা খেয়ে ফেলতে হবে। তৃতীয় দিন পর্যন্ত যদি কিছু থাকে, তবে তা আগুনে পুড়িয়ে
ফেলতে হবে। ৭ তৃতীয় দিনে যদি কেউ তার কিছু খায় তবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে, তা
আর গ্রহণ করা হবে না। ৮ যে তা খায়, তাকে তার অপরাধ বহন করতে হবে, কারণ সে
মাবুদের পবিত্র জিনিস অপবিত্র করেছে। তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে
ফেলা হবে।

৯ “তোমরা যখন নিজের নিজের জমির শস্য কাটো, তখন তুমি জমির কিনারায়
থাকা শস্য কাটবে না এবং তোমার ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্য কুড়াবে না। ১০ তোমরা
তোমাদের আংগুর-ক্ষেতের পড়ে থাকা আংগুর ফল দ্বিতীয়বার তুলতে যাবে না এবং

সেগুলো কুড়িয়ে আনবে না। তুমি দুঃখী ও বিদেশীদের জন্য তা ফেলে রাখবে। আমি
মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

১১ “তোমরা চুরি করবে না। মিথ্যা কথা বলবে না এবং কাউকে ঠকাবে না।
১২ আমার নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করবে না। এতে আল্লাহ্‌র নামের পবিত্র নষ্ট করা হয়।
আমি মাবুদ।

১৩ “তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর সংগে ছলনা করবে না বা তার জিনিস লুট করবে
না। একজন মজুরের দিনের পাওনা দিনেই দিয়ে দেবে। সকাল পর্যন্ত তা আট্‌কে রাখবে
না। ১৪ কানে শুনতে পায় না এমন লোককে তোমরা অভিশাপ দিও না, বা অন্ধ লোকের
সামনে এমন কিছু রাখবে না যাতে সে উছোট খেতে পারে, কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্‌কে
ভয় করে চলবে। আমি মাবুদ।

১৫ “অন্যায় বিচার কোরো না। তোমরা গরীবের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না, বা কোন
ধনীর পক্ষ নেবে না, কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়বিচার করবে।

১৬ তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে কারও নিন্দা করে বেড়ায়ো না। এমন কোন
কাজ কোরো না যাতে তোমার প্রতিবেশীর জীবনে বিপদ নেমে আসতে পারে। আমি
মাবুদ।

১৭ “তোমরা তোমাদের মনে ভাইয়ের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পুষে রাখবে না। তোমরা
খোলাখুলি ভাবেই প্রতিবেশীর অন্যায়ের দোষ দেখিয়ে দেবে যাতে তোমরা তার দোষের
ভাগী না হও। ১৮ তোমরা তোমাদের কোন লোকের উপরে প্রতিশোধ নেবে না, বা হিংসা
করবে না, বরং তোমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। আমি মাবুদ।

১৯ “তোমরা আমার সব নিয়ম পালন করবে। তোমরা এক জাতের পশুকে অন্য
জাতের পশুর সংগে সহবাস করাবে না। তোমার এক ক্ষেতে দু’রকম বীজ বুনবে না, এবং
দুই জাতের মিশানো সুতা দিয়ে বোনা কাপড় পরবে না।

২০ “এমন কোন বাঁদী যার অন্যের সংগে বিয়ে ঠিক করা হয়েছে, অথচ টাকা দিয়ে
ছাড়িয়ে নেওয়া হয় নি, কিংবা মুক্তি দেওয়া হয় নি, তার সংগে যদি কেউ সহবাস করে
তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। তাদের মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া হবে না, কারণ মেয়েটিকে
মুক্ত করা হয় নি। ২১ সেই পুরুষটি জমায়েত-তাঁবুর দরজায় মাবুদের উদ্দেশে নিজের দোষ
-কোরবানীর জন্য ভেড়া নিয়ে আসবে; ২২ ইমাম মাবুদের সামনে সেই দোষ-কোরবানীর
ভেড়া দিয়ে সে যে পাপ করেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। তাতে তার পাপ ক্ষমা করা
হবে।

২৩ “তোমরা যখন দেশে গিয়ে কোন গাছ লাগাও তবে তার ফল খাওয়া চলবে ন।
তিন বছর পর্যন্ত সেই ফল খাওয়া তোমাদের জন্য নিষেধ থাকবে।

২৪ পরে চতুর্থ বছরে তার সব ফল পবিত্র হবে এবং তা মাবুদের প্রশংসার জন্য
উৎসর্গ করতে হবে। ২৫ পঞ্চম বছরে তোমরা তার ফল খেতে পারবে। তাতে তোমাদের
গাছে প্রচুর ফল হবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

২৬ “তোমরা রক্ত সুদ্ধ কোন মাংস খাবে না; যাদুবিদ্যা বা গণকের বিদ্যা ব্যবহার

BACIB
International Bible
CHURCH

কোরো না। ২৭ মাথার দু'পাশের চুল গোল করে কেটো না বা দাড়ির আগা ছাঁটবে না।
২৮ মৃত লোকের জন্য শোক করতে গিয়ে নিজের দেহে কাটা ছেঁড়া করবে না। শরীরের
কোন জায়গায় উল্‌কি-চিহ্ন দিয়ো না; আমি মাবুদ।

২৯ "নিজের মেয়েকে বেশ্যা হতে দিয়ে তাকে নিচে নামাবে না। তা করলে দেশে
বেশ্যাগিরি বেড়ে যাবে এবং দেশ দুষ্টতায় ভরে যাবে। ৩০ তোমরা আমার সব বিশ্রামবার
পালন কোরো এবং আমার আবাস-তাঁবুর প্রতি সম্মান দেখাবে। আমি মাবুদ।

৩১ "যারা ভূতের মাধ্যম হয় কিংবা যারা আত্মার সংগে যোগাযোগ রাখে, তাদের
কাছে যাবে না। তারা তোমাদের নাপাক করে তুলবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

৩২ "যারা বয়স্ক লোক তারা কাছে আসলে পর উঠে দাঁড়াবে এবং তাদের সম্মান
দেখাবে। তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌কে সম্মান দেখাবে। আমি মাবুদ।

৩৩ "তোমাদের দেশে বাস করা কোন বিদেশীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করবে না।
৩৪ তোমাদের কাছে তোমাদের নিজের জাতির লোক যেমন, তোমাদের মধ্যে বাস-করা
বিদেশী লোকও তেমনি হবে। তুমি তাকে নিজের মত করে ভালবাসবে। কারণ মিসর
দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

৩৫ "তোমরা কোন কিছুর লম্বা, ওজন, বা পরিমাণ মাপতে কোন অন্যায় করবে না।
৩৬ তোমরা ন্যায্য দাঁড়িপাল্লা, ন্যায্য বাটখারা, সঠিক মাপের ঝুড়ি ও সঠিক মাপের পাত্র
রাখবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্, যিনি মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে
এনেছেন। ৩৭ তোমরা আমার সব আইন-কানুন ও নিয়ম মেনে চলবে ও তা পালন
করবে। আমি মাবুদ।"

পবিত্রতা ভাঙ্গবার শাস্তি

২০ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যে কোন
ইসরাইল বা তাদের মধ্যে বাস-করা কোন বিদেশী যদি মোলক দেবতার
উদ্দেশে তাদের কোন ছেলেমেয়েকে কোরবানী করে, তবে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলতে
হবে। দেশের লোকেরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।

৩ আমিও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব, ও তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য
থেকে তাকে ছেঁটে ফেলব। কারণ মোলক দেবতার উদ্দেশে নিজের ছেলেমেয়েকে
কোরবানী করাতে সে আমার পবিত্র জায়গা ও আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করেছে। ৪ যদি
কেউ তার কোন ছেলেমেয়েকে মোলক দেবতার উদ্দেশে কোরবানী করে, সেই সময় যদি
দেশের লোকেরা তা দেখেও না দেখে, ও তাকে হত্যা না করে, ৫ তবে আমি তার ও তার
পরিবারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। আমি তাকে ও যারা তার পেছনে গিয়ে মোলক
দেবতার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়, তাদের সকলকে তাদের লোকদের মধ্য থেকে
ছেঁটে ফেলব।

৬ "ভূতের মাধ্যম হয় বা মৃত লোকের আত্মার সংগে যোগাযোগ রাখে এমন লোকের
পিছনে গিয়ে যদি কেউ নিজেকে বিকিয়ে দেয়, আমি তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব
ও তার লোকদের মধ্য থেকে তাকে ছেঁটে ফেলব। ৭ তোমরা নিজেদের আমার উদ্দেশ্যে

BACIB
International Bible
CHURCH

আলাদা কর ও পবিত্র হও; কারণ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। ৮ তোমরা আমার নিয়ম
পালন করবে ও তা মেনে চলবে। আমিই মাবুদ, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন।
৯ "যে কেউ তার বাবাকে বা মাকে অভিশাপ দেয়, তাকে মেরে ফেলতে হবে। বাবা-
মাকে অভিশাপ দিয়েছে বলে সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে।
১০ "যদি কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের স্ত্রীর সংগে অর্থাৎ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর
সংগে ব্যভিচার করে, তাহলে সেই পুরুষ এবং মহিলা দু'জনেই ব্যভিচারের দোষে দোষী
হবে। সেই পুরুষ এবং মহিলা দু'জনকে মেরে ফেলতে হবে। ১১ যে লোক তার বাবার
কোন স্ত্রীর সংগে সহবাস করে, তবে সে তার বাবার অসম্মান করে। তাদের দু'জনকেই
মেরে ফেলতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে। ১২ যদি কেউ
নিজের ছেলের স্ত্রীর সংগে সহবাস করে, তবে তাদের দু'জনকেই মেরে ফেলতে হবে।
এটা একটা খারাপ কাজ। তাদের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।
১৩ স্ত্রীলোকের সংগে সহবাস করার মত করে যদি কোন পুরুষ পুরুষের সংগে সহবাস
করে, তবে তারা দু'জনেই একটা ঘৃণার কাজ করে। তাদের দু'জনকেই মেরে ফেলতে
হবে। তারা নিজেরাই তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে।
১৪ যদি কোন লোক কোন মেয়েকে এবং তার মাকেও বিয়ে করে, তবে সে একটা
খারাপ কাজ করে। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। তাকে ও তাদের দু'জনকেই
পুড়িয়ে দিতে হবে, যেন তোমাদের মধ্যে এমন খারাপ কাজ না হয়। ১৫ যদি কোন লোক
কোন পশুর সংগে সহবাস করে, তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে; এবং তোমরা সেই
পশুকেও মেরে ফেলবে। ১৬ যদি কোন স্ত্রী লোক পশুর সংগে সহবাস করে, তবে সেই
স্ত্রীলোক ও সেই পশুকে মেরে ফেলতে হবে। তাদের অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে; তারা
তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।
১৭ "যদি কেউ তার বোন, তার সৎ মা বা সৎ বাবার মেয়েকে বিয়ে করে তার সংগে
সহবাস করে, তবে সেটা হবে একটা লজ্জার কাজ। তাদেরকে লোকদের চোখের সামনেই
মেরে ফেলতে হবে। সে তার বোনের অসম্মান করার জন্য তাকে দায়ী করা হবে।
১৮ মাসিক হয়েছে এমন কোন স্ত্রীলোকের সংগে যদি কেউ সহবাস করার জন্য তার সংগে
শোয়, তবে তাদের দু'জনকেই রক্তস্রাবের নিয়ম রক্ষা করেনি বলে নিজেদের লোকদের
মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। ১৯ আপন খালার বা ফুফুর সংগে সহবাস করবে না। তা
করলে তোমার নিকট আত্মীয়ার অসম্মান করা হয়। এর জন্য তাদের দু'জনকেই দায়ী
করা হবে। ২০ যদি কেউ তার চাচী বা জেঠির সংগে সহবাস করে, তাতে তার চাচার
অসম্মান করা হয়। এর জন্য তাদের দু'জনকেই দায়ী করা হবে। তারা সন্তানহীন অবস্থায়
মারা যাবে। ২১ যদি কেউ আপন ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে একটা নাপাক কাজ
করে। এরকম কাজ করে সে তার ভাইকে অসম্মান করে এবং তাদের কোন সন্তান হবে
না।
২২ "তোমরা আমার সব নিয়ম ও আমার সব আইন-কানুন অনুসারে চলবে ও তা
পালন করবে। তাতে আমি তোমাদের বাস করার জন্য যে দেশে নিয়ে যাচ্ছি, সেই দেশ

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদেরকে বমি করে ফেলে দেবে না। ২৩ আমি তোমাদের সামনে থেকে যে
জাতিদেরকে দূর করে দিতে যাচ্ছি, তাদের চালচলন অনুসারে চলবে না। কারণ তারা ঐ
সব কাজ করতো, এজন্য আমি তাদেরকে ঘৃণা করি। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছি,
তোমরা তাদের দেশ দখল করবে। আমি তোমাদের সম্পত্তি হিসেবে সেই দেশ দেব।
সেই দেশে দুধ আর মধুর কোন অভাব নেই। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। আমি অন্য
সব জাতি থেকে তোমাদেরকে আলাদা করেছি। ২৫ সেজন্য তোমরা কোন্‌টি পাক পশু ও
কোন্‌টি নাপাক পশু এবং কোন্‌টি পাক পাখি ও কোন্‌টি নাপাক পাখি তা চিনে নিতে
হবে। আমি যে যে পশু, পাখি ও মাটিতে হেঁটে বেড়ানো প্রাণীকে নাপাক বলে তোমাদের
থেকে আলাদা করেছি, সেগুলোর কোনটা দিয়েই তোমরা নিজেদের অপবিত্র করে
তোলবে না। ২৬ তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হবে, কারণ আমি মাবুদ, আমি পবিত্র।
আমি তোমাদেরকে অন্য সব জাতি থেকে আলাদা করেছি, যেন তোমরা আমারই হও।

২৭ “যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ভূতের মাধ্যম হয় ও মৃত লোকের আত্মার সংগে
যোগাযোগ রাখে তাদের অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। লোকেরা তাদেরকে পাথর ছুড়ে
মেরে ফেলবে। তাদের মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ী থাকবে।”

ইমামদের পবিত্রতা

২১ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি হারুনের ছেলে ইমামদেরকে বল, আত্মীয়-
স্বজনের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার জন্য তাদের অপবিত্র হওয়া চলবে না।
২ তবে কেবল একেবারে কাছের লোকজন, অর্থাৎ তার মা-বাবা, বা ছেলেমেয়ে, বা ভাই
মারা গেলে নিজেকে অপবিত্র করতে পারবে। ৩ এছাড়া তার যে বোনের বিয়ে হয় নি,
এমন বোন মারা গেলে সে নিজেকে অপবিত্র করতে পারবে। ৪ স্ত্রীর দিক থেকে কোন
আত্মীয়ের জন্য নিজেকে পবিত্র অবস্থা থেকে অপবিত্র অবস্থায় নামিয়ে আনা যাবে না,
এবং নিজেকে অপবিত্র করা চলবে না।

৫ “ইমামদের মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ির আগা ছাঁটা বা শরীরের কোন জায়গা ক্ষত
করা চলবে না। ৬ তারা তাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র হবে ও তার আল্লাহ্‌র নাম
অপবিত্র করবে না; কারণ তারা মাবুদের আগুনে-দেওয়া উপহার অর্থাৎ তাদের আল্লাহ্‌র
খাবার, কোরবানী করে। তাই তাদের পবিত্র থাকতে হবে। ৭ তারা বেশ্যা বা নষ্ট হওয়া
স্ত্রীকে বিয়ে করবে না এবং কোন স্বামীর তালাক দেওয়া স্ত্রীকেও বিয়ে করবে না, কারণ
ইমাম তার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র। ৮ তোমরা তাদেরকে পবিত্র রাখবে; কারণ তারা
তোমাদের আল্লাহ্‌র খাবার কোরবানী করে। তোমরা তাদেরকে পবিত্র বলে মনে করবে;
কারণ মাবুদ আমি পবিত্র– আমিই তোমাদের পবিত্র করি। ৯ কোন ইমামের মেয়ে যদি
ব্যভিচার করে নিজেকে অপবিত্র করে, তবে সে তার বাবাকে অসম্মান করে। সেই
মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।

১০ “মহা-ইমাম, ভাইদের মধ্যে যার মাথায় অভিষেক তেল ঢালা হয়েছে, যে লোক
অভিষেক দ্বারা পবিত্র পোশাক পরার অধিকারী হয়েছে, সে তার মাথা কামাবে না ও তার
পোশাক ছিঁড়বে না। ১১ সে কোন লাশের কাছে যাবে না, তার বাবার বা তার মায়ের

BACIB
International Bible
CHURCH

জন্যও সে নিজেকে অপবিত্র করবে না। ১২ সে পবিত্র জায়গা থেকে বাইরে যাবে না এবং
তার আল্লাহ্‌র পবিত্র জায়গা অপবিত্র করবে না, কারণ তার আল্লাহ্‌র অভিষেক তেল দিয়ে
তাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমি মাবুদ। ১৩ সে কেবল কুমারী মেয়েকেই বিয়ে করতে
পারবে। ১৪ বিধবা, বা স্বামীর তালাক দেওয়া, বেশ্যার কাজ করে যে নিজেকে নষ্ট করেছে
এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না। সে তার নিজের লোকদের মধ্যে এক জন কুমারী
মেয়েকে বিয়ে করবে। ১৫ সে নিজের লোকদের মধ্যে নিজের বংশ অপবিত্র করবে না,
কারণ আমি মাবুদ, আমিই তাকে পবিত্র করি।”

১৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ “তুমি হারুনকে বল, বংশের পর বংশ ধরে তোমার
বংশের মধ্যে যার শরীরে খুঁত থাকে, সে তার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে খাবার উৎসর্গ করতে
কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে না। ১৮ যে লোকের খুঁত আছে, সে কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে
না– অন্ধ, বা খঞ্জ, বা খাঁদা, বা অস্বাভাবিক ভাবে লম্বা, ১৯ বা পা ভাঙ্গা, বা হাত ভাঙ্গা,
২০ বা কুঁজো, বা খাটো, বা ছানিপড়া, বা শ্বেতিরোগী, বা খোস-পাঁচড়া আছে, বা অণ্ডকোষ
নষ্ট– ২১ ইমাম হারুনের বংশে এমন কোন খুঁত যার আছে, সে মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-
দেওয়া উপহার কোরবানী করতে কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে না। তার খুঁত আছে বলে সে
তার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে খাবার উৎসর্গ করতে কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে না। ২২ সে
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে উৎসর্গ করা খাবারের মধ্যে পবিত্র এবং মহাপবিত্র সব খাবারই খেতে
পারবে, ২৩ কিন্তু তার খুঁত আছে বলে সে পর্দার কাছে ও কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে না,
যাতে আমার পবিত্র জায়গা অপবিত্র না হয়। আমি মাবুদ, আমিই ইমামদের পবিত্র
করি।”

২৪ মূসা হারুনকে, তাঁর ছেলেদেরকে ও সব বনি-ইসরাইলদেরকে এই কথা
বললেন।”

ইমামদের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন

২২ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি হারুন ও তার ছেলেদেরকে বল, আমার
উদ্দেশে বনি-ইসরাইলরা যে সব কোরবানী করে, তা যেন তারা সম্মানের চোখে
দেখে। তারা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করবে না। আমি মাবুদ। ৩ তুমি তাদেরকে বল,
বংশের পর বংশ ধরে যদি তোমাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ নাপাক অবস্থায় পবিত্র
কোরবানীর জিনিসের কাছে, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলরা মাবুদের উদ্দেশে যা কিছু পবিত্র
করেছে তার কাছে যায়, তবে সেই লোককে অবশ্যই আমার সামনে থেকে ছেঁটে ফেলা
হবে। আমি মাবুদ। ৪ হারুন বংশের যদি কারো ছোঁয়াছে চর্মরোগ বা প্রমেহ রোগ হয়,
তবে সে পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোরবানী দেওয়া কোন পবিত্র জিনিস খাবে না।
৫ যদি সে বুকে-হাঁটা কোন নাপাক প্রাণীকে ছোঁয় যা তাকে নাপাক করে, বা এমন কোন
লোককে ছোঁয় যাকে ছোঁয়ার ফলে সে নাপাক হয়, যেভাবেই নাপাক হোক না কেন,
৬ সেই লোক সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। সে পানিতে গোসল না করা পর্যন্ত কোরবানী
করা কোন পবিত্র জিনিস খাবে না। ৭ সূর্য ডুবে যাবার পর সে পাক-পবিত্র হবে, এর পর
সে কোরবানী করা পবিত্র জিনিস খেতে পারবে। কারণ ওগুলোই তার খাবার। ৮ মরে

পড়ে থাকা কোন প্রাণী বা বুনো জন্তুতে ছিঁড়ে ফেলা কোন পশুর মাংস ইমাম খাবে না।
আমি মাবুদ।

৯ "ইমামদেরকে যে সব প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করার জন্য বলেছি, তা তাদের
পালন করতে হবে যেন তারা দোষী না হয়, এবং নাপাক অবস্থায় কাজ করার ফলে মারা
না পড়ে। আমি মাবুদই তাদের পবিত্র করেছি।

১০ "ইমামের পরিবারের বাইরের কোন লোক কোরবানী দেওয়া পবিত্র জিনিস খেতে
পারবে না। ইমামের কোন মেহমান বা বেতন দিয়ে রাখা কোন কাজের লোক তা খেতে
পারবে না। ১১ কিন্তু কোন ইমাম যদি টাকা দিয়ে কিনে কোন গোলাম রাখে বা তার
বাড়িতে জন্মেছে এমন কোন গোলাম তা খেতে পারবে। ১২ ইমামের কোন মেয়ে যদি
কোন ইমামকে বিয়ে না করে অন্য বংশের কোন লোককে বিয়ে করে, তবে সে কোরবানী
দেওয়া কোন পবিত্র জিনিস খেতে পারবে না। ১৩ কিন্তু ইমামের কোন মেয়ে যদি বিধবা
হয়ে থাকে বা স্বামী তালাক দিয়ে থাকে, আর তার যদি কোন সন্তান না থাকে, এবং সে
যেখানে তার ছোটবেলা কাটিয়েছে সেই বাবার বাড়িতে ফিরে আসে, তবে সে বাবার
খাবারের অংশ পাবে। কিন্তু ইমাম পরিবারের বাইরের কোন লোক তা খেতে পারবে না।
১৪ যদি কেউ ভুল করে কোরবানী দেওয়া পবিত্র জিনিস খেয়ে ফেলে, তবে সেই লোক
অবশ্যই সেই পরিমাণ খাবারের দাম ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইমামকে দেবে। এছাড়া, তাকে
সেই দামের উপর আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম বেশি দিতে হবে। ১৫ বনি-
ইসরাইলরা মাবুদের উদ্দেশ্যে যে সব পবিত্র কোরবানী দেয়, ইমামকে অবশ্যই সেই সব
পবিত্র জিনিসের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।

১৬ "ইমামরা সেই কোরবানীর পবিত্র জিনিস অন্যদের খেতে দিয়ে তা অপবিত্র করবে
না। সে এই রকম কাজ করে সেই লোকদের দোষী করে ক্ষতিপূরণের দায়ে ফেলবে না।
আমি মাবুদ তাদের পবিত্র করি।"

যে সব কোরবানী গ্রহণযোগ্য নয়

১৭ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ "তুমি হারুন, তার ছেলেদের ও সমস্ত বনি-
ইসরাইলদেরকে বল, তোমাদের মধ্যে যে কেউ– সে ইসরাইলী হোক, বা ইসরাইলের
মধ্যে বাস করা অন্য কোন লোক হোক– যে কেউ মাবুদের উদ্দেশ্যে তার উপহার
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য নিয়ে আসে, তা সে মানতের কোরবানী হোক, বা নিজের
ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানী হোক, ১৯ তবে সেটা হতে হবে একটা নিখুঁত ষাঁড়, ভেড়া কিংবা
ছাগল। তা হলে তা তোমাদের পক্ষে গ্রহণ করা হবে। ২০ খুঁত আছে এমন কোন কিছু
তোমরা কোরবানীর জন্য আনবে না, কারণ তা তোমাদের পক্ষে গ্রহণ করা হবে না।

২১ "কোন লোক যদি মানত পূরণ করার জন্য বা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানীর
জন্য গরু ও ছাগল-ভেড়ার পাল থেকে মঙ্গল-কোরবানী দেয়, তবে গ্রাহ্য হবার জন্য সেই
পশু নিখুঁত হতে হবে। তাতে কোন খুঁত থাকবে না। ২২ এমন কোন পশু যেটি কানা কিংবা
হাড় ভাংগা কিংবা পঙ্গু কিংবা পুঁজ-পড়া ঘা আছে কিংবা চুলকানি রোগ কিংবা খোস-
পাঁচড়া আছে সেরকম কোন পশু তোমরা মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করবে না। তোমরা

BACIB
International Bible
CHURCH

এরকম পশু মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার হিসেবে কোরবানগাহ্‌র উপরে
উঠাবে না। ২৩ যে সব গরু বা ভেড়ার শরীরের কোন অংশ অস্বাভাবিক ভাবে বড় বা ছোট
হলে তা তোমরা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া উপহার হিসেবে কোরবানী দিতে পার, কিন্তু
মানতের জন্য তা গ্রহণ করা হবে না। ২৪ যদি কোন পশুর অণ্ডকোষ থেঁৎলে বা পিষে বা
ছিঁড়ে বা কেটে গিয়ে থাকে, তবে সেই রকম পশু মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দিবে না।
তোমাদের নিজেদের দেশে গিয়েও তোমরা এরকম করবে না। ২৫ কোন বিদেশীর হাত
থেকেও এই রকম পশু নিয়ে আল্লাহ্‌র খাবার হিসাবে কোরবানী করবে না। সেই সব
তোমাদের পক্ষে গ্রহণ করা হবে না, কারণ তাদের শরীরে দোষ ও খুঁত আছে।"

২৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৭ "গরু, বা ভেড়া, বা ছাগল জন্ম নেবার পর সাত দিন
পর্যন্ত মায়ের সংগে থাকবে। পরে আট দিনের দিন থেকে সেগুলো মাবুদের উদ্দেশে
আগুনে-দেওয়া কোরবানীর জন্য গ্রহণ করা হবে। ২৮ কোন গাভী বা ভেড়ী ও সেগুলোর
বাচ্চাকে একই দিনে জবাই করবে না। ২৯ যদি তোমরা মাবুদের উদ্দেশে ধন্যবাদের
কোরবানী দাও, তবে তা এমন ভাবে দিতে হবে যাতে তোমাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা
হয়। ৩০ সেই দিনেই তোমাদের কোরবানীর মাংস খেয়ে ফেলতে হবে। সকাল পর্যন্ত তার
কোন কিছু তোমরা রেখে দেবে না। আমি মাবুদ।

৩১ "তোমরা আমার সব আদেশ মেনে চলবে, ও তা পালন করবে। আমি মাবুদ।
৩২ তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করবে না। বনি-ইসরাইলরা আমাকে অবশ্যই
পবিত্র বলে মান্য করবে। আমি মাবুদ তোমাদের পবিত্র করি। ৩৩ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌
হবার জন্য মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছি। আমি মাবুদ।"

ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের বিষয়ে নিয়ম

২৩ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, এগুলো হল
আমার বেছে নেওয়া কতগুলো উৎসব, মাবুদের বেছে নেওয়া কতগুলো উৎসব,
যে উৎসবগুলোকে তোমরা পবিত্র সভা বলে ঘোষণা করবে।

৩ তোমরা সপ্তার ছয় দিন কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটা হবে একটি বিশ্রামবার,
একটি পবিত্র সভার দিন। এই দিনে তোমরা কোন কাজ করবে না। তোমরা যেখানেই
বাস কর না কেন এই দিনটি হবে মাবুদের উদ্দেশে একটি বিশ্রামবার।"

৪ এগুলো হল প্রভুর সব বেছে নেওয়া উৎসব, অর্থাৎ এ সব দিনে পবিত্র সভা হবে।
তোমরা এ সব উৎসব বেছে নেওয়া সময়ে ঘোষণা করবে।

৫ প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রভুর উদ্ধার-উৎসব শুরু হবে। ৬ সেই
মাসের পনেরো দিনের দিন প্রভুর উৎসবের খামিহীন রুটির উৎসব শুরু হবে। তোমরা
অবশ্যই সাত দিন ধরে খামিহীন রুটি খাবে। ৭ প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হবে।
এই দিন তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। ৮ কিন্তু সাত দিন ধরে তোমরা
মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার নিয়ে আসবে। সপ্তম দিনে তোমাদের পবিত্র
সভা হবে। সেই দিন তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।"

BACIB | International Bible CHURCH

প্রথমে কাটা ফসলের উৎসব

৯ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১০ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে যে
দেশ দেব, সেই দেশে গিয়ে তোমরা যখন তোমাদের ফলানো শস্য কাটবে, তখন
তোমাদের প্রথমে কাটা শস্যের একটা আঁটি ইমামের কাছে নিয়ে আসবে। ১১ সে ঐ আঁটি
নিয়ে মাবুদের সামনে দোলাবে। তখন তা তোমাদের পক্ষে গ্রহণ করা হবে। ইমামকে
বিশ্রামবারের পরের দিন তা দোলাতে হবে। ১২ যেদিন তোমরা ঐ আঁটি দোলাবে, সেই
দিন মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছর বয়সের একটা নিখুঁত ভেড়ার
বাচ্চা কোরবানী দেবে। ১৩ এই কোরবানীর সংগে শস্য-উৎসর্গ হিসাবে তিন কেজি ছ'শো
গ্রাম তেল মিশানো মিহি ময়দা দেবে। এগুলো মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার,
যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। এর সংগে ঢালন-উৎসর্গ হিসাবে এক লিটার আংগুর-রস
দিতে হবে। ১৪ তোমরা যে পর্যন্ত তোমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এই উপহার না আন,
ততদিন পর্যন্ত রুটি বা ভাজা শস্য বা তাজা শীষ খাবে না। তোমরা যেখানেই বাস কর না
কেন বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে তোমাদের জন্য একটি চিরকালের নিয়ম।

সাত সপ্তাহের উৎসব

১৫ "বিশ্রামবারের পরদিন থেকে, যেদিন তোমরা দোলন-উৎসর্গ হিসাবে শস্যের আঁটি
আনবে, সেই দিন থেকে তোমরা পুরো সাতটা বিশ্রামবার গণনা করবে। ১৬ এভাবে সপ্তম
বিশ্রামবারের পরদিন পর্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিন গুনে মাবুদের উদ্দেশে নতুন শস্য উৎসর্গ
করবে। ১৭ তোমরা যেখানেই বাস কর না কেন, সেখান থেকে সাড়ে তিন কেজি মিহি
ময়দার তৈরি দু'খানি রুটি আনবে এবং তা খামি মিশিয়ে তৈরি করবে। প্রথমে কাটা
ফসলের সেই রুটি মাবুদের উদ্দেশে দোলন-উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করবে। ১৮ তোমরা
সেই রুটির সংগে এক বছরের নিখুঁত সাতটা ভেড়ার বাচ্চা, একটা ষাঁড় ও দু'টি ভেড়া
কোরবানী দেবে। সেই পশুগুলো মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী
দেবে। এর সংগে থাকবে নিয়মিত শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ। এগুলো সবই আগুনে-
দেওয়া কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ১৯ এর পরে তোমরা পাপ-কোরবানীর
জন্য একটা ছাগলের বাচ্চা ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য এক বছরের দু'টি ভেড়ার বাচ্চা
কোরবানী দেবে। ২০ ইমাম দোলন-উৎসর্গ হিসাবে দু'টি ভেড়া মাবুদের সামনে দোলাবে।
এর সংগে সে প্রথমে কাটা ফসলের রুটিও দোলাবে। এগুলো মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র
কোরবানীর জিনিস, যা ইমামের পাওনা হবে। ২১ সেই দিনেই তোমরা একটা পবিত্র সভা
ঘোষণা করবে এবং তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। তোমরা যেখানেই বাস কর
না কেন বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে তোমাদের জন্য একটা চিরকালের নিয়ম।

২২ "যখন তোমরা তোমাদের জমির শস্য কাটবে, তখন তোমরা জমির কিনারার
শস্য কাটবে না, ও শস্য কাটবার পরে সেখানে পড়ে থাকা শস্য কুড়িয়ে নেবে না।
সেগুলো দুঃখী ও বিদেশীদের জন্য রেখে যাবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।"

শিংগার আওয়াজের উৎসব

২৩ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৪ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, বছরের সপ্তম মাসে,
সেই মাসের প্রথম দিনটা তোমরা বিশ্রামদিন বলে পালন করবে। তখন তোমরা শিংগা
বাজিয়ে দিনটাকে স্মরণ করবে এবং একটা পবিত্র সভা করবে। ২৫ সেই দিন তোমরা
কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না, কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার কোরবানী
দেবে।"

প্রায়শ্চিত্তের দিন

২৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৭ "বছরের সপ্তম মাসের দশম দিন হবে প্রায়শ্চিত্ত করার
দিন। সেদিন তোমাদের একটি পবিত্র সভা হবে ও তোমরা নিজের নিজের প্রাণকে দুঃখ
দেবে এবং মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার কোরবানী দেবে। ২৮ সেই দিন
তোমরা কোন কাজ করবে না, কারণ সেই দিন প্রায়শ্চিত্তের দিন। এই দিনে তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ২৯ সেই দিন যে কেউ তার
প্রাণকে দুঃখ না দেবে, তাকে তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে।
৩০ সেই দিন যদি কেউ কোন কাজ করে, তবে আমি তাকে তার লোকদের মধ্য থেকে
ধ্বংস করে ফেলব। ৩১ তোমরা সেই দিন কোন কাজ করবে না। তোমরা যেখানেই বাস
কর না কেন, বংশের পর বংশ ধরে এটা হল তোমাদের জন্য একটা চিরকালের নিয়ম।
৩২ সেই দিন তোমাদের জন্য একটি বিশেষ বিশ্রামবার হবে। সেই দিন তোমরা নিজের
নিজের প্রাণকে দুঃখ দেবে। মাসের নবম দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে পরের দিন
সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা এই বিশ্রামবার পালন করবে।"

কুঁড়ে ঘরের উৎসব

৩৩ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৪ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, ঐ সপ্তম মাসের
পনেরো দিনের দিন কুঁড়ে ঘরের উৎসবের দিন শুরু হবে। মাবুদের উদ্দেশ্যে এই উৎসব
সাত দিন ধরে চলবে। ৩৫ প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হবে। সেই দিন তোমরা
কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। ৩৬ এই সাত দিনের প্রত্যেক দিন তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার কোরবানী দেবে। পরে অষ্টম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা
হবে, এবং তোমরা মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার কোরবানী করবে। এটি
উৎসবের শেষ সভা। তোমরা সেই দিন কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।

৩৭ "এগুলো হল প্রভুর বেছে নেওয়া উৎসব। এই সময়ে তোমরা পবিত্র সভা করবে,
আর মাবুদের উদ্দেশ্যে আগুনে-দেওয়া কোরবানী দেবে। এই কোরবানীগুলোর মধ্যে
থাকবে পোড়ানো-কোরবানী, শস্য-উৎসর্গ এবং পশু-কোরবানী ও ঢালন-উৎসর্গ। এই সব
কোরবানী যে সব দিনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সেই দিনেই তোমাদের তা করতে
হবে। ৩৮ মাবুদের বিশ্রামবারের কোরবানী, মাবুদকে দেওয়া অন্যান্য সমস্ত দান, মানত
এবং নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানী থেকে এই কোরবানীগুলো ভিন্ন।

৩৯ "সুতরাং বছরের সপ্তম মাসের পনেরো দিনের দিন জমি থেকে ফসল কাটার পর
তোমরা সাত দিন ধরে মাবুদের উদ্দেশে উৎসব পালন করবে। এই সাত দিনের প্রথম দিন

BACIB | International Bible CHURCH

বিশ্রামের দিন হবে ও অষ্টম দিনও বিশ্রামের দিন হবে। ৪০ প্রথম দিনে তোমরা গাছের
সবচেয়ে ভাল ফল, খেজুর পাতা, পাতা ভরা গাছের ডাল এবং নদীর পারে থাকা বাইসী
গাছের ডাল নিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে সাত দিন ধরে আনন্দ করবে।
৪১ তোমরা প্রত্যেক বছর সাত দিন ধরে মাবুদের উদ্দেশে এই উৎসব পালন করবে।
বংশের পর বংশ ধরে তোমরা একটা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তা পালন করবে। সপ্তম
মাসে তোমরা এই উৎসব পালন করবে। ৪২ তোমরা সাত দিন ধরে কুঁড়ে ঘরে বাস
করবে। বনি-ইসরাইলদের মধ্যে জন্ম নেওয়া সমস্ত লোক এই কুঁড়ে ঘরে বাস করবে।
৪৩ এতে তোমাদের বংশধরেরা জানতে পারবে যে, আমি বনি-ইসরাইলদেরকে মিসর দেশ
থেকে বের করে এনে কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়েছিলাম। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।”
৪৪ সুতরাং মূসা গিয়ে মাবুদের দেওয়া এসব উৎসবের কথাগুলোর বিষয়ে বনি-
ইসরাইলদের জানালেন।

বাতিদানের বাতি

২৪

১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে এই আদেশ দাও;
তারা আলোর জন্য তোমার কাছে ছেঁচা জলপাইয়ের খাঁটি তেল নিয়ে আসবে।
সেই তেল দিয়ে সব সময় বাতি জ্বালানো থাকবে। ৩ হারুন জমায়েত-তাঁবুতে সাক্ষ্য-
সিন্দুকের পর্দার বাইরে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মাবুদের সামনে নিয়মিত ভাবে তা
সাজিয়ে রাখবে। বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে একটা চিরকালের নিয়ম। ৪ সে খাঁটি
সোনার বাতিদানের উপরে মাবুদের সামনে নিয়মিত ভাবে ঐ বাতিগুলো সাজিয়ে রাখবে।

পবিত্র রুটি

৫ “তুমি মিহি ময়দা নিয়ে বারোখানি রুটি তৈরি করবে। প্রত্যেকটি রুটির জন্য তিন
কেজি ছ’শো গ্রাম ময়দা নেবে। ৬ পরে তুমি একেক সারিতে ছয়টি করে, এভাবে দুইটি
সারি করে মাবুদের সামনে খাঁটি সোনার টেবিলের উপর তা রাখবে। ৭ প্রত্যেকটি রুটির
সারির কাছে খাঁটি লোবান রাখবে, যা রুটির পরিবর্তে মনে রাখার চিহ্ন হিসেবে মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া উপহার হবে। ৮ বনি-ইসরাইলদের পক্ষে ইমাম নিয়মিত ভাবে
প্রত্যেক বিশ্রামবারে মাবুদের সামনে তা সাজিয়ে রাখবে। তাদের এই কাজটি হবে একটি
চিরকালের নিয়ম। ৯ এই রুটি হারুন ও তার ছেলেদের পাওনা হবে। তারা কোন পবিত্র
জায়গায় তা খাবে, কারণ মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানীর মধ্যে তা
মহাপবিত্র জিনিস। এটি হবে তাদের সব সময়কার পাওনা।”

বাজে উদ্দেশ্যে মাবুদের নাম নেওয়ার শাস্তি

১০ একজন ইসরাইলী স্ত্রীলোকের একটি ছেলে ছিল, যার বাবা ছিল একজন
মিসরীয়। সেই ছেলে ইসরাইলের লোকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে গেল। এমন সময়
তাঁবুগুলোর মধ্যে তার সংগে একজন ইসরাইল লোকের মারামারি বেধে গেল। ১১ তখন
সেই ইসরাইলী স্ত্রীলোকের ছেলে বাজে উদ্দেশ্যে মাবুদের নাম নিয়ে অভিশাপ দিল।
তাতে লোকেরা তাকে মূসার কাছে নিয়ে গেল। তার মায়ের নাম শালোমীৎ, সে দান-
বংশের দিব্রির মেয়ে।

BACIB
International Bible
CHURCH

১২ লোকেরা ছেলেটিকে আটক করে মাবুদের স্পষ্ট আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

১৩ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৪ “যে লোকটি মাবুদের নামের নিন্দা করেছিল তুমি তাকে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে যাও। পরে যারা তাকে মাবুদের নামের নিন্দা করতে শুনেছে, তারা সকলে তার মাথায় হাত রাখুক। এরপর সমস্ত সমাজ পাথর ছুড়ে তাকে মেরে ফেলুক। ১৫ তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যে কেউ মাবুদের নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়, তবে তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে। ১৬ যে কেউ মাবুদের নামের নিন্দা করে, তাকে হত্যা করতেই হবে। সমস্ত সমাজ মিলে পাথর ছুড়ে তাকে মেরে ফেলবে। তোমাদের মধ্যে বাস করা কোন বিদেশী লোক হোক বা ইসরাইলী লোকই হোক না কেন, যে কেউ সেই নামের নিন্দা করবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

১৭ “যে কেউ কোন মানুষকে খুন করে তাকেও হত্যা করতে হবে। ১৮ কোন লোক যদি কারো পশু হত্যা করে তবে একটা পশুর বদলে আরেকটা দিয়ে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ১৯ যদি কেউ তার প্রতিবেশীর শরীরে কোন জখম করে, তবে তার প্রতিও তেমনি করা হবে। ২০ হাড় ভাঙ্গবার বদলে হাড় ভাঙ্গা, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। একজন মানুষ অন্য মানুষকে যেরকম আঘাত করে, তাকেও ঠিক সেই রকম আঘাত করতে হবে। ২১ যদি কোন লোক একটি পশু মেরে ফেলে তাহলে সেই লোককে অবশ্যই সেই পশুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু যদি কোন লোক অন্য কোন লোককে মেরে ফেলে, তাহলে তাকেও অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। ২২ তোমাদের দেশে বাস করা বিদেশীদের জন্য এবং তোমাদের নিজের দেশের লোকদের জন্য একই রকম নিয়ম থাকবে। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।”

২৩ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদেরকে এই সব কথা জানালেন। তাতে তারা যে লোকটি আল্লাহ্‌র নামের নিন্দা করেছিল, তাকে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল। মূসাকে মাবুদ যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, বনি-ইসরাইলরা তা-ই করলো।

বিশ্রাম বছরের নিয়ম

২৫ ১ মাবুদ সিনাই পাহাড়ে মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে যে দেশ দেব, তোমরা সেই দেশে ঢুকলে পর সেই দেশের জমি যেন মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রাম ভোগ করে। ৩ তোমরা ছয় বছর ধরে তোমাদের জমিতে বীজ বুনবে। ছয় বছর ধরে তোমরা জমির আংগুর ক্ষেতের ডালগুলো ছেঁটে দেবে ও তার ফসল তুলে আনবে। ৪ কিন্তু সপ্তম বছর জমিগুলোকে বিশ্রাম দিতে হবে, তা মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামের সময় হবে। সেই সময় তোমরা তোমাদের জমিতে বীজ বুনবে না ও তোমাদের আংগুর ক্ষেতের ডালগুলো ছাঁটবে না। ৫ জমিতে এমনিই যে শস্যের গাছ জন্মাবে তার ফসল তোমরা কাটবে না, এবং যে আংগুর গাছের ডাল তোমরা ছাঁট নি, তাতে যে ফল ধরবে তা-ও তুলবে না। জমিকে এক বছরের জন্য বিশ্রাম দিতে হবে। ৬ জমির এই বিশ্রাম ভোগ করা তোমাদের খাবারের জোগানের জন্যই হবে। জমিতে এমনিই যে সব শস্য হবে তা তোমাদের, তোমাদের গোলাম ও বাঁদীর, তোমাদের কাজের

লোকের ও তোমাদের দেশে বসবাসকারী বিদেশীদের, ৭ তোমাদের পশুপাল ও তোমাদের
দেশের বুনো পশুদের খাবারের জন্য হবে।

জুবিলী বছরের নিয়ম

৮ “তোমাদের সাতটা বিশ্রাম বছর পর পর গুণে যেতে হবে। এভাবে সাতটা বিশ্রাম
বছর পার হয়ে গেলে মোট ঊনপঞ্চাশ বছর হবে। ৯ তার পরের বছরের সপ্তম মাসের
দশম দিন হবে তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের দিন। সেই দিন তোমরা দেশের সমস্ত জায়গায়
শিংগা বাজাবে। ১০ তোমরা পঞ্চাশতম বছরটিকে পবিত্র করবে, এবং দেশের সমস্ত
জায়গায় ও সেই সব জায়গায় বসবাসকারীদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করবে। এই বছরটিকে
বলা হবে জুবিলী বছর। এই সময়ে তোমাদের প্রত্যেক লোক তাদের পরিবারের সম্পত্তি
ফিরে পাবে এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজের বংশের কাছে ফিরে যাবে। ১১ তোমাদের
জন্য পঞ্চাশতম বছরটি হবে জুবিলী বছর। এই বছর তোমরা কোন বীজ বুনবে না। এই
সময় নিজে থেকেই জমিতে যা জন্মায় সেই শস্য কেটে আনবে না, কিংবা অযত্নে আংগুর
গাছে যে ফল জন্মেছে তা তুলে আনবে না। ১২ কারণ এটা হল জুবিলী বছর, এবং তা
তোমাদের জন্য পবিত্র। তোমরা জমি থেকে এমনি যা পাবে তা-ই তোমরা খাবে।

১৩ “ঐ জুবিলী বছরে তোমাদের প্রত্যেক লোক তাদের পরিবারের সম্পত্তিতে ফিরে
যাবে। ১৪ যদি তোমরা নিজের জাতির লোকদের কাছে তোমাদের জমি বিক্রি কর, বা
তাদের কাছ থেকে কোন জমি কিন, তবে তোমরা কোন অন্যায় করবে না। ১৫ তোমরা
জুবিলীর পরে বছরের সংখ্যা গুনে তার কাছ থেকে সম্পত্তি কিনবে এবং তোমাদের
দেশের যে লোক সেই সম্পত্তি বিক্রি করবে তাকেও গুনে দেখতে হবে জুবিলী বছর
আসবার আগে কত বছর পর্যন্ত সেই জমি থেকে ফসল তোলা যাবে। ১৬ বছরের সংখ্যা
বেশি হলে তোমরা জমির দাম বাড়াবে ও বছরের সংখ্যা কম হলে সেটির দাম কমাবে;
কারণ জমি থেকে কতবার ফসল তোলা যাবে সেই সংখ্যাটাই তোমরা বিক্রি করছো।
১৭ তোমরা একে অন্যের প্রতি অন্যায় করবে না, কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করবে।
আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌।

১৮ “তোমরা আমার নিয়মগুলো অনুসরণ করবে, এবং আমার সব আইন-কানুন
মেনে চলবে। তাহলে তোমরা দেশে নিরাপদে বাস করতে পারবে। ১৯ তখন তোমরা জমি
থেকে যে শস্যের ফলন পাবে, তাতে পেট ভরে খেতে পাবে এবং সেখানে নিরাপদে বাস
করতে পারবে। ২০ কিন্তু তোমরা হয়তো বলবে, ‘যদি আমরা বীজ না বুনি অথবা
আমাদের ফসল না কাটি তাহলে সপ্তম বছরে খাব কি?’ ২১ তবে আমি ষষ্ঠ বছরে
তোমাদেরকে এমনভাবে দোয়া করবো যে, তাতে যে ফসল পাবে তাতে তোমাদের তিন
বছর চলে যাবে। ২২ অষ্টম বছরে বীজ বোনার সময়ও তোমাদের পুরানো শস্য শেষ হবে
না। নবম বছরে ফসল না তোলা পর্যন্ত তোমরা পুরানো শস্য থেকেই খেতে পাবে।

২৩ “জমি চিরকালের জন্য বিক্রি করা চলবে না, কারণ জমি আমার। তোমরা আমার
সামনে এই দেশে বিদেশীর মত আছ, যাদেরকে সেই দেশে কেবল বাস করতে দেওয়া
হয়েছে। ২৪ দেশের সমস্ত জায়গা যা তোমরা অধিকার হিসাবে পেয়েছ, সেখানে বিক্রি

হওয়া জমি যেন আবার ছাড়িয়ে নেওয়া যায় তার সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে।
২৫ "তোমাদের দেশের কোন লোক যদি গরীব হয়ে তার পরিবারের সম্পত্তির কিছু
অংশ বিক্রি করে দেয়, তবে তার সবচেয়ে কাছের আত্মীয় বিক্রি হওয়া সেই জমি ছাড়িয়ে
নেবে। ২৬ যদি তার কাছের কোন আত্মীয় না থাকে জমি ছাড়িয়ে নেবার জন্য, তবে সে
তার অবস্থার উন্নতি করে তা ছাড়িয়ে নিতে পারবে। ২৭ তবে সে তার বিক্রি করবার বছর
গণনা করে সেই অনুসারে বাকী বছরের দাম যে লোক সেই জমি কিনে নিয়েছিল তাকে
ফিরিয়ে দেবে। এভাবে সে তার নিজের সম্পত্তিতে ফিরে যেতে পারবে। ২৮ কিন্তু যদি সে
তার জমি ফিরিয়ে নিতে না পারে তবে সেই বিক্রি করা জমি জুবিলী বছর পর্যন্ত যে লোক
তা কিনে নিয়েছিল তার হাতে থাকবে। জুবিলী বছরে সেই জমি আগের মালিকের কাছে
ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তখন সে তার জমিতে ফিরে যেতে পারবে।
২৯ "যদি কোন লোক দেওয়াল-ঘেরা শহরের মধ্যে কোন বাড়ি বিক্রি করে, তাহলে
সেটি বিক্রির পর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেটা ছাড়িয়ে নেওয়ার অধিকার তার
থাকবে। এই সময়ের মধ্যে সে তা ছাড়িয়ে নিতে পারবে। ৩০ কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার
আগে বিক্রি করা বাড়িটি ছাড়িয়ে না নেয়, তাহলে দেওয়াল-ঘেরা শহরের বাড়িটি যে
কিনেছিল, তা তার এবং তার বংশধরদের অধিকারে থেকে যাবে। বাড়িটি জুবিলীর
সময়ও প্রথম মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে না। ৩১ কিন্তু যে সব গ্রাম দেওয়াল-ঘেরা
নয়, সেই সব বাড়ি খোলা জায়গা-জমি বলে ধরে নিতে হবে। সেই সব বাড়ি ছাড়িয়ে
নেওয়া যাবে এবং জুবিলী বছরে তা আবার আগের মালিকের কাছে ফেরত যাবে।
৩২ কিন্তু লেবীয়দের সমস্ত শহরে তাদের অধিকারে থাকা সব বাড়ি ছাড়িয়ে নেবার অধিক-
ার লেবীয়দের সব সময়ই থাকবে। ৩৩ লেবীয়দের সম্পত্তি সব সময়ই ছাড়িয়ে নেওয়া
যাবে– মানে, যদি কোন লোক লেবীয়দের কাছ থেকে বাড়ি কেনে, তবে জুবিলী বছরে
লেবীয়দের শহরের সেই বাড়ি আবার লেবীয় বংশধরদের কাছে ফিরে আসবে। কারণ বনি
-ইসরাইলদের মধ্যে লেবীয়দের শহরের বাড়িগুলো লেবীয় বংশের পরিবারের সম্পত্তি।
৩৪ কিন্তু তাদের শহরের চারপাশের পশু চরাবার খোলা মাঠ তাদের বিক্রি করা চলবে না।
এগুলো তাদের চিরকালের সম্পত্তি।
৩৫ "যদি কোন ইসরাইলী লোক গরীব অবস্থায় পড়ে, ও তোমাদের মধ্যে বাস করার
জন্য নিজের খাওয়া-পরার খরচ জোগাড় করতে না পারে, তবে তোমরা তাকে সাহায্য
করবে, যেমন তোমরা কোন বিদেশীর প্রতি করে থাক, বা অল্প সময়ের জন্য বাস করতে
আসা কোন লোকের প্রতি করে থাক। তোমরা তোমাদের ইসরাইলী ভাইকে সাহায্য
করবে, যেন সে তোমাদের মধ্যে বাস করতে পারে। ৩৬ তোমরা তার কাছ থেকে কোন
রকম সুদ নিতে পারবে না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, যাতে তোমাদের দেশের
লোকটি তোমাদের মধ্যে বাস করতে পারে। ৩৭ তোমরা টাকা ধার দিলে তার কাছ থেকে
কোন সুদ নিতে পারবে না, বা লাভের জন্য কোন খাবার তার কাছে বিক্রি করবে না।
৩৮ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদেরকে কেনান দেশ দেবার জন্য ও
তোমাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।

৩৯ “কোন একজন ইসরাইলী ভাই যদি গরীব অবস্থায় পড়ে, এবং সে তোমাদের
কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, তবে তোমরা তাকে অন্য গোলামের মত পরিশ্রমের কাজ
করাবে না। ৪০ তোমরা কাজ করাবার জন্য যেমন একজনকে বেতন দিয়ে রাখ, তেমনি
তার সংগে ব্যবহার করবে, বা অল্প সময়ের জন্য আসা কোন লোকের সংগে যেমন
ব্যবহার কর তেমনি তার সংগে ব্যবহার করবে। সে জুবিলী বছর পর্যন্ত তোমাদের কাজ
করবে। ৪১ তারপর সে ও তার ছেলেমেয়েরা তোমার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের বংশের
কাছে ফিরে যাবে ও তার পরিবারের সম্পত্তিতে ফিরে যাবে। ৪২ কারণ ইসরাইলরা আমার
গোলাম; আমি তাদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছি। তাদেরকে গোলামের মত
করে বিক্রি করা যাবে না। ৪৩ তোমরা তাদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে না, কিন্তু
তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।

৪৪ “তোমাদের জন্য গোলাম ও বাঁদী তোমাদের দেশের চারদিকের জাতিগুলোর মধ্য
থেকে আসবে। তোমরা তাদেরই গোলাম ও বাঁদী হিসাবে কিনে নিতে পারবে। ৪৫ যারা
অল্প সময়ের জন্য তোমাদের মধ্যে বাস করতে আসে তাদেরকে এবং তাদের বংশের যারা
তোমাদের দেশে জন্মেছে তাদের মধ্য থেকেও কাউকে গোলাম-বাঁদী হিসাবে কিনতে
পার। তারা তোমাদের নিজের সম্পত্তি হতে পারে। ৪৬ তোমরা সেই গোলাম-বাঁদীদের
তোমাদের বংশধরদেরকে সম্পত্তি হিসাবে দিতে পার। তারা চিরকালের জন্য তোমাদের
গোলাম হবে। কিন্তু তোমাদের ইসরাইলী ভাইদের প্রতি তোমরা নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে
না।

৪৭ “যদি তোমাদের মধ্যে বাস করা কোন বিদেশী বা অল্প সময়ের জন্য বাস করতে
আসা কোন লোক ধনী হয়ে ওঠে, আর তোমাদের কোন ইসরাইলী ভাই গরীব হয়ে গিয়ে
তার কাছে বা তার বংশের কারো কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, ৪৮ তবে সে বিক্রি
হবার পরে আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। তার কোন আত্মীয় তাকে ছাড়িয়ে
নিতে পারবে। ৪৯ তার চাচা বা চাচার ছেলে তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে, বা তার বংশের
কোন লোক যার সংগে তার রক্তের সম্পর্ক আছে, সে-ও তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে।
এছাড়া, যদি সে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে, তবে সে নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে
নিতে পারবে। ৫০ সে নিজেকে বিক্রি করার সময়ের বছরগুলো থেকে পরের জুবিলী বছর
পর্যন্ত সে ও তার মালিক বছর গুণে দেখবে। সেই কয় বছর একজন মজুরের যা পাওনা
হবে সেই হিসাবে তার মুক্তির দাম ঠিক করতে হবে। ৫১ যদি জুবিলী বছর ফিরে আসার
আগে আরও অনেক বছর থেকে থাকে, তবে যে দামে সে নিজেকে বিক্রি করেছিল সেই
দামের একটা বড় অংশ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য তাকে দিতে হবে। ৫২ যদি জুবিলী
বছর ফিরে আসার অল্প কয়েক বছর বাকী থাকে, তবে সে হিসাব করে সেই অনুসারে
টাকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। ৫৩ বছর হিসাবে রাখা মজুরের মত করে তার সংগে
ব্যবহার করতে হবে। তোমাদের দেখতে হবে যাতে তার মালিক তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার
না করে। ৫৪ যদি এর কোন ভাবেই সেই লোকটিকে কেউ ছাড়িয়ে নেওয়া না হয়,
তাহলেও জুবিলী বছরে সে এবং তার ছেলেমেয়েরা মুক্ত হয়ে যাবে। ৫৫ কারণ বনি-

ইসরাইলরা কেবল আমারই গোলাম; তারা আমার গোলাম, যাদেরকে আমি মিসর দেশ
থেকে বের করে এনেছি। আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

বাধ্যতার পুরস্কার

২৬ [১] "তোমরা তোমাদের জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না। কোন খোদাই-করা
মূর্তি কিংবা পবিত্র পাথর স্থাপন করবে না। সেজ্‌দা করার জন্য তোমরা
তোমাদের দেশে কোন পাথরে খোদাই করা কোন মূর্তি রাখবে না। আমি মাবুদ তোমাদের
আল্লাহ্। [২] তোমরা আমার সব বিশ্রামবার পালন করবে, ও আমার পবিত্র স্থানের প্রতি
সম্মান দেখাবে। আমি মাবুদ।

[৩] "যদি তোমরা আমার সব নিয়ম পালন কর, এবং আমার আদেশগুলো যত্নের
সংগে মেনে চল, [৪] তবে সময়মত আমি তোমাদেরকে বৃষ্টি পাঠিয়ে দেব। তাতে জমিতে
ফসল হবে, এবং জমির গাছগুলোতে ফল জন্মাবে। [৫] তোমাদের আংগুর ফল তুলবার
সময় না আসা পর্যন্ত তোমাদের শস্য মাড়াই চলতে থাকবে, এবং বীজ বুনবার সময় না
আসা পর্যন্ত তোমাদের আংগুর তুলবার কাজ চলতে থাকবে। তোমরা তখন যা খেতে
চাইবে তা-ই খেতে পাবে এবং দেশের মধ্যে নিরাপদে বাস করবে।

[৬] "তখন আমি দেশে শান্তি দান করবো, এবং তোমরা ঘুমালে পর কেউ
তোমাদেরকে ভয় দেখাবে না। আমি তোমাদের দেশ থেকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার দূর
করে দেব। তোমাদের দেশে কোন সৈন্য তলোয়ার নিয়ে হামলা করতে আসবে না।
[৭] তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে তাড়া করবে, এবং তারা তোমাদের সামনেই
তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। [৮] তোমাদের পাঁচ জন তাদের একশো জনকে তাড়িয়ে
দেবে, এবং তোমাদের একশো জন তাদের দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে।
তোমাদের শত্রুরা তোমাদের সামনেই তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। [৯] আমি
তোমাদের দয়ার চোখে দেখবো, এবং তোমাদের বংশবৃদ্ধি করে তোমাদের লোকসংখ্যা
বাড়িয়ে দেব। আমি তোমাদের সংগে আমার করা চুক্তি রক্ষা করবো। [১০] নতুন শস্য
রাখবার জন্য গোলাঘর খালি করবার সময়েও তোমরা আগের বছরের জমা করা শস্য
থেকেই খেতে থাকবে। [১১] আমি তোমাদের মধ্যে আমার আবাস-তাঁবু রাখবো, এবং আমি
তোমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবো না। [১২] আমি তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করবো ও
তোমাদের আল্লাহ্ হবো, এবং তোমরা আমার লোক হবে। [১৩] আমি মাবুদ তোমাদের
আল্লাহ্। আমিই মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছি, যাতে তোমাদের আর
মিসরীয়দের গোলাম হয়ে থাকতে না হয়। আমি তোমাদের কাঁধের জোয়াল ভেঙ্গে
দিয়েছি, এবং তোমাদের মাথা উঁচু করে হাঁটবার শক্তি দিয়েছি।

অবাধ্যতার শাস্তি

[১৪] "কিন্তু যদি তোমরা আমার কথা না শোন, এবং আমার এই সব আদেশ পালন না
কর; [১৫] যদি আমার নিয়মগুলো অগ্রাহ্য কর, ও আমার সব আইন-কানুন ঘৃণার চোখে
দেখ, আর এভাবে তোমরা আমার আদেশ পালন না করে আমার সংগে করা চুক্তি ভঙ্গ
কর, [১৬] তবে আমিও তোমাদের প্রতি এই রকম করবো– আমি তোমাদের উপর হঠাৎ ভয়

নিয়ে আসবো, দেহ ক্ষয়-করা রোগ এবং জ্বর নিয়ে আসব। এই সব রোগ তোমাদের
দেখবার শক্তি ধ্বংস করে দেবে এবং তোমাদের গায়ের শক্তি কমিয়ে দেবে। তখন
তোমরা বীজ বুনলেও কোন কাজে আসবে না, কারণ তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ফসল
খেয়ে ফেলবে। ১৭ আমি তোমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব। তাতে তোমরা
তোমাদের শত্রুদের কাছে যুদ্ধে হেরে যাবে। যারা তোমাদেরকে হিংসা করে, তারা
তোমাদের শাসন করবে। কেউ তোমাদেরকে না তাড়ালেও তোমরা পালিয়ে যাবে।

১৮ "যদি তোমরা এতেও আমার কথায় কান না দাও, তবে আমি তোমাদের পাপের
জন্য তোমাদেরকে সাত গুণ বেশি শাস্তি দেব। ১৯ আমি তোমাদের জেদী অহংকার চুরমার
করে দেব, ও তোমাদের উপরকার আকাশ লোহার মত আর পায়ের তলার মাটি পিতলের
মত শক্ত করে দেব। ২০ তোমাদের পরিশ্রম করা সবই বিফলে যাবে, কারণ তোমাদের
জমি কোন শস্য দেবে না, এবং তোমাদের গাছগুলোতে ফল ধরবে না।

২১ "তবুও যদি তোমরা আমার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পুষে রাখ, এবং আমার কথা
শুনতে অগ্রাহ্য কর, তবে তোমাদের পাপের পাওনা শাস্তি আমি সাতগুণ বাড়িয়ে দেব।
২২ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে বুনো জন্তুদের পাঠিয়ে দেব। সেই জন্তুরা তোমাদের
ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নেবে, তোমাদের পশুপাল ধ্বংস করবে, ও তোমাদের লোকসংখ্যা
অনেক কমিয়ে দেবে। এতে তোমাদের রাস্তাঘাটগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে।

২৩ "এত সব কিছুর পরও, তোমরা যদি আমার শাসন মেনে না নাও, আর আমার
বিরুদ্ধে চলতেই থাক, ২৪ তবে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে চলবো, তোমাদের পাপের
শাস্তি আরও শাতগুণ বাড়িয়ে দেব। ২৫ আমার সংগে করা চুক্তি ভাংবার শাস্তি দিতে
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ডেকে আনবো। শত্রু দেখে যখন তোমরা শহরগুলোর মধ্যে
ঢুকবে, তখন সেখানে আমি মহামারী পাঠিয়ে দেব, এবং তোমাদেরকে শত্রুদের হাতে
তুলে দেওয়া হবে। ২৬ আমি যখন তোমাদের খাবারের যোগান বন্ধ করে দেব, তখন
একটি মাত্র চুলায় দশ জন স্ত্রীলোক তাদের রুটি সেঁকবে। তারা তোমাদের মেপে মেপে
খেতে দেবে। তোমরা খাবে কিন্তু তোমাদের পেট ভরবে না।

২৭ "এই সবের পরেও যদি তোমরা আমার কথায় কথা না শোন, আর আমার
বিরুদ্ধে চলতেই থাক, ২৮ তবে আমি সত্যিই তোমাদের উপর ভীষণ রেগে গিয়ে
তোমাদের বিরুদ্ধে যাব, এবং আমি নিজে তোমাদের পাপের জন্য সাতগুণ শাস্তি দেব।
২৯ তোমরা তোমাদের ছেলেদের মাংস খাবে, এবং তোমাদের মেয়েদের মাংস খাবে।
৩০ আমি তোমাদের সব পূজার উঁচু জায়গাগুলো ধ্বংস করে দেব। আমি তোমাদের ধূপ
জ্বালানোর জায়গাগুলো কেটে ফেলবো, এবং তোমাদের ঘৃণার চোখে দেখবো। ৩১ আমি
তোমাদের সব শহরগুলো ধ্বংস করবো, এবং তোমাদের পবিত্র স্থানগুলো ছারখার করে
দেব। আমি তোমাদের কোরবানীর সুগন্ধ গ্রহণ করবো না। ৩২ আমি তোমাদের দেশ
ছারখার করে দেব, যেন যেসব শত্রুরা সেখানে বাস করে তারাও তা দেখে অবাক হয়ে
যায়। ৩৩ আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব, ও তোমাদের
পিছনে আমার তলোয়ার তাড়া করবে। তোমাদের দেশের সমস্ত জায়গা ধ্বংসস্তূপ হবে, ও

BACIB International Bible CHURCH

তোমাদের শহরগুলো ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকবে।
[৩৪] "তোমাদের তখন শত্রুদের দেশে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সময় তোমাদের দেশ ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে, এবং সমস্ত সময় ধরে দেশটা বিশ্রাম-বছর ভোগ করবে। সত্যি, সেই সময়ে দেশটা বিশ্রাম পাবে ও তার বিশ্রাম-বছরগুলো ভোগ করবে।
[৩৫] সমস্ত সময় ধরে দেশটি ধ্বংসস্থান হয়ে পড়ে থাকবে। তখন দেশটি বিশ্রাম ভোগ করবে। তোমরা নিজেরা যখন দেশে বাস করতে, তখন তোমাদের জমিগুলো বিশ্রাম-বছরগুলোতেও বিশ্রাম পায় নি। তাই দেশটি যখন ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে তখন বিশ্রাম ভোগ করবে।
[৩৬] তোমাদের মধ্যে যারা শত্রুদের দেশে বেঁচে থাকবে, আমি সেই শত্রুদের দেশে তাদের অন্তরে এমন ভয় ধরিয়ে দেব যে, বাতাসে পাতা নড়বার শব্দ শুনেও তারা ছুটে পালাবে। লোকে যুদ্ধের ভয়ে যেমন দৌড়ে পালায়, তারা তেমনি পালাবে এবং কেউ তাড়া না করলেও তারা পালাতে গিয়ে পড়ে যাবে।
[৩৭] কেউ পিছনে তাড়া না করলেও তলোয়ারের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে তারা একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়বে। সুতরাং শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত শক্তি তোমাদের থাকবে না।
[৩৮] তোমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে; তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদেরকে গিলে খাবে।
[৩৯] এর পরেও তোমাদের মধ্যে যারা সেখানে পড়ে থাকবে, তারা তাদের নিজেদের পাপের কারণে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পাপের কারণে শেষ হয়ে যেতে থাকবে।
[৪০] "কিন্তু যদি তারা তাদের পাপ ও তাদের পূর্ব পুরুষের পাপ– অর্থাৎ তারা আমার বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং আমার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব রেখে যে পাপ তা করেছে তা স্বীকার করে–
[৪১] যার কারণে আমিও তাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখিয়েছি, আর আমি তাদের শত্রুদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখন যদি তাদের খৎনা-না-করানো অন্তর নরম হয়, ও তারা তাদের পাপের শাস্তি গ্রহণ করে,
[৪২] তাহলে আমি ইয়াকুবের সংগে করা চুক্তি ও ইস্‌হাকের সংগে করা চুক্তি, এবং ইব্রাহিমের সংগে করা চুক্তির কথা মনে করবো। আমি তাদের দেশের কথাও মনে করবো।
[৪৩] কারণ দেশটিতে তারা না থাকবার দরুণ সেটি তার পাওনা বিশ্রাম ভোগ করবে। তখন তাদের ছাড়াই দেশটি ধ্বংসস্তূপ হয়ে পরে থাকবে। তারা তাদের পাপের কারণে শাস্তি পাবে, কারণ তারা আমার আইন-কানুন অগ্রাহ্য করেছে এবং আমার নিয়ম ঘৃণার চোখে দেখেছে।
[৪৪] এই সবের পরেও তারা যখন শত্রুদের দেশে থাকবে, তখন আমি তাদের একেবারে ধ্বংস করবো না বা ঘৃণার চোখে দেখবো না। আমি তাদের সংগে করা আমার চুক্তি ভঙ্গ করবো না। কারণ আমি মাবুদ তাদের আল্লাহ্‌।
[৪৫] তাদের জন্যই আমি তাদের পূর্বপুরুষদের সংগে করা চুক্তি আমি মনে করবো। আমি অন্যান্য জাতিদের সামনেই মিসর দেশ থেকে তাদের বের করে এনেছিলাম, তাদের আল্লাহ্‌ হবার জন্য। আমিই মাবুদ।"
[৪৬] সিনাই পাহাড়ে মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের ও বনি-ইসরাইলদের মধ্যে এসব আদেশ, আইন-কানুন ও নিয়ম স্থির করেছিলেন।

মানত করার বিষয়ে নিয়ম

২৭

১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল, যদি কেউ
নিজেকে কিংবা অন্য কোন লোককে মাবুদের কাছে উৎসর্গ করার বিশেষ মানত
করে, তবে তোমার ঠিক করে দেওয়া দাম দিতে হবে। ৩ বিশ থেকে ষাট বছর বয়সের
পুরুষের জন্য পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে তার জন্য যে দাম দিতে হবে তা হল আধা
কেজি রূপা। ৪ কিন্তু যদি সে স্ত্রীলোক হয় তবে পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে তার দাম
হবে তিনশো গ্রাম রূপা। ৫ যদি পাঁচ বছর বয়স থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন ছেলে
হয়, তবে দু’শো গ্রাম রূপা; এবং ঐ একই বয়সের একজন মেয়ের জন্য একশো গ্রাম
রূপা দিতে হবে। ৬ যদি এক মাস বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কোন ছেলে হয়,
তবে পঞ্চাশ গ্রাম রূপা, এবং ঐ একই বয়সের কোন মেয়ে হয় তবে ত্রিশ গ্রাম রূপা দিতে
হবে। ৭ যদি ষাট বছর বা তার বেশি বয়সের কোন পুরুষ হয় তবে দেড়শো গ্রাম রূপা,
এবং ঐ একই বয়সের স্ত্রীলোক হয় তবে একশো গ্রাম রূপা দিতে হবে।

৮ “কিন্তু যদি কোন মানতকারী গরীব হয় আর ঠিক-করা দাম দিতে না পারে তবে
তাকে ও সে যার জন্য মানত করেছিল তাকে নিয়ে ইমামের কাছে যাবে। ইমাম তখন
সেই লোকটির দেবার ক্ষমতা বুঝে তার দাম ঠিক করে দেবে।

৯ “যদি কোন লোক মাবুদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন পশু মানত করে, তাহলে সেই
পশু হবে মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র বলে ধরা হবে। ১০ লোকটি মাবুদকে যে পশু দেওয়ার
মানত করেছিল তার জায়গায় অন্য কোন পশু দিতে পারবে না। মন্দ পশুর জায়গায় ভাল
পশু বা ভাল পশুর জায়গায় মন্দ পশু দিয়ে সে যেন বদলাবার চেষ্টা না করে। যদি সে
এভাবে বদলের চেষ্টা করে, তাহলে দু’টি পশুই পবিত্র হয়ে যাবে। ১১ যদি কেউ এমন
কোন নাপাক পশু মানত করে যা মাবুদের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা যায় না, তবে সে ঐ
পশুটাকে নিয়ে ইমামের কাছে যেতে হবে। ১২ ঐ পশুটা ভাল হোক বা মন্দ হোক, ইমাম
সেটির দাম ঠিক করে দেবে। ইমাম পশুটার যে দাম ঠিক করবে সেটাই হবে পশুটির
দাম। ১৩ কিন্তু পশুটির মালিক যদি সেই পশুটাকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে সে ইমামের
ঠিক করে দেওয়া দামের সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম বেশি দিতে হবে।

১৪ “যদি কোন লোক মাবুদের উদ্দেশে নিজের বাড়ি উৎসর্গ করে মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র করে, তবে তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, ইমাম সেটির দাম ঠিক করবে। ইমাম
সেটির যে দাম ঠিক করে দেবে, সেটাই হবে সেই বাড়িটার দাম। ১৫ যে লোক তার বাড়ি
উৎসর্গ করেছে তা যদি সে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে সে সেই বাড়িটার ঠিক-করা দামের
সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম বেশি দেবে। তারপর বাড়িটা আবার তার হয়ে
যাবে।

১৬ “যদি কেউ মাবুদের উদ্দেশে তার জমির একটি অংশ উৎসর্গ করতে চায়, তবে
সেই জমিতে যতটা বীজ বোনা যায় সেই অনুসারে তার দাম ধরতে হবে। প্রতি একশো
আশি কেজি যবের বীজের জন্য আধা কেজি করে রূপা জমিটার দাম হিসাবে ধরতে হবে।
১৭ যদি সে জুবিলী বছরে তার জমিটা মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে জমিটার দাম যে

BACIB
International Bible
CHURCH

ভাবে ধরা হয়েছে, সেই দামই স্থির থাকবে। ১৮ কিন্তু যদি সে জুবিলী বছরের পরে সে
তার জমি মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে ইমাম আরেকটি জুবিলী বছর ফিরে আসা
পর্যন্ত যত বছর বাকী থাকবে তার সংখ্যা হিসাবে করে তার দাম ঠিক করবে। এতে
আগের দেওয়া নিয়ম অনুসারে তার দাম কম হবে। ১৯ যে লোক সেটি মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র করেছে সে যদি সেটি ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে সে জমিটির ঠিক করে দেওয়া
দামের সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম বেশি দিলে জমিটি আবার তার হয়ে
যাবে। ২০ কিন্তু যদি সে সেই জমি ছাড়িয়ে না নেয়, বা যদি অন্য কারো কাছে সেই জমিটা
বিক্রি করে, তবে সে আর কখনও জমিটা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। ২১ জুবিলী বছরে
যখন জমিটা মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সেটা মাবুদের উদ্দেশ্যে শর্ত ছাড়া উৎসর্গ-করা জমির
মতই মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র হয়ে যাবে। তখন সেটা হবে ইমামদের সম্পত্তি বলে ধরা
হবে। ২২ যদি কেউ তার নিজের পরিবারের জমি ছাড়া নিজের কেনা কোন জমি মাবুদের
উদ্দেশে পবিত্র করে, ২৩ তাহলে ইমাম অবশ্যই জুবিলী বছর পর্যন্ত কত বছর হবে তা গুণে
জমির দাম ঠিক করবে। সেই দিনই সেই লোকটিকে সেই দাম দিতে হবে আর তা
মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র হবে। ২৪ জুবিলী বছরে সেই জমিটা যার কাছ থেকে সেটি কিনে
নিয়েছিল তার হাতে, অর্থাৎ সেই আগের মালিকের পরিবারের হাতে ফিরে যাবে। ২৫ সব
কিছুর দাম পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারেই ঠিক করতে হবে। পবিত্র স্থানের ওজন অনুসারে
দশ গ্রামে এক শেখেল হয়।

২৬ "প্রথমে জন্মেছে এমন পশুর বাচ্চা কেউ হয়তো মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র করেছে,
কিন্তু প্রথমে জন্মেছে এমন পশু হওয়াতে কেউই তা পবিত্র করতে পারবে না। গরুর বাচ্চা
হোক বা ভেড়ার বাচ্চা হোক, সেটা ইতিমধ্যেই মাবুদের। ২৭ সেই পশুটি যদি নাপাক হয়,
তবে ইমামের ঠিক করে দেওয়া দামের সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম বেশি
দিয়ে সেটা সে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। যদি সেটি ছাড়িয়ে নেওয়া না হয়, তবে ইমামের
ঠিক করে দেওয়া দামেই সেটি বিক্রি করে দিতে হবে।

২৮ "যদি কেউ তার নিজের সমস্ত কিছু থেকে– সেটা মানুষ বা পশু হোক, বা
পরিবারের জমি হোক– যা কিছু মাবুদের উদ্দেশে শর্ত ছাড়া উৎসর্গ করে, তা বিক্রি করা
বা ছাড়িয়ে নেওয়া চলবে না। মাবুদের কাছে শর্ত ছাড়া উৎসর্গ করা সমস্ত জিনিস
মহাপবিত্র। ২৯ যদি কোন লোককে মাবুদের কাছে শর্ত ছাড়া ভাবে উৎসর্গ করা হয়ে
থাকে, তাকে দাম দিয়েও ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তাকে মেরে ফেলতেই হবে।

৩০ "জমি থেকে পাওয়া সমস্ত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ মাবুদের। জমি থেকে
কেটে আনা শস্য হোক এবং গাছ থেকে তুলে আনা ফলমুল হোক, তার দশ ভাগের এক
ভাগ মাবুদের। সেগুলো মাবুদের উদ্দেশ্যে পবিত্র। ৩১ যদি কেউ তার দশ ভাগের এক
ভাগ থেকে কোন কিছু ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে সে সেগুলোর দামের সংগে পাঁচ ভাগের
এক ভাগ দাম বেশি দেবে। ৩২ প্রত্যেক পশু পালের দশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ
রাখালের লাঠির নীচ দিয়ে চলে যাওয়া প্রত্যেক দশটি পশুর একটি পশু মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র হবে। ৩৩ সেই পশু ভাল হোক বা মন্দ হোক, তা সে দেখতে যাবে না, বা সেটার

BACIB
International Bible
CHURCH

বদলে অন্য একটা দেওয়া চলবে না। কিন্তু যদি সে অন্য পশু দিয়ে সেই দশম পশুটি বদল করতে চায়, তাহলে দু'টি পশুই পবিত্র হয়ে যাবে এবং তা আর ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না।"

৩৪ মাবুদ সিনাই পাহাড়ে বনি-ইসরাইলদের জন্য মূসার কাছে এই সব আদেশ দিয়েছিলেন।

শুমারী কিতাব

ইসরাইলদের প্রথম লোকগণনা

১ ১ মাবুদ জমায়েত-তাঁবুতে মূসার সংগে কথা বললেন। তখন ইসরাইলরা সিনাই
মরুভূমিতে ছিল। তারা মিসর থেকে বের হয়ে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের
দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে মাবুদ মূসাকে বললেন: ২ “বনি-ইসরাইলের সমস্ত সমাজের
লোকসংখ্যা গণনা করো। প্রত্যেক লোকের পরিবার এবং তার বংশ অনুসারে তার নামের
তালিকা তৈরি করো। ৩ তুমি এবং হারুন ইসরাইলের পুরুষদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ
বছর অথবা তার বেশি, যারা ইসরাইলের সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে পারবে তাদের
সকলকে গোষ্ঠী অনুসারে গণনা করবে। ৪ প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে লোক
তোমাকে সাহায্য করবে। এই লোকটিই হবে তার বংশের নেতা। ৫ এই নামগুলো হচ্ছে
সেই সমস্ত লোকের যারা তোমাকে সাহায্য করবে: রূবেণের বংশ থেকে শদেয়ূরের ছেলে
ইলীষূর; ৬ শামাউনের বংশ থেকে সূরীশদ্দয়ের ছেলে শলুমীয়েল। ৭ এহুদার বংশ থেকে
অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন; ৮ ইষাখরের বংশ থেকে সূয়ারের ছেলে নথনেল।
৯ সবূলূনের বংশ থেকে হেলোনের ছেলে ইলীয়াব; ১০ ইউসুফের ছেলেদের মধ্যে
ইফ্রয়িমের বংশ থেকে অম্মীহূদের ছেলে ইলীশামা; মানশার বংশ থেকে পদাহসূরের ছেলে
গমলীয়েল; ১১ বিন্‌ইয়ামীনের বংশ থেকে গিদিয়োনির ছেলে অবীদান; ১২ দানের বংশ
থেকে অম্মীশদ্দয়ের ছেলে অহীয়েষর; ১৩ আশেরের বংশ থেকে অক্রণের ছেলে পগীয়েল;
১৪ গাদের বংশ থেকে দ্যুয়েলের ছেলে ইলীয়াসফ; ১৫ নপ্তালীর বংশ থেকে ঐননের ছেলে
অহীরঃ।” ১৬ এই সব লোকেরা ছিল মণ্ডলীর বেছে নেওয়া লোক, তাদের পূর্বপুরুষদের
বংশের নেতা। তারা ইসরাইলদের বিভিন্ন বংশের প্রধান।

১৭ যাদের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, মূসা এবং হারুন তাদের ডেকে
নিলেন। ১৮ তাঁরা দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে সমস্ত সমাজকে ডেকে এক সংগে জমায়েত
করলেন। এই লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের বংশ ও পরিবার অনুসারে তাদের পরিচয়
দিল। বিশ বছর বা তার বেশি বয়সের পুরুষদের নাম এক এক করে লিখে নেওয়া হল।
১৯ এভাবে মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে সিনাই মরুভূমিতে তাদেরকে গণনা করলেন।

২০ ইসরাইলের বড় ছেলে রূবেণের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার
বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক
করে তাদের নাম লিখে নেওয়া হল। ২১ রূবেণ-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের
সংখ্যা ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো জন।

২২ শিমিয়োনের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য
বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম
লিখে নেওয়া হল। ২৩ শিমিয়োন-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা ঊনষাট

BACIB
International Bible
CHURCH

হাজার তিনশো জন।
২৪ গাদের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে
কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে তাদের নাম লিখে নেওয়া হল। ২৫ গাদ-
বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জন।
২৬ এহুদার বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে
কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম লিখে নেওয়া
হল। ২৭ এহুদা-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা চুয়াত্তর হাজার ছয়শো জন।
২৮ ইষাখরের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য
বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম
লিখে নেওয়া হল। ২৯ ইষাখর-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা চুয়ান্ন হাজার
চারশো জন।
৩০ সবূলূনের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য
বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম
লিখে নেওয়া হল। ৩১ সবূলূন-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা সাতান্ন হাজার
চারশো জন।
৩২ ইউসুফের ছেলেদের মধ্যে আফরাহীমের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা
তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক
করে তাদের নাম লিখে নেওয়া হল। ৩৩ আফরাহীম-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের
সংখ্যা চল্লিশ হাজার পাঁচশো জন।
৩৪ মানশার বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে
কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম লিখে নেওয়া
হল। ৩৫ মানশা-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা বত্রিশ হাজার দু'শো জন।
৩৬ বিন্‌ইয়ামীনের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য
বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম
লিখে নেওয়া হল। ৩৭ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ
হাজার চারশো জন।
৩৮ দানের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে
কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম লিখে নেওয়া
হল। ৩৯ দান-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা বাষট্টি হাজার সাতশো জন।
৪০ আশেরের বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য
বাহিনীতে কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম
লিখে নেওয়া হল। ৪১ আশের-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা একচল্লিশ
হাজার পাঁচশো জন।
৪২ নপ্তালির বংশধরদের মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে
কাজ করতে পারবে, বংশ ও পরিবার অনুসারে এক এক করে তাদের নাম লিখে নেওয়া

হল। ৪৩ নপ্তালি-বংশের যাদের গণনা করা হল তাদের সংখ্যা তিপ্পান্ন হাজার চারশো জন।
৪৪ মূসা, হারুন ও ইসরাইলদের বারো জন নেতা এই সব লোকদের সংখ্যা গণনা
করলেন। তারা প্রত্যেকেই তার নিজের বংশের নেতা ছিলেন। ৪৫ সমস্ত বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে যাদের বয়স বিশ বা তার বেশি, যারা সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে যোগ্য ছিল,
পরিবার অনুসারে তাদের প্রত্যেককে গণনা করা হল। ৪৬ তাদের গণনা-করা লোকদের
মোট সংখ্যা হল ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ জন।

৪৭ কিন্তু লেবি-বংশের লোকদের অন্যান্য লোকদের সংগে গণনা করা হয় নি।
৪৮ মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, ৪৯ "তুমি লেবি-বংশকে গণনা করবে না, কিংবা অন্যান্য
ইসরাইলদের গণনা করার সময় তাদের ধরবে না। ৫০ এর পরিবর্তে, সাক্ষ্য-তাঁবুর সমস্ত
জিনিসপত্র ও এগুলোর দেখাশোনার ভার তুমি তাদের উপর দেবে। তাদের কাজ হবে
আবাস-তাঁবু এবং তাঁবুর সমস্ত জিনিসপত্র বয়ে নেওয়া। তারা এর দেখাশোনা করবে এবং
এর চারপাশে তারা তাঁবু খাটিয়ে থাকবে। ৫১ আবাস-তাঁবু যখন এক জায়গা থেকে অন্য
জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তখন লেবীয়রাই সেটা খুলে নিয়ে যাবে এবং যখন সেটা আবার
খাটাতে হবে তখন তাদেরই তা খাটাতে হবে। অন্য কেউ তার কাছে গেলে তাকে
অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। ৫২ বনি-ইসরাইলরা তাদের নিজের নিজের দল অনুসারে
তাদের তাঁবুগুলো খাটাবে। প্রত্যেককেই তার নিজের বিভাগ অনুসারে তাদের পতাকার
কাছে থাকতে হবে। ৫৩ লেবীয়রা সাক্ষ্য-তাঁবুর চারপাশে তাদের তাঁবু খাটাবে, যেন
ইসরাইলদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে না আসে। তারা সাক্ষ্য-তাঁবুর দেখাশুনা করবে
ও তার যত্ন নেবে।"

৫৪ মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন, ইসরাইলের লোকেরা সেই অনুসারে সব
কিছু করলো।

তাঁবুগুলোতে বাস করা ও যাত্রা করার নিয়ম

২ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ "বনি-ইসরাইলরা জমায়েত-তাঁবুর চারপাশে
কিছুটা দূরত্ব রেখে তাদের তাঁবুগুলো খাটাবে। প্রত্যেক লোক তার বংশ অনুসারে
নিজের নিজের গোষ্ঠীর পতাকার কাছে তাঁবু খাটাবে।

৩ "পূর্ব দিকে, যে দিকে সূর্য ওঠে, সেদিকে থাকবে এহুদা-বিভাগের তাঁবুগুলো।
এহুদার লোকেরা তাদের পতাকার কাছেই তাদের তাঁবু খাটাবে। অম্মীনাদবের ছেলে
নহশোন হল এহুদার লোকদের নেতা। ৪ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল চুয়াত্তর
হাজার ছয়শো জন। ৫ তার পাশে ইষাখর-বংশ তাঁবুগুলো খাটাবে এবং সূয়ারের ছেলে
নথনেল হল ইষাখর-বংশের লোকদের নেতা। ৬ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল
চুয়ান্ন হাজার চারশো জন। ৭ এহুদার বংশের ঠিক অন্য পাশে সবূলূনের বংশ তাঁবু
খাটাবে। হেলোনের ছেলে ইলীয়াব হল সবূলূন-বংশের নেতা। ৮ তাদের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল সাতান্ন হাজার চারশো জন। ৯ এহুদা-বিভাগের বিভিন্ন গোষ্ঠী অনুসারে
মোট লোকসংখ্যা হল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশো জন। তারা সবার আগে রওনা
দেবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

১০ “জমায়েত-তাঁবুর দক্ষিণ পাশে রূবেণ-বিভাগের তাঁবুগুলোর পতাকা থাকবে।
শদেয়ুরের ছেলে ইলীষুর হল রূবেণ-বংশের নেতা। ১১ তার গণনা-করা লোকের সংখ্যা
হল ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো জন। ১২ রূবেণ বংশের ঠিক পরেই শিমিয়োন-বংশের
লোকেরা তাঁবুগুলো খাটাবে। সূরীশদ্দেয়ের ছেলে শলুমীয়েল হল শিমিয়োন-বংশের
লোকদের নেতা। ১৩ তার লোকসংখ্যা হল ঊনষাট হাজার তিনশো জন। ১৪ এর পরে গাদ
-বংশের লোকেরা তাঁবু খাটাবে এবং দূয়েলের ছেলে ইলীয়াসফ হল গাদ-বংশের
লোকদের নেতা। ১৫ তাদের লোকসংখ্যা হল পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জন।
১৬ রূবেণ-বিভাগের গোষ্ঠীগুলোর মোট পুরুষের সংখ্যা হল এক লক্ষ একান্ন হাজার
চারশো পঞ্চাশ জন। এরা দ্বিতীয় দল হিসাবে রওনা দিয়ে যাবে।

১৭ “এর পর লেবীয়-বংশের লোকেরা জমায়েত-তাঁবু নিয়ে রওনা হবে। এরা থাকবে
সব বংশগুলোর মাঝখানে। একের পর এক যেভাবে তাদের তাঁবুগুলো থাকবে সেভাবেই
তাদের পর পর রওনা হতে হবে। প্রত্যেকজনকে তার নিজের গোষ্ঠীর পতাকার কাছে
থাকতে হবে।

১৮ “আফরাহীম-বিভাগের লোকেরা জমায়েত-তাঁবুর পশ্চিম দিকে তাঁবু খাটাবে এবং
অম্মীহূদের ছেলে ইলীশামা হল আফরাহীম-বংশের লোকদের নেতা। ১৯ তাদের গণনা-
করা লোকের সংখ্যা হল চল্লিশ হাজার পাঁচশো জন। ২০ তাদের পাশে থাকবে মানশা-
বংশের তাঁবু। পদাহসূরের ছেলে গমলীয়েল হল মানশা-বংশের লোকদের নেতা।
২১ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল বত্রিশ হাজার দু’শো জন। ২২ এর পর সেখানে
বিন্‌ইয়ামীন-বংশের তাঁবু থাকবে এবং গিদিয়োনির ছেলে অবীদান হল বিন্‌ইয়ামীন-বংশের
লোকদের নেতা। ২৩ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো জন।
২৪ আফরাহীম-বিভাগের বিভিন্ন গোষ্ঠী অনুসারে গণনা-করা লোকের মোট সংখ্যা হল এক
লক্ষ আট হাজার একশো জন। তারা তৃতীয় দল হিসাবে রওনা দেবে।

২৫ “জমায়েত-তাঁবুর উত্তর পাশে দান-বিভাগের লোকেরা তাঁবু খাটাবে।
অম্মীশদ্দয়ের ছেলে অহীয়েষর হল দান-বংশের লোকদের নেতা।

২৬ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল বাষট্টি হাজার সাতশো জন। ২৭ তাদের
পাশে আশের-বংশ তাঁবুগুলো খাটাবে এবং অক্রণের ছেলে পগীয়েল হল আশের-বংশের
লোকদের নেতা। ২৮ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল একচল্লিশ হাজার পাঁচশো
জন। ২৯ নপ্তালির বংশ দানের গোষ্ঠীর ঠিক পরেই তাঁবু খাটাবে এবং ঐননের ছেলে অহী-
রঃ হল নপ্তালি-বংশের লোকদের নেতা। ৩০ তাদের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল
তিপ্পান্ন হাজার চারশো জন। ৩১ দান-বংশের তাঁবুগুলোর গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল
মোট এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শো জন। তারা সবার শেষে তাদের বিভাগের সংগে
রওনা দেবে।”

৩২ ইসরাইলদের বিভিন্ন বংশ অনুসারে এদের গণনা-করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগের
গণনা করা ইসরাইলের মোট সংখ্যা হল ছয় লক্ষ তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চশ জন।
৩৩ কিন্তু লেবীয়দের ইসরাইলদের মধ্যে গণনা করা হল না, যেমন মাবুদ মূসাকে আদেশ

BACIB
International Bible
CHURCH

করেছিলেন।
৩৪ মূসাকে দেওয়া মাবুদের আদেশ অনুসারে বনি-ইসরাইলরা সমস্ত কিছু করতো।
তাঁর আদেশ অনুসারেই তারা নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে তাঁবু খাটাত এবং তাঁর আদেশ
অনুসারেই তারা নিজ নিজ বংশ ও পরিবার অনুসারে যাত্রা করতো।

মহা-ইমাম হারুনের বংশধরেরা

৩
১ সিনাই পাহাড়ে যে সময় মাবুদ মূসার সংগে কথা বললেন, সেই সময় হারুন
ও মূসার বংশের কথা ছিল এই– ২ হারুনের ছেলেদের নাম এই: তাঁর প্রথম
সন্তান ছিলেন নাদব, পরে অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর। ৩ হারুনের এই ছেলেদের ইমাম
হিসাবে অভিষেক করা হয়েছিল এবং পবিত্র করার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের কাজে
লাগানো হয়েছিল। ৪ কিন্তু নাদব ও অবীহূ সিনাই মরুভূমিতে মাবুদের উদ্দেশে নিয়মের
বাইরের আগুন উৎসর্গ করার ফলে মাবুদের সামনেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল। তাদের কোন
ছেলে ছিল না। তাই ইলিয়াসর ও ঈথামর তাদের জায়গায় ইমাম হিসাবে কাজ করতে
শুরু করেন। তাদের বাবা হারুনের জীবিত থাকা কালেই এই সকল ঘটনা ঘটেছিল।

লেবীয়দের উপরে দেওয়া দায়িত্ব-ভার

৫ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ “তুমি লেবি-বংশকে এনে ইমাম হারুনের সামনে
উপস্থিত কর; তারাই হারুনকে সাহায্য করবে। ৭ জমায়েত-তাঁবুতে যখন হারুন আল্লাহ্‌র
সেবা করবে সেই সময় এই লেবীয়রা তাকে সাহায্য করবে। আবাস-তাঁবুতে এবাদত
করতে আসা সমাজের লোকদের এই লেবীয়রা সাহায্য করবে। ৮ তারা জমায়েত-তাঁবুর
প্রত্যেকটি জিনিস রক্ষা করবে, এটাই তাদের কাজ। আবাস-তাঁবুর এই সকল জিনিসপত্র
রক্ষার মধ্যে দিয়েই লেবীয়রা ইসরাইলদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে। ৯ তুমি
লেবীয়দেরকে হারুন ও তার ছেলেদের হাতে দিয়ে দাও। ইসরাইলের লোকদের মধ্য
থেকে একমাত্র লেবীয়দেরই হারুন এবং তার ছেলেদের সাহায্য করার জন্য দেওয়া
হয়েছে। ১০ ইমাম হিসেবে কাজ করার জন্য হারুন এবং তার ছেলেদের নিযুক্ত করো।
অন্য যে কেউ যদি পবিত্র স্থানের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে তবে তাকে অবশ্যই হত্যা
করতে হবে।”
১১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১২ “ইসরাইলী স্ত্রীলোকদের প্রথম ছেলের জায়গায় আমি
ইসরাইলদের মধ্য থেকে লেবীয়দের বেছে নিয়েছি। লেবীয়রা আমার, ১৩ কারণ প্রথমে
জন্মেছে এমন সকলে আমার। যেদিন আমি মিসর দেশে প্রথম পুরুষ সন্তানকে হত্যা
করি, সেদিন ইসরাইলের প্রথম পুরুষ সন্তানকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করে রেখেছি।
তারা আমারই হবে; আমি মাবুদ।”

লেবীয়দের গণনা করা

১৪ সিনাই মরুভূমিতে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৫ “তুমি পরিবার ও বংশ অনুসারে
লেবীয়দের সংখ্যা গণনা কর। এক মাস ও তার বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষদের গণনা
কর।” ১৬ তখন মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে লেবীয়দের গণনা করলেন। ১৭ লেবির
ছেলেদের নাম হল গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। ১৮ গের্শোনের ছেলেদের নাম ছিল লিব্‌নি ও

শিমিয়ি। এরা ছিল গোষ্ঠী প্রধান। [১৯] কহাতের ছেলেদের নাম ছিল অম্রাম, যিষ্‌হর,
হেবরন ও উষীয়েল। এরা ছিল গোষ্ঠী প্রধান। [২০] মরারির ছেলেদের নাম ছিল মহলি ও
মূশি। এরা ছিল গোষ্ঠী প্রধান। এরা সকলেই ছিল লেবীয়-বংশের পরিবার অনুসারে
বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধান লোক।

[২১] গের্শোন থেকে লিব্‌নি-গোষ্ঠী ও শিমিয়ি-গোষ্ঠীর জন্ম হল। এরা গের্শোনীয়দের
গোষ্ঠী। [২২] এক মাস ও তার চেয়ে বেশি বয়সের সব পুরুষকে গণনা করলে এদের লোক
সংখ্যা হল সাত হাজার পাঁচশো জন। [২৩] গের্শোনীয়দের গোষ্ঠীগুলোকে পশ্চিম দিকে
আবাস-তাঁবুর পিছনে তাঁবুগুলো খাটাতে বলা হয়েছিল। [২৪] গের্শোনীয়দের বংশের নেতা
ছিল লায়েলের ছেলে ইলীয়াসফ। [২৫] জমায়েত-তাঁবুর এই সব জিনিসপত্রের দায়িত্ব
গের্শোনের লোকদের হাতে রইল– আবাস-তাঁবু, বাইরের তাঁবু, তাঁবুর ঢাকন, জমায়েত-
তাঁবুর দরজার পর্দা, [২৬] উঠানের পর্দা, আবাস-তাঁবুর ও কোরবানগাহের চারপাশে যে
উঠান আছে সেখানে ঢুকবার দরজার পর্দা এবং আবাস-তাঁবুর সমস্ত দড়ির দেখাশোনা
করা আর এগুলোর সংগেকার অন্য সব কাজ করা।

[২৭] কহাৎ থেকে অম্রামীয় গোষ্ঠী, যিষ্‌হরীয় গোষ্ঠী, হেবরনীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয়
গোষ্ঠীর জন্ম হল। এরা কহাতীয়দের গোষ্ঠী। [২৮] এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের
সব পুরুষের সংখ্যা অনুসারে এরা আট হাজার ছয়শো জন। পবিত্র তাঁবুর দেখাশোনার
ভার ছিল কহাতীয়দের উপর। [২৯] কহাতীয়দের সব গোষ্ঠীকে দক্ষিণ দিকে আবাস-তাঁবুর
পাশে তাঁবুগুলো খাটাতে বলা হয়েছিল। [৩০] উষীয়েলের ছেলে ইলীষাফণ ছিল কহাতীয়
গোষ্ঠীগুলোর নেতা। [৩১] কহাতীয়দের দায়িত্ব ছিল সাক্ষ্য-সিন্দুক, টেবিল, বাতিদান,
কোরবানগাহ্‌ ও ধূপগাহ্‌, পবিত্র তাঁবুর সেবা-কাজে ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং মহাপবিত্র
স্থানের পর্দার দেখাশোনা করা আর এগুলোর সংগে যুক্ত অন্য সব কাজ করা।
[৩২] লেবীয়দের প্রধান নেতা ছিলেন ইমাম হারুনের ছেলে ইলিয়াসর। পবিত্র তাঁবুর
দেখাশোনা করবার দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হয়েছিল তাদের দেখাশোনা করবার ভার
ছিল ইলিয়াসরের উপর।

[৩৩] মরারি থেকে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয় গোষ্ঠীর জন্ম হল। এরা মরারীয়দের গোষ্ঠীর
লোক। [৩৪] এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের সব পুরুষ গণনা করলে তাদের সংখ্যা
হল ছয় হাজার দু'শো। [৩৫] মরারীয় গোষ্ঠীগুলোর নেতা ছিল অবীহয়িলের ছেলে সূরীয়েল।
আবাস-তাঁবুর উত্তর দিকে তাদের তাঁবুগুলো খাটাতে বলা হয়েছিল। [৩৬] মরারীয়দের
দায়িত্ব ছিল আবাস-তাঁবুর ফ্রেম, তার হুড়কা, খুঁটি, পা-দানি ও এর সংগে যুক্ত অন্য সব
জিনিসপত্র, [৩৭] চারদিকের উঠানের খুঁটি আর পা-দানি, উঠানের পর্দার গোঁজ ও দড়ির
দেখাশোনা করা এবং এগুলোর সংগে যুক্ত অন্য সব কাজ করা।

[৩৮] জমায়েত-তাঁবুর সামনে পূর্ব পাশে অর্থাৎ সূর্য উঠার দিকে মূসা, হারুন ও তাঁর
ছেলেদের তাঁবুগুলো খাটাতে বলা হয়েছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল ইসরাইলদের হয়ে পবিত্র
তাঁবুর সব কাজ পরিচালনা করা। তাঁরা ছাড়া অন্য যে কোনো লোক পবিত্র স্থানের কাছে
গেলে তাকে হত্যা করা হতো।

৩৯ মূসা ও হারুন মাবুদের আদেশ অনুসারে লেবীয়দেরকে গোষ্ঠী অনুসারে গণনা
করলে এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের পুরুষের সংখ্যা হল মোট বাইশ হাজার।
৪০ মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি ইসরাইলদের মধ্যে এক মাস ও তার চেয়েও বেশি
বয়সের প্রথমে জন্মেছে এমন সব পুরুষের সংখ্যা গণনা কর ও তাদের নামের তালিকা
তৈরি কর। ৪১ ইসরাইলদের সমস্ত প্রথম পুরুষ সন্তানদের জায়গায় লেবীয়দের এবং
ইসরাইলদের পশুর প্রথম বাচ্চার জায়গায় লেবীয়দের পশুর প্রথম বাচ্চা আমার বলে গ্রহণ
করো। আমি মাবুদ।"
৪২ তাতে মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে ইসরাইলদের মধ্যে প্রথমে জন্মেছে এমন
সব পুরুষদের গণনা করলেন। ৪৩ তাদের মধ্যে এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের
প্রথমে জন্মেছে এমন সব পুরুষের নামের তালিকা তৈরি করা হল। তাদের সংখ্যা হল
বাইশ হাজার দু'শো তিয়াত্তর জন।
৪৪ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৪৫ "তুমি ইসরাইলদের প্রথমে জন্মেছে এমন সব পুরুষ
সন্তানদের জায়গায় লেবীয়দের এবং ইসরাইলদের পশুর প্রথম বাচ্চার জায়গায়
লেবীয়দের পশুর প্রথম বাচ্চা নাও। লেবীয়রা আমার; আমি মাবুদ। ৪৬ ইসরাইলদের
প্রথমে জন্মেছে এমন পুরুষের সংখ্যা লেবীয়দের সংখ্যার চেয়ে দু'শো তিয়াত্তর জন বেশি
বলে তাদের মুক্ত করে নিতে হবে। ৪৭ তাদের একেক জনের জন্য পবিত্র স্থানের মাপ
অনুসারে পাঁচ শেখল করে আদায় করবে। বিশ গেরাতে এক শেখল হয়। ৪৮ তাদের মুক্ত
করার এই রূপা নিয়ে তুমি হারুন ও তার ছেলেদের দিয়ে দেবে।"
৪৯ তাতে লেবীয়দের দিয়ে ইসরাইলদের ছাড়িয়ে নেবার পরে ইসরাইলদের যে
সংখ্যাটা বেশি রইলো মূসা তাদের মুক্ত করার রূপা আদায় করলেন। ৫০ তিনি
ইসরাইলদের প্রথমে জন্মেছে এমন পুরুষদের কাছ থেকে পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে
তের কেজি ছ'শো পঞ্চাশ গ্রাম রূপা আদায় করলেন। ৫১ মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ
করেছিলেন সেই অনুসারে মূসা সেই মুক্ত করা লোকদের রূপা নিয়ে হারুন ও তার
ছেলেদেরকে দিলেন।

কহাতীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য

৪ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ "তোমরা লেবি বংশের কহাৎ গোষ্ঠীর
পরিবারগুলোর লোকসংখ্যা গণনা করো। ৩ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের
যেসব পুরুষ যারা জমায়েত-তাঁবুতে কাজ করার জন্য আসে তাদের সকলের সংখ্যা গণনা
করো।
৪ "জমায়েত-তাঁবুর ভিতরের মহাপবিত্র স্থানের জিনিসপত্রের যত্ন ও দেখাশুনা করাই
হবে তাদের কাজ। ৫ ইসরাইলের লোকেরা যখন তাঁবুগুলো তুলে কোনো নতুন জায়গায়
যাত্রা করবে, তখন হারুন এবং তার ছেলেরা অবশ্যই জমায়েত-তাঁবুর ভিতরে যাবে এবং
পর্দা নামিয়ে সেই পর্দা দিয়ে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি ঢেকে দেবে। ৬ এর পর তারা তার উপর
শুশুকের চামড়ার দিয়ে তা ঢেকে দেবে। এর পর তারা এই চামড়ার উপর একটি নীল
রংয়ের কাপড় বিছিয়ে দেবে এবং সাক্ষ্য-সিন্দুকের আংটার মধ্যে ডাণ্ডাগুলো ঢুকিয়ে

দেবে। ৭ এর পর তারা পবিত্র-রুটি রাখার টেবিলের উপর একটি নীল কাপড় বিছিয়ে
দেবে। তারপর তারা থালা, চামচ, বাটি এবং ঢালন কোরবানীর পাত্র টেবিলের উপর
রাখবে। যে রুটিগুলো সব সময় টেবিলের উপর থাকে সেগুলো টেবিলের উপরেই
থাকবে। ৮ এই সমস্ত জিনিসপত্রের উপরে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে দেবে। এর পর
শুশুকের চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দেবে আর টেবিলের আংটার মধ্য ডাণ্ডাগুলো ঢুকিয়ে
দেবে। ৯ তারা অবশ্যই বাতিদান ও তার বাতিগুলো, বাতিদানের সল্‌তে পরিষ্কার করবার
চিম্‌টা ও সল্‌তের পোড়া অংশ রাখবার পাত্র এবং তেলের পাত্রগুলো তারা একটি নীল
কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। ১০ তারপর তারা সমস্ত জিনিসপত্রসুদ্ধ বাতিদানটি শুশুকের
চামড়ায় জড়িয়ে রাখবে এবং সেটা বয়ে নেবার তক্তার উপর রাখবে। ১১ তারা সোনার
ধূপগাহের উপর একটি নীল কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তারপর সেটা শুশুকের চামড়া দিয়ে
ঢেকে দেবে এবং ধূপগাহের ডাণ্ডাগুলো আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। ১২ তারা পবিত্র তাঁবুর
কাজে ব্যবহার করবার সমস্ত জিনিসপত্র নীল কাপড়ে জড়িয়ে শুশুকের চামড়া দিয়ে ঢেকে
দেবে। এর পর সেই সবকিছু বয়ে নেবার তক্তার উপরে রাখবে। ১৩ তারা পিতলের
কোরবানগাহ্‌ থেকে সব ছাই ফেলে দিয়ে তার উপরে বেগুনী রংয়ের কাপড় পাতবে।
১৪ এর পর তারা কোরবানগাহের উপর এর সেবা-কাজের সমস্ত বাসনপত্র, আগুন রাখবার
পাত্র, মাংস তুলবার কাঁটা, হাতা ও কোরবানীর রক্ত রাখবার গামলা রাখবে। তারা তার
উপর শুশুকের চামড়া বিছিয়ে দেবে এবং তার ডাণ্ডাগুলো আংটায় মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে
দেবে।

১৫ "হারুন এবং তার ছেলেরা পবিত্র স্থানের জিনিসপত্র ঢেকে দেওয়ার কাজ শেষ
করার পর, লোকেরা তাঁবুগুলো তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবে। তখন কহাতীয়রা এই সব
বয়ে নেবার জন্য আসবে। কিন্তু তারা পবিত্র জিনিসপত্র ছোঁবে না, তা করলে তারা মারা
পড়বে। কহাতীয়রা কেবল জমায়েত-তাঁবুর এসব জিনিসপত্র বয়ে নেবার কাজ করবে।

১৬ "ইমাম হারুনের ছেলে ইলিয়াসরের উপর বাতি জ্বালাবার তেল, সুগন্ধি ধূপ,
নিয়মিত শস্য-উৎসর্গ এবং অভিষেক-তেলের ভার থাকবে। পুরো আবাস-তাঁবু ও তার
মধ্যে যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছুর, অর্থাৎ এর সমস্ত জিনিসপত্রের দায়িত্ব ইলিয়াসরের
উপর থাকবে।"

১৭ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ১৮ "দেখো, লেবীয়দের মধ্য থেকে কহাতীয়
গোষ্ঠীগুলো যেন মুছে না যায়। ১৯ তারা যখন মহাপবিত্র জিনিসগুলোর কাছে যায়, তখন
যেন তারা বেঁচে থাকে, মারা না পড়ে, সেজন্য তোমরা তাদের প্রতি এরকম করো– হারুন
ও তার ছেলেরা ভিতরে গিয়ে তাদের প্রত্যেকজনকে নিজের নিজের কাজ ঠিক করে দেয়
ও কি তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে তা দেখিয়ে দেয়। ২০ কিন্তু ওরা এক মুহূর্তের জন্যও
পবিত্র জিনিসগুলো দেখতে ভিতরে যাবে না, তা করলে তারা মারা পড়বে।"

গের্শোনীয়রা ও মরারীয়রা

২১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২২ "তুমি গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে
তাদের সংখ্যা গণনা কর। ২৩ ত্রিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জমায়েত-

BACIB | International Bible CHURCH

তাঁবুতে সেবা-কাজ করার জন্য আসবে তাদের গণনা কর।
২৪ “এগুলো গের্শোনীয় গোষ্ঠীগুলোর সেবা-কাজ। তারা আবাস-তাঁবুর এসব
জিনিসপত্র বহন করবে: ২৫ আবাস-তাঁবুর সব পর্দা, জমায়েত তাঁবু, এর উপরকার ছাউনি
এবং শুশুকের চামড়ার ছাউনি ও জমায়েত-তাঁবুর ঢুকবার দরজার পর্দা। ২৬ এছাড়া,
আবাস-তাঁবু ও কোরবানগাহের চারপাশের উঠানের পর্দা, উঠানে ঢুকবার দরজার পর্দা,
সমস্ত দড়ি এবং এর সেবা-কাজ করবার সমস্ত দরকারী জিনিসপত্রও তারা বয়ে নেবে।
এই বিষয়ে আরও অন্যান্য সমস্ত কাজ গের্শোনীয়রা করবে। ২৭ বয়ে নেবার কাজ কিংবা
অন্য যে কোন কাজ হোক না কেন, সমস্ত কাজই হারুন ও তার ছেলেদের নির্দেশ
অনুসারে তাদের করতে হবে। তাদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে তা তোমরাই
তাদের বলে দেবে। ২৮ জমায়েত-তাঁবুতে এ-ই হল গের্শোনীয় গোষ্ঠীগুলোর সেবা-কাজ।
তাদের সমস্ত কাজের দেখাশোনা করার ভার থাকবে ইমাম হারুনের ছেলে ঈথামরের
উপর।
২৯ “তুমি মরারীয়দের বংশ ও পরিবার অনুসারে তাদের সংখ্যা গণনা কর। ৩০ ত্রিশ
থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের যে সব পুরুষ জমায়েত-তাঁবুর কাজ করতে আসে তাদের
সংখ্যা গণনা করবে। ৩১ জমায়েত-তাঁবুর কাজে এই হল মরারীয়দের দায়িত্ব: আবাস-
তাঁবুর সমস্ত ফ্রেম, হুড়কা, খুঁটি ও পা-দানিগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া। ৩২ এছাড়া,
চারপাশের উঠানের সমস্ত পা-দানি ও সেগুলোর খুঁটি, তাঁবুর গোঁজ, উঠানের পর্দার দড়ি ও
সেগুলো ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তারা বয়ে নিয়ে যাবে। তোমরাই
ঠিক করে দেবে তারা কে কোন জিনিস বয়ে নিয়ে যাবে। ৩৩ জমায়েত-তাঁবুতে এই হল
মরারীয় গোষ্ঠীগুলোর সেবা-কাজ। তাদের সমস্ত কাজের দেখাশোনা করার ভার থাকবে
ইমাম হারুনের ছেলে ঈথামরের উপর।”

লেবীয় গোষ্ঠীগুলোর লোকসংখ্যা গণনা

৩৪ পরে মূসা, হারুন ও সমাজের নেতারা, কহাতীয়দের গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে
গণনা করলেন। ৩৫ তাদের মধ্যে ত্রিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জমায়েত
-তাঁবুতে সেবা-কাজ করার জন্য আসবার কথা, ৩৬ তাদের গোষ্ঠী অনুসারে গণনা-করা
হলে তাদের লোকসংখ্যা হল দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ জন। ৩৭ এটাই ছিল কহাতীয়
গোষ্ঠীগুলোর মোট সংখ্যা। মাবুদ মূসাকে যে ভাবে গণনা করতে বলেছিলেন, মূসা এবং
হারুন ঠিক সেভাবেই সেই সব গণনা করেছিলেন।
৩৮ গের্শোনীয়দের নিজের নিজের গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে গণনা করা হল।
৩৯ ত্রিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জমায়েত-তাঁবুতে সেবা-কাজ করার
জন্য আসবার কথা, ৪০ তাদের গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে গণনা করা হলে পর তাদের
সংখ্যা হল দুই হাজার ছয়শো ত্রিশ জন। ৪১ এটাই ছিল জমায়েত-তাঁবুর জন্য বিশেষ
কাজের দায়িত্ব পাওয়া গের্শোনীয় গোষ্ঠীগুলোর মোট সংখ্যা। মাবুদ মূসাকে যেভাবে গণনা
করতে বলেছিলেন, মূসা এবং হারুন ঠিক সেভাবেই গণনা করেছিলেন।
৪২ মরারীয়দেরকে গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে গণনা করা হল। ৪৩ ত্রিশ বছর থেকে

BACIB
International Bible
CHURCH

পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জমায়েত-তাঁবুতে সেবা-কাজ করার জন্য আসার কথা,
৪৪ তাদের গোষ্ঠী ও পরিবার অনুসারে গণনা করা হলে পর তাদের সংখ্যা হল তিন হাজার
দু'শো জন। ৪৫ এটাই হয়েছিল মরারীয়দের গোষ্ঠীগুলোর মোট সংখ্যা। মাবুদ মূসাকে যে
ভাবে গণনা করতে বলেছিলেন, মূসা এবং হারুন ঠিক সেভাবেই গণনা করেছিলেন।

৪৬ এভাবে মূসা, হারুন ও ইসরাইলের নেতারা লেবীয়দের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও পরিবার
অনুসারে গণনা করলেন। ৪৭ ত্রিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জমায়েত-
তাঁবুতে সেবা-কাজ ও জিনিসপত্র বয়ে নেবার কাজ করতে আসবার কথা, ৪৮ তাদের
গণনা করলে পর তাদের সংখ্যা হল আট হাজার পাঁচশো আশী জন।

৪৯ মাবুদ মূসাকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেককে তার কাজ ও কি
কি বয়ে নিয়ে যেতে হবে তা বলা হয়েছিল। এভাবেই মূসাকে মাবুদের কথা অনুসারে
লেবীয়দের লোকসংখ্যা গণনা করতে হয়েছিল।

তাঁবুর পবিত্রতা রক্ষা করা

৫ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে আদেশ কর, যেন তারা
যার ছোঁয়াছে চর্মরোগ হয়েছে, কিংবা যাদের শরীর থেকে কোন রকম স্রাব বের
হচ্ছে, বা মৃতদেহ ছোঁবার ফলে নাপাক হয়েছে এমন প্রত্যেককে তাঁবুগুলো থেকে দূরে
রাখে। ৩ সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, তাকে তাঁবুগুলো থেকে সরিয়ে দাও।
তাদের তাঁবুগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে যাতে আমি যাদের মধ্যে বাস করি তা অপবিত্র
হয়ে না পড়ে।"

৪ তখন বনি-ইসরাইলরা তা-ই করলো; তাদেরকে তাঁবুগুলো থেকে সরিয়ে বাইরে
রাখল। মাবুদ মূসাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা তা-ই করলো।

পাপ স্বীকার ও ক্ষতিপূরণের নিয়ম

৫ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, যখন কোন পুরুষ কিংবা
স্ত্রীলোক অন্যের প্রতি অন্যায় করে, তখন সে আসলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেই পাপ করে। সেই
লোক দোষী। ৭ সে অবশ্যই তার নিজের পাপ স্বীকার করবে। সে যার উপর অন্যায়
করেছে তাকে তার অন্যায়ের পুরো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়াও সে যার ক্ষতি করেছে
তাকে সেই জিনিসের দামের সংগে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম যোগ করে তাকে
দিতে হবে। ৮ কিন্তু যদি সে যে লোকের ক্ষতি করেছে তার কোনো নিকট আত্মীয় না
থাকে, তবে সে মাবুদকে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে। সেই ক্ষতিপূরণ এবং একটি ভেড়া
ইমামকে দিতে হবে যাতে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। ৯ বনি-ইসরাইলরা যে
সব পবিত্র জিনিস ইমামের কাছে নিয়ে আসবে, তা সবই ইমামের হবে। ১০ প্রত্যেক লোক
যে সব উপহার নিয়ে আসে সেটা তার নিজের কিন্তু যখন তা ইমামের হাতে দেওয়া হয়
তখন তা ইমামের হয়।"

বিপথে যাওয়া স্ত্রীলোকের বিষয়ে নিয়ম

১১ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১২ "তুমি বনি-ইসরাইলদের জানাও, তাদের বল,
যদি কোন লোকের স্ত্রী বিপথে যায় ও তার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে ১৩ অন্য পুরুষের সংগে

BACIB
International Bible
CHURCH

ব্যভিচার করে, আর তা যদি তার স্বামী না জানে ও এবং তার অপবিত্রতা গোপন থাকে–
কারণ তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী নেই এবং সেই কাজে সে ধরাও পড়ে নি– ১৪ আর স্ত্রী
অপবিত্র হয়েছে বলে যদি স্বামীর সন্দেহ হয় ও তার মন বিষিয়ে উঠে, এমন কি যদি তার
স্ত্রী অপবিত্র নাও হয়ে থাকে– ১৫ তবে সে তাকে ইমামের কাছে নিয়ে যাবে। স্বামী তার
স্ত্রীর হয়ে উপহার হিসাবে এক কেজি আটশো গ্রাম যবের ময়দা নিয়ে যাবে। সে এর
উপর কোন তেল বা লোবান দেবে না কারণ এটা সন্দেহ করার জন্য একটি শস্য-উৎসর্গ,
মাবুদের কাছে অন্যায় তুলে ধরবার উৎসর্গ।

১৬ "ইমাম সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে মাবুদের সামনে দাঁড় করবে। ১৭ এর পর ইমাম
একটি মাটির পাত্রে কিছু পবিত্র পানি নেবে এবং আবাস-তাঁবুর মেঝের একটু ধূলা নিয়ে
সেই পানির মধ্যে দেবে। ১৮ এর পর ইমাম ঐ স্ত্রীলোককে মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা
অবস্থায় তার চুল খুলে দেবে এবং মনে করার শস্য-উৎসর্গ, অর্থাৎ সন্দেহ করার জন্য
শস্য-উৎসর্গের জিনিস তার হাতে দেবে। তখন ইমাম তার হাতে অভিশাপের তিতা পানি
রাখবে। ১৯ এর পর ইমাম সেই স্ত্রীকে শপথ করিয়ে বলবে, 'যদি তুমি অন্য কোনো
পুরুষের সংগে ব্যভিচার না করে থাকো এবং তুমি যদি কুপথে গিয়ে তোমার স্বামীর
বিরুদ্ধে পাপ না করে থাকো, তাহলে অভিশাপ নিয়ে আসা এই তিতা পানি তোমার
কোনো ক্ষতি করবে না।' ২০ কিন্তু তুমি যদি কোন পুরুষের সংগে ব্যভিচার করে নিজেকে
অপবিত্র করে তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে পাপ করে থাকো– ২১ ইমাম এই পর্যন্ত বলে সেই
স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে তার নিজের উপর অভিশাপ ডেকে আনবার একটি শপথ করিয়ে আব-
ার বলবে, 'মাবুদ তোমার স্ত্রী-অঙ্গ অকেজো করবেন ও তোমার পেট ফুলে উঠবে। এর
ফলে তোমার লোকেরাই অভিশাপ ও শপথ করার সময় তোমার নাম ব্যবহার করবে।
২২ এই অভিশাপের পানি তোমার শরীরে ঢুকে এমন ভাবে কাজ করুক যাতে তোমার
পেট ফুলে উঠে ও তোমার স্ত্রী-অঙ্গ অকেজো হয়।' তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলবে,
"আমিন, তা-ই যেন হয়।"

২৩ "তখন ইমাম এ সব অভিশাপ চামড়ার কাগজে লিখে সেই তিতা পানিতে ধুয়ে
ফেলবে। ২৪ পরে সেই অভিশাপের তিতা পানি সেই স্ত্রীকে খেতে দেবে। তখন সেই পানি
তার পেটে গিয়ে তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দেবে। ২৫ এর পর ইমাম সেই স্ত্রীলোকটির হাত
থেকে সেই সন্দেহের দরুন আনা সেই শস্য-উৎসর্গের জিনিস নেবে এবং তা মাবুদের
সামনে দুলিয়ে কোরবানগাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে। ২৬ ইমাম তা থেকে মনে করার শস্য-
উৎসর্গ হিসাবে এক মুঠো নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে দেবে। এর পর সে সেই
স্ত্রীলোককে তা খেতে দেবে। ২৭ যদি সেই স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে অবিশ্বস্ত
হয়ে থাকে, তাহলে এই পানি খাওয়া তার উপর অভিশাপ ডেকে আনবে। পানি তার
শরীরে ঢুকে তাকে প্রচুর যন্ত্রণা দেবে। তার পেট ফুলে উঠবে এবং স্ত্রী-অংগ অকেজো
হয়ে যাবে আর তার লোকেরা তার নাম অভিশাপ হিসাবে ব্যবহার করবে। ২৮ যদি সেই
স্ত্রীলোক নির্দোষ হয়ে থাকে, তবে তার উপর যে দোষ চাপানো হয়েছিল তা থেকে মুক্ত
হবে এবং সন্তানের মা হবার ক্ষমতা তার থাকবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

২৯ “তবে এটাই হবে তার জন্য নিয়ম– যদি কোন স্ত্রীলোক বিয়ের পরে কুপথে গিয়ে
অবিশ্বস্ত হয়, ৩০ কিংবা তার স্বামীর মন সন্দেহে বিষিয়ে ওঠে ও তার স্ত্রীকে সন্দেহের
চোখে দেখে। তখন ইমাম সেই স্ত্রীলোকে মাবুদের সামনে হাজির করবে এই পুরো
ব্যবস্থাটি তার উপর খাটাবে। ৩১ তাহলে স্বামী কোনো রকম অন্যায়ের জন্যে দোষী হবে
না, কিন্তু স্ত্রী তার পাপের ফল ভোগ করবে।”

নাসরীয়দের জন্য নিয়ম-কানুন

৬ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, তাদের জানিয়ে দাও
যে, কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক যদি মাবুদের উদ্দেশে নাসরীয় হিসাবে আলাদা
হয়ে থাকবার জন্য বিশেষ শপথ করে, ৩ তবে সে কোন মদ বা গেঁজানো আংগুর-রস বা
কোন আংগুর-রসের সিরকা বা গেঁজানো রস খাবে না। এমন কি, সে কোন টাট্‌কা
আংগুরের রস, আংগুরের ফল বা কিসমিস খাবে না। ৪ নাসরীয় হিসাবে থাকার সময়
আংগুর থেকে তৈরি কোন কিছুই সে খাবে না, এমনকি আংগুরের বীজ অথবা খোসাও
খাবে না।

৫ “আলাদা হয়ে থাকার এই যে শপথ সে করেছে, এই পুরো সময়ে সে তার মাথার
চুল কামাবে না। মাবুদের উদ্দেশ্যে আলাদা হয়ে থাকবার এই সময়ে তাকে পবিত্র হয়ে
থাকতে হবে। সে তার মাথার চুল লম্বা হতে দেবে।

৬ মাবুদের উদ্দেশ্যে আলাদা হয়ে থাকবার এই সময়ের মধ্যে সে কোন লাশের কাছে
যেতে পারবে না। ৭ যদিও তার বাবা, মা, ভাই বা বোন মারা যায়, তবুও সে তাদের জন্য
নিজেকে অপবিত্র করবে না। কারণ তার মাথায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আলাদা হয়ে থাকবার
চিহ্ন আছে। ৮ তার আলাদা থাকবার সম্পূর্ণ সময় ধরে সে মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হয়ে
আছে।

৯ “যদি কোন মানুষ হঠাৎ তার কাছে মারা যায় এবং তাতে মাবুদের উদ্দেশ্যে রাখা
তার চুল অপবিত্র হয়ে যায়, তবে সাত দিনের দিন, অর্থাৎ তার পবিত্র হবার দিন তাকে
মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। ১০ আট দিনের দিন সে অবশ্যই জমায়েত-তাঁবুর দরজায়
ইমামের কাছে দু'টি ঘুঘু অথবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা নিয়ে যাবে। ১১ ইমাম একটি পাখি
দিয়ে পাপ-কোরবানী দেবে এবং অন্যটি দিয়ে পোড়ানো-কোরবানী দেবে। মৃতদেহের
ছোঁয়া লাগবার ফলে সে যে অপবিত্র হয়েছিল সেজন্য তার অপবিত্রতার প্রায়শ্চিত্ত করার
জন্য ইমাম এই কোরবানী দেবে। ঐ দিন থেকেই আবার তার মাথার চুল পবিত্র হবে।
১২ সে আবার মাবুদের উদ্দেশে আলাদা হয়ে থাকবার শপথ করবে এবং দোষ-কোরবানী
হিসেবে এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা আনবে। তার আগের দিনগুলো আর গণনা করা
হবে না কারণ তার আলাদা হয়ে থাকবার দিনগুলো অপবিত্র হওয়াতে তা বাতিল হয়ে
যাবে।

১৩ “একজন নাসরীয়ের আলাদা হয়ে থাকবার দিনগুলো পার হয়ে যাবার পর তাকে
এই নিয়ম পালন করতে হবে। তাকে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে যেতে হবে।
১৪ তাকে মাবুদের উদ্দেশে তার উপহার কোরবানী করার জন্য এসব নিয়ে আসবে–

পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছর বয়সের নিখুঁত এক ভেড়ার বাচ্চা ও পাপ-
কোরবানীর জন্য এক বছর বয়সের নিখুঁত একটি ভেড়ীর বাচ্চা ও মঙ্গল-কোরবানী জন্য
নিখুঁত একটি ভেড়া। ১৫ এছাড়া, শস্য-উৎসর্গ এবং ঢালন-উৎসর্গ হিসাবে এক ঝুড়ি
খামিহীন রুটি, তেল ময়ান দেওয়া মিহি সুজির পিঠা, তেল লাগানো খামিহীন চাপাটি
আনবে। ১৬ ইমাম এসব জিনিস মাবুদের সামনে নিয়ে রাখবে এবং তার জন্য পাপ-
কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানী দিবে। ১৭ এর পর সে খামিহীন রুটির ঝুড়ির সংগে
মঙ্গল-কোরবানীর ভেড়া মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করবে এবং এর সংগে সে শস্য-
উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও উৎসর্গ করবে। ১৮ এর পর জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে
নাসরীয়কে উৎসর্গ করা চুল কামিয়ে ফেলতে হবে। এই চুল নিয়ে সে মঙ্গল-কোরবানীর
নিচে আগুনে ফেলে দেবে। ১৯ নাসরীয় তার আলাদা করে রাখা চুল কেটে ফেলার পরে
ইমাম তাকে পুরুষ ভেড়াটির একটি সেদ্ধ করা কাঁধ, ও ঝুড়ি থেকে একটি খামিহীন পিঠা
আর একটি চাপাটি তার হাতে দেবে। ২০ তারপর ইমাম দোলন-উৎসর্গ হিসাবে তা
মাবুদের সামনে দোলাবে। এসব জিনিস পবিত্র এবং তা ইমামের পাওনা হবে। এছাড়া
দুলিয়ে রাখা বুকের মাংস এবং প্রভুর জন্য দেওয়া উরু ইমাম পাবে। এই সব হয়ে গেলে
পর সেই নাসরীয় আংগুর-রস খেতে পারবে।

২১ "যে লোক নাসরীয় থাকার শপথ করেছে তাকে এই নিয়ম পালন করতে হবে।
মাবুদে উদ্দেশে তার আলাদা থাকবার শপথ অনুসারে এই সব কোরবানী দিতে হবে ও
উৎসর্গ করতে হবে। এছাড়া, তার ক্ষমতা অনুসারে আরো কিছু দিতে চাইলে দিতে
পারবে। নাসরীয় নিয়ম অনুসারে সে যে শপথ করেছে তা তাকে রক্ষা করতে হবে।"

ইমামের দোয়া উচ্চারণ

২২ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৩ "হারুন এবং তার ছেলেদের বলে দাও যে, এই ভাবে
তারা বনি-ইসরাইলদের দোয়া করবে। তারা বলবে: ২৪ 'মাবুদ তোমাকে দোয়া করুন ও
তোমাকে রক্ষা করুন;

২৫ মাবুদ তোমার প্রতি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন ও তোমাকে মেহেরবানী করুন;
২৬ মাবুদ তাঁর মুখ তোমার দিকে ফিরান এবং তোমাকে শান্তি দান করুন।'

২৭ "এভাবে তারা ইসরাইলদের উপরে আমার নাম উচ্চারণ করবে; আর আমি
তাদেরকে দোয়া করবো।"

আবাস-তাঁবুর প্রতিষ্ঠা

৭ ১ যেদিন মূসা আবাস-তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ করলেন, সেদিনই তিনি আবাস-
তাঁবু ও এর সমস্ত জিনিসপত্র অভিষেক করলেন ও পবিত্র করলেন। এছাড়া তিনি
কোরবানগাহ্ ও এর সমস্ত জিনিসপত্র পবিত্র করলেন। ২ এর পর ইসরাইলের নেতারা
মাবুদকে দেবার জন্য তাদের উপহার নিয়ে আসলেন। এই সকল নেতারা ছিল তাদেরই
পরিবারের প্রধান এবং তাদের গোষ্ঠীর নেতা। এসব লোকদের উপরই গণনা-করা
লোকদের দেখাশোনার ভার ছিল। ৩ তারা উপহার হিসাবে ছয়টি ছই দেওয়া গরুর গাড়ি
এবং সেই গাড়িগুলোকে চালানোর জন্য বারোটি ষাড় এনে মাবুদের সামনে রাখল।

BACIB
International Bible
CHURCH

প্রত্যেক নেতা একটি করে ষাড় দিয়েছিল। প্রতি দুই জন নেতা মিলে একটি করে গাড়ি
দিয়েছিল। আবাস-তাঁবুর সামনেই এই নেতারা এসব জিনিসপত্র দিয়েছিল।
৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ৫ "তুমি তাদের থেকে এগুলো গ্রহণ কর। সেগুলো
জমায়েত-তাঁবুর সেবা-কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে। তুমি লেবীয়দের প্রত্যেকের
কাজ অনুসারে এগুলো তাদের দেবে।"
৬ পরে মূসা সেই সব ঘোড়ার গাড়ি ও ষাড়গুলো নিয়ে লেবীয়দেরকে দিলেন।
৭ গের্শোনীয়দের কাজ অনুসারে তিনি দু'টি গাড়ি ও চারটি ষাড় তাদের দিলেন। ৮ এর পর
তিনি মরারীয়দের তাদের কাজ অনুসারে চারটি গরুর গাড়ি ও আটটি ষাড় দিলেন। ইমাম
হারুনের ছেলে ঈথামরের উপর এদের সকলের দেখাশোনার ভার ছিল। ৯ কিন্তু মূসা
কহাতীয়দেরকে কিছুই দিলেন না, কারণ পবিত্র জিনিসগুলোর দেখাশোনার ভার ছিল
তাদের উপর। তারা সেগুলো তাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেত।
১০ যখন কোরবানগাহ্‌র অভিষেক করা হল, তখন নেতারা কোরবানগাহ্‌ উৎসর্গের
উপহার আনলেন। তারা সেই উপহার কোরবানগাহ্‌র সামনে রাখলেন। ১১ কারণ মাবুদ
মূসাকে বলেছিলেন, "কোরবানগাহ্‌টিকে উৎসর্গ করার জন্যে প্রত্যেক দিন একজন করে
নেতা তার উপহার নিয়ে আসবে।"
১২ প্রথম দিনে এহুদা বংশের অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ১৩ তার উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ১৪ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ১৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ১৬ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ১৭ মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি ষাড়, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল এবং এক বছর
বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এসব অম্মীনাদবের ছেলে নহশোনের উপহার।
১৮ দ্বিতীয় দিনে ইষাখর-বংশের নেতা সূয়ারের ছেলে নথনেল উপহার নিয়ে
আসলেন। ১৯ তার উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে একশো এক কেজি তিনশো
গ্রাম ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ২০ এছাড়া, ধূপে
ভরা একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ২১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ২২ পাপ-কোরবানীর জন্য
একটি ছাগল; ২৩ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক
বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এসব সূয়ারের ছেলে নথনেলের উপহার।
২৪ তৃতীয় দিনে সবূলূন-বংশের নেতা হেলোনের ছেলে ইলীয়াব তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ২৫ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ২৬ এছাড়া, ধূপে

BACIB
International Bible
CHURCH

পরিপূর্ণ একশো গ্রাম পরিমাণ সোনার একটি বাসন; ২৭ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ২৮ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ২৯ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছর
বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এ সব হেলোনের ছেলে ইলীয়াবের উপহার।

৩০ চতুর্থ দিনে রূবেণ-বংশের নেতা শদেয়ুরের ছেলে ইলীষুর তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ৩১ তার উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৩২ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৩৩ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৩৪ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৩৫ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল এক বছর
বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এসব শদেয়ুরের ছেলে ইলীষুরের উপহার।

৩৬ পঞ্চম দিনে শিমিয়োন-বংশের নেতা সূরীশদ্দয়ের ছেলে শনুমীয়েল তার উপহার
নিয়ে আসলেন। ৩৭ তার উপহার পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৩৮ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম পরিমাণ সোনার একটি বাসন; ৩৯ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৪০ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৪১ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের
পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এ সব সূরীশদ্দয়ের ছেলে শনুমীয়েলের উপহার।

৪২ ষষ্ঠ দিনে গাদ-বংশের নেতা দূয়েলের ছেলে ইলীয়াসফ তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ৪৩ তার উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৪৪ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৪৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৪৬ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৪৭ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের
পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এ সব দূয়েলের ছেলে ইলীয়াসফের উপহার।

৪৮ সপ্তম দিনে আফরাহীম-বংশের নেতা অম্মীহূদের ছেলে ইলীশামা তার উপহার
নিয়ে আসলেন। ৪৯ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো
গ্রাম ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৫০ এছাড়া, ধূপে
ভরা একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৫১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৫২ পাপ-কোরবানীর জন্য
একটি ছাগল; ৫৩ মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক

বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এ সব অম্মীহূদের ছেলে ইলীশামার উপহার।
৫৪ অষ্টম দিনে মানশা-বংশের নেতা পদাহসূরের ছেলে গমলীয়েল তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ৫৫ তার উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৫৬ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৫৭ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৫৮ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল;
৫৯ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি
ভেড়ার বাচ্চা– এ সব পদাহসূরের ছেলে গমলীয়েলের উপহার।
৬০ নবম দিনে বিন্‌ইয়ামীন-বংশের নেতা গিদিয়োনির ছেলে অবীদান তার উপহার
নিয়ে আসলেন। ৬১ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো
গ্রাম ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৬২ এছাড়া, ধূপে
ভরা একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৬৩ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৬৪ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৬৫ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের
পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এসব গিদিয়োনির ছেলে অবীদানের উপহার।
৬৬ দশম দিনে দান-বংশের নেতা অম্মীশদ্দয়ের ছেলে অহীয়েষর তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ৬৭ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম
ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৬৮ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৬৯ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৭০ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল;
৭১ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি
ভেড়ার বাচ্চা– এসব অম্মীশদ্দয়ের ছেলে অহীয়েষরের উপহার।
৭২ এগারো দিনের দিনে আশের-বংশের নেতা অক্রণের ছেলে পগীয়েল তার উপহার
নিয়ে আসলেন। ৭৩ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো
গ্রাম ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৭৪ এছাড়া, ধূপে
ভরা একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৭৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৭৬ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৭৭ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছর
বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এ সব অক্রণের ছেলে পগীয়েলের উপহার।
৭৮ বারো দিনের দিন নপ্তালি-বংশের নেতা ঐননের ছেলে অহীরঃ তার উপহার নিয়ে
আসলেন। ৭৯ তাঁর উপহার ছিল পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে এক কেজি তিনশো গ্রাম

ওজনের রূপার একটি থালা ও সাতশো গ্রাম ওজনের রূপার একটি বাটি। এই দু'টি পাত্র
শস্য-উৎসর্গের জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দায় ভরা ছিল। ৮০ এছাড়া, ধূপে ভরা
একশো গ্রাম ওজনের সোনার একটি বাসন; ৮১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৮২ পাপ-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ৮৩ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছর
বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা– এসব ঐননের ছেলে অহীরের উপহার।

৮৪ কোরবানগাহ্ অভিষেকের দিনে কোরবানগাহ্-উৎসর্গের জন্য যেসব উপহার
ইসরাইলের নেতারা দিল তা হল– রূপার বারোটি থালা, রূপার বারোটি বাটি, সোনার
বারোটি বাসন। ৮৫ এর প্রত্যেকটি রূপার থালা এক কেজি তিনশো গ্রাম এবং প্রত্যেক
রূপার বাটি সাতশো গ্রাম। এসব পাত্রের রূপার ওজন পবিত্র স্থানের মাপ অনুসারে চব্বিশ
কেজি হয়েছিল। ৮৬ ধূপে ভরা সোনার বারোটি বাসনের প্রত্যেকটির ওজন ছিল পবিত্র
স্থানের মাপ অনুসারে একশো গ্রাম। এসব বাসনের সোনার ওজন ছিল মোট এক কেজি
দু'শো গ্রাম। ৮৭ এছাড়া, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য মোট বারোটি গরু, বারোটি ভেড়া,
এক বছরের বারোটি ভেড়ার বাচ্চা। এগুলোর সংগে ছিল শস্য-উৎসর্গের জিনিস এবং
পাপ-কোরবানীর জন্য বারোটি ছাগল। ৮৮ মঙ্গল-কোরবানীর জন্য মোট চব্বিশটি গরু,
ষাটটি ভেড়া, ষাটটি ছাগল, এক বছরের ষাটটি ভেড়ার বাচ্চা। এসব ছিল কোরবানগাহ্‌র
অভিষেকের পরে কোরবানগাহ্-উৎসর্গের উপহার।

৮৯ মূসা যখন আল্লাহ্‌র সংগে কথা বলতে জমায়েত-তাঁবুতে ঢুকতেন, তখন সাক্ষ্য-
সিন্দুকের উপরে থাকা পাপ-ঢাকনের থেকে, সেই দুই করূবের মধ্য থেকে, আল্লাহ্‌র
কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। এভাবে মাবুদ তাঁর সংগে কথা বলতেন।

আবাস-তাঁবুর বাতিদান

৮ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি হারুনকে বল, 'তুমি বাতিদানের সাতটি বাতি
এমন ভাবে বসাবে, সেগুলো জ্বালালে পর তা যেন বাতিদানের সামনের দিকে
আলো দেয়।' "

৩ তাতে হারুন সেরকম করলেন। মূসাকে দেওয়া মাবুদের আদেশ অনুসারে তিনি
বাতিদানের মধ্যে বাতিগুলো এমনভাবে বসিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন যাতে সেগুলো সামনের
দিকে আলো দেয়। ৪ সেই বাতিদানটি এভাবে তৈরি করা হয়েছিল: বাতিদানটির গোড়া
থেকে আগার ফুলগুলো পর্যন্ত পুরোটাই সোনা পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। মাবুদ মূসাকে
যে নমুনা দেখিয়েছিলেন, ঠিক সেইরকম ভাবেই বাতিদানটি তৈরি করা হয়েছিল।

লেবীয়দের পাক-পবিত্র করা

৫ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ "তুমি ইসরাইলদের মধ্য থেকে লেবীয়দেরকে নিয়ে
পবিত্র কর। ৭ তাদের পবিত্র করার জন্য এরকম কর: তাদের উপরে পবিত্র করার পানি
ছিটিয়ে দাও। তারা তাদের সারা শরীরের লোম কামিয়ে নেবে ও কাপড়-চোপড় ধুয়ে
নিয়ে নিজেদেরকে পবিত্র করবে। ৮ পরে তারা একটি ষাঁড় ও এর সংগে শস্য-উৎসর্গের
জন্য তেলে ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা নিয়ে আসবে। এর পর তুমি পাপ-কোরবানীর জন্য

আর একটি ষাঁড় নেবে। ৯ এর পর তুমি লেবীয়দেরকে জমায়েত-তাঁবুর সামনে আনবে ও
বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজকে একসংগে জড়ো করবে। ১০ তুমি লেবীয়দেরকে
মাবুদের সামনে আনবে এবং বনি-ইসরাইলরা তাদের হাত লেবীয়দের উপরে রাখবে।
১১ এর পর হারুন ইসরাইলদের মধ্য থেকে দোলন-উৎসর্গ হিসাবে লেবীয়দের মাবুদের
সামনে উপস্থিত করবে, যেন তারা মাবুদের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। ১২ তারপর
লেবীয়েরা ঐ দু'টি ষাঁড়ের মাথায় হাত রাখবে। এই দু'টি ষাড়ের একটি নিয়ে তুমি পাপ-
কোরবানী হিসেবে কোরবানী দিবে, ও অন্যটি পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী
দিবে। এভাবে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। ১৩ তুমি লেবীয়দেরকে হারুন ও তার
ছেলেদের সামনে দাঁড় করাবে এবং মাবুদের কাছে দোলন-উৎসর্গ হিসাবে তাদের
কোরবানী করবে।

১৪ এভাবে তুমি লেবীয়দেরকে অন্যান্য বনি-ইসরাইলদের থেকে আলাদা করবে,
এবং তাতে লেবীয়েরা আমার হবে।

১৫ "এভাবে তুমি লেবীয়দের পবিত্র করবে এবং দোলন-উৎসর্গ হিসাবে কোরবানী
করবে। পরে তারা মিলন-তাঁবুতে কাজ করবার জন্য আসবে। ১৬ তারা হল সেই
ইসরাইলী লোক যাদের সম্পূর্ণভাবে আমাকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইসরাইলী
স্ত্রীলোকের প্রথম পুরুষ সন্তানের বদলে আমি লেবীয়দের আমার নিজের বলে গ্রহণ করে
নিয়েছি। ১৭ ইসরাইলের মধ্যে প্রথমে জন্মেছে এমন প্রত্যেকটি পুরুষ সন্তান আমার, সে
মানুষের সন্তানই হোক বা পশুর বাচ্চাই হোক। মিসরীয়দের প্রথম পুরুষ সন্তানদের মেরে
ফেলবার সময় আমি ইসরাইলদের প্রথম পুরুষ সন্তানকে আমার জন্য আলাদা করে
রেখেছিলাম। ১৮ আমি ইসরাইলদের সমস্ত প্রথম পুরুষ সন্তানের বদলে লেবীয়দেরকে
গ্রহণ করেছি। ১৯ সমস্ত ইসরাইলদের পক্ষে, আমি লেবীয়দেরকে হারুন ও তার ছেলেদের
উপহার হিসাবে দিচ্ছি, যাতে তারা জমায়েত-তাঁবুতে সেবা-কাজ করতে পারে এবং বনি-
ইসরাইলদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। এর ফলে তারা পবিত্র স্থানের কাছে গেলেও
কোন মহামারি তাদের আঘাত করবে না।"

২০ মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন সেই অনুসারে, মূসা হারুন ও
ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ লেবীয়দের প্রতি তা-ই করলো। ২১ লেবীয়েরা নিজেদের পবিত্র
করলো ও তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিল। এর পর হারুন তাদেরকে মাবুদের সামনে
দোলন-উৎসর্গ হিসেবে কোরবানী করলেন, এবং তাদেরকে পবিত্র করার জন্য তাদের
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। ২২ এর পর লেবীয়রা তাদের জন্য ঠিক করে রাখা কাজ করতে
হারুন ও তার ছেলেদের অধীনে জমায়েত-তাঁবুতে আসল। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ
করেছিলেন, তারা লেবীয়দের প্রতি তা-ই করেছিল।

২৩ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৪ "লেবীয়দের জন্য এই নিয়ম থাকবে: পঁচিশ
বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়সের লেবীয়েরা জমায়েত-তাঁবুতে সেবা-কাজ করার জন্য
আসবে। ২৫ পঞ্চাশ বছর বয়স হলে তারা তাদের প্রতিদিনের কাজ থেকে বিশ্রাম নেবে।
তারা আর কাজ করবে না। ২৬ তারা জমায়েত-তাঁবুতে তাদের ভাইদের কাজে সাহায্য

করতে পারবে, কিন্তু তারা নিজেরা কোন কাজ করতে পারবে না। তুমি লেবীয়দের দায়িত্ব
পালন করার জন্য এভাবেই তাদের কাজ ঠিক করে দেবে।”

সিনাই মরুভূমিতে উদ্ধার-উৎসব পালন

৯ ১ ইসরাইলরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার পর দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসে
সিনাই মরুভূমিতে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “বনি-ইসরাইলরা যেন সঠিক সময়ে
উদ্ধার-উৎসব পালন করে। ৩ সঠিক সময়েই তারা উদ্ধার-উৎসব পালন করবে। এই
মাসের চৌদ্দ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত নিয়ম-কানুন অনুসারে তারা এই উৎসব পালন
করবে।”

৪ সুতরাং মূসা বনি-ইসরাইলদেরকে উদ্ধার-উৎসব পালন করতে বললেন। ৫ তাতে
তারা প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় সিনাই মরুভূমিতে উদ্ধার-উৎসব পালন
করলো। মাবুদ মূসাকে যে সব আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারেই বনি-ইসরাইলরা তা
পালন করলো।

৬ কিন্তু কয়েকজন লোক একটি লোকের লাশের ছোঁয়া লাগবার দরুন অপবিত্র
হওয়াতে সেদিন উদ্ধার-উৎসব পালন করতে পারল না। তারা সেদিনই মূসা ও হারুনের
কাছে গেল। ৭ তারা মূসাকে বললো, “আমরা একটি লাশের ছোঁয়া লাগবার দরুন
অপবিত্র হয়েছি। তাই বলে অন্যান্য ইসরাইলদের সংগে আমরা সঠিক সময়ে মাবুদের
উদ্দেশে কোরবানী দিতে কেন পারব না?”

৮ মূসা তাদেরকে বললেন, “তোমরা একটু অপেক্ষা কর, তোমাদের বিষয়ে মাবুদ কি
আদেশ দেন, তা জেনে নিই।”

৯ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ১০ “তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, তোমাদের মধ্যে
কিংবা তোমাদের বংশধরদের মধ্যে যদি কেউ মৃতদেহ ছোঁয়া লাগবার দরুন অপবিত্র হয়,
কিংবা যাত্রা পথে থাকে, তবুও সে মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসব পালন করতে পারবে।
১১ তারা দ্বিতীয় মাসে চৌদ্দ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা এই উৎসব পালন করবে। তাদেরকে
খামিহীন রুটি আর তেতো শাকের সংগে উদ্ধার-উৎসবের ভেড়ার মাংস খেতে হবে।
১২ তারা সকাল পর্যন্ত সেই খাবারের কিছুই বাকী রাখবে না এবং সেই ভেড়ার কোন
হাড়ও ভাঙা চলবে না। উদ্ধার-উৎসবের সব নিয়ম অনুসারে তারা তা পালন করবে।
১৩ কিন্তু যে লোক অপবিত্র হয় নি ও যাত্রা পথেও না থাকে, সে যদি উদ্ধার-উৎসব পালন
না করে, তবে তাকে তার জাতির মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। কারণ সে সঠিক সময়ে
মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দেয় নি। তাকে তার পাপের ফল ভোগ করতেই হবে।

১৪ “কোন বিদেশী লোক তোমাদের মধ্যে বাস করলে পর সে যদি মাবুদের উদ্দেশে
উদ্ধার-উৎসব পালন করতে চায়, তবে সে উদ্ধার-উৎসবের নিয়ম-কানুন অনুসারে তা
পালন করবে। বিদেশী বা দেশে জন্মগ্রহণ করা কোন লোকই হোক না কেন, তাদের
সবাইকে একই নিয়ম পালন করতে হবে।”

মেঘ ও আগুন

১৫ যেদিন আবাস-তাঁবু অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাঁবু খাটানো হল, সেদিন মেঘ এসে সেটি ঢেকে

ফেলল। সন্ধ্যাবেলা থেকে সকাল পর্যন্ত আবাস-তাঁবুর উপরে থাকা সেই মেঘ আগুনের
মত জ্বলতে থাকল। [১৬] প্রতিদিন এরকম হতো। দিনের বেলা আবাস-তাঁবুটি মেঘ ঢেকে
ফেলত, আর রাতের বেলা তা আগুনের মত দেখাত। [১৭] যে সময়ে তাঁবুর উপর থেকে
মেঘ উপরে উঠে যেত, তখন বনি-ইসরাইলরা যাত্রা করতো। মেঘ যেখানে গিয়ে স্থির
হয়ে থাকত সেখানে তারা তাঁবু খাটাতো। [১৮] মাবুদের আদেশ অনুসারে বনি-ইসরাইলরা
যাত্রা করতো, আবার তাঁর আদেশ অনুসারেই তারা তাঁবুগুলো খাটাতো। মেঘ যতদিন
আবাস-তাঁবুর উপরে থাকতো, ততদিন তারা তাঁবু ফেলে সেখানেই থাকত। [১৯] মেঘ যখন
আবাস-তাঁবুর উপরে অনেক দিন ধরে থাকত, তখন বনি-ইসরাইলরা মাবুদের আদেশ
মত সেখানেই থাকতো, অন্য কোথাও যাত্রা করতো না। [২০] মেঘ কখনও কখনও আবাস-
তাঁবুর উপরে অল্প দিন থাকতো। তখন মাবুদের আদেশ অনুসারে তারা তাঁবুতেই
থাকতো, এর পর তাঁর আদেশ পেলেই তারা আবার যাত্রা করতো। [২১] কখনও কখনও
মেঘ মাত্র সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত থাকতো। সকালবেলায় মেঘ সরে গেলে পর তারা
আবার যাত্রা শুরু করতো। দিনেই হোক বা রাতেই হোক, মেঘ সরে গেলেই তারা যাত্রা
শুরু করতো। [২২] দুই দিন কিংবা এক মাস কিংবা এক বছর হোক, আবাস-তাঁবুর উপরে
মেঘ যতদিন থাকতো, বনি-ইসরাইলরাও ততদিন তাঁবু ফেলে সেখানেই থাকতো, যাত্রা
করতো না। কিন্তু মেঘ উপরে উঠে গেলেই তারা আবার যাত্রা করতো। মাবুদের
আদেশেই তারা তাঁবুগুলো খাটিয়ে থাকতো, মাবুদের আদেশেই তারা যাত্রা করতো।
[২৩] মাবুদের আদেশেই তারা তাঁবু খাটাতো, আবার মাবুদের আদেশ অনুসারেই তারা যাত্রা
করতো। মূসার মধ্য দিয়ে মাবুদ যে আদেশ তাদের দিতেন, তারা সেই আদেশ অনুসারেই
যাত্রা করতো।

রূপার শিংগা

১০ [১] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] "তুমি দু'টি রূপার শিংগা তৈরি কর। পিটানো
রূপা দিয়ে তা তৈরি করতে হবে। তুমি তা ইসরাইল সমাজকে জড়ো করার
জন্য ও তাঁবু তুলে যাত্রা করার জন্য ব্যবহার করবে। [৩] সেই দু'টি শিংগা বাজানো হলে
পর পুরো সমাজ জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে তোমার সামনে এসে জমায়েত হবে।
[৪] কিন্তু যখন একটি শিংগা বাজানো হবে তখন নেতারা– ইসরাইলের বিভিন্ন বংশের
প্রধানরা তোমার সামনে এসে জমায়েত হবে। [৫] যখন একটি শিংগা বাজানো হবে, তখন
পূর্ব দিকের তাঁবুগুলোর লোকেরা তাঁবু উঠিয়ে যাত্রা শুরু করবে। [৬] তোমরা যখন দ্বিতীয়ব-
ার শিংগার আওয়াজ শুনবে, তখন দক্ষিণ দিকের লোকেরা তাঁবু উঠিয়ে যাত্রা করবে। এটা
হল তাদের যাত্রা করার সংকেত। [৭] কিন্তু সমাজের লোকদের জড়ো করার জন্য যখন
শিংগা বাজাবে, তখন তার ইশারা হবে আলাদা রকমের।

[৮] "হারুনের ইমাম ছেলেরা সেই শিংগা বাজাবে। তোমরা বংশের পর বংশ ধরে এই
নিয়ম পালন করবে। এটা হবে তোমাদের জন্য একটি চিরকালের নিয়ম। [৯] তোমরা যদি
তোমাদের দেশেই কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাও, যারা তোমাদের অত্যাচার
করবার জন্য এসেছে, তখন তোমরা দু'টি শিংগাই বাজিয়ে ইশারা দেবে। তখন

তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের কথা মনে করবেন ও শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের
উদ্ধার করবেন। [১০] এছাড়া, তোমাদের আনন্দের দিনে– তোমাদের নির্দিষ্ট করা বিভিন্ন
উৎসবের দিনে, তোমাদের অমাবস্যার উৎসবগুলোতে– যখন তোমরা পোড়ানো-
কোরবানীর ও মঙ্গল-কোরবানী দেবে তখন তোমরা শিংগা বাজাবে। তখন আল্লাহ্‌র
সামনে তোমাদের কথা মনে করা হবে। আমি আল্লাহ্ তোমাদের মাবুদ।”

সিনাই থেকে চলে যাওয়া

[১১] পরে দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের বিশ দিনের দিন আবাস-তাঁবুর, অর্থাৎ সাক্ষ্য-
তাঁবুর উপর থেকে মেঘ উপরে উঠে গেল। [১২] তাতে বনি-ইসরাইলরা সিনাই মরুভূমি
ছেড়ে চলতে শুরু করলো। সেই মেঘ পারণ মরুভূমিতে এসে স্থির হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত
তারা চলতেই থাকল। [১৩] মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া মাবুদের আদেশ অনুসারে তারা এই
প্রথমবার যাত্রা শুরু করলো।

[১৪] প্রথমে এহুদা-বিভাগের বিভিন্ন দল তাদের বিভাগীয় পতাকা নিয়ে যাত্রা শুরু
করলো। অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন ছিলেন তাদের নেতা। [১৫] সূয়ারের ছেলে নথনেল
ছিলেন ইষাখর-বংশের বিভাগীয় নেতা। [১৬] হেলোনের ছেলে ইলীয়াব ছিলেন সবূলূন-
বংশের বিভাগীয় নেতা।

[১৭] পরে আবাস-তাঁবু খুলে ফেলা হল এবং গের্শোনীয়রা ও মরারীয়রা সেই আবাস-
তাঁবু বয়ে নিয়ে চললো।

[১৮] এর পর রূবেণ বিভাগের বিভিন্ন দল তাদের বিভাগীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে
চললো। রূবেণ-বংশের নেতা ছিলেন শদেয়ূরের ছেলে ইলীষূর। [১৯] সূরীশদ্দয়ের ছেলে
শলুমীয়েল ছিলেন শিমিয়োন-বংশের বিভাগীয় নেতা। [২০] দ্যুয়েলের ছেলে ইলীয়াসফ
ছিলেন গাদ-বংশের বিভাগীয় নেতা।

[২১] এদের পরে কহাতীয়েরা আবাস-তাঁবুর পবিত্র জিনিসপত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলো।
তাদের পৌঁছানোর আগেই আবাস-তাঁবু আবার খাটানোর কথা ছিল।

[২২] এর পরে আফরাহীম-বংশের বিভিন্ন দল তাদের বিভাগীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে
চললো। অম্মীহূদের ছেলে ইলীশামা ছিলেন তাদের নেতা। [২৩] পদাহসূরের ছেলে
গমলীয়েল ছিলেন মানশা-বংশের বিভাগীয় নেতা। [২৪] গিদিয়োনির ছেলে অবীদান ছিলেন
বিন্‌ইয়ামীন-বংশের বিভাগীয় নেতা।

[২৫] সব শেষে দান-বিভাগের বিভিন্ন দল তাদের বিভাগীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে গেল।
এরা সৈন্যদল হিসাবে সব দলগুলোর পিছনে গেল। অম্মীশদ্দয়ের ছেলে অহীয়েষর ছিলেন
তাদের নেতা। [২৬] অক্রণের ছেলে পগীয়েল ছিলেন আশের-বংশের বিভাগীয় নেতা।
[২৭] ঐননের ছেলে অহীরঃ ছিলেন নপ্তালি-বংশের বিভাগীয় নেতা। [২৮] ইসরাইলদের বিভিন্ন
বিভাগগুলো এভাবেই পর পর এগিয়ে যেত।

[২৯] মূসা তাঁর শ্বশুর মিদিয়োনীয় রূয়েলের ছেলে হোববকে বললেন, “মাবুদ
আমাদেরকে যে দেশ দেবার বিষয়ে বলেছেন, ‘আমি তোমাদের এই দেশ দেব’ আমরা
সেই দেশে যাবার জন্য যাত্রা করছি। আপনিও আমাদের সংগে চলুন, আমরা আপনার

BACIB
International Bible
CHURCH

সংগে ভাল ব্যবহার করবো। কারণ মাবুদ ইসরাইলের পক্ষে মঙ্গল করবেন প্রতিজ্ঞা
করেছেন।”
৩০ তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, “না, আমি যাব না, আমি আমার দেশে ও আমার
লোকদের কাছে ফিরে যাব।”
৩১ কিন্তু মূসা বললেন, “দয়া করে আমাদের ছেড়ে যাবেন না, আপনার জানা আছে
মরুভূমির মধ্যে কোথায় আমাদের তাঁবুগুলো খাটানো উচিত। আপনিই হতে পারেন
আমাদের চোখ। ৩২ আপনি যদি আমাদের সংগে আসেন তাহলে মাবুদ আমাদের যে সব
ভাল জিনিস দেবেন, তা আমরা আপনার সংগে ভাগ করে নেব।”
৩৩ পরে তারা মাবুদের পাহাড় থেকে তিন দিনের পথ এগিয়ে গেল। এই তিন দিন
মাবুদের সাক্ষ্য-সিন্দুকটি নিয়ে তাদের আগে আগে চললো যেন তাদের জন্য একটি বি-
শ্রামের জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়। ৩৪ তারা তাঁবু তুলে যাত্রা করার পর থেকে দিনের বেলা
মাবুদের মেঘ ইসরাইলদের উপরে থাকত।
৩৫ যখনই সাক্ষ্য-সিন্দুকটি নিয়ে তারা যাত্রা করতো, তখন মূসা বলতেন, “হে মাবুদ,
ওঠো। তোমার শত্রুরা সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাক, আর তোমাকে যারা ঘৃণা করে তোমার
সামনে থেকে তারা পালিয়ে যাক।”
৩৬ যখনই নিয়ম-সিন্দুকটি নিয়ে থামত, তখন মূসা বলতেন, “হে মাবুদ, অসংখ্য
ইসরাইলদের কাছে তুমি ফিরে এসো।”

লোকদের অভিযোগ

১১ ১ লোকেরা তাদের দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে মাবুদের সামনে অভিযোগ করতে
লাগল। মাবুদ তাদের অভিযোগের কথা শুনলে পর রাগে জ্বলে উঠলেন। তখন
মাবুদের কাছ থেকে আগুন এসে লোকদের মধ্যে জ্বলতে লাগল এবং তাঁবুগুলোর কিনারার
কিছু অংশ পুড়িয়ে দিল। ২ তখন লোকেরা মূসার কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। তাতে
মূসা মাবুদের কাছে মুনাজাত করলে সেই আগুন নিভে গেল। ৩ তখন তিনি ঐ জায়গার
নাম রাখলেন তবেরা, কারণ মাবুদের আগুন তাদের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল।
৪ বনি-ইসরাইলদের সংগে অন্যান্য জাতির যে সব লোক ছিল তারা অন্যান্য
খাবারের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের সংগে ইসরাইলরাও কান্নাকাটি করে বলতে
লাগল, “যদি আমরা একটু মাংস খেতে পেতাম! ৫ আমরা মিসরে যে মাছ খেতাম তার
কথা মনে পড়ছে। আমাদের ঐ মাছের জন্য কোনো দামই দিতে হতো না। এছাড়া শসা,
তরমুজ, পিঁয়াজ, সবজী-পিঁয়াজ এবং রসুনের কথাও আমাদের মনে পড়ছে। ৬ এখন
আমাদের ক্ষুধা যেন মরে গেছে। আমাদের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছু নেই।” ৭ –
ঐ মান্না ছিল ধনিয়া বীজের মত, আর তা দেখতে ছিল গুগ্‌গুলের মত। ৮ লোকেরা ঘুরে
ঘুরে সেগুলো কুড়িয়ে আনতো। এর পর যাঁতায় পিষে কিংবা হামানদিস্তায় গুঁড়া করে তা
হাঁড়ির মধ্যে সিদ্ধ করতো বা তা দিয়ে রুটি বানাত। এর স্বাদ ছিল জলপাই তেল দিয়ে
বানানো পিঠার মত। ৯ রাতে তাঁবুগুলোর এলাকায় যখন শিশির পড়তো, সেই সময়
মান্নাও মাটিতে পড়তো।

১০ মূসা লোকদের কান্নাকাটি শুনতে পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেক
পরিবারের লোকেরা তাদের তাঁবুর দরজায় বসে কান্নাকাটি করছে। এতে মাবুদ রাগে
জ্বলে উঠলেন আর মূসাও অসন্তুষ্ট হলেন। ১১ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, "তুমি কেন
তোমার গোলামকে এই বিপদে ফেলেছ? তোমাকে অসন্তুষ্ট করবার মত আমি এমন কি
করেছি যে, তুমি এই সমস্ত লোকদের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ? ১২ আমি কি
এই সব লোককে পেটে ধরেছি? আমি কি এদেরকে জন্ম দিয়েছি? তুমি এদের
পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশ দেবার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, একটি শিশুকে যেমন
একজন সেবিকা কোলে করে বয়ে নিয়ে যায়, তেমনি কেন আমাকে তাদের সেই দেশে
নিয়ে যেতে বলছো? ১৩ এই সব লোককে দেবার জন্য আমি কোথায় মাংস পাব? এরা তো
আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলছে, 'আমাদের মাংস দাও, আমরা খাব।' ১৪ আমি একা
এই লোকদের বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না; তাদের বোঝা আমার কাছে খুব ভারী।
১৫ তুমি যদি আমার প্রতি এরকম ব্যবহারই কর, তবে এখনই আমাকে মেরে ফেল। যদি
আমি তোমার চোখে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে আমাকে আমার নিজের সর্বনাশ
দেখতে দিয়ো না।"

সত্তর জন বুড়ো নেতা

১৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি ইসরাইলদের মধ্য থেকে সত্তরজন বুড়ো নেতাকে–
যাদেরকে তুমি নেতা ও সম্মানিত লোক বলে জান, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো।
তারা জমায়েত-তাঁবুর কাছে আসুক এবং তুমি তাদেরকে সেই জায়গায় দাঁড়াতে বল।
১৭ আমি সেই জায়গায় নেমে এসে তোমার সংগে কথা বলবো। তোমার উপরে যে রূহ্
রয়েছেন, আমি সেই রূহ্ তাদের উপরেও দেব। তখন লোকদের বোঝা বয়ে নিতে তারা
তোমাকে সাহায্য করবে, যেন তোমাকে আর একা বোঝা বইতে না হয়। ১৮ তুমি
লোকদেরকে বল, 'তোমরা আগামীকালের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত কর। তোমরা সেদিন
মাংস খেতে পাবে। কারণ তোমরা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে বলেছ, 'আমরা যদি
একটু মাংস খেতে পারতাম! আমরা মিসরেই ভাল ছিলাম!' এখন মাবুদ তোমাদেরকে
মাংস দেবেন, এবং তোমরা তা খাবে। ১৯ তোমরা সেই মাংস যে কেবল এক দিন, দুই
দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন কিংবা বিশ দিন খাবে তা নয়, ২০ কিন্তু তোমরা তা পুরো এক
মাস ধরে খাবে– যতক্ষণ না তোমরা তা বমি করে ফেল, ও তাতে তোমাদের অরুচি না
ধরে। কারণ যিনি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন সেই মাবুদকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, আর
তাঁর সামনে কেঁদে কেঁদে বলেছ, 'কেন আমরা মিসর দেশ ছেড়ে আসলাম?' "

২১ কিন্তু মূসা বললেন, "আমার চারপাশে কমপক্ষে ছয় লক্ষ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে;
আর তুমি কি না বলছো, 'আমি তাদেরকে পুরো এক মাস খাওয়ার জন্য মাংস দেব!"
২২ তাদের গরু-ভেড়ার পাল সব জবেহ্ করলেও কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে? সমুদ্রের
সমস্ত মাছ ধরে আনলেও কি তাতে তাদের কুলাবে?"

২৩ জবাবে মাবুদ মূসাকে বললেন, "মাবুদের ক্ষমতা কি এতই কম? আমার কথা
তোমার কাছে সত্যি হয় কি না, তা তুমি এবার দেখতে পাবে।"

২৪ সুতরাং মূসা বাইরে গিয়ে মাবুদ যে সব কথা তাঁকে বলেছিলেন, তা লোকদের
জানালেন। এর পর তিনি সত্তরজন বুড়ো নেতাকে বেছে নিয়ে জড়ো করলেন এবং তাদের
জমায়েত-তাঁবুর চারদিকে দাঁড় করালেন। ২৫ তখন মাবুদ মেঘের মধ্যে নেমে এসে মূসার
সংগে কথা বললেন। যে রূহ্ মূসার উপর ছিলেন, সেই রূহ্ সেই সত্তর জন বুড়ো নেতার
উপরেও দিলেন। যখন রূহ্ তাদের উপর নেমে এলেন তখন তারা ভবিষ্যৎ-বাণী বলতে
শুরু করলো। কিন্তু এর পর তারা আর কখনও ভবিষ্যৎ-বাণী বলে নি।
২৬ যাহেক, তখন ইল্দদ আর মেদদ নামে দু'জন লোক তাদের তাঁবুর মধ্যেই রয়ে
গিয়েছিল। বেছে নেওয়া বুড়ো নেতাদের মধ্যে এই দু'জনও ছিল, কিন্তু তারা জমায়েত-
তাঁবুর কাছে যায় নি। তবুও তাঁদের উপর সেই রূহ্ নেমে এসেছিলেন, এবং তারা
তাঁবুগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ-বাণী বলতে শুরু করেছিল। ২৭ এক জন যুবক দৌড়ে গিয়ে
মূসাকে বললো, "ইল্দদ ও মেদদ তাঁবুগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ-বাণী বলতে শুরু করছে।"
২৮ তখন নূনের ছেলে ইউসা, যিনি যুবা বয়স থেকেই মূসার সাহায্যকারী ছিলেন,
তিনি বললেন, "হে আমার মালিক, তাদেরকে চুপ থাকতে বলুন।"
২৯ কিন্তু মূসা তাঁকে বললেন, "তুমি কি আমার পক্ষে হিংসা করছো? আমি চাই প্রভুর
সব লোকই যেন নবী হয়, আর মাবুদ তাঁর রূহ্ তাদের উপরেও দেন!" ৩০ এর পর মূসা
এবং ইসরাইলের নেতারা তাঁবুগুলোতে ফিরে গেলেন।

ভারুই পাখি

৩১ এর পর মাবুদের কাছ থেকে একটা বাতাস বয়ে গেল। সেই বাতাস সমুদ্র থেকে
ভারুই পাখি ঠেলে এনে তাঁবুগুলোর চারপাশে ফেলে রাখল। সেগুলো মাটি থেকে দুই
হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে গাদা হয়ে পড়ে রইলো। তাঁবুগুলোর চারদিকে এক দিনের হাঁটা পথ
পর্যন্ত সেগুলো পড়ে রইলো। ৩২ লোকেরা সেই দিন ও সেই রাত এবং তার পরের দিন
পর্যন্ত বাইরে গিয়ে ভারুই পাখি কুড়িয়ে এনে জড়ো করে রাখল। তারা প্রত্যেকেই
কমপক্ষে এক হোমর করে কুড়িয়ে আনল এবং তাঁবুগুলোর চারপাশে বিছিয়ে রাখল।
৩৩ কিন্তু সেই মাংস মুখে দিয়ে চিবাতে শুরু করতেই লোকদের বিরুদ্ধে মাবুদের রাগ
আগুনের মত জ্বলে উঠলো। তিনি একটা ভীষণ মহামারী পাঠিয়ে দিয়ে তাদের আঘাত
করলেন। ৩৪ সুতরাং মূসা সেই জায়গার নাম রাখলেন কিব্রোৎ-হত্তাবা (যার মানে
'লোভীদের কবর'), কারণ যারা অন্য খাবারের লোভে পাগল হয়ে উঠেছিল লোকেরা সেই
জায়গায় তাদের কবর দিয়েছিল।
৩৫ এর পর লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবা থেকে যাত্রা করে হৎসেরোতে গেল এবং
সেখানেই থাকতে লাগলো।

হযরত মূসার বিরুদ্ধে হারুন ও মরিয়মের কথা

১২ ১ মরিয়ম ও হারুন মূসার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন, কারণ তিনি এক জন
কূশীয়া স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন। ২ তাঁরা বললেন, "মাবুদ কি কেবল মূসার
সংগেই কথা বলেছেন? আমাদের সংগে কি বলেন নি? আর এই সব কথা মাবুদ শুনতে
পেলেন। ৩ (মূসা খুব নরম-স্বভাবের ছিলেন। পৃথিবীতে যে কোনো মানুষের চেয়ে তিনি

BACIB
International Bible
CHURCH

বেশি নরম-স্বভাবের লোক ছিলেন।)

৪ মাবুদ হঠাৎ মূসা, হারুন ও মরিয়মকে বললেন, "তোমরা তিন জন বের হয়ে
জমায়েত-তাঁবুর কাছে এসো।" তাঁরা তিন জন বের হয়ে আসলেন। ৫ তখন মাবুদ মেঘের
থামের মধ্যে উপস্থিত হয়ে নেমে এলেন এবং তাঁবুর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি
হারুন ও মরিয়মকে ডাকলেন। তাতে তাঁরা দু'জনেই মাবুদের কাছে এগিয়ে গেলেন।
৬ তিনি বললেন, "তোমরা আমার কথা শোন; যখন তোমাদের মধ্যে কোন নবী থাকে,
তখন আমি মাবুদ তার কাছে কোন দর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করি আর স্বপ্নের
মধ্য দিয়ে কথা বলি। ৭ কিন্তু আমার গোলাম মূসার সংগে আমি সেরকম করি না। সে
আমার সব বাড়ির মধ্যে বিশ্বস্ত লোক। ৮ আমি তার সংগে সামনা-সামনি হয়ে কথা বলি,
কোন ধাঁধার মধ্য দিয়ে কথা বলি না। আমি যেমন সে তেমনি আমাকে দেখতে পায়। এর
পরেও তোমরা আমার গোলাম মূসার বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পেলে না কেন?"

৯ তখন হারুন ও মরিয়মের উপর মাবুদের রাগ আগুনের মত জ্বলে উঠলো এবং
তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

১০ যখন জমায়েত-তাঁবুর উপর থেকে মেঘ উপরে উঠে গেল, তখন দেখা গেল
মরিয়মের শরীরের চমড়ায় তুষারের মত কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। এতে হারুন মরিয়মের দিকে
চেয়ে দেখলেন যে, তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। ১১ তখন হারুন মূসাকে বললেন, "হে আমার
মালিক, মিনতি করি, পাপের ফল আমাদেরকে দেবেন না। আমরা খুবই বোকার মত
কাজ করেছি। ১২ জন্মের সময়েই যে শিশুর শরীরের অর্ধেক চামড়া ক্ষয় হয়ে গেছে,
মরিয়মকে তুমি সেই রকম থাকতে দিয়ো না।"

১৩ সুতরাং মূসা মাবুদের কাছে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে আল্লাহ্,
মিনতি করি, একে সুস্থ করে দাও!"

১৪ জবাবে মাবুদ মূসাকে বললেন, "যদি তার বাবা তার মুখে থুথু দিত, তা হলে কি
সাত দিন সেই লজ্জা সে বয়ে বেড়াত না? এই সাত দিন পর্যন্ত তাঁবুগুলোর বাইরে তাকে
বন্ধ করে রাখ; তারপর তাকে আবার ভিতরে ফিরিয়ে আনা যাবে।"

১৫ তাতে মরিয়মকে সাত দিন তাঁবুগুলোর বাইরে বন্ধ করে রাখা হল। যতদিন না
মরিয়মকে ভিতরে ফিরিয়ে আনা না হল, ততদিন লোকেরা যাত্রা বন্ধ রাখলো। ১৬ পরে
লোকেরা হৎসেরোৎ থেকে যাত্রা করে পারণ মরুভূমিতে গিয়ে তাঁবু খাটাল।

কেনান দেশ দেখবার জন্য গোয়েন্দা পাঠানো

১৩ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "আমি বনি-ইসরাইলদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি
সেই কেনান দেশ দেখে আসার জন্য তুমি কয়েক জন লোককে পাঠিয়ে দাও।
তুমি তাদের প্রত্যেক বংশ থেকে এক জন করে নেতা বেছে নিয়ে তাদের পাঠাও।"

৩ সুতরাং মাবুদের আদেশ অনুসারে মূসা পারণ মরুভূমি থেকে তাদের পাঠিয়ে
দিলেন। যাদের পাঠানো হল তারা সকলেই ছিল ইসরাইলদের নেতা। ৪ তাদের নাম হল:
রূবেণ-বংশ থেকে সক্কুরের ছেলে শম্মূয়; ৫ শিমিয়োন-বংশ থেকে হোরির ছেলে শাফট;
৬ শিমিয়োন-বংশ থেকে যিফুন্নির ছেলে কালুত; ৭ ইষাখর-বংশ থেকে ইউসুফের ছেলে

BACIB
International Bible
CHURCH

যিগাল; ৮ আফরাহীম-বংশ থেকে নূনের ছেলে হোসিয়া; ৯ বিন্‌ইয়ামীন-বংশ থেকে রাফূর
ছেলে পল্‌টি; ১০ সবূলূন-বংশ থেকে সোদির ছেলে গদ্দীয়েল; ১১ ইউসুফ বংশ থেকে অর্থাৎ
মানশা-বংশ থেকে সূষির ছেলে গদ্দি; ১২ দান-বংশ থেকে গমল্লির ছেলে অম্মীয়েল;
১৩ আশের-বংশ থেকে মিকাইলের ছেলে সথুর; ১৪ নপ্তালি-বংশ থেকে বপ্সির ছেলে নহ্‌বি;
১৫ গাদ-বংশ থেকে মাখির ছেলে গূয়েল। ১৬ মূসা এই লোকদেরই কেনান দেশটির খোঁজ
-খবর নিতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নূনের ছেলে হোসিয়ার নাম রাখলেন ইউসা।
১৭ মূসা তাদের কেনান দেশের খোঁজ-খবর নিতে পাঠাবার সময় এই কথা বললেন,
"তোমরা নেগেভের মধ্য দিয়ে গিয়ে পাহাড়ী এলাকায় উঠে যাবে। ১৮ সেখানে গিয়ে
তোমরা দেখবে সেই দেশটি কেমন ও সেখানে যারা বাস করে তারা কি শক্তিশালী বা
দুর্বল, সংখ্যায় অল্প বা অনেক? ১৯ তারা কি রকম দেশে বাস করে? তা কি ভাল বা মন্দ?
তারা যেখানে থাকে সেই শহরগুলো কেমন? সেগুলো কি দেয়াল দিয়ে ঘেরা দুর্গের মত বা
দেয়াল ছাড়া? ২০ সেখানকার মাটি কেমন? সেই মাটিতে কি ভাল ফসল জন্মায়, নাকি
জন্মায় না? সেখানে কি গাছপালা আছে নাকি নেই? সেখানকার কিছু ফল নিয়ে আসবার
জন্যও তোমরা খুব চেষ্টা করো।" (তখন আংগুর ফল পাকবার সময় হয়েছিল।)
২১ সুতরাং তারা সেই দেশটির খোঁজ-খবর করতে চলে গেল। তারা সীন মরুভূমি
থেকে শুরু করে রহোব এবং লেবো হমাত পর্যন্ত দেশটির খোঁজ-খবর নিল। ২২ তারা
নেগেভের মধ্য দিয়ে গিয়ে হেবরন শহরে উপস্থিত হল। সেখানে অহীমান, শেশয় ও
তল্‌ময় নামে অনাকের বংশের তিন জন বাস করতো। মিসর দেশের সোয়ন শহর গড়ে
উঠবার সাত বছর আগে হেবরন শহরটি গড়ে উঠেছিল। ২৩ এর পর তারা ইষ্কোল
উপত্যকাতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা আংগুরের থোকাসুদ্ধ একটি ডাল কেটে নিল।
সেই ডালটি তাদের দু'জন লোক একটি লাঠিতে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে এলো। এছাড়া, তারা
কতগুলো ডালিম ও ডুমুর ফলও সংগে করে নিয়ে এলো। ২৪ ইসরাইলরা সেখান থেকে
আংগুরের ডালটি কেটে নিয়েছিল বলে সেই জায়গার নাম হয়েছিল ইষ্কোল উপত্যকা।

গোয়েন্দাদের দেওয়া বিবরণ

২৫ তারা দেশটির খোঁজ-খবর নিয়ে চল্লিশ দিন পর ফিরে আসল।
২৬ তারা পারণ মরুভূমির কাদেশে মূসা ও হারুন এবং ইসরাইলদের সমস্ত সমাজের
কাছে ফিরে এলো। তারা তাদের কাছে ও সমস্ত সমাজের কাছে যা যা দেখে এসেছে সেই
সব কথা বললো এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখাল। ২৭ তারা মূসাকে এই কথা
বললো, "আপনি আমাদের যে দেশে পাঠিয়েছিলেন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম।
দেশটিতে সত্যিই প্রচুর দুধ আর মধু পাওয়া যায়। এই হল সেখানকার ফল।" ২৮ কিন্তু
সেখানে যারা বাস করে তারা শক্তিশালী ও সেখানকার শহরগুলো বড় ও উঁচু দেওয়াল
দিয়ে ঘেরা। আমরা সেখানে অনাকের বংশধরদেরও দেখেছি। ২৯ আমালেকীয়রা নেগেভে
বাস করে; হিট্টীয়, যিবূষীয় ও আমোরীয়রা পাহাড়ী এলাকায় বাস করে। এছাড়া,
কেনানীয়রা বাস করে সমুদ্রের কাছে এবং জর্ডান নদীর কিনারা ধরে।"
৩০ তখন কালুত মূসার সামনে যারা বসেছিল তাদের চুপ করতে বললো। তারপর

BACIB
International Bible
CHURCH

কালেব বললো, “এসো, আমরা একেবারে উঠে গিয়ে সেই দেশটি দখল করে নেই।
আমরা নিশ্চয়ই তা জয় করতে পারবো।”
৩১ কিন্তু যে লোকেরা তার সংগে গিয়েছিল তারা বললো, “আমরা সেই লোকদের
আক্রমন করতে পারব না, কারণ তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।” ৩২ এভাবে তারা যে
দেশটির খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিল সেই দেশ সম্পর্কে একটি খারাপ রির্পোট ছড়িয়ে
দিল। তারা বললো, “আমরা যে দেশের খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার
লোকদের গিলে খায়। আমরা সেখানে যত লোককে দেখেছি তারা লম্বায় অনেক বড়।
৩৩ আমরা সেখানে নেফিলীয়দের দেখেছি। (অনাকের বংশের লোকেরা জাতে নেফিলীয়
ছিল।) তাদের দেখে আমরা নিজেদেরকে ঘাস-ফড়িংয়ের মত মনে করলাম আর তারাও
আমাদের তা-ই মনে করলো।”

ইসরাইলদের অবিশ্বাস ও চেঁচামেচি

১৪ ১ সেই রাতে সমাজের সমস্ত লোক জোরে জোরে চেঁচামেচি করতে লাগল
এবং লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগল। ২ বনি-ইসরাইলরা সকলে মূসা ও
হারুনের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল। সমাজের সমস্ত লোক তাদেরকে বললো, “মিসর
দেশেই আমাদের মরে যাওয়া ভাল ছিল! এই মরুভূমিতেও মরে যাওয়া আমাদের পক্ষে
ভাল! ৩ যুদ্ধে মারা যাবার জন্যেই কি মাবুদ আমাদের এই দেশে নিয়ে এলেন? শত্রুরা
আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেড়ে নিয়ে যাবে। এর চেয়ে মিসরে ফিরে যাওয়া কি
আমাদের পক্ষে ভাল নয়?” ৪ পরে তারা একে অন্যকে বললো, “চল, আমরা এক জনকে
সেনাপতি ঠিক করে নিয়ে মিসরে ফিরে যাই।”
৫ এতে মূসা ও হারুন ইসরাইলের সমস্ত সমাজের সামনে মাটিতে উবুড় হয়ে
পড়লেন। ৬ যারা দেশটির খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের ছেলে ইউসা
ও যিফূন্নির ছেলে কালুত নিজের নিজের কাপড় ছিঁড়লেন। ৭ তারা ইসরাইলের সমস্ত
সমাজকে বললেন, “আমরা যে দেশটির খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলাম, সেই দেশটি খুবই
ভাল দেশ। ৮ মাবুদ যদি আমাদের উপর খুশি থাকেন তবে তিনি আমাদেরকে সেই দেশে
নিয়ে যাবেন। সেই দেশে দুধ আর মধুর অভাব নেই, এবং তিনি সেই দেশ আমাদেরকে
দেবেন। ৯ কিন্তু তোমরা কোনমতে মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরো না। সেই দেশের
লোকদেরকে ভয় কোরো না; কারণ তাদের আমরা গিলে খেয়ে ফেলব। তাদের আর রক্ষা
নেই, কিন্তু মাবুদ আমাদের সংগে আছেন। তোমরা তাদের ভয় কোরো না।”
১০ কিন্তু সমাজের সব লোকেরা সেই দুই জনকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবার কথা
বললো। তখন জমায়েত-তাঁবু থেকে সমস্ত ইসরাইলের সামনে মাবুদের মহিমা দেখা
দিল।
১১ মাবুদ মূসাকে বললেন, “এই লোকেরা কত কাল আমাকে তুচ্ছ করবে? আমি
এদের মধ্যে যে সব আশ্চর্য কাজ করেছি, তা দেখেও এরা কত কাল আমাকে অবিশ্বাস
করবে? ১২ আমি মহামারী দিয়ে আঘাত করে এদেরকে ধ্বংস করে দেব। এর পর তোমার
মধ্য থেকে আমি তাদের চেয়েও বড় ও শক্তিশালী একটি জাতি সৃষ্টি করবো।”

লোকদের জন্য মূসার অনুরোধ

১৩ তাতে মূসা মাবুদকে বললেন, "যদি তা কর তবে মিসরীয়েরা সেই কথা শুনতে
পাবে! তুমি তো তাদেরই মধ্য থেকে তোমার শক্তি দিয়ে এই লোকদের বের করে
এনেছ। ১৪ সেই কথা তারা এই দেশের লোকদেরও বলবে। তারা এর মধ্যেই শুনেছে যে,
তুমি হে মাবুদ, এই লোকদের সংগে সংগে আছ। আর হে মাবুদ তোমাকে সামনা-সামনি
দেখতে পাওয়া যায়। তারা এও শুনেছে যে, তোমার মেঘ তাদের উপরে থাকে। দিনের
বেলা তুমি মেঘের থামের মধ্যে এবং রাতের বেলা আগুনের থামের মধ্যে থেকে এদের
আগে আগে যাও। ১৫ এখন যদি তুমি এই লোকদের সবাইকে এক সংগে মেরে ফেল,
তবে যে সব জাতি তোমার বিষয়ে এই সব কথা শুনবে, তারা বলবে, ১৬ 'মাবুদ এই
লোকদেরকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তাদেরকে নিয়ে যাবার তাঁর
ক্ষমতা নেই বলে তিনি মরুভূমিতে তাদেরকে মেরে ফেলেছেন।'
১৭ "এখন প্রভুর শক্তি দেখা দিক, ঠিক যেমন তুমি ঘোষণা করেছ: ১৮ 'মাবুদ সহজে
রেগে উঠেন না, তাঁর ভালবাসার সীমা নেই এবং তিনি অন্যায় ও বিদ্রোহ ক্ষমা করেন।
তবুও তিনি দোষীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না; তিনি পিতার অন্যায়ের শাস্তি তার
বংশের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকেন।' ১৯ তাই এখন তোমার যে ভালবাসার
সীমা নেই সেই ভালবাসার কারণে তুমি তাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। মিসর ছেড়ে
আসবার পর থেকে এখন পর্যন্ত তুমি তাদের যেভাবে ক্ষমা করে এসেছ সেভাবেই এখনও
তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও।"
২০ তখন মাবুদ বললেন, "তোমার কথা অনুসারে আমি ক্ষমা করে দিলাম। ২১ কিন্তু
আমি জীবিত এই কথা যেমন সত্যি, এবং সমস্ত পৃথিবী আমার মহিমায় পূর্ণ এই কথা
যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি যে, ২২ যত লোক আমার মহিমা দেখেছে এবং মিসর দেশে ও
মরুভূমিতে আমি যে সব চিহ্ন-কাজ করেছি সেগুলো দেখেছে, এবং যারা আমাকে অমান্য
করেছে ও দশবার আমার পরীক্ষা করেছে– ২৩ তাদের একজনও সেই দেশ দেখতে পাবে
না– যে দেশের কথা আমি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ করে বলেছিলাম। ২৪ কিন্তু
আমার গোলাম কালুতের অন্তরে অন্য রকম রূহ্ ছিল এবং সে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে আমার
কথা মেনে চলেছে, এজন্য সে যে দেশে গিয়েছিল, সেই দেশে আমি তাকে নিয়ে যাব
এবং তার বংশধরেরা তা অধিকার করবে। ২৫ যেহেতু আমালেকীয়েরা ও কেনানীয়েরা
এখনও উপত্যকাতে বাস করছে, তাই আগামীকাল তোমরা ফিরে লোহিত সাগরের পথ
ধরে মরুভূমির দিকে যাত্রা কর।"

বিদ্রোহীদের শাস্তি

২৬ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২৭ "আর কতকাল এই দুষ্ট সমাজ আমার
বিরুদ্ধে বক্‌বক্ করবে? আমি বনি-ইসরাইলদের অভিযোগ শুনতে পেয়েছি।" ২৮ তুমি
তাদেরকে বল, "মাবুদ বলেন, আমি যেমন জীবিত আছি, তেমনি মাবুদ ঘোষণা করছেন
যে, তোমাদের যে কথা আমি বলতে শুনেছি আমি তোমাদের প্রতি ঠিক সেই কাজটিই
করবো। ২৯ এই মরুভূমিতে তোমাদের প্রত্যেকের লাশ পড়ে থাকবে। লোকগণনার সময়ে

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদের যাদের বয়স বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স বলে গণনা করা হয়েছে,
যারা আমার বিরুদ্ধে বক্‌বক্‌ করেছে তাদের প্রত্যেকের লাশ এই মরুভূমিতে পড়ে
থাকবে। ৩০ আমি তোমাদেরকে যে দেশে বাস করাব বলে হাত উঠিয়েছিলাম, সেই দেশে
তোমরা ঢুকতে পারবে না। কেবল যিফুন্নির ছেলে কালুত ও নূনের ছেলে ইউসা সেই
দেশে ঢুকতে পারবে। ৩১ তোমাদের যে সব ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেওয়া হবে বলে
তোমরা বলেছিলে, আমি তাদেরকেই সেই দেশে নিয়ে যাব। যে দেশকে তোমরা অগ্রাহ্য
করেছ, তোমাদের ছেলেমেয়েরাই সেই দেশ ভোগ করবে। ৩২ কিন্তু তোমাদের লাশ এই
মরুভূমিতে পড়ে থাকবে। ৩৩ তোমাদের সন্তানেরা চল্লিশ বছর ধরে এই মরুভূমিতে পশু
চরাবে। তোমাদের শেষ লোকটি এই মরুভূমিতে মারা না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের
অবিশ্বস্ততার জন্য তারা এই ফল ভোগ করবে। ৩৪ তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশটির খোঁজ-
খবর নিয়েছ, সেই দিনের সংখ্যা অনুসারে চল্লিশ বছর– একেক দিনের জন্য একেক
বছর– তোমরা তোমাদের পাপের ফল ভোগ করবে। তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে,
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে থাকলে তোমাদের কি অবস্থা হয়। ৩৫ আমি মাবুদ এই কথা
বলেছি, আর আমি যা বলেছি তার সবই তাদের প্রতি করবো। কারণ এই দুষ্ট লোকেরা
একসংগে হয়ে আমার বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে। তারা সকলেই এই মরুভূমিতে শেষ হয়ে
যাবে, এখানেই তারা মারা যাবে।”
৩৬ মূসা যাদের দেশটির খোঁজ-খবর নিতে পাঠিয়েছিল তারাই ফিরে এসে
ইসরাইলের সমস্ত লোকদের মধ্যে একটি খারাপ রির্পোট ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে
বক্‌বক্‌ করবার উসকানি দিয়েছিল। ৩৭ দেশটি সম্পর্কে যারা খারাপ রির্পোট ছড়িয়ে
দিয়েছিল তারা সবাই মাবুদের সামনে মহামারীতে মারা গেল। ৩৮ কিন্তু যারা দেশটির
খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কেবল নূনের ছেলে ইউসা এবং যিফুন্নির ছেলে
কালেব বেঁচে রইলেন।

কেনান দেশে ঢুকবার চেষ্টা

৩৯ যখন মূসা সমস্ত ইসরাইলকে সেই কথা জানিয়ে দিলেন তখন লোকেরা শোকে
ভেঙ্গে পড়লো। ৪০ পরদিন তারা খুব ভোরে উঠে পাহাড়ের উপরের দিকে উঠে যাবার
জন্য প্রস্তুত হল। তারা বললো, “আমরা পাপ করেছি। এখন আমরা মাবুদের প্রতিজ্ঞা
করা দেশের দিকে এগিয়ে যাব।”
৪১ তাতে মূসা বললেন, “এখন মাবুদের আদেশ কেন অমান্য করছো? তোমাদের
এই কাজ সফল হবে না। ৪২ তোমরা সেই দেশে উঠে যেও না, কারণ মাবুদ তোমাদের
সংগে নেই। তোমরা শত্রুদের কাছে যুদ্ধে হেরে যাবে। ৪৩ সেখানে তোমরা আমালেকীয়
এবং কেনানীয়দের সামনে পড়বে। যেহেতু তোমরা মাবুদের পথ থেকে সরে এসেছো,
তাই তিনি তোমাদের সংগে থাকবেন না এবং তোমরা তলোয়ারের আঘাতে মারা
পড়বে।”
৪৪ তবুও লোকেরা দুঃসাহস করে সেই পাহাড়ী এলাকার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু
মূসা তাদের সংগে যান নি এবং মাবুদের সাক্ষ্য-সিন্দুকও তাঁবুগুলোর মধ্যে থাকল।

BACIB
International Bible
CHURCH

৪৫ তখন সেই পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী আমালেকীয়েরা ও কেনানীয়েরা নেমে এসে
তাদেরকে আক্রমন করে হর্মা শহর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

আরও কয়েকটি আদেশ

১৫ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, আমি তোমাদেরকে
যে দেশ দেব, সেই দেশে যাবার পর, ৩ যখন তোমরা মানত পূরণ করার
জন্য, কিংবা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানীর জন্য, কিংবা তোমাদের জন্য ঠিক করে
রাখা কোন উৎসবের কোরবানীর জন্য পশুপাল থেকে কোন পশু পোড়ানো-কোরবানী
দাও, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন, ৪ তখন কোরবানীদাতাকে মাবুদের উদ্দেশে শস্য-উৎসর্গ
হিসাবে এক কেজি আটশো গ্রাম তেল মিশানো মিহি ময়দা আনতে হবে। ৫ এর সংগে
প্রত্যেকটি ভেড়ার-বাচ্চা পোড়ানো-কোরবানী করার সময় প্রায় এক লিটার আংগুর-রস
তৈরি করবে। ৬ যদি তুমি একটি ভেড়া কোরবানী দাও তবে তার সংগে শস্য-উৎসর্গ
হিসাবে তিন কেজি ছ'শো গ্রাম তেল মিশানো মিহি ময়দা আনতে হবে। ৭ এর সংগে
ঢালন-উৎসর্গের জন্য শোয়া এক লিটার আংগুর-রস দিতে হবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশি
হন। ৮ যখন তুমি মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী বা মানত পূরণের কোরবানীর
জন্য, কিংবা মঙ্গল-কোরবানীর জন্য ষাঁড় কোরবানী করবে, ৯ তখন ষাড়টির সংগে শস্য-
উৎসর্গ হিসাবে পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম তেল মিশানো মিহি ময়দা আনবে। এতে তেলের
পরিমাণ থাকবে পৌনে দুই লিটার। ১০ এছাড়া, ঢালন-উৎসর্গের জন্য পৌনে দুই লিটার
আংগুর-রস নিয়ে আসবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।

১১ "প্রত্যেকটি ষাঁড় কিংবা ভেড়া, কিংবা ভেড়ার বাচ্চা কিংবা ছাগল এভাবে
কোরবানী দিতে হবে। ১২ তোমরা যত পশু কোরবানী করবে, তাদের সংখ্যা অনুসারে
প্রত্যেকটির জন্য এরকম করবে। ১৩ আগুনে-দেওয়া কোরবানী দেওয়ার সময় প্রত্যেক
ইসরাইলীকে এই নিয়ম অনুসারে কোরবানী দিতে হবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।
১৪ তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী কোন বিদেশী কিংবা তোমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের
মধ্যে যদি কেউ মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানী করতে চায়, যার সুগন্ধে মাবুদ
খুশী হন, তবে তোমরা যেরকম কর, তাকেও সেরকম করতে হবে। ১৫ তোমাদের
সমাজের জন্য, এবং তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীদের জন্য একই নিয়ম হবে।
বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে একটা চিরকালের নিয়ম। এই ব্যাপারে মাবুদের কাছে
তোমরা এবং বিদেশীরা প্রত্যেকেই সমান। ১৬ তোমাদের জন্য এবং তোমাদের মধ্যে বাস
করা বিদেশী লোকদের জন্য একই নিয়ম ও একই ব্যবস্থা থাকবে।"

১৭ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, 'আমি তোমাদেরকে যে
দেশে নিয়ে যাচ্ছি সেই দেশে যাবার পর, ১৯ তোমরা সেই দেশের কোন খাবার খাওয়ার
সময় মাবুদের উদ্দেশে সেই খাবারের একটি অংশ খাবার-উৎসর্গ হিসাবে মাবুদের কাছে
উৎসর্গ করবে। ২০ প্রথমে কাটা শস্যের ময়দা মেখে নিয়ে তা দিয়ে একখানা পিঠা তৈরি
করে শস্য মাড়ানোর জায়গা থেকে আনা শস্য হিসাবে তা উৎসর্গ করবে। ২১ প্রথমে কাটা
শস্যের এই উৎসর্গ তোমাদেরকে মাবুদের উদ্দেশে বংশের পর বংশ ধরে করতে হবে।

ভুল করে অন্যায় করা

২২ “এখন তোমরা যদি কোনো ভুল করে মাবুদ মূসাকে যে আদেশ করেছেন তার
কোনটা পালন না কর– ২৩ প্রভু তোমাদেরকে এসব আদেশ দিয়েছেন। যে দিন থেকে
মাবুদ এসব আদেশ দিয়েছেন সেদিন থেকেই যদি তোমরা বংশের পর বংশ ধরে সেই সব
আদেশ যদি পালন না করে থাক– ২৪ এবং এই ভুলের বিষয়টি যদি সমাজের কেউ না
জেনে থাকে, তবে সমস্ত সমাজ মিলে মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে
একটি ষাঁড় কোরবানী করবে। এই কোরবানীর সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন। এই কোরবানীর
সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ এবং পাপ-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল কোরবানী
করবে। ২৫ এভাবে ইমাম ইসরাইলদের সমস্ত সমাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। তাতে
তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। কারণ এই পাপ তারা নিজের ইচ্ছায় করে নি এবং তারা
সেই ভুলের জন্য মাবুদের উদ্দেশে তাদের আগুনে-দেওয়া কোরবানী দিয়েছে ও পাপ-
কোরবানী দিয়েছে। ২৬ এতে ইসরাইলের সমস্ত সমাজ এবং তাদের মধ্যে বাস করা
বিদেশী লোকদেরকে ক্ষমা করা হবে। এর কারণ হল, তারা ভুল করে ঐ কাজ করেছিল।

২৭ “কিন্তু যদি কেবলমাত্র একজন লোক ভুল করে পাপ করে, তাহলে সে অবশ্যই
একটি এক বছর বয়সের ছাগী পাপ-কোরবানী হিসাবে নিয়ে আসবে। ২৮ যে লোক না
বুঝে ভুল করেছে তার ভুলের জন্য ইমাম মাবুদের সামনে তার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত
করবে। ইমাম সেই লোকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে পর তাকে ক্ষমা করা হবে। ২৯ ভুল
করে পাপ করে ফেলেছে এমন প্রত্যেকটি লোকের জন্য এই একই নিয়ম থাকবে– সেই
লোক ইসরাইল দেশে জন্মগ্রহণ করুক বা কোন বিদেশী হোক– সকলের জন্য একই
নিয়ম থাকবে।

৩০ “কিন্তু ইসরাইল দেশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোক কিংবা তাদের মধ্যে বাস করা
বিদেশী লোক যদি ইচ্ছা করে পাপ করে তবে সে মাবুদকে অপমান করে। তাকে তার
জাতির মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে। ৩১ সেই লোক প্রভুর কালাম তুচ্ছ করেছে এবং
সেই আদেশ অমান্য করেছে। তাই তাকে অবশ্যই ছেঁটে ফেলতে হবে। সেই লোকের
দোষ তার উপরেই থেকে যাবে।”

বিশ্রামবার অমান্য করার শাস্তি

৩২ বনি-ইসরাইলরা মরুভূমিতে থাকবার সময়ে একজনকে বিশ্রামবারে কাঠ কুড়াতে
দেখা গেল। ৩৩ যে লোকেরা তাকে কাঠ কুড়াতে দেখেছিল তারা তাকে মূসা এবং
হারুনের কাছে নিয়ে এলো এবং সমস্ত সমাজ তার চারদিকে জড়ো হল। ৩৪ তারা তাকে
আটক করে রাখল; কারণ তার প্রতি কি করতে হবে সেই বিষয়টি তাদের কাছে পরিস্কার
ছিল না। ৩৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “সেই লোককে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে।
তাকে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সমাজ পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলবে।”
৩৬ পরে মূসার প্রতি মাবুদের আদেশ অনুসারে সমস্ত সমাজ তাকে তাঁবুগুলোর বাইরে
নিয়ে গিয়ে পাথর মারল; তাতে সে মারা গেল।

BACIB
International Bible
CHURCH

কাপড়ের কোণে ঝালর

৩৭ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৮ "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, তারা যেন বংশের
পর বংশ ধরে তাদের কাপড়ের কোণে ঝালর লাগায় ও কোণার ঝালরে নীল সুতা বেঁধে
রাখে। ৩৯ সেই ঝালরগুলো বেঁধে রাখবে যেন সেগুলোর দিকে তাকালে মাবুদের সমস্ত
আদেশের কথা তোমাদের মনে পড়ে এবং তোমরা তা মেনে চল। তাহলে তোমরা
তোমাদের অন্তরের আর চোখের কামনার কাছে নিজেদের তুলে দিয়ে আমার প্রতি
অবিশ্বস্ত হবে না। ৪০ তখন আমার সব আদেশ পালন করার জন্য তা মনে করবে এবং
তোমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পবিত্র হবে। ৪১ আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্; যিনি
তোমাদের আল্লাহ্ হবার জন্য তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।
আমিই মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।"

কারুন ও তার দলের বিদ্রোহ

১৬ ১ লেবি-বংশের কহাৎ, তাঁর ছেলে যিষ্‌হর, যিষ্‌হরের ছেলে ছিল কারুন। এই
কারুনের সংগে রূবেণ-বংশের লোকদের মধ্যে ইলীয়াবের ছেলে দাথন ও
অবীরাম এবং পেলতের ছেলে ওন দল বাঁধলো। ২ এদের সংগে যোগ দিল দু'শো পঞ্চাশ
জন ইসরাইলী যারা ছিল সমাজের নাম-করা বেছে নেওয়া নেতা। ৩ তারা মূসা ও
হারুনের বিরুদ্ধে দল বেঁধে এসে তাঁদেরকে বললো, "আপনারা বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন।
ইসরাইলের সকলেই পবিত্র এবং মাবুদ তাদের সংগে আছেন। তবে আপনারা কেন
মাবুদের সমাজের উপরে নিজেদেরকে তুলে ধরেছেন?
৪ এই কথা শুনে মূসা মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। ৫ তিনি কারুন ও তার দলের
সকলকে বললেন, "আগামীকাল সকালে প্রভু দেখিয়ে দেবেন কে মাবুদের লোক ও কে
পবিত্র, কাকে তিনি তাঁর সামনে যেতে দেবেন। তিনি যাকে বেছে নেবেন, শুধু সে-ই তাঁর
কাছে যাবে। ৬ হে কারুন তুমি ও তোমার দলের লোকেরা এই কাজ করবে– ৭ তোমরা
ধূপদানি নিয়ে আগামীকাল মাবুদের সামনে তার মধ্যে আগুন ও ধূপ দেবে। মাবুদ যাকে
বেছে নেবেন, সে-ই হবে পবিত্র লোক। হে লেবীয়রা তোমরা খুব বাড়াবাড়ি করছো।"
৮ মূসা কারুনকে আরও বললেন, "হে লেবীয়রা, এখন আমার কথা শোন। ৯ এটা কি
তোমাদের কাছে ছোট বিষয় যে, ইসরাইলের আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইসরাইলদের মধ্য
থেকে আলাদা করে মাবুদের আবাস-তাঁবুর সেবা-কাজ করার জন্য ও সমাজের সামনে
দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করার জন্য তাদের সামনে দাঁড়াতে পার? ১০ তোমাকে ও তোমার
সংগে অন্য সব লেবীয়দেরকে তাঁর কাছে আসতে দিয়েছেন আর তোমরা কি এখন ইমাম
হওয়ার চেষ্টা করছো? ১১ তুমি ও তোমার দলের লোকেরা মাবুদেরই বিরুদ্ধে দল
পাকিয়েছ। হারুন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো?
১২ পরে মূসা ইলীয়াবের ছেলে দাথন ও অবীরামকে ডাকতে লোক পাঠালেন, কিন্তু
তারা বললো, "আমরা যাব না। ১৩ তুমি আমাদেরকে মরুভূমিতে মেরে ফেলার জন্য
এমন এক দেশ থেকে বের করে এনেছো যেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব ছিল
না। এটাই কি যথেষ্ট নয়? এখন আবার আমাদের প্রভু হতে চাইছ! ১৪ এছাড়া, তুমি তো

BACIB
International Bible
CHURCH

আমাদেরকে দুধ-মধু বয়ে যাওয়া দেশে নিয়ে যাও নি, বা শস্য-ক্ষেত ও আংগুর-ক্ষেত
সম্পত্তি হিসাবে দাও নি। তুমি কি এই লোকদের চোখ অন্ধ করে রাখবে? আমরা যাব
না।”

[১৫] তখন মূসা খুব ভীষণ রেগে গেলেন এবং মাবুদকে বললেন, “ওদের কোরবানী
গ্রহণ কোরো না; আমি ওদের কাছ থেকে একটি গাধাও নেই নি, আর ওদের কারও কোন
ক্ষতিও করি নি।”

[১৬] এর পর মূসা কারুনকে বললেন, “তুমি ও তোমার দলের সকলে, তোমরা
আগামীকাল মাবুদের সামনে উপস্থিত হবে। তোমাদের সংগে হারুনও সেখানে উপস্থিত
হবে। [১৭] তোমরা প্রত্যেকে ধূপদানি নিয়ে তার উপরে ধূপ দিয়ে মাবুদের সামনে নিজের
নিজের ধূপদানি উপস্থিত করবে। মোট দুইশো পঞ্চাশটি ধূপদানি উপস্থিত করবে। তুমি ও
হারুন নিজের নিজের ধূপদানি উপস্থিত করবে।”

[১৮] পরে তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ধূপদানি নিয়ে তার মধ্যে আগুন রেখে ধূপ
দিয়ে মূসা ও হারুনের সংগে জমায়েত-তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। [১৯] মূসা ও হারুনের
বিরুদ্ধে কারুন যখন তার দলের সমস্ত লোকদের জড়ো করে জমায়েত-তাঁবুর দরজার
কাছে গিয়ে দাঁড়াল তখন সমাজের সমস্ত লোকের সামনে মাবুদের মহিমা দেখা দিল।

[২০] তখন মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, [২১] “তোমরা এই সকল লোকদের থেকে
আলাদা হও, যাতে আমি এই মুহূর্তে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারি।”

[২২] তখন মূসা ও হারুন মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে বললেন, “হে আল্লাহ্‌, সমস্ত মানুষ
জাতির রূহের আল্লাহ্‌, এক জন পাপ করলে তুমি কি সমাজের সমস্ত লোকের উপরে রাগ
করবে?”

[২৩] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, [২৪] “তুমি সমাজের লোকদের বল, “তোমরা
কারুন, দাথন ও অবীরামের তাঁবুর চারদিক থেকে সরে যাও।”

[২৫] মূসা উঠে দাথন ও অবীরামের কাছে গেলেন এবং ইসরাইলের বুড়ো নেতারা তাঁর
পিছনে পিছনে গেল। [২৬] মূসা সমাজের লোকদের সাবধান করে বললেন, “তোমরা এই
দুষ্ট লোকদের তাঁবুর কাছ থেকে সরে যাও, এদের কিছুই ছুঁয়ো না, তা নাহলে এদের সব
পাপের জন্য তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।”

[২৭] তাতে তারা কারুন, দাথন ও অবীরামের তাঁবুর চারদিক থেকে সরে গেল। তখন
দাথন ও অবীরাম বের হয়ে তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও শিশুদের সংগে নিয়ে যার যার
তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

[২৮] তখন মূসা বললেন, “তোমরা এতেই বুঝতে পারবে যে, মাবুদ আমাকে এ সব
কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি নিজের ইচ্ছায় তা করি নি। [২৯] সাধারণ লোকদের মৃত্যুর
মত যদি এদের মৃত্যু হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত যদি এদের শাস্তি হয়, তবে
বুঝবে যে, মাবুদ আমাকে পাঠান নি। [৩০] কিন্তু মাবুদ যদি অঘটন ঘটান এবং পৃথিবী যদি
তার মুখ খুলে এদেরকে ও এদের সবকিছু গিলে ফেলে, আর যদি এরা জীবিত অবস্থায়
কবরে চলে যায়, তবে তোমরা বুঝবে যে, এই লোকেরা মাবুদকে তুচ্ছ করেছে।”

BACIB | International Bible CHURCH

৩১ যখন মূসা এই কথাগুলো বলা শেষ করলেন, তখনই লোকদের পায়ের তলার
মাটি দু'ভাগ হয়ে গেল, ৩২ আর পৃথিবী তার মুখ খুলে তাদের, তাদের পরিবারের সমস্ত
লোক ও কারুনের পরিবারের সব লোককে এবং তাদের সব কিছু গিলে ফেললো।
৩৩ তাতে তারা ও তাদের সব পরিবার জীবিত অবস্থায় মাটির নিচে নেমে গেল এবং তার-
পর তাদের উপরকার মাটির সেই ফাটলটা বন্ধ হয়ে গেল। তারা সমাজের মধ্য থেকে
ধ্বংস হয়ে গেল। ৩৪ তাদের কান্নাকাটিতে চারপাশের সমস্ত ইসরাইলরা পালিয়ে গেল,
কারণ চিৎকার করে তারা বলতে লাগলো, "পৃথিবী হয়তো আমাদেরও গিলে ফেলবে।"
৩৫ এদিকে মাবুদের কাছ থেকে আগুন বের হয়ে এসে যারা ধূপ উৎসর্গ করেছিল,
সেই দুইশো পঞ্চাশজন লোককে পুড়িয়ে ফেলল।
৩৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৭ "তুমি ইমাম হারুনের ছেলে ইলিয়াসরকে বল, যেন
সে পোড়া জায়গা থেকে ধূপদানিগুলো বের করে নিয়ে আসে। তারপর সেগুলোর কয়লা
দূরে ঝেড়ে ফেলে দেয়, কারণ ধূপদানিগুলো পবিত্র হয়ে গেছে। ৩৮ এই ধূপদানিগুলো
তাদেরই যারা পাপ করেছে ও তাদের জীবন দিয়ে তার দাম দিয়েছে। সেজন্য তুমি
সেগুলো পিটিয়ে পাত তৈরি করে তা দিয়ে কোরবানগাহ্‌টি মুড়িয়ে দিয়ো। কারণ সেগুলো
মাবুদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল বলে সেগুলো পবিত্র হয়ে গেছে। এটি ইসরাইলের
লোকদের জন্য একটি চিহ্ন হয়ে থাকবে।"
৩৯ সুতরাং ইমাম ইলিয়াসর পিতলের তৈরি সেই ধূপদানিগুলো নিলেন। যারা মারা
গিয়েছিল তারাই ঐ ধূপদানিগুলো এনেছিল। তিনি সেগুলো পিটিয়ে কোরবানগাহ্ মুড়াবার
জন্য পাত তৈরি করলেন। ৪০ মূসার মধ্য দিয়ে মাবুদ তাঁকে এরকম নির্দেশই
দিয়েছিলেন। এটা ছিল ইসরাইলদের মনে রাখার জন্য যে, হারুনের বংশধর ছাড়া আর
কেউ ধূপ জ্বালাবার জন্য মাবুদের সামনে যেতে পারবে না। যদি কেউ তা করতে যায়
তবে তার অবস্থা কারুন ও তার দলের লোকদের মতই হবে।
৪১ এর পরের দিন বনি-ইসরাইল সমস্ত সমাজ মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
করে বলতে লাগলো, "তোমরাই মাবুদের লোকদের হত্যা করেছ।"
৪২ কিন্তু ইসরাইলের সমাজের লোকেরা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে জড়ো হয়ে যখন
জমায়েত-তাঁবুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ জমায়েত-তাঁবুটা মেঘে ঢেকে ফেললো
এবং মাবুদের মহিমা প্রকাশ পেল। ৪৩ তখন মূসা ও হারুন জমায়েত-তাঁবুর সামনে
গেলেন। ৪৪ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৪৫ "তোমরা সমাজের কাছ থেকে সরে যাও, আমি
এক মুহূর্তের মধ্যে এদেরকে ধ্বংস করে ফেলব।" তখন তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে
পড়লেন।
৪৬ তখন মূসা হারুনকে বললেন, "তোমার ধূপদানি নাও ও কোরবানগাহ্‌র উপর
থেকে আগুন নিয়ে তার মধ্যে দাও এবং তাতে ধূপ দিয়ে তাড়াতাড়ি সমাজের কাছে গিয়ে
তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। কারণ মাবুদের কাছ থেকে গজব নেমে এসেছে, মহামারী
শুরু হয়ে গেছে।" ৪৭ সুতরাং হারুন মূসার কথামতো কাজ করলেন। তিনি ধূপদানিতে
আগুন আর ধূপ দিয়ে ঐ সব লোকদের মধ্যে ছুটে গেলেন। কিন্তু এর মধ্যেই লোকদের

মাঝে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হারুন ধূপ উৎসর্গ করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করলেন। ৪৮ তিনি মৃত ও জীবিত লোকদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাতে মহামারী
থেমে গেল। ৪৯ যারা কারুনের কারণে মারা পড়েছিলো তারা ছাড়া আরও চৌদ্দ হাজার
সাতশো লোক ঐ মহামারীতে মারা গেল। ৫০ মহামারী থেমে যাবার পর হারুন জমায়েত-
তাঁবুর দরজায় মূসার কাছে ফিরে আসলেন।

হারুনের লাঠিতে ফুল

১৭ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলদের সংগে কথা বলো, যেন
তারা তাদের বারো বংশের প্রত্যেক নেতার কাছ থেকে একটি করে মোট
বারোটি লাঠি তোমাকে দেয়। তাদের প্রত্যেক নেতার নাম তুমি তার লাঠির উপর
লিখবে। ৩ লেবি বংশের লাঠিতে তুমি হারুনের নাম লিখবে। বারো বংশ অনুসারে
প্রত্যেক নেতার জন্য অবশ্যই একটি করে লাঠি থাকবে। ৪ জমায়েত-তাঁবুর যে জায়গায়
আমি তোমাদের সংগে দেখা করি, সেই জায়গায় সাক্ষ্য-সিন্দুকের সামনে সেই লাঠিগুলো
রাখবে। ৫ আমি যে লোককে বেছে নেব তার লাঠির গায়ে অংকুর দেখা দেবে। এভাবে
তোমাদের বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইলদের অভিযোগ করার হাত থেকে আমি রেহাই পাব।"

৬ সুতরাং মূসা বনি-ইসরাইলদের সংগে কথা বললেন। পূর্বপুরুষদের বংশ অনুসারে
প্রত্যেক নেতা একটি করে মোট বারোটি লাঠি তাঁকে দিলেন। সেই লাঠিগুলোর মধ্যে
একটি ছিল হারুনের লাঠি। ৭ মূসা সেই লাঠিগুলো নিয়ে সাক্ষ্য-তাঁবুর মধ্যে মাবুদের
সামনে রাখলেন।

৮ পরের দিন মূসা সাক্ষ্য-তাঁবুতে ঢুকে দেখতে পেলেন যে, লেবি গোষ্ঠীর পক্ষে রাখা
হারুনের লাঠিতে কেবল যে অংকুর দেখা দিয়েছে তা নয়, তাতে কুঁড়ি বের হয়ে সেখানে
ফুল ফুটে বাদামও ধরেছে। ৯ তখন মূসা মাবুদের সামনে থেকে সেই লাঠিগুলো বের করে
সব ইসরাইলদের সামনে আনলেন। তারা সেই লাঠিগুলো দেখল। নেতারা প্রত্যেকে
তাদের নিজের নিজের লাঠি তুলে নিল।

১০ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি হারুনের লাঠি আবার সাক্ষ্য-সিন্দুকের
সামনে রেখে দাও। এটি বিদ্রোহীদের কাছে একটা স্মরণচিহ্ন হয়ে থাকবে। এতে তুমি
আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ করা থামিয়ে দিতে পারবে, যার ফলে তারা মারা পড়বে
না।" ১১ সুতরাং মূসাকে মাবুদ যেরকম আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সেরকমই করলেন।

১২ এই সব দেখে বনি-ইসরাইলরা মূসাকে বললো, "দেখ, আমরা মারা পড়বো!
আমরা শেষ হয়ে যাব! আমরা শেষ হয়ে যাব!" ১৩ যে কেউ মাবুদের আবাস-তাঁবুর কাছে
যায় সে মারা পড়বে। তাহলে আমরা কি সবাই মারা পড়বো?"

ইমাম ও লেবীয়দের দায়িত্ব

১৮ ১ মাবুদ হারুনকে বললেন, "তুমি, তোমার ছেলেরা এবং তোমার বংশের
অন্যান্য লোকেরা পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যে সব অপরাধ করবে তার দায়িত্ব
বহন করতে হবে। এছাড়া, ইমাম পদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা হবে তার দায়িত্বও
তোমাকে ও তোমার ছেলেদেরকে বহন করতে হবে। ২ তুমি তোমার বংশ থেকে অন্যান্য

BACIB
International Bible
CHURCH

লেবীয়দেরও নিয়ে এসো যাতে তারা তোমার সাথে যোগ দিতে পারে। তুমি তোমার
ছেলেরা যখন সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে সেবা-কাজ করবে তখন তারা তোমাদের সাহায্য
করবে। ৩ তারা তোমার অধীনে থেকে সাক্ষ্য- তাঁবুর প্রয়োজনীয় সব কাজই করবে। কিন্তু
তারা কোনো সময়েই পবিত্র স্থানের জিনিসপত্রের কাছে অথবা কোরবানগাহের কাছে যাবে
না। যদি তারা তা করে, তাহলে তোমরা ও তারা সবাই মারা পড়বে। ৪ তারা তোমার
সংগে যোগ দেবে এবং জমায়েত-তাঁবুর সেবা-কাজের সব দায়িত্ব পালন করবে এবং
সমস্ত কাজের ভার নেবে। কিন্তু লেবীয়রা ছাড়া অন্য কারও তোমাদের কাছে যাওয়া চলবে
না। ৫ ইসরাইলদের প্রতি যেন আর গজব নেমে না আসে, সেজন্য তোমরা পবিত্র জায়গা
ও কোরবানগাহ্‌র দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে। ৬ আমি তোমাদের
ভাই লেবীয়দেরকে ইসরাইলদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি ও তাদেরকে উপহার হিসাবে
তোমাদের দিয়েছি। জমায়েত-তাঁবুর সেবা-কাজ করার জন্য মাবুদের কাছে তাদেরকে
উৎসর্গ করা হয়েছে। ৭ কিন্তু কেবলমাত্র তুমি এবং তোমার ছেলেরাই ইমাম হিসাবে সেবা
করতে পারবে। তোমরাই কোরবানগাহের কাছে যেতে পারবে ও পবিত্র স্থানের পর্দার
ভিতরে মাত্র তোমরাই ঢুকতে পারবে। আমি ইমাম-পদ উপহার হিসাবে তোমাদের
দিয়েছি। অন্য যে কেউই আমার পবিত্র স্থানের কাছে আসবে তাকে অবশ্যই মেরে ফেলা
হবে।”

ইমামদের পাওনা অংশ

৮ এর পর মাবুদ হারুনকে বললেন, “আমার কাছে যে সব জিনিস উপহারের জন্য
আনা হয় সেই সব জিনিসের ভার আমি নিজেই তোমাকে দিয়েছি। উপহারের সব পবিত্র
জিনিস যা ইসরাইলরা আমাকে দেয় তা আমি সব সময়কার পাওনা হিসাবে তোমাকে ও
তোমার বংশধরদেরকে দিলাম। ৯ মহাপবিত্র কোরবানীর জিনিসের অংশ যা আগুনে
পোড়ানো হয় নি তা আমি তোমাকে দিয়েছি। শস্য-উৎসর্গ, পাপ-কোরবানী এবং দোষ-
কোরবানী হিসাবে ইসরাইলরা আমার কাছে যা নিয়ে আসবে তার যে অংশটুকু
কোরবানগাহের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে না সেই অংশটুকু তোমার ও তোমার বং-
শধরদের পাওনা হবে। ১০ তোমাদের তা মহাপবিত্র জিনিস হিসাবে খেতে হবে।
তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের তা খেতে হবে। এসব জিনিসকে তোমাদের পবিত্র মনে
করতে হবে। ১১ এছাড়া ইসরাইলরা দোলন-উৎসর্গ হিসাবে যেসব উপহার আমাকে দেয়,
সেগুলোও তোমাদের। আমি তোমাকে, তোমার ছেলেমেয়েদেরকে এগুলো দিলাম। এটি
তোমার পাওনা অংশ। তোমার পরিবারের প্রত্যেক লোক, যারা পবিত্র অবস্থায় থাকবে
তারা এগুলো খেতে পারবে।

১২ “তারা মাবুদের উদ্দেশে তাদের সবচেয়ে ভাল জলপাই তেল, নতুন আংগুর-রস
ও প্রথমে কাটা শস্য হিসাবে আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তা আমি তোমাদের দিলাম।
১৩ দেশের সমস্ত প্রথমে কাটা ফসল হিসাবে যা তারা মাবুদের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে তা
তোমাদের হবে। তোমার পরিবারের প্রত্যেক লোক, যারা পবিত্র অবস্থায় থাকবে তারা
এটি খেতে পারবে। ১৪ ইসরাইলের মধ্যে যারা কোন রকম শর্ত ছাড়া যেসব জিনিস

উৎসর্গ করে সেগুলোর প্রত্যেকটা জিনিসই তোমার হবে। [১৫] গর্ভ থেকে বের হওয়া
প্রত্যেকটি পুরুষ সন্তান যা মাবুদের কাছে তাদের উৎসর্গ করা হবে তা তোমার হবে। সেই
সন্তান মানুষের হোক বা পশুর হোক। মানুষের প্রথম পুরুষ সন্তানকে তুমি অবশ্যই মূল্য
দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে এবং নাপাক পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকেও তুমি
ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে। [১৬] এক মাস বয়স হলে পর ছাড়িয়ে নেবার জন্য পবিত্র
স্থানের মাপ অনুসারে পাঁচ শেখেল রূপা দিয়ে সকলকে ছাড়িয়ে নেবে। এক শেখেল
রূপার ওজন হল বিশ গেরা। [১৭] কিন্তু গরু, ভেড়া, ছাগলের প্রথম বাচ্চা তুমি মূল্য দিয়ে
ছাড়িয়ে নিতে দেবে না। সেগুলো পবিত্র। তুমি কোরবানগাহের উপরে সেগুলোর রক্ত
ছিটিয়ে দেবে এবং আগুনে-দেওয়া কোরবানী হিসাবে তাদের চর্বি পুড়িয়ে দেবে। এর
সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। [১৮] ঠিক যেমন দোলন-কোরবানীর বুকের মাংস ও ডান ঊরুর
মাংস তোমার, তেমনি এসব পশুর মাংসও তোমার হবে। [১৯] বনি-ইসরাইলরা যে সমস্ত
পবিত্র জিনিস আলাদা করে রেখে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী দেয় বা উৎসর্গ করে সেই
সমস্ত জিনিস আমি তোমাকে ও তোমার ছেলেমেয়েদের দিলাম। এটি তাদের চিরকালের
অংশ। মাবুদের সামনে তোমার ও তোমার বংশের সকলের জন্য এটা একটা চিরকালের
লবণ-নিয়ম হিসাবে থাকবে।"

[২০] পরে মাবুদ হারুনকে বললেন, "ইসরাইল দেশে তোমার কোন সম্পত্তি থাকবে
না। তাদের মধ্যে সম্পত্তির কোন অংশ তোমার থাকবে না। ইসরাইলদের মধ্যে আমিই
তোমার অংশ ও সম্পত্তি।

[২১] "ইসরাইলরা তাদের আয় থেকে যে দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে দেবে আমি
পাওনা হিসাবে তা লেবীয়দের দিলাম। জমায়েত তাঁবুতে তাদের সেবা-কাজের বেতন
হিসাবে তারা তা পাবে। [২২] এখন থেকে জমায়েত-তাঁবুর কাছে বনি-ইসরাইলরা যেতে
পারবে না। যদি তারা যায়, তবে তারা তাদের পাপের ফল ভোগ করবে আর মারা
পড়বে। [২৩] লেবীয়েরাই জমায়েত-তাঁবুর সমস্ত সেবা-কাজ করবে। যদি তাদের এই সেবা-
কাজ করতে গিয়ে কোন অন্যায় করে থাকে তবে সেই অন্যায়ের জন্য নিজেরাই দায়ী
থাকবে। বংশের পর বংশ ধরে এটা হবে তাদের জন্য একটা চিরকালের নিয়ম।
ইসরাইলদের মধ্যে তারা কোন সম্পত্তির অধিকার পাবে না। [২৪] এর বদলে, আমি তাদের
অধিকার হিসাবে বনি-ইসরাইলরা মাবুদের উদ্দেশে তাদের আয়ের যে দশ ভাগের এক
ভাগ দেবে তা আমি তাদের দিয়েছি। সেজন্যই আমি তাদের বলেছি যে, ইসরাইলদের
মধ্যে তারা কোন সম্পত্তির অধিকার পাবে না।"

[২৫] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২৬] "তুমি লেবীয়দেরকে এই কথা বলবে, 'যখন তোমরা
বনি-ইসরাইলদের কাছ থেকে দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে সেই সব আমি
তোমাদের পাওনা হিসাবে দিয়েছি। তোমরা তা গ্রহণ করার পর তা থেকে দশ ভাগের
এক ভাগ মাবুদের উদ্দেশে উপহার হিসাবে দেবে। [২৭] তোমাদের এই উপহার তোমাদের
পক্ষে খামার-বাড়ির শস্য অথবা মাড়াই করা আংগুর-রস হিসাবেই ধরা হবে। [২৮] এভাবে
তোমরা বনি-ইসরাইলদের কাছ থেকে যে সব দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে, তার

দশ ভাগের এক ভাগ তোমরা উপহার হিসাবে মাবুদকে দেবে। মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া
এই অংশটুকু ইমাম হারুনকে দেবে। ২৯ তোমাদের যা কিছু দেওয়া হবে তার মধ্য থেকে
সবচেয়ে ভাল ও পবিত্র অংশটুকু তোমরা উপহার হিসাবে মাবুদকে দেবে।

৩০ “তুমি লেবীয়দের বল, ‘সবচেয়ে ভাল অংশটুকু মাবুদকে উপহার হিসাবে দেবার
পরে যা বাকী থাকবে তোমাদের পক্ষে তা তোমাদের নিজেদের খামার-বাড়ির শস্য এবং
নিজেদের মাড়াই করা আংগুর-রস হিসাবে ধরা হবে। ৩১ তোমরা ও তোমাদের পরিবারের
লোকেরা যে কোন জায়গায় তা খেতে পারবে। এর কারণ হল জমায়েত-তাঁবুতে সেবা-
কাজ করার বেতন হিসাবে তোমাদের জন্য সেই সব দেওয়া হয়েছে। ৩২ এই ভাল ও
পবিত্র অংশটুকু উপহার দিলে তোমাদের পক্ষে তা কোন দোষের কাজ বলে ধরা হবে না।
এতে ইসরাইলদের দেওয়া পবিত্র উপহারের জিনিসগুলো অপবিত্র হবে না এবং তোমরা
এতে মারা পড়বে না।”

লাল রংয়ের বক্‌না বাছুর

১৯ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ২ “মাবুদ আইন-কানুনে যে আদেশ
দিয়েছেন এই নিয়মটি হল তারই একটি ধারা। বনি-ইসরাইলদেরকে বল,
তারা যেন এমন একটি লাল রংয়ের বক্‌না বাছুর তোমাদের কাছে নিয়ে আসে যার গায়ে
কোন দোষ বা খুঁত নেই এবং যার কাঁধে কখনও জোয়াল চাপানো হয় নি। ৩ তোমরা সেই
বাছুরটিকে ইমাম ইলিয়াসরের হাতে দেবে। সে সেটিকে তাঁবুগুলোর বাইরে নিয়ে যাবে
এবং তার সামনেই সেটি জবাই করতে হবে। ৪ এর পর ইমাম ইলিয়াসর তার কিছু রক্ত
আঙ্গুলে নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর সামনে সাতবার ছিটিয়ে দেবে। ৫ তার চোখের সামনেই
বাছুরটির চামড়া, মাংস, রক্ত ও সবকিছু সুদ্ধ এর নাড়িভুঁড়ি পুড়িয়ে দেবে। ৬ এর পর
ইমাম কিছু এরস কাঠ, এসোব ও লাল রংয়ের লোম নিয়ে ঐ বাছুরটির যেখানে পোড়ানো
হচ্ছে সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দেবে। ৭ এর পর ইমাম তার পোশাক ধুয়ে নেবে ও
গোসল করে নেবে। তারপর সে তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকতে পারবে। তবে ইমাম সন্ধ্যা
পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকবে। ৮ যে লোক সেই বাছুরটি পুড়িয়ে দেবে, সেও তার কাপড়-
চোপড় ধুয়ে ফেলবে, গোসল করে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ৯ এর পর
একজন লোক যে পবিত্র অবস্থায় আছে সে ঐ বাছুরটির ছাই তুলে নিয়ে তাঁবুগুলোর
বাইরে কোন পবিত্র জায়গায় রাখবে। বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইসরাইল সমাজ পবিত্র
হওয়ার জন্য এই ছাই মেশানো পানি ব্যবহার করবে। পাপ দূর করার জন্য এই অনুষ্ঠান
করা হয়ে থাকে। ১০ যে লোক ঐ বাছুরের ছাই তুলে নেবে, সে তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে
ফেলবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। ইসরাইলী এবং তাদের মধ্যে বাস করা
বিদেশী লোকদের জন্য এটি একটি চিরকালের নিয়ম হয়ে থাকবে।

লাশ ছোঁয়ার নিয়ম

১১ “যে কোন লোক মানুষের লাশ ছোঁয়, সে সাত দিন পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। ১২ সে
তৃতীয় দিন ও সপ্তম দিনে ঐ পানি দিয়ে নিজেকে পবিত্র করে নিতে হবে আর তারপরেই
সে পবিত্র হবে। কিন্তু যদি কেউ তৃতীয় দিন ও সপ্তম দিনে নিজেকে পবিত্র না করে তবে

BACIB
International Bible
CHURCH

সে অপবিত্রই থেকে যাবে। ১৩ যে কেউ কোন মানুষের লাশ ছোঁয়ার পরে যদি নিজেকে
পবিত্র না করে, তবে সে মাবুদের আবাস-তাঁবু অপবিত্র করে। সেই লোককে ইসরাইলের
মধ্য থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। তার উপরে পবিত্র করার পানি ছিটানো হয় নি বলে সে
অপবিত্রই থেকে যাবে। এই অপবিত্রতা তার উপরে থেকে যাবে।

১৪ "যখন কোন লোক তাঁবুর মধ্যে মারা যায় তখন এই নিয়ম মানতে হবে। সেই
তাঁবুতে যেসব লোক যাবে এবং যারা সেই তাঁবুতে ছিল তারা সকলে সাত দিন পর্যন্ত
অপবিত্র থাকবে। ১৫ সেখানকার প্রত্যেকটি খোলা পাত্র যা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ছিল না,
সেগুলো অপবিত্র হয়ে যাবে।

১৬ "যদি কোনো লোক যুদ্ধে মারা গিয়ে বা স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়ে মাঠে পড়ে
থাকে আর যে লোক সেই লাশ ছোঁবে সে সাত দিন পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। এছাড়াও যদি
কোন লোক মৃত লোকের হাড় বা কবর ছোঁয় তবে সেই লোকও সাত দিন পর্যন্ত অপবিত্র
থাকবে।

১৭ "সেই অপবিত্র লোকের জন্য সেই পোড়ানো বাছুরের কিছু ছাই নিতে হবে। তার-
পর কোন একটি পাত্রে স্রোতের পানি নিয়ে সেই ছাই দিতে হবে। ১৮ তারপর যে লোক
পবিত্র অবস্থায় আছে সে এসোবের কয়েকটি ডাল সেই পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে সেই তাঁবু ও
তার ভিতরকার জিনিসপত্র এবং সেখানে যেসব লোকেরা ছিল তাদের উপর তা ছিটিয়ে
দেবে। যে লোক সেই লাশ ছুঁয়েছে তার উপর এই পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, যে
কেউ যুদ্ধে মারা যাওয়া লাশ ছুঁয়েছে, বা কোন মৃত লোকের হাড়, কবর, বা কোন মৃত
লোকের দেহ ছুঁয়েছে এমন লোকের উপরেও সেই পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৯ যে
লোকটি পবিত্র অবস্থায় আছে সেই লোক তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে অপবিত্র লোকের
উপরে সেই পানি ছিটিয়ে দেবে। এভাবে সপ্তম দিনে সে তাকে পবিত্র করবে। যাকে
পবিত্র করা হল সেই লোক তার নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে ও গোসল করবে।
পরে সন্ধ্যাবেলায় সে পবিত্র হবে। ২০ কিন্তু যদি কোন লোক অপবিত্র হয়ে যায় ও নিজেকে
পবিত্র না করে, সমাজের মধ্য থেকে তাকে ছেঁটে ফেলা হবে, কারণ সে মাবুদের
পবিত্রস্থান অপবিত্র করেছে। তার উপরে পবিত্র করার পানি ছিটানো হয় নি বলে সে
অপবিত্র।

২১ "ইসরাইলদের জন্য এটি একটি চিরকালের নিয়ম হয়ে থাকবে। যে লোক সেই
পবিত্র করার পানি ছিটিয়ে দেবে, সে তার নিজের কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে। যে লোক
পবিত্র করার পানি ছোঁবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকবে।

২২ "অপবিত্র অবস্থায় থাকা লোকটি যা কিছু ছোঁবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে এবং সে
যা কিছু ছুঁয়েছে সেই সব জিনিস যে লোক ছোঁবে সে-ও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায়
থাকবে।"

পানির অভাবে বনি-ইসরাইলদের অভিযোগ

২০ ১ বনি-ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ প্রথম মাসে সীন মরুভূমিতে পৌঁছে কাদেশে
এসে বাস করতে লাগলো। সেই জায়গায় মরিয়ম মারা গেলেন ও তাঁকে

BACIB
International Bible
CHURCH

সেখানেই কবর দেওয়া হল।
২ সেই জায়গায় সমাজের লোকদের জন্য কোন পানি ছিল না। এজন্য লোকেরা মূসা
ও হারুনের বিরুদ্ধে দল পাকালো। ৩ তারা মূসার সংগে ঝগড়া করে বললো, "আমাদের
ভাইয়েরা যখন মাবুদের সামনে মারা গেল, তখন আমাদেরও কি মরে গেলে ভাল হতো
না! ৪ তোমরা কেন মাবুদের এই সমাজকে ও আমাদের পশুপালকে এই মরুভূমিতে নিয়ে
এলে যাতে আমরা সবাই এখানে মারা যাই? ৫ কেন তোমরা মিসর থেকে বের করে এনে
এই খারাপ একটা জায়গায় নিয়ে এলে? এই জায়গায় কোন শস্য নেই, ডুমুর বা আংগুর
নেই, বা ডালিমও নেই। খাবার জন্য কোন পানিও এখানে নেই।"
৬ তখন মূসা ও হারুন সমাজের সামনে থেকে জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে
উবুড় হয়ে পড়লেন। আর মাবুদের মহিমা তাঁদের সামনে প্রকাশ পেল। ৭ মাবুদ মূসাকে
বললেন, ৮ "তুমি তোমার লাঠিটি নাও এবং তুমি ও তোমার ভাই হারুন সমাজকে জড়ো
কর। তাদের চোখের সামনে ঐ যে বড় পাথরটি রয়েছে সেটিকে বল, আর তাতে সেটি
তোমাদেরকে পানি দেবে। এভাবে তুমি সমাজের লোকদের জন্য পাথর থেকে পানি বের
করে আনবে যাতে তারা ও তাদের পশুগুলো পানি খেতে পায়।"
৯ সুতরাং মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে তাঁর সামনে থেকে ঐ লাঠি নিলেন।
১০ মূসা ও হারুন সেই পাথরটার কাছে সমাজের সব লোককে এক সংগে জড়ো করলেন।
তিনি তাদের বললেন, "হে বিদ্রোহীরা শোন; আমরা কি তোমাদের জন্য এই পাথর থেকে
পানি বের করে আনবো?" ১১ এর পর মূসা তার হাত তুললেন এবং সেই পাথরটিকে
দু'বার আঘাত করলেন। তাতে ঐ পাথর থেকে পানি বের হতে শুরু করলো। সমাজের
লোকেরা এবং তাদের পশুপাল সেই পানি খেল।
১২ কিন্তু মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, "তোমরা ইসরাইলদের সামনে আমার
উপর নির্ভর কর নি ও আমাকে পবিত্র বলে মান্য করনি। তাই যে দেশ আমি এই
সমাজের লোকদের দেব তোমরা তাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না।"
১৩ এই জায়গাটিকে বলা হতো মরীবার পানি, (মরীবা মানে 'ঝগড়া')। এটিই সেই
জায়গা যেখানে বনি-ইসরাইলরা মাবুদের সংগে ঝগড়া করেছিল, আর এখানেই মাবুদ
দেখিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের মধ্যে পবিত্র।

ইদোম দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথে বাধা

১৪ পরে মূসা কাদেশ থেকে ইদোমের বাদশাহ্‌র কাছে লোক পাঠিয়ে বলে পাঠালেন,
"আপনার ভাইয়েরা অর্থাৎ ইসরাইলরা, আপনাকে বলছে: আমাদের উপর যে সব দুঃখ-
কষ্ট নেমে এসেছে তা আপনি জানেন। ১৫ আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিসরে গিয়েছিলেন,
সেই মিসরে আমরা অনেক দিন বাস করেছিলাম। পরে মিসরীয়েরা আমাদের প্রতি ও
আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল।
১৬ কিন্তু যখন আমরা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলাম, তিনি আমাদের কান্না
শুনলেন এবং তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে আমাদের মিসর থেকে বের করে আনলেন। আমরা
এখন আপনার রাজ্যের সীমানার কাছে কাদেশে আছি। ১৭ দয়া করে আপনি আপনার

BACIB
International Bible
CHURCH

দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিন। আমরা আপনার কোন শস্য ক্ষেত বা আংগুর
ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাব না, এবং কূয়া থেকে কোন পানিও খাব না। কেবল প্রধান রাস্তা
দিয়ে যাব। যতদিন আপনার সীমানা পার না হয়ে যাই, ততদিন ডানে বা বাঁয়ে ফিরব
না।”
১৮ উত্তরে ইদোমের বাদশাহ্ তাঁকে বললেন, “তোমরা আমার দেশের মধ্য দিয়ে
যেতে পারবে না। যদি যাওয়ার চেষ্টা কর তবে আমরা তলোয়ার নিয়ে তোমাদের সংগে
যুদ্ধ করবো।”
১৯ তখন বনি-ইসরাইলরা তাকে বলে পাঠালো, “আমরা কেবল প্রধান রাস্তা দিয়েই
যাব। আমরা কিংবা আমাদের পশুপাল যদি আপনাদের পানি খাই, তবে তার দাম দিয়ে
দেব। আমরা কেবলমাত্র আপনার দেশের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে চাই– আর কিছু
নয়।”
২০ ইদোমের লোকেরা উত্তরে আবার বলে পাঠাল, “না, আমাদের দেশের মধ্য দিয়ে
তোমরা যেতে পারবে না।” এর পর ইদোমের বাদশাহ্ এক বিশাল এবং শক্তিশালী
সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইসরাইলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে এলো।
২১ ইদোমের বাদশাহ্ তার দেশের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের যেতে না দেওয়ার ফলে
ইসরাইলরা তাদের কাছ থেকে ফিরে চলে গেল।

হযরত হারুনের মৃত্যু

২২ বনি-ইসরাইলের সমস্ত সমাজ কাদেশ থেকে চলে গিয়ে হোর পাহাড়ে গিয়ে
উপস্থিত হল। ২৩ হোর পাহাড় ছিল ইদোম দেশের সীমানার কাছে। এখানেই মাবুদ মূসা
এবং হারুনকে বললেন, ২৪ “হারুনকে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে হবে। আমি
বনি-ইসরাইলদেরকে যে দেশ দিয়েছি, সে সেই দেশে যেতে পারবে না। এর কারণ হল
মরীবা পানির কাছে তোমরা আমার আদেশ অমান্য করেছিলে। ২৫ তুমি হারুন ও তার
ছেলে ইলিয়াসরকে হোর পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাও। ২৬ তুমি হারুনের শরীর থেকে
ইমামের পোশাক খুলে নিয়ে তার ছেলে ইলিয়াসরকে তা পরিয়ে দাও। সেখানে তার মৃত্যু
হবে। সে তার নিজের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে।”
২৭ তখন মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন। তাঁরা সমস্ত সমাজের সামনে
হোর পাহাড়ে উঠে গেলেন। ২৮ পরে মূসা হারুনের শরীর থেকে ইমামের পোশাক খুলে
নিলেন এবং তার ছেলে ইলিয়াসরকে সেই সব পোশাক পরিয়ে দিলেন। সেই পাহাড়ের
চূড়ায় হারুন মারা গেলেন। পরে মূসা ও ইলিয়াসর পাহাড় থেকে নেমে আসলেন।
২৯ যখন পুরো সমাজ জানতে পারল যে, হারুন মৃত্যুবরণ করেছেন তখন সমস্ত ইসরাইল
ত্রিশ দিন পর্যন্ত তাঁর জন্য শোক পালন করলো।

সাপের কামড় ও তা থেকে রক্ষার উপায়

২১ ১ কেনানীয়দের বাদশাহ্ অরাদ নেগেভে বাস করতেন। তিনি যখন শুনলেন যে,
ইসরাইলরা অথারীমের পথ ধরে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ইসরাইলদের
আক্রমন করলেন ও তাদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেলেন। ২ তখন ইসরাইলরা

BACIB
International Bible
CHURCH

মাবুদের উদ্দেশে শপথ করে বললো, “যদি তুমি এই লোকদেরকে আমাদের হাতে তুলে
দাও, তবে আমরা তাদের সব শহর ধ্বংস করে দেব।” ৩ মাবুদ ইসরাইলের এই বিশেষ
অনুরোধ শুনলেন এবং কেনানীয়দেরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। ইসরাইলরা তাদের
ও তাদের সব শহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিল। সেজন্য সেই জায়গার নাম রাখা হল
হর্মা (যার অর্থ ‘ধ্বংস’)।

৪ পরে তারা হোর পাহাড় থেকে চলে গিয়ে ইদোম দেশের চারপাশ দিয়ে ঘুরে যাবার
জন্য লোহিত সাগরের পথ ধরে যাত্রা করলো। যাত্রা পথে লোকেরা তাদের ধৈর্য হারিয়ে
ফেললো।

৫ লোকেরা আল্লাহ্‌ ও মূসার বিরুদ্ধে বলতে লাগল, “তোমরা কেন আমাদেরকে
মিসর থেকে বের করে আনলে যাতে আমরা এই মরুভূমিতে মারা যাই? এখানে কোন
রুটি নেই! নেই কোন পানি! এই যে বাজে খাবার তা আমরা দু’চোখে দেখতে পারি না!”
৬ তখন মাবুদ লোকদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সাপগুলো লোকদের কামড়
দিলে ইসরাইলদের মধ্যে অনেকে মারা গেল। ৭ তখন লোকেরা মূসার কাছে এসে
বললো, “আমরা মাবুদ ও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে পাপ করেছি। তুমি মাবুদের কাছে
মুনাজাত কর, যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে এসব সাপ দূর করে দেন।” তাতে মূসা
লোকদের জন্য মুনাজাত করলেন।

৮ মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি একটি বিসাক্ত সাপের মূর্তি তৈরি করে একটা খুঁটির
উপরে টাংগিয়ে রাখ। সাপে কামড় দিয়েছে এমন যে কোন লোক সেই সাপটির দিকে
তাকালে বেঁচে যাবে।” ৯ সুতরাং মূসা পিতলের একটি সাপের মূর্তি তৈরি করে একটি
খুঁটির উপরে লাগিয়ে রাখলেন। এর পর যখনই কোন মানুষকে সাপে কামড় দিত, তখনই
সে খুঁটির উপর থাকা পিতলের সাপটির দিকে তাকাতো আর বেঁচে যেতো।

ইসরাইলদের নানা জায়গায় যাত্রা

১০ পরে বনি-ইসরাইলরা যাত্রা করে ওবোতে গিয়ে সেখানে তাঁবু খাটালো। ১১ এর
পর তারা ওবোৎ থেকে যাত্রা করে পূর্ব দিকের মরুভূমির মধ্যে ইয়ী-অবারীমে গিয়ে
সেখানে তাঁবু খাটাল। ১২ তারপর তারা সেখান থেকে যাত্রা করে সেরদ উপত্যকায় গিয়ে
সেখানে তাঁবু খাটাল। ১৩ এর পর সেখান থেকে যাত্রা করে মরুভূমিতে অর্ণোন নদীর
অপর পারে তাঁবু খাটালো। এই নদীটি আমোরীয়দের দেশের সীমানা থেকে শুরু
হয়েছিল। অর্ণোন ছিল মোয়াবের সীমানা, মোয়াব ও আমোরীয়দের মাঝখানে। ১৪ এজন্য
মাবুদের যুদ্ধ নামে কিতাবে লেখা আছে, “শূফাতে বাহেব, আর অর্ণোনের উপত্যকাগুলো,
১৫ এবং উপত্যকাগুলোর পাশের পাহাড়গুলো, যা আর্‌ শহরের দিকে চলে গেছে এবং এই
জায়গাগুলো মোয়াবের সীমায় অবস্থিত।”

১৬ সেখান থেকে তারা যাত্রা করে বের (কূয়া) নামে একটি জায়গায় এলো। এটি
সেই কূয়া, যেখানে মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি লোকদেরকে একসংগে জড়ো কর,
আমি তাদেরকে পানি দেব।”

১৭ তখন ইসরাইলরা এই গানটি গাইল–

BACIB
International Bible
CHURCH

“কূয়া তুমি ঝর্ণা হয়ে ওঠো,
তোমরা এর উদ্দেশে গান কর।
১৮ এটা সেই কূয়া যা শাসনকর্তারা খুঁড়েছেন,
যে কূয়া নেতারা খুঁড়েছিলেন,
তাদের নিজেদের রাজদণ্ড ও নিজেদের লাঠি দিয়ে।”

পরে তারা মরুভূমি থেকে যাত্রা করে মত্তানায় এলো, ১৯ এর পর তারা মত্তানা থেকে
নহলীয়েল পর্যন্ত গেল, ২০ নহলীয়েল থেকে যাত্রা করে বামোতে গেল এবং বামোৎ থেকে
যাত্রা করে মোয়াবের উপত্যকায় গেল। এখান থেকে পিস্‌গা পাহাড়ের চূড়া থেকে
মরুভূমি দেখা যায়।

আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনের উপর জয়

২১ আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনের কাছে ইসরাইলরা লোক পাঠিয়ে তাকে বলে
পাঠাল, ২২ “আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিন। আমরা কোনো শস্য অথবা
আংগুরক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাবো না। আপনার দেশের সীমা পার না হওয়া পর্যন্ত আমরা
রাজপথ ধরেই চলতে থাকব।”

২৩ কিন্তু সীহোন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে এক জায়গায় জড়ো করে ইসরাইলদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করার জন্য মরুভূমির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যহস নামে একটি জায়গায়
উপস্থিত হয়ে ইসরাইলদের সংগে যুদ্ধ করলেন। ২৪ যাহোক, ইসরাইলরা এই যুদ্ধে তাকে
হত্যা করে অর্ণোন নদী থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত অর্থাৎ অম্মোনীয়দের সীমানা পর্যন্ত তার
দেশটি অধিকার করে নিল। অম্মোনীয়দের সীমানা খুবই শক্তভাবে সুরক্ষিত থাকার জন্যে
তারা সেই সীমানা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। ২৫ ইসরাইলরা আমোরীয়দের সমস্ত শহর
দখল করে নিল এবং সেগুলোতে বাস করতে লাগলো, যার মধ্যে ছিল হিষ্‌বোন ও তার
আশেপাশের গ্রামগুলো। ২৬ হিষ্‌বোন ছিল আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনের শহর। তিনি
মোয়াবের আগের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার হাত থেকে অর্ণোন পর্যন্ত তার সব
দেশ দখল করে নিয়েছিলেন।

২৭ এজন্য কবিরা বলেছেন,

“তোমরা হিষ্‌বোনে এসো, তা আবার নতুন করে গড়ে তোল,
সীহোনের শহরটি আবার গড়ে তোলা হোক।
২৮ হিষ্‌বোন থেকে আগুন বেরিয়ে গিয়েছে,
সীহোনের শহর থেকে আগুনের শিখা বের হয়েছে;
আর তা মোয়াবের আর্ নগরকে পুড়িয়ে দিল,
অর্ণোনের উঁচু জায়গার বাসিন্দাদের পুড়িয়ে দিল।
২৯ হে মোয়াব, ধিক্ তোমাকে।
হে কমোশের লোকেরা, তোমরা ধ্বংস হয়ে গেলে।
তার ছেলেরা পালিয়ে গেল,
আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোন তার মেয়েদেরকে জেলে বন্দি করলো।

৩০ আমরা তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছি;
দীবোন পর্যন্ত হিষ্‌বোন ধ্বংস হয়ে গেছে।
আমরা মেদবার কাছে নাশিম থেকে নোফঃ পর্যন্ত,
তাদের শহরগুলোকেও ধ্বংস করেছি।”
৩১ এভাবে ইসরাইলরা আমোরীয়দের দেশে বাস করতে লাগল।
৩২ পরে মূসা যাসের শহরের খোঁজ-খবর নিতে লোক পাঠালেন। তারপর তারা
সেখানকার সব শহর দখল করে নিল এবং সেখানে যে আমোরীয়রা বাস করতো,
তাদেরকে তাড়িয়ে দিল।

বাসনের বাদশাহ্‌ উজের পরাজয়

৩৩ তারপর তারা ঘুরে বাশন দেশের পথ দিয়ে এগিয়ে গেল। এতে বাশনের বাদশাহ্‌
উজ ও তার সমস্ত সৈন্য দল নিয়ে বের হয়ে এসে তাদের সংগে যুদ্ধ করার জন্য ইদ্রিয়ী
শহরে গেল।
৩৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি উজকে ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তাকে,
তার সমস্ত লোক ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে দিয়েছি; আমোরীয়দের বাদশাহ্‌
সীহোন, যিনি হিষ্‌বোনে রাজত্ব করতো তার সংগে তুমি যা করেছিলে এই বাদশাহ্‌র
সংগেও তুমি তা-ই করবে।”
৩৫ পরে তারা উজকে, তার ছেলেদের ও তার সব সৈন্য দলকে হত্যা করলো, আর
শেষ পর্যন্ত তাঁর আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা তার দেশও অধিকার করে নিল।

বাদশাহ্‌ বালাক ও বালামের ঘটনা

২২ ১ পরে বনি-ইসরাইলরা যাত্রা করে জেরিকোর অন্য পারে জর্ডানের ওপারে
মোয়াবের সমভূমিতে গিয়ে তাঁবু খাটাল।
২ আমোরীয়দের লোকদের সংগে ইসরাইলরা যা যা করেছিল, সিপ্পোরের ছেলে
বালাক তার সবটাই দেখেছিলেন। ৩ বনি-ইসরাইলরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল বলে
মোয়াবের লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। আসলে, ইসরাইলদের দেখে মোয়াবীয়রা ভয়ে
গলে গিয়েছিল। ৪ পরে মোয়াবীয়রা মাদিয়ানের বুড়ো নেতাদের বললো, “গরু যেমন
মাঠের ঘাস খেয়ে শেষ করে দেয়, তেমনি এই বড় দলটা আমাদের চারদিকের সব কিছুই
খেয়ে শেষ করে দেবে।”
সেই সময় সিপ্পোরের ছেলে বালাক মোয়াবের বাদশাহ্‌ ছিলেন। ৫ তিনি বিয়োরের
ছেলে বালামকে ডেকে আনার জন্য কয়েক জন লোক পাঠিয়ে দিলেন। বালাম তখন
ফোরাত নদীর ধারে তার নিজের এলাকায় পথোর শহরে ছিল। বালাক তাকে বলে
পাঠালেন, “একদল লোক মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা সারা দেশটা ছেয়ে
ফেলেছে এবং আমার সামনেই তারা তাদের তাঁবু ফেলছে। ৬ এখন দয়া করে আপনি
এসে আমার জন্য সেই লোকদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা আমার চেয়ে অনেক
শক্তিশালী। হয়তো আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে
পারব। কারণ আমি জানি আপনি যাকে দোয়া করেন, সে দোয়া লাভ করে, ও যাকে

BACIB
International Bible
CHURCH

অভিশাপ দেন তার উপর অভিশাপ পড়ে।”
৭ এর পর মোয়াব এবং মাদিয়নের বুড়ো নেতারা বালামের সংগে কথা বলার জন্য
রওনা হল। তার গণনা করার বেতন পুরস্কার হিসেবে তাদের সংগে টাকা নিয়ে গেল।
বালাক যা বলেছিলেন তারা গিয়ে বালামের কাছে তা বললো। ৮ বালাম তাদেরকে
বললো, “আপনারা এখানে এক রাতের জন্য থাকুন। আমি মাবুদের সংগে কথা বলবো
এবং তিনি আমাকে যে উত্তর দেবেন তা আমি আপনাদের জানাব।” সুতরাং সেই রাতে
মোয়াবের নেতারা তার সংগেই থাকলো।
৯ আল্লাহ্‌ বালামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার সংগের এই সমস্ত লোক
কারা?”
১০ বালাম উত্তরে আল্লাহ্‌কে বললেন, “মোয়াবের বাদশাহ্‌, সিপ্পোরের ছেলে বালাক
আমার কাছে খবর পাঠিয়ে বলেছেন, ১১ ‘মিসর দেশ থেকে একদল লোক বের হয়ে এসে
দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। এখন আপনি এসে আমার হয়ে এই লোকদের অভিশাপ দিন।
তাহলে হয়তো আমি যুদ্ধ করে এদের তাড়িয়ে দিতে পারব।’ ”
১২ কিন্তু আল্লাহ্‌ বালামকে বললেন, “তুমি তাদের সংগে যেও না, সেই লোকগুলোকে
অভিশাপ দিও না, কারণ তারা দোয়া লাভ করেছে।”
১৩ পরদিন সকালে উঠে বালাম বালাকের পাঠানো নেতাদের বললেন, “আপনারা
আপনাদের নিজেদের দেশে ফিরে যান। মাবুদ আমাকে আপনাদের সংগে যেতে দিতে
রাজী নন।”
১৪ সুতরাং মোয়াবের নেতারা উঠে বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, “বালাম
আমাদের সংগে আসতে রাজী হন নি।”
১৫ পরে বালাক বালামের কাছে প্রথমবারের থেকেও বেশি লোক পাঠালেন।
প্রথমবার তিনি যাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের থেকেও এবারের নেতারা ছিল আরও
সম্মানিত। ১৬ তারা বালামের কাছে এসে তাকে বললো, “সিপ্পোরের ছেলে বালাক এই
কথা বলেছেন, ‘দয়া করে এখানে আসুন এবং কোন কিছুই যেন আমার কাছে আপনার
আসা থামিয়ে না দেয়। ১৭ আমি আপনাকে অনেক পুরস্কার দেব এবং আপনি যা বলবেন
আমি তাই-ই করবো। আমার জন্যে আপনি আসুন এবং এসে এই লোকদের অভিশাপ
দিন।’ ”
১৮ তখন বালাম জবাবে তাদের বললো, “যদি বালাক সোনা-রূপায় ভরা তাঁর
রাজবাড়িটিও আমাকে দেন, তবুও আমার মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশের বাইরে গিয়ে কোন
কাজ করবো না– তা সে ছোট কাজ হোক বা বড় কাজ হোক। ১৯ এখন আপনারা
আজকের রাতটা এখানে থাকুন, যেমন অন্যরাও এখানে ছিলেন। মাবুদ আমাকে যা
বলবেন তা আমি জেনে নিতে পারবো।”
২০ সেই রাতে আল্লাহ্‌ বালামের কাছে এসে তাকে বললেন, “ঐ লোকেরা যেহেতু
তোমাকে ডাকতে এসেছে, তুমি তাদের সংগে যাও, কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে
বলবো তুমি কেবলমাত্র সেই কাজই করবে।”

[২১] পরদিন সকালে বালাম ঘুম থেকে উঠে তাঁর গাধা সাজিয়ে মোয়াবের নেতাদের
সংগে গেল।

বালাম, গাধা ও ফেরেশতা

[২২] কিন্তু বালাম যখন রওনা হল তা দেখে আল্লাহ্‌ তাঁর উপর ভীষণ রেগে গেলেন।
তাকে বাধা দেবার জন্য মাবুদের ফেরেশতা পথে দাঁড়িয়ে রইলেন। বালাম তার গাধীর
উপর চড়ে যাচ্ছিল। তাঁর দু'জন চাকর তাঁর সংগে ছিল। [২৩] বালামের গাধীটা মাবুদের
ফেরেশতাকে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সেজন্য গাধীটা
রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। গাধীটাকে আবার রাস্তায় ফিরিয়ে আনার জন্য বালাম তাকে
মারতে লাগলেন। [২৪] পরে মাবুদের ফেরেশতা দু'টি আংগুরক্ষেতের মাঝখানে একটি সরু
পথের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই পথের দুই ধারেই ছিল দেওয়াল। [২৫] মাবুদের
ফেরেশতাকে গাধীটা আবারও দেখতে পেয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে গেল, আর এতে
বালামের পায়ে ভীষণভাবে ঘষা লাগল। সেই জন্যে বালাম আবার তাঁর গাধীটাকে মারতে
লাগলেন। [২৬] এর পর মাবুদের ফেরেশতা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বাঁয়ে
ফিরবার পথ নেই, এমন একটি সরু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। [২৭] তখন গাধীটা মাবুদের
ফেরেশতাকে দেখে নিচে মাটিতে বসে পড়লো। তাতে বালাম রেগে আগুন হয়ে গাধী-
টাকে লাঠি দিয়ে মারধর করলো। [২৮] তখন মাবুদ গাধীটির মুখ খুলে দিলেন এবং সে
বালামকে বললো, "আমি আপনার কি করেছি যে, আপনি তিনবার আমাকে মারলেন?

[২৯] বালাম গাধীটাকে বললো, "তুই আমাকে বোকা বানিয়েছিস্‌। আমার হাতে যদি
একটা তলোয়ার থাকত তাহলে এখনই আমি তোকে মেরে ফেলতাম।"

[৩০] তখন গাধীটা বালামকে বললো, "আমি কি আপনার নিজের গাধী নই, যার উপরে
আপনি সবসময় চড়ে থাকেন? আমার কি আপনার প্রতি এমন ব্যবহার করা অভ্যেস?"
বালাম বললো, "না।"

[৩১] তখন মাবুদ বালামের চোখ খুলে দিলেন। তাতে সে দেখতে পেল যে, মাবুদের
ফেরেশতা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বালাম মাথা
নত করে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লো।

[৩২] মাবুদের ফেরেশতা তাকে বললেন, "তুমি তিনবার তোমার গাধীটাকে কেন
মারলে? আমি তোমাকে বাধা দিতে এখানে এসেছি কারণ তুমি আমার সামনেই আমার
বিরুদ্ধে যাচ্ছ। [৩৩] গাধীটা আমাকে দেখতে পেয়েছে এবং এই তিনবার আমার সামনে
থেকে সরে গেছে। সে যদি আমার সামনে থেকে না সরে যেত, তবে এতক্ষণে আমি
নিশ্চয়ই তোমাকে মেরে ফেলতাম, আর ওকে জীবিত রাখতাম।"

[৩৪] তখন বালাম মাবুদের ফেরেশতাকে বললো, "আমি পাপ করেছি। আমি বুঝতে
পারি নি যে, আপনি আমাকে বাধা দেবার জন্য পথের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন
আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমি ফিরে যাবো।"

[৩৫] মাবুদের ফেরেশতা বালামকে বললেন, "তুমি ঐ লোকদের সংগে যাও, কিন্তু
আমি যে কথা বলতে বলবো, তুমি কেবল তা-ই বলবে।" সুতরাং বালাম বালাকের

পাঠানো নেতাদের সংগে গেলেন।

৩৬ বালাম এসেছে শুনে বালাক তার সংগে দেখা করবার জন্য অর্ণোন নদীর তীরে
মোয়াবীয়দের শহরে গেলেন। জায়গাটি ছিল তাঁর রাজ্যের শেষ সীমানায়। ৩৭ বালাক
বালামকে বললেন, "আমি কি আপনাকে জরুরীভাবে ডেকে আনতে লোক পাঠাই নি?
তবে কেন আপনি আমার কাছে আসেন নি? আপনাকে পুরস্কার দেবার ক্ষমতা কি আমার
নেই?"

৩৮ উত্তরে বালাম বললেন, "বেশ, আমি এখন আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু আমার
নিজের কি কোন কথা বলবার ক্ষমতা আছে? আল্লাহ্ যে কথা আমার মুখে যুগিয়ে দেবেন
আমাকে কেবল তা-ই বলতে হবে।"

৩৯ এর পর বালাম বালাকের সংগে কিরিয়ৎ হুষোতে গেলেন। ৪০ বালাক কতকগুলো
গরু ও ভেড়া কোরবানী করলেন এবং এর কিছু মাংস বালাম ও তার সঙ্গী নেতাদের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন। ৪১ পরদিন সকালে বালাক বালামকে নিয়ে বামোৎ-বাল পাহাড়ে গেলেন।
সেখান থেকে তারা ইসরাইলদের তাঁবুগুলোর কিছুটা দেখতে পেল।

ইসরাইলের বিষয়ে বালামের ভবিষ্যৎ-বাণী

২৩ ১ পরে বালাম বালাককে বললো, "আপনি এই জায়গায় আমার জন্য সাতটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করুন এবং এই জায়গায় আমার জন্য সাতটি ষাঁড় ও
সাতটি ভেড়া কোরবানীর জন্য প্রস্তুত করুন।" ২ তাতে বালামের কথামতই বালাক কাজ
করলেন। তখন বালাক ও বালাম প্রত্যেকটি কোরবানগাহে একটি করে ষাঁড় ও একটি
করে ভেড়া কোরবানী দিলেন।

৩ তারপর বালাম বালাককে বললো, "আপনি আপনার পোড়ানো-কোরবানীর কাছে
দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি যাই, হয়তো মাবুদ আমার কাছে দেখা দেবেন। তাহলে তিনি
আমার কাছে যা প্রকাশ করবেন তা আমি আপনাকে জানাবো।" পরে সে এমন একটা উঁচু
জায়গায় উঠে গেল যেখানে কোন গাছপালা জন্মাতো না।

৪ তখন আল্লাহ্ বালামের কাছে এলেন। বালাম আল্লাহ্কে বললো, "আমি সাতটা
কোরবানগাহ্ প্রস্তুত করেছি; আর প্রত্যেকটি কোরবানগাহের উপর একটি করে ষাঁড় ও
একটি করে ভেড়া কোরবানী দিয়েছি।"

৫ তখন মাবুদ বালামের মুখে একটি খবর দিয়ে বললেন, "তুমি বালাকের কাছে
ফিরে গিয়ে এই খবরের কথাগুলো বল।"

৬ সুতরাং বালাম বালাকের কাছে ফিরে গেল। সে দেখতে পেল বালাক মোয়াবের
সমস্ত নেতাদের নিয়ে তাঁর পোড়ানো-কোরবানী পশুর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ৭ তখন সে
তার ভবিষ্যৎ-বাণী বলতে লাগলো,

"বালাক অরাম দেশ থেকে আমাকে নিয়ে এলেন,
মোয়াবের বাদশাহ্ পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো থেকে নিয়ে এলেন;
বললেন, 'এসো, আমার জন্য ইয়াকুবকে অভিশাপ দাও,
এসো, ইসরাইলদেরকে অভিশাপ দাও।'

BACIB
International Bible
CHURCH

৮ আল্লাহ্ যাদের অভিশাপ দেন নি,
আমি কিভাবে তাদের অভিশাপ দেব?
মাবুদ যাদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দার কথা বলেন নি,
কেমন করে আমি তাদের বিরুদ্ধে নিন্দার কথা বলবো?
৯ আমি পাহাড়ের উপর থেকে ঐ লোকদের দেখছি।
আমি পাহাড়গুলোর উপর থেকে ঐ লোকদের লক্ষ্য করছি;
আমি এমন এক দল লোককে দেখেছি,
যারা অন্যদের থেকে দূরে থাকে;
অন্য সব জাতির সংগে নিজেদের এক করে দেখে না।
১০ ধূলিকণার মত ইয়াকুবের লোকসংখ্যা কে গুনতে পারে?
ইসরাইলদের চার ভাগের একভাগও কি কেউ গুনতে পারে?
ধার্মিকের মৃত্যুর মত আমার মৃত্যু হোক,
আমার শেষ অবস্থা যেন তাদের মতই হয়।”

১১ তখন বালাক বালামকে বললেন, “আমার প্রতি আপনি এ কি করলেন? আমার
শত্রুদেরকে অভিশাপ দিতে আপনাকে এনেছিলাম; কিন্তু আপনি তো কিছুই করলেন না,
বরং তাদের দোয়া করলেন।”

১২ সে জবাবে বললো, “মাবুদ আমার মুখে যে কথা জুগিয়ে দেন আমার কি অবশ্যই
সেই কথা বলা উচিত নয়?”

বালামের মুখে আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ-বাণী

১৩ তখন বালাক বালামকে বললেন, “আপনি আমার সংগে আরেকটি জায়গায়
আসুন। সেই জায়গা থেকে আপনি তাদের দেখতে পাবেন। আপনি তাদের সকলকে
দেখতে পাবেন না, কিন্তু একটি অংশ দেখতে পাবেন। সেই জায়গায় থেকে আপনি
আমার জন্য তাদেরকে অভিশাপ দিন।”

১৪ সুতরাং বালাক বালামকে সোফীম মাঠে নিয়ে গেলেন। এই জায়গাটি ছিল পিস্‌গা
পাহাড়ের উপরে। সেই জায়গায় বালাক সাতটি কোরবানগাহ্ তৈরি করে প্রত্যেকটি
কোরবানগাহের উপরে একটি করে ষাঁড় এবং একটি করে ভেড়া কোরবানী দিলেন।

১৫ তারপর বালাম বালাককে বললেন, “এই জায়গায় আপনি পোড়ানো-কোরবানীর
পাশে থাকুন। আমি ঐদিকে গিয়ে মাবুদের সংগে দেখা করি।”

১৬ মাবুদ বালামের সংগে দেখা করলেন এবং তার মুখে এই খবরের কথাগুলো দিয়ে
তাকে বললেন, “তুমি বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এই কথাগুলো বল।”

১৭ সুতরাং বালাম বালাকের কাছে ফিরে গেল, এবং দেখতে পেল যে, তিনি তখনও
পর্যন্ত পোড়ানো-কোরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মোয়াবের নেতারাও তাঁর সংগে
সেখানেই ছিলেন। বালাক বালামকে আসতে দেখে বললেন, “মাবুদ আপনাকে কি
বলেছেন?”

১৮ তখন সে তার ভবিষ্যৎ-বাণী বললো,

BACIB
International Bible
CHURCH

“উঠুন, বালাক, শুনুন;
সিপ্পোরের ছেলে, আমার কথায় কান দিন।
১৯ আল্লাহ্ মানুষ নন যে, তিনি মিথ্যা বলবেন;
তিনি মানুষের সন্তানও নন যে, মন বদলাবেন।
তিনি কি এমন কিছু বলেছেন যা কি করেন নি?
তিনি কি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করেছেন, যা তিনি পূর্ণ করেন নি?
২০ আমি দোয়া করার আদেশ পেয়েছি,
তিনি দোয়া করেছেন, আমি সেটা পরিবর্তন করতে পারি না।
২১ ইয়াকুবের মধ্যে তিনি কোন অন্যায় দেখেন নি,
ইসরাইলদের মধ্যে কোন দুর্দশা দেখেন নি।
তাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন,
বাদশাহ্‌র জয়ধ্বনি তাদের মধ্যে রয়েছে।
২২ আল্লাহ্ তাদের মিসর থেকে বের করে এনেছেন;
তিনি তাদের পক্ষে বুনো ষাঁড়ের মতো যুদ্ধ করেন।
২৩ ইয়াকুবের বিরুদ্ধে কোন জাদুবিদ্যা খাটবে না;
ইসরাইলের উপর কোন মন্ত্রতন্ত্র খাটবে না।
ইয়াকুব এবং ইসরাইলের সম্পর্কে এখন এই কথা বলা যায়,
‘দেখ, আল্লাহ্ কত মহৎ কাজ করেছেন!’
২৪ এই লোকেরা সিংহীর মত করে উঠে দাঁড়ায়;
তারা সিংহের মতই নিজেদের তুলে ধরে,
যে পর্যন্ত না সে তার শিকার করা প্রাণীর মাংস ও রক্ত খায়,
সেই পর্যন্ত সে বিশ্রাম করে না।”

২৫ তখন বালাক বালামকে বললেন, “আপনি ওদেরকে অভিশাপও দেবেন না,
দোয়াও করবেন না।” ২৬ বালাম জবাবে বালাককে বললো, “আমি কি আপনাকে বলি নি
যে, মাবুদ আমাকে যা বলবেন অবশ্যই আমাকে তা করতে হবে?”

বালামের মুখে তৃতীয় ভবিষ্যৎ-বাণী

২৭ পরে বালাক তাকে বললেন, “আসুন, আমি আপনাকে অন্য একটি জায়গায় নিয়ে
যাই। হয়তো আল্লাহ্ খুশী হবেন এবং সেই জায়গা থেকে আমার জন্য আপনাকে অভিশাপ দিতে দেবেন।” ২৮ তখন বালাক বালামকে নিয়ে পিয়োর পাহাড়ের উপরে
গেলেন। সেই পাহাড়ের উপর থেকে মরুভূমি দেখা যায়।

২৯ বালাম তাঁকে বললো, “এই জায়গায় আমার জন্য সাতটি কোরবানগাহ্ তৈরি
করুন এবং এই জায়গায় আমার জন্য সাতটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়া কোরবানীর জন্য
প্রস্তুত করুন।” ৩০ তখন বালাক বালামের কথামত কাজ করলেন এবং প্রত্যেক
কোরবানগাহে একটি করে ষাঁড় ও একটি করে ভেড়া কোরবানী দিলেন।

বালামের তৃতীয় ভবিষ্যৎ-বাণী

২৪ ১ বালাম যখন দেখলো যে, ইসরাইলকে দোয়া করতেই মাবুদের ইচ্ছা, তখন
আর আগের মত জাদুমন্ত্রের সাহায্য নিলেন না, কিন্তু মরুভূমির দিকে মুখ
ফিরালো। ২ বালাম চোখ তুলে মরুভূমির দিকে তাকালো এবং ইসরাইলের সমস্ত বংশকে
দেখতে পেল যে, ইসরাইলের বিভিন্ন বংশের তাঁবু একের পর এক খাটানো রয়েছে। তখন
আল্লাহ্‌র রূহ্‌ বালামের উপর নেমে আসলেন। ৩ তখন সে তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী বললো,

"বিয়োরের ছেলে বালামের এই ভবিষ্যৎ-বাণী,
তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী, যার চোখ খোলা রয়েছে;
৪ যে আল্লাহ্‌র কালাম শুনছে,
সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে দর্শন দেখছে,
যে সেজদায় পড়েছে,
যার চোখ খুলে গেছে,
তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী–
৫ "হে ইয়াকুব, তোমার তাঁবুগুলো কি সুন্দর!
হে ইসরাইল, তোমার থাকবার জায়গাগুলো কতো সুন্দর!
৬ সেগুলো উপত্যকার মত বিছিয়ে আছে, নদীর ধারের বাগানের মত,
মাবুদের লাগানো অগুরু গাছের মত,
পানির পাশে বেড়ে ওঠা এউজ গাছের মত।
৭ তাদের কলসী থেকে পানি উপ্‌চে পড়বে,
তাদের শস্যের বীজগুলো অনেক পানি পাবে,
তাদের বাদশাহ্‌ অগাগের চেয়েও অনেক বড় হবেন,
তাদের রাজ্য অনেক মহান হবে।
৮ আল্লাহ্‌ মিসর থেকে তাদের বের করে এনেছেন,
তিনি তাদের পক্ষে বুনো ষাঁড়ের মত যুদ্ধ করেন।
তারা তাদের বিপক্ষ জাতিদেরকে গিলে ফেলবে,
তাদের হাড় ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করবে,
তাদের তীর দিয়ে তাদের বিঁধে ফেলবে।
৯ সিংহ ও সিংহীর মত তারা গুঁড়ি মারবে আর শুয়ে পড়বে–
কে তাদের জাগাতে সাহস করবে?
"যারা তোমাদের দোয়া করে, তারা দোয়া পাবে,
আর যারা তাদের অভিশাপ দেয়, তাদের উপর অভিশাপ পড়ুক!"

১০ তখন বালামের প্রতি বালাক রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তিনি হাতে হাত চাপড়ে
তাঁকে বললেন, "আমার শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্য আমি আপনাকে ডেকে
এনেছিলাম, কিন্তু এই নিয়ে তিনবার আপনি তাদের দোয়া করলেন। ১১ আপনি এক্ষুনি
আপনার বাড়ি চলে যান! আমি বলেছিলাম আপনাকে অনেক পুরস্কার দেব, কিন্তু মাবুদ

BACIB
International Bible
CHURCH

আপনাকে আপনার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করলেন।”
১২ তাতে বালাম বালাককে বললো, “আমি কি আপনার পাঠানো লোকদের বলি নি
যে, ১৩ যদিও বালাক সোনা-রূপায় ভরা তাঁর বাড়ি আমাকে দেন, তবুও আমি নিজের
ইচ্ছায় ভাল বা মন্দ কিছুই করতে পারব না? আমি কি বলি নি যে, আমি মাবুদের আদেশ
অমান্য করতে পারব না, এবং মাবুদ আমাকে যা বলবেন আমাকে কেবল তা-ই বলতে
হবে? ১৪ এখন আমি আমার লোকদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু এই লোকেরা ভবিষ্যতে
আপনার লোকদের প্রতি কি করবে সেই বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে যাচ্ছি।”

বালামের চতুর্থ ভবিষ্যৎ-বাণী

১৫ তখন সে তার ভবিষ্যৎ-বাণী বলতে লাগলো–

“বিয়োরের ছেলে বালামের ভবিষ্যৎ-বাণী,
যে পরিস্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে,
১৬ যে আল্লাহ্‌র কালাম শুনছে,
যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দর্শন পায়,
যে সেজদায় পড়েছে এবং যার চোখ খুলে গেছে, তার ভবিষ্যৎ-বাণী–
১৭ “আমি তাঁকে দেখতে পাবো, কিন্তু এখন নয়,
আমি তাঁকে দেখবো কিন্তু তিনি কাছে নন;
ইয়াকুব থেকে একটি তারা উঠবে,
ইসরাইল থেকে একজন নতুন শাসনকর্তা উঠবেন,
সেই শাসনকর্তা মোয়াবের কপাল চুরমার করে দেবেন,
শিসের সন্তানদের মাথা চুরমার করে দেবেন।
১৮ তিনি ইদোম দখল করবেন,
তাঁর শত্রু সেয়ীরও তার অধিকারে আসবে,
আর ইসরাইলরা বীরের মত কাজ করবে।
১৯ ইয়াকুবের বংশ থেকে আসা একজন শাসনকর্তা আসবেন,
তিনি সেই শহরের বাকী লোকদের ধ্বংস করবেন।”

২০ এর পর সে আমালেকীয়দের প্রতি চোখ তুলে তাকালো এবং তার এই ভবিষ্যৎ-
বাণী বললো,

“সকল জাতির মধ্যে আমালেকীয়রা ছিল প্রধান,
কিন্তু শেষে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে।”

বালামের শেষ ভবিষ্যৎ-বাণী

২১ এর পর সে কেনীয়দের প্রতি চোখ তুলে তাকালো এবং তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী
বললো,

“তোমার থাকবার জায়গা নিরাপদ,
তোমার বাসা রয়েছে পাথরের পাহাড়ে।
২২ তবুও কেনীয়রা, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে;

BACIB
International Bible
CHURCH

যখন আশেরিয়া তোমাকে বন্দিদশায় নিয়ে যাবে।"
২৩ এর পর সে তার এই ভবিষ্যৎ-বাণী বললো,
"হায়, আল্লাহ্ যখন এই কাজ করবেন, তখন কে বাঁচবে?
২৪ সাইপ্রাসের তীর থেকে জাহাজ আসবে;
তারা আশেরিয়াকে ও এবরকে হারিয়ে দেবে,
কিন্তু শেষে সাইপ্রাসের লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"
২৫ এর পর বালাম উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল, এবং বালাকও তার নিজের পথে
ফিরে গেলেন।

ইসরাইলদের মূর্তিপূজা ও ব্যভিচার

২৫ ১ ইসরাইলরা তখন শিটীম এলাকায় বাস করছিল। সেই সময় ইসরাইলরা
মোয়াবের স্ত্রীলোকের সংগে ব্যভিচার শুরু করেছিল। ২ সেই স্ত্রীলোকেরা
তাদের দেব-দেবীর উৎসর্গের উৎসবে ইসরাইলদের দাওয়াত করেছিল। ইসরাইলরাও
তাদের উৎসর্গের খাবার খেল এবং সেই সব দেবতাদের সামনে উবুর হয়ে পড়ে সেজদা
করলো। ৩ এভাবে ইসরাইলরা বাল্-পিয়োর দেবতার পূজায় যোগ দিতে লাগলো। তাতে
ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদ রেগে আগুন হয়ে গেলেন। ৪ মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি
এসব লোকদের সমস্ত নেতাদের ধর এবং তাদের হত্যা করে দিনের আলোতে মাবুদের
সামনে তাদের মৃতদেহগুলো ফেলে রাখ। তাহলে ইসরাইলের সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে
মাবুদের ভীষণ রাগ দূর হবে।"
৫ তখন মূসা ইসরাইলের বিচারকর্তাদেরকে বললেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের
অধীনে যে সব লোকেরা আছে তাদের মধ্যে যারা বাল-পিয়োরের পূজায় যোগ দিয়েছে
তাদের সবাইকে হত্যা কর।"
৬ দেখ, ঠিক সেই সময় একজন ইসরাইলী এক মিদিয়নীয় স্ত্রীলোককে মূসার চোখের
সামনে দিয়েই তার পরিবারের কাছে নিয়ে এলো। তখন মূসা ও ইসরাইলের সভার
লোকেরা জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে কান্নাকাটি করছিলেন। ৭ ইমাম হারুনের নাতি
ইলিয়াসরের ছেলে পীনহস যখন তা দেখতে পেলেন, তখন তিনি সভার মধ্য থেকে উঠে
হাতে বর্শা নিলেন। ৮ তিনি সেই ইসরাইলী পুরুষের পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁবুতে
ঢুকলেন। তিনি তাঁর বর্শাটা ঐ দু'জনকে– সেই পুরুষ এবং সেই স্ত্রীলোটির পেটের ভিতর
দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যে মহামারী শুরু হয়েছিল তা থেমে
গেল। ৯ যারা ঐ মহামারীতে মারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার।
১০ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১১ "ইমাম হারুনের নাতি, ইলিয়াসরের ছেলে
পীনহস যা করেছে, সেই কারণে বনি-ইসরাইলদের উপর থেকে আমার ভীষণ রাগ দূর
হয়েছে। এর কারণ হল, সে তার অন্তরের জ্বালায় জ্বলছিল যেমন আমি তাদের মধ্যে
আমার সম্মানের জন্য অন্তরের জ্বালায় জ্বলছি। সেজন্য আমার পাওনা সম্মান সম্বন্ধে
অন্তরের জ্বালায় জ্বললেও আমি তাদের শেষ করে দিই নি। ১২ সেজন্য পীনহসকে এই
কথা বলো যে, আমি তার সংগে শান্তির চুক্তি করবো। ১৩ সে এবং তারপরে তার বং-

BACIB
International Bible
CHURCH

শধরদের মধ্যে চিরকাল ধরে ইমামের উৎসব থাকবে। এর কারণ হল, সে তার আল্লাহ্‌র
সম্মান রক্ষার জন্য অন্তরের জ্বালায় জ্বলছিল এবং ইসরাইলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছে।”
১৪ ইসরাইলী যে পুরুষকে ঐ মাদিয়ানীয়া স্ত্রীর সংগে হত্যা করা হয়েছিল, তার নাম
ছিল সিম্রি, সে ছিল সালূর ছেলে। সে শিমিয়োন-বংশের এক গোষ্ঠীর নেতা। ১৫ যে
মাদিয়ানীয় স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়েছিল তার নাম ছিল কস্‌বী। সে ছিল সূর নামক
এক লোকের মেয়ে। সূর ছিল মাদিয়ানীয় পরিবারের এক উপজাতির নেতা।
১৬ মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ “তুমি মাদিয়ানীয়দের প্রতি শত্রুর মত ব্যবহার কর ও
তাদের হত্যা কর। ১৮ কারণ তারা তোমাদের সংগে শত্রুর মত ব্যবহার করেছে, যখন
তারা পিয়োরের ব্যাপারে তোমাদের সংগে ছলনা করেছিল। এই কস্‌বী ছিল তাদেরই
মেয়ে এবং একজন মাদিয়ানীয় নেতার মেয়ে। পিয়োরের বাল-দেবতার পূজার ফলে
তোমাদের মধ্যে যখন মহামারী দেখা দিয়েছিল ঐ স্ত্রীলোকটিকেও তখন হত্যা করা
হয়েছিল।”

দ্বিতীয়বার লোকগণনা

২৬ ১ মহামারী থেমে যাবার পর মাবুদ মূসা ও ইমাম হারুনের ছেলে ইলিয়াসরকে
বললেন, ২ “তোমরা ইসরাইলের পুরো সমাজের লোকদেরকে তাদের পরিবার
অনুসারে, যাদের বয়স বিশ বছর বা তার বেশি এমন সব পুরুষের সংখ্যা গণনা কর। এই
লোকেরা ইসরাইলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার মত হয়েছে।” ৩ সুতরাং মূসা
ও ইমাম ইলিয়াসর জেরিকোর কাছে জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের সমভূমিতে তাদেরকে
বললেন, ৪ “বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়সের লোকদের গণনা কর, যেমন মাবুদ
মূসাকে আদেশ করেছেন।” এরা ছিল সেই সব বনি-ইসরাইল যারা মিসর দেশ থেকে
বের হয়ে এসেছিল।
৫ ইসরাইলের প্রথম ছেলে রূবেণের বংশধরেরা ছিল: হনোক থেকে হনোকীয় গোষ্ঠী,
পল্লু থেকে পল্লুয়ীয় গোষ্ঠী, ৬ হিষ্রোণ থেকে হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী এবং কর্মি থেকে কর্মীয়
গোষ্ঠী। ৭ এরা ছিল রূবেণ-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। এদের মধ্যে গণনা-করা লোকদের
সংখ্যা তেতাল্লিশ হাজার সাতশো ত্রিশ জন। ৮ পল্লুর ছেলে ছিল ইলীয়াব। ৯ ইলীয়াবের
ছেলে নমূয়েল, দাথন ও অবীরাম। এই দাথন এবং অবীরাম ছিল সমাজের নেতা, যারা
মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এরা ছিল কারুনের দলের লোক, যারা
মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১০ সেই সময় পৃথিবী তার মুখ খুলে কারুন ও তার
দলের লোকদের গিলে ফেলেছিল। কারুনের দলের এই লোকেরা সংখ্যায় ছিল দু’শো
পঞ্চাশ জন। তারা ইসরাইলদের সতর্ক হবার চিহ্ন হয়ে রইলো। ১১ কিন্তু কারুনের
ছেলেরা সেই সময় মারা যায় নি।
১২ শিমিয়োন-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: নমূয়েল থেকে নমূয়েলীয় গোষ্ঠী; যামীন থেকে
যামীনীয় গোষ্ঠী; যাখীন থেকে যাখীনীয় গোষ্ঠী; ১৩ সেরহ থেকে সেরহীয় গোষ্ঠী; শৌল
থেকে শৌলীয় গোষ্ঠী। ১৪ এসব ছিল শিমিয়োন-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ছিল
বাইশ হাজার দু’শো।

১৫ গাদ-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: সিফোন থেকে সিফোনীয় গোষ্ঠী; হগি থেকেই হগীয়
গোষ্ঠী; শূনি থেকে শূনীয় গোষ্ঠী; ১৬ ওষ্ণি থেকে ওষ্ণীয় গোষ্ঠী; এর থেকে এরীয় গোষ্ঠী;
১৭ আরোদ থেকে আরোদীয় গোষ্ঠী; অরেলি থেকে অরেলীয় গোষ্ঠী। ১৮ এসব ছিল গাদের
বিভিন্ন গোষ্ঠী; তাদের লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার পাঁচশো লোক।

১৯ এর ও ওনন ছিল এহুদার ছেলে, কিন্তু তারা কেনান দেশে মারা গিয়েছিল।
২০ এহুদা-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: শেলা থেকে শেলায়ীয় গোষ্ঠী; পেরস থেকে পেরসীয়
গোষ্ঠী; সেরহ থেকে সেরহীয় গোষ্ঠী। ২১ পেরসের বংশধরেরা হল: হিষ্রোণ থেকে
হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী; হামূল থেকে হামূলীয় গোষ্ঠী। ২২ এসব ছিল এহুদা-বংশের বিভিন্ন
গোষ্ঠী। তারা সংখ্যায় ছিল ছেয়াত্তর হাজার পাঁচশো লোক।

২৩ ইষাখর-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: তোলয় থেকে তোলয়ীয় গোষ্ঠী; পূয় থেকে
পূনীয় গোষ্ঠী; ২৪ যাশূব থেকে যাশূবীয় গোষ্ঠী; শিম্রোণ থেকে শিম্রোণীয় গোষ্ঠী। ২৫ এসব
হল ইষাখর-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা ছিল চৌষট্টি হাজার তিনশো।

২৬ সবূলূন-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: সেরদ থেকে সেরদীয় গোষ্ঠী; এলোন থেকে
এলোনীয় গোষ্ঠী; যহলেল থেকে যহলেলীয় গোষ্ঠী। ২৭ এসব ছিল সবূলূনীয়-বংশের বি-
ভন্ন গোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার পাঁচশো।

২৮ ইউসুফের দুই ছেলে ছিল মানশা ও আফরাহীম। তাদের মধ্য দিয়ে যে সব গোষ্ঠী
হয়েছিল: ২৯ মানশার ছেলে হল মাখীর। মাখীর থেকে মাখীরীয় গোষ্ঠী; মাখীরের ছেলে
গিলিয়দ; গিলিয়দ থেকে গিলিয়দীয় গোষ্ঠী। ৩০ গিলিয়দের ছেলেরা হল ঈয়েষর থেকে
ঈয়েষরীয় গোষ্ঠী; হেলক থেকে হেলকীয় গোষ্ঠী; ৩১ অস্রীয়েল থেকে অস্রীয়েলীয় গোষ্ঠী;
শেখম থেকে শেখমীয় গোষ্ঠী; ৩২ শিমীদা থেকে শিমীদায়ীয় গোষ্ঠী; হেফর থেকে হেফরীয়
গোষ্ঠী। ৩৩ হেফরের ছেলে সলফাদের কোন ছেলে ছিল না, কেবল মেয়ে ছিল। সেই
সলফাদের মেয়েদের নাম ছিল মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্‌কা ও তির্সা। ৩৪ এসব মানশা-
বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী; তাদের সংখ্যা ছিল বায়ান্ন হাজার সাতশো।

৩৫ আফরাহীম-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: শূথলহ থেকে শূথলহীয় গোষ্ঠী; বেখর থেকে
বেখরীয় গোষ্ঠী; তহন থেকে তহনীয় গোষ্ঠী। ৩৬ শূথলহের গোষ্ঠীগুলো হল: এরণ থেকে
এরণীয় গোষ্ঠী। ৩৭ এসব আফরাহীম-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা হল বত্রিশ
হাজার পাঁচশো। নিজের নিজের গোষ্ঠী অনুসারে এরা ইউসুফের বংশধর।

৩৮ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের গোষ্ঠীগুলা হল: বেলা থেকে বেলায়ীয় গোষ্ঠী; অস্‌বেল থেকে
অস্‌বেলীয় গোষ্ঠী; অহীরাম থেকে অহীরামীয় গোষ্ঠী; ৩৯ শূফম থেকে শূফমীয় গোষ্ঠী;
হূফম থেকে হূফমীয় গোষ্ঠী। ৪০ বেলার ছেলেরা হল অর্দ ও নামান। অর্দ থেকে অর্দীয়
গোষ্ঠী; নামান থেকে নামানীয় গোষ্ঠী। ৪১ এসব ছিল বিন্‌ইয়ামীন বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী।
এদের সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো।

৪২ দান-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: শূহম থেকে শূহমীয় গোষ্ঠী; এরাই ছিল দান-বংশের
লোক। ৪৩ এসব লোকেরা ছিল শূহমীয় গোষ্ঠীর লোক। তাদের সংখ্যা ছিল চৌষট্টি হাজার
চারশো।

BACIB
International Bible
CHURCH

৪৪ আশের-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: যিম্না থেকে যিম্নীয় গোষ্ঠী; যিস্‌বি থেকে যিস্‌বীয়
গোষ্ঠী; বরিয় থেকে বরিয়ীয় গোষ্ঠী। ৪৫ বরিয়ের বংশধরেরা ছিল: হেবর থেকে হেবরীয়
গোষ্ঠী; মল্কীয়েল থেকে মল্কীয়েলীয় গোষ্ঠী। ৪৬ আশেরের মেয়ের নাম ছিল সারহ।
৪৭ এসব ছিল আশের-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা ছিল তিপ্পান্ন হাজার চারশো।
৪৮ নপ্তালি-বংশের গোষ্ঠীগুলো হল: যহসীয়েল থেকে যহসীয়েলীয় গোষ্ঠী; গূনি থেকে
গূনীয় গোষ্ঠী; ৪৯ যেৎসর থেকে যেৎসরীয় গোষ্ঠী; শিল্লেম থেকে শিল্লেমীয় গোষ্ঠী।
৫০ এসব ছিল নপ্তালি-বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার
চারশো।

৫১ ইসরাইলদের মধ্যে গণনা করা লোকের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এক হাজার সাতশো
ত্রিশ।

৫২ মাবুদ মূসাকে বললেন, ৫৩ "নাম ও সংখ্যা অনুসারে তাদের সম্পত্তি হিসাবে
এদের মধ্যে দেশটি ভাগ করে দিতে হবে। ৫৪ যে বংশের লোকসংখ্যা বেশি তুমি সেই
বংশকে বেশি ও যে বংশের লোকসংখ্যা অল্প, তাকে অল্প জায়গা দেবে। প্রত্যেক বংশ
তার গণনা করা লোকদের সংখ্যা অনুসারে জায়গার অধিকারী হবে। ৫৫ তবুও দেশটি
গুলিবাঁটের মধ্য দিয়ে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক বংশ তার অংশের যে এলাকাটুকু অধিকার
হিসাবে পাবে, সেই এলাকার নাম সেই বংশ অনুসারে হবে। ৫৬ বংশের লোকসংখ্যা কম
হোক বা বেশি হোক গুলিবাঁটের মধ্য দিয়েই তার সম্পত্তির অংশ ঠিক করা হবে।"

৫৭ গোষ্ঠী হিসাবে লেবীয়দের গণনা করা হল। গের্শোন থেকে গের্শোনীয় গোষ্ঠী,
কহাৎ থেকে কহাতীয় গোষ্ঠী, মরারি থেকে মরারীয় গোষ্ঠী। ৫৮ এছাড়া, এসব গোষ্ঠীও
ছিল লেবীয়– লিব্‌নীয় গোষ্ঠী, হেবরনীয় গোষ্ঠী, মহলীয় গোষ্ঠী, মূশীয় গোষ্ঠী, কারুনীয়
গোষ্ঠী। ৫৯ ইমরানের স্ত্রীর নাম ছিল ইউখাবেজ। মিসর দেশে লেবি-বংশের মধ্যে তিনি
জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর গর্ভে ইমরানের ছেলে হারুন ও মূসা এবং তাঁদের বোন
মরিয়মের জন্ম হয়েছিল। ৬০ নাদব ও অবীহূ এবং ইলিয়াসর ও ঈথামরের বাবা ছিলেন
হারুন। ৬১ কিন্তু মাবুদের সামনে নাপাক আগুন উৎসর্গ করাতে নাদব ও অবীহূ মারা
পড়েছিল।

৬২ তাদের মধ্যে এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের পুরুষ গণনা করা হলে
তাদের সংখ্যা হল তেইশ হাজার। ইসরাইলদের মধ্যে তাদেরকে কোন সম্পত্তি দেওয়া
হয় নি বলে তারা ইসরাইলদের মধ্যে তাদের গণনা করা হয় নি।

৬৩ মূসা ও ইমাম ইলিয়াসর এই লোকদেরকে গণনা করলেন। তাঁরা জেরিকোর কাছে
জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের সমভূমিতে বনি-ইসরাইলদের গণনা করলেন। ৬৪ কিন্তু মূসা
ও ইমাম হারুন যখন সিনাই মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের এর আগে গণনা করেছিলেন,
তখন যাদের গণনা করা হয়েছিল তাদের একজনও এর মধ্যে ছিল না। ৬৫ কারণ মাবুদ
ইসরাইলের ঐ সমস্ত লোকদের বিষয়ে বলেছিলেন যে, তারা সকলেই মরুভূমিতে মারা
যাবে। কেবল দু'জন লোক বেঁচে ছিলেন। তারা হলেন যিফুন্নির ছেলে কালেব এবং নূনের
ছেলে ইউসা।

পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার

২৭ ১ সলফাদ ছিল হেফরের ছেলে। হেফর ছিল গিলিয়দের ছেলে। গিলিয়দ ছিল
মাখীরের ছেলে। মাখীর ছিল মানশার ছেলে। মানশা ছিল ইউসুফের ছেলে।
এই সলফাদের পাঁচটি মেয়ে ছিল। তাদের নাম ছিল মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্কা ও
তির্সা। ২ এই মেয়েরা জমায়েত-তাঁবুর ঢুকবার পথে মূসা, ইমাম ইলিয়াসর, অন্যান্য নেতা
এবং ইসরাইলের সমস্ত সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ৩ "মরুভূমিতে আমাদের বাবার
মৃত্যু হয়েছে। কারুনের যে সব লোকেরা মাবুদের বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছিল তিনি তাদের
মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু তিনি নিজের পাপে মারা গিয়েছিলেন। আমাদের বাবার কোনো
ছেলে ছিল না। ৪ আমাদের বাবার কোন ছেলে নেই বলে তাঁর গোষ্ঠী থেকে তাঁর নাম
কেন মুছে যাবে? আমাদের বাবার গোষ্ঠীর লোকদের সংগে আমাদেরও সম্পত্তির অধিকার
দিন।"

৫ সুতরাং মূসা এই বিষয়টি মাবুদের সামনে তুলে ধরলেন। ৬ তখন মাবুদ মূসাকে
বললেন, ৭ "সলফাদের মেয়েরা ঠিক কথাই বলছে। তুমি অবশ্যই তাদের বাবার গোষ্ঠীর
মধ্যে তাদেরকে উত্তরাধিকার দেবে এবং তাদের বাবার যে সম্পত্তি পাবার কথা সেই
সম্পত্তি তাদেরকে দেবে। ৮ তুমি বনি-ইসরাইদেরকে বল, কেউ যদি কোন ছেলে না রেখে
মারা যায় তবে বাবার সম্পত্তির অধিকার তার মেয়ে পাবে। ৯ যদি তার মেয়ে না থাকে,
তবে তার ভাইয়েরা তার সম্পত্তির অধিকার পাবে। ১০ যদি তার ভাইও না থাকে, তবে
তার বাবার ভাইয়েরা সেই সম্পত্তির অধিকার পাবে। ১১ যদি তার বাবার ভাই না থাকে,
তবে তার গোষ্ঠীর মধ্যে যে নিকট আত্মীয় তাকে সম্পত্তির অধিকার দেবে। সেই সম্পত্তি
সে-ই পাবে। মাবুদ মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেই অনুসারে এটি ইসরাইলদের
জন্য একটি আইনের ধারা হয়ে থাকবে।"

হযরত মূসা ও ইউসার বিষয়

১২ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি এই অবারীম পাহাড়ে উঠ, আর যে দেশ
আমি বনি-ইসরাইলদেরকে দিয়েছি, তা দেখে নাও। ১৩ দেশটি দেখে নেবার পর, তোমার
ভাই হারুনের মত তোমাকেও মারা গিয়ে পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে হবে। ১৪ এর
কারণ হল, সীন মরুভূমিতে ইসরাইল সমাজ যখন পানির জন্য বিদ্রোহ করেছিল, তখন
তাদের সামনে আমাকে সম্মান করার আদেশ তোমরা মান্য কর নি।" (সীন মরুভূমির
কাদেশের কাছে মরীবার পানির কাছে এই ঘটনা ঘটেছিল।)

১৫ মূসা মাবুদকে বললেন, ১৬ "মাবুদ, যিনি সমস্ত মানুষ জাতির রূহের আল্লাহ্‌,
তিনিই এই সমাজের উপরে একজন লোককে নিযুক্ত করুন, ১৭ যিনি তাদের সামনে
বাইরে যাবেন ও ভিতরে আসবেন, যিনি তাদের পরিচালনা করে বাইরে নিয়ে যাবেন ও
ভিতরে নিয়ে আসবেন, যেন মাবুদের লোকেরা রাখাল ছাড়া ভেড়ার মত হয়ে না পড়ে।"
১৮ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "নূনের ছেলে ইউসার উপর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ আছে। তুমি
তাকে নিয়ে এসে তার মাথায় তোমার হাত রাখ। ১৯ তুমি ইমাম ইলিয়াসরের ও সমস্ত
সমাজের সামনে তাকে উপস্থিত কর এবং তাদের সামনে তাকে কাজের ভার দাও।

২০ তোমার যে ক্ষমতা আছে তার কিছুটা তুমি তাকে দাও যাতে সমস্ত ইসরাইল সমাজ
তাকে মেনে চলে। ২১ যখন সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয় তখন ইউসা ইমাম ইলিয়াসরের
কাছে যাবে। ইলিয়াসর মাবুদের উত্তর জানার জন্য উরীমের সাহায্য নেবে। তখন তার
নির্দেশে ইউসা এবং সমস্ত ইসরাইল সমাজ বাইরে যাবে এবং তার আদেশেই ভিতরে
আসবে।”

২২ মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারেই কাজ করলেন। তিনি ইউসাকে নিয়ে ইমাম
ইলিয়াসরের ও সমস্ত সমাজের সামনে উপস্থিত করলেন। ২৩ তিনি ইউসার মাথায় হাত
রেখে তাঁকে কাজের ভার দিলেন, যেমন মূসার মাধ্যমে মাবুদ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিদিনের কোরবানীর নিয়ম

২৮ ১ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদের এই আদেশ কর
এবং তাদেরকে বল, ‘দেখ, তোমরা ঠিক সময়ে আমার উদ্দেশ্যে খাবার-উৎসর্গ
উপস্থিত করবে। এটি একটি আগুনে করা উৎসর্গ, যার সুগন্ধে আমি খুশি হই।’
৩ তাদেরকে এই কথা বল, ‘আগুনে-দেওয়া এই কোরবানী তোমরা মাবুদের উদ্দেশে
উপস্থিত করবে– প্রতিদিন আগুনে-দেওয়া কোরবানী হিসাবে এক বছরের নিখুঁত দু’টি
ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে। ৪ একটি ভেড়ার বাচ্চা খুব সকালে ও আর অন্য ভেড়ার
বাচ্চাটি সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে। ৫ এর সংগে থাকবে শস্য-উৎসর্গের জন্য এক
কেজি আটশো গ্রাম মিহি ময়দা। এই ময়দার সংগে প্রায় এক লিটার ছেঁচা-জলপাই তেল
মিশিয়ে আনতে হবে। ৬ এটা হল প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী। এই কোরবানী খাবার
-উৎসর্গ হিসাবে প্রথম সীনাই পাহাড়ে দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি আগুনে-দেওয়া
উপহার, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ৭ প্রত্যেকটা ভেড়ার সংগে প্রায় এক লিটার গেঁজে
উঠা আংগুর-রস ঢালন-উৎসর্গ হিসাবে দিতে হবে। পবিত্র স্থানে মাবুদের উদ্দেশে এই
ঢালন-উৎসর্গের জিনিস ঢেলে দিতে হবে। ৮ দ্বিতীয় ভেড়াটি সন্ধ্যাবেলার জন্য প্রস্তুত
করবে। এর সংগে থাকবে একই রকমের শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ যা সকাল বেলাতে
প্রস্তুত করেছিলে। এটি আগুনে-দেওয়া একটি উৎসর্গ, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।

বিশ্রামবারের কোরবানী

৯ বিশ্রামবারে এক বছর বয়সের দু’টি নিখুঁত ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দিতে হবে।
এর সংগে ঢালন-উৎসর্গ করবে এবং তেলের ময়ান দেওয়া তিন কেজি ছ’শো গ্রাম মিহি
ময়দা শস্য-উৎসর্গ হিসাবে উৎসর্গ করবে। ১০ প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানীর সংগে
ঢালন-উৎসর্গ ছাড়াও প্রত্যেক বিশ্রামবারে এই পোড়ানো-কোরবানী দিতে হবে।

প্রতি মাসের কোরবানী

১১ “ ‘প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে মাবুদের উদ্দেশে দু’টি ষাঁড়, একটি ভেড়া এবং
এক বছরের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা দিয়ে পোড়ানো-কোরবানী দিতে হবে। এসব পশুর
প্রত্যেকটি নিখুঁত হতে হবে। ১২ এক একটি বাছুরের জন্য পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম তেলের
ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা এবং সেই ভেড়ার জন্য তিন কেজি ছ’শো গ্রাম তেলের ময়ান
দেওয়া মিহি ময়দা শস্য-উৎসর্গ হিসাবে দিতে হবে। ১৩ এছাড়া, প্রত্যেকটি ভেড়ার বাচ্চার

জন্য এক কেজি আটশো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা শস্য-উৎসর্গ হিসাবে
উৎসর্গ করতে হবে। এটি পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া একটি
উপহার, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। ১৪ প্রত্যেকটি বাছুরের জন্য পৌনে দুই লিটার ও
সেই ভেড়ার জন্য পৌনে দুই লিটার ও এক একটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য সোয়া লিটার
আংগুর-রস ঢালন-উৎসর্গ হিসাবে দিতে হবে। এটি হল মাসিক পোড়ানো-কোরবানী।
বছরের প্রত্যেক মাসে এই পোড়ানো-কোরবানী করতে হবে। ১৫ এই নিয়মিত পোড়ানো-
কোরবানী ও ঢালন-উৎসর্গ ছাড়াও মাবুদের উদ্দেশ্যে পাপ-কোরবানী হিসাবে একটি ছাগল
কোরবানী দিতে হবে।

উদ্ধার-উৎসবের কোরবানী

১৬ " 'প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের দিন মাবুদের উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসব পালন করতে
হবে। ১৭ এই মাসের পনেরো দিনের দিন একটি উৎসব করতে হবে। তখন সাত দিন
ধরে খামিহীন রুটি খেতে হবে। ১৮ প্রথম দিনে পবিত্র সভা করতে হবে। সেই দিন
তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। ১৯ তোমরা সেই দিন মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-
দেওয়া কোরবানী দেবে। এই কোরবানীতে দু'টি ষাঁড়, একটি ভেড়া এবং এক বছরের
সাতটি ভেড়ার বাচ্চা পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী করবে। সেই পশুগুলো
প্রত্যেকটিকে নিখুঁত হতে হবে। ২০ প্রত্যেকটি বাছুরের সংগে পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম
তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা শস্য উৎসর্গ হিসাবে দিতে হবে। ২১ প্রত্যেকটি ভেড়ার
বাচ্চার সংগে এক ঐফার দশ ভাগের এক ভাগ তেল মিশানো মিহি ময়দা দিতে হবে।
২২ এছাড়া, তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি ছাগল পাপ-কোরবানী হিসাবে কোরবানী
দিতে হবে। ২৩ প্রতিদিনের সকালবেলার পোড়ানো-কোরবানী ছাড়া এই সব কোরবানী
দিতে হবে। ২৪ এভাবে সাত দিনের প্রতিদিন আগুনে-দেওয়া উৎসর্গ হিসাবে খাবার প্রস্তুত
করবে, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও এর সংগে ঢালন-
উৎসর্গ ছাড়াও এই উৎসর্গ করতে হবে। ২৫ সপ্তম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হবে এবং
সেই দিন তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।

সাত সপ্তাহের উৎসবের কোরবানী

২৬ "'প্রথমে কাটা ফসলের দিনে, সাত সপ্তাহের উৎসবে, যখন তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে নতুন শস্য উৎসর্গ করবে, তখন তোমরা পবিত্র সভা করবে এবং সেই দিন কোন
পরিশ্রমের কাজ করবে না। ২৭ সেই দিন তোমরা অবশ্যই পোড়ানো-কোরবানী উৎসর্গ
করবে, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। তখন পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে দু'টি ষাঁড়, একটি
ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে। ২৮ এর সংগে
প্রত্যেকটি বাছুরের জন্য পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা; আর
ভেড়ার জন্য তিন কেজি ছ'শো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা শস্য-উৎসর্গ
হিসাবে দিতে হবে। ২৯ প্রত্যেকটি ভেড়ার জন্য দশ ভাগের এক ভাগ তেলে ময়ান দেওয়া
মিহি ময়দা দিতে হবে। ৩০ এছাড়া, তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি ছাগল
কোরবানী দিতে হবে। ৩১ এসব কিছুর সংগে ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে। এছাড়া,

BACIB
International Bible
CHURCH

প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও তার সংগে শস্য-উৎসর্গ দিতে হবে। পশুগুলোর দেহে
যেন কোন খুঁত না থাকে সেই বিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত হবে।

শিংগা বাজানোর উৎসবের কোরবানী

২৯ ১ " 'সপ্তম মাসের প্রথম দিনে একটি পবিত্র সভা করবে। সেদিন তোমরা
কোনো পরিশ্রমের কাজ করবে না। ঐ দিনটি হবে তোমাদের শিংগা বাজানোর
দিন। ২ তোমরা পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক বছরের
সাতটা ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে। এর সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। এই পশুগুলোকে
অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। ৩ এর সংগে শস্য-উৎসর্গ হিসাবে সেই ষাঁড়টির জন্য এক
ঐফার দশ ভাগের তিন ভাগপাঁচ কেজি চারশো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা,
ভেড়ার জন্য তিন কেজি ছ'শো গ্রাম, ৪ এবং প্রত্যেকটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য এক কেজি
আটশো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা দেবে। ৫ এছাড়া, তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের
জন্য পাপ-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী দেবে। ৬ এসব ছাড়াও তোমাদের
জন্য ঠিক করা মাসিক কোরবানী ও প্রতি দিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং তার সংগে
শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। এসব মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন।

প্রায়শ্চিত্ত করার উৎসবের কোরবানীর নিয়ম

৭ " 'এই সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হবে। সেদিন তোমরা
কোনো খাবার খাবে না এবং কোনো পরিশ্রমের কাজ করবে না। ৮ কিন্তু তোমরা
পোড়ানো-কোরবানী দেবে, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশী হন। এই জন্য তোমরা একটি ষাঁড়,
একটি পুরুষ ভেড়া এবং সাতটি এক বছর বয়সের ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দেবে।
পশুগুলোকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। ৯ এর সংগে শস্য-উৎসর্গ হিসাবে সেই ষাঁড়টির
জন্য এক ঐফার দশ ভাগের তিন ভাগ, সেই ভেড়াটির জন্য দশ ভাগের দুই ভাগ তেলের
ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা দিতে হবে। ১০ এছাড়া, সাতটি ভেড়ার বাচ্চার প্রত্যেকটির জন্য
দশ ভাগের এক ভাগ তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা দিতে হবে। ১১ এর সংগে পাপ-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী দেবে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাপ কোরবানী
ছাড়াও প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী, ও এর সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে
হবে।

কুঁড়ে-ঘরের উৎসবের কোরবানীর নিয়ম

১২ " 'সপ্তম মাসের পনেরো তারিখে তোমাদের পবিত্র সভা হবে। সেই দিন তোমরা
কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। তোমরা মাবুদের উদ্দেশে সাত দিন ধরে উৎসব পালন
করবে। ১৩ তোমরা পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে তেরটি ষাঁড়, দু'টি ভেড়া ও এক বছরের
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে। এসব মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া
কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন। এই পশুগুলোকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে।
১৪ এর সংগে শস্য-উৎসর্গ হিসেবে তেরটি ষাড়ের প্রত্যেকটির জন্য পাঁচ কেজি চারশো
গ্রাম, দু'টি ভেড়ার প্রত্যেকটির জন্য তিন কেজি ছ'শো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি

ময়দা দিতে হবে। [১৫] এছাড়া, চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চার প্রত্যেকটির জন্য এক কেজি
আটশো গ্রাম তেলের ময়ান দেওয়া মিহি ময়দা দিতে হবে। [১৬] এর সংগে পাপ-কোরবানী
হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী দেবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং
তার সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে।

[১৭] “ ‘দ্বিতীয় দিনে তোমরা নিখুঁত বারোটি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটি
ভেড়ার বাচ্চা, [১৮] এবং সেই ষাড়, ভেড়ার ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম মত
সেগুলোর সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [১৯] এর সংগে পাপ-কোরবানী
হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং
তার সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[২০] “ ‘তৃতীয় দিনে তোমরা নিখুঁত এগারটি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছর বয়সের
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা, [২১] এবং সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম
মত সেগুলোর সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [২২] এর সংগে পাপ-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[২৩] “ ‘চতুর্থ দিনে তোমরা নিখুঁত দশটি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছর বয়সের
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা, [২৪] এবং সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম
মত শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [২৫] এর সংগে পাপ-কোরবানী হিসেবে
একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং তার সংগে
শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[২৬] “ ‘পঞ্চম দিনে তোমরা নিখুঁত নয়টি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছর বয়েসী
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা, [২৭] এবং সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম
মত শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [২৮] এর সংগে পাপ-কোরবানী হিসেবে
একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং তার সংগে
শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[২৯] “ ‘ষষ্ঠ দিনে তোমরা নিখুঁত আটটি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটি
ভেড়ার বাচ্চা, [৩০] এবং সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম মত
শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [৩১] এর সংগে পাপ-কোরবানী হিসেবে একটি
ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং তার সংগে শস্য-
উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[৩২] “ ‘সপ্তম দিনে তোমরা নিখুঁত সাতটি ষাঁড়, দু’টি ভেড়া ও এক বছর বয়সের
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা, [৩৩] এবং সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার জন্য তাদের সংখ্যা
অনুসারে নিয়ম মত শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [৩৪] এর সংগে পাপ-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[৩৫] “ ‘অষ্টম দিনে তোমাদের সভা হবে। সেই দিন তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ

BACIB
International Bible
CHURCH

করবে না। [৩৬] তোমরা পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দিবে। এসব মাবুদের উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া কোরবানী, যার সুগন্ধে মাবুদ খুশি হন। কোরবানীর এই পশুগুলো অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। [৩৭] সেই ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার সংখ্যা অনুসারে নিয়ম মত শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গ দিতে হবে। [৩৮] এর সংগে পাপ-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী করবে। এছাড়া, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং তার সংগে শস্য-উৎসর্গ ও ঢালন-উৎসর্গও দিতে হবে।

[৩৯] " 'এছাড়াও তোমরা যারা মানত করেছ সেই মানত পূরণের জন্য তোমরা নিজের ইচ্ছায় দেওয়া পোড়ানো-কোরবানী, শস্য-উৎসর্গ, ঢালন-উৎসর্গ ও মঙ্গল-কোরবানী দেবে। এসব ছাড়াও প্রত্যেকটি উৎসবের সময়ে তার উপযুক্ত কোরবানী মাবুদের উদ্দেশে দিতে হবে।' "

[৪০] মাবুদ যে সমস্ত আদেশ মূসাকে দিয়েছিলেন, সেই সব কথা তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে জানালেন।

মানত ও শপথ পূরণ করার আদেশ

৩০ [১] মূসা ইসরাইলের বংশ-নেতাদেরকে বললেন, "মাবুদ এসব আদেশ করেছেন– [২] যখন কোন লোক মাবুদের উদ্দেশে মানত করে, কিংবা কোন প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে বেঁধে রাখার শপথ করে, তবে সে যেন তার প্রতিজ্ঞার খেলাপ না করে, সে যা বলেছে তা তাকে করতেই হবে।

[৩] "কোন যুবতী মেয়ে তার বাবার বাড়িতে থাকার সময় মাবুদের উদ্দেশে মানত করে কিংবা কোন প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথ করে, [৪] এবং তার বাবা তার মানতের কথা ও প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথের কথা শুনেও তাকে কিছু না বলে, তবে তার সব মানত এবং প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথ তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। [৫] কিন্তু যদি তার বাবা তা শুনে সংগে সংগে যদি তাকে নিষেধ করে, তবে তার সব মানত এবং প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার যে শপথ করেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। তার বাবার নিষেধ করার কারণে মাবুদ তাকে তা থেকে মুক্ত করবেন।

[৬] "যদি কোন মেয়ে মানত করবার পর কিংবা চিন্তা-ভাবনা না করে প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথ করার পর, সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, [৭] এবং যদি তার স্বামী তা শোনার সংগে সংগে তাকে কিছু না বলে, তবে তার মানত বা প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার যে শপথ করেছে তা তাকে পূরণ করতেই হবে। [৮] কিন্তু যদি তার স্বামী সেই কথা শুনবার সংগে সংগে তাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করেছে ও চিন্তা-ভাবনা না করে প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথ করেছে, তা বাতিল হয়ে যাবে। মাবুদ তাকে তা থেকে মুক্ত করবেন।

[৯] "একজন বিধবা অথবা স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে এমন কোন স্ত্রীলোক মানত করে বা শপথের দ্বারা নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখে, তবে তাকে তা পূরণ করতেই হবে।

১০ “একজন স্ত্রীলোক যে স্বামীর সংগে বাস করছে সে যদি মাবুদের উদ্দেশে মানত
করে, কিংবা কোন প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার শপথ করে, ১১ এবং তার
স্বামী তা শুনে তাকে নিষেধ না করে চুপ করে থাকে, তবে তার সব মানত কিংবা প্রতিজ্ঞা
দ্বারা নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার যে শপথ করেছে তা পূরণ করতে হবে। ১২ কিন্তু তার
স্বামী যেদিন তা শুনেছে সেদিন যদি সেই সব বাতিল করে দেয়, তবে তার কোন মানত ও
প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজেকে তাতে আট্‌কে রাখার যে শপথ করতে গিয়ে মুখ থেকে যা বের হয়ে
এসেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। তার স্বামী তা বাতিল করেছে বলে মাবুদ সেই স্ত্রীকে তা
থেকে মুক্ত করবেন। ১৩ স্ত্রীর প্রত্যেকটি মানত ও প্রতিজ্ঞা করে কোন কিছু ত্যাগ করবার
শপথ তার স্বামী মেনে নিতে পারে কিংবা বাতিল করার অধিকার রাখে। ১৪ তার স্বামী
যদি শোনার পর অনেক দিন চুপচাপ থাকে, তবে সে তার স্ত্রীর সব মানত কিংবা প্রতিজ্ঞা
করে করা কোন শপথ মেনে নিয়েছে বলে ধরতে হবে। যেদিন সে তা শুনেছে সেদিন চুপ
করে থাকাতেই সে তা মেনে নিয়েছে বলে ধরা হবে। ১৫ কিন্তু যদি স্বামী সেই কথা জানার
পর সেগুলো পালনে তার স্ত্রীকে বাঁধা দেয়, তাহলে তার স্ত্রীর তা পূরণ না করার দায় তার
স্বামীর উপর গিয়ে পড়বে।”

১৬ একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্পর্কে, একজন বাবা এবং তার মেয়ের সম্পর্কে–
যে মেয়ে এখনও তার বাবার বাড়িতে রয়েছ, তাদের সম্বন্ধে মাবুদ মূসাকে এসব আদেশ
দিলেন।

মাদিয়ানীয়দের পরাজয় ও ধ্বংস

৩১ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ “তুমি ইসরাইলদের জন্য মাদিয়ানীয়দের প্রতি
প্রতিশোধ নাও। এর পর তোমাকে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে
হবে।”

৩ তখন মূসা লোকদেরকে বললেন, “তোমাদের কিছু লোককে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে
নাও ও মাদিয়ানীয়দের উপর মাবুদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ৪ তোমরা ইসরাইলের
বংশগুলোর প্রত্যেক বংশ থেকে এক হাজার করে লোক যুদ্ধে পাঠাবে।”

৫ তাতে ইসরাইলের বারো বংশের প্রত্যেক বংশ থেকে এক হাজার করে মোট বারো
হাজার লোককে যুদ্ধের সাজে সাজানো হল। ৬ এভাবে মূসা একেক বংশ থেকে এক হাজ-
ার করে লোককে এবং ইমাম ইলিয়াসরের ছেলে পীনহসকে যুদ্ধে পাঠালেন। পিনহস
পবিত্র স্থান থেকে কিছু পাত্র ও যুদ্ধের জন্য ইশারা দেবার কিছু শিংগা নিলেন।

৭ মূসাকে দেওয়া মাবুদের দেওয়া আদেশ অনুসারে তারা মাদিয়ানের সংগে যুদ্ধ করে
সমস্ত পুরুষ লোককে হত্যা করলো। ৮ তারা অন্যান্যদের সংগে মাদিয়ানীয়দের পাঁচজন
বাদশাহ্‌কেও হত্যা করলো। তাঁদের নাম হল ইবি, রেকম, সূর, হূর ও রেবা। বিয়োরের
ছেলে বালামকেও তলোয়ার দিয়ে মেরে ফেলল। ৯ বনি-ইসরাইল মাদিয়ানের সব স্ত্রীলোক
ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং তাদের সব গরু, ছাগল, ভেড়া ও সব
সম্পত্তি লুট করে নিল। ১০ এর পর তারা তাদের সমস্ত শহর এবং তাঁবু খাটিয়ে থাকা
গ্রামগুলো পুড়িয়ে দিল। ১১ তারা তাদের সংগে সমস্ত লুটের মাল, মানুষ ও পশুপাল সংগে

BACIB
International Bible CHURCH

নিয়ে চললো।
১২ তারপর তারা মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও সমস্ত ইসরাইল সমাজের তাঁবুগুলোর
কাছে সমস্ত লুটের মাল, যুদ্ধে বন্দি মানুষ ও পশুপাল নিয়ে এলো। এই সময় ইসরাইলরা
জেরিকোর কাছে জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের উপত্যকায় তাঁবুগুলোতে বাস করেছিল।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা

১৩ মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও সমাজের সব নেতা তাদের সংগে দেখা করতে
তাঁবুগুলোর বাইরে গেলেন। ১৪ তখন যেসব সেনাপতি, অর্থাৎ হাজারপতি ও শতপতি যুদ্ধ
থেকে ফিরে এসেছিল তাদের প্রতি মূসা ভীষণ রেগে গেলেন। ১৫ মূসা তাদের বললেন,
"তোমরা কেন স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছ? ১৬ পিয়োর পাহাড়ের ঘটনায় এরাই তো
বালামের পরামর্শে মাবুদের কাছ থেকে বনি-ইসরাইলদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সেই
জন্যই তো মাবুদের সমাজের মধ্যে মহামারী হয়েছিল। ১৭ এখন তোমরা এই সব
ছেলেদের এবং পুরুষের সংগে সহবাস হয়েছে এমন স্ত্রীলোকদের হত্যা কর। ১৮ কিন্তু যে
সব যুবতী মেয়েদের এখনও পুরুষের সংগে সহবাস হয় নি তাদেরকে তোমাদের জন্য
জীবিত রাখ।
১৯ "তোমাদের মধ্যে যারা অন্যান্য লোকদের হত্যা করেছ ও লাশ ছুঁইয়েছ তাদের
প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁবুগুলোর বাইরে সাত দিন থাকতে হবে। তৃতীয় দিনের দিন ও সপ্তম
দিনে তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের বন্দী করে আনা লোকদের অবশ্যই পবিত্র করে
নিতে হবে। ২০ তোমরা তোমাদের সমস্ত কাপড়-চোপড়, চামড়া দিয়ে তৈরি সব
জিনিসপত্র, ছাগলের লোম অথবা কাঠের তৈরি জিনিসপত্র পবিত্র করে নেবে।"
২১ এর পর ইমাম ইলিয়াসর যে সব সৈন্য যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের বললেন, "মাবুদ
মূসাকে যে সব নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন তা এই: ২২ সোনা, রূপা, পিতল, লোহা, টিন
অথবা সীসা, ২৩ যা কিছু আগুনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তা আগুনের মধ্য দিয়ে
নিতে হবে। এর পর সেগুলো পরিস্কার হবে। কিন্তু সেই সব জিনিসকে অবশ্যই পবিত্র
করার পানি দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। যেগুলো আগুনের তাপে নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো
পবিত্র করবার পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে। ২৪ সপ্তম দিনে তোমরা তোমাদের সমস্ত কাপড়
-চোপড় ধুয়ে নিতে হবে আর তখন তোমরা পবিত্র হবে। এর পরে তোমরা তাঁবুগুলোর
মধ্যে যেতে পারবে।"
২৫ এর পরে প্রভু মূসাকে বললেন, ২৬ "তুমি, ইমাম ইলিয়াসর এবং সমাজের
পরিবারের নেতারা বন্দী করে আনা সমস্ত মানুষ ও পশুদের সংখ্যা গণনা কর। ২৭ এর পর
লুট করে আনা সব কিছু দুই ভাগ কর। তোমরা সৈন্যদের মধ্যে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল
তাদের এক ভাগ এবং অন্য ভাগ ইসরাইলের বাকী লোকদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ
করে দেবে। ২৮ যুদ্ধে গিয়েছিল এমন সৈন্যদের কাছ থেকে লুট করে আনা মানুষ, গরু,
গাধা, ভেড়া ও ছাগল থেকে মাবুদের জন্য খাজনা গ্রহণ করবে। প্রতি পাঁচশো থেকে
একটা করে মাবুদের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। ২৯ সৈন্যরা যে অর্ধেক ভাগ
পেয়েছিল সেখান থেকে যে খাজনা গ্রহণ করা হবে তা মাবুদের পাওনা হিসাবে ইমাম

BACIB
International Bible
CHURCH

ইলিয়াসরকে দিয়ে দেবে। ৩০ এর পর ইসরাইলরা যে অর্ধেক ভাগ পাবে সেই ভাগের
মানুষ, গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগল বা অন্য যে কোন পশুর প্রতি পঞ্চাশটি থেকে একটি করে
আলাদা করে রাখবে। সেগুলো তুমি লেবীয়দের দেবে কারণ তাদের উপর আবাস-তাঁবুর
দেখাশোনার ভার রয়েছে।” ৩১ মাবুদ যেমন আদেশ করেছিলেন মূসা এবং ইলিয়াসর ঠিক
সেই মতোই সব কাজ করলেন।

৩২ সৈন্যরা যা কিছু লুট করে এনেছিল তা থেকে যা বাকী রইলো তা হল ছয় লক্ষ
পঁচাত্তর হাজার ভেড়া ও ছাগল, ৩৩ বাহাত্তর হাজার গরু, ৩৪ একষট্টি হাজার গাধা,
৩৫ বত্রিশ হাজার মেয়ে যাদের পুরুষের সংগে কোন সহবাস হয় নি।

৩৬ তাতে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের ভাগের অংশ হল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার
পাঁচশো ভেড়া; ৩৭ সেই ভেড়া থেকে মাবুদের পাওনা খাজনা হল ছ'শো পঁচাত্তরটি ভেড়া।
৩৮ তারা গরু পেয়েছিল ছত্রিশ হাজার, তাদের মধ্যে মাবুদের পাওনা খাজনা হল
বাহাত্তরটি। ৩৯ তারা গাধা পেয়েছিল ত্রিশ হাজার পাঁচশো, তাদের মধ্যে মাবুদের পাওনা
খাজনা হল একষট্টিটি। ৪০ পুরুষের সংগে সহবাস করে নি এমন মেয়ে পেয়েছিল ষোল
হাজার, আর তাদের মধ্যে মাবুদের পাওনা খাজনা হল বত্রিশ জন মেয়ে। ৪১ মাবুদ
মূসাকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেই অনুসারে মূসা প্রভুর অংশ ইমাম ইলিয়াসরকে
দিলেন।

৪২ মূসা যোদ্ধাদের কাছ থেকে যে অর্ধেক ভাগ নিয়ে বনি-ইসরাইলদেরকে
দিয়েছিলেন, ৪৩ সমাজের সেই অর্ধেক ভাগে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো ভেড়া,
৪৪ ছত্রিশ হাজার গরু, ৪৫ ত্রিশ হাজার পাঁচশো গাধা, ৪৬ ও ষোল হাজার মানুষ ছিল।
৪৭ ইসরাইলরা যে অর্ধেক ভাগ পেয়েছিল মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে মানুষ ও পশুর
প্রতি পঞ্চাশটি থেকে একটি করে নিয়ে লেবীয়দের দিলেন। এদের উপর মাবুদের আবাস-
তাঁবুর দেখাশোনার ভার ছিল।

৪৮ এর পর সৈন্যদের সেনাপতিরা– যারা এক হাজার সৈন্যের প্রধান ও একশো জন
সৈন্যের প্রধান ছিল তারা মূসার কাছে এলো। ৪৯ তাঁরা মূসাকে বললো, “আপনার এই
গোলামেরা আমাদের অধীন যোদ্ধাদের সংখ্যা গণনা করেছে, আমাদের মধ্যে কেউই মারা
পড়ে নি। ৫০ তাই আমরা প্রত্যেকে যে সব সোনার বাজু, বালা, সীলমোহর করবার
আংটি, কানের দুল ও গলার হার পেয়েছি, তা থেকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার
জন্য আমরা এগুলো মাবুদের কাছে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছি।”

৫১ তখন মূসা ও ইমাম ইলিয়াসর তাদের কাছ থেকে সেই সব সোনার গহনাগুলো
গ্রহণ করলেন। ৫২ মূসা ও ইলিয়াসর হাজারপতি ও শতপতিদের কাছ থেকে যে সোনা
মাবুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন তার ওজন ছিল প্রায় একশো আটষট্টি কেজি।
৫৩ প্রত্যেক যোদ্ধা লুট করে জিনিসপত্র নিজের জন্য গ্রহণ করেছিল। ৫৪ মূসা ও ইমাম
ইলিয়াসর হাজারপতি ও শতপতিদের কাছ থেকে যে সোনা গ্রহণ করেছিলেন তা জমায়েত
-তাঁবুতে নিয়ে রাখলেন। এগুলো মাবুদের সামনে ইসরাইলদের মনে করার চিহ্ন হিসাবে
রাখা হল।

BACIB
International Bible
CHURCH

জর্ডানের পূর্ব পারের জায়গা-জমি

৩২ [১] রূবেণ ও গাদ-বংশের লোকদের অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়ার পাল ছিল।
তারা দেখতে পেল যে, যাসের ও গিলিয়দ দেশ পশুপালনের জন্য খুবই উপযুক্ত
জায়গা। [২] সেজন্য তারা এসে মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও সমাজের নেতাদেরকে বললো,
[৩] "অটারোৎ, দীবোন, যাসের, নিম্রা, হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী, সেবাম, নবো ও বিয়োন–
[৪] এই যে জায়গাগুলো মাবুদ ইসরাইলদের অধীনে এনেছেন– এই জায়গাগুলো পশু পালন
করার জন্য বেশ উপযুক্ত। আপনার এই গোলামদেরও অনেক পশুপাল রয়েছে।" [৫] তারা
আরও বললো, "আমরা যদি আপনার চোখে দয়া পেয়ে থাকি, তবে আপনার গোলামদের
এই জায়গাগুলো অধিকার হিসাবে দেন। আমাদের জর্ডান নদীর ওপারে নিয়ে যাবেন
না।"

[৬] তখন মূসা গাদ ও রূবেণ-বংশের লোকদের বললেন, "তোমাদের ইসরাইলী
ভাইয়েরা যুদ্ধ করতে যাবে, আর তোমরা কি এই জায়গায় বসে থাকবে? [৭] মাবুদ
ইসরাইলদের যে দেশ দিয়েছেন সেখানে যেতে তোমরা তাদের উৎসাহ কেন নষ্ট করার
চেষ্টা করছো? [৮] তোমাদের বাপ-দাদাদের যখন আমি কাদেশ-বর্ণেয় থেকে দেশটি দেখে
আসবার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা তা-ই করেছিল। [৯] তারা ইষ্কোল উপত্যকা পর্যন্ত
গিয়ে দেশটি দেখে আসার পর মাবুদের দেওয়া দেশে যেতে ইসরাইলদের উৎসাহ ভেংগে
দিয়েছিল। [১০] সেদিন মাবুদের রাগ ভীষণভাবে জ্বলে উঠেছিল এবং তিনি শপথ করে
বলেছিলেন, [১১] 'আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে যে দেশ দিতে শপথ করেছিলাম,
মিসর থেকে বের হয়ে আসা পুরুষদের মধ্যে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়সের
কেউই সেই দেশ দেখতে পাবে না। এর কারণ হল তারা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে আমার কথা
মেনে চলে নি। [১২] কেবল কনিসীয় যিফুন্নির ছেলে কালুত ও নূনের ছেলে ইউসা সেই দেশ
দেখতে পাবে, কারণ তারাই সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে আমার কথা মেনে চলেছে।' [১৩] তখন
ইসরাইলের প্রতি মাবুদের রাগ ভীষণভাবে জ্বলে উঠেছিল। মাবুদের চোখে খারাপ কাজ
করা এসব লোক ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরুভূমির নানা জায়গায়
তাদেরকে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছিলেন।

[১৪] "সেই পাপীদের বংশ যে তোমরা, এখন এসেছ তোমাদের বাবাদের জায়গা
নিতে! আর এভাবে মাবুদকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরও ভীষণভাবে রাগিয়ে দিচ্ছ।
[১৫] তোমরা যদি মাবুদের কথামত না চল, তাহলে তিনি মরুভূমিতে এই সমস্ত লোকদের
ছেড়ে চলে যাবেন, আর তোমরাই এই লোকদের ধ্বংসের কারণ হবে।"

[১৬] তখন তারা মূসার কাছে এগিয়ে এসে বললো, "আমরা এই জায়গায় আমাদের
পশুগুলোর জন্য খোঁয়াড় ও আমাদের স্ত্রীদের ও ছেলেমেয়েদের জন্য শহর তৈরি করতে
চাই। [১৭] কিন্তু আমরা বনি-ইসরাইলদেরকে নিজেদের জায়গায় পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত
যুদ্ধের সাজে সেজে তাদের আগে আগে যাব। এর মধ্যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ও
ছেলেমেয়েরা দেয়াল-ঘেরা শহরে বাস করবে, যাতে তারা এই দেশে বসবাসকারী অন্যান্য
লোকদের থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। [১৮] বনি-ইসরাইলের প্রত্যেকে তার অধিকারের

জায়গা-জমি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসবো না।
১৯ কিন্তু আমরা জর্ডান নদীর ওপারে ওদের সংগে কোন জায়গা-জমি নেব না, কারণ
জর্ডানের এই পূর্ব পারে আমরা আমাদের সম্পত্তির জায়গা-জমি পেয়ে যাচ্ছি।”
২০ মূসা তাদের বললেন, “তোমরা যদি এই কাজ কর– যদি যুদ্ধের সাজে সেজে
মাবুদের সামনে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাও; ২১ যদি তোমরা সবাই যুদ্ধের সাজে সেজে
মাবুদের সামনে জর্ডান পার হয়ে যাও ও যতক্ষণ তিনি তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর সামনে
থেকে তাড়িয়ে না দেন– ২২ যখন দেশটি মাবুদের বশে আসবে তারপর তোমরা ফিরে
আসতে পারবে এবং মাবুদ ও ইসরাইলের প্রতি তোমাদের যে দায়িত্ব তা থেকে রেহাই
পাবে। এর পর মাবুদের সামনে এই দেশটি তোমাদের সম্পত্তি হবে। ২৩ কিন্তু যদি
তোমরা তা না কর, তবে তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে পাপ করবে; এবং জানবে যে,
তোমাদের পাপ তোমাদেরকে ধরবেই ধরবে। ২৪ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ও
ছেলেমেয়েদের জন্য শহর তৈরি করতে পার এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য খোঁয়াড়ও
তৈরি করতে পার। তবে তোমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা তোমাদের পালন করতে হবে।”
২৫ তখন গাদ ও রূবেণ-বংশের লোকেরা মূসাকে বললো, “আমরা, আপনার
গোলাম, আমাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে আমরা সবই করবো। ২৬ আমাদের
ছেলেমেয়েরা ও আমাদের স্ত্রীলোকেরা, আমাদের পশু পাল গিলিয়দের শহরগুলোতে
থাকবে। ২৭ কিন্তু আমাদের প্রভুর কথামত আপনার এই গোলামেরা যুদ্ধের সাজে সেজে
যুদ্ধ করার জন্য মাবুদের সামনে পার হয়ে যাবে।”
২৮ মূসা তখন ইমাম ইলিয়াসর, নূনের ছেলে ইউসা এবং ইসরাইলের বংশগুলোর
সমস্ত নেতাদের তাদের বিষয়ে এই নির্দেশ দিলেন। ২৯ মূসা তাদেরকে বললেন, “যদি
গাদ ও রূবেণ-বংশের সমস্ত পুরুষ লোকেরা যুদ্ধের সাজে সেজে যুদ্ধ করার জন্য
তোমাদের সংগে মাবুদের সামনে জর্ডান পার হয়ে যায়, তবে এই দেশ তোমাদের
অধিকারে আসার পর, তোমরা সম্পত্তির অধিকার হিসাবে গিলিয়দ দেশটি তাদের দিয়ে
দেবে। ৩০ কিন্তু যদি তারা যুদ্ধের সাজে সেজে তোমাদের সংগে পার না হয়ে যায়, তবে
তারা তোমাদের সংগে কেনান দেশেই তাদের সম্পত্তির অধিকার পাবে।”
৩১ গাদ এবং রূবেণ-বংশের লোকেরা উত্তর দিল, “মাবুদ যা আদেশ করেছেন
আপনার এই গোলামেরা তা-ই করবে। ৩২ আমরা যুদ্ধের সাজে সেজে মাবুদের সামনে
পার হয়ে কেনান দেশে যাব। আর জর্ডানের এই পারেই সম্পত্তি হিসাবে আমরা আমাদের
অধিকার পাব।”
৩৩ তখন মূসা আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের রাজ্য ও বাশনের বাদশাহ্‌ উজের
রাজ্য– তাদের সব শহর, গ্রাম ও আশেপাশের সমস্ত জায়গা গাদ, রূবেণ ও ইউসুফের
ছেলে মানশার অর্ধেক বংশকে দিলেন।
৩৪ গাদ-বংশের লোকেরা দীবোন, অটারোৎ, অরোয়ের, ৩৫ অটারোৎ, অরোয়ের,
অট্‌রোৎ-শোফন, যাসের, যগ্‌বিহ, ৩৬ বৈৎ-নিম্রা, বৈৎ-হারণ নামে দেয়াল-ঘেরা শহরগুলো
আবার ঠিক করে নিল এবং তাদের পশুপালের জন্য খোঁয়ার তৈরি করলো। ৩৭ রূবেণ-

BACIB
International Bible
CHURCH

বংশের লোকেরা হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম, [৩৮] এবং নবো ও বাল্-মিয়োন এবং
সিব্‌মা নামে দেয়াল-ঘেরা শহরগুলো আবার ঠিক করে নিল এবং যে শহরগুলো ঠিক করে
নিল তারা সেগুলোর নতুন নাম রাখল। [৩৯] মানশার ছেলে মাখীরের বংশধরেরা গিলিয়দে
গিয়ে দেশটি দখল করে নিল। সেই জায়গায় যে আমোরীয়রা বাস করছিল তাদের
তাড়িয়ে দিল। [৪০] মূসা মানশার ছেলে মাখীরের লোকদের গিলিয়দ দেশটি দিলেন এবং
তারা সেখানে বাস করতে লাগলো। [৪১] মানশার বংশধর যায়ীর গিয়ে সেখানকার
অনেকগুলো গ্রাম দখল করে নিল এবং সেই গ্রামগুলোর নাম রাখলো হব্বোৎ-যায়ীর
[অর্থাৎ যায়ীরের গ্রামগুলো]। [৪২] নোবহ গিয়ে কনাৎ ও তার আশেপাশের গ্রামগুলো দখল
করে নিল এবং তার নাম অনুসারে সেই জায়গাগুলোর নাম রাখলো নোবহ।

বনি-ইসরাইলদের যাত্রাপথ

৩৩ [১] মূসা ও হারুনের পরিচালনায় বনি-ইসরাইলরা সৈন্যদলের মত করে
মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল। তাদের এই যাত্রার সময় তারা ভিন্ন
ভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে চলছিল। [২] তারা যাত্রাপথে যে সব জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছিল,
মূসা মাবুদের আদেশে তার বিবরণ লিখে রেখেছিলেন। তাদের যাত্রার ধাপগুলো হল
এই– [৩] বনি-ইসরাইলরা প্রথম মাসের পনেরো দিনের দিন রামিষেষ থেকে যাত্রা শুরু
করেছিল। তারা সমস্ত মিসরীয়দের চোখের সামনে দিয়ে সৈন্যদলের মত করে সাহসের
সংগে বের হয়ে এসেছিল। [৪] সেই সময়ে মিসরীয়রা তাদের প্রথম ছেলেদের কবর
দিচ্ছিল। মাবুদ তাদের হত্যা করেছিলেন, কারণ মাবুদ তাদের দেব-দেবীদের শাস্তি
দিয়েছিলেন।

[৫] বনি-ইসরাইলরা রামিষেষ থেকে যাত্রা করে সুক্কোতে এসে তাদের তাঁবু খাটাল।
[৬] তারপর সুক্কোৎ থেকে যাত্রা করে মরুভূমির সীমার কাছে এথমে এসে তাঁবু খাটাল।
[৭] এথম থেকে যাত্রা করে বাল-সফোনের সামনের পী-হহীরোতে ফিরে এসে মিগ্‌দোলের
সামনে তাঁবু খাটাল। [৮] এর পর তারা হহীরোৎ থেকে যাত্রা করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হেঁটে
পার হয়ে মরুভূমিতে এসে পড়লো। এর পর তারা এথম মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন দিনের
পথ গিয়ে মারাতে এসে তাঁবু খাটাল। [৯] তারা মারা থেকে যাত্রা করে এলীমে গিয়ে
উপস্থিত হল। এলীমে পানির বারোটি ফোয়ারা ও সত্তরটি খেজুর গাছ ছিল। তারা সেই
জায়গায় তাঁবু খাটাল। [১০] এর পর তারা এলীম থেকে যাত্রা করে লোহিত সাগরের ধারে
গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১১] এর পর লোহিত সাগর থেকে যাত্রা করে সীন মরুভূমিতে গিয়ে
তাঁবু খাটাল। [১২] সীন মরুভূমি থেকে যাত্রা করে দপ্‌কাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১৩] দপ্‌কা
থেকে যাত্রা করে আলূশে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১৪] আলূশ থেকে যাত্রা করে রফীদীমে গিয়ে
তাঁবু খাটাল। সেখানে লোকদের খাবার জন্য কোন পানি ছিল না। [১৫] এর পর তারা
রফীদীম থেকে যাত্রা করে সিনাই মরুভূমিতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১৬] সিনাই মরুভূমি থেকে
যাত্রা করে কিব্রোৎ-হত্তাবাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১৭] কিব্রোৎ-হত্তাবা থেকে যাত্রা করে
হৎসেরোতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [১৮] হৎসেরোৎ থেকে যাত্রা করে রিৎমাতে গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [১৯] রিৎমা থেকে যাত্রা করে রিম্মোণ পেরসে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২০] রিম্মোণ-পেরস

থেকে যাত্রা করে লিব্‌নাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২১] লিব্‌না থেকে যাত্রা করে রিস্‌সাতে গিয়ে
তাঁবু খাটাল। [২২] রিস্‌সা থেকে যাত্রা করে কহেলাথায় গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২৩] কহেলাথা
থেকে যাত্রা করে শেফর পাহাড়ে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২৪] শেফর পাহাড় থেকে যাত্রা করে
হরাদাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২৫] হরাদা থেকে যাত্রা করে মখেলোতে গিয়ে তাঁবু খাটাল।
[২৬] মখেলোৎ থেকে যাত্রা করে তহতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২৭] তহৎ থেকে যাত্রা করে
তেরহে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [২৮] তেরহ থেকে যাত্রা করে মিৎকাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল।
[২৯] মিৎকা থেকে যাত্রা করে হশ্‌মোনাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৩০] হশ্‌মোনা থেকে যাত্রা করে
মোষেরোতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৩১] মোষেরোৎ থেকে যাত্রা করে বনেয়াকনে গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [৩২] বনেয়াকন থেকে যাত্রা করে হোর্‌-হগিদ্‌-গদে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৩৩] হোর্‌
হগিদ্‌গদ থেকে যাত্রা করে যট্‌বাথাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৩৪] যট্‌বাথা থেকে যাত্রা করে
অব্রোণাতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৩৫] অব্রোণা থেকে যাত্রা করে ইৎসিয়োন-গেবরে গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [৩৬] ইৎসিয়োন-গেবর থেকে যাত্রা করে সিন মরুভূমিতে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [৩৭] এর পর কাদেশ থেকে যাত্রা করে ইদোম দেশের সীমানার কাছে হোর পাহাড়ে
গিয়ে তাঁবু খাটাল।

[৩৮] মাবুদের আদেশ অনুসারে ইমাম হারুন হোর পাহাড়ে উপরে গিয়ে উঠলেন।
মিসর দেশ থেকে ইসরাইলদের বের হয়ে আসবার চল্লিশ বছরের পঞ্চম মাসের প্রথম
দিনে সেই জায়গায় তিনি মারা গেলেন। [৩৯] হোর পাহাড়ের উপরে মারা যাবার সময়ে
হারুনের বয়স হয়েছিল একশো তেইশ বছর।

[৪০] অরাদ শহরের কেনানীয় বাদশাহ্‌ ইসরাইলদের আসার খবর শুনতে পেলেন।
তিনি কেনান দেশের নেগেভে বাস করতেন।

[৪১] তারপর ইসরাইলরা হোর পাহাড় থেকে যাত্রা করে সল্‌মোনাতে গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [৪২] সল্‌মোনা থেকে যাত্রা করে পূনোনে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৪৩] পূনোন থেকে যাত্রা
করে ওবোতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৪৪] ওবোৎ থেকে যাত্রা করে মোয়াবের সীমানায় ইয়ী-
অবারীমে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৪৫] ইয়ীম থেকে যাত্রা করে দীবোন-গাদে গিয়ে তাঁবু খাটাল।
[৪৬] দীবোন-গাদ থেকে যাত্রা করে অল্‌মোন-দিব্লাথয়িমে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৪৭] অল্‌মোন-
দিব্লাথয়িম থেকে যাত্রা করে নবো পাহাড়ের কাছে অবারীম পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে তাঁবু
খাটাল। [৪৮] এর পর অবারীম পাহাড়ী এলাকা থেকে যাত্রা করে জেরিকোর উল্টা দিকে
জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের সমভূমিতে গিয়ে তাঁবু খাটাল। [৪৯] সেখানে মোয়াবের
সমভূমিতে তারা জর্ডান নদীর কিনারা ধরে বৈৎ-যিশীমোৎ থেকে আবেল-শিটীম পর্যন্ত
জায়গাগুলোতে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে লাগল।

[৫০] তখন জেরিকোর উল্টা দিকে জর্ডান নদীর ধারে মোয়াবের সমভূমিতে মাবুদ
মূসাকে বললেন, [৫১] "তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, তোমরা যখন জর্ডান পার হয়ে কেনান
দেশে যাবে, [৫২] তখন তোমাদের সামনে থেকে সেই দেশে বসবাসকারী সবাইকে দূর করে
দেবে। তোমরা তাদের পাথরে খোদাই করা সমস্ত মূর্তি ও ছাঁচে ফেলে তৈরি করা সমস্ত
প্রতিমা ধ্বংস করে দেবে ও পূজার সব উঁচু জায়গাগুলো গুঁড়িয়ে দেবে। [৫৩] তোমরা সেই

দেশটি দখল করে সেখানে বাস করবে; কারণ আমি দখল করার জন্যই সেই দেশটি
তোমাদেরকে দিয়েছি। ৫৪ তোমরা গুলিবাঁট করে তোমাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী অনুসারে
দেশের জায়গা-জমি ভাগ করে নেবে। তোমাদের গোষ্ঠীর লোক বেশি হলে বেশি জায়গা
এবং লোক অল্প হলে অল্প জায়গা পাবে। গুলিবাঁটে যার অংশ যে জায়গায় পড়বে তার
অংশ সেই জায়গায় হবে। তোমরা তোমাদের গোষ্ঠী অনুসারেই দেশের সম্পত্তির জায়গা-
জমি পাবে।

৫৫ "কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের সামনে থেকে সেই দেশের লোকদের তাড়িয়ে না
দিয়ে তাদের সেখানে থাকতে দাও, তবে তারা তোমাদের চোখের কাঁটার মত ও
তোমাদের পাঁজরের হুলের মত হবে। সেই দেশে বাস করবার সময় তারা তোমাদের কষ্ট
দেবে। ৫৬ তখন আমি তাদের প্রতি যা করতে চেয়েছিলাম তা তোমাদের প্রতি করবো।"

কেনান দেশের সীমানা

৩৪ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ "তুমি বনি-ইসরাইলকে আদেশ কর এবং
তাদেরকে বল, 'যখন তোমরা কেনান দেশে ঢুকবে, যে দেশটিকে তোমরা
সম্পত্তি হিসেবে পেতে যাচ্ছ তার চারদিকের সীমানা হবে এই: ৩ তোমাদের দক্ষিণ দিকে
ইদোমের সীমানা ধরে যে সীন মরুভূমি আছে তার কিছু অংশ হবে তোমাদের দক্ষিণ
দিকের সীমানা। পূর্ব দিকে তোমাদের দক্ষিণ দিকের সীমানা শুরু হবে লবণ সাগরের শেষ
ভাগ থেকে। ৪ এর পর এই সীমারেখাটি অক্রব্বীমের দক্ষিণ দিক এগিয়ে যাবে। তারপর
এটি সীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে কাদেশ-বর্ণেয় পর্যন্ত যাবে এবং এরপরে হৎসর-অদর হয়ে
এটি অস্‌মোন পর্যন্ত যাবে। ৫ অস্‌মোন থেকে এই সীমানা মিসরের নদী পর্যন্ত যাবে এবং
এটি ভূমধ্যসাগরে গিয়ে শেষ হবে।

৬ "তোমাদের পশ্চিম দিকের সীমানা হবে ভূমধ্যসাগর।

৭ "তোমাদের উত্তর দিকের সীমানা শুরু হবে ভূমধ্যসাগর থেকে এবং তা হোর পাহ-
াড় পর্যন্ত যাবে।

৮ "এর পর হোর পাহাড় থেকে লেবো-হমাত পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে সেই
সীমারেখা সদাদ পর্যন্ত যাবে। ৯ এর পর এই সীমারেখা সিফ্রোণ পর্যন্ত যাবে এবং এটি
শেষ হবে হৎসর-ঐনন পর্যন্ত গিয়ে। এটাই হবে তোমাদের উত্তর সীমানা।

১০ "তোমাদের পূর্ব দিকের সীমানা হবে হৎসর-ঐনন থেকে শফাম পর্যন্ত। ১১ পরে
সেই সীমারেখা শফাম থেকে ঐনের পূর্ব দিক হয়ে রিব্লা পর্যন্ত নেমে যাবে। তারপর সেই
সীমারেখা নেমে পূর্ব দিকে কিন্নেরৎ সাগরের ঢালু জায়গা পর্যন্ত যাবে। ১২ "পরে সেই
সীমারেখা জর্ডান নদী ধারে গিয়ে লবণ-সমুদ্র পর্যন্ত যাবে। চারদিকের এই সব সীমারেখার
ভিতরের জায়গাই হবে তোমাদের দেশ।"

১৩ মূসা বনি-ইসরাইলদের এই আদেশ করলেন, "এটি হল সেই দেশ যেটি তোমরা
সম্পত্তি হিসাবে পাবে। মাবুদের আদেশ অনুসারে নয় বংশ ও মানশা-বংশের অর্ধেক
লোকদের মধ্যে এই দেশটিকে তোমরা গুলিবাঁট করে ভাগ করে নেবে। ১৪ এর কারণ হল
রূবেণ-বংশ, গাদ-বংশ এবং মানশার অর্ধেক বংশের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের সম্পত্তি পেয়ে

গেছে। ১৫ জেরিকোর উল্টা দিকে জর্ডানের পূর্ব পারে সূর্য উঠার দিকে সেই আড়াই বংশ
তাদের অধিকারের সম্পত্তি পেয়ে গেছে।”

বার বংশের নেতা নিয়োগ

১৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ “যারা দেশটি সম্পত্তি হিসাবে তোমাদের মধ্যে
ভাগ করে দেবে তারা হল ইমাম ইলিয়াসর, নূনের ছেলে ইউসা। ১৮ এছাড়া, তোমরা
প্রত্যেক বংশ থেকে এক জন করে নেতা বেছে নেবে যারা এই দেশটি ভাগ করার কাজে
সাহায্য করবে। ১৯ বেছে নেওয়া এই নেতারা হল এহুদা-বংশের যিফুন্নির ছেলে কালুত;
২০ শিমিয়োন-বংশের অম্মীহূদের ছেলে শামুয়েল। ২১ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের কিশ্‌লোনের
ছেলে ইলীদদ। ২২ দান-বংশের নেতা যগ্‌লির ছেলে বুক্কি। ২৩ ইউসুফের ছেলেদের মধ্যে
মানশা-বংশের নেতা এফোদের ছেলে হন্নীয়েল। ২৪ আফরাহীম-বংশের নেতা শিপ্তনের
ছেলে কমূয়েল। ২৫ সবূলূন-বংশের নেতা পর্ণকের ছেলে ইলীষাফণ। ২৬ ইষাখর-বংশের
নেতা অস্‌সনের ছেলে পল্‌টিয়েল। ২৭ আশের-বংশের নেতা শলোমির ছেলে অহীহূদ।
২৮ নপ্তালি-বংশের নেতা অম্মীহূদের ছেলে পদহেল।”

২৯ কেনান দেশে ইসরাইলদের মধ্যে সম্পত্তি হিসাবে দেশটি ভাগ করে দেবার জন্য
মাবুদ এই সমস্ত লোকদের নিযুক্ত করতে আদেশ করেছিলেন।

লেবীয়দের শহর

৩৫ ১ জেরিকোর উল্টোদিকে জর্ডানের কাছে মোয়াবের সমভূমিতে মাবুদ মূসাকে
বললেন, ২ “তুমি বনি-ইসরাইলদের এই আদেশ কর যে, তারা সম্পত্তি
হিসাবে যে জায়গা-জমি পাবে সেখান থেকে বাস করবার জন্য কতগুলো শহর লেবীয়দের
দেবে। সেই শহরের চারপাশের খোলা মাঠগুলোও তাদের পশু চরাবার জন্য দেবে।
৩ এতে সেই শহরগুলোতে তারা বাস করতে পারবে আর তাদের গরু-ভেড়া ও অন্যান্য
পশু চড়ে বেড়াবার জন্য খোলা মাঠও পাবে।

৪ “তোমরা শহরগুলোর চারপাশের যে সব খোলা মাঠ লেবীয়দের পশু চড়ে বেড়াবার
জন্য দেবে, তা যেন শহরের দেওয়াল থেকে এক হাজার হাত পর্যন্ত হয়। ৫ এছাড়া,
তোমরা শহরে বাইরে তার পূর্ব দিকে দুই হাজার হাত, দক্ষিণ দিকে দুই হাজার হাত,
পশ্চিম দিকে দুই হাজার হাত ও উত্তর দিকে দুই হাজার হাত পর্যন্ত খোলা মাঠ দেবে। ঐ
সমস্ত খোলা মাঠের মাঝখানে শহরটি থাকবে। শহরের জন্য এই খোলা মাঠগুলোই হবে
পশু চরাবার জায়গা।

আশ্রয়-শহর

৬ “ছয়টি শহর তোমরা লেবীয়দের দেবে যেগুলো হবে আশ্রয়-শহর। যে সব
লোকেরা অন্য লোককে হত্যা করেছে তারা সেই শহরে পালিয়ে যাবে। এছাড়া, তোমরা
লেবীয়দেরকে আরও বেয়াল্লিশটি শহর দেবে। ৭ সুতরাং তোমরা মোট আটচল্লিশটি শহর
লেবীয়দের দেবে। ঐ শহরগুলোর চারপাশের পশু চরাবার মাঠও তাদের দেবে। ৮ তোমরা
ইসরাইলদের সম্পত্তি থেকে লেবীয়দের যে সব শহর দেবে তা প্রত্যেক বংশের পাওয়া
সম্পত্তির পরিমাণ বুঝে দেবে। যে বংশের ভাগে বেশি শহর পড়বে সেই বংশ থেকে বেশি

এবং যে বংশের ভাগে কম শহর পড়বে সেই বংশ থেকে কম নেবে।”

আশ্রয়-নগর

৯ এর পর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১০ “তুমি বনি-ইসরাইলদের বল, ‘যখন তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে কেনান দেশে যাবে, ১১ তখন তোমাদের আশ্রয়-শহরের জন্য কতকগুলো শহর বেছে নেবে। যদি কোনো লোক ভুল করে অন্য কাউকে হত্যা করে, তবে সে ঐ শহরগুলোর যে কোনো একটিতে পালিয়ে যেতে পারবে। ১২ যার প্রতিশোধ নেবার কথা তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই শহরগুলো হবে আশ্রয়-শহর। যে লোক অন্য লোককে হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত সে যেন বিচার-সভার সামনে দাঁড়াবার আগে মারা না পড়ে।

১৩ তোমরা যে শহরগুলো দেবে, তার মধ্যে ছয়টি থাকবে আশ্রয়-শহরের জন্য। ১৪ এই শহরগুলোর মধ্যে জর্ডানের পূর্ব পারে তিনটি শহর ও কেনান দেশে তিনটি শহর থাকবে। ১৫ এই ছয়টি আশ্রয়-শহর হবে ইসরাইলদের জন্য এবং তাদের মধ্যে যেসব বিদেশী ও অন্যান্য লোক বাস করে তাদের জন্য। কোন লোক হঠাৎ কাউকে হত্যা করে ফেললে সে সেখানে পালিয়ে যেতে পারবে।

রক্তের প্রতিশোধ নেবার নিয়ম

১৬ “এছাড়া, যদি কোন লোক লোহার কিছু দিয়ে কাউকেও এমনভাবে আঘাত করে যে, তাতে সে মারা যায়, তবে সেই লোক হত্যাকারী। সেই হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ১৭ যদি কোনো লোক এমন কোনো পাথর নিয়ে কাউকে আঘাত করে ও তাতে সে মারা যায়, তবে সে হত্যাকারী। সেই হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ১৮ যদি কোনো লোক কাউকে কাঠের টুকরো দিয়ে আঘাত করে, আর তাতে সে মারা যায়, তবে সে হত্যাকারী। সেই হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ১৯ রক্তের প্রতিশোধ যার নেবার কথা তাকেই সেই হত্যাকারীকে হত্যা করতে হবে। সে তার দেখা পেলেই তাকে হত্যা করবে। ২০ যদি কোন লোক হিংসা করে কাউকেও ধাক্কা মেরে হত্যা করে, কিংবা ইচ্ছা করে তার দিকে কিছু ছুঁড়ে মেরে হত্যা করে, ২১ কিংবা শত্রুতা করে যদি কেউ কাউকেও ঘুষি মেরে হত্যা করে, তবে যে হত্যা করেছে, অবশ্যই তাকে মেরে ফেলতে হবে। রক্তের প্রতিশোধ যার নেবার কথা, সে সেই হত্যাকারীর দেখা পেলেই তাকে হত্যা করবে।

২২ “কিন্তু যদি কোনরকম শত্রুতা ছাড়া হঠাৎ কেউ কাউকেও আঘাত করে বসে, কিংবা লক্ষ্য না করে তার শরীরে কিছু ছুড়ে মারে, ২৩ কিংবা না দেখে এমন কোন পাথর তার উপর ফেলে দেয়, আর এর যে কোন একটিতে তার মৃত্যু হয়, অথচ সে তার কোন শত্রু ছিল না, বা তার ক্ষতি করবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না; ২৪ তবে বিচার-সভার লোকেরা সেই হত্যাকারীর ও রক্তের প্রতিশোধ যার নেবার কথা এই দুই পক্ষের মধ্যে এই সমস্ত নিয়ম অনুসারে বিচার করবে। ২৫ রক্তের প্রতিশোধ যার নেবার কথা সেই লোকের হাত থেকে বিচার-সভার লোকেরা সেই হত্যাকারীকে রক্ষা করবে। সে যেখানে পালিয়েছিল বিচার-সভা সেই আশ্রয়-শহরে তাকে আবার পৌঁছে দেবে। যে পর্যন্ত পবিত্র

তেলে অভিষেক-করা মহা-ইমামের মৃত্যু না হয়, ততদিন পর্যন্ত সে সেই শহরে থাকবে।
২৬ কিন্তু সেই হত্যাকারী যে আশ্রয়-শহরে পালিয়েছিল, যদি কখনও সে সেই শহরের
এলাকার বাইরে বের হয়ে আসে, ২৭ এবং যার রক্তের প্রতিশোধ নেবার কথা সে যদি
তাকে সেই শহরের বাইরে পায়, তবে সে তাকে হত্যা করলেও রক্তপাতের জন্য সে দায়ী
হবে না। ২৮ মহা-ইমামের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেই হত্যাকারীকে অবশ্যই আশ্রয়-শহরে
থাকতে হবে। কিন্তু মহা-ইমামের মৃত্যু হবার পর সেই হত্যাকারী তার নিজের বাড়িতে
ফিরে যেতে পারবে।

২৯ বংশের পর বংশ ধরে এগুলো হল তোমাদের জন্য আইনের কতগুলো ধারা।
তোমরা দেশের যেখানেই বাস কর না কেন এই সব আইনের ধারা তোমাদের পালন করে
চলতে হবে।

৩০ "যদি কেউ কোন লোককে হত্যা করে, তবে সেই হত্যাকারীকে সাক্ষীদের
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কোন লোকের বিরুদ্ধে একমাত্র
সাক্ষীর সাক্ষ্যে হত্যা করা চলবে না। ৩১ "যদি কোনো লোক হত্যাকারী হয়ে থাক, তবে
তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কোন টাকার বিনিময়ে তার শাস্তি পরিবর্তন করা যাবে
না। সেই হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ৩২ "যদি কোনো লোক কাউকে হত্যা
করে আশ্রয়-শহরের কোন একটিতে পালিয়ে যায়, তবে টাকার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে
ফিরে যেতে দেওয়া যাবে না। মহা-ইমাম মারা না যাওয়া পর্যন্ত সেই লোককে অবশ্যই
সেই শহরে থাকতে হবে। ৩৩ তোমরা যে দেশে বাস করবে সেই দেশকে অপবিত্র করবে
না। রক্তপাত দেশকে অপবিত্র করে। যে দেশে রক্তপাত হয়েছে, যে সেই রক্তপাত
করেছে তার রক্ত ছাড়া আর কোনভাবেই সেই দেশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না।
৩৪ তোমরা যে দেশে বাস কর, এবং আমি যে দেশে বাস করি সেই দেশকে অপবিত্র
করবে না। আমি মাবুদ ইসরাইলদের মধ্যে বাস করি।"

সলফাদের মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

৩৬ ১ ইউসুফের ছেলে মানশা, তার ছেলে মাখীর, আর এই মাখীরের ছেলে হল
গিলিয়দ। গিলিয়দের গোষ্ঠীর নেতারা এসে মূসা এবং ইসরাইলের বংশ-
নেতাদের সংগে কথা বললো। ২ তারা বললো, "মাবুদ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে দেশের
জায়গা-জমি গুলিবাঁট করে ভাগ করে দেবার আদেশ আমার প্রভুকে দিয়েছিলেন। সেই
সময় তিনি আপনাকে আদেশ করেছিলেন যেন আপনি আমাদের ভাই সলফাদের সম্পত্তি
তার মেয়েদের দেন। ৩ কিন্তু ইসরাইলদের অন্য কোন বংশের কারো সংগে যদি তাদের
বিয়ে হয়, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি থেকে তাদের সম্পত্তি বের হয়ে যাবে ও
তারা যে বংশে যাবে, সেই বংশের সম্পত্তিতে তা যোগ হবে। এভাবে আমাদের বংশের
সম্পত্তির ভাগ থেকে কিছু সম্পত্তি অন্য বংশে চলে যাবে। ৪ যখন ইসরাইলদের জুবিলী
বছর আসবে, সেই সময় তাদের যে বংশে বিয়ে হয়েছে, সেই বংশের সম্পত্তির সংগে
তাদের সম্পত্তি যুক্ত হবে। এভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের বংশের সম্পত্তি থেকে তাদের
সম্পত্তি বের হয়ে যাবে।"

[৫] তখন মূসা মাবুদের আদেশ অনুসারে বনি-ইসরাইলদের বললেন, “ইউসুফ-বংশের
লোকেরা ঠিক কথাই বলছে। [৬] সলফাদের মেয়েদের প্রতি মাবুদের আদেশ হল এই: যদি
তারা কোনো লোককে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের পিতার বংশের
কোনো লোককেই বিয়ে করতে হবে। [৭] এভাবে বনি-ইসরাইলদের সম্পত্তি এক বংশ
থেকে অন্য বংশে যাবে না। ইসরাইলদের প্রত্যেকেই তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে
পাওয়া বংশের সম্পত্তি নিজেরদের অধিকারে ধরে রাখতে হবে। [৮] বনি-ইসরাইলদের
প্রত্যেকে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তির যেন মালিক থাকতে পারে,
সেজন্য ইসরাইয়েল বংশের প্রত্যেকটি মেয়ে যারা বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে,
তাকে তার বাবার গোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে করতে হবে। [৯] এভাবে এক বংশ থেকে অন্য
বংশে সম্পত্তির মালিকানা যাবে না, কারণ ইসরাইলদের প্রত্যেক বংশকেই তার পাওয়া
সম্পত্তি ধরে রাখতে হবে।”

[১০] সুতরাং মূসাকে মাবুদ যেরকম আদেশ করলেন, সলফাদের মেয়েরা সেইভাবেই
কাজ করলো। [১১] তখন মহলা, তির্সা, হগ্‌লা মিল্কা ও নোয়া– সলফাদের এই মেয়েরা
তাদের চাচাতো ভাইদের বিয়ে করলো। [১২] ইউসুফের ছেলে মানশা-বংশের মধ্যেই তাদের
বিয়ে হল বলে তাদের সম্পত্তি তাদের বাবার বংশ ও গোষ্ঠীর মধ্যেই থেকে গেল।

[১৩] মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে মোয়াবের সমভূমিতে বনি-ইসরাইলদের এই সব নির্দেশ
ও নিয়ম দিলেন। জায়গাটি ছিল জেরিকোর উল্টা দিকে জর্ডান নদীর কাছে।

BACIB
International Bible
CHURCH

দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব

সিনাই পাহাড় ছেড়ে যাওয়ার আদেশ

১ [১] মূসা ইসরাইলের সমস্ত লোকের কাছে এসব কথা বলেছিলেন। এই সময় তারা
জর্ডান নদীর পূর্ব দিকের মরুভূমিতে জর্ডান উপত্যকায় ছিল। এটি ছিল লোহিত
সাগরের অন্য পারে, যার একদিকে ছিল পারণ মরুভূমি আর অন্যদিকে ছিল তোফল,
লাবন, হৎসেরোৎ এবং দীষাহব। [২] সেয়ীর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হোরেব পাহাড় থেকে
কাদেশ-বর্ণেয় পর্যন্ত যেতে মাত্র এগারো দিন লাগে।

[৩] চল্লিশ বছরের এগারো মাসের প্রথম দিনে মাবুদ মূসাকে যেসব আদেশ
দিয়েছিলেন মূসা সেই সব কথা বনি-ইসরাইলদের কাছে ঘোষণা করলেন। [৪] এ হল
মাবুদের সীহোন এবং উজকে পরাজিত করার পরের ঘটনা। সীহোন ছিলেন
আমোরীয়দের বাদশাহ্, তিনি হিষ্‌বোনে বাস করতেন। উজ ছিলেন বাশনের বাদশাহ্,
তিনি অষ্টারোৎ এবং ইদ্রিয়ীতে বাস করতেন।

[৫] ইসরাইলের লোকেরা জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে মোয়াব দেশে থাকার সময়ে মূসা
আল্লাহ্‌র আইন-কানুনের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন: [৬] "আমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ হোরেব পাহাড়ে আমাদের বললেন, 'এই পাহাড়ে তোমরা অনেক দিন বাস
করেছ। [৭] এখন তোমরা তোমাদের তাঁবুগুলো গুটিয়ে আমোরীয়দের পাহাড়ী এলাকায়
এগিয়ে যাও। তোমরা জর্ডান উপত্যকা, পাহাড়ী দেশ, পশ্চিমের ঢালু অঞ্চল, নেগেভ এবং
সমুদ্রতীর ও সেখানকার আশেপাশের সমস্ত জায়গা ও মহানদী ফোরাত পর্যন্ত
কেনানীয়দের দেশে ও লেবাননে যাও। [৮] দেখ, আমি তোমাদের সেই দেশ দিয়েছি।
তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে
দেশ দেবার শপথ মাবুদ করেছিলেন তোমরা সেখানে গিয়ে সেই দেশ অধিকার কর।'

[৯] সেই সময় আমি তোমাদের বলেছিলাম, "আমার একার পক্ষে তোমাদের ভার
নেওয়া সম্ভব নয়। [১০] তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্, তোমাদের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে
দিয়েছেন, তাই আজ তোমাদের সংখ্যা আকাশের তারার মতো হয়ে উঠেছে। [১১] মাবুদ,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, তোমাদের সংখ্যা আরও হাজার গুণ বাড়িয়ে দিন এবং
তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই অনুসারেই তোমাদের দোয়া করুন। [১২] কিন্তু আমি
একা কি করে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ মিটাবার ভার নেব ও তোমাদের বোঝা বহন
করবো? [১৩] সেই কারণে তোমরা প্রত্যেক বংশ থেকে কয়েকজন করে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান
ও যাদের লোকেরা সম্মান করে এমন লোক বেছে নাও। আমি তাদের উপর তোমাদের
দেখাশোনার ভার দেব।'

[১৪] "তোমরা জবাবে বলেছিলে, 'আপনি যা বলেছেন তা করাই ভাল।' [১৫] সুতরাং
তোমাদের বংশগুলো থেকে জ্ঞানী এবং সম্মানিত লোকদের নিয়ে আমি তাদের তোমাদের

নেতা হবার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম। এই ভাবে, আমি তোমাদের এক হাজার জনের
জন্যে হাজারপতি, একশো জনের জন্য শতপতি, পঞ্চাশ জনের জন পঞ্চাশপতি, দশ
জনের জন্য দশপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলাম। ১৬ সেই সময়, আমি ঐ
সকল বিচারকদের বলেছিলাম, 'তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদের
কথা শুনে ন্যায়ভাবে বিচার করবে। সেই ঝগড়া-বিবাদ দু'জন ইসরাইলী লোকের মধ্যেই
হোক অথবা একজন ইসরাইলী এবং একজন বিদেশীর মধ্যেই হোক, ন্যায়ভাবে বিচার
করবে। ১৭ বিচার করার সময় কখনই কারও পক্ষ নেবে না এবং বড়-ছোট সবার কথাই
শুনবে। তোমরা কোন মানুষকে ভয় করবে না, কারণ বিচারের কাজটা আসলে আল্লাহ্‌র।
কিন্তু যদি কোনো ঘটনার বিচার করা তোমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়, তাহলে সেটি
আমার কাছে নিয়ে এসো; আমি সেটির বিচার করবো।' ১৮ তোমাদের আরও যা যা করতে
হবে তা-ও আমি তখন তোমাদের বলে দিয়েছিলাম।

১৯ "পরে আমরা আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে হোরেব পাহাড় ছেড়ে
আমোরীয়দের পাহাড়ী এলাকার দিকে যাত্রা করেছিলাম। কত বড় ও ভয়ানক একটি
মরুভূমির মধ্য দিয়ে আমরা শেষে কাদেশ-বর্ণেয়ে পৌঁছেছিলাম। ২০ তখন আমি
তোমাদের বলেছিলাম, 'তোমরা এখন আমোরীয়দের পাহাড়ী এলাকায় এসেছো।
আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাদের এই দেশ দিতে যাচ্ছেন। ২১ দেখো, তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ এই দেশটি তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যেমন
বলেছেন এখন তোমরা গিয়ে দেশটি দখল কর। তোমরা ভয় কোরো না, নিরাশ হয়ো
না।'

২২ "তখন তোমরা সকলে আমার কাছে এসে বলেছিলে, 'প্রথমে দেশটির খোঁজ-
খবর নিয়ে আসার জন্য কিছু লোককে আমরা সেখানে পাঠাই। এর পর তারা ফিরে এসে
আমাদের কোন্‌ পথে রওনা দিতে হবে এবং কোন্‌ কোন্‌ শহর আমাদের সামনে পড়বে তা
বলতে পারবে।'

২৩ "তোমাদের এই কথা আমার কাছে ভালই লেগেছিল। সেই কারণে আমি
তোমাদের প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে মোট বারোজন লোককে বেছে নিয়েছিলাম।
২৪ এর পর তারা যাত্রা করে ঐ পাহাড়ী এলাকায় উঠে গেল এবং ইস্কোল উপত্যকায়
উপস্থিত হয়ে ভাল করে সব কিছু দেখে আসল। ২৫ তারা সেই দেশ থেকে কিছু ফল সংগে
করে নিয়ে এসে আমাদের কাছে ফিরে এসে আমাদের বললো, 'আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌,
যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, তা খুবই ভাল।'

২৬ "কিন্তু তোমরা সেই দেশে উঠে যেতে অস্বীকার করেছিলে। তোমরা তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে গেলে। ২৭ তোমরা তোমাদের তাঁবুতে অভিযোগ করে
বলেছিলে, 'মাবুদ আমাদের ঘৃণা করেন। তিনি আমাদের মিসর থেকে বের করে এনেছেন
যাতে আমোরীয়রা আমাদের ধ্বংস করতে পারে। ২৮ আমরা এখন কোথায় যেতে পারি?
আমাদের ভাইয়েরাই আমাদের মন ভেংগে দিয়েছে। তারা বলেছিল, 'সেখানকার
লোকেরা আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং লম্বা। তাদের শহরগুলোও বড় বড় এবং

সেই শহরগুলোর চারদিকে রয়েছে আকাশ-ছোঁয়া দেয়াল। আমরা সেখানে অনাকীয়দেরও দেখেছি।’

২৯ “তখন আমি তোমাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, ঐ সব লোকদের তোমরা ভয় কোরো না। ৩০ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌, তোমাদের আগে আগে যাবেন এবং তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন, যেমন তিনি তোমাদের সকলের চোখের সামনে মিসর দেশে করেছিলেন। ৩১ এই মরুভূমিতেও তোমরা সেরকম দেখেছ। তোমরা দেখেছ যেভাবে একজন বাবা তার ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যায়, ঠিক সেভাবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের বহন করে এই জায়গা পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।’ ৩২ কিন্তু তবুও, তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রাখতে পারো নি, ৩৩ যিনি তোমাদের যাত্রাপথে রাতে আগুনের মধ্যে ও দিনে মেঘের মধ্যে থেকে তোমাদের আগে আগে গিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁবুগুলো ফেলবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাও, ও কোন্‌ পথে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে তা দেখিয়ে দেন।

৩৪ “তোমরা যা বলেছিলে তা শুনে মাবুদ ভীষণ রেগে গিয়ে শপথ করে বলেছিলেন, ৩৫ ‘তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে ভাল দেশটি দেবার বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এখনকার সেই অসৎ লোকদের মধ্যে একজনও তা দেখতে পাবে না। ৩৬ কেবলমাত্র যিফুন্নির ছেলে কালুত সেই দেশ দেখতে পাবে। কালুত যে যে জায়গায় তার পা রেখেছে সেই সব জায়গা আমি তাকে এবং তার ভাবী বংশধরদের দেবো। কারণ, সে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে মাবুদের কথামত চলেছে।’ ৩৭ তোমাদের জন্য মাবুদ আমার উপরও রেগে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘তুমিও এই দেশে ঢুকতে পারবে না। ৩৮ কিন্তু তোমার সাহায্যকারী, নূনের ছেলে ইউসা ঐ দেশে ঢুকবে। তুমি ইউসাকে উৎসাহ দাও, কারণ সে-ই ইসরাইলকে পরিচালনা করে সেই দেশ অধিকার করতে নিয়ে যাবে।’ ৩৯ এছাড়া, তোমাদের যে ছেলেমেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বলেছিলে, যাদের এখনও ভাল-মন্দ জ্ঞান হয় নি, তারা সেই দেশে ঢুকবে। আমি সেই দেশটি তাদেরই দেব এবং তারাই সেটি দখল করবে। ৪০ কিন্তু তোমরা ফির, লোহিত সাগরের রাস্তা ধরে মরুভূমিতে ফিরে যাও।”

৪১ “তখন তোমরা বলেছিলে, ‘আমরা মাবুদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। কিন্তু এখন আমরা যাব এবং যুদ্ধ করবো, ঠিক যেমনটি আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ আদেশ করেছিলেন।’ তখন তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের অস্ত্র তুলে নিয়েছিলে এই কথা ভেবে যে, সেই পাহাড়ী এলাকায় উঠে যাওয়া খুব সহজ।

৪২ “কিন্তু মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, ‘লোকদের উপরে উঠে যেতে এবং সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বারণ কোরো, কারণ আমি তাদের সংগে থাকবো না; তাই তারা তাদের শত্রুদের কাছে হেরে যাবে।’ ”

৪৩ “আমি তোমাদের সেই কথা বললাম, কিন্তু তোমরা সেই কথা শুনলে না। তোমরা মাবুদের আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে বুক ফুলিয়ে সেই পাহাড়ী এলাকায় এগিয়ে গেলে। ৪৪ কিন্তু সেই পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী আমোরীয়রা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

BACIB
International Bible CHURCH

করার জন্য বেরিয়ে এসেছিল। তারা এক ঝাঁক মৌমাছির মত তোমাদের পেছনে তাড়া
করলো। তারা সেয়ীর থেকে হর্মা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ধরে মারতে মারতে তোমাদের তাড়া
করেছিল। ৪৫ তখন তোমরা ফিরে এসে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলে। কিন্তু
মাবুদ তোমাদের কান্নায় কান দিলেন না; তিনি কান বন্ধ করে রইলেন। ৪৬ এর পর
তোমরা কাদেশে অনেক দিন পর্যন্ত বাস করলে, সেখানে তোমাদের অনেক দিন কেটে
গেল।

২ ১ "তারপর মাবুদ আমাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে আমরা
লোহিত সাগরের পথ ধরে মরুভূমির দিকে রওনা হলাম। সেয়ীর দেশের পাহাড়ী
এলাকা ঘুরে যেতে আমাদের অনেক দিন কেটে গেল। ২ তখন মাবুদ আমাকে বলেছিলেন,
৩ 'এই পাহাড়ী এলাকার চারদিকে তোমরা অনেক দিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছ। এখন
তোমরা উত্তর দিকে ফির। ৪ লোকদেরকে তুমি এই আদেশ দাও: 'তোমরা এখন সেয়ীর
দেশের মধ্য দিয়ে যাবে। এই দেশটি তোমাদের ভাই ইসের বংশধরদের। তোমাদের
দেখে তারা ভয় পাবে। তাই তোমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। ৫ তোমরা তাদের কোন
যুদ্ধের উসকানি দেবে না। কারণ তাদের দেশের কোনো অংশই আমি তোমাদের দেবো
না– এমন কি পা রাখার মত জায়গাও দেব না। আমি ইস্‌কে সেয়ীরের এই পাহাড়ী
এলাকাটি নিজের দেশ হিসাবে দিয়েছি। ৬ তোমরা তাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে খাবার
ও পানি কিনে খাবে।

৭ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌, তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে দোয়া করেছেন। এই
বিশাল বড় মরুভূমির মধ্য দিয়ে তোমাদের যাত্রার সময় তিনি তোমাদের দেখাশুনা
করেছেন। এই চল্লিশ বছর ধরে মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্‌, তোমাদের সংগে আছেন।
তাই তোমাদের কোন কিছুরই অভাব হয় নি।'

৮ "সুতরাং আমরা সেয়ীরে বসবাসকারী আমাদের ভাইদের অর্থাৎ ইসের বং-
শধরদের সামনে দিয়ে চলে আসলাম। অরাবার যে পথটা এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর
থেকে বের হয়ে এসেছে সেই পথ ছেড়ে আমরা মোয়াবের মরুভূমির পথ ধরে চলতে
লাগলাম। ৯ তখন মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, 'মোয়াবে লোকদের কোন রকম কষ্ট দিও
না, বা যুদ্ধের উসকানি দিয়ো না, কারণ তাদের দেশের কোনো অংশই আমি তোমাদের
দেবো না। আমি সম্পত্তি হিসাবে আর্‌ শহরটি লূতের বংশধরদের দিয়েছি।' "

১০ (আগে ঐ জায়গায় এমীয়েরা বাস করতো, তারা শক্তিশালী ও সংখ্যায় অনেক
ছিল এবং অনাকীয়দের মত লম্বা ছিল। ১১ অনাকীয়দের মত তাদেরও রফায়ীয় বলে ধরা
হত, কিন্তু মোয়াবীয়েরা তাদেরকে এমীয় বলতো। ১২ আগে হোরীয়েরাও সেয়ীরে বাস
করতো, কিন্তু ইসের বংশধরেরা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা হোরীয়দের ধ্বংস
করে দিয়ে তাদের জায়গায় বাস করতে লাগল। ঠিক যেমন ইসরাইলরাও করেছিল, যখন
মাবুদ সম্পত্তি হিসাবে সেই দেশ তাদের দিয়েছিলেন।)

১৩ "মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, 'এখন তোমরা ওঠ, এবং সেরদ উপত্যকা পার
হয়ে যাও।' তখন আমরা সেই উপত্যকা পার হয়ে আসলাম। ১৪ কাদেশ বর্ণেয় ছেড়ে

BACIB
International Bible
CHURCH

আসার পর থেকে সেরদ উপত্যকা পার হয়ে আসা পর্যন্ত আমাদের আটত্রিশ বছর পার
হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আমাদের তাঁবুগুলোর সব পুরুষ যোদ্ধারাই মারা
গিয়েছিল, যেমন মাবুদ তাদের সম্বন্ধে শপথ করেছিলেন। ১৫ তাঁবুগুলো থেকে তারা
একেবারে ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মাবুদের হাত তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন।
১৬ "লোকদের মধ্য থেকে সেই সব যোদ্ধারা মারা যাওয়ার পর, ১৭ মাবুদ আমাকে এই
কথা বলেছিলেন, ১৮ 'আজ তোমরা আর্ শহরের পাশ দিয়ে মোয়াব দেশের সীমানা পার
হয়ে যাচ্ছো। ১৯ যখন তোমরা অম্মোনীয়দের কাছে উপস্থিত হবে তখন তাদের কোন
রকম কষ্ট দেবে না বা যুদ্ধের উসকানি দেবে না। কারণ অম্মোনীয়দের দেশের কোন
অংশই আমি তোমাদের দেব না। লূতের বংশধরদের আমি সেই দেশটি দিয়েছি।

২০ "সেই দেশটিও রফায়ীয়দের দেশ বলে পরিচিত ছিল। রফায়ীয় লোকেরা আগে
সেখানে বাস করতো। কিন্তু অম্মোনীয়রা তাদের সম্‌সুম্মীয় বলে ডাকত। ২১ সেখানে
যেসব সম্‌সুম্মীয় ছিল তারা ছিল খুব শক্তিশালী ও সংখ্যায় অনেক। অনাকীয় লোকদের
মত তারাও ছিল অনেক লম্বা ছিল। কিন্তু মাবুদ তাদের অম্মোনীয়দের সামনে থেকে ধ্বংস
করে দিয়েছিলেন এবং অম্মোনীয়রা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় বাস করছিল।
২২ ইসের বংশধরদের জন্য মাবুদ এই একই কাজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের সামনে
থেকে হোরীয়দের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গায়
বাস করছে। ২৩ অব্বীয়রা গাজা পর্যন্ত সমস্ত গ্রামে বাস করতো, কিন্তু ক্রীটীয়রা ক্রীট
থেকে এসে অব্বীয়দের ধ্বংস করে দিয়ে তাদের জায়গায় বাস করছিল।

২৪ "তারপর মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, 'অর্ণোন উপত্যকা পার হয়ে যাবার জন্য
বের হও। দেখো, আমি হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ আমোরীয় সীহোনকে ও তার দেশ
তোমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা তার দেশ দখল করতে শুরু কর ও তার সংগে
যুদ্ধ কর। ২৫ আজ আমি আকাশের নিচে সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে তোমাদের সম্বন্ধে
ভয় ও কাঁপুনি ধরাতে শুরু করবো। তারা তোমাদের কথা শুনতে পাবে ও তোমাদের
কারণে তারা ভয়ে কাঁপবে ও আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।'

২৬ "পরে আমি কদেমোৎ মরুভূমি থেকে হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ সীহোনের কাছে
শান্তির প্রস্তাব দিয়ে কয়েক জন দূত পাঠিয়ে বলেছিল, ২৭ "আপনার দেশের মধ্য দিয়ে
আমাদের যেতে দিন। আমরা ডানে অথবা বামে না ফিরে সদর রাস্তা দিয়েই চলে যাব।
২৮ আপনারা টাকা নিয়েই আমাদের খাবার ও পানি দেবেন। আমরা শুধুমাত্র আপনার
দেশের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে যাব। ২৯ মাবুদ আমাদের আল্লাহ্ যে দেশ দিচ্ছেন,
জর্ডান নদী পার হয়ে সেই দেশে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের আপনার দেশের মধ্য দিয়ে
যেতে দিন। সেয়ীরে বসবাসকারী ইসের বংশধরেরা এবং আর্ শহরের মোয়াবীয়রাও
তাদের দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দিয়েছেন।' ৩০ কিন্তু হিষ্‌বোনের বাদশাহ্
সীহোন আমাদেরকে তার দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়নি। কারণ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ তার মন কঠিন করেছিলেন ও অন্তর একগুঁয়ে করে দিয়েছিলেন যেন তিনি তাকে
তোমাদের হাতে তুলে দেন, যেমন আজ পর্যন্ত রয়েছে।

৩১ “মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, ‘দেখ, আমি সীহোন এবং তার দেশকে তোমার হাতে তুলে দিতে শুরু করেছি। এখন যাও তার দেশটা জয় করে নিয়ে তা দখল কর।’
৩২ “এর পর সীহোন এবং তার সৈন্য-সামন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যহস নামে একটি জায়গায় যুদ্ধ করবার জন্য বেরিয়ে এসেছিল। ৩৩ মাবুদ আমাদের আল্লাহ্‌ সীহোনকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমরা সীহোন ও তার ছেলেদের এবং তার সৈন্যদলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ৩৪ সেই সময় আমরা তার সমস্ত শহর দখল করে নিয়েছিলাম। আমরা তাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একেবারে ধ্বংস করে দিলাম, কাউকে বাঁচিয়ে রাখলাম না। ৩৫ কিন্তু আমরা তাদের পশুপাল এবং শহরগুলো থেকে লুট করে আনা জিনিসপত্র নিজেদের জন্য নিয়ে আসলাম। ৩৬ অর্ণোন উপত্যকার ধারের অরোয়ের নামে একটি শহর এবং ঐ উপত্যকার মাঝখানের আরেকটি শহর থেকে শুরু করে অর্ণোন উপত্যকা এবং গিলিয়দ পর্যন্ত কোন শহর জয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। মাবুদ আমাদের আল্লাহ্‌ সেগুলো সবই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ৩৭ কিন্তু আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে, কেবল অম্মোনীয়দের জায়গা, যব্বোক নদীর কিনারার জায়গা, পাহাড়ের মধ্যেকার জায়গা এবং অন্যান্য জায়গায় তোমরা যাও নি।

৩

১ “এর পরে আমরা ফিরে বাশনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। বাশনের বাদশাহ্‌ উজ এবং তার সমস্ত সৈন্য বাহিনী ইদ্রিয়ীতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে এলো। ২ মাবুদ আমাকে বললেন, ‘তুমি তাকে ভয় কোরো না। আমি তাকে, তার সমস্ত সৈন্য বাহিনী ও তার দেশ তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোন, যে হিষ্‌বোনের শাসন করতো, তার প্রতি যেমন করেছিলে উজের প্রতিও তা-ই করবে।’

৩ “সুতরাং আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ বাশনের বাদশাহ্‌ উজকে ও তার সমস্ত সৈন্য বাহিনী আমাদের হাতে তুলে দিলেন। আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করলাম। তাদের কেউ আর বেঁচে রইলো না। ৪ সেই সময় আমরা উজের সমস্ত শহর ও গ্রাম দখল করে নিলাম। এমন একটি শহরও ছিল না যা আমরা দখল করে নেই নি। এর মধ্যে ছিল ষাটটি শহর, অর্গোবের সমস্ত এলাকাসুদ্ধ বাশনের বাদশাহ্‌ উজের গোটা রাজ্য। ৫ এই শহরগুলো রক্ষার জন্য উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। তাতে দরজা এবং দরজার হুড়কা ছিল। এছাড়া, সেখানে এমন অনেক বড় বড় গ্রাম ছিল যেগুলোর কোনো দেওয়াল ছিল না। ৬ আমরা হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌ সীহোনের শহরগুলোকে যেভাবে ধ্বংস করেছিলাম, সেভাবেই তাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েসুদ্ধ ঐ সব শহর ও গ্রাম ধ্বংস করলাম। ৭ কিন্তু তাদের সমস্ত পশু ও লুট করে আনা জিনিসপত্র আমরা নিজেদের জন্য রেখে দিলাম।

৮ “সুতরাং সেই সময় আমরা দু’জন আমোরীয় বাদশাহ্‌র কাছ থেকে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছিলাম। জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে অর্ণোন উপত্যকা থেকে হর্মোণ পাহাড় পর্যন্ত আমরা দেশটি দখল করে নিয়েছিলাম। ৯ (সিডনের লোকেরা হর্মোণ পাহাড়কে বলে সিরিয়োণ, কিন্তু আমোরীয়রা এটিকে বলতো সনীর।) ১০ আমরা মালভূমির সমস্ত শহর

BACIB
International Bible
CHURCH

এবং গিলিয়দের সমস্ত জায়গা, সমস্ত বাশন ও সল্‌খা এবং ইদ্রিয়ী পর্যন্ত সমস্ত জায়গা
দখল করে নিয়েছিলাম। [১১] রফায়ীয়দের মধ্যে কেবল বাশনের বাদশাহ্‌ উজ বেঁচে ছিল।
দেখ, তাঁর শোবার খাটটি ছিল লোহার তৈরি এবং লম্বায় ছিল নয় হাত আর চওড়ায় ছিল
চার হাত। ওটা এখনও অম্মোনীয়দের রব্বা শহরে আছে।

[১২] "আমরা সেই সময়ে যে জায়গা দখল করে নিয়েছিলাম তা রূবেণ এবং গাদ
বংশকে দিলাম। অর্ণোন নদীর কাছে অরোয়েরের শহরের বাইরে উত্তর দিকের এলাকাটা
এবং গিলিয়দের পাহাড়ী এলাকার অর্ধেক ও সেখানকার সব গ্রাম ও শহর তাদেরকে
দিলাম। [১৩] মানশার বংশের অর্ধেক লোককে আমি গিলিয়দের বাকী অর্ধেক এবং বাদশাহ্‌
উজের রাজ্য বাশন দেশটি দিয়েছিলাম। (বাশন দেশের পুরো অর্গোব এলাকাটাকে
রফায়ীদের দেশ বলা হত)।

[১৪] "মানশার একজন বংশধর ছিলেন যায়ীর। তিনি গশূরীয় ও মাখাথীয়দের
সীমানা পর্যন্ত গোটা অর্গোব এলাকাটা দখল করে নিলেন। তার নাম অনুসারে এসব
জায়গার নাম রাখা হয়েছিল। তাই এখন বাশনকে হব্বোৎ-যায়ীর বলা হয়ে থাকে।
[১৫] "আমি মাখীরকে গিলিয়দ এলাকাটি দিয়েছিলাম। [১৬] কিন্তু আমি রূবেণ-বংশকে এবং
গাদ-বংশকে গিলিয়দ থেকে অর্ণোন উপত্যকার মাঝখানের সীমারেখা পর্যন্ত সমস্ত জায়গা
এবং সেখান থেকে অম্মোনীয়দের সীমানা যব্বোক নদী পর্যন্ত দিলাম। [১৭] পশ্চিম দিকে
তাদের সীমানা ছিল অরাবার জর্ডান নদী পর্যন্ত, যেটি কিন্নেরৎ থেকে আরাবা সমুদ্র (লবন
-সমুদ্র) পর্যন্ত, এবং পিস্‌গার পাশের নিচে মরু-সাগর পর্যন্ত চলে গেছে।

[১৮] "সেই সময়, আমি তোমাদের এই আদেশ করেছিলাম, 'মাবুদ তোমাদের
আল্লাহ্‌ এই দেশটি তোমাদের দখল করবার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু এখন তোমাদের
যোদ্ধারা অবশ্যই যুদ্ধের সাজে সেজে ইসরাইলী ভাইদের আগে আগে নদী পার হয়ে
যেতে হবে। [১৯] যাহোক, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এবং তোমাদের সমস্ত
পশুপাল তোমরা রেখে যেতে পারবে। আমি জানি তোমাদের অনেক পশুপাল আছে।
[২০] যতদিন না মাবুদ তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম না দেন এবং জর্ডানের
ওপারে যে দেশটি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌ তাদের দিতে যাচ্ছেন তা তারা অধিকার না
করে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। এর পর আমি তোমাদের যে দেশ
দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে সেখানে ফিরে আসতে পারবে।'

[২১] "সেই সময়ে আমি ইউসাকে বলেছিলাম, 'মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌ এই দু'জন
বাদশাহ্‌র কি দশা করেছেন সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। তুমি যেখানে যাচ্ছো,
সেখানকার সব রাজ্যগুলোর প্রতি মাবুদ এই একই কাজ করবেন। [২২] তোমরা তাদের ভয়
করবে না। মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌ নিজে তোমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন।'

[২৩] "সেই সময় আমি মাবুদকে মিনতি করে বলেছিলাম, [২৪] 'হে সর্বশক্তিমান
মাবুদ, তুমি তোমার গোলামকে দেখাতে শুরু করেছ যে, তুমি কত মহান এবং তোমার
হাত কত শক্তিশালী। বেহেশ্‌ত ও পৃথিবীতে এমন আর কে আছে যিনি তোমার কাজের
মত, তোমার শক্তিশালী কাজের মত কাজ করতে পারে? [২৫] আমাকে জর্ডান নদী পার হয়ে

সেই সুন্দর দেশটি– সুন্দর পাহাড়ী দেশ এবং লেবানন দেখতে দাও।’
২৬ “কিন্তু তোমাদের কারণে মাবুদ আমার উপরে রেগে গিয়েছিলেন। তিনি আমার
কথা শুনলেন না। মাবুদ আমাকে বলেছিলেন, ‘যথেষ্ট হয়েছে, এই বিষয় নিয়ে আমার
কাছে আর কোন কথা বোলো না। ২৭ তুমি পিস্‌গা পাহাড়ের চূড়ায় উঠ এবং এর পশ্চিম
দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে চেয়ে দেখ। তুমি তোমার নিজের
চোখেই এসব দেশ দেখে নাও, যেহেতু তুমি কখনই জর্ডান নদী পার হতে পারবে না।
২৮ কিন্তু তুমি ইউসাকে নির্দেশ দাও, এবং তাকে উৎসাহ ও সাহস দাও। কারণ সে-ই
পরিচালনা করে লোকদের জর্ডান নদী পার করে নিয়ে যাবে। যে দেশটি তুমি দেখতে
পাবে, সে-ই তাদের সেই দেশে নিয়ে যাবে এবং অধিকার করাবে।’ ২৯ সুতরা আমরা
বৈৎ-পিয়োরের সামনের উপত্যকাতেই থাকতে লাগলাম।

বাধ্যতা সম্বন্ধে হযরত মূসার আদেশ

৪ ১ “হে ইসরাইলীরা, এখন আমি যে সব নিয়ম ও আইন-কানুন পালন করতে
তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছি তা শোন। সেগুলো পালন কর যেন তোমরা
বাঁচতে পার এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে দেশ দিতে
যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে তা অধিকার করতে পার। ২ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করছি,
তার সংগে তোমরা আর কিছু যোগ করবে না, এবং তা থেকে কিছু বাদ দেবে না।
তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাবুদ, আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলবে, যা আমি তোমাদের
দিচ্ছি।
৩ “বাল-পিয়োরে মাবুদ যা করেছিলেন তা তোমরা নিজের চোখেই দেখতে
পেয়েছ। সেখানে তোমাদের যেসব লোকেরা বালের মূর্তির পুজা করেছিলে তাদের
সবাইকে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ ধ্বংস করেছিলেন। ৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে আঁকড়ে ধরেছিলে, তোমরা সবাই এখনও বেঁচে আছ।
৫ “দেখ, আমার মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাকে যেরকম আদেশ করেছিলেন, আমি
তোমাদেরকে ঠিক সেরকম নিয়ম ও আইন-কানুন শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা যে দেশ
অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তা পালন করতে পার। ৬ খুব সতর্কভাবে এ সব নিয়ম
-কানুন মেনে চলবার মধ্য দিয়ে অন্য জাতির লোকদের সামনে প্রকাশ পাবে যে, তোমরা
কত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। এই সকল নিয়ম সম্পর্কে তারা শুনতে পেয়ে বলবে, ‘এই
মহান জাতির লোকেরা সত্যি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান।’ ৭ কারণ এমন কোন্‌ মহান জাতি
আছে যাদের দেব-দেবতারা তাদের কাছে থাকে, যেভাবে আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
আমাদের কাছে থাকেন? যখনই আমরা তাঁকে ডাকি, তিনি আমাদের কাছেই থাকেন।
৮ এমন আর কোন্‌ মহান জাতি আছে যাদের নিয়ম ও আইন-কানুন আমি আজ তোমাদের
সামনে যে সব আইন-কানুন দিচ্ছি, তার মত ভাল ও ন্যায্য?
৯ “কিন্তু সাবধান, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা নিজের বিষয়ে সতর্ক
দৃষ্টি রেখো যেন তোমরা যা দেখেছ তার কোন কিছুই ভুলে না যাও, এবং তোমাদের
অন্তর থেকে তা মুছে না যায়। এসব তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের এবং তাদের পরে

তাদের ছেলেমেয়েদের সেগুলো শিক্ষা দেবে। [১০] সেই দিনের কথা মনে কোরো, যেদিন
হোরেব পাহাড়ে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়েছিলে। সেই দিন মাবুদ
আমাকে বলেছিলেন, 'আমার কথা শুনবার জন্য তুমি লোকদের আমার সামনে জড়ো
কর। এতে তারা যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ততদিন আমাকে সম্মান করতে
শিখবে। এর পরে তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরও আমার আদেশের কথা শিক্ষা দেবে।'
[১১] তখন তোমরা এগিয়ে এসে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়েছিলে। পাহাড়টি তখন আগুনে
জ্বলছিল আর সেই আগুন আকাশ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। সেখানে ঘন কালো মেঘ এবং
ঘন অন্ধকার ছিল। [১২] তখন আগুনের মধ্য থেকে মাবুদ তোমাদের কাছে কথা বললেন।
তোমরা তাঁর কথার আওয়াজ শুনেছিলে, কিন্তু কোন মূর্তি দেখতে পাও নি, কেবল গলার
আওয়াজ শুনেছিলে। [১৩] মাবুদ তাঁর চুক্তির কথা, অর্থাৎ দশটি আদেশের কথা ঘোষণা
করেছিলেন। তিনি সেই আদেশগুলো দু'টি পাথরের ফলকের উপরে লিখে দিয়েছিলেন।

[১৪] "তোমরা যে দেশ অধিকার করতে জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে
তোমাদের পালন করার জন্য নিয়ম ও আইন-কানুন শিক্ষা দিতে মাবুদ সেই সময়ে
আমাকে আদেশ করলেন।

[১৫] যেদিন মাবুদ হোরেবে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সংগে কথা বলছিলেন,
সেদিন তোমরা কোন মূর্তি দেখতে পাও নি। সেজন্য তোমরা নিজেদের বিষয়ে খুব সতর্ক
থেকো, [১৬] সুতরাং তোমরা জীবিত কোন কিছুর মত কোন মূর্তি অথবা খোদাই করা
প্রতিমা তৈরি করে পাপ কোরো না– তা সে একজন পুরুষ অথবা একজন স্ত্রীলোকের মত
দেখতে হোক, [১৭] কিংবা মাটির উপরকার কোন পশুর বা আকাশে উড়ে বেড়ানো কোন
পাখির মত দেখতে হোক, [১৮] কিংবা মাটির উপর বুকে ভর দিয়ে চলে অথবা পানির নীচের
কোন মাছের মত দেখতে হোক। [১৯] তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য, চাঁদ, তারা
এবং আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখতে পাবে। তখন আকাশের নিচে পৃথিবীর সমস্ত
জাতিকে দেওয়া তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র এই সব জিনিসগুলোকে সেজ্‌দা কোরো না,
এবং সেগুলোর এবাদত করে তোমরা বিপথে চলে যেয়ো না। [২০] কিন্তু মাবুদ তোমাদের
তাঁর নিজের বিশেষ সম্পত্তি হিসেবে বেছে নিয়ে লোহা গলানোর গরম চুল্লী সেই মিসর
থেকে বের করে এনেছেন যেন তাঁর লোক হতে পার, যেমন আজ তোমরা আছ।

[২১] মাবুদ তোমাদের কারণে আমার উপরে রেগে গিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা
করেছিলেন যে, আমাকে জর্ডান নদী পার হয়ে যেতে দেবেন না। এছাড়া, যে চমৎকার
দেশটা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সম্পত্তি হিসাবে দিতে যাচ্ছেন, আমার সেখানে
যাওয়া হবে না। [২২] সুতরাং আমি এই দেশেই মারা যাব। আমি জর্ডান নদী পার হয়ে যাব
না। কিন্তু তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে যাবে এবং সেই চমৎকার দেশটা দখল করে
নেবে। [২৩] তোমরা খুবই সাবধান থাকবে যে, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সংগে
যে চুক্তি করেছিলেন, সেটি তোমরা ভুলে যাবে না। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নিষেধ করা
কোন কিছুর মূর্তি তৈরি করবে না। [২৪] কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ গ্রাসকারী আগুনের
মত। তিনি তাঁর নিজের গৌরব অন্যকে দিতে রাজী নন।

২৫ “সেখানে তোমাদের ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনী জন্ম দিয়ে অনেক কাল বাস
করলে পর যদি তোমরা কুপথে গিয়ে পূজার জন্য মূর্তি তৈরি কর আর তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র চোখে যা খারাপ তা করে তাঁকে অসন্তুষ্ট কর, ২৬ তবে আমি আজ তোমাদের
বিরুদ্ধে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমরা যে দেশ অধিকার করতে জর্ডান
পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে অল্প দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে
বেশি দিন বাস করতে পারবে না, কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। ২৭ মাবুদ তোমাদের
বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। যেখানে মাবুদ তোমাদের তাড়িয়ে দেবেন, সেই
জাতিদের মধ্যে তোমাদের খুব কম লোকই বেঁচে থাকবে। ২৮ তোমরা সেখানে মানুষের
হাতের তৈরি কাঠ পাথরের দেবতাদের পূজা করবে– যারা দেখতে, শুনতে, খেতে ও ঘ্রাণ
নিতে পারে না। ২৯ কিন্তু সেখানে থাকার সময় যদি তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
খোঁজ কর, তবে তাঁকে পাবে। যদি তোমরা তোমাদের সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে
তাঁর খোঁজ করলে তাঁকে খুঁজে পাবে। ৩০ যখন তোমরা কষ্টে পরবে এবং এসব যখন
তোমাদের প্রতি ঘটবে, তখন ভবিষ্যতের সেই দিনগুলোতে তুমি তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসবে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলবে। ৩১ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
করুণাময় আল্লাহ্‌। তিনি তোমাকে ছেড়ে যাবেন না, কিংবা তোমাকে ধ্বংস করবেন না।
তিনি প্রতিজ্ঞা করে তোমার পূর্বপুরুষদের সংগে যে নিয়ম করেছেন, তা ভুলে যাবেন না।
৩২ “তোমাদের আগের দিনগুলোর বিষয়ে, তোমাদের সময়ের অনেক আগে,
আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করবার পরের সময় থেকে জিজ্ঞেস করে দেখ। আকাশের
এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে দেখ। এরকম মহৎ কোনও কিছুর কথা কি
কেউ কখনও শুনেছে, কিংবা তার মত আর কোন কিছুর কথা কখনও কেউ শুনেছে?
৩৩ তোমাদের মত করে অন্য কোন জাতির লোক আগুনের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌কে কথা
বলতে শুনে বেঁচে আছে কি? ৩৪ অন্য কোন দেবতা কি কখনও আরেকটি জাতির মধ্য
থেকে নিজের জন্য একটি জাতিকে নেবার চেষ্টা করেছে? পরীক্ষা দ্বারা, আশ্চর্য কাজ ও
চিহ্ন-কাজ দ্বারা, যুদ্ধ দ্বারা, কঠোর ও শক্তিশালী হাত দ্বারা এবং মহান ও ভয় জাগানো
কাজ দ্বারা কি কেউ নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন? তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের
চোখের সামনে মিসর দেশে তোমাদের জন্য যা করেছিলেন তা আর কোন দেবতা করে
নি। ৩৫ তোমাদের ঐ সব দেখানো হয়েছিল যাতে তোমরা জানতে পার যে, মাবুদ হলেন
আল্লাহ্‌। তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ্‌ নেই। ৩৬ তিনি তোমাদের বেহেশত থেকে তাঁর
গলার আওয়াজ শোনালেন যাতে তোমাদের শিক্ষা দিতে পারেন। পৃথিবীতে তিনি
তোমাদের তাঁর মহা আগুন দেখিয়েছেন এবং তার মধ্য থেকে তোমরা তাঁর কথা শুনতে
পেয়েছিলে। ৩৭ মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভালবাসতেন, তাই তাদের পরে তাদের
বংশধরদের বেছে নিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর মহাশক্তি দ্বারা
মিসর দেশ থেকে তাদের বের করে এনেছেন। ৩৮ তিনি তোমাদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী
জাতিদেরকে তোমাদের সামনে থেকে দূর করে দিয়েছেন, যাতে তাদের দেশে তোমাদের
নিয়ে যান ও সম্পত্তি হিসেবে তোমাদেরকে সেই দেশ দেন; আর আজ তা-ই হয়েছে।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৯ "সুতরাং আজ জেনে রাখ ও এই কথা অন্তরে গেঁথে রাখ যে, উপরের আকাশ
ও নীচের এই পৃথিবীতে মাবুদই আল্লাহ্‌। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। ৪০ যে সব
নিয়ম ও আদেশ আজ তোমাদের দিচ্ছি তা পালন করো। তা করলে তোমাদের ও
তোমাদের পরে তোমাদের সন্তানেরা উন্নতি লাভ করবে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে
দেশ চিরকালের জন্য তোমাদের দিচ্ছেন তাতে তোমরা অনেকদিন বেঁচে থাকতে
পারবে।"

জর্ডানের পূর্ব পারে আশ্রয়-শহর

৪১ সেই সময় মূসা জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে তিনটা শহর আলাদা করে রাখলেন,
৪২ যেন যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে সেই শহরগুলোর যে কোন একটিতে সে
পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। তবে যদি এই হত্যার পেছনে কোন কারসাজি না থাকে
কিন্তু হঠাৎ করেই তা হয়ে থাকে। তবে সে এর যে কোন একটিতে পালিয়ে গিয়ে জীবন
রক্ষা করতে পারবে। ৪৩ সেই শহর তিনটা হল রূবেণ-বংশের লোকদের জন্য মরুভূমির
সমভূমির বেৎসর, গাদ-বংশের লোকদের জন্য গিলিয়দের রামোৎ এবং মানশা-বংশের
লোকদের জন্য বাশনের গোলান।

হযরত মূসার দ্বিতীয় বক্তৃতা

৪৪ মূসা ইসরাইলদের সামনে এই আইন-কানুন তুলে ধরেছিলেন। ৪৫ মিসর থেকে
বের হয়ে আসবার পর মূসা তাদের এসব নির্দেশ, নিয়ম ও আইন-কানুন দিয়েছিলেন।
৪৬ তখন তারা জর্ডানের পূর্ব পারে, বৈৎ-পিয়োরের সামনের উপত্যকায়, হিষ্‌বোনে
বসবাসকারী আমোরীয় বাদশাহ্‌ সীহোনের দেশে ছিল। বনি-ইসরাইলরা মিসর থেকে বের
হয়ে আসার পর মূসা ও ইসরাইলীরা বাদশাহ্‌ সীহোনকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।
৪৭ ইসরাইলীরা সীহোনের ও বাশনের বাদশাহ্‌ উজের দেশ অধিকার করে নিয়েছিল। এই
দুই ইমোরীয় বাদশাহ্‌র রাজ্য দু'টি ছিল যর্দনের পূর্ব দিকে। ৪৮ এই দুই রাজ্য অর্ণোন
উপত্যকার কিনারার অরোয়েরের শহর থেকে শুরু করে সীওন পাহাড়, অর্থাৎ হর্মোণ পাহাড়
পর্যন্ত ছিল। ৪৯ এর মধ্যে রয়েছে জর্ডানের পূর্ব দিকের সমস্ত অরাবা এলাকা, অরাবা সমুদ্র
এবং পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণীর নীচের ঢালু অংশ।

আইন-কানুনের দশটি বিশেষ আদেশ

৫ ১ তখন মূসা সমস্ত ইসরাইলদের ডেকে বললেন, "হে ইসরাইলীরা, আজ আমি
তোমাদের কাছে যে সব নিয়ম ও আইন-কানুন ঘোষণা করছি তা শোন।
তোমরা সেগুলো শিখে রাখবে ও যত্নের সংগে পালন করবে। ২ আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
হোরেব পাহাড়ে আমাদের সংগে একটা চুক্তি করেছেন। ৩ মাবুদ আমাদের পূর্বপুরুষদের
সংগে সেই চুক্তি করেন নি, কিন্তু আমাদের সংগে, আজ এখানে আমরা যারা জীবিত
আছি, আমাদের সকলের সংগেই করেছেন। ৪ মাবুদ পাহাড়ের উপরে আগুনের মধ্য থেকে
তোমাদের সংগে সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। ৫ সেই সময়ে আমিই তোমাদেরকে
মাবুদের কালাম জানাবার জন্য মাবুদ ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এর কারণ হল
তোমরা আগুনের ভয়ে পাহাড়ে উঠো নি। তখন তিনি বলেছিলেন, ৬ 'আমি মাবুদ

তোমাদের আল্লাহ্‌, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর-ঘর থেকে, তোমাদেরকে বের করে
এনেছেন।

৭ “আমার জায়গায় তোমাদের অন্য কোন দেবতা থাকবে না।

৮ “তোমরা তোমাদের জন্য খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করবে না। আকাশের
উপরের কোন কিছুর অথবা মাটির উপরকার কোন কিছুর অথবা পানির নীচের কোন
কিছুর মূর্তি তৈরি করবে না। ৯ তুমি তাদের কাছে সেজ্‌দা করবে না এবং তাদের সেবা
করবে না; কারণ আমিই মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌। আমি আমার নিজের গৌরব অন্যকে
দিতে রাজী নই। আমি পূর্বপুরুষদের পাপের শাস্তি তাদের সন্তানদের দিয়ে থাকি। যারা
আমাকে ঘৃণা করে আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি দিয়ে থাকি। ১০ কিন্তু
যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার সব আদেশ পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত
আমি তাদের অটল ভালবাসা দেখিয়ে থাকি।

১১ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করবে না, কারণ যে
কেউ তাঁর নামের অপব্যবহার করে, সে দোষী এবং মাবুদ তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন।
১২ “তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে আদেশ দিয়েছেন সেই অনুসারে তোমরা বিশ্রামের
দিনকে পবিত্র দিন হিসাবে পালন করে তা মেনে চলবে। ১৩ সপ্তার ছয় দিন তোমরা
পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ করবে, ১৪ কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বিশ্রামের দিন। সেদিন তোমরা, বা তোমাদের ছেলেমেয়ে, বা তোমাদের
গোলাম-বাঁদী, বা তোমার গরু, গাধা, বা অন্য কোন পশু, বা তোমাদের গ্রাম ও শহরে
বাস করা কোন বিদেশী– কেউ কোন কাজ করবে না। তোমাদের গোলাম-বাঁদীরা যেন
তোমাদের মতই বিশ্রাম পায়। ১৫ মনে রাখবে, মিসর দেশে তোমরা গোলাম ছিলে। কিন্তু
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দিয়ে সেখান
থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। সেজন্য তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ বিশ্রামবার পালন
করার আদেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন।

১৬ ‘তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে তোমরা তোমাদের বাবা-মাকে
সম্মান করবে। তাতে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
দেওয়া দেশে তোমাদের মঙ্গল হবে।

১৭ ‘তোমরা খুন করবে না।

১৮ ‘তোমরা ব্যভিচার করবে না।

১৯ ‘তোমরা চুরি করবে না।

২০ ‘তোমরা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

২১ ‘তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর উপর লোভ করবে না। প্রতিবেশীর বাড়ি
বা জমির উপর, কিংবা তার গোলাম-বাঁদীর উপর, কিংবা তার গরু-গাধার উপর, কিংবা
আর কোন কিছুর উপরই লোভ করবে না।’

২২ “মাবুদ সেই পাহাড়ের উপর আগুন, মেঘ ও গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে
তোমাদের সমস্ত সমাজের কাছে এসব কথা জোরে ঘোষণা করেছিলেন। এছাড়া তিনি

আর কিছুই বলেন নি। পরে তিনি এই সব কথা দু'টি পাথরের ফলকে লিখে আমাকে
দিয়েছিলেন।

২৩ "যখন আগুনে পাহাড় জ্বলছিল আর তোমরা অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই গলার
আওয়াজ শুনতে পেলে, তখন তোমাদের বংশের প্রধান লোকেরা ও বুড়ো নেতারা সকলে
আমার কাছে এসেছিল। ২৪ তারা বলেছিল, 'আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মহিমা এবং
প্রচণ্ড শক্তি আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা আগুনের মধ্য থেকে তাঁর গলার আওয়াজ
শুনতে পেলাম। মানুষের সংগে আল্লাহ্ কথা বললেও সে বেঁচে থাকতে পারে, তা আজ
আমরা দেখতে পেলাম। ২৫ কিন্তু আমরা এখন কেন মারা যাবো? এই মহান আগুন তো
আমাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে। আমরা যদি আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কথা আবার শুনতে
পাই, তবে মারা পড়বো। ২৬ এমন কি কোন মানুষ আছে যে আগুনের মধ্য থেকে জীবন্ত
আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, যেমন আমরা শুনেছি এবং শুনে এখনও বেঁচে
আছি? ২৭ আপনিই কাছে গিয়ে আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যে সব কথা বলেন, তা শুনে
আসুন। আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ আপনাকে যা যা বলবেন, সেই সব কথা আপনি
আমাদের বলবেন, আর আমরা তা শুনে পালন করবো।'

২৮ "তোমরা যখন আমাকে এই কথা বললে, তখন মাবুদ তোমাদের সেই সব
কথা শুনলেন। মাবুদ আমাকে বললেন, 'এই লোকেরা তোমাকে যা যা বলেছে, সেই কথা
আমি শুনেছি; তারা যা বলেছে তা ভালই। ২৯ আহা, সব সময় আমাকে ভয় করতে ও
আমার সব আদেশ পালন করতে যদি তাদের এরকম মন থাকে, তবে তাদের ও তাদের
সন্তানদের চিরস্থায়ী মঙ্গল হবে!

৩০ " 'তুমি যাও, তাদেরকে নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরে যেতে বল। ৩১ কিন্তু
ফিরে এসে তুমি এখানে আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে যে সব আদেশ, আইন ও
নিয়ম দেব তুমি সেগুলো তাদের শিখিয়ে দেবে। যে দেশ আমি অধিকার করবার জন্য
তাদের দিতে যাচ্ছি সেখানে তারা সেগুলো পালন করে চলবে।'

৩২ "সুতরাং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের যা যা আদেশ করেছিলেন,
সেগুলো যত্ন সহকারে পালন করবে, তা থেকে একটুও ডানে বা বাঁয়ে ফিরবে না।
৩৩ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে যে পথে চলবার আদেশ দিয়েছেন, তোমরা
সেই সব পথেই চলবে। তাহলে তোমরা বাঁচতে পারবে ও তোমাদের মঙ্গল হবে এবং যে
দেশ তোমরা অধিকার করবে সেখানে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারবে।

আইন-কানুনের মূল আদেশগুলো

৬ ১ "এসব আদেশ, নিয়ম ও আইন-কানুন তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা যে দেশ
অধিকার করতে জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে সেগুলো পালন করে চল।
২ তোমরা ও তোমাদের ছেলেমেয়েরা ও তাদের বংশধরেরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে
ভয় করে চলবে। মাবুদের দেওয়া এই সব নিয়ম ও আদেশ তোমরা সারা জীবন পালন
করে চলবে, যেন তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পার। ৩ হে ইসরাইলীরা শোন, এসব

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমরা যত্নের সংগে পালন করবে, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে। দুধ আর মধুতে ভরা
সেই দেশটিতে যাবার পরে তোমরা সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পাবে, ঠিক যেমন করে মাবুদ,
তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৪ "হে ইসরাইলীরা, শোন; আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ এক। ৫ তোমরা তোমাদের
সমস্ত অন্তর, তোমাদের সমস্ত প্রাণ ও তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে। ৬ এই যে সব আদেশ আমি আজ তোমাদেরকে দিচ্ছি, তা
তোমাদের অন্তরে থাকুক। ৭ তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের সেগুলো যত্নের সংগে
শিক্ষা দেবে। তোমাদের বাড়িতে থাকবার সময়, পথে চলবার সময়ে, বিছানায় শুতে যাব-
ার সময়, এবং বিছানা থেকে উঠবার সময় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। ৮ এই
আদেশগুলো মনে রাখার সুবিধার জন্য সেগুলোকে তোমাদের হাতে এবং কপালে বেঁধে
রাখবে। ৯ সেগুলো তোমার বাড়ির দরজার মাথায় ও চৌকাঠে লিখে রাখবে।

অবাধ্যতার বিষয়ে সতর্ক করা

১০ "তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই দেশে তিনি তোমাদেরকে
নিয়ে যাবেন। সেখানে রয়েছে বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর শহর যা তোমরা নিজেরা তৈরি কর
নি। ১১ সেখানে রয়েছে ভাল ভাল জিনিসে পূর্ণ এমন সব বাড়ি-ঘর যে সব জিনিস তোমরা
নিজেরা জমা কর নি। সেখানে আছে এমন সব খোঁড়া কূয়া এবং যা তোমরা খোঁড় নি।
সেখানে আছে এমন সব আংগুরক্ষেত ও জলপাইক্ষেত যা তোমরা নিজেরা লাগাও নি।
এসব পেয়ে যখন তুমি খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হবে, ১২ সেই সময় তোমাদের নিজেদের বিষয়ে
সাবধান থেকো। যিনি তোমাদের মিসর দেশ থেকে, গোলামীর-ঘর থেকে, বের করে
এনেছেন সেই মাবুদকে ভুলে যেও না। ১৩ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কেই তোমরা ভয়
করবে, তাঁরই সেবা করবে ও তাঁরই নাম নিয়ে শপথ করবে। ১৪ তোমরা অন্য দেবতাদের,
তোমাদের চারদিকে যে সব লোকেরা আছে তাদের দেবতাদের পেছনে যাবে না।
১৫ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌, তোমাদের মধ্যে আছেন। তিনি তাঁর নিজের গৌরব
অন্যকে দিতে রাজী নন। সাবধান, অন্য দেবতাদের পিছনে গেলে তাঁর ভীষণ রাগ
তোমাদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবে, আর তিনি পৃথিবী থেকে তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।
১৬ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করবে না, যেমন তোমরা মঃসাতে
করেছিলে। ১৭ কিন্তু তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ, নির্দেশ ও সব নিয়ম
যত্নের সংগে পালন করবে। ১৮ মাবুদের চোখে যা ন্যায্য ও ভাল, তা-ই করবে। এতে
তোমাদের মঙ্গল হবে। মাবুদ যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এই
প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তোমাদের সামনে থেকে তোমাদের শত্রুদের দূর করে
দেবেন। ১৯ তুমি মাবুদের কথা অনুসারে সেই চমৎকার দেশটিতে গিয়ে তা অধিকার
করবে।

২০ "ভবিষ্যতে তোমাদের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করবে, 'আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদেরকে যে সব নির্দেশ, নিয়ম ও আইন-কানুন দিয়েছেন, সেগুলোর অর্থ কি?'

২১ তখন তোমরা তাদের বলবে, ‘আমরা মিসর দেশে ফেরাউনের গোলাম ছিলাম। তখন
মাবুদ তাঁর শক্তিশালী হাত দিয়ে মিসর থেকে আমাদেরকে বের করে আনলেন। ২২ মাবুদ
আমাদের চোখের সামনে মিসর দেশে, ফেরাউন ও তাঁর বাড়ির সকলের উপর বড় বড়
এবং ভয়ংকর আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন-কাজ দেখিয়েছিলেন। ২৩ কিন্তু তিনি সেখান থেকে
আমাদেরকে বের করে আনলেন, যাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের তা দিতে পারেন। ২৪ মাবুদ
আমাদেরকে এসব নিয়ম পালন করতে ও আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করতে আদেশ
দিয়েছেন। তা করলে সারা জীবন আমাদের মঙ্গল হবে ও বেঁচে থাকতে পারব, যেমন
আজ আমরা বেঁচে আছি। ২৫ আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ ঠিক যেভাবে আমাদের আদেশ
করেছেন আমরা যদি সতর্কভাবে সেই সব আইন-কানুন মেনে চলি, তাহলে তা-ই হবে
আমাদের ধার্মিকতা।’

আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক

৭ ১ “তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্
তোমাদের নিয়ে যাবেন। তিনি তখন তোমাদের সামনে থেকে অনেক জাতি–
হিট্টীয়, গির্গাশীয়, আমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়– তোমার চেয়ে বড়
ও শক্তিশালী এই সাতটা জাতিকে দূর করে দেবেন। ২ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যখন
তোমাদের হাতে তাদেরকে তুলে দেবেন এবং তোমরা তাদেরকে হারিয়ে দেবে, তখন
তোমরা তাদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে। তাদের সংগে কোন সন্ধি করবে না, এবং
তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাবে না। ৩ তোমরা তাদের সংগে কোন বিয়ের সম্বন্ধ করবে
না। তোমরা তাদের ছেলের কাছে তোমাদের মেয়ে বিয়ে দেবে না ও তোমাদের ছেলের
জন্য তাদের কোন মেয়ে বিয়ের জন্য আনবে না। ৪ কারণ তারা তোমাদের ছেলেমেয়েকে
আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে, আর তারা অন্য দেবতাদের সেবা করবে। তখন
তোমাদের প্রতি মাবুদের ভীষণ রাগ জ্বলে উঠবে এবং তিনি তোমাকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস
করে দেবেন। ৫ কিন্তু তোমরা তাদের প্রতি এরকম ব্যবহার করবে– তাদের সব বেদী
ভেঙ্গে দেবে, তাদের পূজার সব থাম চুরমার করে দেবে, তাদের সব আশেরা-মূর্তি কেটে
ফেলবে এবং তাদের খোদাই-করা সব মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৬ কারণ তোমরা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র পবিত্র লোক। পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্য থেকে তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নিজের লোক হবার জন্য, তাঁর সম্পত্তি হবার জন্য তোমাদেরকে বেছে
নিয়েছেন।

৭ “অন্য সব জাতির চেয়ে যে তোমরা সংখ্যাতে বেশি, আর এজন্য যে মাবুদ
তোমাদেরকে ভালবেসে বেছে নিয়েছেন তা নয়; কারণ অন্য সব জাতির চেয়ে তোমাদের
লোকসংখ্যা কমই ছিল। ৮ কিন্তু এর কারণ হল মাবুদ তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং
তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা রক্ষা করেন, সেজন্য মাবুদ তাঁর
শক্তিশালী হাত ব্যবহার করে তোমাদেরকে বের করে এনেছেন। তিনি গোলামীর-ঘর
থেকে, মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের হাত থেকে, তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। ৯ সুতরাং

তুমি এই কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ই হলেন আল্লাহ্; তিনি বিশ্বস্ত
আল্লাহ্। যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর আদেশ পালন করে, তাদের সংগে হাজার হাজার
পুরুষ পর্যন্ত ভালবাসার চুক্তি রক্ষা করেন। ১০ কিন্তু যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তাদের ধ্বংস
করে তিনি তার শোধ দেন। যারা তাঁকে ঘৃণা করে তাদের ধ্বংস করতে তিনি দেরি করেন
না। ১১ সুতরাং আমি আজ তোমাদেরকে যে সব আদেশ ও নিয়ম ও নির্দেশ দিচ্ছি তা
তোমরা যত্নের সংগে পালন করবে।

বাধ্যতার দোয়া

১২ "তোমরা যদি এই সমস্ত নিয়মগুলো মেনে চলো এবং সেগুলো যত্নের সংগে
পালন কর, তাহলে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের সংগে ভালবাসার চুক্তি মেনে
চলবেন, যা তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ১৩ তিনি তোমাদের
ভালবাসবেন, দোয়া করবেন ও তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন। তিনি তোমাদের
ছেলেমেয়েদের, তোমার ক্ষেতের ফসলে দোয়া করবেন। তিনি তোমার শস্য, তোমার
নতুন আংগুর-রস, তোমার তেল, তোমার গরু-বাছুর ও তোমার ভেড়ার বাচ্চা– এসব
কিছুতে দোয়া করবেন। ১৪ অন্য সব লোকদের চেয়ে তোমরা বেশি দোয়া পাবে।
তোমাদের পুরুষ বা স্ত্রীলোক সকলেরই সন্তান থাকবে, এবং তোমাদের পালের সব পশুই
বাচ্চা দেবে। ১৫ মাবুদ তোমাদের সব অসুখ থেকে দূরে রাখবেন। মিসর দেশে তোমরা
যেসব রোগ দেখেছ সেই সব রোগ তোমাদের উপর হতে দেবেন না। কিন্তু যারা
তোমাদের ঘৃণা করে তাদের উপর সেই সব রোগ হতে দেবেন। ১৬ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ তোমাদের হাতে যে সব জাতিকে তুলে দেবেন, তুমি সেই সমস্ত লোকদের
অবশ্যই ধ্বংস করে দেবে। তুমি তাদের প্রতি দয়া দেখাবে না এবং তাদের দেবতাদেরও
সেবা করবে না, কারণ তা তোমাদের পক্ষে ফাঁদে পড়ার মত হবে।

১৭ "তোমরা মনে মনে বলতে পার, 'এই সব জাতির লোকেরা আমাদের চেয়ে
শক্তিশালী। আমরা কেমন করে তাদের বেদখল করবো?' ১৮ কিন্তু তোমরা তাদের ভয়
কোরো না। তোমরা মনে করে দেখ মাবুদ আল্লাহ্ ফেরাউন ও সারা মিসর দেশের উপর
কি করেছিলেন। ১৯ তোমরা তো নিজের চোখেই দেখেছ যে, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্
ভীষণ পরীক্ষা, আশ্চর্য চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত কাজ দ্বারা, এবং তাঁর কঠোর এবং শক্তিশালী
হাত দ্বারা তোমাদের বের করে এনেছেন। তোমরা যাদের ভয় পাও সেই সমস্ত জাতির
বিরুদ্ধেও তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্, সেই একই কাজ করবেন। ২০ এছাড়া, এরপরেও যারা
তাদের মধ্যে বেঁচে যাবে ও তোমাদের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখবে, তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ তাদের জন্য ভীমরুল পাঠিয়ে দেবেন যেন তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।
২১ তোমরা তাদের ভয় করবে না, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে
আছেন, তিনি ভয় জাগানো মহান আল্লাহ্। ২২ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমার সামনে
থেকে ঐ সব জাতিদেরকে, অল্প অল্প করে দূর করে দেবেন। তোমরা তাদের সকলকে
একসংগে ধ্বংস করে দেবে না। যদি তোমরা তাই কর, তাহলে তোমাদের চারপাশে বুনো
জানোয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ২৩ কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের হাতে

তাদেরকে তুলে দেবেন। তাদেরকে ভীষণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেবেন, যতক্ষণ না
তারা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। ২৪ তিনি তাদের বাদশাহ্‌দেরকে তোমার হাতে তুলে
দেবেন। তোমরা আকাশের নিচ থেকে তাদের নাম মুছে ফেলবে। কেউ তোমাদের সামনে
দাঁড়াতে পারবে না। তোমরা তাদের ধ্বংস করে ফেলবে।

২৫ "তোমরা তাদের প্রতিমাগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। তোমরা তাদের গায়ের
সোনা ও রূপার উপর লোভ করবে না। তোমাদের নিজেদের জন্য তা নেবে না। তা না
হলে সেগুলো তোমাদের কাছে ফাঁদের মত হবে, কারণ সেগুলো তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণার জিনিস। ২৬ কোন ঘৃণার জিনিস তোমাদের ঘরে আনবে না। সেগুলো
যদি তোমরা ঘরে আন, তবে তোমাদের উপরও ধ্বংসের অভিশাপ নেমে আসবে।
তোমরা সেগুলো মনে-প্রাণে ঘৃণা ও তুচ্ছ করবে, কারণ সেগুলোর উপর ধ্বংসের অভি-
শাপ রয়েছে।

সাবধান বাণী

৮ ১ "আজ আমি তোমাদেরকে যে সব আদেশ দিচ্ছি, তোমরা যত্নের সংগে তার
প্রত্যেকটি আদেশ পালন করবে। তা করলে তোমরা বাঁচবে, বৃদ্ধি পাবে এবং
মাবুদ যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই দেশে
গিয়ে তা অধিকার করতে পারবে। ২ মনে রেখো, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে
এই চল্লিশ বছর মরুভূমির মধ্য দিয়ে পরিচালনা করে নিয়ে এসেছেন। তোমরা তাঁর
আদেশ পালন করবে কিনা তা জানতে তিনি তোমাদের নম্র করার জন্য তোমাদের পরীক্ষা
করেছিলেন। ৩ তিনি তোমাদেরকে নম্র করলেন ও তোমাদের ক্ষুধায় কষ্ট দিলেন, তারপর
তিনি তোমাদের মান্না খেতে দিলেন, যে মান্নার কথা তোমরাও জানতে না, তোমাদের
পূর্বপুরুষেরাও জানতো না। মাবুদ তা করেছিলেন যাতে তোমরা জানতে পারো যে, মানুষ
কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু মাবুদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়, তাতেই বাঁচে। ৪ এই
চল্লিশ বছর তোমাদের গায়ের কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় নি এবং তোমাদের পা ফুলে যায়
নি। ৫ এই কথা তোমাদের হৃদয়ে জেনে রেখো যে, মানুষ যেমন তার সন্তানদের শাসন
করে তেমনি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেকে শাসন করেন।

৬ "তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবে, তাঁর পথে চলবে
এবং তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করবে। ৭ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একটা
ভাল দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই দেশে উপত্যকা ও পাহাড় থেকে পানির স্রোত বয়ে যায়,
ঝর্ণা ও মাটির তলার থেকে পানি বের হয়ে আসে। ৮ সেই দেশে গম, যব, আংগুরলতা,
ডুমুর গাছ ও ডালিম এবং জলপাই তেল ও মধু পাওয়া যায়। ৯ সেই দেশে খাবারের
বিষয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না, তোমার কোন জিনিসের অভাব হবে না। সেখানকার
পাথরে লোহা আছে, এবং সেখানকার পাহাড় থেকে তোমরা তামা খুঁড়ে তুলতে পারবে।
১০ যখন তোমরা খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হবে, তখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সেই
ভাল দেশটি দেবার জন্য তাঁর প্রশংসা করবে।

১১ "সাবধান, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে যেও না। আমি আজ তাঁর যে সব

BACIB
International Bible
CHURCH

আদেশ, নিয়ম ও নির্দেশ তোমাকে দিচ্ছি, সেগুলো পালন করতে ব্যর্থ হয়ো না। ১২ যদি
তোমরা সতর্ক না থাক, তবে যখন তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে তৃপ্ত হবে, যখন তোমরা
ভাল বাড়ি-ঘর তৈরি করে বাস করবে, ১৩ যখন তোমাদের গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল বৃদ্ধি
পাবে, এবং তোমার সোনা ও রূপা বৃদ্ধি পাবে ও তোমাদের সব কিছু বেড়ে যাবে,
১৪ তখন তোমার হৃদয় অহংকারে ভরে যাবে এবং যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর-ঘর
থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন তোমাদের সেই মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবে।
১৫ তিনি সেই বিশাল এবং সাংঘাতিক মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছেন। সেই মরুভূমি
বিষাক্ত সাপ এবং কাঁকড়াবিছায় ভরা ছিল। সেখানকার জমি ছিল শুকনো এবং কোথাও
পানি ছিল না। আল্লাহ্‌ সেখানকার শক্ত পাথরের ভেতর থেকে তোমাদের পানি
দিয়েছিলেন। ১৬ মরুভূমিতে মাবুদ তোমাদের মান্না খাইয়েছিলেন, যেটা তোমাদের
পূর্বপুরুষরা কোনোদিন দেখে নি। মাবুদ তোমাদের নম্র করতে পরীক্ষা করেছিলেন, যাতে
শেষে সমস্ত কিছুতে তোমাদের মঙ্গল হয়। ১৭ তোমরা হয়তো মনে মনে বলতে পার,
'আমার নিজেদের শক্তিতে, নিজেদের হাতে কাজ করে আমরা এই সব সম্পদ লাভ
করেছি।' ১৮ কিন্তু তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মনে রেখো, কারণ তিনিই
তোমাদের ঐ সম্পদ লাভ করার জন্য শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের
সংগে যে চুক্তি করেছিলেন সেটিকে রক্ষা করেছেন, ঠিক যেমন তিনি আজও তা করছেন।

১৯ "যদি তুমি কোন ভাবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভুলে যাও, অন্য দেবতাদের
পিছনে যাও, তাদের সেবা কর ও তাদের কাছে সেজ্‌দা কর, তবে আমি তোমাদের
বিরুদ্ধে আজ এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। ২০ তোমাদের
সামনে মাবুদ যে সব জাতিকে ধ্বংস করেছেন, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কথা মেনে না
চললে, তাদের মতই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

বনি-ইসরাইলদের অবাধ্যতা

৯ ১ "হে ইসরাইলীরা, শোন। তোমরা এখন তোমাদের থেকে বড় ও শক্তিশালী
জাতিদেরকে, এবং তাদের আকাশ ছোঁয়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বড় বড়
শহরগুলো দখল করার জন্য জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ। ২ সেখানকার লোকেরা লম্বা
এবং শক্তিশালী, তারা হল অনাকীয়। তোমরা ঐ লোকদের বিষয়ে জানো এবং তাদের
সম্বন্ধে তোমরা এই কথা বলতে শুনেছ, 'অনাকীয়দের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?' ৩ কিন্তু
আজ তোমরা এই কথা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ নিজে ধ্বংসকারী
আগুনের মত তোমার আগে আগে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তিনি
তাদেরকে তোমাদের সামনে নত করবেন। তোমাদের কাছে মাবুদ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন
সেই অনুসারে তোমরা তাদের তাড়িয়ে দেবে এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের শেষ করে
দেবে।

৪ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যখন তোমাদের সামনে থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে
দেবেন, তখন মনে মনে এই কথা ভেবো না, 'আমাদের ধার্মিকতার জন্যই মাবুদ
আমাদেরকে এই দেশ অধিকার করাতে এখানে নিয়ে এসেছেন।' আসলে না তা নয়;

সেই জাতিদের দুষ্টতার জন্যই মাবুদ সেই সব জাতিদের তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে
দিচ্ছেন। ৫ তোমরা যে ধার্মিক বা সৎ বলেই যে, তোমরা তাদের দেশ অধিকার করতে
যাচ্ছ, তা নয়। কিন্তু সেই জাতিদের দুষ্টতার জন্য এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম,
ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে যে শপথ করেছিলেন, তা পূরণ করার জন্য তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ তোমাদের সামনে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন। ৬ কাজেই এই কথা জেনে রেখো
যে, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের ধার্মিকতার জন্যই এই ভাল দেশটি অধিকার
করতে দেবেন, তা নয়; কারণ তোমরা একটা একগুঁয়ে জাতি।

৭ "তোমরা মরুভূমির মধ্যে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে কি রকম ভাবে রাগিয়ে
তুলতে তা মনে রেখো, ভুলে যেও না। মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার দিন থেকে
শুরু করে এই জায়গায় আসা পর্যন্ত তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আসছ।
৮ তোমরা হোরেব পাহাড়ে এমন ভাবে আল্লাহ্‌র গজবকে জাগিয়ে তুলেছিলে যে, তিনি
ভীষণ রেগে গিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিলেন। ৯ যখন আমি সেই দু'টি
পাথরের ফলক, অর্থাৎ তোমাদের সংগে মাবুদ যে চুক্তি করেছিলেন, আইন-কানুনের সেই
দু'টি পাথরের ফলক গ্রহণ করার জন্য পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশ দিন ও চল্লিশ
রাত আমি সেখানেই ছিলাম। তখন আমি কোন রুটি বা পানি খাই নি। ১০ মাবুদ আমাকে
দু'টি পাথরের ফলক দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে সেই ফলক দু'টির
উপরে তাঁর আদেশগুলো লিখেছিলেন। তোমরা সকলে যখন পাহাড়ে জড়ো হয়েছিলে
সেই সময় মাবুদ আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের যা বলেছিলেন সেই সবই তিনি তাতে
লিখেছিলেন।

১১ "সেই চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাতের শেষে মাবুদ সেই দু'টি পাথর-ফলক অর্থাৎ
চুক্তির পাথর-ফলক আমাকে দিলেন। ১২ তখন মাবুদ আমাকে বললেন, 'ওঠো, তাড়াতাড়ি
এখান থেকে নিচে নেমে যাও। তুমি যে লোকদের মিসর থেকে নিয়ে এসেছিলে, তারা
কুপথে গেছে। যে পথে চলবার আদেশ আমি দিয়েছিলাম খুব তাড়াতাড়ি তারা তা থেকে
দূরে সরে গেছে এবং নিজেদের জন্য ছাঁচে ফেলে একটা মূর্তি তৈরি করেছে।'
১৩ "মাবুদ আমাকে আরও বললেন, 'আমি এই লোকদেরকে দেখেছি, আর তারা সত্যিই
একটি একগুঁয়ে জাতি! ১৪ তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না, আমি তাদেরকে শেষ করে
ফেলবো, এবং আকাশের নিচ থেকে তাদের নাম মুছে ফেলবো। এর পর আমি তোমার
মধ্য থেকে তাদের চেয়েও শক্তিশালী ও বড় একটি জাতির সৃষ্টি করবো।'

১৫ "তখন আমি ফিরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। পাহাড়টি আগুনে জ্বলছিল,
আর চুক্তির সেই ফলক দু'টি আমার হাতে ছিল। ১৬ আমি তোমাদের দিকে চেয়ে দেখলাম
যে, তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পাপ করেছ, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢেলে
একটা বাছুরের মূর্তি তৈরি করেছ। মাবুদ তোমাদের যে পথে চলবার আদেশ দিয়েছিলেন
তোমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই পথ থেকে সরে গেছ। ১৭ সুতরাং আমি সেই পাথরের ফলক
দু'টিকে আমার হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তোমাদের চোখের সামনেই আমি ফলক
দু'টিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললাম।

BACIB | International Bible CHURCH

১৮ “আমি আগের বারের মত আবার চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত মাবুদের সামনে
উবুড় হয়ে পড়ে রইলাম। আমি পানি বা রুটি কিছুই মুখে দিলাম না। এর কারণ হল
তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে এবং তাঁকে রাগিয়ে তুলেছিলে। ১৯ আমি মাবুদের
ভয়ানক রাগ দেখে ভয় পেয়েছিলাম, কারণ তোমাদের ধ্বংস করে দেবার জন্য গজব
পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাবুদ এবারও আমার কথা শুনেছিলেন। ২০ হারুনের উপরে
মাবুদ প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন, এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি
সেই সময় হারুনের জন্যও মিনতি করেছিলাম। ২১ এছাড়া, আমি তোমাদের সেই পাপের
জিনিস, যে বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম। এর পর
আমি সেটা ধূলার মত গুঁড়া করে পাহাড় থেকে যে নদী নেমে এসেছে তার স্রোতে ফেলে
দিলাম।

২২ “তোমরা এছাড়া তবিয়েরাতে, মঃসাতে ও কিব্রোৎহত্তাবাতে মাবুদের রাগ
জাগিয়ে তুলেছিলে। ২৩ মাবুদ যখন তোমাদের কাদেশ-বর্ণেয় হতে রওনা করতে বললেন,
তখন তিনি বলেছিলেন, ‘ওপরে ওঠে যাও, আমি তোমাদের যে দেশ দিচ্ছি তোমরা গিয়ে
তা অধিকার কর।’ কিন্তু তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করলে। তোমরা তাঁর উপরে আস্থা রাখো নি। তোমরা তাঁর আদেশে কান দাও নি।
২৪ যখন থেকে আমি তোমাদের জানি, তোমরা সব সময় মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই
চলেছ।

২৫ “আমি মাবুদের সামনে সেই চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উবুড় হয়ে পরে রইলাম,
কারণ আল্লাহ্‌ বলেছিলেন তিনি তোমাদের ধ্বংস করে ফেলবেন। ২৬ আমি মাবুদের কাছে
মুনাজাত করে বলেছিলাম, ‘হে সর্বশক্তিমান মাবুদ, তুমি তোমার লোকদেরকে, তোমার
সম্পত্তিকে ধ্বংস কোরো না। তুমি তাদের তোমার মহা ক্ষমতা ও তোমার শক্তিশালী হাত
ব্যবহার করে তাদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছ। ২৭ তোমার গোলাম ইব্রাহিম,
ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কথা মনে কর। এই লোকদের একগুঁয়েমি, তাদের মন্দ পথ এবং
পাপের দিকে চেয়ে দেখো না। ২৮ তা না হলে, তুমি আমাদেরকে যে দেশ থেকে বের করে
এনেছ, সেই দেশের লোকেরা এই কথা বলবে, ‘মাবুদ ওদেরকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা
করেছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যেতে পারেন নি বলে, ও তাদের ঘৃণা করতেন বলে,
তাদের মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছেন। ২৯ কিন্তু এরাই তো তোমার লোক ও
তোমার সম্পত্তি, যাদেরকে তুমি মহাশক্তিতে এবং তোমার বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দিয়ে বের
করে এনেছ।’

দ্বিতীয়বার পাথরের ফলক দেওয়া

১০ ১ “সেই সময়ে মাবুদ আমাকে বললেন, ‘তুমি প্রথমবারের মতই দু’টি
পাথর-ফলক কেটে পাহাড়ের উপরে আমার কাছে উঠে এসো। এছাড়া
একটি কাঠের সিন্দুকও তৈরি করবে। ২ তোমাকে আগে যে দু’টি পাথরের ফলক
দিয়েছিলাম সেখানে যে যে কথা লেখা ছিল, আমি এই দু’টি পাথর ফলকে তা লিখে
দেব। এর পর তুমি সেই ফলক দু’টি সেই সিন্দুকে রাখবে।

৩ “সেজন্য আমি বাব্‌লা কাঠ দিয়ে একটি সিন্দুক তৈরি করলাম। প্রথম দু’টির
মত আমি দু’টি পাথরের ফলক কাটলাম। এর পর ঐ দু’টি ফলক হাতে নিয়ে আমি
পাহাড়ের উপরে উঠে গেলাম। ৪ মাবুদ সেই ফলক দু’টির উপরে ঐ একই কথা
লিখেছিলে যা তিনি আগের দুটিতে লিখেছিলেন। তা হল সেই দশটি আদেশ, যা তিনি
তোমাদের সকলের একসংগে জড়ো হওয়ার দিনে পাহাড়ের উপরে আগুনের মধ্য থেকে
ঘোষণা করেছিলেন। এর পর মাবুদ সেই ফলক দু’টি আমাকে দিয়েছিলেন। ৫ আমি
পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফিরে এসে মাবুদের আদেশ অনুসারে আমার তৈরি সিন্দুকের
মধ্যে সেই ফলক দু’টি রাখলাম। সেই ফলক দু’টি এখনও সেই সিন্দুকেই আছে।”

৬ বনি-ইসরাইলরা বেরোৎ-বেনেয়া-কন থেকে মোষেরোতে এসে পৌঁছালে সেই
জায়গায় হারুন মারা গিয়েছিলেন, এবং সেখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। হারুনের
মারা যাবার পর তাঁর ছেলে ইলিয়াসর তাঁর জায়গায় ইমাম হয়েছিলেন। ৭ সেই জায়গা
থেকে যাত্রা করে তারা গুধগোদায় এলো, এবং গুধগোদা থেকে যাত্রা করে যট্‌বাথায়
গেল। এই জায়গায় অনেকগুলো পানির স্রোত ছিল। ৮ সেই সময়ে মাবুদের সাক্ষ্য-সিন্দুক
বয়ে নিয়ে যাবার জন্য, মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা-কাজ করার জন্য এবং তাঁর
নামে দোয়া করতে মাবুদ লেবির বংশকে বেছে নিয়েছিলেন। এসব কাজ তারা আজও
পর্যন্ত করে আসছে। ৯ এই কারণে লেবীয়রা তাদের ইসরাইলী ভাইদের মধ্যে সম্পত্তির
কোন ভাগ বা অধিকার পায় নি। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যেমন বলেছেন সেই অনুসারে
মাবুদই তাদের সম্পত্তি।

১০ “আমি প্রথমবারের মত চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত পাহাড়ের উপর ছিলাম এবং
এই সময়েও মাবুদ আমার কথা শুনলেন। মাবুদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে
চাইলেন না। ১১ মাবুদ আমাকে বললেন, ‘যাও, তুমি তাদের পরিচালনা করে নিয়ে যাও।
আমি তাদেরকে যে দেশ দেবার জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম, তারা
সেই দেশে গিয়ে তা অধিকার করুক।’

মাবুদ আল্লাহ্‌ যা চান

১২ “এখন হে ইসরাইলীরা, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে কি চান?
তিনি চান যেন তুমি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চলো ও তাঁকে
ভালবাস, এবং তোমাদের সব অন্তর ও তোমাদের সব প্রাণ দিয়ে তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র সেবা কর। ১৩ আজ আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য মাবুদের যে সব আদেশ ও
নিয়ম তোমাদেরকে দিচ্ছি, তা পালন কর।

১৪ “দেখ, আকাশ ও আকাশের উপরের সব কিছু, পৃথিবী ও তার মধ্যেকার সব
কিছু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র। ১৫ মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খুবই ভালবাসতেন।
তিনি তোমাদের অর্থাৎ তাদের বংশধরদের সব জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছিলেন,
যেমন আজও তোমরা সেই বেছে নেওয়া জাতিই আছ। ১৬ সেজন্য তোমরা তোমাদের
হৃদয়ের খৎনা করাও, আর একগুঁয়ে হয়ে থেকো না। ১৭ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ই
দেবতাদের আল্লাহ্‌ ও প্রভুদের প্রভু। তিনি মহান আল্লাহ্‌, শক্তিশালী ও ভয় জাগানো

BACIB
International Bible
CHURCH

আল্লাহ্‌। তিনি কারও পক্ষ নেন না এবং ঘুষও খান না। ১৮ তিনি এতিম এবং বিধবারা
যাতে ন্যায় বিচার পায় সেই দিকে খেয়াল রাখেন। তিনি বিদেশীদেরকে খাবার ও কাপড়-
চোপড় দিয়ে ভালবাসা দেখান। ১৯ তাই তোমরাও বিদেশীদেরকে ভালবেসো, কারণ মিসর
দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। ২০ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ও
তাঁরই সেবা করবে। তোমরা তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং তাঁর নামেই শপথ
করবে। ২১ তিনিই তোমাদের প্রশংসার পাত্র; তিনি তোমাদের আল্লাহ্‌, যিনি তোমাদের
জন্য মহৎ ও ভয় জাগানো সব কাজ করেছেন, যা তোমরা নিজের চোখেই দেখেছ।
২২ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মাত্র সত্তর জন মিসর দেশে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে আকাশের তারার মত করেছেন যা গুনে শেষ করা যায় না।

মাবুদকে ভালবাসা ও তাঁর আদেশ পালন করা

১১

১ "তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে এবং তাঁর নিয়ম, নির্দেশ
ও আদেশ সব সময় পালন করবে। ২ আজ তোমরা মনে রেখো যে, আমি
তোমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে এই কথা বলছি না, কারণ তারা তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র শাসন দেখে নি। তারা তাঁর মহিমা, তাঁর শক্তিশালী হাত, বাড়িয়ে দেওয়া বাহু
দেখেনি। ৩ তিনি যে সব চিহ্ন-কাজ করেছেন ও মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের প্রতি ও
তাঁর সমস্ত দেশের প্রতি তিনি যা যা করেছেন, তাঁর সেই সব কাজ তারা দেখে নি।
৪ এছাড়া, মিসরীয় সৈন্যদল, তাদের ঘোড়া ও রথগুলোর প্রতি মাবুদ যা করেছেন তা তারা
দেখে নি। সেই সৈন্যদল তোমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে আসার পর, মাবুদ যেভাবে
লোহিত সাগরের পানি তাদের উপরে বইয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করলেন– এই সমস্ত
কাজ তারা দেখে নি। ৫ তোমরা এই জায়গায় না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের প্রতি
তিনি মরুভূমিতে যে সব কাজ করেছেন তা-ও তোমাদের ছেলেমেয়েরা দেখে নি। ৬ তিনি
রূবেণ বংশের ইলীয়াবের ছেলে দাথন ও অবীরামের প্রতি যা করেছেন– মাটি যেভাবে মুখ
খুলে তাদের, তাদের পরিবারের লোকদের, তাদের তাঁবু ও তাদের অধিকারে থাকা সমস্ত
প্রাণীকে গিলে ফেলেছিল– এসব তারা দেখে নি। ৭ কিন্তু মাবুদ যে সমস্ত মহৎ কাজ
করেছিলেন সেগুলো তোমরা নিজের চোখে দেখেছিলে।

৮ "তাই আজ আমি তোমাদেরকে যে সব আদেশ দিচ্ছি, সেগুলো পালন করবে,
যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করার জন্য জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ, তার জন্য শক্তি
পাও। ৯ তাহলে মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ও তাঁদের বংশকে যে দেশ দিতে শপথ
করেছিলে, দুধ ও মধুতে ভরা সেই দেশে তোমরা অনেক দিন বাস করতে পারবে।
১০ তোমরা যে দেশটি অধিকার করতে চলেছ সেটি সেই মিসর দেশের মত নয়, যে দেশ
থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছ। মিসরে তোমরা তোমাদের শস্যের বীজ বুনতে এবং পা
দিয়ে পানি সেচের কাজ করতে, যেমন সবজী ক্ষেতে করা হয়। ১১ কিন্তু তোমরা যে
দেশটি দখল করতে জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ, সেটি পাহাড় ও উপত্যকায় ভরা দেশ।
সেই দেশ তার প্রয়োজনীয় পানি পায় আকাশের বৃষ্টি থেকে। ১২ সেই দেশের দেখাশোনা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ই করেন। বছরের শুরু থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত সব সময়

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।
১৩ "সুতরাং আমি আজ তোমাদেরকে যে সব আদেশ দিচ্ছি, তোমরা যদি তা বিশ্বস্তভাবে
মেনে চল– তোমাদের সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে
ভালবাস ও তাঁর সেবা কর– ১৪ তবে আমি ঠিক সময়ে, অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তকালে
তোমাদের দেশে বৃষ্টি পাঠিয়ে দেব, তাতে তোমরা তোমাদের শস্য, আংগুর-রস ও তেল
পাবে। ১৫ আমি তোমাদের পশুদের জন্য তোমাদের ক্ষেতে ঘাস জন্মাব এবং তোমরা পেট
ভরে খেতে পাবে।

১৬ "তোমরা সতর্ক থেকো, তা না হলে তোমরা ছলনায় পড়ে বিপথে যাবে, এবং
অন্য দেবতাদের সেবা করবে ও তাদের সেজ্‌দা করবে। ১৭ তা করলে তোমাদের উপর
প্রভুর রাগের আগুন জ্বলে উঠবে। তখন তিনি আকাশের দরজা বন্ধ করে দেবেন, যাতে
কোন বৃষ্টি না হয়। তখন জমিতে কোন ফসল হবে না এবং মাবুদ তোমাদেরকে যে দেশ
দিতে যাচ্ছেন সেই ভাল দেশটি থেকে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৮ "তোমরা এসব কথা তোমাদের অন্তরে ও মনে গেঁথে রেখো; এবং সেগুলো
চিহ্ন হিসাবে তোমাদের হাতে ও কপালে বেঁধে রেখো। ১৯ সেগুলো তোমাদের
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবে। যখন তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসে থাকবে, যখন
তোমরা পথে হাঁটবে, যখন তোমরা শুয়ে থাকবে এবং যখন তোমরা বিছানা থেকে উঠবে
তখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। ২০ তোমরা তোমাদের বাড়ির দরজার
চৌকাঠে ও তোমাদের দরজায় তা লিখে রাখবে। ২১ তাতে মাবুদ তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যে দেশ দিতে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে তোমরা ও তোমাদের
ছেলেমেয়েরা ততকাল বেঁচে থাকবে যতকাল পৃথিবীর উপরে আকাশ থাকবে।

২২ "আমি এই যে সব আদেশ তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা যদি যত্নের সংগে তা
পালন কর– তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাঁর পথে চলো, এবং তাঁকে আকড়ে
ধরে থাক– ২৩ তবে মাবুদ তোমাদের সামনে থেকে এই সমস্ত জাতিকে তাড়িয়ে দেবেন।
তখন তোমরা তোমাদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী এই সমস্ত জাতিকে বেদখল করতে
পারবে। ২৪ যে সব জায়গায় তোমাদের পা পড়বে, সেই সব জায়গাই তোমাদের হবে–
মরুভূমি থেকে ও লেবানন পর্যন্ত, এবং ফোরাত নদী থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের
সীমা হবে। ২৫ কোন মানুষই তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তেমনি সেখানকার লোকদের মনের
মধ্যে তোমাদের সম্বন্ধে ভয় ও কাঁপুনি ধরিয়ে দেবেন।

২৬ "দেখ, আজ আমি তোমাদের সামনে একটা দোয়া ও একটা অভিশাপ
রাখলাম। ২৭ আজ আমি তোমাদেরকে যে সব আদেশ দিলাম, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
সেই সব আদেশ যদি মেনে চল, তবে দোয়া পাবে। ২৮ কিন্তু যদি তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে না চলো, এবং আমি আজ তোমাদেরকে যে পথে চলবার আদেশ
দিলাম, যদি সেই পথ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের অজানা অন্য দেবতাদের পিছনে যাও,
তবে তোমাদের উপর অভিশাপ পড়বে।

২৯ “তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যাচ্ছ সেই দেশে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদের নিয়ে গেলে পর তোমরা গরিষীম পাহাড়ের উপর থেকে আশীর্বাদের কথাগুলো
এবং এবল পাহাড়ের উপর থেকে অভিশাপের কথাগুলো ঘোষণা করবে। ৩০ তোমরা জান,
সেই পাহাড় দু’টি রয়েছে জর্ডান নদীর ওপারে, রাস্তার পশ্চিমে গিল্‌গলের কাছাকাছি
অরাবার বাসিন্দা কেনানীয়দের দেশের মধ্যে মোরির এলোন বনের কাছে।
৩১ “তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে সেই দেশে ঢুকতে যাচ্ছ। তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌, তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন তোমরা সেই দেশ অধিকার করবে। যখন
তোমরা সেই দেশ অধিকার করে বসবাস করতে শুরু করবে, ৩২ তখন এই বিষয়ে নিশ্চিত
হবে যে, আমি আজ তোমাদের সামনে যে সব নিয়ম ও আইন-কানুন দিলাম সেগুলো
যত্নের সংগে পালন করে চলবে।

এবাদত করার জায়গা

১২

১ “তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে দেশ অধিকার
হিসেবে দিয়েছেন, সেই দেশে যতদিন তোমরা বাস করবে, এই সমস্ত নিয়ম
ও আইন-কানুন, যত্নের সংগে পালন করবে। ২ কিন্তু সেখানে যে সব জাতি বাস করতো
তারা তাদের দেব-দেবতাদের পূজা করতো। সুতরাং সেই দেশ অধিকার করার পর, তারা
যে সব জায়গাগুলোতে পূজা করতো সেই সমস্ত ছোট-বড় পাহাড়ের উপরের জায়গাগুলো
ও ডালপালা ছড়ানো সবুজ গাছের নিচের সেই জায়গাগুলো একেবারে ধ্বংস করে দেবে।
৩ এই সমস্ত জাতিরা যেখানেই তাদের দেবতাদের পূজা করতো পূজার সেই সব বেদী
ভেঙ্গে দেবে, তাদের পবিত্র পাথরগুলো চুরমার করবে, তাদের সব আশেরা-মূর্তি আগুনে
পুড়িয়ে দেবে, তাদের দেবতার মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দেবে। এভাবে তোমরা অবশ্যই
সেই জায়গা থেকে তাদের নাম একেবারে মুছে ফেলবে।
৪ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত তাদের মত করে করবে না।
৫ কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সব বংশের মধ্যে যে জায়গাটি তাঁর নামের
জন্য বেছে নেবেন, তাঁর সেই থাকবার জায়গায় তোমরা তাঁর এবাদত করবে ও সেই
জায়গায় উপস্থিত হবে। ৬ তোমরা তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী, অন্যান্য পশু-
কোরবানী, তোমাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ, তোমাদের বিশেষ উপহার এবং
মানতের জিনিস, নিজেদের ইচ্ছায় দেওয়া কোরবানী এবং তোমাদের পশুপালের প্রথমে
জন্মেছে এমন পশুর বাচ্চাদের সেখানেই নিয়ে যাবে। ৭ সেখানে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
উপস্থিতিতে তোমরা ও তোমাদের পরিবার খাওয়া-দাওয়া করবে, এবং যেসব ভাল
জিনিসের জন্য তোমরা পরিশ্রম করেছ তার জন্য আনন্দ করবে।
৮ “তোমরা সেই দেশে গেলে পর আমরা যেমন আজ এখানে যার চোখে যা ভাল
তা-ই করছি তোমরা সেখানে তা করবে না। ৯ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের
যে সম্পত্তি দিতে যাচ্ছেন, সেই বিশ্রামের জায়গায় তোমরা এখনও যাও নি। ১০ কিন্তু
তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে যাবে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সম্পত্তি হিসাবে যে
দেশ দিচ্ছেন সেখানে বাস করবে। তখন তিনি তোমাদের চারদিকের সব শত্রু থেকে

বিশ্রাম দেবেন যেন তোমরা নিরাপদে সেখানে বাস করতে পার। ১১ তখন তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নামের বসবাসের জন্য যে জায়গা বেছে নেবেন, সেখানে তোমরা
আমার আদেশ অনুসারে সব জিনিসপত্র নিয়ে আসবে। এসবের মধ্যে থাকবে তোমাদের
পোড়ানো-কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী, তোমাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ,
বিশেষ উপহার, তোমাদের বাছাই করা জিনিস যা তোমরা মাবুদের কাছে মানত করেছ।
১২ সেখানে তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়েরা ও তোমাদের গোলাম-বাঁদীরা, আর
তোমাদের শহরের লেবীয়রা, যাদের নিজের বলতে কোন জায়গা-জমি কিংবা সম্পত্তি
নেই– তোমরা সবাই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে আনন্দ করবে।

১৩ "সাবধান, তোমাদের খুশীমত যে কোন জায়গায় তোমরা পোড়ানো-কোরবানী
করবে না। ১৪ তোমাদের বংশগুলো মধ্যে মাবুদ যে জায়গা বেছে নেবেন কেবলমাত্র
সেখানেই তোমরা ঐসব পোড়ানো-কোরবানী দেবে। আমি যে সব আদেশ দিয়েছি
তোমরা সেখানেই সেই সব আদেশ পালন করবে।

১৫ "তবুও তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া করে যে সব পশু দেবেন
তোমরা সেগুলো জবাই করে তার মাংস খেতে পারবে, যেমন করে কৃষ্ণসার কিংবা
হরিণের মাংস খেয়ে থাক। তোমাদের মধ্যেকার নাপাক বা পাক-পবিত্র সব লোকই তা
খেতে পারবে, তা তোমরা গ্রাম বা শহরে যেখানেই থাক না কেন। ১৬ কিন্তু তোমরা কোন
রক্ত খাবে না, তা পানির মত করে মাটিতে ঢেলে ফেলবে। ১৭ তোমরা যেখানে বাস
করছো সেই জায়গায় তোমাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগের কোন কিছু খাবে না।
এই দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে রয়েছে শস্য, আংগুর-রস ও তেল, গরু ও ছাগল-
ভেড়ার প্রথমে জন্মেছে এমন বাচ্চা, এবং মানতের জিনিস, নিজের ইচ্ছায় দেওয়া
কোরবানী, এবং বিশেষ উপহার। ১৮ কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যে জায়গা বেছে
নেবেন, সেই জায়গায় তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে,
তোমার গোলাম-বাঁদী ও তোমার শহরে বাসকারী লেবীয়রা– তোমরা সকলে তা খাবে
এবং যেসব ভাল জিনিসের জন্য তোমরা পরিশ্রম করেছ তার জন্য আনন্দ করবে।
১৯ সাবধান, তোমরা তোমাদের দেশে যতদিন থাকবে, ততদিন লেবীয়দের অবহেলা
করবে না।

২০ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই অনুসারে তিনি যখন
তোমাদের সীমানা বাড়িয়ে দেবেন, তখন তোমরা মাংস খাবার ইচ্ছা নিয়ে বলবে, 'আমি
একটু মাংস খেতে চাই,' তখন তোমরা খুশীমত মাংস খেতে পারবে। ২১ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ যে জায়গাটিকে তাঁর নাম থাকবার জন্য বেছে নেবেন, তা যদি তোমাদের কাছ
থেকে অনেক দূরে হয়, তবে যেমন আদেশ দিয়েছি সেভাবেই কাজ করবে। মাবুদ যে গরু
ও ছাগল-ভেড়ার পাল তোমাদের দিয়েছেন সেখান থেকে পশু নিয়ে জবাই করবে, ও
ইচ্ছেমত তোমাদের শহরের মধ্যে তা খেতে পারবে। ২২ লোকেরা যেমন কৃষ্ণসার ও
হরিণের মাংস খায়, তেমনি তা খাবে। পবিত্র বা অপবিত্র অবস্থায় সব লোকই তা খেতে
পারবে। ২৩ কিন্তু রক্ত খাওয়া থেকে খুব সাবধান থেকো, কারণ রক্তই হল প্রাণ। তোমরা

BACIB
International Bible
CHURCH

মাংসের সংগে সেই প্রাণ খাবে না। ২৪ তোমরা রক্ত খাবে না, পানির মত তা মাটিতে
ঢেলে ফেলবে। ২৫ তোমরা তা খাবে না, এতে তোমাদের ও তোমাদের পরে তোমাদের
সন্তানদের মঙ্গল হবে, কারণ এতে মাবুদের চোখে একটি ভাল কাজ করা হবে।
২৬ "কিন্তু মাবুদ যে জায়গা বেছে নেবেন সেই জায়গায় তোমরা তোমাদের পবিত্র
জিনিস এবং তোমাদের মানতের জিনিস নিয়ে যাবে। ২৭ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
কোরবানগাহ্‌র উপরে তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী, মাংস ও রক্ত এ দুটোই কোরবানী
করবে। তোমাদের কোরবানীগুলোর রক্ত তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কোরবানগাহ্‌র উপরে
ঢেলে দিতে হবে, কিন্তু তার মাংস তোমরা খেতে পারবে। ২৮ আমি তোমাদের যে সব
আদেশ দিলাম তা মেনে চলার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
চোখে যা ভাল ও ন্যায্য, সেই কাজগুলো করলে তোমাদের এবং তোমাদের পরে
তোমাদের সন্তানদের সব সময় মঙ্গল হবে।

দেব-দেবতাদের পূজার বিষয়ে সাবধান করা

২৯ "তোমরা যে জাতিদেরকে আক্রমন করে বেদখল করতে যাচ্ছ, তাদেরকে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সামনে থেকে দূর করে দেবেন। কিন্তু তোমরা যখন
তাদের তাড়িয়ে দেবে এবং তাদের দেশে বাস করবে; ৩০ তোমাদের সামনে তাদের ধ্বংস
হয়ে যাওয়ার পর, সাবধান, তাদের দেব-দেবতাদের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে ফাঁদে পড়ো
না। তখন এই কথা বলো না, "এই সমস্ত জাতিরা কেমন করে তাদের দেবতাদের সেবা
করতো? আমরা কি একই ভাবে সেবা করবো? ৩১ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
এবাদত তাদের মত করে করবে না; কারণ তারা তাদের দেবতাদের এবাদত করার সময়
এমন সব ঘৃণার কাজ করতো যা মাবুদ ঘৃণা করেন। এমন কি, তারা তাদের দেব-
দেবতাদের উদ্দেশে তাদের ছেলেমেয়েদেরও আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করে।
৩২ "দেখ, আমি তোমাদের যা আদেশ করি, তোমরা কেবল তা-ই করবে।
তোমরা তার সংগে কিছু যোগও করবে না, এবং তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।

ভণ্ড নবী ও মূর্তি পূজার বিষয়ে সাবধান করা

১৩ ১ "তোমার মধ্যে কোন নবী কিংবা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে
এমন কেউ এসে তোমাদের মধ্যে কোন চিহ্ন বা আশ্চর্য কিছু করার কথা
বলতে পারে। ২ সে যে চিহ্ন ও আশ্চর্য কিছুর কথা বলেছিল তা ফলেও যেতে পারে। এর
পর সে যদি বলে, 'এসো, আমরা অন্য দেব-দেবীর পেছনে যাই, (যে সব দেব-দেবীকে
তোমরা চিন না) ও তাদের এবাদত করি,' ৩ তবে তুমি সেই নবীর বা সেই স্বপ্ন-দেখা
লোকের কথায় কান দেবে না। তোমরা তোমাদের সমস্ত অন্তর ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ
দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভালবাস কি না, তা জানবার জন্য তিনি তোমাদের
পরীক্ষা করেন। ৪ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌রই পেছনে যাবে, তাঁকেই সম্মান
করবে। তোমরা তাঁরই আদেশ পালন করবে, ও তাঁকে মেনে চলবে। তোমরা তাঁর সেবা
করবে ও তাঁকেই আকড়ে ধরে থাকবে। ৫ তোমরা সেই নবীকে বা স্বপ্ন-দেখা লোককে
অবশ্যই মেরে ফেলবে। এর কারণ হল সেই লোকটি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র পথ

BACIB
International Bible
CHURCH

থেকে তোমাদের ফিরাতে চেষ্টা করেছে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ই মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছেন, এবং গোলামীর-ঘর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। এই রকম মন্দতাকে অবশ্যই তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দেবে।

৬ "যদি তোমাদের নিজের ভাই, বা তোমাদের ছেলে বা মেয়ে বা যে স্ত্রীকে তুমি
ভালবাস বা তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তোমাকে একা পেয়ে বিপথে নেবার জন্য বলে,
'এসো, আমরা গিয়ে অন্য দেবতাদের এবাদত করি,' (যে দেব-দেবতাদের তোমরা বা
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতো না, ৭ তোমাদের চারপাশের কাছের বা তোমাদের কাছ
থেকে দূরের– পৃথিবীর এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা পর্যন্ত– যে কোন জাতির যে কোন
দেবতা হোক না কেন,) ৮ তবে তোমরা সেই লোকের প্রস্তাবে রাজী হয়ো না, তার কথায়
কান দিও না। তাকে কোন দয়া দেখাবে না, তাকে রেহাই দেবে না, বা রক্ষাও করবে না।
৯ তোমরা তাকে অবশ্যই মেরে ফেলবে। তাকে মেরে ফেলবার কাজ প্রথমে তোমরাই শুরু
করবে, তারপর তাতে অন্যেরা যোগ দেবে। ১০ তোমরা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে;
কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌, যিনি মিসর দেশ থেকে, গোলামীর-ঘর থেকে,
তোমাদেরকে বের করে এনেছেন, আর তাঁর পিছনে চলা থেকে সেই লোক তোমাদেরকে
ফিরাতে চেষ্টা করেছে। ১১ তাতে ইসরাইলের সমস্ত লোক তা শুনে ভয় পাবে, এবং
তোমাদের মধ্যে এই রকম খারাপ কাজ আর কেউ করবে না।

১২ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে সব গ্রাম বা শহর দেবেন, তার
কোন একটির বিষয়ে যদি শুনতে পাও যে, ১৩ তোমাদের মধ্য থেকে কিছু দুষ্ট লোক এসে
এই কথা বলে তাদের শহরের লোকদের বিপথে নিয়ে যাবার জন্য বলছে, 'এসো, আমরা
গিয়ে অন্য দেবতাদের এবাদত করি,' (যে দেবতাদের বিষয়ে তোমরা কিছু জান না),
১৪ তবে তোমাদেরকে খুব ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে পরীক্ষা ও তদন্ত করে দেখতে
হবে। যদি তোমরা জানতে পারো যে বিষয়টি সত্য, এই জঘন্য কাজ তোমাদের মধ্যে
করা হয়েছে, ১৫ তবে সেই শহরে যত লোক বাস করতো তাদের সকলকে হত্যা করতে
হবে। সেই শহরে যা কিছু ছিল– সেখানকার সব লোকজন ও পশুপাল ধ্বংস করে দিতে
হবে। ১৬ তোমরা সেখানকার সব লুট করা জিনিসপত্র শহরের মাঝখানে একটি খোলা
জায়গায় জড়ো করবে, এবং সেই শহর ও সেই সব জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পোড়ানো-উৎসর্গ হিসাবে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। সেই শহর
চিরকালের জন্য ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে তা আর কখনও তৈরি করা হবে না। ১৭ সেই সব
জিনিসপত্র যার উপর ধ্বংসের অভিশাপ রয়েছে তার কিছুই যেন তোমাদের হাতে দেখা না
যায়। তাহলে মাবুদ তাঁর ভয়ংকর রাগ থেকে ফিরবেন। তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই অনুসারে তোমাদের প্রতি দয়া ও করুণা করবেন। তিনি
তোমাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন। ১৮ এর কারণ হল তোমরা তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র কথা পালন করেছ, এবং আজ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিচ্ছি তা মেনে
চলে তাঁর চোখে যা ঠিক তা-ই করছো।

BACIB
International Bible
CHURCH

১৪ ১ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সন্তান। কেউ মারা গেলে তোমরা
তোমাদের নিজেদের শরীর কাটাকুটি করবে না বা মাথা কামিয়ে তোমাদের
শোক প্রকাশ করবে না। ২ কারণ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র পবিত্র লোক।
পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্য থেকে মাবুদ তোমাদের তাঁর বিশেষ সম্পত্তি হিসেবে বেছে
নিয়েছেন।

৩ “তোমরা কোন ঘৃণার জিনিস খাবে না। ৪ তোমরা এসব পশু খেতে পার– গরু,
ভেড়া এবং ছাগল, হরিণ, ৫ কৃষ্ণসার এবং চিত্রা-হরিণ, বুনো ছাগল, পিছন-সাদা হরিণ,
সাদা হরিণ এবং পাহাড়ী ভেড়া। ৬ যে সব পশুর খুর সম্পূর্ণভাবে দুই ভাগে চেরা এবং
জাবর কাটে সেই সব পশুর মাংস তোমরা খেতে পার। ৭ কিন্তু যে সব পশু শুধু জাবর
কাটে, আবার কোন পশুর খুর সম্পূর্ণভাবে চেরা কিন্তু জাবর কাটে না, সেই পশু খাবে না।
এগুলোর মধ্যে আছে– উট, খরগোশ ও শাফন; কারণ এগুলো জাবর কাটে বটে, কিন্তু
খুর চেরা নয়, এগুলো তোমাদের জন্য হারাম। ৮ শূকরের খুর চেরা বটে, কিন্তু জাবর
কাটে না, সেজন্য এটি তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা এগুলোর মাংস খাবে না, তাদের
মৃতদেহ ছোঁবেও না।

৯ “পানিতে বাস করা প্রাণীগুলোর মধ্যে যেগুলোর ডানা ও আঁশ আছে,
সেগুলোকে তোমরা খেতে পার। ১০ কিন্তু যে সব প্রাণীর ডানা ও আঁশ নেই, সেগুলো
খাবে না। সেগুলো তোমাদের জন্য হারাম।

১১ “তোমরা সব রকমের হালাল পাখি খেতে পারবে। ১২ কিন্তু এই পাখিগুলো
তোমরা খাবে না– ঈগল, শকুন, কালো শকুন, ১৩ লাল চিল, কালো চিল এবং যে কোন
রকমের চিল, ১৪ যে কোন প্রকার কাক, ১৫ শিং ওয়ালা পেঁচা, লক্ষী পেঁচা, শঙ্খ চিল, যে
কোনোও রকম বাজপাখি, ১৬ ছোট পেঁচা, বড় পেঁচা, সাদা পেঁচা, ১৭ মরু-পেঁচা, সামুদ্রিক
ঈগল, হাড়গিলা, ১৮ সারস, যে কোন রকমের বক, হুপ্পু পাখি এবং বাদুড়। ১৯ ঝাঁক বেঁধে
উড়ে বেড়ায় এমন সব পোকা তোমাদের জন্য হারাম, সুতরাং সেগুলো খাবে না। ২০ কিন্তু
যে সব প্রাণীর ডানা আছে এমন যে কোনও প্রকার হালাল পাখি তোমরা খেতে পারবে।

২১ “মরে পড়ে থাকা কোন প্রাণীর মাংস তোমরা খাবে না। তোমাদের শহরে
বসবাসকারী কোন বিদেশীকে তা দিতে পার, ও তারা তা খেতে পারে, বা কোন বিদেশী
লোকের কাছে তা বিক্রি করতে পার। কিন্তু তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র পবিত্র
লোক, তাই তোমাদের তা খাওয়া চলবে না। তুমি ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে
রান্না করবে না।

দশ ভাগের এক ভাগের বিষয়ে নিয়ম

২২ “প্রতি বছর তোমাদের জমিতে যে ফসল হয়, তার দশ ভাগের এক ভাগ
অবশ্যই আলাদা করে রাখবে। ২৩ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর নামের থাকবার জায়গা
হিসেবে যে জায়গাটি বেছে নেবেন তোমরা সেখানে যাবে। সেই জায়গায় মাবুদের
উপস্থিতিতে তোমরা তোমাদের শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ– তোমাদের শস্য, আংগুর-
রস ও তেল এবং গরু ও ছাগল-ভেড়ার পালের প্রথমে জন্মেছে এমন পশুদের মাংস

BACIB | International Bible CHURCH

খাবে। এভাবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে সব সময় সম্মান দেখাতে শিক্ষা করবে।
২৪ কিন্তু জায়গাটা যদি দূরে হয় এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের অনেক দোয়া
করেছেন, আর তোমাদের শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ তোমাদের পক্ষে বয়ে নিয়ে
যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। (কারণ মাবুদ নিজের নাম বাস করাবার জন্য যে জায়গা
বেছে নিয়েছেন তা দূরে হলে), ২৫ তবে সেই দশ ভাগের এক ভাগের অংশটুকু বিক্রি করে
যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা হাতে নিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া
জায়গায় যাবে। ২৬ সেই টাকা দিয়ে তোমাদের খুশিমত গরু বা ভেড়া বা আংগুর-রস বা
সুরা, অথবা যে কোনো রকম খাবার কিনবে। এর পর সেই জায়গায় তোমাদের পরিবার
নিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করবে। ২৭ তবে
তোমাদের শহরে যে লেবীয়রা আছে তাদের অবহেলা কোরো না, কারণ তাদের নিজেদের
বলতে সেখানে কোন জায়গা-জমি বা সম্পত্তি নেই।

২৮ "প্রত্যেক তৃতীয় বছরের শেষে তুমি সেই বছরের ফসলের দশ ভাগের এক
ভাগ বের করে এনে তোমাদের শহরের মধ্যে জমা করে রাখবে। ২৯ তাতে সেই লেবীয়রা
(যাদের নিজেদের বলতে কোন জায়গা-জমি বা সম্পত্তি নেই) এবং বিদেশীরা, এতিম ও
বিধবারা, যারা তোমাদের শহরে বাস করে তারা পেট ভরে খেতে পারবে। এতে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সব কাজে তোমাদেরকে দোয়া করবেন।

ঋণ ক্ষমার বছর

১৫ ১ "তোমরা প্রতি সপ্তম বছরের শেষে ঋণ ক্ষমা করে দেবে। ২ সেই ঋণ
এই নিয়মে ক্ষমা করতে হবে: যে কোন মহাজন যে তাঁর ইসরাইলী ভাইকে
ঋণ দিয়েছে, সে তাঁর দেওয়া সেই ঋণ ক্ষমা করে দেবে। সে তাঁর ইসরাইলী ভাইকে ঋণ
শোধ করতে বাধ্য করবে না, কারণ ঋণ ক্ষমা করে দেবার জন্য মাবুদ যে সময় ঠিক করে
দিয়েছেন তা ঘোষণা করা হয়েছে। ৩ তোমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে ঋণ আদায়
করতে পার। কিন্তু তোমাদের ইসরাইলী ভাইয়ের কাছে তোমার যে পাওনা আছে সেটা
তোমরা অবশ্যই ক্ষমা করবে। ৪ যাহোক, তোমাদের দেশে কোনো গরীব লোক থাকা
উচিৎ নয়, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সম্পত্তি হিসাবে যে দেশ দিতে
যাচ্ছেন, সেই দেশে মাবুদ তোমাদেরকে অনেক দোয়া করবেন। ৫ কেবল যদি তোমরা
সম্পূর্ণভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হও, এবং আজ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিচ্ছি
তা যত্নের সংগে পালন কর, ৬ তাহলে তিনি যেরকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই মত
তোমাদের দোয়া করবেন। তোমরা তখন অনেক জাতিকে ঋণ দেবে, কিন্তু কারও কাছ
থেকে তোমাদের ঋণ নিতে হবে না। তোমরা অনেক জাতিকে শাসন করবে, কিন্তু কোন
জাতিই তোমাদের উপর শাসন করবে না।

৭ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেখানকার কোন
শহরে তোমাদের ইসরাইলী ভাইদের মধ্যে কেউ যদি গরীব হয়, তবে তোমাদের অন্তর
কঠিন করে রাখবে না। স্বার্থপরের মত তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করবে না। ৮ বরং
তোমরা তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের ধার দেবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

৯ সাবধান, তোমাদের মনে এই খারাপ চিন্তাকে আসতে দিয়ো না যে, "সপ্তম বছর অর্থাৎ
ঋণ ক্ষমার বছর কাছে এসে গেছে।" এই কথা চিন্তা করে তোমাদের সেই অভাবী
ভাইয়ের প্রতি কোন খারাপ মনোভাব রাখবে না, এবং তাকে খালি হাতে বিদায় করবে
না। তা করলে সে হয়তো তোমার বিরুদ্ধে মাবুদের কাছে অভিযোগ করবে, এবং তাঁর
কাছে তোমার পাপ প্রকাশ পাবে। ১০ তোমরা তোমাদের সাধ্যমত সেই গরীব লোকটিকে
দেবে। মনে কোন দুঃখ নিয়ে দেবে না। এই কারণে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত কাজে দোয়া করবেন। তোমরা যাতে হাত দেবে সেই
কাজেই দোয়া পাবে। ১১ তোমাদের দেশে সবসময়ই গরীব লোক থাকবে। সেই কারণে
আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা অবশ্যই তোমাদের ভাইদের এবং তোমাদের
দেশের গরীব ও অভাবী লোকদের খোলা হাতে সাহায্য করবে।

১২ "যদি তোমাদের কোন ইবরানী পুরুষ বা স্ত্রীলোক নিজেকে তোমার কাছে বিক্রি
করে, এবং সে ছয় বছর পর্যন্ত তোমার কাজ করে, তবে সপ্তম বছরে তোমাদের তাকে
অবশ্যই মুক্ত করে দিতে হবে। ১৩ তোমরা যখন তাকে মুক্ত করে দেবে তখন তোমরা
তাকে খালি হাতে বিদায় করবে না। ১৪ তোমরা অবশ্যই সেই লোককে খোলা হাতে
তোমাদের পশু পাল থেকে পশু, খামার থেকে শস্য এবং আংগুর-রস দেবে। তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যেভাবে দোয়া করেছেন সেভাবেই তোমরা তাকে দেবে। ১৫ মনে
রাখবে, তোমরাও মিসর দেশে গোলাম ছিলে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের
মুক্ত করেছেন। সেই কারণেই আমি আজ তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি।

১৬ "কিন্তু সেই গোলাম যদি বলে, 'আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো না।' কারণ সে
তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে ভালবাসে এবং তোমাদের সংগে সে ভালোভাবে
আছে। ১৭ তাহলে তোমরা সেই গোলামকে তোমাদের দরজায় কান রাখতে বলবে এবং
একটি সুই দিয়ে তার কানের লতি ফুটো করে দেবে। তাতে সে চিরকালের জন্য
তোমাদের গোলাম হয়ে থাকবে। তোমাদের বাঁদীর বেলায়ও তা-ই করবে।

১৮ "গোলামদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে মন কঠিন করবে না। কারণ এই ছয়
বছর সে তোমাদের জন্য যে কাজ করেছে তার দাম দু'জন মজুরের মজুরির সমান।
তাদের মুক্ত করে দিলে তোমাদের প্রত্যেক কাজে মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের দোয়া
করবেন।

পশুর প্রথম পুরুষ-বাচ্চা সম্বন্ধে নিয়ম

১৯ "তোমাদের গরু-ভেড়া ও ছাগলের প্রথমে জন্মেছে এমন পুরুষ বাচ্চাগুলো
তোমরা অবশ্যই মাবুদের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে। তোমাদের কোন কাজে সেই
বাচ্চাগুলোকে ব্যবহার করবে না, এবং সেই ভেড়ার বাচ্চার কোন লোম ছাঁটাই করবে না।
২০ মাবুদ যে জায়গা বেছে নেবেন, সেই জায়গায় প্রতি বছর তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
উপস্থিতিতে তোমরা তোমাদের পরিবার নিয়ে সেই পশুর মাংস খাবে। ২১ যদি সেই পশুর
মধ্যে কোন খুঁত থাকে, অর্থাৎ সেটি খোঁড়া কিংবা অন্ধ হয় কিংবা তার শরীরে কোন রকম
খুঁত থাকে, তবে তুমি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তা কোরবানী করবে না।

BACIB
International Bible
CHURCH

২২ তোমরা যে জায়গায় বাস কর সেই শহরের ভিতরেই তার মাংস খাবে। পবিত্র বা
অপবিত্র অবস্থায় সব লোকই কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের মাংসের মত করেই তা খেতে
পারবে। ২৩ কিন্তু তোমরা পশুর রক্ত অবশ্যই খাবে না। তোমরা পানির মতোই সেই রক্ত
মাটিতে ঢেলে দেবে।

উদ্ধার-উৎসবের নিয়ম

১৬ ১ "তোমরা আবীব মাস পালন করবে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসব পালন করবে। এর কারণ হল আবীব মাসে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে রাতের বেলায় মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছিলেন। ২ মাবুদ তাঁর নামের থাকবার জায়গা হিসেবে যে জায়গাটি বেছে নেবেন,
সেই জায়গায় তোমরা তোমাদের গরু বা ছাগল-ভেড়ার পাল থেকে পশু নিয়ে মাবুদ
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে উদ্ধার-উৎসবের কোরবানী দেবে। ৩ তোমরা এই মাংসের সংগে খামি
দেওয়া কোন রুটি খাবে না। তোমরা সাত দিন খামিহীন রুটি, দুঃখ মনে করার রুটি
খাবে। এর কারণ হল তোমরা তাড়াহুড়া করেই মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিলে।
এতে মিসর দেশ থেকে তোমাদের বের হয়ে আসবার কথা সারা জীবন মনে থাকবে।
৪ সাত দিন ধরে দেশের কোথাও কোন বাড়িতে যেন কোন খামি দেখা না যায়। এছাড়া
প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমরা যে কোরবানী দেবে তার মাংস সকাল হবার আগে খেয়ে
ফেলতে হবে।

৫ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে সব শহর দেবেন, তার কোন
শহরেই উদ্ধার-উৎসবের কোরবানী দিতে পারবে না। ৬ কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তাঁর নামের থাকবার জায়গা হিসেবে যে জায়গাটি বেছে নেবেন সেখানেই তা কোরবানী
দিতে হবে। যেদিন তোমরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিলে, প্রত্যেক বছরের সেই
দিনে সূর্য ডুবে যাবার সময় সন্ধ্যাবেলায় উদ্ধার-উৎসবের পশু-কোরবানী দেবে।
৭ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া জায়গায় তা সেঁকে খাবে। এর পর সকালে
তোমরা বাড়িতে ফিরে যাবে। ৮ তোমরা ছয় দিন খামিহীন রুটি খাবে এবং সপ্তম দিনে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এক বিশেষ সভা করবে। সেদিন তোমরা কোন কাজ
করবে না।

সাত সপ্তাহের উৎসবের নিয়ম

৯ "যেদিন থেকে তোমরা শস্য কাটা শুরু করবে সেই দিন থেকে তোমরা সাতটি
সপ্তা গুণে বাদ দেবে। ১০ তারপর তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র জন্য সপ্তাহের উৎসব পালন
করবে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যেভাবে দোয়া করেছেন সেই অনুসারেই
নিজের ইচ্ছায় দেওয়া উপহার দিয়ে এই উৎসব পালন করবে। ১১ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের নামের থাকবার জায়গা হিসেবে যে জায়গা বেছে নেবেন, সেখানে
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার গোলাম-বাঁদী,
তোমাদের শহরে বাস করা লেবীয়রা, বিদেশীরা, এতিম ও বিধবারা– তোমরা সকলে
আনন্দ করবে। ১২ মনে রাখবে তোমরাও মিসর দেশে গোলাম ছিলে। সুতরাং এই

BACIB | International Bible CHURCH

নিয়মগুলো যত্নের সংগে পালন করবে।

কুঁড়ে-ঘরের উৎসব সম্বন্ধে নিয়ম

১৩ “তোমাদের খামার ও আংগুর মাড়াই করার জায়গা থেকে ফসল তুলে নেবার
পরে সাত দিনের জন্য তোমরা কুঁড়ে-ঘরের উৎসব পালন করবে। ১৪ এই উৎসবে তোমরা
সকলে আনন্দ করবে– তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়েরা, তোমাদের গোলাম-বাঁদীরা এবং
তোমাদের শহরে বসবাসকারী লেবীয়রা, বিদেশীরা, এতিম ও বিধবারা। ১৫ মাবুদের বেছে
নেওয়া জায়গায় তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সাত দিন এই উৎসব পালন
করবে। এর কারণ হল তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সব ফসল তোলা এবং
তোমাদের হাতের সব কাজে তোমাকে দোয়া করবেন, এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হবে।
১৬ “তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাঁর বেছে
নেওয়া জায়গায় উপস্থিত হবে। খামিহীন রুটির উৎসব, সাত সপ্তাহের উৎসব ও কুঁড়ে-
ঘরের উৎসবে উপস্থিত হবে। এই সময়ে কেউ খালি হাতে মাবুদের সামনে উপস্থিত হবে
না। ১৭ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রত্যেককে যেভাবে দোয়া করেছেন সেই
অনুসারে তোমাদের উপহার নিয়ে আসবে।

বিচারক নিয়োগ

১৮ “তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে সব শহর দিতে যাচ্ছেন তার
প্রত্যেকটিতে প্রত্যেক বংশের জন্য তোমরা বিচারক ও কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে। তারা
অবশ্যই ন্যায়ভাবে লোকদের বিচার করবে। ১৯ তোমরা অন্যায় বিচার করবে না, কারো
পক্ষ নেবে না ও ঘুষ নেবে না। ঘুষ জ্ঞানীদের চোখ অন্ধ করে দেয় ও ধার্মিক লোকদের
কথায় প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। ২০ তোমরা ন্যায়বিচার, কেবল ন্যায়বিচার মেনে চলবে। এতে
তোমাদের আল্লাহ্‌, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশে তোমরা থাকতে পারবে এবং
দখলে রাখতে পারবে।

দেব-দেবী পূজার বিরুদ্ধে নিয়ম

২১ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে যে কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবে,
তার পাশে কাঠের কোন আশেরা-খুঁটি বসাবে না। ২২ এছাড়া, পূজার কোন পবিত্র পাথরও
বসাবে না, কারণ এ সব তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ ঘৃণা করেন।

১৭

১ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে খুঁত বা দোষ আছে এমন
কোনও গরু বা ভেড়া কোরবানী দেবে না, কারণ তিনি তা ঘৃণা করেন।
২ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে শহরগুলো দিতে যাচ্ছেন সেখানে হয়তো দেখা
যাবে যে, তোমাদের সংগে বাস করছে এমন কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক মাবুদের সংগে
করা চুক্তি ভেঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছে। ৩ সে হয়তো আমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে
অন্য দেবতাদের এবাদত করছে, ও তাদের কাছে অথবা সূর্যের বা চাঁদের কিংবা
আকাশের তারার কারো কাছে সেজদা করছে। ৪ যদি এই রকম কোন কথা তোমাদের
জানানো হয়, তাহলে তোমরা ভাল করে তার তদন্ত করে দেখবে। এতে যদি দেখা যায়

BACIB
International Bible
CHURCH

এটা সত্যি এবং তোমরা এর প্রমাণ পেয়েছ যে, এই রকম ঘৃণার কাজ ইসরাইলে ঘটেছে।
৫ তবে তোমরা সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে এই রকম জঘন্য কাজ করেছে, তাকে বের
করে তোমাদের শহরের সদর দরজায় নিয়ে আসবে। তাকে তোমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে
ফেলবে। ৬ কোন মানুষকে মেরে ফেলবার শাস্তি দিতে হলে দুই বা তিনজন সাক্ষীর
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে তা করতে হবে। মাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ফলে কোন
মানুষকে মেরে ফেলা যাবে না। ৭ সেই লোককে মৃত্যুর শাস্তি দেবার জন্য সাক্ষীরাই
প্রথমে পাথর ছুঁড়ে মারবে। এর পর অন্য লোকেরা পাথর ছুঁড়ে মারবে। এই ভাবে তোমরা
অবশ্যই সেই মন্দতাকে তোমাদের মধ্যে থেকে দূর করে দেবে।

জটিল বিচার সম্বন্ধে নির্দেশ

৮ "এমন কোন মামলা তোমাদের কাছে আসতে পারে যা তোমাদের আদালতের
পক্ষে বিচার করা খুবই শক্ত। সেটা হতে পারে কোন খুনের ঘটনা, অথবা দু'জন লোকের
মধ্যে কোন ঝগড়া বা কেউ কাউকে আঘাত করার কোন ঘটনা। তবে সেই মামলা নিয়ে
মাবুদ আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া জায়গায় যেতে হবে। ৯ তখন তোমাদের সেখানে লেবীয়
ইমামদের কাছে ও সেই সময়কার বিচারকের কাছে যেতে হবে। তারা বিষয়টি নিয়ে
তদন্ত করে তোমাদের বিচারের রায় জানিয়ে দেবে। ১০ সেখানে মাবুদের বেছে নেওয়া
জায়গায় তারা যে রায় তোমাদের জানাবেন, তোমাদের সেই মতই কাজ করতে হবে।
তারা তোমাদের যা যা করতে বলবেন, সাবধান হয়ে তা তোমাদের পালন করতে হবে।
১১ তারা তোমাকে আইন-কানুন সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেবে, ও যে রায় দেবে সেই অনুসারে
তোমাদের কাজ করতে হবে। তারা যা করতে বলে তা থেকে ডানে বা বায়ে সরে যাবে
না। ১২ কোন লোক যদি সেই সময় তোমাদের মাবুদ, আল্লাহ্‌র সেবাকারী সেই বিচারক
অথবা ইমামের রায় মেনে না চলে রায়কে অপমান করে, তাহলে সেই লোককে অবশ্যই
মেরে ফেলতে হবে। ইসরাইলের মধ্য থেকে এই রকমের মন্দতা দূর করে দেবে।
১৩ এতে সমস্ত লোক এই কথা শুনে ভয় পাবে এবং এই রকম ঘৃণার কাজ আর করবে
না।

বাদশাহ্‌র জন্য কিছু নিয়ম

১৪ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, তোমরা সেই
দেশে গিয়ে তা দখল করে সেখানে বাস করতে থাকবে। তখন হয়তো বলবে, 'এসো,
আমাদের চারদিকের জাতিগুলোর মত আমরাও আমাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌ বেছে
নিই।' ১৫ তখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যাকে বেছে নেবেন, তাকেই তোমাদের উপরে
তোমরা বাদশাহ্‌ করবে। তাকে অবশ্যই তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন হতে
হবে। যে লোক তোমাদের ইসরাইলী ভাই নয় এমন কোন বিদেশীকে তোমাদের বাদশাহ্‌
করবে না। ১৬ সেই বাদশাহ্‌ তার নিজের জন্য কখনই প্রচুর ঘোড়া জোগাড় করবে না,
এবং আরও ঘোড়া পাওয়ার জন্য সে কখনই লোকদের মিসরে পাঠাবে না। কারণ মাবুদ
তোমাদের বলেছেন, 'তোমরা সেই পথে কখনই ফিরে যাবে না।' ১৭ এছাড়া সে অবশ্যই
অনেক বিয়ে করবে না, কারণ তাতে তার মন বিপথে চলে যাবে। সে অবশ্যই অনেক

পরিমানে রূপা আর সোনা জোগাড় করার দিকে মন দেবে না।
১৮ “সিংহাসনে বসবার সময় সে তার নিজের জন্য ইমাম লেবীয়দের কাছে থাকা
আইন-কানুনের কিতাব থেকে একটি কিতাব নকল করে নেবে। ১৯ এই কিতাবটি তার
কাছেই থাকবে এবং সে সেটি সারা জীবন ধরে পাঠ করবে। এতে সে তার মাবুদ
আল্লাহ্‌কে সম্মান করবে ও আইন-কানুনের সমস্ত কথা ও নিয়মগুলো মেনে চলবে। ২০ এর
ফলে সে তার ইসরাইলী ভাইদের থেকে নিজেকে বড় করে দেখবে না, এবং আইন-কানুন
থেকে ডানে বা বাঁয়ে সরে যাবে না। এতে সে ও তার বংশধরেরা অনেক দিন ধরে
ইসরাইল রাজ্যের উপরে রাজত্ব করতে পারবে।

ইমাম ও লেবির বংশের জন্য দান

১৮

১ “লেবির বংশের ইমামেরা– আসলে লেবি- বংশের সমস্ত লোক, অন্যান্য
ইসরাইলদের সংগে কোন জায়গা-জমি বা কোন সম্পত্তি পাবে না। মাবুদের
উদ্দেশে আগুনে-দেওয়া যে সব কোরবানী দেওয়া হবে, তা খেয়েই তারা বেঁচে থাকবে;
কারণ সেগুলোই হবে তাদের অধিকার। ২ তারা তাদের ইসরাইলী ভাইদের মধ্যে কোন
সম্পত্তি পাবে না। মাবুদ যেমন তাদেরকে বলেছেন, তেমনি তিনিই তাদের সম্পত্তি।
৩ “লোকদের মধ্য থেকে যারা গরু কিংবা ভেড়া কোরবানী করে, তারা কোরবানী
করা পশুর কাঁধ, দুই চোয়াল ও পাকস্থলী ইমামকে দেবে। এগুলো হবে ইমামের পাওনা
অংশ। ৪ তোমরা তোমাদের ফসল থেকে প্রথমে কাটা অংশ, আংগুর-রস ও তেলের প্রথম
অংশ এবং ভেড়ার লোমের প্রথম অংশ ইমামকে দেবে। ৫ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্য থেকে ইমাম হিসাবে সব সময় প্রভুর নামের সেবা করার
জন্য তাদের এবং তাদের বংশধরদের বেছে নিয়েছেন।
৬ তোমাদের শহরে বাসকারী কোন লেবীয় যদি তার বাসস্থান ছেড়ে, সত্যিকারের
ইচ্ছা নিয়ে মাবুদ যে জায়গা বেছে নিয়েছেন সেই জায়গায় বাস করতে আসে, ৭ সে তার
পরিবারের কাছ থেকে যে সব সম্পত্তি পেয়েছে সে তা বিক্রি করে যে মূল্য পেয়েছে সেটা
ছাড়াও সে অন্যান্য লেবীয়দের সংগে খাবারের সমান অংশ পাবে।

যে সব কাজ মাবুদের চোখে জঘন্য

৯ “তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন সেই দেশে তোমরা
যখন যাবে, তখন সেখানে অন্যান্য জাতির লোকেরা যে সব জঘন্য কাজ করে তোমরা তা
করতে শিখবে না। ১০ তোমাদের মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে তার
নিজের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করে, কিংবা গোণাপড়া করে কিংবা মায়াবিদ্যা
ব্যবহার করে, কিংবা লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের কথা বলে, কিংবা যে যাদু করে, ১১ অথবা
যে মন্ত্রতন্ত্র খাটায়, কিংবা ভূতের মাধ্যম হয়, কিংবা যে মৃত লোকের রূহের সংগে পরামর্শ
করে। ১২ এই সমস্ত কাজ যারা করে মাবুদের কাছে তারা জঘন্য লোক। এই সমস্ত জঘন্য
কাজ করার ফলে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের সামনে থেকে সেই সব জাতিকে
তোমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবেন। ১৩ তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
কাছে নির্দোষ থাকবে। ১৪ তোমরা যে সব জাতিদের বেদখল করবে তারা মায়াবিদ্যা

BACIB
International Bible
CHURCH

ব্যবহারকারী ও গণকদের কথা শুনে চলতো। কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ এই রকম কাজ করার জন্য তোমাদের অনুমতি দেবেন না।

হযরত মূসার মত এক জন নবী

১৫ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে,
তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী পাঠাবেন। তারই কথা শুনে তোমাদের চলতে
হবে। ১৬ তোমরা হোরেব পাহাড়ে যে দিন সকলে এক সংগে জড়ো হয়েছিলে, তখন
তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছে তো তা-ই চেয়েছিলে। তখন তোমরা বলেছিলে,
'আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কথা আমাদের আর শোনাবেন না, তাঁর মহান আগুন আমরা
আর দেখতে চাই না, তা না হলে আমরা মারা যাব।'

১৭ "তখন মাবুদ আমাকে বললেন, 'তারা যা বলছে তা ভালই বলেছে। ১৮ আমি
তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক জন নবী দাঁড় করাবো। তাঁর
মুখে আমি আমার কালাম দেব। আমি তাকে যা যা আদেশ করবো, তা সে তাদেরকে
বলবে। ১৯ আমার নামে সে আমার যে সব কথা বলবে, আমার সেই কথা যদি কেউ না
শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করবো। ২০ কিন্তু আমি যে কথা বলতে
আদেশ করি নি, আমার নামে যদি কোন নবী দুঃসাহস করে তা বলে, কিংবা যদি কেউ
দেব-দেবতার নামে কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।'

২১ "তুমি হয়তো মনে মনে বলতে পার, 'মাবুদ যে এই কথা বলেন নি, তা আমরা
কিভাবে বুঝতে পারব?' ২২ কোন নবী যদি মাবুদের নামে কথা বলে আর যদি সেই কথা
পরে তা সত্য না হয়, বা যা বলেছিল তা না ঘটে, তবে সেই কথা মাবুদ বলেন নি। সেই
নবী দুঃসাহস করে তা বলেছে। তোমরা তাকে ভয় পেও না।

আশ্রয়-শহরের জন্য নিয়ম

১৯ ১ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যে জাতিদের ধ্বংস করে তাদের দেশ
তোমাদেরকে দিতে যাচ্ছেন, তোমরা তাদের বেদখল করে তাদের শহর ও
বাড়িগুলোতে বাস করবে। ২ যে দেশটি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ সম্পত্তি হিসেবে
তোমাদেরকে দিচ্ছেন, তোমরা সেই দেশটি দখল করার পর তার মাঝখানের তিনটি শহর
আলাদা করে রাখবে।

৩ "তোমরা সেই শহরগুলোতে যাবার জন্য রাস্তা তৈরি করবে এবং তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ যে দেশটি সম্পত্তি হিসাবে তোমাদের দিচ্ছেন, তা তিন ভাগে ভাগ করবে,
যাতে যদি কেউ কোন লোককে হত্যা করে তবে সে সেখানে পালিয়ে যেতে পারে।

৪ "যদি কেউ কোন লোককে হত্যা করে তবে সে ঐ তিনটি আশ্রয়-শহরের কোন
একটিতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে। এই নিয়ম তার জন্য থাকবে। অবশ্যই সে যদি
এমন একজন লোক হয় যে, মেরে ফেলবার মত কোন ইচ্ছা তার মনে ছিল না কিন্তু তবুও
তার কোন আঘাতে কোন লোক মারা পড়েছে। ৫ যেমন, একজন লোক কাঠ কাটতে অন্য
একজন লোকের সংগে জঙ্গলে গেল। লোকটি একটি গাছ কাটার জন্য তার কুড়াল দিয়ে
কোপ দেবার সময় কুড়ালের ফলাটা হাতল থেকে ছুটে গিয়ে অন্য লোকটিকে আঘাত

BACIB
International Bible
CHURCH

করলো, এবং তাতেই সে মারা গেল। এমন অবস্থায় সেই লোকটি ঐ তিনটি আশ্রয়-
শহরের যে কোন একটিতে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবে। ৬ কিন্তু আশ্রয়-শহর যদি
অনেক দূরে থাকে তবে রক্তের প্রতিশোধ যার নেবার কথা, সে রাগের বশে তার পেছনে
তাড়া করে তাকে ধরে আঘাত করে মেরে ফেলতে পারে। সেই লোকটি তো মৃত্যুর শাস্তি
পাবার যোগ্য ছিল না, কারণ সেই মৃত লোকটির প্রতি আগে থেকে তার মনে কোন হিংসা
ছিল না। ৭ এজন্য আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি, যেন তোমরা তিনটা শহর আলাদা
করে রাখ।

৮ "যদি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ করে যে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই মত তোমাদের দেশের সীমা বাড়িয়ে দেন, এবং তাদের কাছে
তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত দেশটি তোমাদের দেন, ৯ আমি আজ তোমাদের যে
আদেশগুলো দিচ্ছি, তা সতর্কভাবে মেনে চল, অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌কে, ভালবাসো এবং তাঁর সমস্ত পথে চলো, তবে তোমরা আরও তিনটি শহর
আলাদা করে রাখবে। ১০ এটা করবে যেন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের সম্পত্তি
হিসাবে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানে কোন নির্দোষ লোকের রক্তপাতের জন্য দোষী না হও।
১১ "কিন্তু যদি কেউ তার প্রতিবেশীকে ঘৃণা করে ও তার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে, এবং
তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, আর তাতে তার মৃত্যু হয়, পরে ঐ আশ্রয়-শহরগুলোর
যে কোনও একটিতে পালিয়ে যায়, ১২ তবে সেই লোকটির শহরের বুড়ো নেতারা তাকে
ধরে আনবার জন্য লোক পাঠিয়ে আশ্রয়-শহর থেকে নিয়ে আসবে। এরপর তারা রক্তের
প্রতিশোধদাতার হাতে তাকে তুলে দেবে, যেন সে তাকে হত্যা করে। ১৩ তোমরা তাকে
কোন দয়া দেখাবে না। তোমরা ইসরাইলের মধ্য থেকে নির্দোষ লোকের রক্তপাতের দোষ
দূর করে দেবে। তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।

১৪ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ দখল করার জন্য যে দেশটি তোমাদেরকে দিচ্ছেন,
সেখানে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের ও তোমাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির মধ্যে যে
পাথর দিয়ে সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন, তা সরাবে না।

সাক্ষী সম্বন্ধে নিয়ম

১৫ "যদি কারও বিরুদ্ধে কোন রকম অপরাধ বা অন্যায় করার অভিযোগ আনা
হয়, তবে তার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে চলবে না। দুই কিংবা তিন জন সাক্ষীর
সাক্ষ্য ছাড়া কোন বিষয় সত্যি বলে প্রমাণিত হবে না।

১৬ "যদি মিথ্যে কথা বলে একজন মিথ্যা সাক্ষী অন্য একজন লোকের বিরুদ্ধে
অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করে, ১৭ তবে এই বিষয়ে জড়িত সেই দু'জনকে
তখনকার দায়িত্বে থাকা ইমামদের কাছে ও বিচারকদের কাছে গিয়ে মাবুদের সামনে
দাঁড়াতে হবে। ১৮ তখন বিচারকরা যত্নের সংগে সেই বিষয়ে খোঁজ-খবর করে দেখবে।
তারা যদি দেখতে পায় যে, সেই সাক্ষী তার এই ইসরাইলী ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য
দিয়েছে, ১৯ তবে সে তার এই ভাইয়ের প্রতি যা করতে চেয়েছিল, তার প্রতি তোমরা তা-
ই করবে। এভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে মন্দতা দূর করে দেবে। ২০ এই কথা

BACIB
International Bible CHURCH

শুনে ইসরাইলের অন্যান্য লোকেরা ভয় পাবে এবং তোমাদের মধ্যে তারা এই রকম
খারাপ কাজ আর করবে না। ২১ তোমরা তার প্রতি কোন রকম দয়া দেখাবে না– প্রাণের
বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে
পা নিতে হবে।

যুদ্ধের বিষয়ে নিয়ম

২০ ১ "তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি দেখ যে, তোমাদের
থেকেও তাদের অনেক বেশি ঘোড়া, রথ এবং সৈন্য রয়েছে, তবে ভয় পেও
না। কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যিনি তোমাদের মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন,
তিনি তোমাদের সংগে থাকবেন। ২ যখন তোমরা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত তখন ইমাম
অবশ্যই এগিয়ে আসবে, এবং সৈন্যদের কাছে কথা বলবে। ৩ সে তাদেরকে বলবে, 'হে
বনি-ইসরাইলরা শোন, আজ তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছ। তোমরা
সাহস হারায়ো না বা ভয় পেয়ো না। তোমরা তাদের সামনে ভয়ে কেঁপে উঠো না বা
আতঙ্কিত হয়ো না। ৪ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের সংগে যাচ্ছেন। তিনি
তোমাদের হয়ে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের বিজয় দান
করবেন।"

৫ "তার পর তাদের কর্মকর্তারা লোকদেরকে এই কথা বলবে, 'তোমাদের মধ্যে
কি এমন কোনও লোক আছে যে নতুন বাড়ি তৈরি করেছে, কিন্তু সেটিকে এখনও প্রতিষ্ঠা
করেনি? সে বাড়ি ফিরে যাক। তা না হলে যদি সে যুদ্ধে মারা যায়, তবে অন্য কেউ সেই
বাড়ি প্রতিষ্ঠা করবে। ৬ এখানে কি এমন কোনও লোক আছে যে আংগুরের ক্ষেত করে
তার ফল খায় নি? তবে সে-ও বাড়ি ফিরে যাক, তা না হলে সে যুদ্ধে মারা গেলে পর
অন্য কেউ তার ক্ষেতের ফল ভোগ করবে। ৭ এখানে কি এমন কোনও লোক আছে যার
বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে কিন্তু বিয়ে হয় নি? সে-ও বাড়ি ফিরে যাক। তা না হলে সে যুদ্ধে
মারা গেলে অন্য কোন লোক সেই মেয়েকে বিয়ে করবে।' ৮ কর্মকর্তারা সৈন্যদের কাছে
আরও বলবে, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে যে ভয় পেয়েছে বা নিস্তেজ
হয়ে পড়েছে? তবে সে-ও বাড়ি ফিরে যাক, যাতে অন্য ইসরাইলী ভাইদের মনোবল ভেঙ্গে
না যায়।' ৯ কর্মকর্তারা সৈন্যবাহিনীর কাছে কথা বলা শেষ করার পর, তারা তাদের
উপরে সেনাপতিদেরকে নিযুক্ত করবে।

১০ "যখন তোমরা কোন শহর আক্রমণ করতে এগিয়ে যাবে, তখন প্রথমে
সেখানকার লোকদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেবে। ১১ যদি তারা তোমাদের প্রস্তাব স্বীকার
করে এবং সদর দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সমস্ত লোক তোমাদের অধীন
হবে ও তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য হবে। ১২ কিন্তু যদি শহরের লোকেরা তোমাদের
শান্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলে তোমরা
সেই শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। ১৩ যখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ সেই
শহরটি তোমাদের হাতে তুলে দেবেন, তখন তোমরা সেখানকার সমস্ত পুরুষ লোককে
হত্যা করবে। ১৪ তবে সেখানকার স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, পশুপাল এবং শহরের যাবতীয়

BACIB
International Bible
CHURCH

জিনিস তোমরা লুটের জিনিস হিসাবে নিজেদের জন্য নিতে পারবে। তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের কাছ থেকে লুটের এই জিনিসগুলো তোমাদের দিয়েছেন।
সেগুলো তোমরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। ১৫ তোমাদের দেশের কাছে যে
সব জাতি বাস করে তাদের শহরগুলো ছাড়া অন্য যে সব জাতি তোমাদের থেকে অনেক
দূরে বাস করে তাদের শহরগুলোর প্রতি তোমরা এই রকম করবে। ১৬ যাহোক, তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের সম্পত্তি হিসাবে যে দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন সেই দেশের
শহরগুলো দখল করবে, তখন সেখানকার কাউকেই তোমরা জীবিত রাখবে না।
১৭ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যেমন আদেশ দিয়েছেন সেই অনুসারে হিত্তীয়,
আমোরীয়, কেনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবুষীয়দের পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলবে।
১৮ তা না হলে তারা তাদের দেব-দেবতাদের পূজা করার সময় যে সব জঘন্য কাজ করে
তা তোমাদের শেখাবে, এবং তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে পাপ করবে।
১৯ "যখন তোমরা একটি শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সেটি অনেক দিন ধরে
ঘেরাও করে রাখ, তখন কুড়াল দিয়ে সেখানকার কোন গাছ নষ্ট করবে না। কারণ তোমরা
সেই গাছগুলোর ফল খেতে পার। মাঠের সেই গাছগুলো কি মানুষ যে, সেগুলোর
বিরুদ্ধেও তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে? ২০ যাহোক, যে গাছগুলো ফলের গাছ নয়,
সেগুলোকে কেটে ফেলতে পারবে। সেই শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কাজে সেই গাছগুলো
সেই শহরের লোকেরা হেরে না যাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে।

অজানা খুনের বিষয়ে নিয়ম

২১

১ "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার কোন
জমিতে তোমরা কোন লোককে খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পার। কিন্তু
কে তাকে খুন করেছে তা জানা যায় নি। ২ তখন তোমাদের বুড়ো নেতারা ও বিচারকরা
বাইরে গিয়ে সেই লাশটির চারদিকে কোন শহর কত দূরে তা মেপে দেখবে। ৩ যখন
তোমরা জানতে পারবে কোন্ শহরটি ঐ লাশটার সবচেয়ে কাছের শহর, তখন সেই
শহরের বুড়ো নেতারা তাদের পশুপাল থেকে এমন একটি বক্না বাছুর নিয়ে আসবে যেটা
কখনই কোন কাজে ব্যবহার করা হয়নি, এবং সেটার কাঁধে কখনও জোয়াল চাপানো
হয়নি। ৪ পরে তারা সেই বাছুরটিকে এমন একটি উপত্যকায় নিয়ে যাবে যেখানে কোন
চাষ করা হয়নি বা বীজ বোনা হয়নি এবং যেখানে একটি পানির স্রোত আছে। এরপর
নেতারা সেই উপত্যকায় বক্না বাছুরটির ঘাড় ভেঙ্গে দেবে। ৫ তারপর লেবির বংশের
ইমামেরা সামনে এগিয়ে যাবে, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর সেবা-কাজ করার ও
মাবুদের নামে দোয়া করার জন্য তাদেরকেই বেছে নিয়েছেন। লোকদের মধ্যেকার সমস্ত
ঝগড়া-বিবাদ ও মারধরের বিচার করবার জন্য তাদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে। ৬ পরে
লাশটির সব চেয়ে কাছের শহরের বুড়ো নেতারা উপত্যকায় যে বাছুরটির ঘাড় ভেঙ্গে
দেওয়া হয়েছিল তার উপরে তাদের হাত ধুয়ে ফেলবে। ৭ এর পর তারা ঘোষণা করবে,
'এই রক্তপাত আমরা নিজেরা করি নি এবং হতেও দেখি নি। ৮ হে মাবুদ, তুমি তোমার
যে ইসরাইল লোকদেরকে মুক্ত করেছ, তাকে ক্ষমা কর; এই নির্দোষ লোকটির রক্তপাতের

জন্য তুমি তোমার লোকদের দোষী কোরো না।’ তাতে তাদের পক্ষে সেই রক্তপাতের
দোষ ক্ষমা করা হবে। ৯ এভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে নির্দোষ লোকের
রক্তপাতের দোষ দূর করবে; কারণ মাবুদের চোখে যা ঠিক তোমরা তা-ই করেছ।

বন্দী স্ত্রীলোককে বিয়ে করার বিষয়

১০ “তোমরা যখন তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাও, ও তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেন, এবং তোমরা তাদের বন্দী করে
নিয়ে এসো, ১১ তখন সেই বন্দীদের মধ্যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখে তোমাদের কারও
তাকে ভাল লাগে, তবে সে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। ১২ তখন সে তাকে
তার বাড়িতে নিয়ে আসবে। তারপর স্ত্রীলোকটি অবশ্যই তার মাথার চুল কামাবে এবং
নখ কাটবে। ১৩ সে বন্দী হবার সময়ে তার গায়ে যে জামা-কাপড়গুলো ছিল, সেগুলো সে
খুলে ফেলবে। এর পর সেই স্ত্রীলোকটি পুরো এক মাস তার বাড়িতে থাকবে এবং তার
বাবা মায়ের জন্য শোক করবে। এরপর সে তার কাছে যেতে পারবে এবং তার স্বামী
হতে পারবে। সে-ও তার স্ত্রী হবে। ১৪ যদি সে সেই স্ত্রীলোকটির উপর খুশি না থাকে,
তাহলে সে যেখানে যেতে চায় তাকে সেখানে যেতে দিতে হবে। সে তাকে বিক্রি করতে
পারবে না, বা বাঁদী হিসাবে রাখতে পারবে না। কারণ সে তার সম্মান নষ্ট করেছে।

বড় ছেলের পাওনা অধিকার

১৫ “কোন একজন লোকের দু’জন স্ত্রী থাকতে পারে। সে একজন স্ত্রীকে অন্য স্ত্রী
থেকে বেশি ভালোবাসতে পারে। কিন্তু যদি দু’জন স্ত্রীই তার জন্য ছেলের জন্ম দেয় এবং
প্রথম ছেলের জন্ম হয় সেই স্ত্রীর গর্ভে যাকে সে ভালবাসে না, ১৬ তবে সেই লোক তার
ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তির উইল করে দেবার সময় তার প্রথম ছেলের অধিকারের অংশ
কখনোই সে যে স্ত্রীকে ভালবাসে তার ছেলেকে দিতে পারবে না। সে যাকে ভালবাসে না
প্রথম ছেলে যদি তার গর্ভে জন্ম নেয় তাকেই সেই অধিকার দিতে হবে। ১৭ সেই লোককে
তার অপ্রিয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ছেলেকেই দুই গুণ সম্পত্তি দিয়ে প্রথম ছেলের অধিক-
ার মেনে নিতে হবে। সেই ছেলেই তার বাবার পুরুষ-শক্তির প্রথম ফল। প্রথম ছেলের
অধিকার তারই পাওনা।

অবাধ্য ছেলে

১৮ “যদি কারো ছেলে অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়, যে তার বাবা-মায়ের কথা শোনে না
এবং তাকে শাসন করলেও তাদের শাসন মানে না; ১৯ তবে তার বাবা-মা তাকে ধরে
শহরের সদর দরজায় বুড়ো নেতাদের কাছে নিয়ে যাবে। ২০ তারা শহরের বুড়ো নেতাদের
বলবে, ‘আমাদের এই ছেলে অবাধ্য ও বিদ্রোহী। সে টাকা-পয়সা উড়িয়ে দেয় ও
মাতাল।’ ২১ তাতে সেই শহরের সমস্ত পুরুষেরা তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে। এই
ভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে এই রকম মন্দতাকে দূর করে দেবে। ইসরাইলের
সমস্ত লোক এই ঘটনার কথা শুনে ভয় পাবে।

অন্যান্য নিয়ম

২২ “যদি মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত এমন কোন পাপ করে, তবে তাকে হত্যা

করে তার দেহটাকে কোন গাছের উপরে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। ২৩ তোমরা সারা রাত ধরে সেই লাশটিকে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখবে না। সেই দিনই তাকে কবর দিতে হবে, কারণ গাছে টাঙ্গিয়ে রাখা সেই লোকটির প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ রয়েছে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে দেশটি তোমাদের সম্পত্তি হিসাবে দিচ্ছেন, তা তোমরা অপবিত্র করবে না।

২২ ১ "যদি তোমরা দেখ যে, তোমাদের প্রতিবেশীর কোন গরু বা ভেড়া পথ
হারিয়ে ফেলেছে, তবে তোমরা বিষয়টি এড়িয়ে যাবে না। সেটিকে অবশ্যই
তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে। ২ যদি তোমাদের সেই ভাই কাছাকাছি বাস না করে,
অথবা যদি তোমরা না জানো যে, এটি কার, তাহলে তোমরা সেই পশুকে তোমাদের বাড়ি
নিয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পশুর মালিক এটির খোঁজে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা
এটিকে নিজের বাড়িতে রেখে দেবে। পরে এর মালিক আসলে পর সেটি তার কাছে
ফিরিয়ে দেবে। ৩ তোমাদের কোন ইসরাইলী ভাই যদি তার গাধা, জামাকাপড় অথবা
অন্য কোন কিছু হারিয়ে ফেলে তাহলেও তোমরা ঐ একই কাজ করবে। তোমরা এই
বিষয়টি এড়িয়ে যাবে না।

৪ "যদি তোমরা তোমার ভাইয়ের গাধা কিংবা গরুকে পথে পড়ে থাকতে দেখ তবে তোমরা বিষয়টি এড়িয়ে যেও না। তোমরা অবশ্য পশুটিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

৫ "কোন স্ত্রীলোক যেন পুরুষের পোশাক, কিংবা কোন পুরুষ যেন স্ত্রীলোকের পোশাক না পরে। যে কেউ এই কাজ করে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাকে ঘৃণা করেন।

৬ তোমরা যদি চলতে চলতে কোন গাছের উপরে অথবা মাঠে কোনো পাখির বাসা
দেখ, যেখানে মা-পাখি তার বাচ্চাগুলোর সংগে আছে, বা ডিমের উপরে তা দিচ্ছে,
তাহলে তোমরা বাচ্চাসুদ্ধ মা-পাখিকে ধরে নিয়ে যাবে না। ৭ তুমি নিজের জন্য
বাচ্চাগুলোকে নিতে পার, কিন্তু নিশ্চয় মা-পাখিকে ছেড়ে দেবে। তাহলে তোমাদের মঙ্গল
হবে এবং তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।

৮ "যখন তোমরা নতুন বাড়ি তৈরি কর, তোমরা ছাদের চারধারে অবশ্যই দেওয়াল তুলবে। তাহলে বাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোন লোকের মৃত্যু হলে বাড়ির লোকেরা তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে না।

৯ "তোমরা আংগুর ক্ষেতে দুই জাতের বীজ লাগাবে না। যদি তা কর, তবে শুধু তোমাদের বোনা সমস্ত শস্য নয়, এমন কি ক্ষেতের আংগুর ফলও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

১০ তোমরা একই সংগে একটি গরু এবং একটি গাধাকে এক সংগে জুড়ে চাষ
করবে না। ১১ তোমরা পশম এবং মসীনা সুতা মিশিয়ে বোনা কাপড় পরবে না।

১২ "তোমরা গায়ে যে চাদর পর তার চার কোণায় সুতোর গোছা বেঁধে দেবে।

সহবাস সম্বন্ধে নিয়ম

১৩ "যদি কোন পুরুষ বিয়ে করে ও স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পরে তাকে অপছন্দ
করে, ১৪ এবং তার নিন্দা করে ও তার বদনাম করে বলে, 'আমি এই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে

করেছি বটে, কিন্তু সহবাসের সময় এ যে কুমারী ছিল তার কোন চিহ্ন পেলাম না। ১৫ এই
রকম ঘটলে মেয়েটির বাবা-মা সেই মেয়েটির কুমারীত্বের প্রমাণ নিয়ে শহরের সদর
দরজায় বুড়ো নেতাদের কাছে যাবে। ১৬ মেয়েটির বাবা সেই বুড়ো নেতাদের কাছে গিয়ে
বলবে, 'আমি আমার মেয়েকে এই লোকটির সংগে বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন সে
তাকে পছন্দ করে না। ১৭ এখন সে মেয়েটির নিন্দা করে বলে, 'আমি আপনার মেয়ের
মধ্যে কোন কুমারী অবস্থার প্রমাণ পাই নি। কিন্তু এই দেখুন আমার মেয়ে যে কুমারী ছিল
তার প্রমাণ।' এই বলে তারা বুড়ো নেতাদের সামনে তার মেয়ের কাপড় মেলে ধরবে।
১৮ তখন শহরের বুড়ো নেতারা সেই লোকটিকে ধরে শাস্তি দেবে। ১৯ তারা অবশ্যই
লোকটির জন্য এক কেজি রূপা জরিমানা করবে। সেই টাকা তারা মেয়েটির বাবাকে
দেবে, কারণ মেয়েটির স্বামী একজন ইসরাইলী কুমারীর বদনাম করেছে। আর সেই
মেয়েটি সেই লোকটির স্ত্রী হয়েই থাকবে। সে তার জীবনকালে কখনো তাকে তালাক
দিতে পারবে না।

২০ "কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, মেয়েটি যে কুমারী ছিল তার কোন প্রমাণ
পাওয়া না যায়, ২১ তবে শহরের বুড়ো নেতারা সেই মেয়েটিকে নিয়ে তার বাবার বাড়ির
দরজার কাছে যাবে। তারপর সেই শহরের লোকেরা মেয়েটিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে
ফেলবে। কারণ বাবার বাড়িতে থাকবার সময়ে ব্যভিচার করে সে ইসরাইলদের মধ্যে
লজ্জার কাজ করেছে। তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে এভাবে মন্দতা দূর করে দেবে।

২২ "যদি কোন লোক অন্য কারও স্ত্রীর সংগে শোবার সময় ধরা পড়ে, তবে
তাদের দু'জনকেই অর্থাৎ সেই লোক ও সেই স্ত্রীলোটিকে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে
তোমরা ইসরাইলের মধ্য থেকে মন্দতা দূর করে দেবে।

২৩ "যদি কোন লোক বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এমন কোন কুমারী মেয়েকে শহরের
মধ্যে দেখতে পেয়ে তার সাথে শোয়, ২৪ তবে তোমরা সেই দু'জনকে বের করে শহরের
সদর দরজার কাছে নিয়ে যাবে। সেখানে তোমরা পাথর ছুঁড়ে তাদের মেরে ফেলবে। সেই
মেয়েটিকে মেরে ফেলবে, কারণ শহরের মধ্যে থাকলেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে
নি। সেই পুরুষটিকে মেরে ফেলবে, কারণ সে অন্যের স্ত্রীর সম্মান নষ্ট করেছে। এভাবে
তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে মন্দতা দূর করে দেবে।

২৫ "কিন্তু কোন লোক যদি বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এমন কোন মেয়েকে খোলা মাঠে
পেয়ে জোর করে তার সংগে শোয়, তবে কেবল লোকটিকেই মরতে হবে। ২৬ কিন্তু
তোমরা মেয়েটির প্রতি কিছুই করবে না। সেই মেয়ে মৃত্যুর শাস্তি পাবার মত কোন পাপ
করে নি। এটা এমন একটা ঘটনার মত যে, কেউ তার প্রতিবেশীকে আক্রমন করে তাকে
খুন করলো। ২৭ লোকটি খোলা মাঠে সেই বিয়ে ঠিক হয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখে তার
উপর ঝাপিয়ে পড়লো। মেয়েটি সাহায্যের জন্যও চিৎকার করলেও তাকে রক্ষা করার মত
কেউ সেখানে ছিল না।

২৮ "যদি একজন লোক বিয়ে ঠিক হয় নি এমন কোন কুমারীকে পেয়ে জোর করে
তার সংগে শোয়, আর যদি লোকেরা তা ঘটতে দেখে, ২৯ তবে সেই লোকটিকে জরিমানা

হিসাবে মেয়েটির বাবাকে আধা কেজি রূপা দিতে হবে। মেয়েটির সম্মান নষ্ট করেছে বলে
তাকে তার বিয়ে করতে হবে। সেই লোক সারা জীবনেও তাকে তালাক দিতে পারবে না।
৩০ "কোন লোক তার বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না। সে তার বাবার স্ত্রীর সংগে
শুয়ে অবশ্যই তার বাবার অসম্মান করবে না।

ইসরাইলদের জন্য কতগুলো নিয়ম

২৩ ১ "যার অণ্ডকোষ থেঁৎলে গেছে কিংবা যার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে
এমন কোন লোক মাবুদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না।
২ "কোন জারজ লোক মাবুদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না। তার দশ পুরুষ পর্যন্ত
কেউ মাবুদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না।

৩ "অম্মোনীয় কিংবা মোয়াবীয় কেউ মাবুদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না।
তাদের দশ পুরুষ পর্যন্ত কেউ মাবুদের সমাজে যোগ দিতে পারবে না। ৪ এর কারণ হল,
মিসর থেকে বের হয়ে আসবার পরে তোমাদের যাত্রা পথে খাবার ও পানি নিয়ে তারা
তোমাদের সংগে দেখা করে নি। আবার তোমাদেরকে অভিশাপ দেবার জন্য তোমাদের
বিরুদ্ধে অরাম-নহরয়িম দেশের পথোর শহরের বিয়োরের ছেলে বালামকে টাকা দিয়ে
নিয়ে এসেছিল। ৫ কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ বিলিয়মের কথা শুনেন নি। মাবুদ
তোমাদের জন্য সেই অভিশাপ আশীর্বাদে বদলে দিয়েছিলেন। কারণ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসেন। ৬ তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে তাদের সাথে কোন
চুক্তি বা বন্ধুত্ব করবে না।

৭ "তোমরা কোন ইদোমীয়কে ঘৃণার চোখে দেখবে না, কারণ তারা তোমাদের
ভাই। তোমরা কোন মিসরীয়কে ঘৃণার চোখে দেখবে না, কারণ তোমরা তাদের দেশে
বিদেশী হিসাবে বাস করতে। ৮ তোমাদের মধ্যে বাস করতে আসার পর, তৃতীয় পুরুষের
লোকেরা মাবুদের লোকদের সমাজে যোগ দিতে পারবে।

সৈন্যদের তাঁবুর পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম

৯ "যখন তোমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে যাও, তখন সেই সব বিষয় থেকে
দূরে থাকবে যা তোমাদের নাপাক করে।

১০ "রাতে বীর্যপাত হওয়ার ফলে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নাপাক হয়, তবে
তাকে তাঁবুর বাইরে গিয়ে থাকতে হবে। ১১ কিন্তু বিকেল হয়ে আসলে পর সেই লোক
পানিতে গোসল করবে এবং সূর্য ডুবে গেলে পর সে আবার তাঁবুতে ফিরে আসতে
পারবে।

১২ "পায়খানা করার জন্য তাঁবুগুলোর বাইরে একটা জায়গা ঠিক করে রাখবে।
১৩ তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রের সাথে এমন একটা কিছু রাখতে হবে যা দিয়ে গর্ত করে পায়খানা
করার পর চাপা দেওয়া যায়। ১৪ কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করতে
এবং তোমাদের শত্রুদের তোমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তোমাদের তাঁবুগুলোর মধ্যে
যাতায়াত করেন। সেজন্য তোমাদের তাঁবুগুলো পাক-পবিত্র রাখবে, যাতে তোমাদের
মধ্যে জঘন্য কিছু দেখে তিনি তোমাদের ছেড়ে চলে না যান।

১৫ “যদি কোন গোলাম তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে তোমাদের কাছে এসে
আশ্রয় নেয়, তবে তুমি তাকে সেই মালিকের হাতে তুলে দেবে না। ১৬ সে তোমাদের
মধ্যে তার পছন্দমত যে কোন শহরের যে কোন জায়গায় বাস করতে চায়, তাকে সেখানে
থাকতে দিও। তোমরা তাকে কষ্ট দিও না।

১৭ “ইসরাইলী কোন মেয়ে যেন বেশ্যা না হয়, আর ইসরাইলী কোন পুরুষ যেন
পুরুষ-বেশ্যা না হয়। ১৮ কোন পুরুষের বা স্ত্রীলোকের বেশ্যার কাজ করে আয় করা কোন
টাকা তোমরা অবশ্যই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ঘরে মানত পূরণের জন্য আনবে না।
কারণ এই রকম পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মাবুদ ঘৃণা করেন।

১৯ “তুমি যখন কোন ইসরাইলী ভাইকে ঋণ দাও, তখন কোন সুদ নেবে না। সেই
ঋণের মধ্যে টাকা, খাবার বা অন্য যা কিছুই থাকুক না কেন, তা থেকে কোন সুদ নেবে
না। ২০ তোমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে সুদ নিতে পার, কিন্তু তোমরা কোন ইসরাইলী
ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না। এতে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমরা যে দেশ দখল
করতে যাচ্ছ, সেখানে যা কিছুতে তোমরা হাত দেবে তাতেই তিনি দোয়া করবেন।

২১ “তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে কিছু মানত করলে তা দিতে দেরি
কোরো না, কারণ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তা তোমাদের কাছ থেকে দাবী করবেন। তুমি
যা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা না দিলে তোমাদের পাপ হবে। ২২ কিন্তু তোমরা যদি
মানত না কর, তাহলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। ২৩ তোমাদের মুখ থেকে যে
মানতের কথাই বের হোক না কেন, তা তোমাদের পূরণ করতেই হবে। কারণ তোমরা
নিজের ইচ্ছায় নিজের মুখেই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে সেই মানত করেছ।

২৪ “যদি তোমরা কারও আংগুর ক্ষেতে যাও, তখন তোমাদের ইচ্ছামত আংগুর
তুলে খেতে পার, কিন্তু সেখান থেকে কোন আংগুর নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার ঝুড়িতে
রাখবে না।

২৫ “যদি তুমি কোন লোকেরা ক্ষেতে যাও, তবে হাত দিয়ে যত খুশি শীষ ছিঁড়তে
পার, কিন্তু সেই শীষ কাটার জন্য কোন কাচি লাগাতে পারবে না।

বিয়ে ও তালাক দেবার বিষয়ে নিয়ম

২৪ ১ “যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার পর তার স্ত্রীর মধ্যে এমন
কোন খারাপ কিছু দেখে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়, তবে সেই লোক একটা
তালাক-নামা লিখে তার হাতে দিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করতে পারবে। ২ সেই
স্ত্রীলোকটি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার পর, অন্য একটি লোককে বিয়ে করতে
পারবে। ৩ ঐ দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে অপছন্দ করে এবং তার জন্য তালাক-নামা লিখে
তার হাতে দিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করে, কিংবা ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা
যায়; ৪ তবে যে প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল, তার পক্ষে সেই স্ত্রী অপবিত্র হয়ে
যাবে। সে তাকে আবার বিয়ে করতে পারবে না। এই রকমের বিয়ে মাবুদ ঘৃণা
করেন।তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সম্পত্তি হিসেবে যে দেশ তোমাদেরকে দিচ্ছেন, তোমরা
এরকম কাজ করে তার উপর পাপ ডেকে আনবে না।

BACIB
International Bible
CHURCH

নানা রকম নিয়ম

৫ “যদি কোন লোকের অল্প দিন হয় বিয়ে হয়েছে, তবে তাকে যুদ্ধে পাঠানো যাবে
না, বা অন্য কোন কাজের ভার তার উপর দেওয়া যাবে না। এক বছরের জন্য সে
স্বাধীনভাবে বাড়িতে থেকে তার স্ত্রীকে সুখী করবে।

৬ “যখন তোমরা কাউকে ঋণ দাও, তখন বন্ধক হিসাবে যাঁতা কিংবা তার
উপরের পাথরটা নিও না। কারণ তা করলে তার বেঁচে থাকবার উপায়টাই বন্ধক নেওয়া
হয়।

৭ “যদি কোন লোক কোন ইসরাইলী ভাইকে চুরি করে নিয়ে যায়, এবং তাকে
গোলামের মত ব্যবহার করে, বা বিক্রি করে, তবে সেই চোরকে অবশ্যই মেরে ফেলতে
হবে। এভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে মন্দতা দূর করে দেবে।

৮ “তোমাদের কারো ছোঁয়াছে কোন চর্মরোগ হলে লেবীয় ইমামরা যা করতে বলে
যত্নের সংগে তার সব কথা পালন করবে। আমি সেই ইমামদের যা আদেশ করেছি তা
যত্নের সাথে পালন করবে। ৯ মনে রেখো, মিসর থেকে বের হয়ে আসার সময় তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ মরিয়মের প্রতি কি করেছিলেন।

“১০ কোন লোককে কিছু ধার দেওয়ার সময় বন্ধক হিসাবে কোন জিনিস নেওয়ার
জন্য তার বাড়িতে যাবে না। ১১ সে বন্ধক নিয়ে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময়
তুমি তার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ১২ সে যদি গরীব হয়, তবে তার বন্ধক রাখা
কাপড়টা নিজের কাছে রেখে ঘুমাতে যাবে না। ১৩ সন্ধ্যার সময় তার বন্ধক রাখা জিনিসটা
তাকে অবশ্য ফিরিয়ে দেবে। তাতে সে তা গায়ে দিয়ে ঘুমাতে পারবে, এবং সে তোমাকে
ধন্যবাদ দেবে। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্র চোখে এই কাজটি একটি ধার্মিকতার কাজ
বলে ধরা হবে।

১৪ “গরীব এবং অভাবী মজুরকে তোমরা মজুরীর ব্যাপারে ঠকাবে না। সে
তোমাদের কোন শহরে বাসকারী ইসরাইলী ভাই হোক বা বিদেশী হোক তাতে কিছু যায়-
আসে না। ১৫ প্রতিদিন সূর্য ডুববার আগে তাকে তার মজুরি মিটিয়ে দেবে, কারণ সে
গরীব এবং ঐ মজুরির উপরেই সে নির্ভর করে। যদি তুমি তার মজুরি মিটিয়ে না দাও,
সে তোমার বিরুদ্ধে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করবে এবং তুমি সেই পাপে দোষী হবে।
১৬ “ছেলেমেয়েদের পাপের জন্য বাবাকে, কিংবা বাবার পাপের জন্য ছেলেমেয়েদেরকে
মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকেই তার নিজের পাপের জন্য মৃত্যুর শাস্তি ভোগ
করবে।

১৭ “বিদেশী কিংবা এতিমের বিচার করতে গিয়ে অন্যায় করবে না। কোন বিধবার
কাছ থেকে বন্ধক হিসাবে তার গায়ের কাপড় নেবে না। ১৮ মনে রাখবে, তোমরা মিসর
দেশে গোলাম ছিলে, কিন্তু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ সেখান থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে
এনেছেন। এজন্যই আমি তোমাকে এই কাজ করার আদেশ দিচ্ছি।

১৯ “ক্ষেতে শস্য কাটার সময় তোমরা যদি শস্যের কোন আঁটি মাঠে ফেলে এসে
থাক, তাহলে সেগুলো আবার তুলে আনতে যেও না। সেটা বিদেশী, এতিম বা বিধবাদের

BACIB | International Bible CHURCH

জন্য রেখে দিও। এতে তোমরা যা কিছু করবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তাতেই
তোমাদের দোয়া করবেন। ২০ তোমরা যখন জলপাই গাছের ফল পাড়বার জন্য যাও,
তখন একই ডাল থেকে দু'বার পাড়তে যেও না। ডালে যা বাকী থাকে তা থাকতে দাও।
সেগুলো বিদেশী, এতিম ও বিধবাদের জন্য থাকবে।

২১ "তোমরা যখন আংগুর ক্ষেতের আংগুর তুল তখন একই ডাল থেকে দু'বার
আংগুর তুলো না। যেগুলো থাকবে সেগুলো বিদেশী, এতিম এবং বিধবাদের জন্য রেখে
দেবে। ২২ মনে রাখবে, তোমরা মিসর দেশে গোলাম ছিলে। এজন্যই আমি তোমাদেরকে
এই কাজ করার আদেশ দিচ্ছি।

২৫

১ "যখন লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয় তখন তারা মিমাংসার জন্য যেন
আদালতে যায়। বিচারকরা বিচার করে কে দোষী আর কে নির্দোষ তার রায়
দেবে। ২ যদি দোষী লোককে লাঠি দিয়ে মার দেবার শাস্তি দেওয়া হয়, তবে বিচারক
তাকে মাটির দিকে মুখ করে শোয়াবে। তার দোষের শাস্তি হিসাবে কতগুলো আঘাত তার
পাওনা সেই অনুসারে বিচারকের সামনেই সেই শাস্তি দেবে। ৩ তবে চল্লিশটার বেশি
আঘাত সে করতে পারবে না। এর বেশি আঘাত করলে তোমাদের একজন ভাইকে
সকলের সামনে তুচ্ছ করা হবে।

৪ "শস্য মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বাঁধবে না।

দেবরের কর্তব্য

৫ "যদি ভাইয়েরা একসংগে বাস করার সময়ে তাদের কোন এক ভাই কোন
ছেলের জন্ম না দিয়ে মারা যায়, তবে সেই মৃত ভাইয়ের স্ত্রী পরিবারের বাইরে কোন
লোককে বিয়ে করতে পারবে না। তার স্বামীর ভাই-ই তাকে বিয়ে করবে এবং তার সাথে
দেবরের কর্তব্য পালন করবে। ৬ পরে সেই স্ত্রীর গর্ভে প্রথম যে ছেলে জন্ম নেবে, সে ঐ
মৃত ভাইয়ের নাম রক্ষা করবে। এতে সেই ভাইয়ের নাম ইসরাইলের মধ্য থেকে মুছে
যাবে না। ৭ যাহোক, সে যদি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তবে সেই
ভাইয়ের স্ত্রী অবশ্যই শহরের সদর দরজায় বুড়ো নেতাদের কাছে গিয়ে বলবে, 'আমার
স্বামীর ভাই ইসরাইলে তার ভাইয়ের নাম রক্ষা করতে রাজী নয়। সে আমার প্রতি
দেবরের কর্তব্য পালন করতে চায় না।' ৮ তখন শহরের বুড়ো নেতারা তাকে ডেকে তার
সংগে কথা বলবে। এর পরেও যদি সে বলতে থাকে, 'আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না,'
৯ তবে তার ভাইয়ের স্ত্রী বুড়ো নেতাদের সামনে তার কাছে এসে তার পা থেকে জুতা
খুলবে এবং তার মুখে থুথু দেবে, আর এই কথা বলবে, 'যে কেউ তার ভাইয়ের বংশ
রক্ষা করতে না চায়, তার প্রতি এই রকম করা হবে।' ১০ তখন ইসরাইলের মধ্যে তার
বংশের নাম হবে, 'জুতাহারার বংশ।'

নানা রকম আদেশ

১১ "দুই লোকের মধ্যে মারামারি শুরু হলে কোন এক লোকের স্ত্রী তার স্বামীকে
রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে এবং অন্য লোকটির পুরুষাঙ্গ চেপে ধরে, ১২ তবে তোমরা
সেই স্ত্রীলোকের হাত কেটে ফেলবে। তাকে তোমরা কোন দয়া-মায়া দেখাবে না।

BACIB
International Bible
CHURCH

[১৩] "তোমরা দুই ধরণের বাট্‌খারা, অর্থাৎ একটার ওজন বেশি ও অন্যটার ওজন
কম, এমন বাট্‌খারা তোমাদের থলিতে রাখবে না। [১৪] তোমাদের বাড়িতে একই মাপ
দেখাবার জন্য একটি ছোট ও অন্যটি বড়, এরকম মাপের পাত্র রাখবে না। [১৫] তোমরা
অবশ্যই সঠিক ওজনের বাট্‌খারা ও মাপের পাত্র ব্যবহার করবে। তাহলে তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।
[১৬] কারণ যারা এই ধরণের কাজ করে, আর যারা অসৎ ভাবে জীবন কাটায়, তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদের ঘৃণা করেন।

[১৭] "তোমরা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পরে তোমাদের যাত্রা পথে
আমালেকীয়রা তোমাদের সংগে কি করেছিল তা মনে রাখবে। [১৮] তোমরা যখন ক্লান্ত ও
দুর্বল ছিলে সেই সময় তোমাদের মধ্যে যারা পিছনে পড়েছিল তারা তাদের উপর আক্রমণ
করেছিল। তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে নি। [১৯] সেই জন্যই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌
তোমাদের যে দেশটি সম্পত্তি হিসাবে দিচ্ছেন, সেই দেশের চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে
তিনি তোমাদের বিশ্রাম দিলে পর, তোমরা পৃথিবী থেকে আমালেকীয়দের চিহ্ন একেবারে
মুছে ফেলবে। এই কাজ করতে ভুলে যেও না।

প্রথমে কাটা ফসলের বিষয়ে

২৬ [১] "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সম্পত্তি হিসাবে যে দেশটি দিতে যাচ্ছেন তোমরা
সেই দেশে যাবে, এবং সেটি দখল করে সেখানে বাস করতে থাকবে।
[২] মাবুদের দেওয়া সেই দেশের জমিতে তোমরা যখন ফসল ফলাবে, সেই ফসল কাটার
সময় তোমরা অবশ্যই প্রথমে কাটা কিছু ফসল একটি ঝুড়িতে রাখবে। তারপর ফসলের
সেই প্রথম অংশটুকু তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর নামের থাকবার জায়গা হিসেবে যে
জায়গাটি বেছে নেবেন সেখানে তোমরা সেই ফসল নিয়ে যাবে। [৩] সেই সময় যে ইমাম
সেখানকার দায়িত্বে থাকবে তার কাছে গিয়ে বলবে, 'মাবুদ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
যে দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ আমি আপনার মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে এই কথা
ঘোষণা করার জন্য এসেছি যে, আমি সেই দেশে এসে গেছি।' [৪] তখন ইমাম তোমাদের
হাত থেকে সেই ঝুড়ি নিয়ে তা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কোরবানগাহের সামনে রাখবে।
[৫] তখন সেখানে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তোমরা অবশ্যই এই কথা ঘোষণা
করবে, 'আমাদের পিতৃপুরুষ একজন ইরামীয় যাযাবর ছিলেন। তিনি মিসরে নেমে গিয়ে
সেখানে বাস করলেন। সেখানে যাবার সময় তাঁর পরিবারে অল্প লোক ছিল। কিন্তু
সেখানে বাস করবার সময় তাঁর মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ছিল
শক্তিশালী এবং তাদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক। [৬] কিন্তু মিসরীয়েরা আমাদের সংগে
খারাপ ব্যবহার করলো। তারা আমাদেরকে কষ্ট দিল ও আমাদের দিয়ে কঠিন পরিশ্রম
করালো। [৭] তখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি
করলাম। তিনি আমাদের কান্নাকাটি শুনলেন এবং আমাদের কষ্ট, পরিশ্রম দেখলেন।
আমাদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছিল তাও তার নজরে পড়লো। [৮] সেজন্য মাবুদ তাঁর
শক্তিশালী হাত দিয়ে, তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দিয়ে ও ভয় জাগানো কাজ করে এবং

নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়ে আমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে আনলেন।
[৯] তিনি আমাদেরকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও মধুতে ভরা এই দেশটি
আমাদের দিয়েছেন। [১০] এখন, হে মাবুদ, দেখ, তুমি আমাদেরকে যে জায়গা-জমি দিয়েছ,
সেই জমি থেকে প্রথমে কাটা ফসল আমি তোমার কাছেই এনেছি।' এই কথা বলে তুমি
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে সেই ঝুড়িটা রাখবে এবং তাঁর সামনে সেজ্‌দা করবে।
[১১] তারপর তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে যে সব ভাল
ভাল জিনিস দিয়ে দোয়া করেছেন, তা নিয়ে তোমরা ও লেবীয়রা ও তোমাদের মধ্যে বাস
করা বিদেশীরা আনন্দ করবে।

দশ ভাগের এক ভাগের বিষয়ে

[১২] "প্রত্যেক তৃতীয় বছরে তোমরা তোমাদের সমস্ত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ
আলাদা করে রাখবে। তারপর সেই দশ ভাগের এক ভাগ নিয়ে লেবীয়দের, তোমাদের
দেশে বাসকারী বিদেশীদের এবং বিধবা ও এতিমদের দেবে। তাতে ঐ সব লোকেরা
তোমাদের শহরগুলোর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে তৃপ্ত হবে। [১৩] এর পর তোমরা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে বলবে, 'আমি তোমার আদেশ অনুসারে আমার বাড়ি থেকে
পবিত্র অংশটুকু নিয়ে এসেছি এবং তা লেবীয়দের, বিদেশীদের, এতিম ও বিধবাদের
দিয়েছি। আমি তোমার আদেশের কোনটি পালন করতে অস্বীকার করি নি, কিংবা
সেগুলোর একটাও আমি ভুলে যাই নি। [১৪] আমার শোকের সময় আমি সেই পবিত্র অংশ
থেকে কিছুই খাই নি, নাপাক অবস্থায় তার কিছুই বের করি নি এবং মৃত লোকের উদ্দেশে
তার কিছুই দিই নি। আমি আমার মাবুদ আল্লাহ্‌র কথামত কাজ করেছি। তুমি যে সব
আদেশ করেছ আমি তার সব কিছুই পালন করেছি। [১৫] তাই তুমি বেহেশত থেকে,
তোমার পবিত্র বাসস্থান থেকে, তাকিয়ে দেখ এবং তোমার লোক ইসরাইলদের তুমি
দোয়া কর। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তুমি শপথ করে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেই
অনুসারে দুধ আর মধুতে ভরা দেশ তুমি আমাদের দিয়েছ।'

মাবুদের আদেশ পালন করার নির্দেশ

[১৬] "আজ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ এই সমস্ত নিয়ম ও আইন-কানুন পালন করার
জন্য তোমাদের আদেশ করছেন। তোমরা সতর্ক হয়ে সমস্ত অন্তর ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তা
পালন করবে। [১৭] আজকেই তোমরা ঘোষণা করেছ যে, মাবুদই তোমাদের আল্লাহ্‌ আর
তাঁর পথেই তোমরা চলবে। তোমরা তাঁর নিয়ম, আদেশ ও নির্দেশ পালন করবে এবং
তিনি তোমাদের যা বলেন সেই কথা মেনে চলবে। [১৮] আজ মাবুদও ঘোষণা করেছেন যে,
তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমরা তাঁর লোক, তাঁর নিজের বিশেষ সম্পত্তি। তোমাদের তাঁর
সমস্ত আদেশ মেনে চলতে হবে। [১৯] তিনি ঘোষণা করেছেন যে, মাবুদ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত
জাতির মধ্যে প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের দিক থেকে তোমাদেরকে অনেক উঁচু স্থান
দেবেন। আর তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমরা হবে তাঁর উদ্দেশে
একটি পবিত্র জাতি।"

এবল পাহাড়ের কোরবানগাহ্

২৭ ১ “মূসা ইসরাইলের বুড়ো নেতাদের সংগে নিয়ে লোকদেরকে এই আদেশ
দিলেন, “আজ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিচ্ছি তা তোমরা পালন
করবে। ২ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, যে দিন তোমরা
জর্ডান নদী পার হয়ে সেই দেশে যাবে, সেদিন অবশ্যই তোমরা বড় বড় পাথর স্থাপন
করবে এবং সেগুলো চুন দিয়ে লেপে দেবে। ৩ তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে পাথরগুলোর
উপর আইন-কানুনের এই সমস্ত আদেশ লিখবে। এর পর তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্
তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন, দুধ আর মধুতে ভরা সেই দেশে ঢুকবে। তোমাদের
পূর্বপুরুষের মাবুদ আল্লাহ্ এই দেশটি দেবেন বলেই তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
৪ আমি আজ যে পাথরগুলোর বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করলাম, তোমরা জর্ডান নদী
পার হয়ে যাবার পর এবল পাহাড়ে সেই পাথরগুলো স্থাপন করবে, ও তা চুন দিয়ে লেপে
দেবে। ৫ সেখানে তোমরা পাথর দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটি
কোরবানগাহ্ তৈরি করবে। সেই পাথরগুলোর উপর কোন লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার
করবে না। ৬ তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানগাহ্ তৈরি করার সময় গোটা
গোটা পাথর ব্যবহার করবে। সেই কোরবানগাহের উপরে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী দেবে। ৭ সেখানে তোমরা মঙ্গল-কোরবানী দেবে, আর সেই
জায়গায় খাওয়া-দাওয়া করবে এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে আনন্দ করবে।
৮ সেই স্থাপন করা পাথরের উপরে এই আইন-কানুনের সব কথা খুব স্পষ্ট করে
লিখবে।”

৯ এর পর মূসা ও লেবীয় ইমামেরা সমস্ত ইসরাইলকে বললে, “হে ইসরাইলীরা,
চুপ করে শোন! আজ তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র লোক হলে। ১০ সুতরাং
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়ে চলবে। আজ আমি তোমাদেরকে তাঁর যে সব
আদেশ ও নিয়ম দিলাম তা মেনে চলবে।”

বারোটি অভিশাপ

১১ সেই দিনে মূসা লোকদেরকে এই আদেশ দিলেন, ১২ “তোমরা জর্ডান নদী পার
হবার পর যখন দোয়া উচ্চারণ করা হবে, তখন শিমিয়োন, লেবি, এহুদা, ইষাখর, ইউসুফ
ও বিন্‌ইয়ামীন বংশের গরিষীম পাহাড়ের উপড়ে দাঁড়াবে। ১৩ যখন অভিশাপ উচ্চারণ করা
হবে তখন রূবেণ, গাদ, আশের, সবূলূন, দান ও নপ্তালি বংশের লোকেরা এবল পাহাড়ের
উপর দাঁড়াবে।

১৪ “তখন লেবীয়রা চিৎকার করে ইসরাইলের সমস্ত লোকের কাছে বলবে:

১৫ ‘সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক খোদাই করে মূর্তি তৈরি করে,
কিংবা ছাঁচে ফেলে মূর্তি তৈরি করে যা মাবুদের কাছে ঘৃণার জিনিস, কারিগরের কাজ
মাত্র। সেগুলোকে তারা পূজার জন্য গোপন জায়গায় রাখে। তখন সব লোক জবাবে
বলবে, ‘আমিন।’

১৬ ‘সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক তার বাবা-মাকে অসম্মান করে।

তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

১৭ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক অন্য লোকের জমির সীমানা-চিহ্ন সরিয়ে দেয়।' তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

১৮ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক কোন অন্ধকে ভুল পথে নিয়ে যায়। তখন সব লোক বলবে, 'আমিন।'

১৯ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক বিদেশী, এতিম এবং বিধবার বিচারের সময় অন্যায় করে। তখন সব লোক বলবে, 'আমিন।'

২০ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক তার বাবার স্ত্রীর সংগে অর্থাৎ সৎমায়ের সংগে ব্যভিচার করে। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২১ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক কোন পশুর সংগে সহবাস করে। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২২ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক তার সৎ বোনের সংগে ব্যভিচার করে– সে তার বাবার মেয়ে হোক, বা মায়ের মেয়ে হোক। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২৩ সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক তার শাশুড়ীর সংগে ব্যভিচার করে। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২৪ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে অন্য কোন লোককে খুন করে। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২৫ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক নির্দোষ লোককে খুন করার জন্য ঘুষ নেয়। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

২৬ 'সেই লোকের উপর অভিশাপ পড়ুক যে লোক এই আইন-কানুনের সব কথা পালন করার জন্য তা সমর্থন করে না। তখন সমস্ত লোক বলবে, 'আমিন।'

বাধ্যতার দোয়া

২৮ ১ "তোমরা যদি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হও, এবং আমি আজ তোমাদের যে সকল আদেশ দিচ্ছি, তা যত্নের সংগে পালন কর, তবে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে তোমাদের উন্নত করবেন।
২ যদি তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হও তবে এই সমস্ত দোয়া তোমাদের উপরে নেমে আসবে:

৩ তোমরা তোমাদের শহরে এবং তোমাদের দেশে দোয়া লাভ করবে।

৪ তোমাদের গর্ভের ফল, তোমাদের ক্ষেতের ফসল, তোমাদের গরু-ছাগল-ভেড়ার বাচ্চাগুলো– অর্থাৎ তোমার ভেড়ার, গরুর ও ছাগলের পাল দোয়া লাভ করবে।

৫ তোমাদের ঝুড়ি ও ময়দা মাখাবার পাত্র দোয়া লাভ করবে।

৬ তোমরা যখন বাড়ির ভিতরে আসবে ও যখন বাইরে যাবে তখন তোমরা দোয়া লাভ করবে।

৭ তোমাদের শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে উঠলে পর, মাবুদ তোমাদের এমন শক্তি

BACIB | International Bible CHURCH

দান করবেন যাতে শত্রুরা তোমাদের সামনে হেরে যায়। তারা একটা পথ দিয়ে তোমার
বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু সাতটা পথ দিয়ে তোমার সামনে থেকে পালিয়ে যাবে।

৮ "মাবুদ তোমাদের গোলাঘরগুলোকে দোয়া করবেন এবং তোমরা যে কোন
কাজে হাত দাও, তাতেই দোয়া করবেন। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে দেশ
দিচ্ছেন, সেখানে তোমাকে দোয়া করবেন।

৯ "মাবুদ শপথ করে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই অনুসারে তোমাদেরকে তাঁর
পবিত্র লোক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, কেবল যদি তোমরা মাবুদ আল্লাহ্‌র আদেশ পালন
কর ও তাঁর পথে চল। ১০ তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি দেখতে পাবে যে, মাবুদের নামেই
তোমাদের পরিচয়, আর তারা তোমাদের ভয় করে চলবে। ১১ মাবুদ যে দেশটা তোমাদের
দেবেন বলে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তিনি
তোমাদের অনেক উন্নতি দান করবেন। তিনি তোমাদের পরিবারে অনেক ছেলেমেয়ে
দেবেন। তোমাদের পশুপালে অনেক বাচ্চা ও ক্ষেতে অনেক ফসল দেবেন।

১২ "মাবুদ তাঁর মহান দোয়ার ভাণ্ডার খুলে দিয়ে তোমাদের জমির জন্য উপযুক্ত
সময়ে বৃষ্টি দেবেন। মাবুদ তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে দোয়া করবেন। তোমরা অনেক
জাতিকে তোমরা ঋণ দেবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে তোমাদের ঋণ নেবার প্রয়োজন হবে
না। ১৩ মাবুদ তোমাদেরকে এমন করবেন যাতে সকলে তোমাদের তাদের মাথায় করে
রাখে, পায়ের তলায় নয়। তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র যে সব আদেশ আজ আমি
তোমাদের দিচ্ছি যদি তার প্রতি মনোযোগ দাও, ও যত্নের সংগে তা পালন কর, তবে
তোমরা কারো কাছে নত হবে না, কিন্তু তোমাদের জায়গা সকলের উপরেই থাকবে।
১৪ আজ আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিচ্ছি তোমরা দেব-দেবীর পিছনে গিয়ে এবং
তাদের পূজা করে সেই সমস্ত আদেশের ডানে বা বাঁয়ে যাবে না।

অবাধ্যতার জন্য অভিশাপ

১৫ "কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য না হও, এবং আমি আজ
তোমাদেকে তাঁর যে সব আদেশ ও নিয়ম দিচ্ছি তা যত্নের সংগে পালন না কর, তবে এই
সমস্ত অভিশাপ তোমাদের প্রতি নেমে আসবে ও তোমাদের সংগে থাকবে:

১৬ মাবুদ তোমাদের শহরগুলোতে এবং ক্ষেত-খামারে অভিশাপ দেবেন।

১৭ মাবুদ তোমাদের ঝুড়ি ও ময়দা মাখাবার পাত্রকে অভিশাপ দেবেন।

১৮ মাবুদ তোমাদের অভিশাপ দেবেন যাতে তোমাদের পরিবারে কম ছেলেমেয়ে
হয়, ক্ষেতে কম ফসল হয় এবং পালের গরু, ছাগল ও ভেড়ার কম বাচ্চা হয়।

১৯ তোমরা যা কিছু কর না কেন সব সময় মাবুদ তাতে অভিশাপ দেবেন।

২০ "যদি তোমরা মন্দ কাজ কর এবং মাবুদকে ত্যাগ কর, তবে তোমরা যা কিছু
করবে তাতেই অভিশাপ পড়বে, হতাশা এবং কষ্ট আসবে, এবং তোমরা খুব তাড়াতাড়ি
একেবারে ধ্বংস যাবে। ২১ তোমরা যে দেশ দখল করতে যাচ্ছ মাবুদ সেখানে তোমাদের
মধ্যে মহামারীর পর মহামারী পাঠাবেন যেন তোমরা দেশ থেকে একেবারে শেষ হয়ে
যাও। ২২ মাবুদ তোমাদের ছোঁয়াছে রোগ, জ্বর, জ্বালা, ফোলা রোগ দিয়ে তোমাদের

BACIB
International Bible
CHURCH

আঘাত করবেন। তিনি খড়া ও গরম শুকনা বাতাস দিয়ে তোমাদের ফসল ধ্বংস
করবেন। যতক্ষণ না তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তোমাদের এই সমস্ত
দিয়ে কষ্ট দেবেন। ২৩ তোমাদের মাথার উপরের আকাশ পিতলের মত হবে ও পায়ের
নিচের মাটি লোহার মত শক্ত হয়ে যাবে। ২৪ মাবুদ তোমাদের দেশে বৃষ্টির বদলে ধূলার
ঝড় ও বালির ঝড় পাঠাবেন। যে পর্যন্ত তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও সেই পর্যন্ত তা আ-
কাশ থেকে নেমে তোমাদের উপরে পড়বে।

২৫ “মাবুদ এমন করবেন যাতে তোমরা তোমাদের শত্রুদের সামনে হেরে যাও।
তোমরা একটি পথ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু সাতটি পথ দিয়ে তাদের সামনে
থেকে পালিয়ে যাবে। পৃথিবীর অন্য সব দেশের লোকেরা তোমাদের অবস্থা দেখে ভয়ে
আঁতকে উঠবে। ২৬ তোমাদের লাশ আকাশের পাখিদের ও পৃথিবীর পশুদের খাবার হবে।
সেই পশু-পাখিগুলো তাড়িয়ে দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। ২৭ মাবুদ
তোমাদেরকে মিসর দেশের ফোড়া, জলন্ত ঘা, চুলকানি ও চর্মরোগ দিয়ে এমনভাবে শাস্তি
দেবেন যে, কেউ সেই রোগ থেকে তোমাদের সুস্থ করতে পারবে না। ২৮ মাবুদ
তোমাদেরকে পাগল, অন্ধ ও চিন্তাশক্তি নষ্ট করে দিয়ে তোমাদেরকে কষ্ট দেবেন। ২৯ অন্ধ
যেমন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, সেই রকম করে তোমরা দিনের বেলাতেই হাতড়ে
বেড়াবে। তোমরা যে কাজই কর না কেন কোন কিছুইতেই সফল হবে না। দিনের পর
দিন তোমরা অত্যাচারিত হবে ও ডাকাত এসে ডাকাতি করবে কিন্তু কেউ তোমাদের
উদ্ধার করতে আসবে না।

৩০ “তোমাদের কারো সংগে কোন মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে, অন্য পুরুষ তাকে
নিয়ে বিছানায় যাবে। তোমরা বাড়ি তৈরি করবে, কিন্তু তাতে বাস করতে পারবে না।
তোমরা আংগুরক্ষেত করবে, কিন্তু তার ফল ভোগ করতে পারবে না। ৩১ তোমাদের গরু
তোমাদের সামনে জবাই করা হবে, কিন্তু তোমরা তার মাংস খেতে পাবে না। তোমাদের
গাধা জোর করে তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তা তোমাদেরকে ফিরিয়ে
দেওয়া হবে না। তোমাদের ভেড়ার পাল তোমাদের শত্রুদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু
এই বিপদে তোমাদের কেউ রক্ষা করতে আসবে না। ৩২ তোমাদের ছেলেমেয়েদের অন্য
কোন জাতিকে দিয়ে দেওয়া হবে। দিনের পর দিন তাদের অপেক্ষায় চেয়ে থাকতে
থাকতে তোমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিছু করবার শক্তি তোমাদের হাতে থাকবে
না। ৩৩ যে জাতিকে তোমরা চেনো না তারা তোমাদের সব শস্য এবং তোমাদের কঠোর
পরিশ্রমের ফল খেয়ে ফেলবে। তোমরা কেবল নিষ্ঠুর অত্যাচার ভোগ করবে।
৩৪ তোমাদের চোখ যা কিছু দেখবে তা-ই তোমাদের পাগল করে তোলবে। ৩৫ মাবুদ
তোমাদের হাঁটু এবং পায়ে এমন কষ্টকর ফোঁড়া দিয়ে শাস্তি দেবেন যা ভাল হবে না।
তোমাদের পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত দেহের সব জায়গাতেই এই ফোঁড়া
হবে।

৩৬ “মাবুদ তোমাদেরকে এবং যে বাদশাহ্‌কে তোমাদের উপরে নিযুক্ত করা হবে,
তাকে তোমাদের অজানা এবং তোমার পূর্বপুরুষদের অজানা এক জাতির কাছে নিয়ে

যাবেন। সেখানে তোমরা কাঠ ও পাথরের মূর্তির পূজা করবে। ৩৭ মাবুদ তোমাদেরকে যে
সব জাতির মধ্যে তাড়িয়ে দেবেন, তারা তোমাদের দেখে আত্‌কে উঠবে। তারা
তোমাদের ঘৃণার চোখে দেখবে এবং তোমাদের দেখে ঠাট্টা-তামাশা করবে।

৩৮ "তোমরা জমিতে অনেক বীজ বুনবে কিন্তু অল্পই ফসল কেটে আনতে পারবে,
কারণ পঙ্গপাল সেই ফসল খেয়ে ফেলবে। ৩৯ তোমরা আংগুর ক্ষেতে কষ্ট করে আংগুর
চাষ করবে কিন্তু আংগুরের রস খেতে পাবে না, সেগুলো জড়ো করলেও পোকায় তা খেয়ে
ফেলবে। ৪০ তোমাদের দেশের সব জায়গায় জলপাইয়ের গাছ থাকবে কিন্তু সেই সব
গাছের জলপাইয়ের কোন তেল তুমি ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ তার ফল ঝরে
পড়ে যাবে। ৪১ তোমাদের যে সব ছেলেমেয়ে হবে তাদের রাখতে পারবে না, কারণ
তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে। ৪২ ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে তোমাদের সমস্ত গাছ
-গাছড়া ও ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলবে।

৪৩ "তোমাদের মধ্যে বাসকারী বিদেশীরা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর
তোমরা নামতে থাকবে তাদের নীচে। ৪৪ বিদেশীরা তোমাদের ধার দেবে, কিন্তু তাদের
ধার দেবার মত টাকা তোমাদের কাছে থাকবে না। তারা তোমাদের মাথার উপর থাকবে,
আর তোমরা থাকবে তাদের পায়ের তলায়।

৪৫ "এই সমস্ত অভিশাপ তোমাদের উপর নেমে আসবে। এই সব অভিশাপ
তোমাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলবে যে পর্যন্ত না তোমরা ধ্বংস হও। কারণ তোমরা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হও নি। তিনি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ ও নিয়ম
দিয়েছিলেন তা পালন কর নি। ৪৬ এই অভিশাপগুলো তোমাদের জন্য ও তোমাদের বংশধরদের জন্য চিরকাল একটি চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ হয়ে থাকবে। ৪৭ কারণ যখন তোমরা
অনেক উন্নতি লাভ করেছিলে তখন তোমরা খুশি মনে ও আনন্দের সংগে তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবা কর নি।

৪৮ "তাই মাবুদ তোমাদের বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন তোমরা তাদেরই সেবা
করবে। তোমরা খিদে, পিপাসা ও উলঙ্গতায় আর ভীষণ অভাবের মধ্যে সেই সব শত্রুর
সেবা করবে। মাবুদ তোমাদের কাঁধে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবেন যতক্ষণ না তিনি
তোমাদের ধ্বংস করে দেন। ৪৯ মাবুদ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনেক দূর
থেকে এক জাতিকে নিয়ে আসবেন। ঈগল পাখির মত করে সেই জাতি খুব তাড়াতাড়ি
তোমাদের উপর নেমে আসবে।তোমরা তাদের ভাষা বুঝবে না। ৫০ সেই জাতির চেহারা
হবে ভয়ঙ্কর; তারা বুড়োদের সম্মান করবে না আর ছোটদের প্রতি দয়ামায়া দেখাবে না।
৫১ যতক্ষণ না তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও ততদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের পশুপালের বাচ্চা ও
ক্ষেতের ফসল খাবে। যতক্ষণ না তোমরা ধ্বংস হও তারা তোমাদের ক্ষেতের ফসল,
আংগুর-রস, তেল, গরু, ভেড়া ও ছাগল কিছুই ছেড়ে যাবে না। ৫২ সেই জাতি তোমাদের
সমস্ত শহরগুলো চারদিক থেকে ঘেরাও করবে। তারা শেষ পর্যন্ত উঁচু ও শক্ত দেওয়াল
যার উপর তোমরা নির্ভর করে থাকতে তা ভেঙ্গে ফেলবে। তারা তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই দেশের সব শহরগুলো ঘেরাও করবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

৫৩ শত্রুরা শহরগুলো ঘেরাও করে রাখবার সময় তোমাদের কষ্ট দিলে তোমরা
ক্ষুধার জ্বালায় এত কষ্ট পাবে যে, তোমরা নিজের সন্তানদের খেতে শুরু করবে–
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যে সন্তানদের দিয়েছিলেন তোমরা তাদের মাংস খাবে।
৫৪ এমনকি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও ভদ্র স্বভাবের লোকটির মধ্যেও কোন
দয়ামায়া থাকবে না। সে তার নিজের ভাইয়ের প্রতি, কিংবা প্রিয় স্ত্রীর প্রতি, কিংবা
জীবিত ছেলেমেয়েদের প্রতিও কোন দয়ামায়া দেখাবে না। ৫৫ সে যখন তার সন্তানদের
মাংস খাবে তখন তার কোন অংশ তার পরিবারের কাউকেও দেবে না। এরকমটা হবে
তার কারণ শত্রুরা শহর ঘেরাও করে রাখবার ফলে এত কষ্ট পাবে যে, তখন সন্তানের
মাংস ছাড়া আর কোন খাবারই তার কাছে থাকবে না। ৫৬ এমনকি তোমাদের মধ্যে
বাসকারী সবচেয়ে ধনী ও ভদ্র স্বভাবের স্ত্রীলোক, যে এতই ধনী ও ভদ্র যে, মাটিতে তার
পা পড়তো না, তারও তার প্রিয় স্বামী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি কোন দয়ামায়া থাকবে না।
৫৭ সে শিশুর জন্ম দিয়ে সেই শিশুটিকে এবং দেহ থেকে বের হয়ে আসা ফুল, এর
কোনটাই সে তাদের খেতে দেবে না। এর কারণ হল শত্রুরা এসে তোমাদের শহর
ঘেরাও করে রেখে তোমাদের যখন কষ্টের মধ্যে ফেলবে তখন সে নিজেই চুপিচুপি সেই
ফুল ও সন্তানের মাংস খাবে।

৫৮ “তোমরা যদি এই কিতাবে লেখা আইন-কানুনের সব কথা যত্নের সংগে পালন
না কর, এবং যদি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরবময় ও ভয় জাগানো নামকে সম্মান না
কর; ৫৯ তবে মাবুদ তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের উপর এমন সব ভয়ানক রোগ ও
মহামারী দিয়ে আঘাত করবেন, যা অনেক দিন ধরে তোমাদের অসুস্থ করে রাখবে ও কষ্ট
দেবে। ৬০ তোমরা মিসর দেশে যে সব রোগ দেখে ভয় পেতে, তিনি সেই সব রোগ আব-
ার তোমাদের উপরে নিয়ে আসবেন। সেগুলো তোমাদের ছেড়ে যাবে না। ৬১ এছাড়া যে
সব রোগের কথা এই আইন-কানুন-কিতাবে লেখা নেই, এমন প্রত্যেকটি রোগ ও আঘাত
মাবুদ তোমাদের উপর নিয়ে আসবেন যতক্ষণ না তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও। ৬২ আকাশের
তারার মত তোমাদের বংশধরদের সংখ্যা হলেও তখন মাত্র অল্প কয়েকজনই বেঁচে
থাকবে। এর কারণ হল তোমরা তোমাদের মাবুদের বাধ্য হয়ে চলো নি। ৬৩ তোমাদের
মঙ্গল করতে ও তোমাদের লোক সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে যেমন মাবুদের আনন্দ হতো, সেই
একই ভাবে তোমাদের সর্বনাশ ও ধ্বংস দেখে তিনি আনন্দ পাবেন। তোমরা যে দেশে
ঢুকে তা দখল করতে যাচ্ছ, সেই দেশ থেকে শিকড় সুদ্ধ তোমাদের তুলে ফেলা হবে।

৬৪ “এরপর মাবুদ তোমাদেরকে পৃথিবীর এক সীমা থেকে আরেক সীমা পর্যন্ত সব
জাতির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবেন। সেই জায়গায় তোমরা তোমাদের ও তোমাদের
পূর্বপুরুষদের অজানা অন্য দেব-দেবতার, কাঠ ও পাথরের, পূজা করবে। ৬৫ তোমরা সেই
জাতিদের মধ্যে কোন শান্তি পাবে না ও তোমাদের পায়ের তলায় বিশ্রামের কোন জায়গা
থাকবে না। সেখানে মাবুদ তোমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভরে দেবেন এবং আশা করে চেয়ে
থাকা চোখ ক্লান্ত করে তুলবেন, আর তোমাদের হৃদয়ে হতাশায় ভরে দেবেন। ৬৬ তোমরা
সব সময় চিন্তার মধ্যে থাকবে, এবং দিনে কি রাতে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকবে। তোমরা

বেঁচে থাকবে কি থাকবে না এই বিষয়ে কখনও নিশ্চিত হতে পারবে না। ৬৭ তোমরা
সকালে বলবে, ‘হায় কখন সন্ধ্যা হবে’ আর সন্ধ্যা হলে বলবে, ‘হায় কখন সকাল হবে,’
কারণ তোমাদের অন্তর ও চোখে-মুখে ভয়ে ভরা থাকবে। ৬৮ মাবুদ জাহাজে করে
তোমাদের মিসরে ফেরত পাঠাবেন। আমি বলেছিলাম যে, তোমাদের আর সেখানে ফিরে
যেতে হবে না; কিন্তু মাবুদ তোমাদের সেখানে ফেরত পাঠাবেন। সেখানে তোমরা গোলাম
-বাঁদী হিসাবে শত্রুদের কাছে নিজেদের বিক্রি করতে চাইবে কিন্তু কেউ তোমাদের কিনবে
না।”

২৯

১ এ হল চুক্তির সেই শর্তগুলো যা মাবুদ মূসাকে আদেশ করেছিলেন। এই
চুক্তি তিনি মোয়াব দেশে বনি-ইসরাইলদের সংগে করেছিলেন। সেই চুক্তি
ছাড়াও মাবুদ হোরেব পাহাড়ে মূসার মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের জন্য একটা চুক্তি
করেছিলেন।

২ মূসা সমস্ত ইসরাইলদের এক জায়গায় জড়ো করে বললেন, “মিসর দেশে মাবুদ
যা করেছিলেন তার সবই তোমরা দেখেছিলে। ফেরাউনের প্রতি, তার কর্মচারী ও তার
সমস্ত দেশের প্রতি মাবুদ যা করেছিলেন, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ। ৩ তিনি তাদের
উপর যে মহা শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের মধ্যে যে সমস্ত আশ্চর্য চিহ্ন ও মহা
আশ্চর্য কাজ করেছেন তা তোমরা নিজের চোখেই দেখেছ। ৪ তোমরা যা শুনেছ বা দেখেছ
তা দেখবার চোখ ও বুঝবার মন আজও মাবুদ তোমাদের দেন নি। ৫ আমি এই চল্লিশ
বছর ধরে তোমাদের মরুভূমির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে
তোমাদের কাপড়-জামা ও জুতা ছিঁড়ে যায় নি। ৬ তোমরা কোন রুটি খেতে পাও নি এবং
আংগুর-রস বা কোন মদ খেতে পাও নি। আমি তা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে,
আমিই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্।

৭ “তোমরা এই জায়গায় আসার পরে হিষ্‌বোনের বাদশাহ্ সীহোন ও বাশনের
বাদশাহ্ উজ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে এলো। কিন্তু আমরা তাদের
হারিয়ে দিয়েছিলাম। ৮ তারপর আমরা তাদের দেশ দখল করে তা সম্পত্তি হিসাবে রূবেণ
-বংশ, গাদ-বংশ ও মানশার অর্ধেক বংশের লোকদের দিয়েছিলাম। ৯ সেজন্য এই চুক্তির
সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করবে, যেন তোমরা যা কিছু কর, তাতেই তোমরা উন্নতি
লাভ করতে পার।

১০ “তোমাদের নেতারা, তোমাদের সর্দারেরা, তোমাদের বুড়ো নেতারা,
তোমাদের কর্মকর্তারা, এবং অন্যান্য সব ইসরাইলরা– তোমরা সকলে আজ তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে আছ। ১১ তোমাদের সংগে রয়েছে তোমাদের
ছেলেমেয়েরা, স্ত্রীরা ও তোমাদের মধ্যে বাসকারী বিদেশীরা যারা তোমাদের জন্য কাঠ
কেটে দেয় ও পানি তুলে দেয়। ১২ তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ যেন তোমরা তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্‌র সংগে চুক্তিতে ঢুকতে পার। এই দিনে মাবুদ তোমাদের সংগে চুক্তি
করছেন এবং শপথ করে তা সীলমোহর করছেন। ১৩ এই চুক্তি স্থির করার মধ্য দিয়ে
মাবুদ তোমাদের তাঁর নিজের লোক করেছেন, যেমন তিনি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের
কাছেও করেছিলেন। ১৪ আমি শপথ করে চুক্তি শুধু তোমাদেরই সংগে করছি, তা নয়;
১৫ আজ আমাদের সংগে এই জায়গায় আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে যে কেউ দাঁড়িয়ে
আছে এবং আমাদের সংগে আজ যে নেই, তাদের সকলের সংগেই এই চুক্তি করছি।
১৬ তোমরা নিজেরাই জান, মিসর দেশে আমরা কেমন ভাবে বাস করেছি এবং কিভাবে
বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। ১৭ তোমরা ঐ সব লোকদের মধ্যে কাঠ,
পাথর, সোনা ও রূপার তৈরি জঘন্য মূর্তি ও প্রতিমা দেখতে পেয়েছ। ১৮ এ বিষয়ে নিশ্চিত
হয়ো যে, তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষ, স্ত্রীলোক, পরিবার ও বংশ যারাই আজ এখানে
রয়েছে, তাদের কেউ যেন আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য সব
জাতির দেবতাদের পূজা না করে। এটা নিশ্চিত হয়ো যে, তোমাদের মধ্যে যেন এমন
কোন শিকড় না থাকে যা থেকে বিষাক্ত তেতো গাছ গজিয়ে উঠবে। ১৯ শপথ করে বলা
এই কথাগুলো কোন লোক শুনে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে মনে মনে বলে, 'আমি যা চাই
তাই করবো। খারাপ কিছুই আমার প্রতি ঘটবে না।' এই ধরণের লোক যে কেবল তার
নিজের প্রতি অমঙ্গল ডেকে আনবে তা নয়, এমনকি ভাল লোকদের প্রতিও তা ডেকে
আনবে। ২০ মাবুদ তাকে ক্ষমা করতে রাজী হবেন না, কিন্তু সেই মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর
অন্তরের জ্বালায় জ্বলে উঠবেন ও গজব পাঠাবেন। এই কিতাবে লেখা সমস্ত অভিশাপ তার
উপরে পড়বে এবং মাবুদ আকাশের নিচে থেকে তার নাম মুছে ফেলবেন। ২১ মাবুদ এই
আইন-কানুনের কিতাবে লেখা চুক্তির সমস্ত অভিশাপ অনুসারে দুঃখ-কষ্টের জন্য মাবুদ
তাকে ইসরাইলের সব বংশ থেকে তাকেই বেছে নেবেন।

২২ "তোমাদের ছেলেমেয়েরা ও তোমাদের বংশধরেরা এবং দূর দেশের বিদেশীরা
এসে দেখবে কিভাবে এই দেশের উপর বিপদ নেমে এসেছে। তারা দেখবে মাবুদ
কিভাবে বিভিন্ন রোগ দিয়ে তোমাদের কষ্ট দিয়েছেন। ২৩ সমস্ত দেশটা লবণ ও জ্বলন্ত
গন্ধকে পুড়ে যাবে ও পড়ে থাকবে। সেখানে কিছুই বোনা হবে না, কিছুই গজিয়ে উঠবে
না, কোন ঘাস বা ঝোপ-ঝাড় সেখানে জন্মাবে না। এই দেশের অবস্থা হবে সাদুম,
আমুরা, অদ্‌মা ও সবোয়িমের মত, যা মাবুদ তাঁর ভয়ংকর রাগে জ্বলে উঠে ধ্বংস করে
দিয়েছিলেন। ২৪ সমস্ত জাতির লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে, 'মাবুদ এই দেশের অবস্থা কেন
এমন করলেন? তাঁর এই রকম ভয়ংকর জ্বলন্ত রাগের কারণ কি?'

২৫ "এর উত্তর হবে এই, 'কারণ এই জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদ আল্লাহ্‌র
চুক্তি ত্যাগ করেছে। তিনি এই চুক্তি মিসর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার পর
তাদের সংগে করেছিলেন। ২৬ তারা গিয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করেছিল, যে
দেবতাদেরকে তারা জানত না, যাদেরকে তিনি তাদের জন্য দেন নি, তাদের কাছে
সেজ্‌দা করেছিল। ২৭ সেই কারণেই মাবুদ এই দেশের লোকদের প্রতি ভয়ংকর রাগে
জ্বলে উঠলেন। আর তাই তিনি কিতাবে লেখা সমস্ত অভিশাপ তাদের উপর ঢেলে
দিলেন। ২৮ মাবুদ তাদের প্রতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে গজব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের
দেশ থেকে বের করে দিয়ে অন্য এক দেশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আজও তারা সেখানে

রয়েছে।’
২৯ “কিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ গোপন রেখেছেন, কেবল
তিনিই সে সব বিষয় জানেন। কিন্তু যা কিছু তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং
প্রকাশিত সেই সমস্ত বিষয় আমাদের ও আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য চিরকাল থাকবে,
যেন আমরা আইন-কানুনের সমস্ত কথা পালন করতে পারি।

মাবুদের কাছে ফিরে আসবার ফল

৩০ ১ “আমি তোমাদের সামনে এই যে দোয়া ও অভিশাপ রাখলাম, তা সবই
তোমাদের উপর আসবে। তখন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ যে সব জাতির
মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন, তখন এই সব কথায় তোমরা মন দেবে। ২ যখন তোমরা
ও তোমাদের ছেলেমেয়েরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসবে এবং তোমাদের
সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত প্রাণ দিয়ে আজ আমি তোমাদের যে আদেশ দিয়েছি তা পালন
করে চলবে, ৩ তখন মাবুদ তোমাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে আনবেন।
তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করবেন। যে সব জাতির মধ্যে তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
দিয়েছিলেন সেখান থেকে আবার তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন। ৪ এমন কি, তোমাদের
কাউকে যদি পৃথিবীর সবচেয়ে দূরের কোন দেশে দূর করে দেওয়া হয়, তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ সেখান থেকে তোমাদের নিয়ে আসবেন। ৫ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে দেশ দখল
করেছিল, তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই দেশে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন ও
তোমরা তা আবার দখল করবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও
উন্নতি দান করবেন তোমাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন।
৬ “তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের এবং তোমাদের বংশধরদের হৃদয়ের খৎনা
করবেন, যাতে তোমরা তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাস ও বেঁচে
থাক। ৭ যারা তোমাদের ঘৃণা করে ও নির্যাতন করে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই
শত্রুদের উপরে এই সমস্ত অভিশাপ নিয়ে আসবেন। ৮ তখন তোমরা আবার মাবুদের
বাধ্য হয়ে চলবে। আমি আজ তাঁর যে সমস্ত আদেশ তোমাদের দিচ্ছি তা পালন করবে।
৯ “তখন তোমরা যে কাজে হাত দেবে তাতেই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের
উন্নতি দেবেন। তিনি তোমাদের কাজকর্মে দোয়া করবেন। তিনি তোমাদের অনেক
ছেলেমেয়ে দিয়ে, তোমাদের পশুদেরও অনেক বাচ্চা দিয়ে এবং তোমাদের জমির ফসল
বাড়িয়ে দিয়ে দোয়া করবেন। তিনি তোমাদের নিয়ে আবার আনন্দ পাবেন ও তোমাদের
উন্নতি দেবেন, যেমন তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে আনন্দ পেতেন। ১০ অবশ্য যদি
তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বাধ্য হও, এবং এই আইন-কানুনের কিতাবে লেখা
তাঁর আদেশ ও নিয়মগুলো পালন কর, আর মনে-প্রাণে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে
ফির।

জীবন ও উন্নতি এবং মৃত্যু ও সর্বনাশ

১১ “আমি আজ তোমাদেরকে এই যে আদেশ দিচ্ছি, তা পালন করে চলা
তোমাদের জন্য খুব শক্ত কিছু নয়, কিংবা তোমাদের পক্ষে তা মেনে চলা অসম্ভবও নয়।

BACIB
International Bible
CHURCH

১২ এই আদেশ বেহেশতে রেখে দেওয়া কোন জিনিস নয় যে, তুমি বলবে, ‘কে বেহেশতে
গিয়ে তা এনে আমাদের কাছে ঘোষণা করবে যাতে আমরা তা মেনে চলতে পারি?’
১৩ এটা সমুদ্রের ওপারেরও কোন জিনিস নয় যে, তুমি বলবে, ‘কে সমুদ্র পার হয়ে
আমাদের জন্য তা নিয়ে এসে আমাদের কাছে ঘোষণা করবে যাতে আমরা তা মেনে
চলতে পারি?’ ১৪ না, সে কালাম তোমাদের খুব কাছেই রয়েছে। তা তোমাদের মুখে ও
হৃদয়ে রয়েছে যাতে তা পালন করতে পার।

১৫ “দেখ, আমি আজ তোমার সামনে জীবন ও উন্নতি এবং মৃত্যু ও সর্বনাশ
রাখলাম। ১৬ আজ আমি তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে, তাঁর পথে চলতে এবং
তাঁর সমস্ত আদেশ, নিয়ম ও নির্দেশ সকল পালন করতে আদেশ করছি। তাহলে তোমরা
বাঁচবে এবং তোমরা সংখ্যায় আরও বেড়ে উঠবে, এবং যে দেশ দখল করতে যাচ্ছ,
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ সেই দেশে তোমাদের দোয়া করবেন।

১৭ “কিন্তু যদি তোমরা মাবুদের কাছ থেকে তোমাদের হৃদয় সরিয়ে নাও, ও তাঁর
অবাধ্য হও, এবং যদি অন্য দেবতার পূজা কর, ১৮ তবে আজ আমি তোমাদের কাছে
ঘোষণা করছি যে, তোমরা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা জর্ডান নদী পার হয়ে যে
দেশ দখল করতে যাচ্ছ সেখানে বেশি দিন বেঁচে থাকবে না।

১৯ “আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছি যে,
আমি তোমার সামনে জীবন ও মৃত্যু, দোয়া ও অভিশাপ রাখলাম। তাই তোমরা জীবনকে
বেছে নাও, যেন তোমরা ও তোমাদের ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকতে পার। ২০ তোমরা
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাঁর বাণী মেনে চল ও এবং তাঁকে আঁক্‌ড়ে ধরে
রাখ। কারণ মাবুদই হলেন তোমার জীবন, এবং মাবুদ তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম,
ইসহাক এবং ইয়াকুবকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দেশে তোমরা অনেক
দিন বেঁচে থাকবে।”

হযরত ইউসার কাছে হযরত মূসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া

৩১ ১ পরে মূসা গিয়ে সমস্ত ইসরাইলকে এই সমস্ত কথা বললেন, ২ “এখন
আমার বয়স একশো বিশ বছর। আমি আর তোমাদের পরিচালনা করতে
পারব না। মাবুদ আমাকে বলেছেন, ‘তুমি জর্ডান নদী পার হয়ে যাবে না।’ ৩ তোমাদের
মাবুদ আল্লাহ্ নিজে তোমার আগে আগে পার হয়ে যাবেন। তিনি তোমাদের সামনে থেকে
সেই জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তোমরা তাদের দেশ দখল করে নেবে।
মাবুদের কথা অনুসারে ইউসা নদী পার হয়ে তোমাদের আগে আগে যাবে। ৪ মাবুদ
সীহোন এবং উজ এই ইমোরীয় বাদশাহ্‌দের ধ্বংস করে তাদের প্রতি এবং তাদের দেশের
প্রতি যা করেছিলেন তেমনি করে তিনি সেই সব জাতিও ধ্বংস করে ফেলবেন। ৫ মাবুদ
তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। তখন আমি তাদের প্রতি যা যা করবার আদেশ
করেছি তোমরা তাদের প্রতি তা-ই করবে। ৬ তোমরা শক্তিশালী হও ও সাহস কর।
তোমরা তাদের দেখে ভয় কোরো না, কিংবা ভয়ে কেঁপে উঠো না, কারণ তোমাদের মাবুদ
আল্লাহ্ নিজে তোমাদের সংগে যাচ্ছেন। তিনি তোমাদের কখনও ছাড়বেন না,

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমাদেরকে ত্যাগ করবেন না।”
৭ তখন মূসা ইউসাকে ডাকলেন এবং সমস্ত ইসরাইলের সামনে বললেন, “তুমি
শক্তিশালী হও ও সাহস কর, কারণ মাবুদ তাদেরকে যে দেশ দিতে তাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তুমি তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে সম্পত্তি হিসাবে দেশটা তাদের
মধ্যে ভাগ করে দেবে। ৮ মাবুদ নিজেই তোমার আগে আগে যাচ্ছেন, এবং তোমার সংগে
সংগে থাকবেন। তিনি তোমাকে ছেড়ে যাবেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না। তুমি ভয়
কোরো না, উৎসাহ হারায়ো না।”

আইন-কানুনের কিতাব পাঠ করার বিশেষ নিয়ম

৯ সুতরাং মূসা এই আইন-কানুন লিখলেন। এরপর তিনি তা মাবুদের সাক্ষ্য-
সিন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়া লেবির সন্তান ইমামদের হাতে ও ইসরাইলের বুড়ো নেতাদের
হাতে দিলেন। ১০ তারপর মূসা তাদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, “প্রত্যেক সাত বছরের
শেষে, ঋণ ক্ষমার বছরে, অর্থাৎ কুঁড়ে-ঘরের উৎসবের সময়, ১১ যখন সমস্ত ইসরাইল
তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া জায়গায় তাঁর সামনে উপস্থিত হবে, তখন
তোমরা তাদের সামনে এই আইন-কানুন পাঠ করবে, যাতে তারা শুনতে পায়।
১২ তোমরা লোকদেরকে, অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও তোমাদের শহরে বসবাসকারী
বিদেশীদেরকে একসংগে জড়ো করবে। এতে তারা আইন-কানুনের সব কথা শুনতে
পাবে, এবং তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করতে শিখবে আর এই আইন-কানুনের সব
কথা যত্নের সংগে পালন করবে। ১৩ তাদের যে ছেলেমেয়েরা এই আইন-কানুনের কথা
জানে না, তারা তা শুনতে পাবে। এতে যে দেশটা তোমরা দখল করতে জর্ডান নদী পার
হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে যতদিন বাস করবে, তারা ততদিন তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয়
করতে চলতে শিখবে।”

অবাধ্যতার ভবিষ্যদ্বাণী

১৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, “দেখ, এখন তোমার মৃত্যুর সময় কাছে এসে
গেছে। ইউসাকে নিয়ে জমায়েত-তাঁবুতে উপস্থিত হও। আমি সেখানে তাকে তার কাজের
ভার দেব।” তাই মূসা ও ইউসা জমায়েত-তাঁবুতে গেলেন।
১৫ তখন মাবুদ সেই তাঁবুর কাছে মেঘের থামে উপস্থিত হলেন, এবং সেই মেঘের
থামটি তাঁবুর দরজার উপরে গিয়ে দাঁড়ালো। ১৬ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, “তুমি
তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে বিশ্রাম করতে যাচ্ছ, আর এই লোকেরা যে দেশে ঢুকতে
যাচ্ছে, সেখানে খুব তাড়াতাড়ি সেখানকার দেবতাদের পূজায় নিজেদের বিকিয়ে দেবে।
তারা আমাকে ত্যাগ করবে ও আমি তাদের সাথে যে চুক্তি করেছি তা ভেঙ্গে ফেলবে।
১৭ সেই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আমার ভীষণ রাগ আগুনের মত জ্বলে উঠবে। আমি
তাদেরকে ত্যাগ করবো ও তাদের কাছে থেকে আমার মুখ মুখ ফিরিয়ে নেব। তারা ধ্বংস
হয়ে যাবে। তাদের উপরে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা নেমে আসবে। সেই দিন তারা
বলবে, ‘আমাদের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটেছে, তার কারণ কি এই নয় যে, আমাদের
আল্লাহ্ আমাদের সংগে নেই?’ ১৮ তারা অন্য দেব-দেবতাদের প্রতি ফিরে যে দুষ্টতার কাজ

BACIB
International Bible
CHURCH

করবে, সেজন্য আমি অবশ্যই তাদের দিক থেকে সেই দিন আমার মুখ ঢেকে রাখবো।
১৯ “এখন এই গানটি তোমাদের জন্য লিখে নাও। গানটি বনি-ইসরাইলদের শেখাও ও
তাদের দিয়ে তা গাওয়াও। তাহলে এই গানটি তাদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে একটি সাক্ষী
হয়ে থাকবে। ২০ আমি তাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দুধ
ও মধুতে ভরা সেই দেশে তাদের নিয়ে যাব। যখন সেখানে তারা পেট ভরে খেয়ে সুখে
থাকবে, তখন তারা অন্য দেবতাদের দিকে ফিরবে এবং তাদের পূজা করবে। তারা
আমাকে অগ্রাহ্য করবে ও আমার সংগে করা চুক্তি ভেঙ্গে ফেলবে। ২১ যখন তাদের উপর
অনেক বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসবে, তখন এই গানটিই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে,
কারণ তাদের বংশধরেরা গানটি ভুলে যাবে না। এমন কি আমার শপথ করে প্রতিজ্ঞা করা
দেশে তাদের নিয়ে যাওয়ার আগেই আমি জানি তারা কি করবে।” ২২ তাই সেই দিনেই
মূসা সেই গানটি লিখলেন এবং বনি-ইসরাইলদের তা শেখালেন।

২৩ মাবুদ নূনের ছেলে ইউসাকে এই আদেশ দিলেন, “তুমি শক্তিশালী হও ও
সাহস কর; কারণ আমি বনি-ইসরাইলদের যে দেশ দিতে শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেছি,
সেই দেশে তুমি তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং আমি তোমার সংগে সংগে যাব।

২৪ মূসা এই আইন-কানুনের কিতাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার পরে,
২৫ তিনি মাবুদের সাক্ষ্য-সিন্দুক বয়ে নিয়ে যাওয়া লেবীয়দের এই আদেশ দিলেন,
২৬ “তোমরা এই আইন-কানুনের কিতাবটি নিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য-
সিন্দুকের পাশে রাখ। এটি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে সেই জায়গায় থাকবে।
২৭ কারণ আমি জানি তোমরা কত বিদ্রোহী ও একগুঁয়ে। তোমাদের সংগে আমি জীবিত
থাকতেই তোমরা মাবুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, তবে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা
আরও কত না বিদ্রোহ করবে! ২৮ তোমরা তোমাদের বংশের বুড়ো নেতাদের ও
কর্মকর্তাদের সবাইকে আমার সামনে জমায়েত কর। আমি তাদের এই সমস্ত কথা বলতে
চাই ও তাদের বিরুদ্ধে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী করতে চাই। ২৯ কারণ আমি জানি,
আমার মৃত্যুর পরে তোমরা একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। আমি যে সব আদেশ দিয়েছি
তার থেকে তোমরা দূরে সরে যাবে। ভবিষ্যতের দিনগুলোতে তোমাদের উপর দুর্যোগ
নেমে আসবে। এর কারণ হল মাবুদের চোখে যা কিছু মন্দ তোমরা তা-ই করবে, এবং
তোমাদের হাতে গড়া মূর্তি দিয়ে তোমরা তাঁকে রাগিয়ে তুলবে।”

৩০ পরে মূসা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসরাইল সমাজের কাছে এই গানটি গেয়ে
শোনালেন।

৩২

১ হে আকাশ শোন, আমি কথা বলবো,
হে পৃথিবী, আমার মুখের কথা শোন।
২ আমার শিক্ষা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ুক,
আমার কথা শিশিরের মত পড়ুক,
যেমন বৃষ্টির ধারা ঘাসের উপর পড়ে,
যেমন সবুজ গাছপালার উপর বৃষ্টির ধারা নেমে আসে।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩ আমি মাবুদের নাম ঘোষণা করবো।
ওহে, তোমরা আমাদের আল্লাহ্‌র মহিমার প্রশংসা কর!
৪ তিনিই আশ্রয়-পাথর, তাঁর কাজ নিখুঁত;
তাঁর সমস্ত পথ ন্যায্য;
তিনি বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌, যিনি কোন ভুল করেন না;
তিনি ধার্মিক ও ন্যায়বান।
৫ তারা তাঁর প্রতি খারাপ কাজ করেছে;
তারা লজ্জার কাজ করেছে,
তারা আর তাঁর সন্তান নয়।
তারা বিপথে যাওয়া লোক, ও তাদের মন সরল নয়।
৬ হে বোকা, বুদ্ধিহীন লোকেরা,
এই ভাবেই কি তোমরা মাবুদ যা করেছেন তার প্রতিদান দিবে?
মাবুদ কি তোমাদের পিতা নন,
যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ও গঠন করেছেন? ৭
সেই পুরানো দিনগুলোর কথা মনে করে দেখ;
অনেক বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের বিষয় বিবেচনা করে দেখ।
তোমাদের বাবাকে জিজ্ঞেস কর,
সে তোমাদেরকে জানাবে;
বুড়ো নেতাদের জিজ্ঞাসা কর,
তাঁরা তোমাদের বুঝিয়ে বলবেন।
৮ সর্বশক্তিমান যখন বিভিন্ন জাতিকে তাদের অধিকার দিলেন,
যখন মানবজাতিকে ভাগ করলেন,
তখন বনি-ইসরাইলদের সংখ্যা অনুসারেই
সেই লোকদের সীমা ঠিক করেছিলেন।
৯ কারণ মাবুদের পাওনা অংশ হল তাঁর লোকেরা;
ইয়াকুব তাঁর পাওনা সম্পত্তি।
১০ তিনি একটি মরুভূমির দেশে,
যেখানে পশুরা গর্জন করে সেই নির্জন মরুভূমিতে,
তাকে পেলেন;
তিনি তাকে রক্ষা করলেন ও যত্ন নিলেন,
চোখের মণির মত করে পাহারা দিয়ে রাখলেন।
১১ ঈগল পাখি তার বাচ্চাদের বাসা থেকে ঠেলে দেয়,
যেন তারা উড়তে শেখে।
বাচ্চাদের রক্ষা করতে সে তাদের সাথে আকাশে ওড়ে।
তাদের ধরতে সে তার পাখা মেলে দেয়।

BACIB
International Bible
CHURCH

মাবুদ ঠিক সেই রকমই ইসরাইলদের পড়ে যাওয়া থেকে ধরে রাখলেন।
১৩ তিনি তাদের উঁচু দেশগুলোতে শাসন করতে দিলেন;
তারা জমির ফসল খেল,
তিনি তাদের পাহাড়ের ফাটলে পাওয়া মধু খাওয়ালেন,
তাদেরকে শক্ত পাথুরে জমির জলপাইয়ের তেল খাওয়ালেন।
১৪ তিনি তাদের গরুর পাল থেকে মাখন
এবং ভেড়ার পাল থেকে দুধ খাওয়ালেন।
তিনি তাদের মোটাসোটা ভেড়া ও ছাগলের মাংস খাওয়ালেন;
বাশনের সেরা ভেড়ার মাংস এবং গমের মিহি ময়দা খাওয়ালেন।
তোমরা আংগুর-রস, লাল রঙের আংগুর-রস পান করলে।
১৫ কিন্তু যিশুরূণ মোটাসোটা হয়ে লাথি মারল।
সে পেট ভরে খেল ও মোটা হল,
তারপর সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে,
তার উদ্ধারকর্তাকে ত্যাগ করলো।
১৬ তারা অন্য দেবতার পূজা করে তাঁর পাওনা ভক্তির আগ্রহে আগুন লাগাল,
জঘন্য মূর্তি দিয়ে তাঁকে রাগিয়ে দিল।
১৭ তারা ভূতদের উদ্দেশে, যারা আল্লাহ্‌ নয়,
তাদের কাছে কোরবানী দিল।
এই দেবতাদের তারা চিনতো না,
তারা তো মাত্র কিছুদিন আগে দেখা দিয়েছে;
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের ভয় করতো না।
১৮ যে আশ্রয়-পাথর তোমাদের পিতা তোমরা তাঁকে ত্যাগ করেছ,
যে আল্লাহ্‌ তোমায় জন্ম দিলেন তাঁকে ভুলে গিয়েছ।
১৯ মাবুদ এই সমস্ত দেখলেন এবং তাদেরকে অগ্রাহ্য করলেন।
তাঁর ছেলে এবং মেয়েরাই তাঁকে রাগিয়ে দিয়েছিল।
২০ তিনি বললেন, “আমি তাদের দিক থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নেব;
দেখবো তাদের শেষ দশা কি হয়;
কারণ তারা বিপথে যাওয়া বংশ,
তারা বিশ্বাসঘাতক সন্তান।
২১ যারা আল্লাহ্‌ নয় এমন দেবতার দ্বারা
তারা আমার পাওনা ভক্তির আগ্রহে আগুন জ্বালালো,
তারা তাদের অসার জিনিস দিয়ে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো;
জাতিই নয় এমন লোকদের হাতে ফেলে
আমিও তাদের অন্তরে আগুন জ্বালাব;
একটা অবুঝ জাতি দিয়ে তাদের রাগিয়ে দেব।

BACIB
International Bible
CHURCH

২২ কারণ আমার গজবের আগুন জ্বলছে,
তা কবরের গভীর জায়গাও জ্বালিয়ে দেবে,
তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সব ফসল জ্বালিয়ে দেবে,
তা পাহাড়গুলোর ভিত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেবে।
২৩ আমি বিপদের পর বিপদ তাদের উপরে জড়ো করবো,
তাদের দিকে আমার সব তীর ছুড়ে মারবো।
২৪ আমি তাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ পাঠাব,
যাতে তারা ক্ষুধায় ক্ষয় হয়ে যায়।
তাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর রোগ ও মহামারী পাঠিয়ে দেব।
আমি তাদের বিরুদ্ধে বন্য জন্তু পাঠিয়ে দেব।
বিষাক্ত সাপ তাদের দংশন করবে।
২৫ পথে তলোয়ার তাদেরকে সন্তানহারা করবে;
তাদের বাড়ির মধ্যেও ভীষণ ভয় রাজত্ব করবে।
তাদের সব যুবক যুবতীদের মেরে ফেলা হবে,
মেরে ফেলা হবে তাদের শিশু ও বুড়োদেরও।
২৬ আমি বলেছিলাম, তাদেরকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেব,
তাদের কথা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলব।
২৭ কিন্তু আমি জানি শত্রুরা তাদের ঠাট্টা করবে।
পাছে শত্রুরা ভুল বুঝে, তারা বড়াই করে বলে,
“মাবুদ এই সমস্ত করেন নি,
আমরাই আমাদের শক্তিতে জয়ী হয়েছি।”
২৮ তারা এমন এক জাতি যাদের কোন অনুভূতি নেই,
তাদের মধ্যে কোন বিচারবুদ্ধি নেই।
২৯ যদি শুধু তারা জ্ঞানবান হত তবে বুঝতে পারতো!
তারা বুঝতে পারতো তাদের শেষ দশা কি হবে!
৩০ কিভাবে এক জন হাজার লোককে তাড়িয়ে দেয়,
দু’জনকে দেখে দশ হাজার পালিয়ে যায়?
যদি না তাদের আশ্রয়-পাথর তাদেরকে বিক্রি করে দেন,
যদি না মাবুদ তাদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে থাকেন।
৩১ আমাদের শত্রুদের যে আশ্রয়-পাথর তা আমাদের আশ্রয়-পাথরের মত নয়;
এমন কি আমাদের শত্রুরাও সেটা স্বীকার করে।
৩২ তাদের আংগুরলতা সাদুমের আংগুরলতা থেকে এসেছে,
আমুরার জমির আংগুরলতা থেকে এসেছে;
তাদের আংগুর ফল বিষে ভরা,
তাদের আংগুরের থোকাগুলো তিতা।

BACIB
International Bible
CHURCH

৩৩ তাদের আংগুর-রস হল সাপের বিষ,
তা গোখ্‌রা সাপের ভয়ংকর বিষ।
৩৪ আমি কি সেই বিষ জমা করে তুলে রাখি নি?
তা কি আমি আমার ভাণ্ডারে সীলমোহর করে রাখি নি?
৩৫ প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কাজ,
যার যা পাওনা আমিই তাকে তা-ই দেব।
ঠিক সময়েই তাদের পা পিছলে যাবে;
তাদের ধ্বংসের দিন কাছে এসে গেছে,
তাদের ধ্বংস খুব তাড়াতাড়ি তাদের উপরে এসে পড়বে।
৩৬ মাবুদ তাঁর লোকদের বিচার করবেন এবং তিনি যখন দেখবেন যে,
গোলামদের সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে,
এবং স্বাধীন বা গোলাম কেউ আর নেই,
তখন তিনি তাদের করুণা করবেন।
৩৭ তিনি তখন বলবেন, "এখন কোথায় তাদের দেবতারা,
কোথায় সেই আশ্রয়-পাথর,
যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছিল?
৩৮ কোথায় সেই দেব-দেবতারা যারা তাদের কোরবানীর চর্বি খেত,
তাদের ঢালন-উৎসর্গের আংগুর-রস খেত?
তারাই উঠে তোমাদের সাহায্য করুক!
তারাই তোমাদের আশ্রয় হোক!
৩৯ এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি!
আমি ছাড়া আর কোন আল্লাহ্‌ নেই।
আমিই হত্যা করি, আবার আমিই জীবিত করি;
আমি আঘাত করেছি, আবার আমিই সুস্থ করবো;
আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে এমন কেউই নেই।
৪০ আমি আকাশের দিকে আমার হাত তুলে ঘোষণা করি।
আমি যেমন চিরকাল বেঁচে আছি,
তেমনি প্রতিজ্ঞা করছি যে,
৪১ যখন আমি আমার ঝক্‌ঝকে তলোয়ারে ধার দেব,
বিচারের সময় তা হাতে নেব,
তখন আমার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেব,
আর যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাওনা শাস্তি দেব।
৪২ আমি আমার তীরগুলোকে রক্ত খাইয়ে মাতাল করবো।
আমার তলোয়ার মেরে ফেলা লোকদের রক্ত খাবে
এবং বন্দিদের ও শত্রু-নেতাদের মাথার মাংস খাবে।

BACIB
International Bible
CHURCH

৪৩ হে জাতিরা, তাঁর লোকদের সংগে আনন্দ কর;
কারণ তিনি তাঁর গোলামদের রক্তের প্রতিশোধ নেবেন।
তিনি তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেবেন,
এবং তাঁর দেশের জন্য,
তাঁর লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

৪৪ এর পর মূসা ও নূনের ছেলে ইউসা এসে এই গানের সব কথা লোকদের
শোনালেন। ৪৫ মূসা যখন সমস্ত ইসরাইলদের কাছে এই সব কথা বলা শেষ করলেন,
৪৬ তখন তাদেরকে বললেন, "আমি আজ তোমাদের কাছে যে সব কথা শক্তভাবে ঘোষণা
করলাম তার প্রতি মনোযোগ দাও। এতে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরও তা শিক্ষা দিতে
পারবে, যেন তারা আইন-কানুনের সমস্ত কথা যত্নের সংগে পালন করে। ৪৭ এই কথা
ভেবো না যে, এই সমস্ত কথা বাজে কথা– আসলে এগুলোই তোমাদের জন্য জীবন।
তোমরা যে দেশ দখল করতে জর্ডান নদী পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে এই কথাগুলো
পালন করলেই তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারবে।"

হযরত মূসার মৃত্যুর কথা

৪৮ সেই একই দিনে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৪৯ "তুমি জেরিকোর উল্টো দিকে
অবারীম পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে মোয়াব দেশের নবো পাহাড়ে গিয়ে ওঠো। আমি বনি-
ইসরাইলদের সম্পত্তি হিসাবে যে কেনান দেশটি দিচ্ছি, তা একবার দেখে নাও। ৫০ তুমি
সেই পাহাড়ে উঠলে পর সেখানেই মারা যাবে। তোমার ভাই হারোণ যেমন হোর পাহাড়ে
মারা গিয়ে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেছে, তুমিও সেইভাবে মারা গিয়ে তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে। ৫১ এর কারণ হল তোমরা দু'জনেই ইসরাইলদের সামনে
আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলে। তোমরা সীন মরুভূমিতে কাদেশের মরীবার পানির কাছে
ইসরাইলদের মধ্যে আমাকে পবিত্র বলে মান্য কর নি। ৫২ তাই আমি বনি-
ইসরাইলদেরকে যে দেশ দিচ্ছি তুমি দূর থেকে সেই দেশটি দেখবে, কিন্তু সেখানে তুমি
ঢুকতে পারবে না।

বনি-ইসরাইলদের প্রতি হযরত মূসার দোয়া

৩৩ ১ আল্লাহ্‌র লোক মূসা মৃত্যুর আগে বনি-ইসরাইলদেরকে যে দোয়া
করেছিলেন তা এই–

২ তিনি বললেন,
"মাবুদ সিনাই থেকে আসলেন,
সেয়ীর থেকে তাদের তাদের উপর আলো দিলেন;
পারণ পাহাড় থেকে তাঁর উজ্জ্বল আলো প্রকাশ করলেন।
তাঁর হাজার হাজার যোদ্ধা তাঁর সংগে ছিল;
তাঁর ডান হাতে ছিল আগুন।
৩ নিশ্চয় তিনি তাঁর লোকদের ভালবাসেন;
পবিত্র লোকেরা সবাই তোমার হাতে আছে।

BACIB
International Bible
CHURCH

তারা সবাই তোমার পায়ের কাছে নত হয়;
এবং তোমার কাছ থেকে তারা নির্দেশ লাভ করে।
৪ মূসা আমাদেরকে আইন-কানুন দিলেন;
তা-ই ইয়াকুবের সমাজের সম্পত্তি।
৫ যখন ইসরাইলদের নেতারা জমায়েত হলেন,
তাদের সংগে জড়ো হল ইসরাইলদের সব বংশ,
তখন মাবুদই ছিলেন যিশুরূণের বাদশাহ্।"

৬ "রূবেণ বেঁচে থাকুক, তার মৃত্যু না হোক,
যদিও তার লোকসংখ্যা কম থাকবে।"

৭ এহুদার বিষয়ে তিনি বললেন,
"হে মাবুদ, এহুদার কান্না শুন,
তাকে তার লোকদের কাছে ফিরিয়ে আন;
নিজের হাতেই সে নিজের পক্ষে যুদ্ধ করে।
আহা, তুমি শত্রুদের বিরুদ্ধে তার সাহায্যকারী হও!"

৮ লেবির বিষয়ে তিনি বললেন,
"তোমার পছন্দের লোকের কাছে তোমার তুম্মীম ও ঊরীম রয়েছে;
তুমি মঃসাতে তার পরীক্ষা নিলে,
মরীবার পানির কাছে তার সংগে ঝগড়া করলে।
৯ সে তার বাবা ও মায়ের বিষয়ে বললো,
'তাদের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই;'
সে তার ভাইদেরকে স্বীকার করলো না,
তার ছেলেমেয়েদেরও চিনলো না;
কিন্তু তারা তোমার কালাম পাহারা দিয়েছে,
এবং তোমার সংগে করা চুক্তি পালন করেছে।
১০ তারা ইয়াকুবকে তোমার উপদেশ,
ইসরাইলকে তোমার আইন-কানুন শিক্ষা দেয়;
তারা তোমার সামনে ধূপ জ্বালায়,
আর তোমার কোরবানগাহ্‌র উপরে পোড়ানো-কোরবানী দেয়।
১১ হে মাবুদ, তার দক্ষতাগুলোকে দোয়া কর,
তার হাতের কাজে সন্তুষ্ট হও।
যারা তার বিরুদ্ধে উঠে,
তাদের কোমরে আঘাত কর;

BACIB
International Bible
CHURCH

তাদের শত্রুদের আঘাত কর যেন তারা আর দাঁড়াতে না পারে।”

১২ বিন্‌ইয়ামীনের বিষয়ে তিনি বললেন,
“মাবুদের ভালবাসার লোক তাঁর কাছে নির্ভয়ে বাস করবে;
তিনি সমস্ত দিন তাকে আড়াল করে রাখেন,
তিনি সব সময় তাকে রক্ষা করেন।”

১৩ ইউসুফের বিষয়ে তিনি বললেন,
“মাবুদ ইউসুফের দেশকে আশীর্বাদ করুন,
উপরের আকাশ থেকে বৃষ্টি দিয়ে, আর মাটির নীচের পানি দিয়ে,
১৪ সূর্যের সবচেয়ে ভাল আলো দিয়ে,
চাঁদের সেরা ফসল দিয়ে,
১৫ পুরানো পাহাড়ের বাছাই করা উপহার দিয়ে,
চিরকালের পাহাড়ের ভাল ফল দিয়ে,
১৬ পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ভাল উপহার দিয়ে,
জ্বলন্ত ঝোপে যিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ভাল জিনিসপত্র ও পূর্ণতা দিয়ে।
এই সব দোয়া ইউসুফের মাথায় ঝরে পড়ুক।
তার ভাইদের মধ্যে যে মহৎ তারই মাথার ঝরে পড়ুক।
১৭ মহিমায় সে প্রথমে জন্মেছে এমন ষাঁড়ের মত;
তার শিংগুলো বুনো ষাঁড়ের শিং;
সেই শিং দিয়ে সে জাতিদেরকে গুঁতাবে।
এমন কি, সে পৃথিবীর শেষ সীমার দেশগুলোকে গুঁতাবে।
সেই শিংগুলো হল আফরাহীমের দশ হাজার লোক,
মানশার হাজার হাজার লোক।”

১৮ সবূলূনের বিষয়ে তিনি বললেন,
“সবূলূন, যখন তুমি বাইরে যাও, আনন্দিত হও।
ইষাখর, যখন তুমি তাঁবুতে থাক, আনন্দিত হও।
১৯ তারা লোকদের পাহাড়ে ডেকে নিয়ে যাবে;
সেখানে তারা ধার্মিকতার কোরবানী করবে।
তারা সমুদ্র থেকে সম্পদ এবং বালিতে লুকিয়ে থাকা গুপ্তধন তুলে আনবে।”

২০ গাদের বিষয়ে তিনি বললেন,
“ধন্য তিনি, যিনি গাদের রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে দেন!
গাদ সিংহীর মত জীবন কাটায়,
সে শত্রুর বাহু এবং মাথা চূর্ণ করে।

BACIB
International Bible
CHURCH

২১ সে নিজের জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা বেছে নেয়;
নেতার অংশ তার জন্য তুলে রাখা আছে।
যখন লোকেরা জমায়েত হয়,
সে প্রভুর ধার্মিকতার ইচ্ছা পালন করে,
ইসরাইলদের জন্য যা ন্যায্য সে তা-ই করে।”
২২ দানের বিষয়ে তিনি বললেন,
“দান সিংহের বাচ্চা,
যে বাশন থেকে লাফ দেয়।”

২৩ নপ্তালির বিষয়ে তিনি বললেন,
“নপ্তালি মাবুদের অনুগ্রহে অনেক বিষয় পাবে,
সে তাঁর দোয়ায় পরিপূর্ণ;
গালীল সাগর ও তার দক্ষিণের দেশ সে-ই অধিকার করবে।

২৪ আশের সম্বন্ধে তিনি বললেন,
“ছেলেদের মধ্যে আশের সবচেয়ে বেশি দোয়া পেয়েছে;
সে তার ভাইদের মধ্যে প্রিয় হোক,
তার পা তেল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হোক।
২৫ তোমার সদর দরজার হুড়কাগুলো লোহা ও পিতলের হবে;
যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন তোমার গায়ে শক্তি থাকবে।”

২৬ যিশুরূণের আল্লাহ্‌র মত আর কেউ নেই,
তিনি তোমাকে সাহায্য করতে তাঁর গৌরবে মেঘে চড়ে
আকাশের মধ্য দিয়ে আসেন।
২৭ যিনি চিরকালের আল্লাহ্‌ তিনি তোমার আশ্রয়;
তাঁর চিরকালের হাতের নিচে তিনিই তোমাকে রেখেছেন।
তিনি তোমার শত্রুদের তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবেন;
তিনি বলবেন, ‘এদের ধ্বংস কর!’
২৮ সুতরাং ইসরাইল নিরাপদে বাস করবে,
ইয়াকুবের ঝর্ণা বিপদের বাইরে থাকবে;
সেখানে থাকবে শস্য ও আংগুর-রস,
যেখানে আকাশ থেকে শিশির ঝরে পড়বে।
২৯ হে ইসরাইল! ধন্য তুমি!
তোমার মত কে আছে, যাকে মাবুদ উদ্ধার করেছেন?
তিনি তোমার ঢাল, তোমার সাহায্যকারী,
তোমার গৌরবের তলোয়ার।

BACIB
International Bible
CHURCH

তোমার শত্রুরা তোমার সামনে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকবে;
তুমিই তাদের সব পূজার উঁচুস্থানগুলো পায়ে মাড়াবে।

হযরত মূসার মৃত্যু ও কবর

৩৪ ১ এর পর মূসা নবো পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। এই জায়গাটি ছিল মোয়াবের
সমভূমি থেকে জেরিকোর উল্টা দিকে পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণীর উপরে। মাবুদ
মূসাকে গিলিয়দ থেকে দান পর্যন্ত সমস্ত দেশটা দেখালেন। ২ তিনি তাকে নপ্তালি,
আফরাহীম ও মানশার সমস্ত জায়গা এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্র পর্যন্ত এহুদার সমস্ত
জায়গাটা দেখালেন। ৩ এছাড়া তিনি মূসাকে নেগেভ, জেরিকোর উপত্যকা, অর্থাৎ খেজুর-
শহর থেকে শুরু করে সোয়র পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা দেখালেন। ৪ এরপর মাবুদ তাঁকে
বললেন, "এই সেই দেশ, যার কথা আমি শপথ করে ইব্রাহিমকে, ইস্‌হাককে ও
ইয়াকুবকে বলেছিলাম, 'আমি তোমার বংশধরদের এই দেশটা দেব।' আমি তোমাকে
সেই দেশটা দেখতে দিলাম, কিন্তু নদী পার হয়ে তুমি সেখানে যেতে পারবে না।"

৫ তখন মাবুদের কথা অনুসারে মাবুদের গোলাম মূসা মোয়াব দেশের সেই
জায়গায় মারা গেলেন। ৬ মাবুদ মূসাকে মোয়াব দেশে কবর দিলেন। এটি ছিল বৈৎ-
পিয়োরের উল্টোদিকের উপত্যকায়। কিন্তু আজও লোকেরা জানে না মূসার কবরটা ঠিক
কোথায় রয়েছে। ৭ মারা যাবার সময়ে মূসার বয়স হয়েছিল একশো বিশ বছর। তখনও
তাঁর দেখবার শক্তি দুর্বল হয় নি, কিংবা তাঁর গায়ের জোরও কমে যায় নি। ৮ বনি-
ইসরাইলরা মূসার জন্য মোয়াব দেশের সমভূমিতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত জন্য শোক করলো।
এভাবে মূসার জন্য কান্নাকাটি ও শোক-প্রকাশের দিন পর্যন্ত সেখানেই রইলো।

৯ মূসা নূনের ছেলে ইউসার উপরে হাত রেখেছিলেন বলে তিনি জ্ঞানের রূহে পূর্ণ
হয়েছিলেন। তাই ইসরাইলীরা ইউসার কথামত চলতো এবং মাবুদ মূসাকে যা আদেশ
করেছিলেন সেই মত কাজ করতো।

১০ এর পর থেকে, মূসার মত কোন নবী ইসরাইলের মধ্যে জন্ম হয় নি। মাবুদ
তাঁর সংগে সামনাসামনি হয়ে কথা বলতেন। ১১ মাবুদ মূসাকে মিসর দেশে মহা আশ্চর্য
চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফেরাউন, তার উঁচু পদের কর্মচারী ও
মিসরের সমস্ত লোক সেই সব আশ্চর্য কাজ দেখেছিল। ১২ মূসা ইসরাইলের সমস্ত লোকের
চোখের সামনে যে মহা শক্তি ও ভয় জাগানো কাজ দেখিয়েছেন, তা আর কেউ কখনও
করে নি।

BACIB
International Bible CHURCH

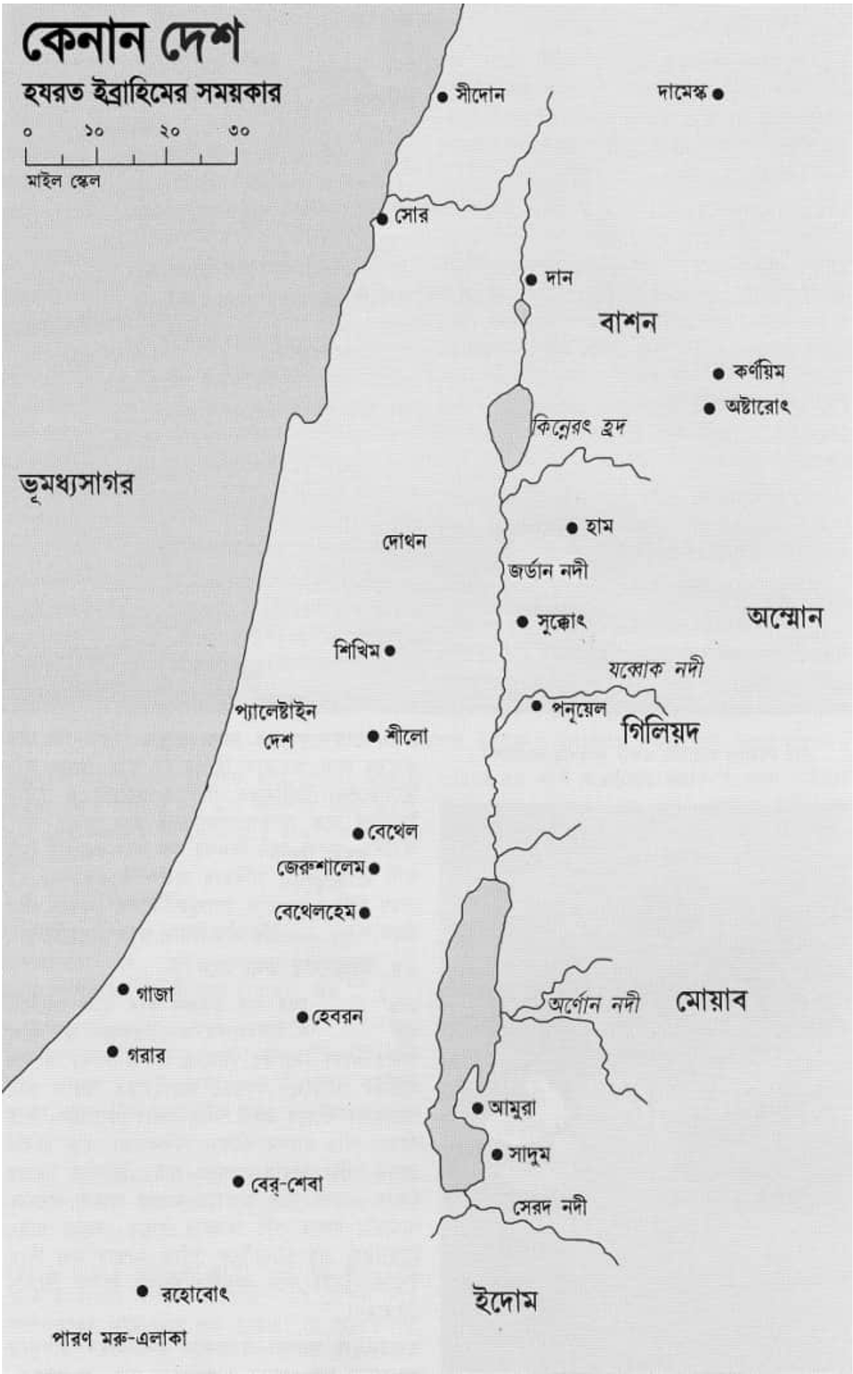

BACIB
International Bible
CHURCH

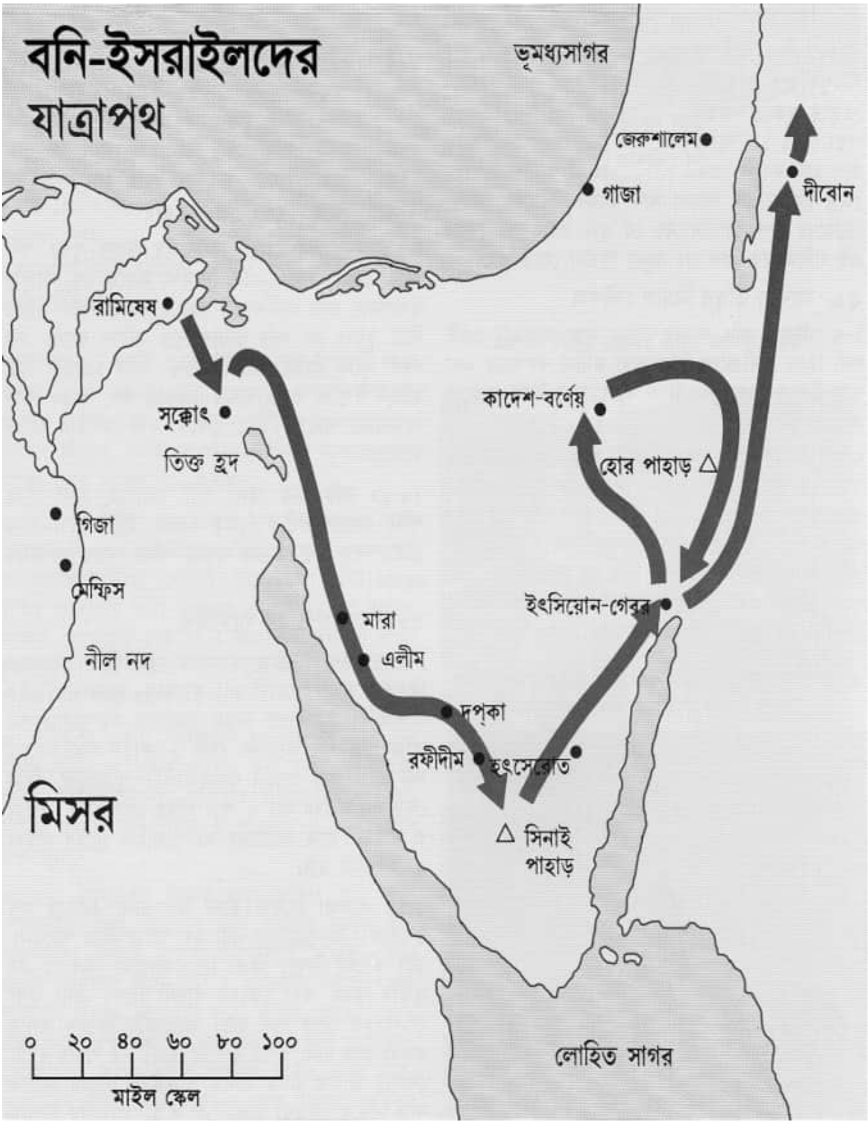
বনি-ইসরাইলদের
যাত্রাপথ
ভূমধ্যসাগর
জেরুশালেম
গাজা
দীবোন
রামিষেষ
সুক্কোৎ
তিক্ত হ্রদ
কাদেশ-বর্ণেয়
হোর পাহাড়
গিজা
মেম্ফিস
নীল নদ
মারা
এলীম
ইৎসিয়োন-গেবর
দপ্‌কা
রফীদীম
হৎসেরোত
মিসর
সিনাই
পাহাড়
০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০
মাইল স্কেল
লোহিত সাগর

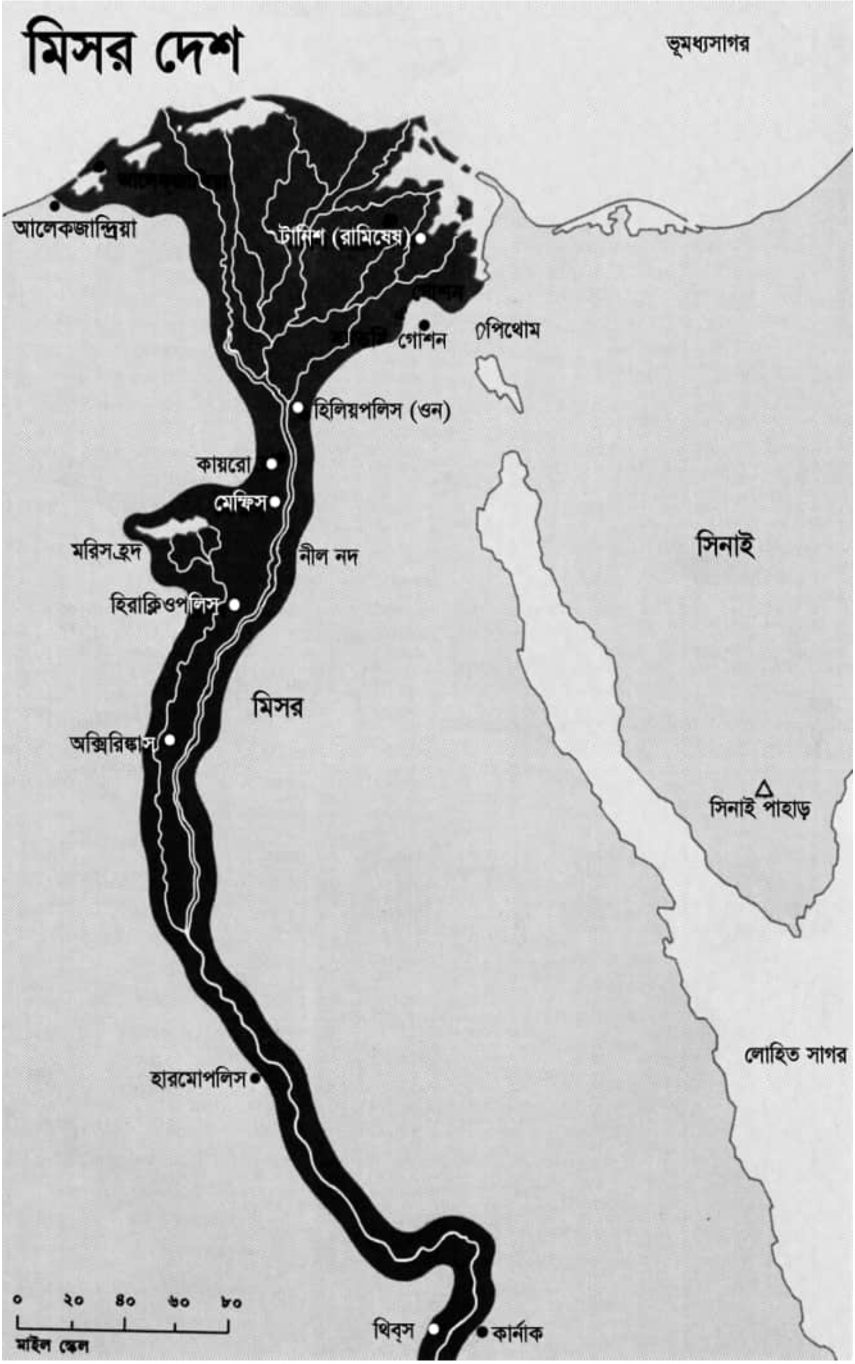
মিসর দেশ
ভূমধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
টানিশ (রামিষেষ)
গোশন
পিথোম
হিলিয়পলিস (ওন)
কায়রো
মেম্ফিস
সিনাই
মরিস হ্রদ
নীল নদ
হিরাক্লিওপলিস
মিসর
অক্সিরিঙ্কাস
সিনাই পাহাড়
লোহিত সাগর
হারমোপলিস
০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০
মাইল স্কেল
থিব্‌স
কার্নাক

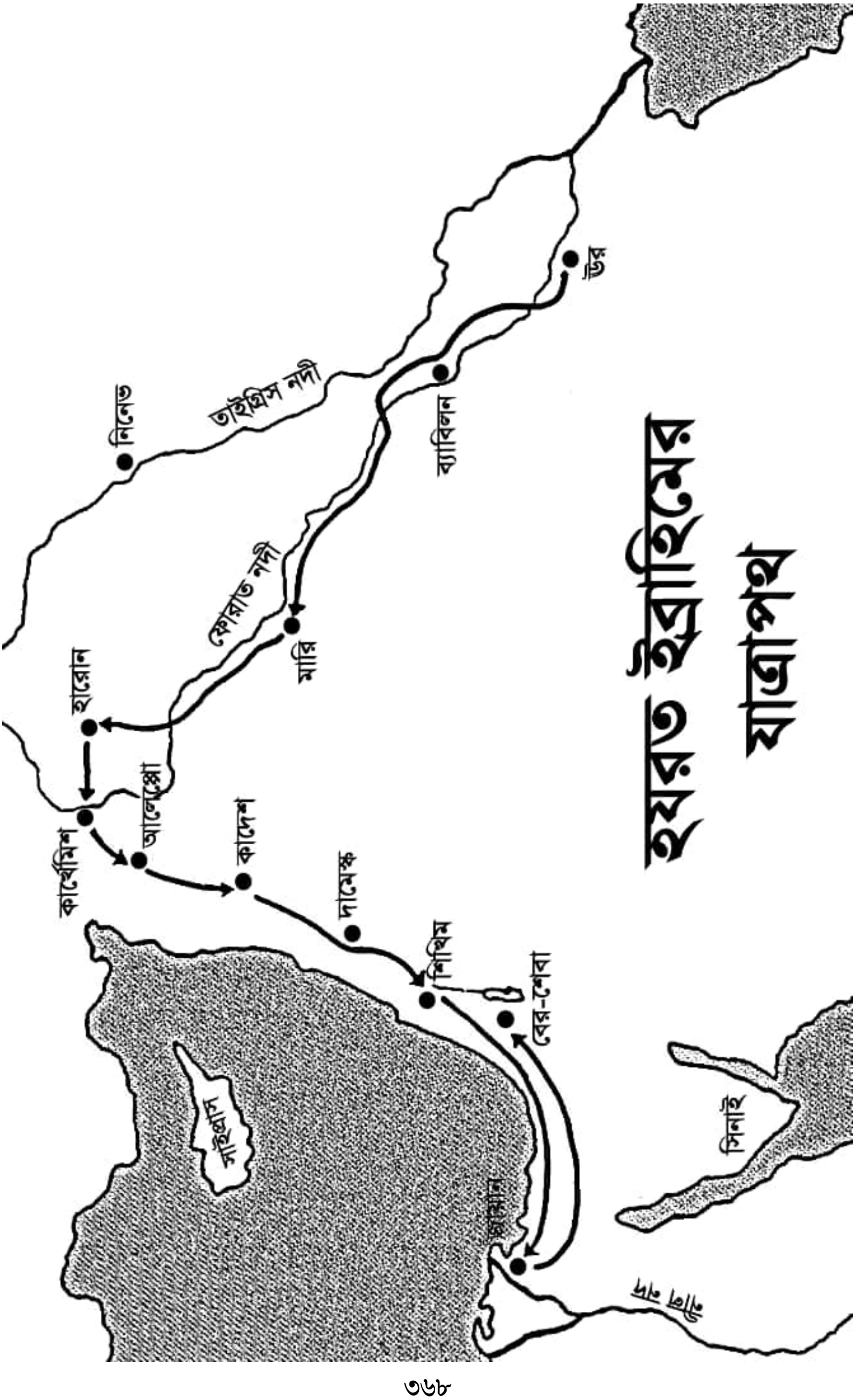

BACIB
International Bible
CHURCH